জাতক পঞ্চাশক
(অখণ্ড)

শ্রীমৎ জিনবংশ মহাথেরো

জাতক পঞ্চাশক

(অখণ্ড)

সদ্ধর্ম রত্ন চৈত্য, প্রেত-কাহিনী, সূত্র সংগ্রহ প্রভৃতি
দ্বিনবুতি সর্দ্ধম গ্রন্থ সঙ্কলক বিনয়াচার্য মহামান্য
শ্রীমৎ জিন বংশ মহাথেরো কর্তৃক প্রণীত।
শ্রীযুত সুদত্ত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক
প্রকাশিত

কম্পিউটার কম্পোজঃ
শ্রীমৎ পূর্ণ জ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ আর্য্যবোধি ভিক্ষু
শ্রীমৎ কল্যাণমিত্র ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

প্রুফ সংশোধনে ঃ
শ্রীমৎ সুধর্মানন্দ ভিক্ষু
শ্রীমৎ বীরসেন ভিক্ষু
শ্রীমৎ জিনশাসন ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

কম্পিউটার কম্পোজ তারিখ- **১১-৮-২০০২ ইংরেজী**।

প্রথম প্রকাশ কাল- ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ইং।

জাতক পঞ্চাশক
(১ম দশক)
প্রকাশকের উৎসর্গ পত্র

পিতৃদেব "নগেন্দ্র লাল বড়ুয়া সদাগর ও মাতৃদেবী শ্রীমতি সত্য বালা বড়ুয়া পুণ্য স্মৃতি

-ঃ তর্পণে ঃ-

স্নেহময়ী ওগো মাতা সুধা নির্ঝরিণী,
আমার শৈশবে পিতা ত্যজিল ধরণী।
সেই হতে তুমি মাঃ পরম সাদরে,
বক্ষরস দানিয়াছ স্নেহে অন্তরে।
সে রসে এ দেহ মম পোষেছ যতনে,
কতই না পেয়েছ দুঃখ আমার কারণে।
বিবেক জ্ঞানে সে দুঃখ ভাবিলে তখন,
অশ্রু সংবরিতে নারি ওহে মাতৃধন।
ভরণ পোষণে যদি সারাটি জীবন,
সযত্নে পালন করি তোমার মাতৃধন।
তথাপি তোমার গুণ নারিব শোধিতে,
এ ধারণা আছে মাতঃ আমার মনেতে।
চিরকাল তব স্মৃতি সুরক্ষা কারণ,
এ জাতক গ্রন্থটি আমি করি প্রকাশন।
মাতা-পিতা দোহে মম এ ধর্ম দান,
অনুমোদি আশীর্বাদ করহে মহান।

ইতি

ভবদীয় একমাত্র পুত্র
শ্রী সুদত্ত কুমার বড়ুয়া।
তাং-৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ইং

অগ্র মহাপণ্ডিত, শতাধিক সদ্ধর্ম গ্রন্থ প্রণেতা
বিনয়াচার্য, গুরুদেব শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির
মহোদয়ের পূণ্য স্মৃতি তর্পণে–

অগ্র মহাপণ্ডিত মম আচার্য প্রবর,
ভবালোকে বঙ্গবৌদ্ধ অতিশয় প্রখর।
তাই দেব তব নাম 'প্রজ্ঞালোক' বলি
সার্থক হয়েছে ধরায় তোমার সকলি।
জ্ঞানে ধ্যানে তপস্যায় তুমি মহিয়ান,
তুমিই নিত্য হও মম প্রধান ধ্যান।
সযতনে সদ্ধর্ম শিক্ষা আমায় দানিয়ে,
গ্রন্থকার বলিয়া লোকে প্রকাশ করয়ে।
গুণ যত দেব মম সবই আপনার,
দোষ যত আছে দেব সকলি আমার।
তবোদ্যানে হতে দেব এ "জাতক" প্রসূন,
সযতনে রতন রূপে করিয়া গ্রন্থন।
তব মহাপূণ্য স্মৃতি স্মরণের তরে,
মহানন্দে করিনু দান সজ্জনের করে।

ইতি
"গ্রন্থকার"
তাং-৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ইং

-ঃ অবতরণিকা ঃ-

ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্মের কাহিনীই জাতক নামে অভিহিত। তিনি বুদ্ধাঙ্কুর অবস্থায় যে অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করেছেন, তন্মধ্যে বুদ্ধত্ব লাভের প্রার্থনা কাল হতেই আরম্ভ করে যে জন্মসমূহ নিয়েছেন, তৎসমুদয়ই জাতক বলে কথিত হয়। প্রত্যেক জাতক বুদ্ধের দশবিধ পারমীর মধ্যে যে কোন একটা পারমী পূরণেরই অত্যাশ্চার্য জনক ঘটনা বলীতে সমৃদ্ধ।

এ জাতক পঞ্চাশক গ্রন্থের প্রকাশক বার্মা ভাষায় গ্রন্থকারের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেছেন, অনুসন্ধিৎসু জনগণের ঔৎসৌক্যার্থ এখানে তা বার্মা ভাষা হতে সঠিক বঙ্গানুবাদ করে এখানে দেওয়া হল। অনুবাদক বার্মা ভাষায় অভিজ্ঞ প্রিয়শীল শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথেরো, রামু।

"**১৯১১** বুদ্ধ পরিনির্বাণ বর্ষে মহাযোনক রাষ্ট্রের অন্তর্গত 'জাংমে'[N] নগরবাসী মহামান্য পালিত্রিপিটক পারদর্শী মহাপণ্ডিত প্রবর "সারিপুত্র" নামক মহাস্থবির মহোদয় মহানিপাত প্রভৃতি বহু পুরাতণ অর্থকথা সমূহ অবলম্বনে বুদ্ধাঙ্কুর প্রমুখ সৎপুরুষ বৃন্দের পারমিতা পূরণ সংক্রান্ত কাহিনী বিচিত্র ভাষায় নানা ছন্দে অলঙ্কৃত করিয়া সাধুসজ্জনের জ্ঞান বিকাশের জন্য সুবিশুদ্ধ পালিভাষায় এ জাতক পঞ্চাশক প্রণয়ণ করেন। ইহা রেঙ্গুন নগরে 'হংসবতী' মুদ্রালয় হতে মুদ্রিত হয়।" গ্রন্থকারের এই মাত্র পরিচিতি দিয়াই প্রকাশকের বক্তব্য শেষ করছেন।

আমার প্রথম জীবনে পরমারাধ্য মদীয় গুরুদেব বার্মা ষষ্ঠ সঙ্গায়নে ত্রিপিটক শোধক প্রধান অগ্র মহাপণ্ডিত শ্রীমৎ

[N] 'জাংমে' নগর বর্তমান শ্যাম ষ্ট্রেট ও থালে বলিয়া বার্মা ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে। আরব রাষ্ট্রের কোন উলেণ্ঢখ নাই।

প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়ের নিকট কানাইমাদারী বিদর্শনারামে ধর্মাবিনয় শিক্ষাকালে তদীয় সংগৃহীত বার্মা "পালিজাতক পঞ্চাশক" নামক বিরাটকায় এক গ্রন্থ আমার হাতে পড়ে। আমার অধ্যায়নের অবসরকালে সে জাতকটিও পাঠ করি।

তদানীন্তনকালে এ জাতক গ্রন্থ পাঠ করে যে অনাবিল প্রীতি লাভ করেছিলাম সেই প্রীতিবেগে তৎকালে সংকল্প করেছিলাম "এক সময় এ পুস্তকটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সর্বসাধারণের বিমল আনন্দ লাভের হেতু কারক হবে।" এ যাবৎ শাসনিক নানাকাজে ও সদ্ধর্ম গ্রন্থাদি প্রণয়ণে ব্যাপৃত থাকায় ঐ সংকল্পপূর্ণ করতে পারিনি। দীর্ঘদিন পরে অর্থাৎ ২৫১৮ বুদ্ধাব্দে এ "জাতক পঞ্চাশক" গ্রন্থখানি অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। নানা কাজের মাধ্যমে প্রায় এক বৎসরে ইহার অনুবাদ সমাপ্ত করি। তা সংশোধন মানসে মহামান্য সাহিত্যরত্ন অষ্টম সংঘনায়ক পরমারাধ্য শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয়কে প্রদান করি। তিনি তা জরাজীর্ণ কলেবরে অতিশ্রমে মহোৎসাহে সংশোধন করে দিয়ে আমার তথা পাঠকবৃন্দের মহোদোপকার সাধন করেছেন। তাঁর এ মহান উপকার চিরস্মরণীয়।

বর্তমান কাগজের মূল্য ও মুদ্রণ ব্যয় অগ্নিমূল্য বিধায় হতাশা হয়ে এক সময় এ মনো দুঃখের বিষয় কানাই মাদারী নিবাসী চট্টগ্রাম শহরে কে সি দে রোডস্থ বড়ুয়া কেবিনের মালিক সদ্ধর্ম পরায়ণ শ্রীযুক্ত বাবু সুদত্ত বড়ুয়ার নিকট কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ করি। তখন তিনি সশ্রদ্ধায় সানন্দে বললেন- "আমি সে পঞ্চাশটি জাতক সন্দর্ভের মধ্যে প্রথম দশটি জাতক প্রকাশ করব।" তাঁর একথায় তাঁকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ

দিয়ে জাতক দশটি প্রেসে দিই। দক্ষিণ জোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্য কুমার বড়ুয়া মহোদয় যত্নসহকারে কয়েকটি জাতকের প্রুফ সংশোধন করিয়া দেন। তাঁর এ উপকারও চিরস্মরণীয়।

শ্রীযুক্ত সুদত্ত বাবুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অবশিষ্ট জাতক গুলির মধ্যে কানাই মাদারী নিবাসী সদ্ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত বাবু ধর্মপাল বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত বাবু ভারত চন্দ্র বড়ুয়া এ দায়কদ্বয় ও দশ দশটি জাতক প্রকাশ করিতেছেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁদের আরব্ধ কাজও সমাপ্ত হবে। তাঁদের এ সাধু সংকল্প সবারই অনুকরণীয়। শ্রীবুদ্ধের বর্ণনায় ধর্মদান সর্বদানেরই উর্দ্ধে স্থান পেয়েছে। এরূপ আর কয়েকজন প্রকাশক পেলে এ ভূতপূর্ব অবশিষ্ট বিশটি জাতকও অল্প প্রকাশ করে সাধু সজ্জনদের আনন্দ বর্দ্ধন করবে। যেহেতুঃ- গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মের এ পঞ্চাশটি জাতক এ যাবত বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়নি।

সারগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী, মনাকর্ষক ও বিচিত্র কথা কাহিনীর মাধ্যমে এ সুযুক্তিপূর্ণ জাতক দ্বারা সর্বসাধারণের কিঞ্চিৎমাত্রও উপকার হলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

ইতি-

শাসন সমাজ হিতকামী- জিনবংশ মহাথেরো

মহামুনি, মহানন্দ সঙ্ঘরাজ বিহারাধ্যক্ষ।

জাতক পঞ্চাশক

নমো তস্সয়তোমহিম তোয়স্সত মোন।

---)(---

১। আদিত্ত রাজ জাতক

"ভবৎ, আমার যখন স্বপ্ন" এ'গাথাটি ভগবান জেতবনে অবস্থান করবার সময় তাঁর জন্মান্তরের দান- পারমীকে উপলক্ষ করে বলেছিলেন।

একদিবস ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় উপবিষ্ট হয়ে এরূপ কথা উত্থাপন করলেন। "আহো বন্ধুগণ, আমাদের শাস্তা দেব মানবের লৌকিক লোকুত্তর সম্পদ দায়ক। অপিচ তিনি পূর্বজন্মে বোধিসত্বাবস্থায় পরকে দান করে কোন সময় তৃপ্ত হননি। তাই সর্বদা তিনি দানে রত থাকতেন। এ দানবলেই তিনি এখন সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়ে দেব-মনুষ্যগণকে আর্যমার্গ ধর্ম-ফল প্রদান করছেন। "শাস্তা গন্ধকুটি থেকে ভিক্ষুগণের এসব আলোচনা দিব্য কর্ণে শুনে ধর্মসভায় এসে উপস্থিত হলেন। তথায় প্রজ্ঞাপ্ত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হয়ে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, বর্তমান তোমরা এখানে কি বিষয়ের আলোচনা নিয়ে বসে আছ?" তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় বুদ্ধের নিকট ব্যক্ত করলে, বুদ্ধ বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় নহে-তথাগত যে শুধু এখন দেব-মানবের লৌকিক লোকুত্তর সম্পদ দায়ক হয়েছেন তা' নয়, পূর্বেও বোধিসত্ত্বাবস্থায় পরকে দান দিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারিনি। ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। এ ব'লে বুদ্ধ নীরব হলেন। তখন

অতীতের সে বিষয় বলার জন্য ভিক্ষুগণ দ্বারা প্রার্থী হয়ে তিনি তা বলতে আরম্ভ করলেন।

অতীতে জ্যোতিঃ নামক নগরে আদিত্ত নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর ষোড়শ সহস্র নারীদের মধ্যে শঙ্খাদেবী নাম্নী এক পুন্যবতী নারী ছিলেন অগ্রমহেষী। রাজা ছিলেন অতিশয় শ্রদ্ধাবান। সর্বদাই তিনি দানে রত থাকতেন। তাই নগরের চারি দ্বারে চার খানা, মধ্যে এক খানা এবং নিজের প্রাসাদের দ্বারে একখানা, এ ছয়খানা দান-শালা তৈরী করায়ে প্রত্যহ প্রত্যেক দানশালায় ছয় হাজার ছয় শত টাকার দানীয় বস্তু অর্থীদের দান করতেন। সময়ে সময়ে মহারাজ মহামেঘের ন্যায় মহাদান বর্ষণ করতেন। তিনি কোন এক রাত্রির অন্তিমযামে স্বপ্নযোগে দেখলেন "দুর্বল জীর্ণ শীর্ণ এক ব্রাহ্মণ তাঁর নিকট এসে অন্ন যাচঞা করলেন।" তিনি এরূপ স্বপ্ন দেখার পর জাগ্রত হয়ে তা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে উপবেশন করলেন। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পর স্বীয় অমাত্যবৃন্দকে আহ্বান করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১। "হে ভবৎগণ, এক জীর্ণ ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে দেখার পর নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে উপবিষ্ট হয়েছি।" অমাত্যবৃন্দের নিকট স্বীয় দৃষ্ট স্বপ্ন প্রকাশ করার পর রাজা চিন্তা করলেন- "অদ্য প্রাতে যদি কোন যাচক আমার নিকট এসে বাহ্যিক বা আধ্যাত্মিক কোনও বস্তু যাচঞা করে, তা নিশ্চয়ই তাকে দান করব।" যদি আমার নিকট কেহ মস্তক চায়, তাও ছেদন করে দান দেব। কেহ যদি আমার হৃদয় চায়, আমার বক্ষ ভেদ করে তাও বের করে দান দেব। যদি কেহ আমার দেহের মাংস-পিণ্ড চায়, অথবা অর্ধ শরীর বা সর্বশরীর চায়, তাকে তাও দান করব। আর কেহ যদি আমাকে বলে– তুমি আমার দাস হও, তখন

আমি তাও হব। কেহ যদি রাজ্য চায়, তাও তাকে দান করব। আদিত্যরাজ এরূপ চিন্তা করে অমাত্যগণ পরিবৃত হয়ে বিচারালয়ে রত্ন পালঙ্কে উপবিষ্ট হয়ে যাচকের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় অমাত্যবৃন্দ রাজার দৃষ্ট স্বপ্ন জ্ঞাত হবার ইচ্ছায় রাজাকে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২। রাজন, আপনি রাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখেছেন বলে প্রকাশ করছেন তা' আমাদের বলুন।

আদিত্তরাজ তাদের বাক্য শুনে নিম্নোক্ত গাথা দ্বয়ে স্বপ্ন বিবরণ প্রকাশ করলেন-

৩। আমি স্বপ্নে দেখলাম, "এক জীর্ণ ব্রাহ্মণ আমার নিকট এসে অন্ন যাচঞা করলেন।

৪। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও জীবন ইত্যাদি অন্য কিছুই যাচঞা করলেন না।" আমি এরূপই স্বপ্ন দেখলাম। ভবৎগণ, তা' আপনারা চিন্তা করে দেখুন।

এরূপে তিনি অমাত্যদের নিকট স্বপ্ন-বিবরণ প্রকাশ করার পর আধ্যাত্মিক দান দেওয়ার ইচ্ছুক হয়ে পুনঃ চিন্তা করলেন– "কোন যাচক আমার নিকট এ'সে বাহ্যিক দান যাচঞা ক'রে পরে আধ্যাত্মিক দানই যাচঞা করুক।" এরূপ চিন্তা করে প্রীতিফুল্লমনে আধ্যাত্মিক দানই দেওয়ার প্রণিধান করতঃ নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

৫। আমি অদ্য তুষ্ট মনে আধ্যাত্মিক দান প্রদান করব। যাচকগণ শীঘ্রই আমার নিকট এ'সে আমার আধ্যাত্মিক ধন গ্রহণ করুন। আমার অঙ্গ ও জীবন দান করা হবে একমাত্র বোধি-জ্ঞান লাভ করবারই ইচ্ছায়।

আদিত্তরাজ এরূপ দৃঢ় সংকল্প পোষণ করে নিজের প্রাসাদে আরোহণ করলেন। অতঃপর একদিবস রাজা প্রত্যুষকালে নিদ্রা

হতে জাগিয়ে শয্যায় সুখাসনে উপবেশন করলেন এবং ছয় দানশালায় প্রদত্ত দান সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। এরূপ চিন্তা করার ফলে তাঁর অন্তরে স্থায়ী প্রীতির উদ্রেক হল। সেইক্ষণে রাজা এরূপ চিন্তা করলেন- অহো! যাচকগণ আমার নিকট এসে যদি বাহ্যিক দান যাচঞা না করে আধ্যাত্মিক দানই যাচঞা করে চক্ষু, হৃদয়, মাংস, রক্ত, অর্দ্ধ দেহ বা সর্বদেহও যদি যাচঞা করে, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের ইচ্ছায় তাদের ইচ্ছিত বস্তু নিশ্চয়ই দান করব। সে বিষয় প্রকাশ-মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাত্রয় বললেন।

৬। ধর্মতঃ রাজত্বকারী আদিত্ত নামক রাজা প্রাসাদে বসে দান দেওয়ার জন্য চিন্তা করলেন।

৭। কোন ব্যক্তি যদি আমার নিকট এসে আমার চক্ষু, হৃদয়, মাংস, রক্ত ও অর্দ্ধদেহ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বস্তু দান চায়।

৮। আর যদি কোন যাচক আমাকে দাস রূপে চায়, আমি নিজকে তার দাস রূপে নিশ্চয়ই নিয়োজিত করব।

এরূপ ঐকান্তিক চেতনায় চিন্তাকারী রাজার তেজানুভাবে দ্বিলক্ষ চারিনিযুত যোজন দল বিশিষ্ট এ মহা-পৃথিবী মত্ত হস্তীর ন্যায় সগর্জনে কম্পিত হল। মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হল, সুমেরু পর্বতরাজ সুস্বেধিত বেত্রের ন্যায় নমিত হয়ে জ্যোতিঃ নগরাভিমুখী হল। সশব্দে দেবগর্জন করে ক্ষণিক বর্ষণ হল। অকালে বিদ্যোৎলতা নিসৃঃত হল। দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাব্রহ্মা সানন্দে সাধুবাদ প্রদান করলেন। তৎসঙ্গে সমস্ত দেবতা ও সাধুবাদ দান করলেন। মনুষ্যলোক হতে ব্রহ্মালোক পর্য্যন্ত মহাআনন্দ-কল্লোল উত্থিত হয়েছিল। সে সময় দেবরাজ ইন্দ্রের ভবন ও রাজাসন উত্তপ্ত হয়েছিল। দেবরাজ এর কারণ চিন্তা করে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

৯। মনে হয়, কোন দেবতা বা মনুষ্য এমন দান ও ব্রহ্মচর্য আচরণ করছেন, যে পুণ্য প্রভাবে আমাকে এ আসন হতে চ্যুত করবেন।

দেবরাজের এরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হওয়ায় তিনি দিব্য নেত্রে জগতে অবলোকন করে প্রকৃত কারণ জ্ঞাত হয়ে সানন্দে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ঘোষণা করলেন।

১০। মনুষ্যলোকে সমস্ত মনুষ্য কুশল কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন সুসংঘতভাবে। তাই এবার নিরয় শূন্য হবে এবং দেবলোক পরিপূর্ণ হবে।

১১। আদিত্য নামক রাজা বুদ্ধাঙ্কুর দানে রত হয়ে পারমী ধর্ম পূর্ণ করে অনাগতে বুদ্ধ হবেন।

অতঃপর দেবরাজ এখনিই আমি গিয়ে বোধিসত্ত্ব আদিত্য রাজার পারমী ধর্ম পরিপূরণের সাহায্য করব "এ চিন্তা করে তখনই দেবলোক হতে মনুষ্যলোকে উপনীত হয়ে বৃদ্ধ, জীর্ণ শীর্ণ ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করে পক্ক শিরকেশ ও কম্পমান দেহে দণ্ড পরায়ণ হয়ে রাজাঙ্গনে উপস্থিত হলেন। তথায় জনগণ এ জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে অতিশয় সংক্ষুব্ধ হয়ে বললেন- "ভগৎগণ, এ জীর্ণ ব্রাহ্মণ ইতিপূর্বে এখানে আসতে দেখিনি, কিরূপে তিনি এখানে আস্লেন? তখন বোধিসত্ত্ব প্রাসাদ হতে অবতরণ করে প্রাসাদ-দ্বারে প্রতিষ্ঠিত দানশালায় উপস্থিত হলেন। তখন সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের নিকটবর্ত্তী হয়ে হস্ত প্রসারণ করে বললেন- "মহারাজের জয় হোক্।" ইহা শুনে মহাসত্ব সে দণ্ড হস্তধারী জীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি লক্ষ্য করে চিন্তা করলেন-

"এ ব্রাহ্মণের আগমন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন।" এ চিন্তা করে করুণাময় অন্তরে ব্রাহ্মণকে নিম্নোক্ত গাথাযোগে জিজ্ঞেস করলেন-

১২। "হে মহাব্রাহ্মণ, আপনি কোন্ প্রয়োজনে এসেছেন?"

ইহা শুনে ব্রাহ্মণ হস্ত উত্তোলন করে বললেন- মহারাজ, আমি জীর্ণ দুর্বল, ব্যাধি-পীড়িত, অনাথ ও ক্ষুধাতুর। সুতরাং আমাকে অন্নদান করুন। এ বলে নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

১৩। রাজন, আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভোজন দান করুন। তজ্জন্য আমি এসেছি।

ইহা শুনে আদিত্ত্য রাজা প্রীতিফুল্ল হৃদয়ে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৪। হে ব্রাহ্মণ, আপনি যে অন্ন ভোজন যাচঞা করলেন, তা' আপনাকে দেবো। দানেই আমার মন রমিত হয়।

তখন রাজা প্রার্থনা করলেন- "অদ্য আমার এ যে অন্নদান, তা অনাগতে সর্বজ্ঞ বুদ্ধদের হেতু হোক। অতঃপর স্বর্ণ থালায় উৎকৃষ্টতর অন্ন ব্যঞ্জন পরিপূর্ণ করে তা নিজের মস্তকে ধারণ করে ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন। ব্রাহ্মণও তা রাজার হস্ত হতে গ্রহণ করে রাজার সম্মুখেই তা' ত্যাগ করে চলে গেলেন। শাস্তা তা' প্রকাশ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত গাথা পঞ্চক ভাষণ করলেন-

১৫। তখন সে আদিত্ত রাজ সদা সুমন চিত্তে সমাদরে ব্রাহ্মণকে অন্নভোজন দান করেছিলেন।

১৬। শ্রদ্ধার সহিত রাজা ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ অন্ন বোধিজ্ঞান লাভের মানসে দান করেছিলেন।

১৭। রাজা তথায় দেখলেন, তিনি যে অন্ন দান করেছেন, ব্রাহ্মণ তা ক্রোধভরে ত্যাগ করে চলে গেলেন।

১৮। সদা প্রসন্ন চিত্ত রাজা এতে মনে কোন প্রকার ক্রোধভাব না এনে বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করে সুমন সম্পন্ন হলেন।

১৯। তদ্ধেতু পণ্ডিত জন শ্রেষ্ঠ সুখ প্রার্থনা করে তুষ্ট চিত্তে দান দিয়ে ত্রিকালে প্রসন্ন চিত্তে অবস্থান করে দেব-মনুষ্যলোকে সর্বদা দুর্লভ শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করেন।

সেক্ষণেই দেবরাজ জীর্ণ ব্রাহ্মণবেশ ত্যাগ করে তরুণ দর্শনীয় অভিরূপ প্রসন্নতা ব্যঞ্জক ও সৌভাগ্যবান ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করে পুনঃ রাজাঙ্গণে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আদিত্ত রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে আলাপচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২০। দেব, কুশলে আছেন ত? ভবৎ, নিরাপদে আছেন ত? জনপদ সমৃদ্ধ আছে ত? সুবৃষ্টি হয় ত?

ইহা শুনে আদিত্ত রাজ সে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

২১। ব্রাহ্মণ, আমি কুশলে ও নিরাপদে আছি। আমার জনপদ সমৃদ্ধ আছে, সুবৃষ্টি ও বর্ষণ হয়। ব্রাহ্মণ, বহুদূর হতে আপনার আগমন নিশ্চয়ই সু-আগমন হয়েছে।

এ'বলে মহাসত্ব চিন্তা করলেন- 'এ ব্রাহ্মণ এ রাজাঙ্গণে অকারণে আসেননি। তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করব।" এ'মনে করে নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

২২। আপনি কি কারণে, কীই বা প্রয়োজনে এ রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন? তা আমাকে বলুন।

ইহা শুনে তরুণ ব্রাহ্মণ বললেন- "মহারাজ, এখন আমি আপনার শঙ্খাদেবী ভার্যাকে আমার ভার্যারূপে বরণ করবার জন্য যাচঞা করতে এসেছি। আমাকে আপনার ভার্যা দান করুন।" এবলে নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

২৩। বারিবহনকারী নদীর জলে যেমন কোন সময় ক্ষীরমান হয়না, আপনিও তেমন। তাই আপনার নিকট যাচঞা করতে এসেছি। শীঘ্রই আপনার ভার্যা আমাকে দিন।

ইহা শুনে মহাসত্ত্বের মন প্রীতি রসে সিক্ত হল। প্রসারিত হস্তে যেন সহস্র স্বর্ণমুদ্রার থলি পতিত হল এবং দরিদ্র ব্যক্তি যেন সুবর্ণ-নিধি লাভ করল, সেরূপ আনন্দিত মনে বললেন- "সাধু সাধু মহাব্রাহ্মণ, আপনার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করব।" এ বলে তিনি সমগ্র জ্যোতিঃনগরে বিঘোষিত হয় মত প্রসন্ন মনে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

২৪। ব্রাহ্মণ, আপনি যা যাচঞা করলেন, তা আপনাকে অকম্পিত হৃদয়েই প্রদান করব। যা আছে, তা গোপন করবনা। দানেই আমার মন রমিত হয়।

মহাসত্ব এরূপ বলে স্বীয় পত্নী শঙ্খা দেবীর মুখ-পানে চেয়ে বললেন- "ভদ্রে, এখন আমি তোমাকে দান দিয়ে সম্যক সম্বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করব।" ইহা শুনে দেবী বললেন- মহারাজ, তা প্রার্থনা করুন, বড়ই উত্তম হবে।" এ বলে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

২৫। দেব, আপনি আমার অভিভূ, স্বামী, ঈশ্বর এবং আমার প্রতিষ্ঠাপক দেবতা। আমাকে নিশ্চয়ই দান দিন।

২৬। আপনার প্রতি যাই অপরাধ করেছি, তা আমার প্রতি অনুকম্পা করে ক্ষমা করুন। মহারাজ, আপনার শ্রী পাদপদ্মে বন্দনা জানাচ্ছি।

রাজা ইহা শু'নে শীঘ্রই সুভাশিত জল পরিপূর্ণ সুবর্ণ গাড়ু গ্রহণ করে সে তরুণ ব্রাহ্মণের হস্তে জল ঢেলে বললেন- "হে ব্রাহ্মণ, এ শঙ্খাদেবী আমার অতি প্রিয়তমা। অপিচ এ দেবী হতেও শত-সহস্র ও লক্ষগুণে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানই আমার প্রিয়তর।

তদ্ধেতু আমার এ ভার্যাদান সর্বজ্ঞ জ্ঞানের হেতু হোক্।” এ বলে নিজের প্রিয়তমা ভার্যা শঙ্খাদেবীকে তাঁর হস্তে প্রদান করে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

২৭। মহাব্রাহ্মণ, বোধিলাভের ইচ্ছায় আপনাকে আমার ভার্যা দান দিচ্ছি, আমার নিকট হতে তাকে গ্রহণ করুন।

এ বলে মহাসত্ব ব্রাহ্মণের সাথে দেবীকে পাঠিয়ে দেওয়ার সময় নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

২৮। মহাব্রাহ্মণ, আপনি আমার দানোত্তম দেবীদান গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ, আমার প্রদত্ত এ দান গ্রহণ করে যথেচ্ছা গমন করুন।

২৯। এ নারী আমার অপ্রিয় নয়, কিন্তু ওর চেয়ে সর্বজ্ঞতাই আমার অতিপ্রিয়, তাই আমি আমার এ পতিব্রতা ভার্যাকে দান দিচ্ছি।

সেক্ষণেই পৃথিবী কম্পনাদি সর্ববিধ আশ্চর্য বিষয়ের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। তদ্বিষয় প্রকাশ কার ইচ্ছায় শাস্তা নিম্নোক্ত ছয়টি গাথা ভাষণ করলেন।

৩০। অনাগতে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য আদিত্ত রাজা জল ঢেলে স্বীয় পত্নীকে ব্রাহ্মণের হস্তে দান দিয়েছিলেন।

৩১। এ দানের সময় ভীষণ লোমহর্ষ জনক পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল।

৩২। দেবীকে দান করার সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল ভৈরভ নাদ প্রবর্তিত হয়েছিল এবং মহাপৃথিবী কম্পিত হয়েছিল।

৩৩। দেবীকে দান করা হলে তখন সসাগরা মহানগর সহ পৃথিবী সংক্ষুব্ধ হয়েছিল।

৩৪। সাগরে তখন মহাগর্জনের সৃষ্টি হল। সুমেরু পর্বত নগরাভিমুখী হয়ে নমিত হয়েছিল। চিত্রবন অলঙ্কারের ন্যায় হয়েছিল।

৩৫। পৃথিবীর সর্বদিক চালিত হল। সর্বদা ইক্ষু নিষ্পেষনীর ন্যায় পৃথিবী হতে মহা শব্দ নিঃসৃত হয়েছিল।

তখন ব্রাহ্মণ শঙ্খাদেবীর হস্ত ও কেশ-কলাপ নির্মমভাবে আকর্ষণ করে সে স্থানেই ভূপাতিত করলেন। ইহাতে বেদনা বিধুরা দেবী তখন রোদন করতে লাগলেন। মহাসত্ব এ ব্যাপার দেখে ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে বললেন- "ভদ্রে, তুমি অনুশোচনা ও রোদন করোনা। যেহেতুঃ- আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের হস্তে দান করে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রার্থনা করছি। দেবী ইহা শু'নে সিংহনাদে নিম্নোক্ত গাথা যোগে বললেন-

৩৬। দেব, আমি আপনার দাসী, আপনিই আমার স্বামী ও ঈশ্বর। ইচ্ছা করে আপনি আমাকে দান করেছেন। তদ্ধেতু তিনি আমাকে বিক্রী করুক বা বধ করুক, তাতে আমার কোনই আপত্তি থাক্‌বে না।

তখন দেবী প্রীতিফুল্লমনা হয়ে ব্রাহ্মণের নিকট স্থিতা হলেন। সে বিষয় প্রকাশ করবার ইচ্ছায় শাস্তা বলেছিলেন।

৩৭। তখন সর্বকালের জন্য শঙ্খাদেবী ক্রোধ বিহীনা হয়েছিলেন এবং রাজাও অনাগতে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ক্রোধ বিহীন হয়েছিলেন।

তৎপর দেবরাজ তাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে তাঁদেরকে বহু স্তুতি করলেন। সে বিষয় প্রকাশ-মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথা পঞ্চক ভাষণ করলেন-

৩৮। দেবরাজ তাঁদের সংকল্প জ্ঞাত হয়ে এরূপ বললেন- দিব্যমানবীয় যা কিছু আছে, সব কিছুতেই আপনার জয়।

৩৯। পৃথিবী যে নিনাদ করেছিল, তা দেবলোকে গিয়েছে। চারিদিকে যে বিদ্যুতের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, তদ্বারা গিরিগহ্বর পর্যন্ত আলোকিত হয়েছিল।

৪০। তা উভয় বিষয় নারদ পর্বত অনুমোদন করছে। তাঁরা সর্বদা স্বীয় বিমানের দ্বারে স্থিত হয়ে সন্তোষ লাভ করছিল।

৪১। আপনি যে স্বীয় ভার্যা দান দিয়ে দুষ্কর কার্য করেছেন তা ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, সোম, যমও বৈশ্রবণাদি সবাই অনুমোদন করছেন।

৪২। আপনি যে ভার্যা দান উত্তমদান দিয়েছেন, ইহাতে যম-শাসন অতিক্রম করে সুগতি লাভ করবেন।

মহাসত্ব দেবরাজের বাক্য শু'নে অত্যন্ত প্রীত হয়ে পালঙ্কে উপবেশন করে বললেন- "আহা, আমার দান একান্তই সুদিন্ন হয়েছে।" এবলে নিজের দান বর্ণন করছিলেন। তখন দেবরাজ আদিত্তরাজাকে বললেন- মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ নই। আমি দেবলোকের দেবরাজ। আমি আপনার পত্নী-দান সংক্রান্ত দানপারমী যাতে পূর্ণ হয়, সে উদ্দেশ্যেই এসেছি। এখন আমার দোষ ক্ষমা করুন। এ বলে দেবরাজ দানানুমোদন মানসে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৪৩। রাজন্ আমাকে আপনার প্রদত্ত দান আমি অনুমোদন করছি। প্রসন্নচিত্তে সর্বদা দান করুন।

৪৪। দানের ন্যায় অন্য কোন জিনিস নেই। দানই একমাত্র সুখাবহ। দানই সর্বদা পরলোকের প্রতিষ্ঠা হয়।

এরূপে দেবরাজ রাজার দানানুমোদন করে চিন্তা করলেন- "আমি রাণীকে আমার নিকট না রেখে রাজাকেই দিয়ে দেব।" অতঃপর শঙ্খাদেবীকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নিম্নোক্ত গাথাত্রয় বললেন-

৪৭। "মহারাজ, রাণী শঙ্খাদেবীকে আপনার হস্তে প্রদান করছি। আপনারা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা সুখী হউন। যেমন দুগ্ধ আর শঙ্খ একই বর্ণ সম্পন্ন, তেমন আপনিও দেবী সর্বদা সম মন সম্পন্ন। আপনার উভয়েই ক্ষত্রিয় গোত্র সম্ভূত। মাতৃ-পিতৃকুল উভয় পক্ষে সুজাত। সুতরাং আপনারা উভয়েই সুখে বাস করুন।" ইহা শুনে মহাসত্ব দেবরাজকে বললেন-

৪৮-৫১। দেবরাজ, আমি শ্রদ্ধার সহিত শঙ্খাদেবীকে দান করেছি। আমি তাঁকে আর গ্রহণ করবনা। আপনিই তাকে নিয়ে যান। সে আপনার সাথেই গমন করুক। এবং আপনার নিকটই বাস করুক। তথায় তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন এবং এক সাথেই অবস্থান করবেন। দেব, আমি যা দান করি, পুণরায় তা'ধন রত্ন ভোগ সম্পদ দিয়ে গ্রহণ করিনা এবং তজ্জন্য কোন সময় অনুতাপও করিনা।" ইহা শুনে দেবরাজ পুনঃ রাজহস্তে মহিষীকে প্রত্যার্পণ করবার মানসে বললেন-

৫২। "রাজন, আপনাকে এ' নারী প্রদান করছি, শীঘ্রই গ্রহণ করুন। আমার প্রদত্ত নারী আপনার নিকটেই অবস্থান করুক।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব দেবরাজের অনুরোধে মহিষীকে পুনর্বার গ্রহণ করে বললেন-

৫৩। "দেব, আপনার প্রদত্ত দেবীকে আমি গ্রহণ করলাম এবং সর্বদা তাকে সুখে রক্ষা করব।" ইহা শুনে দেবরাজ জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ ধারণ করে তরুণ সুর্যের ন্যায় আকাশে স্থিত হয়ে রাজাকে বললেন-

৫৪-৫৫। "রাজন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র, দেবলোক হতে আপনার নিকট এসেছি। আপনাকে আমি করজোড়ে নমস্কার করছি। রাজন, আপনি যে জ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করেছেন,

তা, অতি উত্তম প্রার্থনা। ভবিষ্যতে তা' লাভ করে আপনি তথাগত বুদ্ধ হবেন।" অতঃপর দেবরাজ আদিত্ত রাজকে দশবিধ রাজধর্ম সম্বন্ধে এরূপ উপদেশ প্রদান করলেন-

৫৬-৫৮। "মহারাজ, সর্বদা মাতা-পিতার সেবা করুন স্ত্রী-পুত্রের উপকার করুন, এবং মিত্র-অমাত্যের প্রতি সর্বদা যথাধর্ম আচরণ করুন, ইহাতে স্বর্গে গমন করবেন।

৫৯-৬৫। হে জনাধিপ, রথার্ষভ জনেন্দ্র ক্ষত্রিয়, সর্বদা বল-বাহনের প্রতি, গ্রাম-নগরের প্রতি, রাজ্য-জনপদের প্রতি, শীলবান শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি, সিংহ মৃগ হংসাদি পশু-পক্ষীর প্রতি যথাধর্ম আচরণ করুন। সর্বদা ধর্মাচরণ করে স্বর্গে গমন করুন।

৬৬-৬৭। "রাজন, আপনি ধর্মাচরণ করুন। ধর্মচরণে সুখ উৎপন্ন হয়, ধর্মাচরণের ইহাই সন্দৃষ্টিক ফল। ধর্মাচরণকারীরা কখনো নরকে যায়না। সর্বদা ধর্মাচরণ দ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং অন্যান্য দেবগণও শ্রেষ্টতর স্বর্গ লাভ করে। রাজন, আপনি অপ্রমত্ত হউন। আপনি ধর্মাচরণ করুন, তবে নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবেন।"

দেবরাজ মহাসত্বকে এরূপ উপদেশ দান করে স্বীয় বাসভবন দেবলোকেই প্রত্যাবর্তন করলেন। শাস্তা সেই বিষয় প্রকাশ করবার মানসে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

৬৮। "মঘব দেবরাজ সুজাম্পতি আদিত্ত রাজাকে এরূপ উপদেশ দিয়ে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

তখন হতে বোধিসত্ব অর্থীদের মহাদান দিয়ে স্বীয় মহিষী শঙ্খাদেবীর সাথে যথাধর্মানুসারে রাজত্ব করছিলেন। তখন মহাসত্ব জনগণকে নানাবিধ বস্তুদান দিয়ে প্রতিদিন তাদেরকে নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করতেন-

৬৯। "ভবৎগণ, আমি পূর্বজন্মে দান করেছিলাম। তাই এখন নানা বিষয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছি। তোমরাও সর্বদা অপ্রমত্ত হয়ে যথাশক্তি দান দাও।"

তখন হতে জনগণ মহাসত্ত্বের উপদেশে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। বোধিসত্ব রাজা আদিত্য শঙ্খাদেবী সহ সারাজীবন রাজৈশ্বর্য সুখ পরিভোগ করে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদনান্তর পরিশেষে মৃত্যুর পর দেবলোকেই উৎপন্ন হলেন।"

শাস্তা অতঃপর এই জাতক কাহিনী বর্ণনা করে বললেন- "ভিক্ষুগণ, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে- আমি পূর্বে বোধিসত্বাবস্থায় অর্থীকে দান করে কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিনি।" তৎপর শাস্তা নিম্নোক্ত পাঁচটি সমাপ্তি গাথা বললেন-

৭০-৭৪। আমার শাসনে দিব্যচক্ষুলাভী অগ্র উপাধি প্রাপ্ত অনুরুদ্ধই ছিল তখনকার দেবরাজ, মহারাজ শুদ্ধোদন ও রাণী মহামায়া ছিলেন। বোধিসত্বের মাতা-পিতা, রাজার মনোবাসনা পূর্ণকারিণী রাজ-রাণী শঙ্খাদেবী এখন যশোধরা। সমস্ত অমাত্যবর্গ ও নগরবাসী জনগণ সবাই আমার শাসন পূর্ণকারী পরিষদ। আমি ছিলাম পুণ্যকামী আদিত্য রাজা। এখন আমি তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ। তোমরা গৌরব চিত্তে এই জাতক ধারণ কর।

(আদিত্ত জাতক সমাপ্ত।)

২। তুলক পণ্ডিত জাতক-

"মহারাজ এ চোরগণ" ইহা বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান কালে নিজের দান পারমীকে উপলক্ষ করে বলেছিলেন।

একদিবস ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় উপবিষ্ট হয়ে পরস্পর এরূপ আলোচনা করছিলেন- "অহো বন্ধুগণ! আমাদের শাস্তা দেব-মানবের একান্তই ত্রাণকর্তা। অতীত জন্মে তিনি দান-পারমী ধর্ম পূর্ণ করেছিলেন।" ইত্যাদি গুণ বর্ণনা করে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মশালায় উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় শাস্তা এবিষয় অবগত হয়ে ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত হলেন এবং আসনে উপবিষ্ট হয়ে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, এখন তোমরা কি আলোচনা নিয়ে এখানে উপবিষ্ট আছ? তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় যথাযতভাবে বুদ্ধের নিকট প্রকাশ করলেন। বুদ্ধ তা, শুনে বললেন- ভিক্ষুগণ, তথাগত যে এখন দেব-নরের ত্রাণকর্তা, এ বড় আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্বেও আমি বোধিসত্ত্বাবস্থায় এবং কোণাগমন বুদ্ধের শাসনে দ্বাত্রিংশ ভিক্ষু ও একজন শ্রামণের অধিনায়ক হয়ে ধনও জীবন পরিত্যাগ করেও ভগবানের শাসন-পূজা-মানসে বহু সুবর্ণ দান করেছিলাম। তা কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য। এ বলে বুদ্ধ মৌনভাব ধারণ করলেন। তখন ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় তিনি সুদূর অতীতের আশ্চর্যজনক বিষয়টি বলতে আরম্ভ করলেন-

"ভিক্ষুগণ, সুদূর অতীতে কোনাগমন নামক ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তাঁর শাসন জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন চিন্ন নামক নগরে 'চিন্ন' নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। রাজার একজন মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব উক্ত নগরে সুজাত নামক ব্রাহ্মণের পত্নী সুজাতা নাণী ব্রাহ্মণীর জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। দশমাসের পর সুজাতা এক অভিরূপ পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। এ পুণ্যবান শিশু অনুক্রমে বয়ঃ বৃদ্ধির সাথে সাথে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে উঠলেন। তরুণ কালে তিনি

নিজগৃহে যা করতেন, তা স্বীয় প্রজ্ঞাবলে তুলা বা তুলাদণ্ডের ন্যায় সমপরিমাণ করে করতেন। তাই পিতা মাতা তাঁর নাম রাখলেন "তুলক পণ্ডিত।" ইনি ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দর্শনীয়, শ্রী সম্পন্ন হলেন। তাঁর পিতা মাতা সম্ভার নগী এক ব্রাহ্মণ কণ্যার সহিত তাঁর বিবাহ কাজ সম্পন্ন করলেন। বিবাহের দুতিন বৎসর পরে তাঁরা একটা পুত্র-সন্তান লাভ করলেন। সে পুত্রের নাম করণ করলেন- "সুবচ কুমার।" এক সময় কোনাগমন ভগবানের তেত্রিশজন ভিক্ষু শ্রাবক সুন্দর সংযত পদবিক্ষেপে নগর-পথে গমন করছিলেন। তখন এক পাপীষ্ট মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন রাজ পুরোহিত ব্রাহ্মণ উক্ত ভিক্ষুগণকে দেখে এরূপ চিন্তা করল- "যদি অই ভিক্ষুগণ এসে এখানে উপস্থিত হয়, আমাদের রাজা তাদের নিত্য দর্শনে প্রসন্ন হয়ে তাদের মহা পূজা সৎকার করবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লাভসৎকারের ও পরিহানী ঘটবে। এখন আমি রাজার অন্তরে বিরূপভাবের সৃষ্টি করে তাদের যাতে হত্যা করা হয়, রাজাকে বলে সে চেষ্টাই করব।" এ চিন্তা করে সে তাড়াতাড়ি রাজার নিকট উপস্থিত হল এবং রাজার হস্ত ধারণ করে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করে বলল- "মহারাজ. দেখুন অই চোরগণ। ওরা নিশ্চয়ই এখানে এসে আপনার সমস্ত নগর লুণ্ঠন করবে। তাই তারা এদিকে আস্‌ছে।" এ বলে ব্রাহ্মণ রাজাকে নিম্নোক্ত গাথায় বল্‌ল-

১। "মহারাজ রথার্ষাভ এ চোরগণ যে এদিকে আস্‌ছে দেখছেন, তারা যেখানে সেখানে রাজ্য লুণ্ঠন করে বিচরণ করছে।"

তা শুনে রাজা তথায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে অবলোকণ করে ভিক্ষুগণকে দেখে বললেন-

২। এদিকে আগমনকারী মানবগণ লুণ্ঠক নহেন। তাঁরা বুদ্ধ শাসনেরই সুশীল ভিক্ষু। কোন প্রয়োজনেই তাঁরা এখানে আস্‌ছেন।”

পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ একথা শুনে রাজাকে বল্‌ল-

মহারাজ, আপনি এরূপ বলবেন না। এ চোরগণ শ্রমণ বেশ ধারণ করে আপনার সমস্ত রাজ্যটা লুণ্ঠন করে বিনাশ করবার উদ্দেশ্যেই এখানে আস্‌ছে।”

রাজা এ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কথা শুনে ক্ষুন্ন হয়ে বললেন-

“হে পুরোহিত, যদি এরা চোর হয়, তবে তাদের কি করতে হবে।” ব্রাহ্মণ বলল- “এখানেই এসব চোরের পশ্চাৎদিকে হস্ত বন্ধন করে ভীষণ ভাবে প্রহার করতে করতে আমক শ্মশানে নিয়ে সবাইকে শূলে দেওয়া উচিত।” চিন্নরাজ তার কথা অনুমোদন করে ঘাতককে ডেকে আদেশ করলেন- হে ঘাতক, এখন তুমি অই চোরদের পঞ্চবন্ধনে বন্ধন করে দারুণভাবে প্রহার করতে করতে আমক শ্মশানে নিয়ে যাও এবং সবাইকে শূলে দাও।” তখন ঘাতক গিয়ে ভিক্ষুদের জ্যেষ্ঠ “নাগদীপক” নামক মহাস্থবির প্রমুখ ভিক্ষুদের বন্ধন করল এবং দারুণভাবে দুঃখদান করতে করতে আমক শ্মশানে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। তখন ভিক্ষুগণ মহাদুঃখগ্রস্ত হলেন। অতঃপর নাগদীপক স্থবির ভিক্ষুগণকে আশ্বাস বাক্যে বললেন- “বন্ধুগণ, তোমরা অনুশোচনা ও রোদন করবেনা। এ দোষ কারো নয়, ইহা আমাদের জন্মান্তরের কর্মদোষই হবে নিশ্চয়। তোমরা প্রমাদগ্রস্ত হবেনা।” এ বলে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় ভাষণ করলেন-

৩। আয়ুষ্মানগণ, তোমরা বিলাপ করোনা। শ্রমণের কখনো বিলাপ করা উচিত নয়।

৪। জগতে জন্মগ্রহণকারী প্রাণী সমূহ সর্বদা শোক ও ভয়শীল এবং মরণাভিমূখী। ইহা জাগতিক নিয়ম।

৫। সমস্ত সংস্কার ধর্ম অনিত্য’ ইহা বুদ্ধবাণী। আপন পুন্যই স্মরণ কর। অপ্রমত্ত হও।

বন্ধুগণ, উপচ্ছেদক ইত্যাদি কর্ম সকলের পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় অনুধাবিত হয়। কর্মই আমাদের বন্ধু। এ আমক শ্মশানে সবাই কর্মের শরণাপন্ন হও।

৬। আমি পূর্বে যে পাপ কর্ম করেছি, তা-ই দুঃখের কারণ হয়েছে। তাই আমি অনুতাপ ও রোদন করিতেছিনা। তোমরা ও বিলাপ করোনা।

স্থবিরের কথা শুনে ভিক্ষুগণ সান্ত্বনা লাভ করলেন। তৎপর আমক শ্মশানে স্থবিরকে সম্মুখে রেখে ভিক্ষুগণ ঘাতকের নিকট দাঁড়াল। ভিক্ষুদের এরূপ দুর্দ্দশার কথা তড়িৎ বেগে সমস্ত নগরে প্রচার হল। ইহাতে জনগণ সংক্ষুব্ধ হল। এখবর বোধিসত্ত্ব তুলক পণ্ডিত শুনে দ্রুতপদে শ্মশানে নাগদীপক স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বন্দনা করে জিজ্ঞেস্ করলেন-

৭। “ভন্তে, এখানে আপনারা কোন দোষে দোষী হয়ে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়েছেন? ঘাতক কেনই বা আপনাদের এখানে এনেছে? তা আমাকে বলুন।”

স্থবির বললেন- “উপাসক এজন্মে আমাদের অনুমাত্রও কোন দোষ দেখা যাচ্ছেনা। তবে অতীত জন্মের দোষ ত জানি না।” এবলে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৮। আমাদের অতীত কর্ম দোষের কথা জানিনা। বর্ত্তমান জন্মের কোন দোষ আমার নিকট নেই।

৯। এসব সুশীল ও সদাচার সম্পূন্ন নির্দোষ ভিক্ষুগণ আমার সাথে বুদ্ধ-শাসনে অবস্থান করছে।

১০। বর্ত্তমান সময়ে এ ভিক্ষুদের অনুমাত্র দোষও দেখছিনা। হে মানব, এরূপই জ্ঞাত হউন।"

বোধিসত্ত্ব স্থবিরের কথা শুনে বললেন- "ভন্তে, যদি এরূপ হয়, আপনারা চিন্তা করবেন না। এখন আপনাদের জীবন রক্ষার জন্য আমার জীবন বিসর্জন করব।" এ বলে বোধিসত্ত্ব স্থবির প্রমুখ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করে ঘাতকের নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় নিজের মূল্যবান অলঙ্কারাদি উন্মোচন করে তা ঘাতকের হস্তে দিয়ে বললেন-

"তাত, তোমরা অল্পক্ষণ অপেক্ষা কর।" এ বলে তিনি রাজার নিকট গিয়ে তাঁকে বন্দনা করে বললেন- "মহারাজ আপনি আমার প্রতি ও অই ভিক্ষুদের প্রতি অনুকম্পা করে তাঁদের মূল্য নির্দ্ধারণ করুন। আমার নিকট হতে সে মূল্য বাবৎ স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ করুন। আপনি যেরূপ ধন ইচ্ছা করেন, সে সব দিয়ে দিব। শীঘ্রই ভিক্ষুদের মুক্ত করে দিন।" ইহা শুনে রাজা বললেন- "হে তুলক, যদি তুমি তুলাদণ্ড গ্রহণ করে এসব ভিক্ষুর দেহের ওজন পরিমাণ সুবর্ণ আমাকে দিতে পার, তবে তাদের মুক্তি দিব। বোধিসত্ত্ব রাজার কথা শুনে প্রীতি চিত্তে "সাধু দেব" বলে রাজাকে অভিবাদনান্তে মাতার নিকট উপস্থিত হলেন। তিমি মাতাকে বললেন-

১১। মা, আমি শ্রমণদের বিপদ মুক্তির জন্য আপনার নিকট সুবর্ণ যাচঞা করতে এসেছি।

১২। মাত, শ্রমণদের রক্ষার জন্য আমাকে সুবর্ণ প্রদান করুন। শ্মশানে শ্রমণদের মৃত্যু দুঃখ হতে মুক্ত করব।

১৩। বুদ্ধ-শাসন বড়ই দুর্লভ। অপিচ স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধন সম্পদ সর্বদা সুলভ। মাতঃ আমাকে সুবর্ণ প্রদান করুন।” বোধিসত্ত্বের মাতা ইহা শুনে প্রীতি প্রমোদ্যচিত্তে বললেন-

১৪। “পুত্র, তোমার কথা অতি সুন্দর ও সুফল প্রদ, আমার নিকট হতে তুমি যথেচ্ছা সুবর্ণ গ্রহণ কর।”

মাতার এ উদার বাক্য শুনে তুলক পণ্ডিত পরম পুলকিত হলেন এবং বিকশিত পদ্মের ন্যায় সহাস্য বদনে আসন হতে উঠে মহার্ঘ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করলেন। অতঃপর ধনাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে বহু সুবর্ণ গ্রহণ করলেন এবং তা রাজাঙ্গনে স্তূপাকারে রেখে রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন- “মহারাজ, আপনি এখন সুবর্ণ গ্রহণ করুন। তৎপরিবর্তে ভিক্ষুদের আমায় প্রদান করুন।” ইহা শুনে রাজা বললেন-

১৫। “হে তুলক, তুমি যদি আমাকে ভিক্ষুদের সমপরিমাণ সুবর্ণ দাও তাহলে সকলকেই তোমায় দিয়ে দেব’ তুমি সানন্দে তাদের গ্রহণ কর।”

তুলক পণ্ডিত রাজার কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে নাগদীপক স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বন্দনা করে বললেন- “ভন্তে, আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা করে এ পরিমাণ তুলাদণ্ডে আরোহণ করুন। আমি আপনার সমপরিমাণ স্বর্ণ রাজাকে দিয়ে আপনাকে এদুঃখ হতে মুক্ত করব।

ইহা শুনে সংঘ নায়ক প্রসন্ন বদনে ‘সাধু মহাপুরুষ “বলে তুলাদণ্ডে আরোহণ করলেন। মহাসত্ত্ব স্থবিরের সম পরিমাণ সুবর্ণ দাড়ি পাল্লায় দিয়ে স্থবিরকে মুক্ত করলেন। এ নিয়মে ত্রিশজন ভিক্ষুকে তিনি মৃত্যু দুঃখ হতে মুক্ত করলেন বটে, কিন্তু আর দুজন ভিক্ষু ও একজন শ্রমণকে মুক্ত করতে পারলেন না, কারণ সুবর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছে তখন রাজা তুলক পণ্ডিতকে

বললেন- "হে পণ্ডিত, তোমার নিকট স্বর্ণ আর আছে কি?" বোধিসত্ত্ব প্রত্যুত্তরে বললেন- "দেব, আমার নিকট আর স্বর্ণ নেই।" রাজা বললেন- হে তুলক, এখন তুমি কি করবে?" মহাসত্ত্ব বললেন- "দেব, আপনি একটু অপেক্ষা করুন" এ বলে পুনরায় গৃহে গিয়ে স্ত্রী সম্ভার দেবীকে বললেন- "ভদ্রে, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।" পত্নী বললেন- স্বামীন, কি কথা বলতে চান? "ভদ্রে ত্রিশজন ভিক্ষুর সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে তাঁদের জীবন রক্ষা করেছি। কিন্তু আরো দুজন ভিক্ষু ও শ্রামণকে এখনও মুক্ত করতে পারিনি। কারণ, স্বর্ণ নিঃশেষ হয়েছে। এখন নিজকে বিক্রয় করে তাঁদের মুক্ত করতে হবে। এতেই আমার সর্বজ্ঞতা লাভের হেতু সম্ভুত দান পারমী পূর্ণ হবে।" ইহা শুনে সম্ভার দেবী প্রসন্ন বদনে বললেন- স্বামীন, আমারও কিছু পুণ্যের প্রয়োজন। সুতরাং আমাকে ও পুত্রকে বিক্রয় করে আপনি দান পারমী পূর্ণ করুন।" ইহা শুনে পণ্ডিত অতিশয় তুষ্ট হয়ে বললেন-

১৬। "ভদ্রে, 'সাধু' তুমি সুফল দায়ক বাক্য ভাষণ করেছ। অনাগতে পরমজ্ঞান লাভের জন্য তোমরা দুজনকে বিক্রি করব।

১৭। তোমরা উভয়েই আমার অতি প্রিয়। তবে বোধি লাভের ঐকান্তিক কামনায় তোমরা উভয়কেই বিক্রি করব।"

অতঃপর পণ্ডিত স্বীয়-স্ত্রী ও পুত্র উভয়কেই কোনও এক ধনাঢ্যকুলে বিক্রি করে দুজন ভিক্ষুকে মুক্ত করলেন। আরো অবশিষ্ট আছেন একজন শ্রামণ। সংগৃহীত সুবর্ণ সবই নিঃশেষ হয়ে গেল। শ্রামণ তা দেখে অতিশয় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অধোশিরে শাশ্রু নয়নে বিলাপ করতে লাগলেন। বললেন- "এখনি আমাকে হত্যা করা হবে।" এবলে মহাদুঃখে ম্রিয়মান

হয়ে সংজ্ঞা শূন্য হয়ে পড়লেন। পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করে অশ্রু মুখে ঘাতককে বললেন- "তোমায় প্রার্থনা করছি-আমার বন্ধন একটু শিথিল করে দাও।" এ কাতর প্রার্থনায় ঘাতক শ্রামণের বন্ধন-রজ্জু একটু শিথিল করে দিল। তখন শ্রামণ নাগদীপক স্থবিরকে বন্দনা করে বললেন- "ভন্তে আমি আপনার শিষ্য। আমার কোন দোষ থাকলে ক্ষমা করবেন। আমার পিতা-মাতা যদি আমার কোনও খবর জান্‌তে চায়, তবে আপনি তাঁদের আমার প্রব্রজিত উপকরণগুলি দেবেন।" এবলে নিম্নোক্ত গাথা পঞ্চক ভাষণ করলেন-

১৮। "বুদ্ধ-শাসনে সুপ্রসন্ন আমার পিতা-মাতা বিদ্যমান আছেন। দুঃখ মুক্তির জন্য তাঁরা আমাকে বুদ্ধ-শাসনে দান করেছেন।

১৯। তাঁরা আমার এসব শ্রমণ উপকরণ সুষ্ঠুরূপে রক্ষা করবেন এবং আমার অদর্শনে দীর্ঘকাল ধরে রোদন করবেন।

২০-২১। আমার পিতা-মাতা আমাকে না দেখে স্বীয় ঘরে বসে নিশ্চয়ই প্রব্রজ্যার প্রতি ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘদিন রোদন করবেন।

২২। এরূপে তাঁরা আমার অদর্শনে অর্দ্ধরাত্রি অথবা সারারাত্রি অনবরত বিলাপ করে শুষ্ক নদীর ন্যায় শুকীয়ে যাবে।"

ইহা শুনে স্থবির অতি কারুণ্য ও অচঞ্চল চিত্তে শ্রামণকে বললেন- "বন্ধু শ্রামণ, তুমি রোদন করোনা। আমিই তোমার জন্য জীবন ত্যাগ করব।" স্থবিরের এ বাক্য শুনে তুলক পণ্ডিত আপন চিত্ত দমন উদ্দেশ্যে স্বগত বল্‌লেন- "হে পণ্ডিত, তোমার কি বুদ্ধ শাসনই প্রিয়তর, না কি তুমিই তোমার প্রিয়তর?" তখন মহাসত্ত্ব এসিদ্ধান্তে উপনীত হলেন- আমা হতে বুদ্ধ

শাসন শত-সহস্র গুণ প্রিয়তর।” এ চিন্তার পর রাজার নিকট গিয়ে অভিবাদনান্তে বললেন- “মহারাজ, এখন আমি শ্রামণের প্রতি অনুকম্পা করে তাঁর জীবন রক্ষা করব। তাঁর জীবনের পরিবর্তে আমার জীবনই পরিত্যাগ করব।” এবলে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

২৩। “শ্রামণের জীবনের পরিবর্তে আমার জীবনই ত্যাগ করব। মহারাজ, তাঁকে মুক্তি দিয়ে আমাকেই হত্যা করুন।”

ইহা শুনে রাজা তাঁকে বললেন- “হে পণ্ডিত, ইহা কি তুমি সত্যই বল্‌ছ?” তুলক পণ্ডিত বললেন- “হাঁ দেব, আমি সত্যই বলছি। তখন রাজা সাধু বলে সম্মত হলেন। ইহাতে পণ্ডিত প্রমোদিত চিত্তে শ্রামণের নিকট গিয়ে বন্দনা করে তাঁকে পঞ্চবন্ধন হতে মুক্ত করে আকাশের দিকে চেয়ে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

২৪। “হে ভবৎ দেবগণ, এখানে সমাগত সবাই অনুমোদন করুন, শ্রামণের জন্যই আমার এজীবন দান।

২৫। এ দানপুণ্য প্রভাবে আমি অনাগতে নিশ্চয় বুদ্ধ হব এবং জনগণকে উর্ত্তীর্ণ করব ও অমৃত পদ লাভ করাব।”

এবলে মহাসত্ত্ব শ্রামণকে বললেন- “ভন্তে, আপনি শীল রক্ষা করুন কর্মস্থান ভাবনা করুন এবং মৈত্রী পরায়ণ হয়ে শ্রমণ ধর্ম পালন করুন। যথাসুখে চলে যান।” এবলে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে সেখান হতে শ্রামণকে পাঠিয়ে দিলেন। তখন সে ঘাতকগণ তুলক পণ্ডিতকে পঞ্চবন্ধনে বন্ধন করলেন এবং প্রহার করতে করতে শ্মশানে নিয়ে আসলেন। পণ্ডিতের মাতা ব্রাহ্মণী এখবর শুনে উভয় হস্তে বক্ষে করাঘাত করে এলোকেশে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ পরায়ণা হয়ে ত্বরিত পদে এসে প্রিয় পুত্রকে

পঞ্চবন্ধনে আবদ্ধ দেখে বললেন- "হে প্রিয় পুত্র, আমার নিকট আস," এবলে বিলাপসুরে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২৬। "হায় হায় তাত, তোমার এখবর পেয়ে আমি অনাথিনী জীর্ণা ও দুর্বলা হয়ে পড়েছি। অদ্যই আমার মৃত্যু হবে, পরদিনের কথা কীইবা বলবো। হে প্রাণপ্রতিম পুত্র আমি তোমার জন্য সমস্ত ধনই দিয়ে দেবো।"

মহাসত্ত্ব মাতার এরূপ বিলাপ শুনে বললেন- "মা, আপনি এরূপ বিলাপ করবেন না। আমি বুদ্ধ শাসনে জীবন দান করব।" এবলে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২৭। "জগতে বুদ্ধোৎপত্তি বড় দুর্লভ। এরচেয়ে দুর্লভ বুদ্ধের ধর্ম। আমি এবিষয় সম্যক্‌ভাবে জ্ঞাত হয়ে অনাগতে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য জীবন ত্যাগ করব।"

একারণে পণ্ডিত স্বীয় মাতাকে নিবারণ করে বললেন- "মাত, আপনি এখান হতে ফিরে যান।" এবলে তিনি শূলকাষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হয়ে তা স্পর্শ করে বললেন- "হে শূলকাষ্ঠ, তুমি অপুণ্যবান। যেহেতু-মনুষ্যগণ বুদ্ধকে দান করার জন্য বৃক্ষের দ্বারা বিহার ও চংক্রমণাদি প্রস্তুত করেন। কিন্তু তুমি অপুণ্যবান, তাই এ অশুচী স্থান প্রাপ্তিই তোমার নিয়তি।" সে দিবসেই বোধিসত্ত্বের পিতা সুজাত ব্রাহ্মণ বহু স্বর্ণে নৌকা পরিপূর্ণ করে পাটলীপুত্র নগর হতে এসে চিন্ন নগরে প্রবেশ করলেন। তখন নগরবাসী জনগণ সুজাতকে দেখেই বললেন- "ভবৎ, আপনার তুলক পণ্ডিত স্বীয় জীবনকে তুচ্ছ মনে করে বুদ্ধ শাসনে জীবন দান দিয়ে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছেন। এখনি তাঁকে আমক শ্মশানে শূল-মস্তকে আরোপিত করা হবে।" ব্রাহ্মণ শুনিবামাত্রই কম্পিত হৃদয়ে ত্বরিত পদে আমক শ্মশানে গিয়ে পুত্রকে দেখে ঘাতককে বললেন "ওহে, তোমরা আমার

পুত্রকে বিনাশ করোনা। আমি এ পুত্রকে ছেড়ে ইহলোকে থাক্‌তে পারবোনা। এখন আমি তাকে ক্রয় করে নিয়ে যাব। এবলে তিনি ত্বরিত গমনে রাজপ্রসাদে উপনীত হয়ে, রাজা-প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বললেন- "মহারাজ, আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা করে আমার পুত্রকে বিনাশ করবেন না। আমি তাকে ক্রয় করে নেব।" ইহা শুনে রাজা বললেন- "হে ব্রাহ্মণ, যদি আপনার পুত্রকে মুক্ত করবার ইচ্ছা করেন, তা হলে তার দেহের সমপরিমাণ স্বর্ণ দিতে হবে। ব্রাহ্মণ ইহা শুনে রাজ-বাক্য অনুমোদন করে ত্বরিত গমনে নৌকা হতে বহু স্বর্ণ এনে রাজাকে দিলেন। রাজাও তুলক পণ্ডিতের দেহের সমপরিমাণ সুবর্ণ গ্রহণ করে পণ্ডিতকে ছেড়ে দিলেন। তখন ব্রাহ্মণ নিজের প্রিয় পুত্রকে সঙ্গে করে গৃহে উপস্থিত হলেন। তখন সংঘনায়ক নাগদীপক স্থবির ভিক্ষুদের এরূপ উপদেশ দিলেন- "বন্ধুগণ, আমরা সবাই এমহদাশয় কুলপুত্রের দ্বারাই জীবন লাভ করেছি। আমাদের একান্তই অপ্রমত্ত ভাবে চল্‌তে হবে।" এবলে তাঁরা বত্রিশজন ভিক্ষু কোনও এক সীমায় একত্রিত হয়ে বিশ বৎসর বয়স্ক ঐ শ্রামণকে উপসম্পদা প্রদান করলেন। এখন তাঁরা ভিক্ষু হলেন তেত্রিশ জন। তাঁরা কোন এক নিরাপদ স্থানে এক এক জন এক এক বৃক্ষমূলে সমসীন হয়ে আধ্যত্মিক ধ্যানে মগ্ন হলেন এবং অচিরেই প্রতিসম্ভিদা সহ অরহত্ব ফল প্রাপ্ত হলেন। এ তেত্রিশজন অরহত সমাপত্তি উৎপাদন করে চীবর পরিধান ও পারুপণ করে পাত্র হস্তে ধ্যান বলে সূর্যের ন্যায় আকাশপথে গিয়ে গ্রামে পিণ্ডাচরণ করে এক বিহারে বাস করতে লাগ্‌লেন তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ আকাশেই চংক্রমণ করেন, কেহ কেহ আকাশেই স্থিত থাকেন, কেহ কেহ চন্দ্র সূর্যের নিকট গমন করেন, কেহ কেহ সুমেরু

পর্বতের চূড়ায় গমন করেন। এসব ঋদ্ধিমান অরহত এরূপ নানাবিধ আশ্চর্য জনক ঋদ্ধি প্রকাশ করছিলেন। তখন চিন্ন রাজা স্বীয় নগরে উক্ত ভিক্ষুগণের অভূত পূর্ব আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অমাত্যকে বললেন- "ওহে এ চোরগণ আকাশ পথে এসে আমাদের হত্যা করবার ইচ্ছুক হয়েছে মনে হয়। এখন আমরা তাদের কি করতে পারি?" অমাত্য বললেন- "মহারাজ তা হলে আপনি তুলক পণ্ডিতকে ডেকে তা জিজ্ঞেস করুন।" তখনিই রাজা পণ্ডিতকে ডেকে বললেন- ভবৎ পণ্ডিত, সে চোরগণ আকাশ পথে এসে আমাদের বধ করবার ইচ্ছুক হয়েছে মনে হয়। এখন আমাদের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা কর।" ইহা শুনে বোধিসত্ত্ব প্রসন্ন বদনে বললেন- "মহারাজ, আপনি ভয় করবেন না। আমার এ প্রভূগণ আপনার দুঃখ উৎপাদন করতে আসেননি। অপিচ তাঁরা নিজের মহাগুণ প্রকাশের জন্য এখানে আগমন করছেন।" এবলে রাজাকে আশ্বস্ত করে রাজপ্রাসাদে মহার্ঘ আসন সজ্জিত করে দীপ-ধূপ সুগন্ধি পুষ্প ও পুষ্প মাল্যে সুসজ্জিত করলেন। তৎপর তুলক পণ্ডিত কৃতাঞ্জলি হয়ে আকাশের দিকে নমস্কার করে বললেন- "ভন্তে, সুগত শ্রাবক অরহতগণ, আপনারা এখানে অবতরণ করুন।" তখন তুলক পণ্ডিতের অনুরোধে সে তেত্রিশজন অরহত ভিক্ষু আকাশ হতে অবতরণ করে রাজাঙ্গনে সুসজ্জিত মণ্ডপে উপনীত হয়ে সজ্জিত আসনে অনুক্রমে উপবেশন করলেন। সে সময় রাজা রাজ পরিষদ ও জনগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে অরহতগণকে বন্দনা করে একান্তে উপবেশন করলেন। তৎপর ভিক্ষুদের প্রধান নাগদীপক স্থবির রাজাকে ধর্মদেশনা করলেন-

২৮। "মহারাজ, যে ব্যক্তি চিন্তা না করে অন্যায় করে সে ব্যক্তির সে কাজ সর্বদা কুফল উৎপাদন করে এবং দুঃখে নিপাতিত করে।

২৯। রাজন্ যে ব্যক্তিগণ সর্বদা দোষজনক কাজ করে, সে কাজ সুফল দান করেনা, বরঞ্চ সর্বদা দুর্গতি প্রাপ্ত করায়।

৩০। যে ব্যক্তি বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করে, সে কখনো অপায়ে গমন করে না। সর্বদা স্বর্গেই গমন করে।

৩১। লোকাগ্র সম্যক সম্বুদ্ধই জগতে মঙ্গল নিদান। বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করলে সর্ব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হয়।

৩২। বুদ্ধের দুর্দর্শনীয় গম্ভীর ধর্মই জগতে মহামঙ্গল সৃষ্টি করে। সে ধর্মের শরণ গ্রহণে সর্ব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হয়।

৩৩। দান গ্রহণের যোগ্য অনুত্তর সংঘই জগতের মঙ্গল দায়ক। সে সংঘের শরণাপন্ন হলে সর্ব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হয়।

৩৪। রাজন্ যেমন সুক্ষেত্রে বীজ সুষ্ঠুরূপ বপিত হলে, তা নিশ্চয়ই অধিক পরিমাণে ফল প্রদান করে।

৩৫। রাজন্ সেরূপ বুদ্ধশাসনে কৃত কুশল কর্ম কাম্য-সুখ প্রদান করে।

৩৬। তদ্ধেতু পণ্ডিতগণ হইলোকে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের পর ইহলোকেই সুখভোগ করে এবং অমৃত পদ প্রাপ্ত হয়।"

তখন রাজা স্থবিরের ধর্ম দেশনা শুনে রত্নত্রয়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সমগ্র নগরে ভেরী শব্দে ঘোষণা করালেন- "এ নগরে অবস্থানকারী জনগণ নিজের জীবন রক্ষা করতে ইচ্ছা করলে ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হও এবং শ্রদ্ধা সহকারে সংঘরত্নে যথাশক্তি দান দাও।" তদবধি এ নগরে ঘাতক ও মিথ্যাদৃষ্টি লোক শূন্য হয়ে গেল। তৎপর রাজা তুলক পণ্ডিতকে সেনাপতি পদে বরণ করলেন এবং পাপিষ্ঠ মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ব্রাহ্মণকে

রাজ্য হতে নির্বাসিত করলেন। তখনই অবীচি নরক হতে মহা অগ্নি-শিখা উত্থিত হয়ে পাপীষ্ট ব্রাহ্মণের দেহ দগ্ধ করল। তৎমুহূর্তে সে অবীচি মহানিরয়ে পতিত হয়ে মহাদুঃখে নিমগ্ন হল। রাজা নিজের গ্রাম-দ্বারে "চিন্নরাম" নামক একখানা মনোরম বিহার প্রস্তুত করে নাগদীপক স্থবিরকে দান করলেন। রাজা চিন্নারামে বাসকারী ভিক্ষুসংঘকে চর্তুপ্রত্যয় প্রদানে নিত্য সেবা পূজা করতে লাগলেন। তুলক পণ্ডিতও সে চিন্নরামে অবস্থানকারী স্থবির প্রমুখ সমস্ত ভিক্ষুগণকে মহাদান দিয়েছিলেন। নগরবাসীরাও সে বিহারে গিয়ে ভিক্ষুসংঘকে যথাশক্তি চীবর ও নানাবিধ দানীয় বস্তু দান দিতেন। এস্থবিরগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে বহুবিধ আশ্চর্য অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করে অনুপাধিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হলেন। রাজা প্রমুখ মহাজনগণ কোনাগমন ভগবানের শাসন রক্ষার্থে চিরজীবন দান শীলাদি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। ভগবান এ ধর্মদেশনা আরহণ করে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, ইহা বড়ই আশ্চর্য যে-পূর্বেও আমি বোধিসত্ত্ব অবস্থায় এরূপ ধনও স্ত্রী, পুত্র, এমনকি জীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছিলাম।" এবলে জাতক কথার পরিসমাপ্তি করে নিম্নোক্ত নয়টি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৩৭। তখন যে পাপিষ্ঠ মিথ্যাদৃষ্টি ব্রাহ্মণ নিরয়ে প্রবেশ করেছিল, সে হল এখনকার দেবদত্ত।

৩৮। তুলক পণ্ডিতের পিতা সুজাত ব্রাহ্মণ হলেন আমার পিতা মহারাজ শুদ্ধোদন।

৩৯। তখন তুলক পণ্ডিতের মাতা-সুজাতা নাম্নী ব্রাহ্মণী এখন আমার মাতা মহামায়া।

৪০। পণ্ডিতের পত্নী সম্ভারা নাম্নী সুরূপা ব্রাহ্মণী এখন রাহুলমাতা যশোধরা।

৪১। তখন পণ্ডিতের পুত্র সুবচ আর অন্য কেহ নহে, সে-ই এখন আমার আত্মজ রাহুল।

৪২। চিন্নরাজ্যের জনাধিপ চিন্ননামক রাজা এখন আমার সেবক আনন্দ।

৪৩। অমাত্যাদি প্রমুখ সমগ্র নগরবাসী জনগণ আমারই শাসন পরিপূর্ণকারী।

৪৪। দানে রত তুলক পণ্ডিত নামক ব্রাহ্মণ এখন আমিই লোকনাথ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ।

৪৫। শ্রেষ্ঠ সুখ প্রার্থনাকারী সবাই অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(তুলক পণ্ডিত জাতক সমাপ্ত)

৩। সম্মাজীব কুমার জাতক-

"আপনার শির উত্তোল করব" শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে পিতৃ-মাতৃ সেবক এক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে বলেছিলেন।

তখন উক্ত ভিক্ষু পর-গৃহে পিণ্ডাচরণ করে পিতা-মাতাকে আহার দান করবার পর অবশিষ্ট ভোজ্যদ্রব্য নিজে ভোজন করতেন। তিনি সর্বদা পালাক্রমে প্রদত্ত পিণ্ডপাত, বর্ষাবাসিক পিণ্ডপাত ও অন্যান্য পর্বোপলক্ষে লব্ধ পিণ্ডপাত ও তাঁর পিতা-মাতাকে দিতেন। অন্য এক সময়ে তাঁর পিতা-মাতার সেবার জন্য বহু উদ্যোগ সহকারে শ্রম করায় ক্রমে তাঁর শরীর অতিশয় দুর্বল ও পাণ্ডু বর্ণ হল। তাঁর সুপরিচিত ভিক্ষুগণ তাঁকে দেখে বললেন- "বন্ধু, পূর্বে তোমার শরীরবর্ণ অতিশয়

শোভমান ছিল। এখন তুমি খুব কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হয়েছ। তোমার কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয়েছে কি?" তাদের কথা শুনে তিনি স্বীয় পিতা-মাতা পোষণের কথা বললেন। ইহা শুনে ভিক্ষুগণ এরূপ দুর্ণাম করতে লাগলেন- "বন্ধু, কেন তুমি দায়কের শ্রদ্ধা প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করে তা গৃহীদের দিয়ে অযৌক্তিক কাজ করছ? বন্ধু, শ্রদ্ধা প্রদত্ত বস্তু নষ্ট না করার জন্য শাস্তা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন নয় কি?" তাদের এসব নিন্দা অপবাদ শুনে ঐ পিতা-মাতা পোষক ভিক্ষু লজ্জায় অধোবদন হয়ে নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলেন। তৎপর ঐ ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে উক্ত ভিক্ষুর বিষয়গুলি প্রকাশ করলেন। তখন ভগবান ঐ পিতা-মাতা পোষক ভিক্ষুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন- "তুমি, সত্যই কি গৃহীদের পোষণ করছ?" ভিক্ষু বললেন- "হাঁ ভগবান, তা সত্য।" বুদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন- সে গৃহী সম্বন্ধে তোমার কি হয়?" ভিক্ষু বললেন- "তাঁরা আমার পিতা-মাতা।" ইহা শুনে বুদ্ধ বললেন- "সাধু সাধু হে ভিক্ষু, তুমি আমারই আচরিত বিষয়ের অনুসরণ করছ। পিতা-মাতা পোষণ করা সৎপুরুষগণের বংশগত আচরণীয় ধর্মই বটে। পুরাতণ পণ্ডিতগণও পিতা-মাতার জন্য জীবন ত্যাগ করেছিলেন।" এবলে শাস্তা নীরব হলেন। অতঃপর ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় ভগবান পূর্ব বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন-

"হে ভিক্ষুগণ, অতীতে বারানসী নগরে ব্রহ্মদত্ত রাজা রাজত্ব করবার কালে বোধিসত্ত্ব তথায় এক দরিদ্র কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনুক্রমে বয়স্ক হওয়ার পর পরের চাকুরী করেই সম্যক আজীব ধর্ম রক্ষা করে পিতা মাতাকে পোষণ করতেন। তাই তাঁর পিতা-মাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন। সম্মাজীব কুমার।" যৌবনকাল সম্প্রাপ্তে তিনি

অতিশয় দর্শনীয় ও রূপ লাবণ্যে শোভমান হয়েছিলেন। সর্বদা তিনি পুণ্যকর্মে রত থাকতেন এবং ধর্মতঃ জীবিকা অর্জনে পিতা মাতার ভরণ-পোষণ নির্বাহ করে সেবা পূজা করতেন। এক সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হল। পিতার মৃত্যুতে তিনি ক্রন্দন-পরায়ন হয়ে বললেন-

১। আপনি কেন আমাকে ত্যাগ করলেন? আপনার মস্তক তু'লে ধরব। বাবা মাতা এবং আমি এঘরে কিরূপে থাকব?

এরূপ বিলাপ করে পুনঃ স্বীয় পিতার মৃতদেহ আলিঙ্গন করে বললেন–

২। হায়, হায়, বাবা আমার নিকট হতে পৃথক হলেন। আমা হতে বিয়োগ হয়ে গেলেন। আমাকেও আমার মাতাকে ত্যাগ করলেন।

৩। আমার যদি কোন দোষ থাকে, অনুকম্পা করে তা ক্ষমা করবেন। বাবা, আমি সর্বদা কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনার চরণ যূগল বন্দনা করছি।

৪। আমি আপনার শির উত্তোলন করলে পা কে উত্তোলন করবে? যদি পা উত্তোলন করি, তবে শির কে উঠাবে?

৫। এখানে ভবদীয় কলেবর কি করে দগ্ধ করব? কেই বা এখানে এসে আমার পিতাকে দগ্ধ করবে? এরূপে বিলাপ করার পর পিতার মৃতদেহ শ্মশাণে নিয়ে গেলেন এবং তথায় চিতা সাজিয়ে পিতাকে দগ্ধ করলেন। এরূপে পিতার দেহ দগ্ধ করে মাতার নিকট এসে মাতাকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৬। মাতঃ, পরলোকে আমার পিতার সর্বদা সুখের জন্য যথাশক্তি পুণ্য কর্ম করব।

সেদিন হতে বোধিসত্ত্ব মাতার সহিত বাস করে ধর্মতঃ উপায়ে মাতাকে পোষণ করতে লাগলেন। একদা বোধিসত্ত্ব নিজের মাতাকে পোষণ করবার জন্য এক সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে কৃষিকর্মে চাকুরীর প্রার্থনা করে নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

৭। "নমস্কার প্রভো, আমি কাজ করবার জন্য আপনার নিকট এসেছি। আশাকরি, আমি ভবদীয় কাজ করে ভাত-বেতন লাভ করব।"

বোধিসত্ত্বের কাতর প্রার্থনায় গৃহস্বামী তাঁকে চাষের কাজে নিযুক্ত করলেন। তিনি ও মনোযোগের সহিত যথা ধর্মানুসারে কাজ করে মাতাকে পোষণ করতে লাগলেন। এক সময় বারাণসীবাসী এক শ্রেষ্ঠী কাজকর্মে তাঁকে উৎসাহী, নিরলস ও উদ্যোগী দেখে নিজের বাড়ীর কাজে নিয়োগ করার মানসে বললেন-

৮। "তাত, আমার গৃহে অবস্থান করে আমার কাজ কর। আমি সর্বদা তোমার ও তদীয় মাতার ভাত-বেতন প্রদান করব।"

এ বলে শ্রেষ্ঠীমহোদয় বোধিসত্ত্বকে নিজের কাজে নিয়োগ করে বললেন- "তাত, তুমি আমার নিকট যথাসুখে জীবিকা নির্বাহ কর। "বোধিসত্ত্বও" সাধু বলে শ্রেষ্ঠীর কথায় সম্মত হয়ে চাষের কাজে নিযুক্ত হলেন। তথায় তিনি নিয়মিতভাবে কাজ করে শ্রেষ্ঠীকে প্রসন্ন করলেন এবং যথাকালে প্রাপ্য বেতনাদি লয়ে মাতার নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁর আনীত ধান্য ও বেতন মাতাকে দিয়ে বললেন- "মাতঃ আপনি এ ধান্য ও অর্থে যথা সুখে দিন যাপন করুন।" এরূপে বোধিসত্ত্ব নিজের মাতাকে পোষণ করতে লাগলেন। অন্য একসময় মাঠে শস্যাদি

পরিপক্ক হওয়ার সময় উপস্থিত হল। এমন সময় তিনি পাহারা দেওয়ার জন্য ও শস্য লওয়ার জন্য ক্ষেত্রে একখানা পুর্ণকুটির নির্মাণ করলেন এবং মাতার নিকট গিয়ে বললেন- “মাতঃ ক্ষেত্রে শস্য পাক ধরেছে। তা পাহারা দিতে হবে। ক্ষেত্র রক্ষার জন্য আপনি ও আমাকে সাহায্য করতে হবে। সুতরাং আমার সঙ্গে আপনিও ক্ষেত্রে গেলে আমার বড়ই উপকার হবে।” পুত্রের একথা শুনে মাতা সানন্দে বললেন- “সাধু তাত, তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমিও তোমার সাথে যাব।” এবলে মাতা পুত্র উভয়েই যেতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব কিঞ্চিত খাদ্য ভোজ্য সঙ্গে লয়ে মাতার সহিত ক্ষেত্রে পর্ণশালায় প্রবেশ করলেন। তাঁরা তথায় ক্ষেত্র রক্ষা করে বাস করতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব প্রত্যহ তথায় মাতাকে সযত্নে উষ্ণ জল ও যাগূ-ভাত ইত্যাদি প্রদান করেন। একদিবস প্রাতে বোধিসত্ত্ব শরীরকৃত্য সমাপণ করে মাতাকে উষ্ণজলে ্লান করালেন। যাগূ-ভাত-পানীয় ইত্যাদি তাঁকে দিয়ে, শস্য কাটার জন্য ক্ষেতে যাওয়ার সময় মাতাকে বল্লেন- মাত, আপনি এ পর্ণকুটির হতে বের হবেন না। এ বলে মাতার পদধূলি নিয়ে ক্ষেত্রে গিয়ে শস্য কাট্তে লাগলেন। তাঁদের শালার অনতি দূরে এক উইয়ের ঢিবি ছিল। সে ঢিবিতে অতি ঘোর বিষাক্ত এক সর্প বাস করত। সে সর্পটি আহার অন্বেষণে বের হয়ে বোধিসত্ত্বের মাতার নিকট গিয়ে পৌঁছিল। সে সময় বোধিসত্ত্বের মাতা নিদ্রিতাবস্থায় পাদ প্রসারিত করলেন। তখন ঐ ঘোর দারুণ বিষাক্ত সর্পটি প্রসারিত পায়ে দংশন করল। বৃদ্ধা জাগ্রত হয়ে বিষ-বেগে সহ্য করতে না পেরে পুত্রের জন্য রোদন-বিলাপ করে করে বললেন-

৯। “হায়! হায়! তাত প্রিয় পুত্র, তুমি সর্বদাই আমার প্রিয়। আমার চক্ষু ও হৃদয় অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়েছে। হে পুত্র, তুমি শীঘ্রই আস্।

১০। তাত, আমি সর্প দংশিত হয়েছি। বিষবেগের দ্বারা আমি প্রত্যাহত। তোমাকে না দেখেই আমি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হব।”

এরূপে বিলাপ করে মনে করলেন- যদি আমার পুত্র এসে আমার মৃতদেহ দেখে, তখন সে অত্যধিক দুঃখীত হবে। এসব মনে করে বিলাপ পরায়ণ অবস্থায় এ দিক ওদিক গড়াগড়ি দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। বৃদ্ধার বিলাপ-শব্দ শুনে সে বিষাক্ত সর্পটি অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে খড়-পুঞ্জে লুকিয়ে গেল। এদিকে বোধিসত্ত্ব ও সূর্যাস্তের সময় মাতার পরিচর্যার জন্য ক্ষেত্র হতে শস্য-বোঝা মাথায় নিয়ে আগমন করলেন। পর্ণশালার দ্বার খুলে দেখলেন, তাঁর মাতা মঞ্চে শায়িতাবস্থায় আছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ শীতল, শ্বাস প্রশ্বাস নেই। দেহটা নীলবর্ণ হয়েছে। এতে সম্যক্ উপলব্ধি করলেন- মাতা সর্প দ্বারা দংশিত হয়ে কালক্রিয়া করেছেন। তখন তিনি দণ্ড হস্তে সর্প তালাস করতে লাগ্লেন। খড়-পুঞ্জে সর্প দেখে তিনি চিন্তা করলেন ইহাকে হত্যা করলে আমার শীল ভঙ্গ হবে মাত্র, কিন্তু মাতার জীবন পাবনা” অতঃপর সর্পকে তিনি সম্বোধন করে বললেন- “হে সর্প, তুমি আমার মাতাকে হত্যা করলে ও তোমার এ অমার্জনীয় অপরাধ, আমি মার্জনা করছি। কিন্তু আমার ইচ্ছা- তুমি যেরূপ জীবন লাভ করলে, আমার মাতাও সেরূপ জীবন লাভ করুক। তুমি যথা সুখে চলে যাও।” এবলে খুব রোদন করলেন। মাতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

১১। হায়! হায়! মাতঃ, আমি আপনার প্রিয় পুত্র, আপনার নিকট এসেছি। পূর্বের ন্যায় উঠে আমাকে প্রিয় পুত্র বলে সম্বোধন করুন। যদি আমার কোন দোষ থাকে, তা ক্ষমা করুন।

১২। মাতঃ আমি আর আপনি যে ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছি, এখন আমি আপনা হতে বিয়োগ হয়েছি। কেন আপনি আমাকে ত্যাগ করলেন?

১৩। এ জন মানব শূন্য প্রদেশে রাত্রিকালে অমনুষ্য ভয়ে কি প্রকারে আমি আপনার কাজ করব?

১৪। আপনার শিরদেশ যদি আমি তুলে লই, তবে পাদদেশ কে তুলে লবে? আমি যদি নিম্নাঙ্গ তুলে লই, তবে উর্দ্ধাঙ্গ কে তুলে লবে?

১৫। মাতঃ, আমি এখানে আপনার কি কর্ম করব? আপনি যে মৃত্যু বরণ করেছেন, এখানে আপনাকে কি প্রকারে দগ্ধ করব?

১৬। কোন দেব-মনুষ্য, মহাঋদ্ধিবান যক্ষ আমাকে এ দুঃখ হতে মুক্ত করুন। আমি আপনাদের শরনাপন্ন হচ্ছি।

১৭। আকাশবাসী ও ভূমিবাসী দেবগণ, আপনারা আমার উপকার করুন। আমি এখানে সবারই শরণাপন্ন হচ্ছি। মাতঃ কি করব? কি করে আপনার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করব?

তখনই দেবরাজের বাসভবন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এতে দেবরাজ সন্ত্রস্ত হয়ে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

১৮। মনে হয় কোন দেবতা অথবা মনুষ্য সম্যকরূপে পারমীধর্ম পূর্ণ করছেন, একারণেই আমার আসন উত্তপ্ত ও কম্পিত হচ্ছে।

দেবরাজ বোধিসত্ত্বের এসব ব্যাপার দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করে তখনিই তিনি ব্রাহ্মণ বেশে দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় বোধিসত্ত্বের পর্ণশালার সমীপে এসে বললেন- "তাত, তুমি আমাকে বারাণসি গমনের পথটা বলে দাও।" বোধিসত্ত্ব বললেন- "প্রভু, আপনি এখানে কেন এসেছেন?" আমি পথভ্রান্ত হয়ে এখানে এসেছি।" আপনি কি একাই এখানে এসেছেন? "তাত, আমি একাকীই বহু দূর হতে আসছি।" "প্রভু- ইহাই বারাণসি যাওয়ার পথ। আপনি এ রাস্তা দিয়েই গমন করুন"। "তাত, এখানে তুমি কি করছ?" "ব্রাহ্মণ, আমার মাতা সর্প-দংশিত হয়ে কালক্রিয়া করেছেন। তাই আমি এখানে অনুতাপ ও বিলাপ করে বসে আছি।" "ব্রাহ্মণেরা নানাবিধ তন্ত্র-মন্ত্র জানেন বলে শোনা যায়। এখন আমি এব্রাহ্মণকে তা জিজ্ঞেস্ করব।" এ চিন্তা করে বোধিসত্ত্ব বললেন-

১৯। সর্প দংশনে মৃত্যু হলে তার পুনর্জীবন লাভের কোন মন্ত্র বা ঔষধ আপনি জানেন কি? ব্রাহ্মণ, তা যদি জানেন, সে মন্ত্র পাঠ করে আমার মাতার জীবন দান করুন।"

ব্রাহ্মণ বললেন- "তাত, আমি কেবল মাত্র মন্ত্রই জানি।" কিন্তু আমার নিকট কোন ঔষধ নেই। যদি আমাকে মানুষের হৃদয়-মাংস দাও, তা মন্ত্র প্রভাবে ঔষধ করে তদ্দ্বারা তোমার মাতার জীবন দান করতে পারবো।" বোধিসত্ত্ব বললেন- "ব্রাহ্মণ, আপনি মস্তক, চক্ষু, হৃদয় ও রক্তাদির মধ্যে যা কিছু চান, তা আপনাকে দেব। দেবরাজ বললেন- "তা হলে তাত, হৃদয়-মাংসই দাও।" তখন মহাসত্ত্ব নিজের হৃদয় ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য অস্ত্র পাওয়ার ইচ্ছায় আকাশের দিকে অবলোকণ করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২০। এখানে আগত ভদ্র দেবগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনারা আমার প্রতি অনুকম্পা করে শস্ত্র প্রদান করুন।

তৎক্ষণাৎ বোধিসত্ত্বের কৃতজ্ঞতা তেজানুভাব আকাশবাসী দেবগণ একখানা শস্ত্র নানারত্ন বিরচিত রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে আকাশ হতে তার সম্মুখে ঝুলিয়ে নামিয়ে দিলেন। তখন তিনি তা হস্তে নিয়ে দেবতাদের এবলে বিজ্ঞাপিত করলেন- "ভদন্ত, আমার এ হৃদয় দান চক্রবর্ত্তী সম্পদ লাভের জন্য নয়, একমাত্র সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের জন্যই।" এবলে দেবতাদের দ্বারা নিজের হৃদয় দান অনুমোদনের জন্য নিম্নোক্ত গাথাত্রয়যোগে বললেন-

২১। হে দেবগণ, মাতার জীবন লাভের জন্য ব্রাহ্মণকে আমার হৃদয় দান আপনারা অনুমোদন করুন।

২২। মাতার জীবনের জন্য আমার হৃদয় প্রদত্ত হবে। বোধিলাভের জন্য সে দান মহাফলপ্রদ হবে।

২৩। এ হৃদয় আমার অপ্রিয় নয়। এর চেয়ে সর্বজ্ঞতাই আমার অতি প্রিয়। তদ্ধেতু আমি হৃদয় দান করছি। আমার এ দান আপনারা অনুমোদন করুন।"

এবলে মহাসত্ত্ব নিজের বক্ষ নিজে ছেদন করবার পূর্বে প্রথমে অধিষ্ঠান পারমী পূর্ণ করবার ইচ্ছায় "এখন আমার হৃদয় ছেদন করব। এ শরীরে যা কিছু রক্তাদি পূতিময় ঘৃণ্য বস্তু আছে, তা বের না হোক্।" এরূপ অধিষ্ঠান করে চিত্তকে দৃঢ় করলেন এবং স্বীয় বক্ষ বিদীর্ণ করার পর হৃদয়টি ছেদন করে ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করলেন। তখন ব্রাহ্মণ বললেন- "হে তাত, মহাপুরুষ, তোমার মাতার জীবন দানের ভার আমার উপরই রইল। এখন তুমি আমার হস্ত হতে এ হৃদয়টি লয়ে তোমার মাতার মুখে দিয়ে দাও। আমি মন্ত্র আবৃত্তি করব।"

তখন মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণের নির্দেশ মতে কাজ করলেন। তৎপর ব্রাহ্মণ নিজের দিব্য শক্তি প্রভাবে হৃদয়টা প্রতিচ্ছাদিত করে অমৃতোদক লয়ে মৃতার দেহে সিঞ্চন করলেন। তৎমুহূর্তে বোধিসত্ত্বের মাতা জীবিত হয়ে নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার ন্যায় উঠে বস্‌লেল। ইহা দেখে মহাসত্ত্ব প্রীতি-ফুল্ল মনে মাতার পাদে বন্দনা করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বল্‌লেন-

২৪। "মাতঃ, আমার হৃদয় আপনাকে দিয়েছি। এ পুণ্য কর্মে অনাগতে আমি বুদ্ধ হব।

২৫। এ রাত্রিতেই আপনি আমাকে এখানে মৃত দেখবেন। আমার অদর্শনে আপনি বিলাপ করবেন।"

এরূপ বলার পর সেখানেই তখন মহাসত্ত্বের মৃত্যু হল। এ ব্যাপার দেখে বৃদ্ধমাতা বিলাপ পরায়ণা হয়ে নয়টি শোক গাথা বল্‌লেন-

২৬। "হায়! হায়! প্রিয় পুত্র, তোমাকেই আমার প্রিয়রূপে লাভ করেছিলাম। এখানে তোমার পিতাও নেই। হে পুত্র, আমি এখানে কি করে থাকব?

২৭। এখানে আমি আহারের অভাবে ক্ষুধা পিপাসায় পীড়িত হলে, কে আমাকে আহার দেবে? এবং পুণ্যই বা কিরূপে করব?

২৮। তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। এখানে আমি চির দুঃখিনী, কে আমার এ দুঃখ বিনোদন করবে?

২৯। হে পুত্র, তুমি ধর্মতঃ জীবন যাপনকারী, কৃতজ্ঞ ও সংযত। সর্বক্ষণ সর্ববিধ পুণ্যকারী হে পুত্র, এখন তুমি এখানে এস।

৩০। হে তাত, দুঃখে পীড়িত আমাকে সর্বদা পুণ্যপ্রভাবে দুঃখ হতে শীঘ্রই মুক্ত করেছ।

৩১। আমি সে দুঃখে দীর্ঘদিন ক্রন্দন করতে হবে নয়কি? অর্দ্ধরাত্রি রোদন পরায়ণা হয়ে নদীর ন্যায় বিশুষ্ক হব নয়কি?

৩২। অনাথিনী আমি পুত্রশোকে ক্রন্দন নিরতা হয়ে শীঘ্রই ক্ষুদ্র নির্জলা নদীর ন্যায় শুষ্ক হব।

৩৩। এখন আমি একান্ত দীনা, অনাথিনী ও দুঃখিনী নয়কি? এখানেই তোমাকে আমি মৃত দেখে একাকিনী কিরূপে জীবিত থাকব?

৩৪। তাত, এখন আমি একান্তই দুঃখিনী, দীনা ও একাকিনী। হে পুত্র, আমি পুত্রহীন একাকিনী হয়ে কিরূপে বেঁচে থাকব?"

বৃদ্ধা এরূপে বিলাপ করে চিন্তা করলেন- অতীতকালের সৎপুরুষগণ নিজের সত্যক্রিয়া দ্বারা পরের জীবন দান করেছেন। এখন আমি নিশ্চয়ই সত্যক্রিয়া করব।" এচিন্তা করে সে পূর্বদিকাভিমুখী কৃতাঞ্জলী হয়ে সত্যক্রিয়ায় রত হয়ে গাথাযোগে বললেন-

৩৫। যে সময় হতে আমার বুদ্ধি হয়েছে এবং জীবনের যত দিনগুলি স্মরণ আছে, ততদিন কখনো আমি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত হত্যা করিনি। এ সত্যবাক্য প্রভাবে আমার পুত্র জীবিত হোক্।

৩৬। একক্রান্তি মাত্রও অদত্ত বস্তু কখনো গ্রহণ করিনি। এসত্য বাক্য প্রভাবে অদ্যই আমার পুত্র জীবিত হোক্।

৩৭। জীবনে কখনো পরপুরুষের দিকে খারাপ মনে দৃক্পাত করিনি এবং মিথ্যা ভাষণ করিনি। এসত্যবাক্য প্রভাবে অদ্যই আমার পুত্র জীবিত হোক্।

৩৮। সুরা-গাঁজা প্রভৃতি নেশাদ্রব্য কখনো সেবন করিনি। আমার শীল সতত পরিশুদ্ধই আছে। এসত্য প্রভাবে অদ্যই আমার পুত্র জীবিত হোক্।

৩৯। পুত্র আমাকে হৃদয় দিয়েছে। পাপ হতে আমার পুত্র সতত বিরত। সর্বদা লোকের হিতের জন্য আমার পুত্র উত্তম বোধি প্রার্থনা করছে।

৪০। আমার পুত্র দানের রত ও বিশুদ্ধ শীল পরিপূর্ণকারী, এ সত্যবাক্য প্রভাবে অদ্যই আমার পুত্র জীবিত হোক্।"

বৃদ্ধার সত্যক্রিয়া শেষ হওয়ার সাথেই দেবরাজ নিজের দিব্যানুভাবে অমৃতোদক নিয়ে মহাসত্ত্বের মৃত দেহে সিঞ্চন করলেন। ইহাতে বোধিসত্ত্ব জীবন লাভ করে সুস্থ দেহে শয্যায় উপবেশন করলেন। তখন বোধিসত্ত্বের মাতা তাঁকে আলিঙ্গণাবদ্ধ করে "আমার পুত্র জীবন লাভ করেছে।" এবলে আনন্দমনে দাঁড়ালেন। তখন মাতা পুত্র উভয়ে দেখলেন- ব্রাহ্মণবেশধারী দেবরাজ দিব্যরূপ ধারণ করে দিব্য তেজে জ্যোতির্ময় হয়ে তরুণ সূর্যের ন্যায় দশদিক উদ্ভাসিত করে আকাশে স্থিত হয়েছেন। তখন সমগ্র ক্ষেত্র, মাঠ ও বনাদি সকল স্থান দিব্যালোকে আলোকিত করে দেবরাজ দেবত্বভাব প্রকাশ করে বললেন-

৪১। "মহাসত্ত্ব, আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার পারমী ধর্মের পূর্ণতা প্রাপ্তির ইচ্ছায় আপনার নিকট এসেছি। প্রমাদিত হবেন না। সর্বদা পরাক্রম করুন।

৪২। আপনার সর্বদাই মঙ্গল হোক্। আপনি যে জ্ঞান প্রার্থনা করেছেন, তা আপনি অনাগতে লাভ করবেন, নিশ্চয়ই আপনি জগতে বুদ্ধ হবেন।"

এবলে তাঁদের উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে পুনরায় নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা বললেন-

৪৩। হে মাতঃ প্রিয় পুত্র সহ আপনি ধর্মাচরণ করুন। এখানে ধর্মাচরণের ফলে স্বর্গে গমন করবেন।

৪৪। হে তাত, মাতার প্রতি প্রীতিময় প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রেখে উভয়ে ধর্মাচরণ করুন। ইহলোকে ধর্মাচরণের ফলে স্বর্গে গমন করবেন।

৪৫। আপনারা এরূপে ধর্ম পরিপূর্ণ করুন। ধর্মাচরণের দ্বারা সুখ আনয়ন করে। ধর্মাচরণের ইহাই ফল। ধর্মাচরণকারীরা কখনো দুর্গতিতে যায় না।

৪৬। দেব-ইন্দ্র প্রভৃতি সবাই ধর্মাচরণ দ্বারাই দেবলোক সম্প্রাপ্ত হয়েছেন। ধর্মাচরণ দ্বারাই শ্রেষ্ঠ সুখ ভোগ করা যায়।

৪৭। ভবৎ এখানে আপনারা অপ্রমত্ত হউন। আপনারা ধর্ম পূরণ করে স্বর্গেই গমন করুন।”

দেবরাজ তাঁদের এরূপ উপদেশ দিয়ে স্বীয় স্থানেই চলে গেলেন। বুদ্ধ সে বিষয় প্রকাশ করার মানসে বললেন-

৪৮। দেবরাজ ইহা বলে এবং উভয়কে উপদেশ দিয়ে সুজম্পতি দেবলোকে স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তদবধি মাতা-পুত্র উভয়ে অপ্রমত্তভাবে যথায়ুষ্কাল জীবন ধারণ করে মৃত্যুর পর দেবলোকেই উৎপন্ন হলেন। হে ভিক্ষুগণ, পুরাতণ পণ্ডিতেরা ও পিতা-মাতার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন।” এবলে ভগবান বুদ্ধ জাতক সমাপন করে নিম্নোক্ত পাঁচটি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৪৯। সারীপুত্র তখনকার বারাণসীবাসী ধনবান ও যশবান মহাশ্রেষ্ঠী।

৫০। আনন্দ ব্রহ্মদত্ত মহারাজ, অনুরুদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্র।

৫১। বোধিসত্ত্বের মাতা পিতা বর্ত্তমানের মহামায়া ও রাজা শুদ্ধোদন।

৫২। নগর ও জনপদের সমস্ত জনগণ শাসন পরিপূর্ণকারী আমারই পরিষদ।

৫৩। সম্মাজীব কুমারই এখন লোকনাথ বুদ্ধ হয়ে উৎপন্ন হয়েছেন। অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(সম্মাজীব কুমার জাতক সমাপ্ত।)

৪। অরিন্দম জাতক-

"আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে" এ গাথা বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান কালে নিজের দানপারমী সম্পর্কে বলেছিলেন।

একদিবস ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় উপবিষ্ট হয়ে এরূপ কথা উত্থাপন করলেন। "অহো বন্ধুগণ! আমাদের শাস্তা স্বীয় দানপারমীর অনুভাববলে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়ে দেবমনুষ্যগণকে আর্যমার্গে প্রতিষ্ঠাপিত করেছেন। তৎকালে শাস্তা গন্ধকুঠি হতে তথায় এসে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে বসে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, বর্ত্তমানে তোমরা এখানে কোন্ বিষয়ের আলোচনা করে বসে আছ? তখন ভিক্ষুগণ বিনীতভাবে তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় প্রকাশ করলেন। ইহা শুনে বুদ্ধ বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, শুধু এখন নয়, পূর্বে ও আমি দান দিয়ে তৃপ্ত হয়নি।" এবলে মৌণভাব অবলম্বণ করলেন। তখন ভিক্ষুগণ সেই পূর্ব কাহিনী প্রকাশ করার জন্য প্রার্থনা করাতে বুদ্ধ তা বল্‌তে আরম্ভ করলেন-

"হে ভিক্ষুগণ, অতীতে সূচী নগরে অরিন্দম নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর অন্তঃপুরে ষোড়শ সহস্র ক্ষত্রিয় কন্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'সুবর্ণ গর্ভা' নামী পুণ্যবতী নারী ছিলেন

অগ্রমহিষী তৎকালে অরিন্দম রাজা নগরের চারিদ্বারে চারখানা মধ্যস্থলে একখানা ও রাজা প্রাসাদের দ্বারদেশে একখানা, মোট ছ'খানা দান শালা প্রস্তুত করিয়ে প্রত্যহ এক হাজার ছ'শত টাকার নানাবিধ দানীয় বস্তু আগত অর্থীকে দান দিতেন। তিনি একদিন প্রত্যুষকালে শয্যা ত্যাগ করে নিজের দানের বিষয় চিন্তা করে অনুপম প্রীতি অনুভব করলেন। তিনি প্রীতিতে ভরপূর হয়ে অপ্রমেয় উদার চিত্তে চিন্তা করলেন- আমি অদ্য আধ্যাত্মিক দান দিতে ইচ্ছা করি। অহো! অদ্য প্রাতেই যাচক আমার নিকট এসে বাহ্যিক বস্তু যাচ্ঞা না করে আধ্যাত্মিক বস্তুই যদি যাচ্ঞা করে, তবে আমি তাকে তা-ই দেব। যদি কেহ এসে আমার মস্তক চায়, তাকে তা ছেদন করে দেব। যদি কেহ আমার হৃদপিণ্ড চায়, তাও বক্ষ বিদীর্ণ করে সরক্ত হৃদপিণ্ড তাকে দেব। অথবা কেহ এসে আমার চক্ষু, রক্ত, মাংস, অর্ধদেহ অথবা সর্বদেহ যাচ্ঞা করে তাও তাকে সানন্দে প্রদান করব। আর কেহ এসে যদি বলে- "হে অরিন্দম, তুমি আমার দাস হও।" তাও হব। যদি কেহ রাজ্য চায়, তাও দেব। এরূপে তাঁর ঐকান্তিক চিন্তা প্রভাবে দেবরাজের দিব্যরাজাসন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তখন দেবরাজ ইহার কারণ দিব্যনেত্রে দেখে রাজা অরিন্দমের দান-চেতনার বিষয় সম্যক্ অবগত হয়ে প্রসন্নমনে চিন্তা করলেন- "নিশ্চয়ই আমি তাঁর দানপারমীর পূর্ণতা লাভের ব্যবস্থা করব।" এচিন্তা করে জীর্ণ-শীর্ণ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে দণ্ড হস্তে ও কম্পমান দেহে বোধিসত্ত্বের সম্মুখে এসে স্থিত হলেন- এবং দক্ষিণ হস্ত উঠিয়ে "মহারাজের জয় হোক্," এ আশীর্বাদ বাণী বারত্রয় ঘোষণা করলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখে অমাত্যকে গাথা যোগে বললেন-

১। "অমাত্য প্রবর, আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে। এ যাবৎ সমাগত যাচকগণকে আশানুরূপ দান দিয়েছি।"

অতঃপর রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন- "ভবৎ, আপনি এখানে কি মনে করে এসেছেন?" ব্রাহ্মণ বললেন- "মহারাজ, আমি জীর্ণ, বৃদ্ধ, দুর্বল ও দরিদ্র। সুতরাং আপনার নিকট একসহস্র স্বর্ণ মুদ্রা যাচঞা করতে এসেছি।" ইহা শু'নে মহাসত্ত্ব প্রীতিফুল্ল মনে বললেন- "সাধু ব্রাহ্মণ, আপনাকে সুবর্ণ মুদ্রা দেব।" এবলে তাঁর হস্তে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করলেন। তৎপর ব্রাহ্মণের সাথে নিম্নোক্ত গাথায় আলাপ করলেন-

২। "হে ব্রাহ্মণ আমার এ দানের প্রভাবে যা পেতে ইচ্ছা করি তা যেন পাই।"

ব্রাহ্মণ সুবর্ণ গ্রহণ করে প্রাসাদ হতে বের হয়ে কিছুদূর গিয়ে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাজাকে বললেন- "মহারাজ, আমার গৃহখানি অত্যান্ত জীর্ণ-শীর্ণ, ছাউনি ও নষ্টপ্রায় সুতরাং এরূপ গৃহে সুবর্ণ রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। তদ্ধেতু এ সুবর্ণ আপনার নিকট জমা রাখতে প্রার্থনা করি। যখন সুবর্ণের প্রয়োজন হবে, তখনি নিয়ে যাব।" রাজা বললেন- "সাধু ব্রাহ্মণ, আপনার সুবর্ণ আমি রক্ষা করব। যখন ইচ্ছা, তখনি নিয়ে যাবেন।" তখন দেবরাজ সেখান হতে বের হয়ে তরুণ ব্রাহ্মণ বেশে পুনঃ রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন-

৩। "মহারাজ, জল পরিপূর্ণা নদী যেমন কোন কালেই জল শূন্য হয় না, আপনিও সেরূপ। আমি আপনার রাজ্য যাচঞা করতে এসেছি। তা আমাকে দান করুন।"

ইহা শুনে রাজা সন্তুষ্ট মনে বললেন- "সাধু ব্রাহ্মণ, আমি আপনার মনোরথ পূর্ণ করব।" এবলে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৪। "হে ব্রাহ্মণ, আপনি যা যাচঞা করলেন, তা আপনাকে অকম্পিত হৃদয়ে প্রদান করব। যা আছে, তা গোপন করবনা। দানেই আমার মন রমিত হয়"

এ বলে রাজা আরো হৃষ্ট তুষ্ট হয়ে বললেন- "মহাব্রাহ্মণ অদ্য আমি আধ্যাত্মিক দানই দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু, আপনি বাহ্যিক বস্তুই প্রার্থনা করছেন। অদ্য আপনার মনোরথ পূর্ণ করব।" এ বলে নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় বললেন-

৫। "আমার নিকট সমাগত ধনার্থীকে দান দিয়েও আমি তৃপ্তি লাভ করিনি।

৬। সর্বজ্ঞতাই আমার অতি প্রিয় বিষয়। তজ্জন্য আমি রাজ্য দান করব। তা গ্রহণ করে যথা সুখে পরিভোগ করুন।

৭। যদি কেহ আমার মস্তক, চক্ষু, হৃদয়, জীবন, মাংস অথবা রক্ত চায় তাও আমি তাকে দেব।

৮। যদি কেহ আমার নিকট অর্ধ বা সম্পূর্ণ শরীরও চায়, তাও দিতে প্রস্তুত আছি।"

মহাসত্ত্ব এরূপ ঘোষণা করে তখনি অমাত্য প্রভৃতি নগরের জনগণকে সমবেত করিয়ে বললেন- "হে সর্বজন মণ্ডলি, এ ব্রাহ্মণ আমার রাজ্যটি প্রার্থনা করছেন সুতরাং তাঁকে আমার রাজ্য দান করব।" একথা শুনামাত্রই সমগ্র নগরে ভীষণ কোলাহলের সৃষ্টি হল। তখন সেনাপতি প্রভৃতি নগরবাসীগণ একসঙ্গে রাজার সমীপে উপস্থিত হয়ে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৯। "দেব, এ ব্রাহ্মণকে রাজ্য দেবেননা। আমাদের বিনাশ করবেন না। তাঁকে ধন ও মনিরত্ন দিলেই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।',

ইহা শুনে রাজা সবাইকে বললেন- ভদ্রগণ, এরূপ বলবেন না। যে যাই আমার নিকট চায়, তাকে তাই প্রদান করব।" তখন জনগণ বললেন- "মহারাজ, যদি আমাদের প্রতি

আপনার স্নেহ-মমতা থাকে, তবে এ ব্রাহ্মণকে সেনাপতি পদ প্রদান করুন।" রাজা তাদের এসব কথা গ্রাহ্য না করে সুবর্ণ পালঙ্ক হতে উঠে শীঘ্রই গন্ধোদকে পরিপূর্ণ সুবর্ণ গাড়ু গ্রহণ করে ব্রাহ্মণকে স্বীয় সুবর্ণ পালঙ্কে উপবেশন করিয়ে বললেন- "মহাব্রাহ্মণ, আমার দেবী ও অশ্ব যুক্ত রথ ব্যতীত সমস্ত ধন সম্পদ আপনারই হোক্।" এবাক্যের দ্বারা তাঁর রাজ্য ব্রাহ্মণের হস্তে দান করে বললেন- "হে ব্রাহ্মণ, আমার রাজ্য অপেক্ষা ও শতসহস্র গুণে অধিক প্রিয় সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তাই আমার এ রাজ্য দান অনাগতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভেরই হেতু হোক্।" এবলে ব্রাহ্মণের হস্তে জল ঢেলে রাজ্য দান করলেন। সে বিষয় বিশদভাবে প্রকাশ কল্পে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

১০। "তৎপর অরিন্দম রাজা দক্ষিণোদক সিঞ্চন করে বুদ্ধত্ব লাভের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে রাজ্য দান করেছিলেন।

১১। রাজ্য দান কালে ভীষণ লোম হর্ষকর ভাবে এ পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল।

১২। নগরবাসী জনগণের লোমহর্ষণ হয়েছিল এবং তাঁরা ভীত ও সংক্ষুব্ধ হয়েছিল।"

এরূপে রাজা ব্রাহ্মণকে রাজ্যদান করে প্রীতিফুল্লমনে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন- "আমার এ দান অতি উত্তম দানই হয়েছে।" এ বলে রাজা নিম্নোক্ত প্রীতি গাথা ভাষণ করলেন-

১৩। "এ রাজ্য দান-পুর্ণ্য-প্রভাবে অনাগতে আমি বুদ্ধ হয়ে বুদ্ধকৃত্য সমূহ সম্পাদন করব। আমার যেন এ প্রার্থনা পূর্ণ হয়।" রাজা এরূপ প্রার্থনা করে মহাজনগণকে উপদেশ প্রদান করার পর দেবীসহ রথে আরোহণ করে পূর্বদ্বার দিয়ে নগর হতে বের হলেন। তৎবিষয় প্রকাশ মানসে বুদ্ধ বললেন—

১৪। "তখন অরিন্দম রাজা ব্রাহ্মণকে রাজ্য দান করে দেবীসহ রথারোহণে স্বীয় রাজ্য হতে বের হলেন।" তখন নগরবাসী সবাই বক্ষে করাঘাত করে রোদন করেছিল। সে বিষয় প্রকাশ মানসে ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় বললেন-

১৫। ১৬। ১৭। ১৮। "নগর, জনপদ ও গ্রামবাসী; বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা, হস্ত্যারোহী, রথিক ও পদাতিক; রাজকুমার, বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ় প্রজাবৃন্দও সমগ্র রাজ্যের সবাই বক্ষে করাঘাত করে রোদন পরায়ণ হয়ে রাজার পশ্চাদনুসরণ করলেন।"

তখন মহাসত্ত্ব নিজের পশ্চাদগামী মহাজনতা দে'খে নিজের আভরণ সমূহ খুলে তাদের দিয়ে বললেন- "সজ্জন মণ্ডলি, আপনারা অনুতাপ ও রোদন করবেন না। সংসারে সবারই এরূপ স্বভাবতই বিয়োগ-বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই অনিত্য। যদি আমার প্রতি আপনাদের একান্তই শ্রদ্ধা থাকে, তা হলে প্রত্যেকেই দান দিন, শীল পালন ও মৈত্রী ভাবনা করুন।" এরূপে উপদেশ দিয়ে তিনি তাঁদের গমনে নিরস্ত করে রথ চালিয়ে অগ্রসর হলেন। সে বিষয় প্রকাশ করার ইচ্ছায় তথাগত বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৯। "অরিন্দম রাজা তথায় জনগণকে উপদেশ দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং এ ক্ষত্রিয় মহাত্মা রথ চালিয়ে অগ্রসর হলেন।"

অতঃপর দেবরাজ তরুণ ব্রাহ্মণ-বেশ ত্যাগ করে পুনঃ অন্যরূপ ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করে মহাসত্ত্বের রথের সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে বললেন- "মহারাজের জয় হোক্।" বলে রথ যাচঞা করলেন। ইহাতে মহাসত্ত্ব প্রসন্নবদনে দেবীসহ রথ হতে

অবতরণ করে রথখানা ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন। তদ্বিষয় প্রকাশ মানসে সম্বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

২০। অতঃপর ব্রাহ্মণ এসে অশ্বযুক্ত রথ যাচঞা করলেন, বোধিসত্ত্ব অরিন্দম রাজা তাও প্রহৃষ্ট অন্তরে ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন।

২১। তৎপর অরিন্দম রাজা দেবী সহ রথ হতে নেমে অশ্বযুক্ত রথখানা ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন।”

তৎপর ক্ষত্রিয় কুলের গৌরব কেতন রাজা ও রাণী পদব্রজে পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। দেবরাজও রথ চালিয়ে যাওয়ার ন্যায় কিছুদূর গিয়ে অন্তর্হিত হয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করে পূর্বের ন্যায় জীর্ণ ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করলেন এবং পুনঃ রাজার পশ্চাদনুসরণ করে আহ্বান করলেন- মহারাজ! মহারাজ!” সে আহ্বান শুনে রাজা-রাণী পেছনে ফিরে দেখলেন- পূর্ব দৃষ্ট সে জীর্ণ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বললেন- “মহারাজ আপনার নিকট আমার রক্ষিত সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা এখন আমাকে দিন। তা আমার প্রয়োজন হচ্ছে।” ইহা শুনে মহাসত্ত্ব, বিনীতভাবে বললেন- “ভবৎ ব্রাহ্মণ, আপনি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না। আমরা উভয়কে আপনার দাস-দাসী রূপে গ্রহণ করুন।” ব্রাহ্মণ বললেন- “মহারাজ, দাস-দাসীর আমার প্রয়োজন নেই। আমাকে সুবর্ণ মুদ্রাই দিতে হবে।” রাজা বললেন- “ভবৎ ব্রাহ্মণ, তা হলে আপনি আমাদের উভয়কে বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করুন।” ব্রাহ্মণ বললেন- মহারাজ, আমি বিক্রি করার স্থান জানি না। আপনি নিজেই আপনাদের বিক্রি করে শীঘ্রই আমাকে সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা দিন। তখন মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে আশ্বাস প্রদানচ্ছলে গাথাছন্দে বললেন-

২২। "সাধু ব্রাহ্মণ, আমরা নিজেকে বিক্রি করে আপনাকে সুবর্ণ দেব। আমার নিকট হতে তা গ্রহণ করবেন।" তৎপর মহাসত্ত্ব দেবীর দিকে চেয়ে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২৩। হে দেবী, আমি বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করেছি। এখন তোমার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। ইহা শুনে দেবী অতিশয় প্রীতিফুল্ল চিত্তে বললেন- মহারাজ, প্রথমে আমাকেই বিক্রি করে সুবর্ণ সংগ্রহ করুন। তাতেই আপনার মনোরথ পূর্ণ হোক্। এ বলে তিনি সিংহনাদে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২৪। "হে ক্ষত্রিয়, আমি আপনার দাসী। আপনিই আমার ঈশ্বর। যাকে ইচ্ছা করেন, তার নিকটই আমাকে বিক্রি করুন। সে আমায় বিক্রি করুক বা হত্যা করুক।"

ইহা শুনে রাজা আনন্দিত হয়ে দেবীকে বিক্রয়ার্থ সঙ্গে করে ক্রমে ইন্দ্রপত্তন নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক সমৃদ্ধকুলে গিয়ে বললেন- "মহাশয়, আপনি কি দাসী ক্রয় করবেন?" তখন এক ব্রাহ্মণ তথায় এসে বললেন- সে দাসীর মূল্য কতটাকা হবে? মহাসত্ত্ব, বললেন- তার মূল্য হবে পঞ্চশত সুবর্ণ-মুদ্রা। তখনই ব্রাহ্মণ পঞ্চশত সুবর্ণ-মুদ্রা দিয়ে দেবীকে ক্রয় করে নিলেন। মহাসত্ত্ব পত্নীকে বিদায় দেওয়ার কালীন বললেন- "ভদ্রে, তুমি এ হতে এ ব্রাহ্মণেরই দাসী হয়েছ; তাঁর সবকাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করবে।" এরূপ উপদেশ দেওয়ার পর দেবী মহাসত্ত্বের পাদমূলে নিপতিত হয়ে বললেন- স্বামীন্, আপনি আমার সর্বদোষ ক্ষমা করবেন।" এ বলে ক্রন্দন পরায়ণ হয়ে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

২৫। "দেব, আপনার সাথে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা। হে ক্ষত্রিয়, আমার সর্বদোষ ক্ষমা করবেন।

মহাসত্ত্ব এরূপে দেবীকে বিক্রয় করে’ পুনঃ নিজকে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে কোনও সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে গিয়ে বললেন- “ভবৎ ব্রাহ্মণ, আপনার দাসের প্রয়োজন হলে আমায় ক্রয় করুন।” ব্রাহ্মণ বললেন- মূল্য কি পরিমাণ হবে? মহাসত্ত্ব বললেন- “পঞ্চশত সুবর্ণ মুদ্রা।” ব্রাহ্মণ বললেন- “আপনি আমার কাজ করতে পারবেন কি?” মহাসত্ত্ব বললেন- হাঁ পারব। ব্রাহ্মণ তখন তাঁকে পঞ্চশত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করলেন। তৎপর মহাসত্ত্ব চিন্তা করলেন- “আমি নগর-দ্বার সমীপে বাস করলে আমার দেবীর সুখ-দুঃখের খবর জানতে পারব।” এ মনে করে ব্রাহ্মণকে বললেন– “ব্রাহ্মণ মহোদয়, আমি নগর-দ্বার রক্ষা করতে ইচ্ছা করি।” তা শুনে ব্রাহ্মণ তাঁকে সঙ্গে করে দৌবারিকের নিকট গিয়ে বললেন- “তাত, আপনি এখন এ দৌবারিকের দাস হয়ে তার সমস্ত কাজকর্ম সম্পাদন করবেন।” এ বলে বোধিসত্ত্বকে দৌবারিকের হস্তে অর্পণ করলেন। তিনিও ব্রাহ্মণের কথা নীরবে মেনে নিয়ে বিক্রয় লব্ধ সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রা হস্তে নিয়ে এরূপ প্রার্থনা করলেন- আমার এদানের প্রভাবে আমাদের মত অন্য কোন প্রাণীর যেন এরূপ বিচ্ছেদ না ঘটে।” অতঃপর এ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা অই যাচক ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে তথাগত বুদ্ধ বললেন-

২৬। “তখন অরিন্দম রাজা স্বীয় ভার্যা ও নিজকে বিক্রয় করে সে অর্থ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেছিলেন।”

দেবরাজ এ স্বর্ণ মুদ্রা লয়ে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। তদবধি মহাসত্ত্ব একাকীই নগর-দ্বার রক্ষা করে ইন্দ্রপত্তন নগর সমীপেই বাস করতে লাগলেন। ইতিপূর্বে সুবর্ণ গর্ভা দেবী অরিন্দম রাজার সাথে অবস্থান করাতে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁকে ব্রাহ্মণের বাস গৃহের নিুতলের এক প্রকোষ্ঠেই

অবস্থান করতে দিলেন। দশমাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যায় অর্ধরাতে বৃষ্টি বর্ষণের সময়ে দেবীর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই শিশুর মৃত্যু হল। দেবী মৃতপুত্র সম্মুখে রেখে বোধিসত্ত্বকে স্মরণ করে গভীর দুঃখের সহিত বিলাপসুরে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

২৭। "হায় হায়! আমি প্রথমে একটি পুত্র সন্তান লাভ করলাম বটে, তারও মৃত্যু হল। এ পুত্র, এখানে তোমার পিতা নেই। তোমার জন্ম তিনি জানেন না।

২৮। যদি রাজা থাকতেন, কতই না সুখ লাভ করতাম। এখন আমি পরদাসী। হে পুত্র, এখন আমি কি করব?

২৯। হায়, তাত, আজ গভীর রাত্রে আমি একাকিনী তোমায় কি করতে পারি?"

দেবীর এরূপ বিলাপ শব্দ শুনে ব্রাহ্মণী এসে বলল- "রে দুষ্টা দাসী। তুই রোদন করছিস্ কেন?" দেবী বললেন- "হে গৃহস্বামিনী, এখন আমার এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়েই মৃত্যু হয়েছে।" ইহা শুনে ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধ হয়ে বলল- "হে দুষ্টা দাসী, তুই এখনি এখান থেকে বের হয়ে পড়।" দেবী বললেন- "মাতঃ স্বামিনী, এখন রাত্রি, তাতে আবার বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে, আমি একাকিনী ভীতাসন্ত্রস্তা। সুতরাং রাত্রির অবশিষ্ট সময় এখানে অবস্থান করে প্রাতেই এখান থেকে চলে যাব।" ইহা শুনে ব্রাহ্মণী তর্জন করে বলল- "অরে চণ্ডালীনী, তুই এখনি বের হয়ে পড়" বলে তাকে আক্রোশ ও ভৎর্সনা করতে লাগল। দেবী ক্ষত্রিয় কন্যা, তাই তিনি অতি সুকোমল। পরদাসী হয়ে তিনি এখন বড় দুঃখিনী। এমন বিপদের সময় এরূপ অপমান জনক কথা তাঁর অসহ্য হল। হৃদয় অগ্নি দগ্ধ হওয়ার ন্যায় উষ্ণ হয়ে উঠল। অশ্রুমুখে তিনি মৃত পুত্র ক্রোড়ে করে বের হয়ে

পড়লেন; এবং শঙ্কিত অন্তরে অন্ধকারে এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করতে লাগলেন। এ বিষয় প্রকাশ করবার মানসে বুদ্ধ বললেন-

৩০। 'দগ্ধ হৃদয়ে একাকিনী রোদন পরায়ণা দেবী মৃতপুত্র বক্ষে নিয়ে এদিক সেদিক বিচরণ করতে লাগলেন।"

দেবী অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টির জলে সিক্ত হয়ে অনুক্রমে বিচরণ করতে করতে বোধিসত্ত্ব আরক্ষিত দ্বারে প্রাপ্ত হলেন। তথায় রোদন পরায়ণা রাণী দারোয়ানকে দ্বার খুলে দেওয়ার জন্য সানুনয় অনুরোধ করে বললেন-

৩১। "হে দ্বার পাল, আমার প্রতি অনুকম্পা করে দ্বার খুলে দিন। আমার মৃত পুত্রকে কবরস্থ করতে হবে।"

মহাসত্ত্ব দেবীর বিলাপ-শব্দ শুনে শয্যা ত্যাগ করে বললেন- ভদ্রে, এখন দ্বার খোলার সময় নয়। আমি অপরের দাস। সুতরাং আমার প্রভুর ভয়েই এতরাত্রে নগর-দ্বার খুলে দিতে পারবনা। এখন তুমি অন্যত্র যাও। দেবী জানেন না, তিনি যে তাঁর স্বামীর সাথে কথা বলছেন। স্বামীর কণ্ঠস্বরও চিনতে পারলেন না। সে এখন জ্ঞান হারা উন্মাদিনীর মত। তিনি বক্ষে করাঘাত করে কেঁদে উঠলেন। বিলাপে বললেন-

৩২। "হায় হায়! হে অপুণ্যবান পুত্র", আমি ছিলাম রাজরাণী। থাক্তাম সুখে রাজঅন্তঃপুরে। এখন আমি দাসী অবহেলার পাত্রী। হে পুত্র, তোমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কি করে করব?

৩৩। তোমার পিতা রাজা অরিন্দম যদি এখন রাজ-প্রসাদে থাক্তেন, তা হলে কি আমি তোমাকে লয়ে শ্মশানে আসতাম?

৩৪। এখন আমি রাজা হতে ভিন্ন হয়েছি। আমি এখন বিধবার মত। আমি নগরের দ্বারও পাচ্ছিনা। এখন আমি এ মৃত পুত্রকে কি করব?

বোধিসত্ত, রাজা অরিন্দম এ বিলাপ শুনে সংবিগ্ন হৃদয়ে বললেন- "তুমি কে?" দেবী বললেন- "আমি সুবর্ণ গর্ভা দেবী রাজা অরিন্দমের পত্নি।" তখন মহাসত্ত্ব ছোট গুপ্ত দ্বার খুলে দিয়ে নিজকেও অরিন্দম রাজা বলে পরিচয় দিলেন। তখন দেবী রাজার পাদমূলে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। রাজা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- "ভদ্রে, তোমার রোদন করা উচিত নয়। সংযোগ-বিয়োগ জগতের ধর্ম। মানবের জীবনমরণ পর্যন্ত। তদ্ধেতু তুমি রোদন করোনা।" তৎপর দেব মহাসত্ত্বকে নিজের মৃত পুত্রটি প্রদান করে নিজের সব বিষয় প্রকাশ করে বললেন। তখন রাজা নিজের পুত্রের দিকে দৃক্পাত করে বললেন-

৩৫। প্রাণীদের পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়াই জাগতিক ধর্ম। সমস্ত সংস্কার অনিত্য। ইহা জগতের নিয়ম।"

এ বলে মহাসত্ত্ব মৃত পুত্র লয়ে দেবী সহ শ্মশানে নিয়ে গেলেন। শিশুটিকে দেবীর হস্তে দিয়ে বললেন- "ভদ্রে এখন আমি আমার এ পুত্রের জীবন দান করব।" দেবী বললেন- "স্বামী তা কিরূপে সম্ভব হবে?" মহাসত্ত্ব বললেন- "ভদ্রে, জগতে সত্যক্রিয়া হতে অপর আর কোন মহাফলপ্রদ অধিষ্ঠান নেই। সুতরাং এখন আমি সত্যক্রিয়া করব।" এবলে পূর্বদিকাভিমুখী হয়ে করযোড়ে নিম্নোক্ত নয়টি গাথাযোগে বললেন-

৩৬। "এখানে অবস্থানকারী ভবৎ দেবগণ এবং জগতে যত দেবব্রহ্ম আছেন, আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার জীবনে বুদ্ধি প্রাপ্ত অবধি যতদূর স্মরণ হচ্ছে।

৩৭। কোন দিন ক্ষুদ্র পিপিলিকা পর্যন্ত হত্যা করিনি। এ সত্য বাক্যের প্রভাবে এখনই আমার পুত্র জীবিত হোক্।

৩৮। পরের অদত্ত বস্তু এমন কি কড়া-ক্রান্তি পর্যন্ত কোনও বস্তু কখনো গ্রহণ করিনি। এ সত্যের প্রভাবে আমার পুত্র জীবিত হোক্।

৩৯। কখনো পরদান লজ্ঘন ও মিথ্যা ভাষণ করিনি। এ সত্যের প্রভাবে আমার পুত্র এখনি জীবিত হোক্।

৪০। আমি জীবনে কোনদিন সুরা প্রভৃতি কোনও নেশাদ্রব্য সেবন করিনি। আমার সমস্ত শীল পরিশুদ্ধ আছে। এ সত্য বাক্যের প্রভাবে এখনি আমার পুত্র জীবিত হোক্।

৪১। যাচকদের আমি শ্রদ্ধা ও মৈত্রী করুণা চিত্তে দান দিয়েছি। এ সত্য বাক্যের প্রভাবেই আমার পুত্র এখন জীবিত হোক্।

৪২। দান দেখিয়া ও দিয়া আমার মন প্রসন্ন হয়। এ সত্য বাক্যের প্রভাবেই আমার পুত্র এখন জীবিত হোক্।

৪৩। সর্বলোকের হিতের জন্যই আমি উত্তম বোধি প্রার্থনা করেছি। এ সত্যবাক্যের প্রভাবেই আমার পুত্র এখন জীবিত হোক্।

৪৪। আমি নিজকে বিক্রি করে দাস হয়েছি। কোন ও সময় দানের কর্ত্তব্য কর্মের ব্যতিক্রম করিনি। এ সত্য পারমী পূর্ণ করে অনাগতে বুদ্ধ হব। এ সত্যের প্রভাবে এখনি আমার পুত্র জীবিত হোক্।

মহাসত্ত্বের সত্যক্রিয়ার প্রভাবে তখনই দেবরাজ অমৃতোদক এনে। শিশুর দেহে সিঞ্চন করলেন। তৎমুহূর্তে শিশু পাশ পরিবর্তন করে শয়ন করল। ইহা দেখে দেবীর অনুপম আনন্দে প্রাণভরে উঠল। মনে করলেন- আমার স্বামীর দ্বারাই আমার পুত্রের জীবন লাভ হল। তিনিও সত্য ক্রিয়া করলেন- নিম্নোক্ত গাথাত্রয়যোগে-

৪৫। “হে ভবৎ দেবগণ ও সমস্ত বন, কন্দর, বৃক্ষ ও লতাদিতে অধিষ্ঠিত দেববৃন্দ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন।

৪৬। আমার স্বামী আমাকে পরদাসীর জন্য বিক্রি করে এখানে এসেছেন। স্বামীর কারণে আমি স্বীয় চিত্তকে কখনো বিকল করিনি।

৪৭। আমি এ সত্য অধিষ্ঠান করছি। পুত্রের জন্যই আমি এখানে এসেছি। এ সত্য বাক্যের প্রভাবে এখন আমার পুত্র উঠুক।”

দেবীর এ সত্য ক্রিয়া প্রভাবে শিশু পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্তন করে চক্ষু উন্মীলণ করল এবং মাতৃস্তন্য পান করতে লাগল। সেক্ষনেই দেবরাজ ইন্দ্র এ ক্ষত্রিয়দ্বয়ের সত্যক্রিয়ানুভাবের এ আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনে অতি প্রহৃষ্ট হয়ে দিব্যরূপ ধারণ করলেন। তখন তিনি তরুণ সূর্যের ন্যায় দিব্যরূপে প্রকাশিত হয়ে আকাশে স্থিত হলেন। তাঁর সে দিব্য প্রভাবে সমস্ত শ্মশান ভূমি দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হল ও দিব্যপুষ্প বর্ষিত হল। তৎপর দেবরাজ মহাসত্ত্বকে নিজের আগমন বার্তা জ্ঞাপনার্থ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৪৮। “আমি দেবরাজ ইন্দ্র। আপনার বুদ্ধত্ব লাভের কামনায় পারমী ধর্মের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য আমি আপনার নিকট এসেছি।

৪৯। মহারাজ, আপনার সমস্ত পারমী পূর্ণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করুন।”

এ বলে দেবরাজ রাজা-রাণীকে নিজের দিব্যানুভাববলে পুনঃ শ্মশান হতে নিয়ে সূচী নগরে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করলেন। তখন অরুণোদয় হয়েছে। দেবরাজ এমন সময় মহাসত্ত্বকে রাজ্য প্রদান করে বললেন- “মহারাজ, এখন

অপ্রমত্ত হয়ে রাজত্ব করুন।” এরূপ উপদেশ দিয়ে স্বীয় দেবলোকে প্রস্থান করলেন। এ বিষয় প্রকাশ মানসে তথাগত বুদ্ধ নিম্নোক্ত নয়টি গাথা ভাষণ করলেন-

৫০। তখন দেবরাজ তুষ্টচিত্তে আকাশে স্থিত হয়ে সর্বদিক্ আলোকিত করলেন এবং তাঁকে রাজ্য প্রদান করে বললেন- ‘সাধু সাধু মহারাজ, আপনি উত্তম প্রার্থনাই করেছেন। এতেই অনাগতে ভদ্র কল্পে আপনি বুদ্ধ হবেন। সর্বলোকের হিতার্থে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ, উত্তম, জগত বরেণ্য বুদ্ধ, সুগত বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, বিমুক্তি দায়ক অরহত জগতে নাথের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাথ, বিমুক্ত, সম্বুদ্ধ, জ্যেষ্ঠ অপ্রতিপুদ্গল, দেবনরের শিক্ষক শাস্তা, সুখদায়ক ত্রাণকারী, জগতের শরণ, সত্ত্বদের অনুকম্পাকারী, হিতৈষী চক্ষুষ্মাণ, অর্থকুশল, ধর্মস্বামী, তথাগত চতুর্বিধ আর্যসত্য বিমোক্ষ সুখ ও শ্রেষ্ঠ ধর্মদায়ক বুদ্ধ হবেন।”

তদবধি বোধিসত্ত্ব অত্যন্ত প্রসন্ন মনে ধর্মতঃ ও সমদমের মাধ্যমে রাজত্ব করেছিলেন। অমাত্য প্রমুখ রাজ্যবাসী জনগণ আনন্দমনে প্রাতেই নানাবিধ উপহার দ্রব্য নিয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বন্দনা করে তাঁর চতুর্দিকে উপবেশন করলেন। রাজা তখন সকলকে উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন। সে দিন হতে সবাই রাজার উপদেশানুসারে দান-শীল-ভাবনাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করে পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। রাজাও রাণী অনুপম রাজৈশ্বর্য পরিভোগ করে শেষ-নিশ্বাস পর্যন্ত দান-শীল-ভাবনাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদনে নিরত হয়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। পরিশেষে ভগবান বললেন- “হে ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্বেও অপরিপক্ক জ্ঞানাবস্থায় এরূপ মহাদান

দিয়েছিলাম। এবলে জাতক সমাপ্ত করে নিম্নোক্ত পাঁচটি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৫৯। তখনকার দেবরাজ ইন্দ্র এখন আমার সামনে দিব্য-চক্ষুধারীদের শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ অনুরুদ্ধ।

৬০। অরিন্দমের পিতা এখন শুদ্ধোধন মহারাজা। মাতা মহামায়া দেবী।

৬১। সুবর্ণ গর্ভা এখন যশোধরা। রাজপুত্র কুমার এখন রাহুল।

৬২। যোদ্ধা প্রভৃতি জনগণ এবং সমস্ত নগর-জনপদবাসী অরিন্দমের পরিষদবৃন্দ সবাই এখন আমারই পরিষদ।

৬৩। তখনকার সময়ে পুণ্যকামী দানেরত অরিন্দম মহারাজ এখন আমিই শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ! এ জাতক এরূপ ধারণ কর।

(অরিন্দম জাতক সমাপ্ত)

৫। সুম্ভ মিত্র জাতক-

"রাজন আমাকে অবসর দিন" এ বিষয় বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান কালে দেবদত্ত সম্পর্কে বলেছিলেন।

একদা ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় বসে এরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। "বন্ধুগণ, দেবদত্ত যখন বুদ্ধের প্রতি বৈরীচিত্ত পোষণ করে তীরন্দাজদের নিয়োজিত করে তথাগতের প্রাণ সংহারে চেষ্টা করেছিলেন, তখন বুদ্ধই উক্ত তীরন্দাজদের জীবন দান করেছিলেন"। এমন সময় বুদ্ধ সেখানে এসে। প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, এখন তোমরা এখানে কোন্ কথার আলোচনা করছিলে?" তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় ভগবানের নিকট প্রকাশ করলেন। তা শুনে

ভগবান বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত শুধু এখন নয়, পূর্বেও আমার অনর্থ সাধন করেছিল। এতদূর বলে বুদ্ধ নীরব হলেন। তখন ভিক্ষুদের প্রার্থনায় তিনি পূর্ব বৃত্তান্ত বল্‌তে আরম্ভ করলেন-

"হে ভিক্ষুগণ, অতীতে চম্পক নামক নগরে এক রাজা রাজত্ব করতেন। ইনিই বুদ্ধাঙ্কুর। তাঁর কনিষ্টভ্রাতার নাম অসুম্ভমিত্র, অগ্রমহিষীর নাম ছিল "কেশিনী দুটি তাঁর পুত্র সন্তান। জ্যেষ্ঠের নাম 'জয়সেন', কনিষ্ঠের নাম জয়দত্ত। একদা অসুম্ভমিত্র চিন্তা করল- আমার ভ্রাতা এখন রাজা। তিনি যদি এখানে বাস করেন, তা হলে তাঁর পুত্রই এ রাজ্যের ভার প্রাপ্ত হবে। সুতরাং এ রাজ্য তাদের না দিয়ে আমি নিজেই যাতে রাজা হতে পারি, সে উপায় অবলম্বন করতে হবে।" এরূপ দুরভিসন্ধি পোষণ করে নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য বহু স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ অমাত্যগণকে উপঢৌকন দিতে আরম্ভ করল। অমাত্যগণ অসুম্ভমিত্রের উৎকোচ লাভ করে সকলেই তার পক্ষ গ্রহণ করল। অতঃপর একদিবস অসুম্ভমিত্র স্বীয় পক্ষ সমর্থনকারীদের পরিমাণ জানবার ইচ্ছায় নিজের গৃহে সমস্ত সেনাগণকে সমবেত করাল। সে সময়ে বোধিসত্ত্বের এক গুণ গ্রাহী অমাত্য তাঁর গুণ স্মরণ করে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন এবং অসুম্ভমিত্রের দুরভিসন্ধির বিষয় যথাযথভাবে নিম্নোক্ত গাথায় ব্যক্ত করলেন-

১। "হে রাজন্‌, আমাকে অবকাশ দিন। আপনার নিকট গুপ্ত বিষয় প্রকাশের জন্যই এখানে এসেছি।

২। রাজন্‌; আপনি শীঘ্রই সচেতন হউন। আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনাকে গুহ্য বিষয় বলব, যা একান্তই সত্য।"

ইহা শুনে রাজা তাকে অবকাশ প্রদান করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৩। অমাত্য প্রবর, শীঘ্রই আমাকে আপনার বক্তব্য বিষয় বলুন। যা আমার হিতসাধন করবে। প্রবঞ্চনা ত্যাগ করে যথাযথ বলুন।" রাজার অবকাশ পেয়ে অমাত্য নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৪। "আমি অদ্যই আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে এরূপ কথা শুনেছি- সে আপনার রাজ্য লুণ্ঠন করবে, সুতরাং আপনি সতর্কতা অবলম্বন করুন।"

ইহা শুনে রাজা চিন্তা করলেন- "রাজাদের বহু অন্তরায়। এরাজ্য সর্ব সাধারণের ভোগ্য।" এ চিন্তা করে রাজার সংবেগ উৎপন্ন হল। জনগণের প্রতি করুণাবশে চিন্তা করলেন- "যদি আমার কনিষ্ঠের সাথে যুদ্ধ করি, এতে আমার বহু সেনা বিনষ্ট হবে। জনগণের বিনাশ সাধন করা করুণা হীনের কাজ। তাই আমি অদ্য রাত্রিতেই এনগর ত্যাগ করব।" এরূপ চিন্তা করে এ হিতৈষী মহা অমাত্যকে প্রচুর ধন দিয়ে বিদায় করলেন। অতঃপর রাজা অগ্র মহিষীর শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে পুত্রদ্বয়কে বক্ষে ধারণ করলেন। তারপর রাণীর সঙ্গে এরূপ পরামর্শ করলেন- সে বিষয় প্রকাশ করার মানসে তথাগত বুদ্ধ নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা ভাষণ করলেন-

৫-৯। মহারাজ লাবণ্যময়ী কেশিণীকে সম্বোধন করে বললেন- "ভদ্রে আমি তোমাকে যে সব ধন-ধান্য দিয়েছি, হিরণ্য, সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও বৈদুর্য ইত্যাদি এবং পৈতৃক-ধন সমস্তই নিধান করে রাখ।" তখন সর্বশোভিনী রাণী কেশিণী রাজাকে বললেন- "দেব আমি সে ধন কোথায় নিধান করব? তা আমাকে বলুন ॥" তখন রাজা বললেন- "ভদ্রে, শীলবান

শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে যথা শক্তি দান দাও ॥ প্রাণীদের পক্ষে দানের ন্যায় প্রতিষ্ঠা আর কিছুই নেই। দানই ভোগ সম্পদের নিদান এবং দানই ভোগ সম্পদের প্রতিষ্ঠা।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব পুনঃ দেবীকে উপদেচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে বললেন-

১০-১২। পুত্রদ্বয়কে যেন পাপিষ্ঠ অসুম্ভমিত্র বধ না করে তেমনভাবেই তাদের রক্ষা করবে ॥ হে কল্যাণী, তুমি এখন অল্পবয়স্কা, পুরুষ অভিলাষিণী। তুমি যাকে স্বামী রূপে মনোনীত করবে, তাকে সযত্নে পুষ্প মাল্যে বরণ করে সেবা করবে ॥ আমার অবর্তমানে বরণ করা স্বামী যদি তোমার অমনোজ্ঞ হয়, তবে অন্য স্বামী অন্বেষণ করে নিও। আমার বিচ্ছেদে তুমি দুঃখিত হয়োনা।"

কেশিনী রাজার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চিন্তা করলেন- "আমার স্বামী এরূপ অযৌক্তিক কথা কেন বলছেন?" তিনি সশ্রু নয়নে বললেন- "মহারাজ, আপনি এরূপ অসংগত কথা কেন বলছেন?" ইহা শুনে মহাসত্ত্ব দেবীকে তার কারণ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে প্রকাশ করে বললেন-

১৩। আমি প্রচণ্ড হিংস্র জন্তু সমাকুল জীবন সংশয়কর ঘোর মহারণ্যে একাকীই গমন করব।

১৪। ব্যাঘ্র-দীপি সেবিত প্রচণ্ড হিংস্র প্রাণী সমাকুল বিজন অরণ্যে অবস্থান করব। তুমি এখানে সুখে বাস কর। ইহা শুনে কেশিনী মহা দুঃখে দুর্মনা হয়ে স্বীয় স্বামীর সাথে গমনের জন্য নানাবিধ বাক্যালাপে রত হলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত পঁয়তাল্লিশটি গাথা ভাষণ করলেন-

১৫-৫৯। ইহা শুনে সর্বাঙ্গ শোভিনী কেশিনী বললেন- অবাঞ্ছিত হীন কথা কেন ভাষণ করছেন? ইহা আমার পক্ষে

দুঃখ দায়ক বাক্য, সুখ দায়ক নয়। আমার সুখের জন্য এখন অন্য বাক্য ভাষণ করুন। মহারাজ, আপনি যে একাকী বনে যাবেন, তা ন্যায় সঙ্গত নয়। হে ক্ষত্রিয়, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও আপনার সাথে তথায় যাব। আপনার নিকটই আমার মরণ। আপনা হতে বিচ্ছেদ হওয়ার চেয়ে এ অভাগিনীর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আপনাকে ছেড়ে আমার এ জীবন চাই না। মহা অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে আমার মৃত্যুই বরং শ্রেয়ঃ। তবুও আপনি বিনা জীবন ধারণ করা আমার অভীস্পিত নয়। মহা অরণ্যে হস্তিনী যেমন হস্তির অন্বেষণে গিরি-গহ্বর, দুর্গম ও সম বিসম মহারণ্যে গমন করে, সেরূপই আমি পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে সুপোষ্য হয়ে আপনার পশ্চাৎ অনুসরণ করব। ভার স্বরূপ দুষ্পোষ্য হয়ে নয়।" রাজা রাণীকে বললেন- "তথায় চন্দনাদি সুগন্ধি চূর্ণ ও ধূলি নিবারণকারী জল ও ব্যবহার করতে পারবে না। কৌশিক, খৌম ইত্যাদি মনোরম সূক্ষ্ম বস্ত্র ধারিনী কোমলাঙ্গিণী ভদ্রে, কিরূপে কুশ চীরাদি ধারণ করবে? তখন পুণ্যলক্ষণ মণ্ডিতা মহারাণী বললেন- "হে রথার্ষভ আপনার সঙ্গে থাক্লে তা আমি পরম সুখ-কর মনে করব। রাজা বললেন- ভদ্রে, তুমি নিবৃত্ত হও। বনবাস তোমার দুঃসহ হবে। বনে বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ-মশক ও মধুমক্ষিকাদি তোমায় হিংসা করবে। তা তোমার অসহ্য দুঃখকর হবে। আরো দেখা যায়- তীক্ষ্ণ তীব্র সন্তাপে সন্তপ্ত হয়ে নদী সেবিত নির্বিষ মহাশক্তিশালী অজগর সর্প আছে। তারা মনুষ্য ও মৃগ সন্নিধানে হঠাৎ এসে আপন দেহ দ্বারা বেষ্টন করে নিজের বশে নিয়ে যায়। অন্য এক প্রকার অতিশয় ভয়ঙ্কর অচ্ছ নামক হিংস্র জন্তু আছে। তাদের নিকট হতে কোন পুরুষ বৃক্ষে উঠেও মুক্তি পায়না। সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী ভয়ঙ্কর মহিষ বনে যত্রতত্র বিরচণ করে। প্রচণ্ড মৃগ ও

গরু এবং বাছুর সহ ভয়ঙ্কর গাভী পাল সর্বদা বনে ইতঃস্তত বিচরণ করে। ভদ্রে, তুমি উহাদের সম্মুখে পড়লে কি করবে? ভদ্রে, তুমি দুর্গম পথে প্রচণ্ড হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হলে তখন; মহাবিপদ ও ভয়ে নিপতিত হবে। তুমি অন্তঃপুরে অবস্থান করেও শৃগালের শব্দ শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়, তবে তুমি বনে গিয়ে কিরূপে থাকবে? মহাবনে মধ্যাহ্ন কালে সুতীব্র উত্তাপের যন্ত্রণায় পক্ষীকুল একত্রিত হয়ে আর্তনাদ করে। সেখানে কেন যেতে ইচ্ছা কর? তখন সুলক্ষণা দেবী রাণী কেশিণী বললেন- দেব, বনে যে ভয়ের কথা আমাকে বললেন- আমি তা সবই জ্ঞাত আছি। একমাত্র আপনার সাহচর্যই আমার পক্ষে পরম সুখ দায়ক। জগতে এর চেয়েও কটুতর দুঃখ, স্বামী বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। হে রথার্ষভ, আপনার সাথেই আমি গমন করব। কাশ, কুশ তীক্ষ্ণ কন্টক, উশির, দুঃখ সংস্পর্শ কর তৃণ ও কর্কশ মুঞ্জ তৃণ ইত্যাদি সানন্দে বক্ষের দ্বারা অতিক্রম করব। আমি আপনার বোঝা স্বরূপ হবনা। উদর পূর্ত্তির কারণে বহুবিধ ব্রতাচরণ দ্বারা কুমারীগণ পতি লাভ করে। অগ্নিদগ্ধ ও জলে নিমগ্ন হওয়া এবং পতি বিরহ বা বৈধব্য জগতে এ তিনটি বড়ই যন্ত্রণা দায়ক। সুতরাং স্বামিন্, আমি আপনার সহগামীই হব। আপনার উচ্ছিষ্ট লাভে বঞ্চিত হলে যদি দুর্বল হয়ে পড়ি; আপনার হস্ত ধারণ করে ক্লান্তি বশতঃ যখন চলতে অক্ষম হব, তখন আপনার আকর্ষণে পথ অতিক্রম করতে পারব। আপনার হস্তে আমার কেশ কলাপ দিয়ে আমি দুর্বল শরীরে ভূপাতিত হলে ও আপনার আকর্ষণে বহু দুঃখ ভোগ করা সত্ত্বে ও আপনার সাথেই চলব। যদিও বা আমার সুকোমল চর্ম পৃথিবীর ঘর্ষনে উলুক-বায়সের চর্মের ন্যায় উৎপাটিত হয়ে যায়, যাউক, অক্ষম হলেও তবুও আপনার সঙ্গে সঙ্গেই চলব। বিবিধ ধন

সম্পদে সমৃদ্ধ জ্ঞাতিকুল এবং ভ্রাতা-ভগ্নি সখী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের কোনও শান্তি দায়ক বাক্য লাভও না হলে তবুও আপনার সাথেই যাব। জল বিহীন নদী নগ্না, রাজা বিহীন রাজ্য নগ্ন এবং দশ ভ্রাতার বিদ্যমানেও বিধবা নারী নগ্না। ৪৫। ধ্বজাই রথের চিহ্ন। ধূমই অগ্নির চিহ্ন, রাজাই রাজ্যের চিহ্ন এবং স্বামীই নারীদের সৌভাগ্য-চিহ্ন। আমি সর্বদা কাষায় বসন ধারণ করে আপনার পশ্চাদ গামিনী হব। নারীদের পক্ষে স্বামী হীনা হয়ে থাকা বড়ই কটু-দুঃখময়। বহু বিত্তশালী নানা রতনে পরিপূর্ণ মহা পৃথিবীও আপনাকে ব্যতীত চাই না। স্বামীকে দুঃখে রেখে স্বীয় সুখ ইচ্ছাকারিনী নারীর হৃদয় কিরূপ? পরিপূর্ণ রাজ্য বর্ধনকারী ও আমার সর্বকামনা পূর্ণকারী স্বামীন; আপনি রাজ্য হতে বের হওয়ার সাথে সাথেই আমি ও আপনার পশ্চাদ গামিনী হব।” তখন রাণী কেশিনীকে রাজা বললেন- “তোমার এ জয়সেন ও জয়দত্ত সমাংস শালী চাউলের অন্ন ভোজনে অভ্যস্ত, তারা ফল মূল খেয়ে কিরূপে জীবন ধারণ করবে? তারা সর্বদা সুবর্ণাদি রত্নময় থালায় ভোজনে অভ্যস্ত। অরণ্যে তারা কিরূপে বৃক্ষ পত্রে ভোজন করবে? যে বালক সর্বদা কৌশিক ও রেশমী-পশমী বস্ত্র ধারণ করে থাকে, তারা অরণ্যে কিরূপে কুশচিরাদি ধারণ করবে? যারা সর্বদা রথ ও স্যন্দন যোগে গমনাগমন করে তারা অরণ্যে কিরূপে খানু-কন্টকময় পথে চলবে? যাদের জন্য সর্বদা মনোরম সুখময় ব্যবস্থা নির্ধারিত এবং যারা নির্বাধ অর্গল যুক্ত প্রাসাদে বাস করে থাকে, তারা কিরূপে অরণ্যে ও বৃক্ষমূলে শয়ন করবে? যারা সর্বদা মনোরম আরামপ্রদ পালঙ্কে শয়ন করে থাকে, তারা কিরূপে অরণ্যে তৃণ শয্যায় শয়ন করবে? যে বালকদ্বয় সর্বদা শ্রেষ্ঠ চন্দনাদি সুগন্ধি বিলেপনে মণ্ডিত হয়ে থাকে, তারা অরণ্যে কি

প্রকারে ধূলি-বালি সমাকীর্ণ অবস্থায় দিন যাপন করবে? যারা চামরী চোমর ও ময়ূরপালক-ব্যজনীর বাতাসে বর্ধিত তারা অরণ্যে ডাঁশ, মশক ইত্যাদি দংশনে কিরূপে কাল যাপন করবে?" এরূপে তারা পরস্পর নানাবিধ কথা কথনের পর রাণী পুত্রদ্বয়কে তাঁদের সঙ্গে গ্রহণের ইচ্ছায় বললেন-

৬০। রাজন্ এ পুত্রদ্বয় আমাদের অতি প্রিয় ও মনোজ্ঞ। আমাদের যে অবস্থা হবে, তাদেরও সে অবস্থা হবে। আমি তাদের সঙ্গে করে আপনার পশ্চাদ গমন করব। আমি আপনার বোঝা স্বরূপ না হয়ে আনির্ভরশীল হয়েই আপনার সহিত গমন করব।" রাজা গমনোদ্যাক্তা রাণীর কথা শুনে, তাকে বারণ করতে না পেরে বললেন- ভদ্রে, তা হলে তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যাবে? এবলে নিণোক্ত গাথা বললেন-

৬২। "আমি দাস-দাসী পর্যন্ত সঙ্গে নিতে ইচ্ছা করিনা। তাই বলছি তুমি আমার সাথে গেলে বড়ই দুঃখ পাবে।"

তখন দেবী রাজার সহিত যাওয়ার অনুমতি পেয়ে স্বীয় জীবন যাপনোপযোগী প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বস্তু সমূহ এক থলিয়ায় পূর্ণ করে তা রাজাকে প্রদান করলেন। তৎপর নিজে জয়দত্তকে ক্রোড়ে নিলেন। রাজা পাথেয় পূর্ণ থলিয়াটি নিজের স্কন্ধদেশে সংলগ্ন করে জয়সেনকে ক্রোড়ে তুলে নিলেন। এরূপে উভয়ে রাজপুরী হতে বের হলেন। এ বিষয় প্রকাশ কল্পে শাস্তা নিণোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৬৩। ৬৪। তখন দেবী কেশিনী জয়দত্তকে ক্রোড়ে করে স্বীয় গ্রাম হতে বের হলেন। সুম্ভমিত্র রাজাও পাথেয় বলে স্কন্ধদেশে সংলগ্ন করে ও জয়সেনকে ক্রোড়ে করে স্বীয় নগর হতে বের হলেন।

তখন মহাসত্ত্ব সপুত্রদার নিজের চম্পা নগর হতে বের হয়ে ক্রমান্বয়ে বহুদূর গমণের পর এক নদী-তীরে উপনীত হলেন তথায় এক ডুমুর বৃক্ষ মূলে বসে রাজা দেবীকে বললেন- "ভদ্রে এ নদী অত্যন্ত গভীর এবং তিনমাইলের মত প্রস্থ হবে। আমি তোমাদের সবাইকে একসাথে নিয়ে অপর তীরে যেতে সক্ষম হবনা। আমার এ শিশুদ্বয় ছোট ও হাল্কা। সুতরাং তাদের এক সঙ্গেই নিয়ে যেতে পারব। তুমি গুরুভার হেতু প্রথমে তোমাকে রেখে এসে তৎপর ছেলেদের নিয়ে যাব। দেবী রাজার প্রস্তাবে "সাধু" বলে অনুমোদন করে জয়দত্তকে স্তন্য পান করালেন। তারপর তথায় শিরবেষ্টন-বস্ত্র বিস্তার করে তাকে তথায় শয়ন করালেন। সে যখন নিদ্রিত হল, তখন তাড়াতাড়ি জয়সেনকে কিছু খাবার বস্তু দিয়ে রাজা-রাণী নদীতে অবতরণ করতে উদ্যোত হলেন। তখন জয়সেন সজল নেত্রে পিতা-মাতাকে সম্বোধন করে বলল- "মা, আমরা এখানে কি করে থাকব? বাবা, দুধের শিশু এ ছোট ভাইকে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে নদীরতীরে অনাথ হয়ে কি করে থাকব? বাবা, আপনি দেরী করবেন না। সহসা এসে আমাদের নিয়ে যাবেন।" পুত্রের এরূপ হৃদয় বিদারক কাতর বাণী শুনে মাতা-পিতার চক্ষু সজল হয়ে উঠল। তাঁরা তাকে আশ্বাসিত করে উভয়ে নদীতে অবতরণ করলেন। রাজা রানীকে তিনমাইল বিস্তৃত নদী বহু শ্রমে সন্তরণ করে পরতীরে এক বৃক্ষ-মূলে রেখে পুনঃ পুত্রদ্বয়কে নিয়ে আসার জন্য নদীতে নেমে সন্তরণ করতে লাগলেন। এমন সময় দুজন কৈবর্ত ছোট একখানা নৌকা নিয়ে নানা কথা বলতে বলতে ঐ রাজ পুত্রদ্বয়ের সমীপবর্তী হল। তখন জয়সেন সে আলাপ শব্দ শুনে নিজের পিতা মনে করে 'বাবা, বাবা' বলে আহ্বান করল। কৈবর্তদ্বয় বালকের কণ্ঠস্বর

শুনেই তথায় এসে দেখল দু'টি ছোট বালক। তাদের দেখে কৈবর্তদ্বয় করুনা পরাবশ হয়ে প্রত্যেকে এক একটি বালক ক্রোড়ে করে নৌকায় তুলে নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে রাজা এসে দেখলেন- পুত্রদ্বয় তথায় নেই; তখন তিনি আতঙ্কিত ও শোকগ্রস্ত হয়ে 'জয়সেন জয়সেন' বলে ডাকতে লাগলেন, কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। নদী-তীরে এদিক ওদিক দ্রুত গিয়ে দেখতে লাগলেন; কিন্তু কারো দেখা পেলেন না। এরূপে সারারাত্রি কেঁদে কেঁদে অতিক্রম করার পর যখন প্রভাত হল, তখন কুমারদ্বয়ের শয়ন স্থান শূন্য দেখে সাশ্রু নয়নে কম্পিত কলেবরে শোকাভিভূত কণ্ঠে কুমারদ্বয়কে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৬৫-৬৬। আমার প্রাণ প্রিয় পুত্র জয়সেন-জয়দত্ত, তোমরা এখন কোথায়? আমার নিকট এস। আমাকে প্রানান্তকর দুঃখ দিওনা। হায়! হায়! প্রিয় পুত্র, এখন তোমাদের মাতা অনাথিনী! সে এখন নদীর অপর তীরে একাকীণী। তোমাদের না দেখে সে যে কত মর্মাহত হবে, উন্মাদিনী হবে, তা আর কি বলব। বাবা, যেখানে গিয়েছ, সত্বর ফিরে এস" এবলে সুম্ভমিত্র উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরা ফেরা করে ও পুত্রদের কোন ও সন্ধান না পেয়ে শোকে বিহ্বল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

৬৭। ৬৮। এখন এই বনগুল্ম নানাবিধ ফল-ফুলে শোভমান দেখছি। কিন্তু আমার পুত্রদের দেখ্ছিনা। এখানে উদুম্বরাদি নানাবিধ বৃক্ষ রাজি আমার দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। কিন্তু আমার কুমারদ্বয়কে দেখ্ছিনা।" এরূপে মহাসত্ত্ব পুত্র শোকে অভিভূত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তিনি শোক বেগ সহ্য করতে না পেরে তথায় হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ে

গেলেন। সে বিষয় প্রকাশ করার মানসে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৬৯। ৭০। সুম্ভমিত্র রাজা পুনঃ এতীরে এসে পুত্রদ্বয়কে না দেখে রোদন করতে করতে সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন। শয্যা বিহীন ভূমিতে চন্দ্র পতনের ন্যায়ই হল। পুনঃ তিনি সংজ্ঞা লাভ করে চিন্তা করলেন- "এযে আমাদের বিচ্ছেদ হল, ইহাই জগতের নিয়ম।" তা জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা করে ধৈর্য ধারণ করে পরতীরে পত্নীর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য নদীতে অবতরণ করলেন। এমন সময় নৌকা চালিয়ে এক নাবিক পঞ্চশত ব্যবসায়ী সহ রাণী কেশিণীর উপবিষ্ট স্থানের সমীপবর্তী হল। সেখানে-বৃক্ষমূলে একাকিনী উপবিষ্টা সুলক্ষণা রূপলাবণ্যবতী রাণীকে দেখে নাবিক তাঁকে বল প্রয়োগে নিজের নৌকায় তুলে নিল। এতে রাণী দুঃখীতা ও মর্মাহতা হয়ে পুত্রদ্বয় ও স্বামীকে স্মরণ করে এবলে বিলাপ করতে লাগলেন-

৭১। হায়! হায়! আমার স্বামী আর প্রিয় পুত্রগণ এখন কোথায়? আমাদের মধ্যে এমন বিচ্ছেদ ঘটল কেন? জন্মান্তরে আমরাও কি কাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলাম? সে কর্মের বিপাকেই কি আজ আমি এমন বিচ্ছেদ দুঃখ ভোগ করছি?"

এরূপ বিলাপ পরায়ণা রাজ মহিষীকে নাবিক যথারুচি স্থানে নিয়ে গেল। বোধিসত্ব নদী হতে উঠে বৃক্ষমূলে রাণীকে না দেখে চারদিকে অন্বেষণ করলেন। কোথাও তার খোঁজ না পেয়ে নিম্নোক্ত সাতটি বিলাপ গাথা ভাষণ করলেন-

৭২-৭৮। আমি নদীতীরে তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করেও আমার স্ত্রী-পুত্র তিনজনকে কোথাও দেখলাম না। হায়! হায়! প্রাণপ্রতিম বাবাগণ, আমার একাকী বেচে থাকার আর প্রয়োজন

কি? আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমি একাকী বেঁচে থেকে কিই বা করব? আমি এখন গৃহ শূন্য। তোমাদের বিচ্ছেদ দুঃখ আমার অসহ্য হচ্ছে। এরূপ রোদন করে ও কোন দিন বিচ্ছেদ দুঃখের অন্ত হবে কি? নারদ পর্বতবাসী হে দেবগণ, আমি আপনাদের স্মরণ করছি। আমায় রক্ষা করুন। সহসা যেন আমার হারানিধি স্ত্রী পুত্রদের প্রাপ্ত হই। কোন দেবমনুষ্য ও মহা ঋদ্ধিবান যক্ষ আমাকে এ দুঃখ হতে মুক্ত করুন। আপনারা আমার আশ্রয় হউন। মনুষ্য ও দেবগণ, শীঘ্রই আমার প্রাণপ্রিয় স্বজনদের আমায় এনে দিন। তাদিগকে আমার শরণাপন্ন করে দিন। এরাত্রির অবসানে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বাঞ্ছিত জনের যেন সন্ধান পাই।"

রাজা এরূপ বিলাপ করে সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এ বিষয় প্রকাশ মানসে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

৭৯। প্রবল বাত্যাঘাতে যেমন মূল শূন্য বৃক্ষ নিপতিত হয়, সেরূপ রাজাও বিলাপ পরায়ণ হয়ে তথায় ভূতলে নিপতিত হলেন।

নৃপতি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করে ভূমি শয্যা হতে উঠে রাণীর অন্বেষণে উন্মাদের ন্যায় চারদিকে দৌড়তে লাগলেন। তাঁকে কোথাও না পেয়ে পুনঃ ঐ বৃক্ষমূলে এসে স্ত্রী-পুত্রকে উপলক্ষ করে বিলাপ করতে লাগলেন-

৮০-৮৪। তাদের দেখছিনা। তারা কোথায় গেল? বোধ হয় তাদের মৃত্যু হয়েছে। সকুণ ত কোথাও দেখা যাচ্ছেনা। তবে কেন জনত্রয়কে দেখছিনা? এ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে নয় কি? আমার পুত্রদ্বয়কে দেখছিনা। তারা নিশ্চয়ই মারা গিয়েছে। কেশিণীকে দেখছিনা। সে নিশ্চয়ই মারা গিয়েছে। তাকে যথাস্থানে দেখছিনা। সে মারা গিয়াছে নয় কি? ইহা

আমার দ্বিতীয় শল্য। পুত্রদারকে না দে'খে আমার হৃদয় কাঁপছে। এখানে রাত্রির অবসানে সূর্যোদয় হলে স্ত্রী-পুত্রকে না দেখলে তখন আমার জীবন ত্যাগ করবো। অথবা নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হবে।" মহাসত্ত্ব এরূপ বিলাপ করে একাকীই এক দিকে চলে গেলেন। এ চারজন ক্ষত্রিয়ের কেন এভাবে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল? এর একটা করুন কারণ আছে। তা এই-

বহু অতীতে একজন্মে এচারজন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বৃক্ষমূলে পথশ্রান্তি বিনোদন-মানসে তাঁরা বসলেন। সে বৃক্ষের অগ্রভাগে এক শুকপাখীর বাসা। তথায় একটি শুক্ শাবক চেচাচ্ছিল। তখন বালকদ্বয় ক্রীড়া করবার ইচ্ছায় ঐ শুক্ছানা এনে দেবার জন্য মাতাকে বলতে লাগলো এবং ক্রন্দন করতে লাগলো। মাতা ছেলের কান্নায় অতিষ্ট হয়ে, শুক্শাবক এনে দেবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করলেন। তখন স্ত্রীর অনুরোধে ছেলের পিতা বৃক্ষে আরোহণ করে শুক্ শাবক এনে পুত্রদ্বয়ের হাতে দিলেন। তারা সানন্দে শুক্ শাবক নিয়ে খেলা করতে লাগলো। এর ফলে ছানাটির তিনটি পালক উৎপাটিত হল। পরে ছেলের পিতা শাবকটিকে পুনঃ এদের বাসায় দিয়ে আসলেন। শুক্ছানার তিনটি পালক উৎপাটন জনিত কর্ম্ম বিপাকে এ চারজন ক্ষত্রিয় পাঁচশত জন্ম যাবৎ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে এরূপ বিচ্ছেদ ঘটে দুঃখভোগ করেছিলেন। এ জন্মেও অনুরূপ কর্মফল ভোগ করছেন। অতঃপর সুম্ভ মিত্র রাজা একাকীই পথ চলতে চলতে স্ত্রী-পুত্রের কথা স্মরণ করে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন এবং স্বগত বললেন-

৮৭-৮৮। অপ্রিয়ে সংযোগ এবং প্রিয়ের বিয়োগ কত যে মর্মান্তিক দুঃখদায়ক তা সম্যক উপলব্ধি করলাম। প্রিয় হতেই যথ সব ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়। প্রিয় বিমুক্ত ব্যক্তিদের শোক-দুঃখ উৎপন্ন হয় না। তাদের আর ভয় কোথায়।

অতঃপর মহাসত্ত্ব নিজের জ্ঞান বলেই সমস্ত শোক বিনোদন করে অনুক্রমে তক্ষশিলায় উপস্থিত হলেন। তথায় এক উদ্যানে প্রবেশ করে কোনও বৃক্ষমূলে মঙ্গল শিলাপট্ট দেখে তথায় আপাদমস্তক বস্ত্র ঢাকিয়ে শ্রান্তি বিনোদন মানসে শুয়ে পড়লেন। এর সপ্তাহকাল পূর্বে তথাকার রাজা পরলোক গমন করেছিলেন। অমাত্যবৃন্দ রাজার শবদেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করে সপ্তম দিবসে সকলেই রাজাঙ্গনে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলেন- "আমাদের রাজার কোন পুত্র কন্যা নেই। সুতরাং এ রাজ্য এখন অরাজক অবস্থায় উপগত। বর্তমান আমাদের রাজা কে হবেন? এখন আমাদের কি কর্তব্য? তদুত্তরে পুরোহিত ব্রাহ্মণ বললেন- "ভবৎগণ, আপনারা চিন্তা করবেন না নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয়ের সমাধান করতে পারবো। আমরা পুষ্পরথ ছেড়ে দেব। পুষ্প রথ নির্বাচিত রাজা সমগ্র জম্বুদ্বীপে রাজত্ব করতে সমর্থ হবে।" এ প্রস্তাব সকলেই সাধু বাদের সহিত অনুমোদন করলেন। তক্ষশিলা নগর অপূর্ব সাজে সজ্জিত করা হল। মঙ্গল রথে কুমুদ বর্ণ চারটি অশ্ব যোজনা করা হল। ধ্বজা-পতাকা উড্ডীন করে এবং পুষ্পমাল্য ইত্যাদি দ্বারা সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ রূপে রথ সজ্জিত করে তথায় শ্বেতছত্র, রাজউষ্ণীষ, খড়ুগ, অসি, সুবর্ণ পাদুকা ইত্যাদি পঞ্চ রাজভাণ্ড এবং পঞ্চ অভিষেক দ্রব্য রথে তু'লে দিলেন। তৎপর সুভাসিত জলে পরিপূর্ণ সুবর্ণ-গাড়ু হতে পুষ্পরথের শীর্ষদেশে জল ছিটিয়ে বললেন- "ভবৎ পুষ্পরথ, এরাজ্যে রাজত্ব করবার

যার পুণ্যবল আছে, তুমি তাঁর নিকটই উপনীত হও। এবলে রথ ছেড়ে দিলেন। সত্যযুগের ধর্মতঃ রীতি অনুযায়ী তখন পুষ্পরথ চলতে আরম্ভ করল। রথ রাজপ্রাসাদ প্রদক্ষিণ করে নগরের পূর্বদ্বার দিয়েই বের হল। অমাত্যবৃন্দ সহ বহু লোক সর্ববিধ বাদ্য সহকারে রথের পশ্চাদ্‌গামী হলেন। তখন রথ রাজ্যোদ্যানে প্রবেশ করে সেই শাল বৃক্ষ মূলে উপস্থিত হয়ে মঙ্গল শিলাপট্ট প্রদক্ষিণ করে তথায় শায়িত বোধিসত্ত্বকে গ্রহণেচ্ছায় দাঁড়িয়ে রইল। তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণ তথায় একাকী শায়িত মহাপুরুষকে দেখে অমাত্যগণকে সম্বোধন করে বললেন- " ভবৎগণ, যে ব্যক্তিকে এ শিলাপট্টে শায়িত দেখছি, তিনি শ্বেত ছত্রের যোগ্য কিনা তাঁর সে পুণ্য আছে কিনা, পরীক্ষা করতে হবে। তিনি যদি রাজা হওয়ার মত পুণ্যবান হন, তবে এ শয্যা হতে হঠাৎ উঠবেন না। যদি অপুণ্যবান হয় তবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে কম্পিত কলেবরে পলায়নের সুযোগ খোঁজবে। এখন তাঁকে মীমাংসা করবার জন্য একসাথে সমস্ত বাদ্য-যন্ত্র ভীমনাদে ধ্বনিত করা হউক।" তখন আদেশ মাত্রই সমস্ত বাদ্য-যন্ত্র এক সাথেই ভীমনাদে বেজে উঠল। এ মহাশব্দে মহাসত্ত্বের নিদ্রা ভঙ্গ হল। নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে তিনি দেখলেন- বহু সেনা সামন্ত! তা দেখেও পার্শ্ব পরিবর্তন করে শায়িতাবস্থাতেই রইলেন। তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণ তাঁর পাদতল হতে বস্ত্র উন্মোচন করে পদতলের লক্ষণ দেখে আশ্চার্য হয়ে বললেন- "ভবৎগণ, একদ্বীপের কথা কি বলব, চারমহাদ্বীপের রাজত্ব করতেই ইনি সমর্থবান।" এ কথা শুনে তখন অমাত্যবৃন্দ শিরে অঞ্জলি বদ্ধ হয়ে বললেন- "মহারাজ, আপনি এরাজ্য গ্রহণ করুন।" এবলে অনুরোধ করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৮৯। "দেব, এ রাজ্য সর্বদা অন্ন পাণীয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ, এ দেশ বড়ই মনোরম। আমরা সবাই উপস্থিত হয়ে এ রাজ্য আপনাকে প্রদান করছি।

বোধিসত্ত্ব ইহা শুনে শয়ন হতে উঠে উপবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- "ভবৎগণ, এখন আপনাদের রাজা কোথায়?" প্রত্যুত্তরে তারা বললেন- "দেব, আমাদের রাজা পরলোক গমণ করেছেন।" মহাসত্ত্ব প্রশ্ন করলেন- "আপনাদের রাজার কি কোনও পুত্র-কন্যা নেই"? "দেব, আমাদের রাজার কোন পুত্র কন্যা নেই।" "আচ্ছা, ভদ্রগণ, তাহলে তোমাদের প্রদত্ত রাজ্যে রাজত্ব করব।" তখনই অমাত্য প্রমুখ জনগণ উদ্যান সুসজ্জিত করে সেখানেই মহাসত্ত্বকে অভিষেক প্রদান করলেন এবং সে দিবসেই সম্ভুমিত্র মঙ্গলরথে আরোহণ করে তক্ষশিলা নগরে উপনীত হলেন। তিনি মহাসমারোহে রাজ প্রাসাদে আরোহণ করে মহাশয্যার উপবেশন করলেন। সেদিন হতেই তিনি তথায় রাজত্ব করতে লাগলেন। জনগণ যাতে দান শীলে নিযুক্ত হয় সেরূপ উপদেশ প্রদানে নিরত হলেন এবং ধর্মতঃ অনুশাসনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলায় রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। এদিকে কৈবর্তদ্বয় জয়সেন ও জয়দত্তকে নিজের পুত্ররূপে পোষণ করতেছিল। কুমারদ্বয় যখন বয়স্ক হল, তখন কৈবর্তদ্বয়ের সুমতি-সঞ্চার হল। একদিন বিবিধ উপহার সামগ্রী ও কুমারদের নিয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হল। তারা রাজাকে যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন করে উপহার সমূহ তাঁকে প্রদান করল এবং তাঁর পরিচর্যা করার জন্য বালকদ্বয়কে ও সমর্পন করল। তখন মহারাজ সুম্ভমিত্র বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি বালকদ্বয়কে দে'খে অমাত্যগণকে সম্বোধন করে বললেন-

৯০–৯২। “অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত জম্বুনদের বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জল ও সুপ্রসন্ন মুখমণ্ডল, এ উভয় বালকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লক্ষণাদি একই প্রকার। একটি জয়সেনের ন্যায় এবং অপরটি জয়দত্তের ন্যায় ॥ মনে হয় যেন সিংহ-শাবক গর্ত হতে বের হয়েছে। উভয়ের প্রতিকৃতি একইরূপ। এ বালকদ্বয়কে বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় দেখা যাচ্ছে।

রাজা কৈবর্তদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন- “ওহে, কুমারদ্বয় কার পুত্র?” কৈবর্তদ্বয় বলল- “মহারাজ, আমাদেরই পুত্র।” রাজা বললেন- “তোমাদের আকৃতির সাথে এদের আকৃতির কোন ও সামঞ্জস্য দেখ্ছিনা। কৈবর্তগণ বলল- “দেব, তারা তাদের মাতার ন্যায়ই হয়েছে।” মহাসত্ত্ব চিন্তা করলেন- “এবালকদ্বয় আমারই পুত্রদ্বয়ের ন্যায়। এরা আমার নিকট সর্বদা বাস করলে, তাদের নিত্য দর্শন পাব। এদের চোখ, মুখ ও রূপ আমার পুত্রদের মতই। এ চিন্তা করে রাজা অন্যমনস্ক হলেন। কুমারদের প্রতি রাজার অন্তরে প্রগাঢ় পুত্র স্নেহের সঞ্চার হল। তখন উভয় কৈবর্ত কুমারদ্বয়কে রাজার হস্তে সমর্পণ করে চলে গেল। সেদিন হতে কুমারদ্বয় রাজপুত্রের মত রাজার স্নেহ-মমতায় প্রতিপালিত হতে লাগল। এদিকে সে নাবিক নিজের গৃহে কেশিনী দেবীকে রে’খে নিজের ভার্যারূপে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক হল। কিন্তু দেবীর শীল ও অধিষ্ঠান বলে নাবিক দেবীর দেহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মত অনুভব করল। তাই সে তাঁর সমীপবর্তী হতে ও সক্ষম হলনা। তবুও সে নিজের গৃহে তাঁকে অনুরাগ ও মৈত্রীপূর্ণ অন্তরে পোষণ করছিল। এক সময় কোন সৎ দেবতার অনুভাব বলে নাবিক রাজাকে মূল্যবান দ্রব্য উপহার দেবার জন্য চিত্ত উৎপাদক করল। অতএব সে বনিকদের সঙ্গে করে উপহার সামগ্রী, স্বীয় পত্নী ও রাণী

কেশিনী সহ তক্ষশিলা নগরে আগমন করল। সে রাজাকে উপহার প্রদান করে তিন মাস যাবৎ তথায় অবস্থান করার পর রাজার নিকট এবার বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে বললেন-

৯৩। "দেব, এখানে এসেছি দীর্ঘকাল গত হয়ে গেল। এখন বাণিজ্যে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। তৎপূর্বে দেশে যেতে হবে। তাই আজ মহারাজের নিকট বিদায় নিতে ইচ্ছা করেছি।" ইহা শুনে রাজা বললেন-

৯৪। "নাবিক, তুমি অদ্য রাত্রি অপেক্ষা কর। নৃত্য-গীত শ্রবন করে প্রাতেই দেশে চলে যাবে।" নাবিক বললেন-

৯৫। "রাজন্, রাত্রে চোরের জন্য ভয় করি। সুতরাং আপনি যদি সারা রাত্রি রক্ষার উপায় করেন।" রাজা বললেন-

৯৬। "বনিকগণ, গান-বাদ্যে তোমাদের পরিতৃপ্ত করবার ইচ্ছা করেছি, মাত্র এক রাত্রি এখানে বাস করে প্রাতেই চলে যাবে।" বনিক বলল-

"মহারাজ, পাহারাদার যদি আমাদের নৌকা রক্ষা করে তবেই সম্ভব।" রাজা বললেন- "বনিকগণ, তোমরা তজ্জন্য কোনই চিন্তা করবেনা। আমিই তোমাদের নৌকা রক্ষার ব্যবস্থা করব।" এবলে কুমারদ্বয়কে আহ্বান করে রাজা আদেশ দিলেন- "হে কুমারদ্বয়, তোমরা নিজের লোকদের সঙ্গে নিয়ে নদীতে বনিকদের নৌকা খানা রক্ষা করবে।" কুমারদ্বয় রাজার এ আদেশ শিরোধার্য করে তখনি নিজের পঞ্চশত সহচর সহ নদীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হল। কুমারদ্বয় নৌকায় আরোহণ করে নৌকার মাথায় বসে রইল। সে রাত্রে কুমারদের মাতা কেশিণী দেবীর এক স্বপ্ন হল। স্বপ্নে দেখলেন- "প্রভাতে তিন ক্ষত্রিয়ের সংযোগ হয়েছে,। সে স্বপ্নের বিবরণ এই- "কোন একজন পুরুষ তিনটি পদ্মফুল আহরণ করে দেবীর বক্ষে স্থাপন

করলেন।” দেবী নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে স্বামী ও পুত্রদ্বয়ের কথা স্মরণ করে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন এবং বিলাপ করে করে শয্যায় বসে রইলেন। তখন গভীর রজনী, নৌকায় অপর লোকেরা নিদ্রিত। জয়দত্ত ও সেখানে বসেই নিদ্রিত হল। তখন জয়সেন কনিষ্ঠ জয়দত্তকে নিদ্রা হতে জাগাতে লাগ্‌ল। জয়দত্ত নানা উপায়ে ও জেগে থাক্‌তে না পেরে জয়সেনকে বল্‌ল- “দাদা, বড় নিদ্রা পাচ্ছে। আপনার পাচ্ছেনা?” জয়সেন বলল- “না ভাই, নিদ্রা আসবে কেন?” আমরা যে কর্তব্য পালন করতে এসেছি, নিদ্রা গেলে সে কর্তব্যের ত্রুটি হবে এবং রাজদণ্ডে ও দণ্ডিত হব। বিশেষতঃ আমাদের অতীত কথা ও মনে পড়ছে তাই মনেও শান্তি নেই।” তা শুনে জয়দত্ত উৎসুক হয়ে বলল- “দাদা, সে অতীত কথা কিরূপ? যা মনে পড়ায় অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে? কেনই বা আপনি এরূপ বলছেন?” জয়সেন বলল- “ভাই বড়ই মর্মান্তিক করুন কাহিনী, মাতা-পিতা হতে আমাদের চির বিচ্ছেদ। তাঁরা যে কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কি না তাও জানিনা। যে বিচ্ছেদের ফলে আজ কৈবর্ত হয়েছে আমাদের পিতা, আমরা হয়েছি কৈবর্তের সন্তান।” তখন জয়দত্ত বিস্ময় কণ্ঠে বলল- “কি বলছেন দাদা, এ কৈবর্ত কি আমাদের পিতা নয়!” জয়সেন বলল- “না ভাই, তাঁদের ঔরষ জাত সন্তান আমরা নই। তাঁরা ছোটকাল হতে আমাদের পালন করেছে স্নেহ মমতার মাধ্যমে। তাই তাঁরা আমাদের পালক পিতা হতে পারে, জন্মদাতা পিতা নয়।” ইহা শুনে জয়দত্ত সবিস্ময়ে বলল- “দাদা, কি অশ্রুত পূর্ব আশ্চর্য কথা শুনালেন, আমাদের পিতা কি কৈবর্ত নয়? তবে আমাদের বিচ্ছেদের কথা বলছেন কেন? দাদা, যদি আমাদের এরূপ বিচ্ছেদ কাহিনী থাকে, তা বলুন। তখন জয়সেন সে পুরাতন

কাহিনী বল্‌তে আরম্ভ করলেন- “তাহলে ভাই শোন আমরা তখন ছোট ছিলাম। মাতা-পিতা আমাদের সঙ্গে করে চম্পানগর হতে বের হয়ে অনুক্রমে এক নদী তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। তথায় তাঁরা অল্পক্ষণ বিশ্রাম করে তোমাকে মাতা স্তন্য পান করালেন এবং তথায় শিরবেষ্টন বস্ত্র বিস্তৃত করে তোমাকে ঘুম পাড়াল। তার পর আমার হাতে কিছু খাদ্য দিয়ে মাতা-পিতা উভয়ে আমাকে আলিঙ্গন করে আমার মস্তক চুম্বন করলেন। তাঁদের গমন কালে আমি কেঁদে উঠলাম। তখন মাতা-পিতা আমাকে আশ্বাস প্রদান করে তাড়াতাড়ি চুপে চুপে নদীতে অবতরণ করে নদীর অপরতীরের দিকে যাত্রা করলেন। সে সময় দু'জন কৈবর্ত এসে আমাদের ক্রোড়ে করে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। তথায় তাঁরা আমাদের স্বীয় পুত্রের ন্যায় আদর-যত্নে পোষণ করতে লাগল। জয়দত্ত একথা শুনে সক্রোধে বলে উঠল- “দাদা, আমাদের পিতা মাতা যদি স্নেহ-মমতাহীন হয়ে আমাদের ত্যাগ করে থাকেন, তা'হলে পিতা-মাতা আছে বলে ও মনে করবনা।” এ বলে জয়দত্ত নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৯৭। “দাদা জগতে মানুষের পরম প্রিয় হল স্বীয় পুত্র। কিন্তু আমাদের পিতা-মাতার নিকট পুত্র-স্নেহ নেই।”

ইহা শুনে জয়সেন বলল- “ভাই, তুমি এরূপ বলবে না। যদি আমাদের পিতা-মাতা নদী পার হয়ে কোথাও বাস করে থাকে উত্তম। তাঁদের তথায় আমরা অন্বেষণ করে দেখব।” ইহা শুনে জয়দত্ত বলল- “দাদা, আমাদের জন্মস্থানের নাম কি? জয়সেন বলল আমাদের জন্মস্থানের নাম চম্পা নগর।” আমাদের পিতার নাম কি?” “সুম্ভমিত্র রাজা।” “আমাদের মাতার নাম কি”? “দেবী কেশিনী।” রানী কেশিনী এতক্ষণ

ধরে বালকদ্বয়ের কথপোকথন উৎসুক অন্তরে শুনেছিলেন। এবার তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। ফুকুরিয়ে কেঁদে উঠে দ্রুত গিয়ে "এস আমার বক্ষের ধন, বলে উভয় হস্তে পুত্রদ্বয়কে জড়িয়ে ধরলেন। তখন কুমারদ্বয় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নৌকা হতে পালিয়ে গেল। দেবী পুত্রদের আহ্বান করে বললেন-

৯৮-১০০। হে প্রাণ প্রতিম পুত্রদ্বয়, তোমরা কি মনে করে পালিয়ে গেলে? তোমরা আমার নিকট এস। আমি দীর্ঘকাল ধরে তোমাদের থেকে বিচ্ছেদ হয়েছি। এখন পলায়ণ করছ কেন? বাবা জয়সেন, জয়দত্ত, আমি তোমাদের মাতা কেশিনী। হে পুত্রদ্বয়, তোমরা ইহা জ্ঞাত হও। তোমাদের না দেখে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। আমার বক্ষের ধন তোমরা পালিয়ে যেওনা, পূর্বে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তোমাদের ক্রীড়া-ক্ষেত্র ছিল। এখন কেন আমার নিকট হতে দূরে সরে যাচ্ছ?"

কুমারদ্বয় কেশিনীর কথা শুনে বুঝতে পারল, ইনিই তাদের মাতা। তাই তারা দ্রুত বেগে এসে মাতার পাদমুলে পড়ে রোদন করতে লাগল। তখন নৌকাস্থ বনিকগণ এ রোদন শব্দ শুনে সবাই এসে তাদের সব বিষয় জ্ঞাত হল। তখন বনিকগণ দৌড়ে গিয়ে রাজ বাড়ীতে নাবিককে এসব বিষয় বলল।- তা শুনে ক্রোধাভিভূত হয়ে নাবিক রাজাকে বলল- "মহারাজ, আপনার প্রতিপালিত কুমারগণ নৌকায় আমার ভার্যার উপর অত্যাচার করবার জন্য উদ্যত হয়েছে।" ইহা শুনে রাজা ক্রোধান্ধ হয়ে কুমারদের শিরশ্ছেদ করবার জন্য ঘাতককে আদেশ দিলেন। ঘাতকও রাজাদেশ পাওয়া মাত্র নৌকায় গিয়ে কুমারদ্বয়কে অশেষ যন্ত্রনা দিয়ে রাজার নিকট নিয়ে এল। তখন রাজা পুনঃ ঘাতককে আদেশ দিলেন- "তাদের শিরশ্ছেদ

কর।” তৎপর ঘাতক কুমারদ্বয়কে শ্মশানে নিয়ে গেল। তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজার নিকট এসে নিম্নোক্ত গাথা ত্রয় যোগে বললেন-

১০১-১০৩। “রাজন, যে ব্যক্তি চিন্তা না করে কোন কাজ করে, সে ভুলের জন্য সে দুঃখগ্রস্ত হয়। রাজন, চিন্তা ও বিচার না করে কাজ করলে চিরকাল অনুতাপে দগ্ধ হয়। সে অপকর্ম তাকে দুর্গতি প্রাপ্ত করায়। বিচার ও চিন্তা না করে কাজ করা ভাল নয়। বিচার করে কাজ করলে সুফল ও মঙ্গল দায়ক হয়। রাজন্, সম্যক্‌রূপে বিচার চিন্তা করে কাজ করলে যশঃকীর্তি বর্ধিত হয়।”

রাজা একথা শুনে পুরোহিতকে বললেন- “তাহলে হে পুরোহিত মহাশয়, শীঘ্রই কুমারদ্বয়কে এখানে নিয়ে আসুন”। তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজার আদেশ পাওয়া মাত্র ত্বরিত গমনে ঘাতকের নিকট হতে কুমারদ্বয়কে নিয়ে এসে তাদের কর্ণে কর্ণ-দূল পরালেন এবং আপাদমস্তক বেদনা নিবারক তৈল মর্দন করে মহাপ্রাসাদে রাজার সম্মুখে নিয়ে গেলেন। তখন রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “ওহে তোমরা এরূপ কর্ম কেন করেছ? তখন জয়সেন নৌকায় সংঘটিত সমস্ত বিষয় রাজার নিকট খুলে বলল। রাজা সমস্ত কথা শুনে সংবিগ্ন হৃদয়ে জয়সেনকে জিজ্ঞাসা করলেন- “তোমাদের জন্ম স্থানের নাম কি?” “মহারাজ, আমাদের জন্মস্থানের নাম চম্পা নগর।” “তোমাদের মাতার নাম কি?” আমাদের মাতার নাম দেবী কেশিণী।” “তোমাদের পিতার নাম কি?” জয়সেন তখন পিতার নাম বলতে ভয় করল, সাহস হলনা নীরব হয়ে রইল। তখন রাজা পুনঃ তাকে নির্ভয় দিয়ে বললেন- “ভয় করোনা, যথাসত্য বল।” তখন জয়সেন বলল- “আমাদের পিতার নাম

“সুম্ভমিত্র।” ইহা শুনে রাজা সজল নেত্রে তাড়াতাড়ি সিংহাসন হতে নেমে উভয় হস্তে কুমারদ্বয়কে বক্ষে ধারণ করে সেখানেই মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন। এসব অভূতপূর্ব ব্যাপার দর্শনে তথায় সমবেত অমাত্যগণ প্রমুখ মহাজনগণও সংজ্ঞা শূন্যের ন্যায় মাটিতে বসে পড়লেন। এ বিষয় প্রকাশ- মানসে তথাগত বুদ্ধ নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা ভাষণ করলেন-

১০৪-১০৮। বনে কর্তিত শাল বৃক্ষ যেমন পতিত হয়, সেরূপ সুম্ভমিত্রের প্রাসাদেও সমাগত জনগণ ভূতলে পড়ে গেল। অমাত্য প্রমুখ নগরবাসী, বৈশ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জাতি, নগর-গ্রাম- জনপদবাসী এবং উগ্রযোদ্ধা প্রভৃতিও সুম্ভমিত্রের বাসভবনে বাহু প্রসারিত করে বক্ষে করাঘাত করতে লাগল। সেরূপ হস্ত্যারোহী, বিরাট সেনাদল, রথারোহী ও পদাতিকবৃন্দও সুম্ভমিত্রের প্রাসাদে বৃদ্ধ, যুবা, পৌঢ়, প্রভৃতি জনগণ বাহু প্রসারিত করে বক্ষে করাঘাত করতে লাগলেন। সুম্ভমিত্রের প্রাসাদের মহাজনগণ সমাগত হয়ে বাহু প্রসারণ করে মর্ম বেদনায় রোদন করেছিলেন।”

অতঃপর রাজা সংজ্ঞা লাভ করার পরও পুত্রদ্বয়কে নিজের হস্তচ্যুত করলেন না। ইহাতে কুমারদ্বয় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কম্পিত কলেবরে তথায় দাঁড়িয়ে রইল। তখন রাজা বীরস্বরে বললেন- “আমিই সুম্ভমিত্র রাজা।” এবলে স্বীয় পুত্রদ্বয়কে পরিচয় প্রদান-মানসে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন।

১০৯। “বাবা প্রিয় পুত্র, তোমরা এস। তুমি আমার পুত্র জয়সেন, আর তুমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র জয়দত্ত। আমিই তোমাদের পিতা সুম্ভমিত্র। তোমরা সর্বদাই আমার নিকট থাকবে।”

ইহা শুনে কুমারদ্বয় রাজার পাদমূলে প'ড়ে ক্রন্দন পরায়ণ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তৎপর রাজা জয়সেনকে জিজ্ঞাসা করলেন- "এখন তোমার মাতা কোথায় আছে? জয়সেন বলল- "দেব, আমার মাতা এখন নৌকায় আছেন।" ইহা শুনে রাজা মহাজনগণ পরিবৃত হয়ে নগর হতে বের হলেন। সকলেই নদী তীরে উপস্থিত হয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন। রাজা নৌকার শিরদেশে স্থিত হয়ে নাবিককে সম্বোধন করে বললেন-

১১০। "হে নাবিক, আমার নিকট হতে বহু ধনরত্ন ও ভোগ সম্পদ গ্রহণ করে দেবীকে আমায় প্রদান কর। এ কেশিনী দেবী সর্বদা আমারই প্রিয় ও পতিব্রতা ভার্যা।" ইহা শুনে নাবিক বলল-

১১১। "মহারাজ, আপনি এ দেবীরই স্বামী, তিনিই আপনার ভার্যা। আপনি তাঁকে এখন গ্রহণ করুন। আপনি মহা পুণ্য প্রভাবেই তাঁকে লাভ করলেন।"

দেবী এসব বাক্য শুনে শয়ন স্থান হতে বের হয়ে রাজার পাদমূলে পড়ে সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন রাজা দেবীর মস্তক নিজের ক্রোড়ে রক্ষা করলেন। কুমারদ্বয়ও মাতার পাদমূলে নিপতিত হয়ে অতিশয় রোদন করতে লাগলেন। তখন সুম্ভমিত্র রাজা শোকাশ্রু নেত্রে বিলাপ করতে করতে দেবীকে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১১২। "হে কেশিনী, তুমি উঠ। তোমার স্বামী আমি এখানে এসেছি তোমার পাদমূলে তোমার পুত্রদ্বয়ও দণ্ডায়মান। তুমি উঠে বস।" ইহা শু'নে দেবী আশ্বাস লাভ করলেন। সেখান হতে উঠে পুনঃ রাজার পাদমূলে পড়ে বন্দনা করে

তথায় বসলেন। তখন দেবী প্রীতিফুল্ল মনে নিম্নোক্ত গাথায় রাজাকে বললেন-

১১৩। "দেব, অদ্য আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার বিপুল শোক নিবারিত হল। এখন আমি সুখেই স্থিত আছি।"

তৎক্ষণেই সুম্ভমিত্র রাজা নগর হতে দু'ইখানা সুবর্ণ স্যন্দন আনয়ন করালেন। একখানায় রাজা-রাণী এবং অপর খানায় রাজকুমারদ্বয় আরোহণ করে মহাজনগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে মহাউল্লাস ধ্বনির মাধ্যমে তক্ষশিলা নগরে উপস্থিত হলেন। তখন রাজা কেশিনীকে অগ্রমহিষী পদে অভিষিক্তা করলেন। জয়সেনকে উপরাজা এবং জয়দত্তকে সেনাপতি পদে বরণ করলেন। তৎপর হতে এ চারজন ক্ষত্রিয় সপরিষদে দানাদি পুণ্যকর্ম করণান্তর যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। সুম্ভমিত্রের কণিষ্ঠ ভ্রাতা অসুম্ভমিত্র ও চম্পানগরে অধর্মতঃ ভাবেই রাজত্ব করে যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর মহানিরয়ে উৎপন্ন হলেন। তথায় অনন্ত দুঃখে নিপতিত হলেন। শাস্তা এ ধর্মদেশনা সমাপ্ত করে উপসংহারে বল্লেন হে "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত শুধু এখন নয়, পূর্বেও সে আমাকে হত্যার জন্য চেষ্ঠা করেছিল। জাতক সমাপণ মানসে নিম্নোক্ত নয়টি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

১১৪-১২২। "তখন সেই পাপিষ্ঠ, অধার্মিক, অনন্ত দুঃখময় নিরয়গত সে অসুম্ভমিত্র রাজা এখন দেবদত্ত। পুরোহিত ব্রাহ্মণ এখন সারিপুত্র। বণিক নাবিক এখন মোগ্গল্লায়ণ। সুম্ভমিত্রের পিতা এখন রাজা শুদ্ধোদন। মাতা এখন মহামায়াদেবী। জয়সেন এখন রাহুল নামক আমার পুত্র। জয়দত্ত নামক কনিষ্ঠ পুত্র এখন আমার উপস্থায়ক আনন্দ।

কেশিনী নাগী দেবী সুম্ভমিত্র রাজার ভার্যা এখন রাহুলমাতা যশোধরা। নগরবাসী সমস্ত জনগণ সুম্ভমিত্রের পরিষদমণ্ডলী সবাই এখন আমারই পরিষদ। তক্ষশিলার ঈশ্বর সুম্ভমিত্র মহারাজ এখন আমি লোকনাথ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ। সর্বদা ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনাকারী তোমরা সবাই অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(সুম্ভমিত্র জাতক সমাপ্ত।)

৬। সমুদ্র ঘোষ জাতক-

"হে দেবতে, যে প্রিয়" ইহা ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অবস্থানকালে যশোধরা দেবী সম্পর্কে বলেছিলেন।

একদা ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীর বিহারে ধর্মসভায় উপবিষ্ট হয়ে এরূপ কথার উত্থাপন করলেন- "অহো বন্ধুগণ, আমাদের শাস্তা গৃহে অবস্থান কালে যশোধরা দেবীকে পাওয়ার জন্য অন্যের অসাধ্য অসাধারণ মহাশিল্প ধনুর্বিদ্যা দেখিয়ে স্বীয় পত্নীরূপে তাঁকে লাভ করেছেন।" তখন তথাগত বুদ্ধ সে ধর্মসভায় এসে প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবেশন করে ভিক্ষুসংঘকে বললেন- "এখন তোমরা কি বিষয়ের আলোচনা নিয়ে এখানে উপবিষ্ট আছ? তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় যথাযথভাবে বুদ্ধের নিকট প্রকাশ করলে, বুদ্ধ বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, আমি শুধু যে এখন যশোধরা দেবীকে এরূপে লাভ করেছি তা নয়, পূর্বে ও তাকে স্ত্রীত্বে বরণ করবার জন্য বিরাট রাজ্যশ্রী, এমন কি মাতাপিতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করে অন্যরাজ্যে গিয়েছিলাম।" এ বলে বুদ্ধ নীরব হলেন। তখন ভিক্ষুদের প্রার্থনায় তিনি সে পূর্বকাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন-

"হে ভিক্ষুগণ, অতীতে কাশীরাজ্যে ব্রহ্মপুর নামক এক নগর ছিল। সে নগরে 'বন্ধুমিত্র' নামক এক রাজা সাম্যভাবে ধর্মতঃ রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্রমহিষীর নাম ছিল 'দেবধীতা'। তৎকালে বোধিসত্ত্ব তাবতিংশ স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে দেবধীতা দেবীর জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলেন। দশমাস পর তিনি বিবিধপুণ্য লক্ষণ সম্পন্ন সুবর্ণ বর্ণ এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মহাসমুদ্র সগর্জনে বা সঘোষে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই পিতা তাঁর নাম রাখলেন 'সমুদ্র ঘোষ'। সমুদ্র ঘোষ ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে সর্বাবিধ শিল্পে নৈপুণ্য লাভ করলেন।

তাঁর অনুপম রূপলাবন্যের কথা সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রচারিত হল। সে সময় জম্বুদ্বীপে 'রম্যপুর' নামক এক নগর ছিল। সে নগরে "শ্রীসিহন গুপ্ত" নামক একরাজা রাজত্ব করতেন। এ রাজার অগ্রমহিষীর নাম ছিল 'কনকবতী'। কনকবতীর 'বন্ধুমতী' নামী এক কন্যা ছিল। সে ছিল অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী দেবলোকের অপ্সরার মত মনোহর রূপ তাঁর। রাজকন্যা বন্ধুমতী যেমন রূপবতী, তেমন শীলবতী ও গুণবতী ছিলেন। তিনি যখন বয়স্কা হলেন রাজকুমার সমুদ্র ঘোষের রূপ গুণের কথা শুনে স্বতঃই তাঁর অন্তরগহনে তীব্র অনুরাগের সঞ্চার হল এবং তাঁকে দর্শনেরও বলবতী ইচ্ছা জাগ্রত হল। এমন সময় বন্ধুমতীর পিতা শ্রীসিহন গুপ্ত স্বীয় রাজ্যের মধ্যস্থলে দেবতা পূজার জন্য "দেবকুল" নামক এক দেবগৃহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা সর্বদা অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী দিবসে দেবকুল গৃহে উপস্থিত হয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ অন্তরে বন্দনা ও পূজা করতেন। একদা রম্যপুরের রাজকন্যা বন্ধুমতী এক সুবর্ণ স্যন্দনে আরোহণ করে বহু সখী ও দাসী

পরিবৃতা হয়ে শ্বেতছত্র ধারণ করে তুর্যধ্বনি নিনাদিত করে রাজবাড়ী হতে বের হলেন দেবকুলের পূজার জন্য। তিনি মহা আড়ম্বরে অনুক্রমে দেবকুল গৃহে প্রবেশ করে অত্যাধিক ভক্তি সহকারে বন্দনা ও পূজা করে একান্তে দাঁড়িয়ে শিরোপরি কৃতাঞ্জলি হয়ে নিম্নোক্ত শ্লোকে বললেন-

১। "হে দেবতে, যে প্রিয়, সুরূপ ও মনোহর বলে আমি সর্ব্বদা শুনে আসছি, যাঁকে আমি সতত মানস নেত্রে দর্শন করছি, তাঁর নাম "সমুদ্র ঘোষ।" এ রাজ পুত্র মহাঋদ্ধিবান। তিনি সর্ব্বদা আমার অন্তর বিচলিত করছেন।"

এবলে রাজধীতা সেখানেই দাঁড়িয়ে দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করলেন।

২। "এখানে অবস্থানকারী মহাপ্রভাবশালী দেব, আমার মনোরথ পূর্ণ করুন, আমি আপনার বরলাভ করে আশা পূর্ণ হলে পুনরায় আপনার পূজা করব।"

এবলে রাজকন্যা দেবতাকে বন্দনা করে রাজান্তঃপুরে চলে গেলেন। তখন চারজন ব্রাহ্মণ 'রম্যপুর' নগর হতে বের হয়ে গ্রামান্তরে যাচ্ছিলেন। তাঁরা অনুক্রমে গিয়ে ব্রহ্মপুর প্রাপ্ত হলেন। নগর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ইচ্ছায় নগর-দ্বার সমীপে তাঁরা দাঁড়ালেন, এমন সময় রাজকুমার সমুদ্রঘোষ উদ্যান-ক্রীড়ায় গমন মানসে শ্রেষ্ঠ হস্তীস্কন্ধে আরোহণ করে শ্বেতছত্র ধারণ পূর্বক চতুরঙ্গ সেনায় পরিবৃত হয়ে উদ্যানাভিমুখে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে রাজপুত্রকে দেখে ঐ ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বলে উঠলেন- "রাজ কুমারের জয় হোক।" তখন বোধিসত্ত্ব তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন-

৩-৪। "ভদ্রগণ, আপনারা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে কোথা হতে এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন? আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি যে-

আপনারা কি জন্য এরাজ্যে এসেছেন? ভোগ সম্পদের জন্য না কি অন্য কোন্ কারণে? আমাকে শীঘ্রই বলুন।" ইহা শুনে ব্রাহ্মণগণ বললেন-

৫। "দেব, আমরা অনুপম রম্যপুর নগরে বাস করি। আপনাকে দর্শনেচ্ছায় এখানে এসেছি।"

ইহা শুনে মহাসত্ব তাঁদের বললেন- "ভদ্র ব্রাহ্মণগণ, আসুন আমরা সকলেই উদ্যান ক্রীড়া করব।" এবলে ব্রাহ্মণগণ সহ উদ্যান-অভিমুখে অগ্রসর হলেন। বোধিসত্ত্ব উদ্যানে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণগণ সহ স্বীয় পরিষদ বর্গের সঙ্গে উদ্যান ক্রীড়া সমাপন করে একস্থানে উপবেশন করলেন। তখন রাজপুত্র ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করে বললেন-

৬। "মহোদয়গণ, আপনাদের নগরে যদি কোন আশ্চর্য বিষয় থাকে, আমাকে তা বলুন। আমি তা জানতে একান্তই ইচ্ছুক।"

ইহা শুনে ব্রাহ্মণগণ বললেন- "দেব, আমাদের রাজার নাম শ্রীসিহন গুপ্ত।" তাঁর অগ্রমহিষীর নাম "কনকবতী দেবী।" তাঁর এক কন্যা আছে। নাম "বন্ধুমতী।" রাজকন্যা অত্যন্ত অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রসাদিকা, সৌভাগ্যবতী, মনোহরা, দেবাপ্সরীনিভা ও পুণ্যলক্ষণ সম্পন্না। সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজাগণ এ রাজ কন্যার রূপশ্রীর কথা শুনে প্রত্যহ বহু উপহার সহ এসে তাঁকে প্রার্থনা করছেন। কিন্তু আমাদের রাজা কারো প্রার্থনা পূর্ণ করছেন না। দেব, ইহাই আমাদের নগরের আশ্চর্য কথা। রাজ কুমার ব্রাহ্মণদের কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট সম্মান, সৎকার করে পঞ্চশত হিসাবে সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করলেন। তৎপর তিনি সূর্যাস্তের পর নগরে প্রবেশ

করে স্বীয় প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। পরদিবস তিনি পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন-

৭-৮। "পূজার্হ মাতঃ পিতঃ আমি রম্যপুর গমনের ইচ্ছা করছি। তজ্জন্য আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করছি। তথা হতে পুনঃ এ রাজান্তঃপুরে প্রত্যাবর্তন করব। রম্যপুরের রাজকন্যা দেবকন্যার ন্যায় অনুপম রূপবতী। তাকে দর্শন মানসে আমি তথায় যেতে ইচ্ছা করি।"

কুমারের একথা শুনে রাজরাণী উদ্বিগ্ন হৃদয়ে পুত্রকে আলিঙ্গন করে তাঁরা শির চুম্বন করার পর অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁর গমন নিবারণ মানসে বললেন-

৯-১০। তুমি আমাদের উভয়েরই প্রিয়পুত্র। তোমার পিতা রাজা, এবং তোমার মাতা রাজ মহিষী। তুমি আমাদের নিকট হতে পৃথক হলে, তোমায় সতত দর্শনে বঞ্চিত হব। তুমি যে কন্যাকে ইচ্ছা করছ, তাকে এখানে আনবার জন্য তথায় দূত পাঠিয়ে প্রার্থনা জানাব।"

রাজপুত্র পিতা মাতার একথা শুনে তাঁদের বন্দনা করে নিজের প্রাসাদে চলে গেলেন। তথায় নিজের আবরণ ভাণ্ডটি গ্রহণ করে তা অমাত্য পুত্রের হস্তে দিলেন। তারপর তিনি তাকে সাথে করে ব্রাহ্মণ চতুষ্টয় সহ রম্যপুরের দিকে যাত্রা করলেন। বোধিসত্ত্বের অনুভাববলে দেবতাগণ দীর্ঘপথ সংক্ষেপ করে দিল। তাই সে ছয়জন একরাত্রে শতযোজন পথ অতিক্রম করে প্রাতেই রম্যপুরে উপস্থিত হলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

১১। "দেবগণ, তাঁদের প্রতি অনুকম্পা করে পথ সংক্ষেপ করেছিলেন। রাত্রি শেষ হওয়ার পরই তাঁরা ব্রহ্মপুর সম্প্রাপ্ত হলেন।"

অতঃপর রাজকুমার এ পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে বহির্নগর দ্বার-সমীপে এক পান্থশালায় প্রবেশ করে নিরাপদ স্থানে উপবেশন করলেন। সে দিবসে শ্রী সিহনগুপ্ত রাজা বিপুল পূজোপচার লয়ে দেবকুল পূজা করে তথায় একপ্রান্তে উপবেশন করলেন। তারপর রাজকন্যা বন্ধুমতী সুবর্ণ স্যন্দনে আরোহন করে বহু সখী দাসী সহ দেবকুল গৃহে গিয়ে রাজার নিকট উপবেশন করলেন। তখন রাজপুত্র মহামূল্য অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে উক্ত পাঁচজনকে সাথে করে দেবকুল গৃহের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন যে কোন মানুষ দেব প্রভাব সম্পন্ন বোধিসত্ত্বের সম্মুখে স্থিত হতে সক্ষম হল না। তিনি দেবলীলায় ও নিজের বিলাস লীলায় দেবকুল গৃহে প্রবেশ করে রাজার পুরোভাগে বসে বীণাবাদ্য করতে আরম্ভ করলেন। রম্যপুর নগর দীর্ঘপ্রস্থে সপ্তযোজন ছিল। বোধিসত্ত্বের বীণার শ্রুতি মধুর মনোমুগ্ধকর ঝঙ্কার তাঁর তেজ-প্রভাবে সমগ্র রম্যপুর নগর পরিব্যাপ্ত হল। তখন শ্রী সিহনগুপ্ত রাজা বীণার সুমধুর নিক্কন শুনে আশ্চর্য হয়ে অনিমেষ নেত্রে বোধিসত্ত্বের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর বীণা বাদনে প্রসন্ন হয়ে রাজা ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞেস্ করলেন-

১২। "ওহে ভদ্রগণ, এ বাণীবাদক যুবকটি কার পুত্র?" ব্রাহ্মণগণ বললেন- "মহারাজ, ইনি ব্রহ্মপুর নগরের বন্ধুমিত্র রাজার পুত্র, নাম 'সমুদ্রঘোষ'। গাথাযোগে বললেন-

১৩। রাজন, এ বীণা বাদন কারীর নাম "সমুদ্রঘোষ"। ইনি ব্রহ্মপুর রাজ্যবাসী বন্ধুমিত্র রাজার পুত্র।"

রাজা তাঁদের কথা শুনে আসন হতে উঠে বোধিসত্ত্বকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে তার শির চুম্বন করলেন এবং সাদরে বললেন- "বাবা কুমার, কেন তুমি তোমার রাজ্যশ্রী ত্যাগ করে এখানে এসেছ?" কুমার বললেন- মহারাজ, আমি আপনার

গুণ-কীর্তি শুনে, আমার এ দেহকে সানন্দে আপনার দাসরূপে সমর্পণ করবার ইচ্ছায় এখানে এসেছি।” এ কথা শুনে রাজা প্রীতিফুল্ল চিত্তে সে দেবকুল গৃহেই নিজের কন্যার সাথে বোধিসত্ত্বকে বসালেন এবং তাঁদের হস্তদ্বয় গ্রহণ করে সুবর্ণ ভৃঙ্গার হতে জল ঢেলে উভয়ের আবাহ-বিবাহ মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন করলেন। তারপর দম্পতি যুগলকে সুবর্ণ স্যন্দনে বসিয়ে বিরাট শোভা যাত্রা সহকারে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। তখন শ্রী সিহনগুপ্ত রাজা নানাবিধ উপহার দ্রব্য সজ্জিত করে সপরিষদ দু’জন রাজদুত দ্বারা তা ব্রহ্মপুর নগরে প্রেরণ করলেন। তাঁরা অনুক্রমে ব্রহ্মপুর নগরে প্রবেশ করে বন্ধুমিত্র রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে, তাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের পর উপহারগুলি প্রদান করে বললেন- ‘মহারাজ’ আমাদের রাজা আপনার সাথে মিত্রতা করতে ইচ্ছুক। অপিচ সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজাগণ আমাদের রাজকন্যা যাচ্ঞা করলেও তিনি কাকেও দেননি। কিন্তু আপনার পুত্রকে দেখামাত্র তার শির চুম্বন করে তাকে কন্যা সম্প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তাই আপনাকে সে কারণ জ্ঞাপনার্থ আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। রাজা এ খবর পেয়ে অতিশয় সন্তোষ হলেন এবং পরদিবস চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে স্বীয় প্রধান মহিষী সহ ব্রহ্মপুর নগর হতে যাত্রা করে অনুক্রমে রম্যাপুর নগরের বর্হিরদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন শ্রী সিহনগুপ্ত রাজা বন্ধুমিত্র রাজার আগমন সংবাদ শুনে কুমার সমুদ্রঘোষ সহ মহাপরিষদ সমভিব্যাহারে এসে সসম্মানে সপরিষদ তাঁকে আগু বাড়িয়ে স্বীয় প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সে দিনই রাজা দেবলোকের ন্যায় নগর সুসজ্জিত করে উভয়ের আবাহ-বিবাহ মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন করলেন। তখন শ্রীসিহন

রাজা ও বন্ধুমিত্র রাজা, উভয় ক্ষত্রিয় বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হয়ে এক পালঙ্কে বসে একই সুবর্ণ পাত্রে ভোজন করলেন। অতঃপর রাজা বন্ধুমিত্র রম্যপুরের রাজার সাথে প্রিয়বাক্যে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

১৪। ১৫। "রাজন্ পূর্ণচন্দ্র যেমন নক্ষত্রের চেয়েও অতিশয় বিরোচিত হয়, সেরূপ আমিও পরিষদ মধ্যে সর্বদা বিরোচিত হই। আমার রাজ্য আর আপনার রাজ্য দ্বিভাগ হলেও এক বলে মনে করবেন। আপনার দুঃখ হলে তা আমারই দুঃখ, আমার দুঃখ হলে তা আপনারই দুঃখ বলে ধারণা করবেন।" আর এবাক্য শুনে শ্রীসিহন গুপ্ত রাজা নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৬। "রাজন, আপনার এবাক্য অতি উত্তম, আমাদের উভয়ের রাজ্য একরাজ্য বলেই ধারণা সকল সময় চিন্তা করব।"

অতঃপর বোধিসত্ত্বের পিতা-মাতা উভয়ে সপরিষদ শ্রীসিহনগুপ্ত রাজার নিকট বিদায় নিয়ে রম্যপুর নগর হতে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। কুমার সমুদ্রঘোষ রম্যনগরে রাজকন্যার সাহচর্যে অবস্থান করে দিব্য সুখের ন্যায় অভূতপূর্ব সুখ পরিভোগ করতে লাগলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে জগজ্যোতিঃ বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৭। তদবধি সমুদ্র ঘোষ তথায় দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থান করে রাজকন্যা সহ সর্বদা ইহলৌকিক সর্বসুখ পরিভোগ করছিলেন।

অতঃপর সমুদ্র ঘোষের পত্নী বন্ধুমতী পূর্বে যে দেবতার সমীপে পূজা দেওয়ার জন্য মানত করেছিলেন, তদনুরূপ পূজা দেবার ইচ্ছায় স্বামীকে বললেন- "স্বামিন, আমি দেবকুলের সমীপে পূজা দেওয়ার জন্য মানত করেছিলাম। আমার আশা

যখন পূর্ণ হয়েছে, তাই আজ দেবতাকে পূজা দেব। ইহা শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন- "ভদ্রে, তখন তুমি কি প্রার্থনা করে মানত করেছিলেন?" রাজকন্যা বললেন-

১৮। "দেব, আপনাকে বিবিধ গুণবত্তার কথা শুনে আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। আমার মনশ্চক্ষে রাত দিন কেবল আপনাকেই দেখেছি, আপনার কথাই চিন্তা করেছি। আমার একমাত্র কামনা- আপনার সাথে আমার মিলন হউক, মধুর মিলন, যুগল মিলন। দেবতার নিকট কেবল প্রার্থনা 'আমার আশা পূর্ণ করুন' আমি পূজা দেব।" আমার আশানুরূপ প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। চলুন প্রাণেশ্বর, দেবমন্দিরে যাই। আজ আমরা উভয়ে দেবপূজা করব। "ইহা শুনে বোধিসত্ত্ব প্রীত হয়ে বললেন-

১৯। ২০। "ভদ্রে, ব্রাহ্মণের মুখে যেদিন তোমার রূপ-গুণের কথা শুনেছি, সেদিন হতেই সর্বদা তোমার কথা চিন্তা করে উন্মাদের মত হয়েছিলাম।

২১। তোমাকে পাওয়ার ইচ্ছায় আমি স্বীয় রাজ্য, ধন-জন ও পিতা-মাতা সবাইকে ত্যাগ করে তোমার নিকট ছুটে এসেছি।"

তখন রাজপুত্র স্বীয় পত্নী বন্ধুমতী সহ দেবকুল-গৃহে গিয়া পূজা-সৎকার সম্পাদনের পর পুনঃ উভয়ে আপন প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। এরূপে বোধিসত্ত্ব তথায় একবৎসরকাল অতিক্রমের পর উদ্যান ভ্রমনের তাঁর ইচ্ছা উৎপন্ন হল। তাই তিনি সস্ত্রীক এক সুবর্ণ স্যন্দনে আরোহণ করে সপরিষদ উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করলেন। তৎকালে এক বিদ্যাধর কৈলাস পর্বতের রৌপমান শিখরে পত্নী সহ বিচিত্র সুন্দর পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করার পর একহস্তে খড়্গ এবং

অপর হস্তে এক পাতকা ধারণ করে ভার্যাকে স্বীয় জানুতে বসিয়ে আকাশ পথে গমন করতে লাগল। তখন সুবর্ণময় সুদর্শন পর্বত কুটে একাকী বাসকারী অপর এক বিদ্যাধর তথায় একাকীই ক্রীড়া করে মালার ইত্যাদি নানাবিধ পুষ্পে নিজকে বিভূষিত করল এবং ঢাল-খড়ুগে সজ্জিত হয়ে সুদর্শন পর্বত শিখর হতে আকাশ-পথে চলতে লাগল। কৈলাস কুট-পর্বতবাসী বিদ্যাধরের নাম ছিল রণাভিমুখ'। আর সুদর্শন পর্বত কুটবাসী বিদ্যাধরের নাম 'রণাপতিতা।' এরূপে তারা আকাশ-পথে গমন কালে পরস্পর সম্মুখীন হল। সুদর্শন পর্বত বাসী বিদ্যাধর কৈলাস-কুট-পর্বতবাসী বিদ্যাধরকে দেখে বলল- "হে, তোমার নাম কি?" ইহা শুনে সে বলল- আমার নাম 'রণাভিমুখ'। তুমি আমাকে জাননা?' এরূপে উভয়ে বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করে ক্রোধান্বিত হয়ে আকাশেই যুদ্ধ আরম্ভ করল। ইহাতে-রণাভিমুখ বিদ্যাধর পরাজিত হল। তৎপর রণাপতিত বিদ্যাধর রণাভিমুখের ভার্যালয়ে প্রস্থান করল। তখন রণাভিমুখের দেহের খড়ুগাহত স্থান হতে নিরন্তর রক্ত নিঃসরণ বিধায় লাক্ষা রসে্লান করার ন্যায় হয়েছিল। সে রণাভিমুখ বিদ্যাধর স্মৃতি ও ধৈর্য ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে খড়্গ হস্তে বোধিসত্ত্বের উদ্যানে পতিত হল। বোধিসত্ত্ব উদ্যানে প্রবেশ করে পত্নী সহ উদ্যান ক্রীড়া সমাপ্তির পর উদ্যানের মধ্য স্থলে সুনির্মিত উদ্যান-প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তথায় পত্নীকে রেখে পুরোহিত পুত্র এবং অমাত্য পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন- "ওহে, এস এখন আমরা উদ্যানের বৃক্ষ-বনান্তরে ক্রীড়া করব।" এবলে তাঁরা তথায় যাওয়ার সময় দূর হতে ঐ বিদ্যাধরকে দেখতে পেয়ে তার নিকট উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন- 'তুমি কিজন্য এখানে এসেছ? সে বলল-

মহাপুন, আমরা দু'জন বিদ্যাধর আকাশেই যুদ্ধারম্ভ করেছিলাম। আমি পরাজিত হয়ে এখানে পতিত হয়েছি। রাজকুমার ইহা শুনে কারুণ্য চিত্তে নিজেই তাকে উঠিয়ে উদ্যান-প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। তথায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করল। এতে বিদ্যাধর রাজপুত্রের উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ ওর খক্ষখানা তাঁকে দান করে বলল- "এখক্ষ মহাতেজস্বী ও মহানুভাব সম্পন্ন। ইহা আপনি হস্তে ধারণ করে আপনার ইচ্ছানুযায়ী ভূমি প্রদেশে ও আকাশ মার্গে দ্রুত বেগে গমন করতে পারবেন।" এ বলে খক্ষখানা সমুদ্র ঘোষকে প্রদান করল। তৎপর সে স্ব-স্থানে চলে গেল। অতঃপর কুমার পত্নী বন্ধুমতীকে সম্বোধন করে বললেন-

২২। "ভদ্রে, আমি এখন মনোরম হিমালয়ে যেতে ইচ্ছা করছি। তুমিও আমার সাথে এস।"

এবলে মহাসত্ত্ব স্ত্রীকে নিজের জানুর উপর বসায়ে খক্ষখানা হস্তে ধারণ করে আকাশে উত্থিত হলেন এবং আকাশ পথে উত্তরাভিমুখে যেতে লাগলেন। নিু প্রদেশে তাঁরা অনেক পর্বত দেখতে পেলেন। আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখলেন- এক রৌপ্যময় পর্বত। তৎপর সুবর্ণময় পর্বত, এরপর অপর এক রৌপ্যময় পর্বতের পর দেখলেন হিমালয় পর্বত। এ গিরিরাজ শতকূট ও সপ্ত রতনময় চুরাশি হাজার শিখর মালায় পরিশোভিত। পঞ্চশত যোজন উচ্চ, উহা নানাবিধ কল্পবৃক্ষ প্রতিমণ্ডিত, বিভিন্ন প্রকার কিন্নর-কিন্নরী ও পক্ষী মৃগ সমাকুল এবং হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, ভল্লুক ও তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্রপ্রাণী সমাকীর্ণ। অতঃপর রাজপুত্র হিমবন্ত পর্বতে অবতরণ করলেন। তথায় বিবিধ বর্ণের পুষ্প নিচয়ে উভয়ে সজ্জিত হলেন ও নানাবিধ ফলমূল সংগ্রহ করে ভক্ষণ করলেন।

তৎপর নানাপ্রকার হংস ও পঞ্চবিধ পদ্ম সমাচ্ছন্ন এক সরোবরে উভয়ে্লান ও জলপান করলেন। তথায় তাঁরা ভ্রমন করে বহু পর্বত ও গুহা দেখলেন। একটি গুহায় প্রবেশ করে এক দিবারাত্র বাস করলেন।

এদিকে রম্যপুরের উদ্যানে সমুদ্র ঘোষের সঙ্গে আগত অমাত্য প্রমুখ জনগণ তাঁকে ও রাজকন্যাকে না দেখে তারা সমস্ত উদ্যান অন্বেষণ করলেন। কোথাও তাদের না দেখে তারা এসে শ্রীসিহন গুপ্ত রাজাকে এবিষয় জ্ঞাপন করলেন। ইহা শুনে রাজা চিন্তিত হয়ে এক অমাত্যকে বললেন- "হে ভদ্র, তুমি এখন ব্রক্ষ্মপুরে গিয়ে আমার সুহৃদ বন্ধুমিত্র রাজাকে এবিষয় বল-" তিনি তখনি রাজাদেশ প্রতিপালন করলেন, ব্রক্ষ্মপুর নগরে উপস্থিত হয়ে রাজাকে বললেন-

২৩। "নরেন্দ্র, আপনার পুত্র সমুদ্রঘোষ ও তৎপত্নী বন্ধুমতীকে আমাদের সেখানে কোথাও দেখছিনা। আপনার পুত্র কি এখানে এসেছেন? তা অবগতির জন্য রাজা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।

রাজা চিন্তিত হয়ে বললেন- তারা ত এখানে আসেনিই গেল কোথায়?

২৪। অমাত্য প্রবর, এ যে খুব চিন্তার বিষয়, তারা কোথায় গেল। আমার নিকট আসেনি। এখানে তাকে কোথাও কেহ দেখেনি।" ইহা শুনে রাণী দেবধীতা বললেন-

২৫। দেব, উপায় কি? এখন কি করা যায়? আপনিও তাকে কি করে দেখবেন। বোধ হয় পূর্ব কর্মের বিপাকবশে তাঁরা নষ্ট হয়েছে।"

ইহা শুনে বন্ধুমিত্র রাজা দুঃখিত ও বিমর্য হলেন এবং রাজা-রাণী উভয়ে বক্ষে করাঘাত ও ক্রন্দন করে বললেন-

২৬। হায় হায়, পুত্র ও রাজ্য উভয় নষ্ট হল। তারা কোথায় গেল? আমরা কিরূপে জীবিত থাকব?

২৭। কোন রাজ্যে বা দেশে তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা। তাদের অদর্শনে আমরা এখন সুখ লাভে বঞ্চিত।

অতঃপর রাজা-রাণী অমাত্যকে উপহার দিয়ে বিদায় করার পর পুত্রবিয়োগ দুঃখে ম্রিয়মান হলেন। উক্ত অমাত্যও স্বীয় দেশে প্রত্যাবর্তন করে রাজাকে সমুদ্রঘোষের পিতার খবর বললেন-

২৮। "রাজন, বন্ধুমিত্র রাজা পুত্রকে দেখেননি। তাঁরা খবর পেয়ে অতীব বিলাপ করছেন।"

তা শুনে রাজা অতিশয় দুঃখিত হলেন। অতঃপর রাজকুমার হিমবন্তে দু'মাসেরও অধিককাল অবস্থান করে পুনঃ আকাশ পথে যেতে লাগলেন। কৈলাস পর্বতের কুট প্রদেশে সুবর্ণ নামক এক স্থানে কিন্নর কিন্নরিগণ বাস করে। কিন্নর রাজ বিদ্যাধরের নাম ছিল 'দুমরাজ।' বোধিসত্ত্ব দেবীর সহিত আকাশ পথে যাওয়ার সময় দেবনগর সদৃশ সে স্থানটি দেখে তথায় অবতরণ করলেন এবং এ মনোহর সুবর্ণ নগরে দেবরাজ-লীলায় ও স্বীয় বিলাস লীলায় প্রবেশ করলেন। দুমরাজ বোধিসত্ত্বকে দেখে 'একুমার সমুদ্র ঘোষ হবে।' এ চিন্তা করে বললেন- এস, বাবা, আমার সাথে একাসনে উপবেশন কর।" ইহা শুনে বোধিসত্ত্ব ভার্যাসহ তথায় কিন্নর রাজার সঙ্গে একাসনেই উপবেশন করলেন। তখন কিন্নর রাজ বোধিসত্ত্বকে আলিঙ্গন ও শির চুম্বনের পর বললেন-

২৯। "এ নগর অত্যন্ত মনোরম। ইহা পুণ্যকামীদের জন্য উৎপন্ন হয়েছে। স্বর্ণালঙ্কার সমলঙ্কৃত এ শ্রেষ্ঠ রাজ্য তোমাকে দিচ্ছি।" দুমরাজের কথা শুনে রাজকুমার বললেন-

৩০। "রাজন, ইহা আপনার সাধুবাক্য। আপনার নিকট আমরা অবস্থান করব। এ পর্বতে মাসেক কাল বাস করে ইচ্ছামত আনন্দ উপভোগ করব।"

তখন রাজপুত্র কৈলাসকুটে মাসাধিক কাল বাস করে দুমরাজের নিকট হতে বিদায় নিয়ে আকাশ পথে বহুদূর যাওয়ার পর দেখলেন চারধারে মনোরম ঘাঠযুক্ত সপ্ত রত্নময় অনোবতপ্ত হ্রদ। এ চার ঘাটের মধ্যে এক ঘাঠে দেবতাগণ ান করেন। একঘাঠে দেবকন্যাগণ, একঘাঠে যক্ষগণ এবং অপরঘাঠে বিদ্যাধরগণ ান করেন। সমুদ্রঘোষও দেবীসহ আকাশ হতে অবতরণ করে সে অনোবতপ্ত হ্রদে জল ক্রীড়া করে মাসেককাল তথায় বাস করলেন। পুনঃ সেখান হতে আকাশ পথে যাওয়ার সময় ছদ্দন্ত হ্রদ দৃষ্টি গোচর হল। এ হ্রদের পরিমণ্ডল পরিক্ষেপ ছয়ত্রিশ যোজন পরিমাণ। এ হ্রদে কোন শৈবাল বা পানাদি কিছুই নেই। এ হ্রদটি রৌপ্য, সুবর্ণ মনি, জাতি, হিঙ্গুল, অঞ্জন ও সেল এ ষড়রত্নময় পর্বতদ্বারা পরিবেষ্টিত। মহাসত্ত্ব এরূপ মনোরম ছদ্দন্ত হ্রদ দেখে আকাশ হতে অবতরণ করে সে হ্রদ তীরে স্থিত হলেন। মহাসত্ত্ব জাতিস্মর জ্ঞান সম্পন্নছিলেন। তিনি তাঁর পূর্ব নিবাস স্মরণ করে দেবীর সহিত এরূপ আলাপ করলেন-

৩১। "আমি এক পূর্বজন্মে এ মনোহর হ্রদে হস্তীদের প্রধান মহাঋদ্ধিবান নাগরাজ ছিলাম।

৩২। ভদ্রে এ ছদন্ত সরোবরে আট হাজার হস্তীর মধ্যে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলশালী হস্তীরাজ ছিলাম।"

বন্ধুমতী দেবীও তথায় সেরূপ জাতিস্মর জ্ঞান লাভ করে স্বামী সমুদ্রঘোষকে বললেন-

৩৩। "দেব, আমিও পূর্বজন্মে এ ছদন্ত সরোবরে সুভদ্রা নামিকা হস্তিনী হয়ে এখানে আপনার নিকট বাস করেছিলাম নয় কি?"

এরূপে উভয়ে পরস্পর আলাপের পর ছদ্দন্ত হ্রদে অবতরণ করলেন এবং পদ্ম ও অন্যান্য পুষ্প সংগ্রহ করে উভয়ে পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর আকাশ পথে যাওয়ার সময় এক রমণীর সুবর্ণভূমি দেখলেন। তথায় এক বৈদূর্য ও রত্নময় পঞ্চদশ হস্ত উচ্চ ও দীর্ঘ-প্রস্থে ত্রিশ হস্ত ফলক দেখলেন। তখন বোধিসত্ত্ব এরূপ সম্পদ দেখে দেবীকে সম্বোধন করে বললেন-

৩৪। "ভদ্রে, আমরা এখন এ বৈদূর্য ফলকে অবতরণ করব। সেখানে বিশ্রাম করে পরে আমরা রম্যপুরে যাব।"

এবলে উভয়ে উক্ত বৈদূর্য ফলকে অবতরণ করলেন। তথায় একটি জলপূর্ণ, আর একটি সুগন্ধি পূর্ণ সুবর্ণকূপ আছে। পূর্বে বিদ্যাধরগণ সে সুবর্ণকূপ হতে জল ব্যবহার করে সুগন্ধিপূর্ণ সুবর্ণকূপ হতে সুগন্ধি নিয়ে নিজদেহে মণ্ডিত করে ঐ বৈদূর্য ফলকে উপবেশন করত। তাঁরা সে সুবর্ণকূপ হতে জল নিয়ে মুখপাত প্রক্ষালন করে সুগন্ধিকূপ হতে সুগন্ধি বিলেপন করলেন। তারপর বিশ্রামের জন্য উভয়ে ঐ বৈদূর্য রত্নময় ফলকে গিয়ে শয়ন করে নিদ্রিত হলেন। তখন এক বিদ্যাধর আকাশ পথে যাওয়ার সময় এদের নিদ্রিতাবস্থায় দেখে তথায় অবতরণ করল এবং রাজকুমারের দিব্য খড়্গখানা নিয়ে আকাশ পথে চলে গেল। পরে উভয়ে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে খড়্গ না দেখে চারদিকে অন্বেষণ করলেন। কোথাও সন্ধান না পেয়ে বন্ধুমতী স্বামীর পাদমূলে মস্তক রেখে সরোদনে বললেন-

৩৫। "দেব, আপনাকে আমার এ শেষ বন্দনা ও শেষ দেখা। হে ক্ষত্রিয়, যদি আপনার প্রতি আমার কোন কৃত অপরাধ থাকে, তা ক্ষমা করুন।"

৩৬। "ভদ্রে কায়-চিত্তে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা ক্ষমা করব। সম্পত্তি ও বিপত্তি জগতের নিয়ম। প্রাণীদের জীবন অনিত্য। তুমি বিহ্বল হয়ে আর বিলাপ করোনা!"

একথা শুনে দেবী বললেন- 'দেব, এখন আমরা কি করে যাব? ভদ্রে, এখন সমুদ্র পার হতে হবে।" "দেব, কি করে এ সমুদ্র পার হব?" প্রত্যুত্তরে রাজ কুমার বললেন-

৩৭। "ভদ্রে, মনুষ্যগণ সমুদ্রে পতিত হলে যে ভাবে সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হয়, আমরাও তাদের অনুকরণ করে সমুদ্র উত্তীর্ণ হব।"

এ বলে তিনি দেবীকে সাথে করে সেখান হতে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হলেন। তথায় অনেক অন্বেষণ করে কোথাও নৌকা দেখলেন না। পরে দেখলেন এক পুরাতণ শিমুল বৃক্ষের একখানা কাণ্ড ভাসছে। তাঁরা উভয়ে সেটায় উঠে ক্রমশঃ সমুদ্রের মধ্যদেশে এসে পড়লেন। তখন অর্দ্ধরাত্রি, ঘোর অন্ধকার। চারিদিকে মহামেঘ উঠে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হল ও মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল। এর ফলে সমুদ্রে ভয়ঙ্কর তরঙ্গের সৃষ্টি হল। প্রকাণ্ড তরঙ্গের আঘাতে উক্ত শিমূল বৃক্ষের কাণ্ডখানি মধ্যস্থলে ভেঙ্গে গেল। তখন একভাগে একাকিনী বন্ধুমতী দেবী, অপরভাগে একাকী রাজপুত্র। তখন দেবী স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রোদন করতে করতে সমুদ্র মধ্যে শিমূল বৃক্ষের কাণ্ড আশ্রয় করে ভেসে চললেন। রাজপুত্র ও কেঁদে কেঁদে অপর কাণ্ডের আশ্রয়ে সমুদ্রে ভেসে চল্লেন। এরূপে উভয়ে প্রবল বাত্যাঘাতে জর্জরিত ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে সমুদ্রমধ্যে

রাত্রি অতিবাহিত করলেন। ঊষার আবির্ভাব হল, প্রভাতে দেবী দেখলেন সমীপে এক ভেলা। তিনি সেই ভেলায় উঠে ক্রমে সমুদ্র তীর প্রাপ্ত হলেন। তীরে দাঁড়িয়ে স্বামীকে কোথাও না দেখে বিলাপ করতে করতে সেখানেই মূর্ছিত হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন। পুনঃ তিনি স্মৃতি লাভ করে পুনঃরায় কেঁদে কেঁদে স্বামীকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। তার দেখা না পেয়ে বললেন-

৩৮। "সমুদ্রে বোধ হয় আমার পতিকে মৎস্য-কচ্ছপে খেয়ে ফেলেছে। তাই তাঁকে দেখছিনা। এখানে আমার পতিকে কে জানাবে? কেই বা তাঁর খবর দেবে?"

দেবী এরূপ বিলাপ করে সেখানেই নিজের বস্ত্র শুকিয়ে নিলেন। অলঙ্কারগুলি কাপড়ের কোণায় বেঁধে ধীরপদ-বিক্ষেপে 'মঞ্জু' রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। তখন দেবী নিজের সর্বাঙ্গে অঙ্গার চূর্ণ মর্দ্দন করে নগরে প্রবেশ করলেন। এক বৃদ্ধা নারী তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করল- "মা তুমি কোথা হতে আসছ?" দেবী বললেন- "আর্যে, আমি রম্যপুর নগর হতে আসছি।" বৃদ্ধা বলল- "মা, এ নগরে তোমার পরিচিত কেহ আছে কি? দেবী বললেন- "আর্যে, এখানে আমার পরিচিত কেহ নেই।" তখন বৃদ্ধা বলল- "মা, তাহলে তুমি এ নগরে আমার গৃহেই বাস করবে।" তখন দেবী 'সাধু আর্যে' বলে বৃদ্ধার কথা অনুমোদন করে তৎসঙ্গে ওর গৃহে গেলেন। তথায় সে রাত্রি অতিবাহিত করে প্রভাতে দেবী স্বীয় এক অঙ্গুরীয়ক ও পদ্মরাগমণি এক শ্রেষ্ঠীর নিকট বিক্রি করতে গেলেন। শ্রেষ্ঠী মণি দেখে বুঝলেন– 'এ মণি অমূল্য সম্পদ।' তিনি দেবীকে বললেন– "ভদ্রে, এ মণি মুঞ্জ রাজ্য হতেও অধিক মূল্যবান। আমার নিকট যা ধন আছে, তা এ মণির মূল্যের পরিমাণ হবে

না। যদি তুমি এর মূল্য পঞ্চ গো শকট পরিপূর্ণ ইচ্ছা কর, তা হলে তার বিনিময়ে এ মণি আমাকে দিতে পার।' দেবী শ্রেষ্ঠীর কথায় সম্মত হয়ে তাঁর নিকট হতে পঞ্চশকট পূর্ণ স্বর্ণ গ্রহণ করলেন। তৎপর সে নগর-দ্বারে দেবী আশানুরূপ সুন্দর এক নক্‌শা অঙ্কণ করে বর্ধকী ডেকে সপ্ততল এক সুদৃশ্য মহাশালা নির্মাণ করালেন। তথায় চিত্রকর আহ্বান করে বললেন– "হে চিত্রকর, এ শালায় প্রথম দেবতার রূপ অঙ্কণ করুন। তারপর বন্ধুমতী দেবীর সাথে সমুদ্র ঘোষের শুভ মিলন অঙ্কণ করুন। সুবর্ণ ভূমি অঙ্কণ করে তথায় বৈদূর্যরত্নময় ফলকে শায়িত নারী-পুরুষ দু'জনের ছবি অঙ্কণ করুন। সমুদ্র মধ্যে শিমুল বৃক্ষের কাণ্ড গ্রহণকারী দু'জন স্ত্রী-পুরুষের সমুদ্রে ভাসমানাবস্থা এবং আবার দ্বিভাগে এক এক জনের ভাসমান চিত্র অঙ্কণ করুন।" চিত্রকরও দেবীর নির্দেশানুরূপ সমস্ত চিত্র অঙ্কণ করলেন। তৎপর দেবী নিজের দাসীকে বলে রাখলেন- 'মাতঃ, যারা আমার এ শালায় উপস্থিত হয়, তাদের ভোজন কৃত্য সম্পাদন করিবে আমার প্রকোষ্ঠে তাদের নিয়ে আসবে।" রাজকন্যা দিবারাত্র কেবল স্বামীকে স্মরণ করে অশ্রুবর্ষণ ও বিলাপ করে এ গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন।

এদিকে রাজ পুত্র সমুদ্র ঘোষও প্রচণ্ড বাত্যাঘাত প্রহৃত হয়ে সমুদ্রের মধ্যস্থলে এসে পড়লেন। কি কারণে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এরূপ মহাবিপদ ও দারুণ দুঃখ ভোগ করলেন? এর কারণ নিশ্চয়ই আছে। ইহা তাঁদের পূর্বজন্মার্জিত দুষ্কর্মেরই ফল। সে সম্বন্ধে বর্ণিত আছে–

অতীতকালে বারাণসীতে এক তরুণ যুবক অবস্থান করতেন। একদা তিনি সস্ত্রীক নদীতে্ান করতে গিয়েছিলেন। তখন এক সম্যক সম্বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত এক ছোট শ্রামণ

তাঁদের সমীপস্থ ঘাটে একখানা ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করে জলক্রীড়া করছিল। তখন ঐ জয়মতি হস্ত দ্বারা জল তরঙ্গ উৎপাদন করলেন। তরঙ্গাঘাতে ক্ষুদ্র নৌকাখানি নিমগ্ন হল। তখন শ্রামণ জলে নিমগ্ন ভয়ে ভীত হয়ে জল-তরঙ্গে ভেসে-ডুবে কষ্ট পেতে লাগল। তৎকালে উক্ত দম্পতি যুগল সে শ্রামণকে ধরে নদী-তীরে তুলে দিলেন। এ কর্মের ফলেই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পঞ্চশত জন্মে সমুদ্রে এরূপ দুঃখ ভোগ করেছিলেন। তদ্ধেতু বোধিসত্ত্ব সভার্যা সে কর্মবিপাকবশে এ জন্মে সমুদ্র মধ্যে এরূপ দুঃখ ভোগ করেছেন। সমুদ্র ঘোষ ছিলেন তখনকার যুবক এবং বন্ধুমতী দেবী ছিলেন যুবকের স্ত্রী। সে বিষয় প্রকাশ মানসে তথাগত বুদ্ধ নিম্নোক্ত ছয়টি গাথায় বললেন-

৩৯। অতীত জন্মে পাপকর্ম করে সমুদ্রঘোষ সস্ত্রীক এজন্মে এরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হলেন।

৪০। সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের বিপাক কখনো ব্যর্থ হয়না। ক্ষুদ্রতম কর্মকেও অবহেলা করতে নেই।

৪১। পূর্ব বা বর্ত্তমানের কৃতকর্ম ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, অথবা বহু অতীতকালে কৃত হউক, তা কখনো নিষ্ফল হয় না।

৪২। ইহলোকে যে ব্যক্তি পাপ বা পুণ্য কর্ম করে, তা-ই সর্বদা ছায়ার ন্যায় তার সঙ্গেই গমন করে।

৪৩। তদ্ধেতু নিজের সুখকামী জ্ঞানীগণ পাপে চিত্ত সংযুক্ত না করে পুণ্যেই চিত্ত সংযুক্ত করে।

৪৪। সুপতি রূপ সম্পদ দায়ক পুণ্য কর্মই করা উচিত। তা-ই সর্বদা প্রণীদের পরলোকে প্রতিষ্ঠা হয়।'

অতঃপর সমুদ্র ঘোষ সমুদ্রে নিমগ্ন হবার উপক্রম হল। তখন সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী মণিমেখলা নগী দেবধীতা সাতদিন

যাবৎ দেবলোকে দেবসভায় উপস্থিত ছিলেন। তৎপর সমুদ্র রক্ষাকারিণী সে দেবকন্যা দিব্যনেত্রে দেখলেন- সমুদ্রে বোধিসত্ত্ব নিমগ্ন হচ্ছেন। ইহা দেখে তৎমুহূর্তে দেববালা দেবরাজ সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ বিষয় জ্ঞাপন করলেন। দেবরাজ শুনে দেবকন্যাকে ভৎর্সনা করে বললেন- "দেবধীতে, শীলবান, পিতৃপোষক সৎপুরুষ এবং মাতা-পিতা পোষিকা, শীলবতী ও পতিব্রতা নারী সমুদ্রে পতিত হলে তাদের রক্ষা করা তোমারই কর্তব্য। অথচ মহাপুরুষ বোধিসত্ত্বকে নিরাপদে রক্ষা না করে এখানে কেন এসেছ?" দেবরাজের ভৎর্সনায় দেবকন্যা ভীতা-সন্ত্রস্তা হয়ে তখনি বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হলেনঃ এবং তাঁর হস্তে একখানা খড়্গ প্রদান করে স্বীয় দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন সমুদ্রঘোষ খড়্গ প্রভাবে সমুদ্র হতে আকাশে উঠে শূন্যমার্গে গমন করবার সময় 'মুণ্ড রাজ্য' তাঁর দৃষ্টি পথে পড়ল। তিনি লোকালয় দেখে চিন্তা করলেন- "আমি এখন খুব ক্ষুধাতুর সুতরাং এখানে অবতরণ করে সর্বাগ্রে ভোজন করা প্রয়োজন।" এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আকাশ হতে অবতরণ করে নগরে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাঁর পত্নীকে স্মরণ করে চিন্তা করলেন- এখানে লোকদের নিকট দেবীর খোঁজ নিয়ে পরে সমুদ্র-তীরে অন্বেষণ করব।" এ চিন্তা করে নিজের দেহ হতে আভরণ সমূহ উন্মোচন করে এক গুপ্তস্থানে রেখে দিলেন। তারপর ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করে গ্রামে প্রবেশ করলেন। জনগণকে জিজ্ঞাসা করলেন- "বাবারা এরূপ লক্ষণবতী কোনও নারী এ নগরে আছে কি?" লোকেরা বলল- "হাঁ ব্রাহ্মণ ঠাকুর, আপনার বর্ণনানুরূপ এক নারী অমূক স্থানে একখানি গৃহ প্রস্তুত করেছেন। এ নগরে আগন্তুক জনগণ সে গৃহে গিয়ে অন্ন

পানীয়াদি পরিভোগ করে বিশ্রাম করেন। আপনিও তথায় গিয়ে আহারাদি করতে পারেন। বোধিসত্ত্ব তাদের কথা শুনে সে গৃহে গিয়ে উত্তম খাদ্য ভোজন করে গৃহের অভ্যন্তর প্রদেশ দেখতে লাগলেন। তথায় অঙ্কিত চিত্রে নিজের ভার্যার অবিকল চিত্র দর্শন করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন তথায় দেবীর দাসী এ অভ্যাগতের অশ্রুবর্ষণ দেখে দেবীর নিকট গিয়ে বলল- "মাতঃ" এখন এক তরুণ ব্রাহ্মণ আপনার শালায় প্রবেশ করে চিত্র দেখে ক্রন্দন করছেন। দাসীর কথা শুনে দেবী তথায় গিয়ে ব্রাহ্মণকে দেখেই চিন্‌তে পারলেন। তখন দেবী তাঁর পায়ে পড়ে ক্রন্দন পরায়ণ হয়ে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৪৫। "স্বামিন, আমার শোক, ভয় ও দুঃখের এখন উপশম হয়েছে। আপনার দর্শনে আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে।"

হঠাৎ এরূপ মিলন হওয়াতে উভয়ের চিত্ত আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। পরদিন তাঁরা প্রাতেই সুবাসিত জলে ̤ান করে অলঙ্কৃত হয়ে নগরের ব্রাহ্মণ ও জনগণকে আহ্বান করে বিবিধ দানীয় সামগ্রী দান করলেন। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী পরম সুখে কিছুকাল তথায় অবস্থান করার পর বোধিসত্ত্ব দেবীর পঞ্চশত দাসীকে মুক্তি দিলেন, আশ্রয় দায়িকা বৃদ্ধাকে বহু সুবর্ণ ও ধনসম্পদ সমস্তই প্রদান করে স্বীয় পত্নীসহ মুণ্ড নগর ত্যাগ করলেন। কিছুদূর গিয়ে এক স্থানে বিশ্রাম করার পর পত্নীকে স্বীয় জানুপ্রদেশে বসিয়ে খড়ুগের প্রভাবে আকাশে উঠে অগ্রসর হলেন। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পর রাজ কুমার সস্ত্রীক রম্যপুর নগর সমীপস্থ উদ্যানে এসে অবতরণ করলেন। উদ্যান পাল সমুদ্র ঘোষ ও রাজকন্যাকে দেখে ত্বরিত গমনে শ্রীসিহন গুপ্ত রাজার নিকট গিয়ে বলল- "দেব, আপনার জামাতা সমুদ্র ঘোষ ও কন্যা বন্ধুমতী দেবী উদ্যানে এসে অবস্থান করছেন।'

এ খবরে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আমাত্যগণ সহ উদ্যানে উপস্থিত হলেন। তথায় জামাতা ও কন্যাকে দেখে রাজা তাঁদের আলিঙ্গন ও শির চুম্বন করে বললেন- "বাবা, তোমরা কোথা গিয়াছিলে এবং কোথা হতে আসলে?" ইহা শুনে মহাসত্ত্ব তাঁদের সমস্ত বিষয় প্রকাশ করে বললেন। ইহা শুনে রাজা আনন্দ মনে নগর সজ্জিত করিয়ে বোধিসত্ত্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। এরূপে জামাতাকে রাজ্যভার দিয়ে তিনি হিমালয়ে গিয়ে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে ভাবনা করে পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি উৎপাদন করলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধ্যান সুখে অতিক্রম করে মৃত্যুর পর ব্রহ্মালোক পরায়ণ হলেন। তখন সমুদ্রঘোষের পিতা রাজা বন্ধুমিত্র রম্যপুর নগরে পুত্রের আগমন বার্ত্তা শুনে তাঁকে স্বীয় রাজ্যে আহ্বান করে সমগ্র রাজ্য তাঁকে প্রদান করলেন। তারপর তিনিও হিমালয়ে গিয়ে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তারপর তিনিও ধ্যান করে পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি উৎপাদন করলেন এবং বহু বৎসর ধ্যান-সুখে অবস্থান করে মৃত্যুর পর ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হলেন। তখন মহাসত্ত্ব নিজের জন্মভূমি ব্রহ্মপুর নগরে উপস্থিত থেকে নগরের চার দ্বারে চারখানা, মধ্যস্থলে একখানা এবং প্রাসাদ দ্বারে একখানা এ ছ'খানা দানশালা প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যহ অর্থীদের মহাদান দিতে আরম্ভ করলেন। স্বীয় পত্নীর জন্মভূমি রম্যপুর নগরে ও উক্তরূপে ছয়খানা দানশালা প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যহ তথায় মহাদান দিতে লাগলেন। তিনি দশবিধ রাজধর্ম অতিক্রম না করে রাজ্যদ্বয়ে যথাধর্ম অনুসারে রাজত্ব করতে লাগলেন। তখন রাজ্যদ্বয়ের প্রজাবৃন্দ রাজা সমুদ্রঘোষের উপদেশ রক্ষা করে সর্বদা পঞ্চশীল পালন ও দানাদি পূণ্য কর্ম সম্পাদনে নিরত হলেন। এরূপে তারা ধর্মানুরূপ জীবিকা নির্বাহ করে

পরিশেষে মৃত্যুর পর দেবলোকেই উৎপন্ন হলেন। অমিতাভ বুদ্ধ জাতক কাহিনী পরিসমাপ্ত করে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, শুধু এখন নহে, পূর্বেও এ যশোধরা দেবীকে এভাবেই লাভ করেছিলাম।" এ বলে ভগবান নিম্নোক্ত সমাপ্তি গাথা বললেন-

৪৬-৫৬। তখন পাপচিত্ত খড়গচোর বিদ্যাধর এখন আমার বৈরী দেবদত্ত। বন্ধুমতীর শ্রীসিহনগুপ্ত রাজা আমার পিতা, এখন আমার শাসনে মহাপ্রজ্ঞাবান সারিপুত্র। কিন্নরাধিপতি দুমুর নামক রাজা এখন আমার শাসনে মহাঋদ্ধিবান মোগ্গল্লায়ণ। দেবরাজ ইন্দ্র এখন আমার শাসনে দিব্যচক্ষুধারীদের প্রসিদ্ধ অনুরুদ্ধ। পুরোহিত পুত্র এখন কুমার রাহুল। বন্ধুমিত্র রাজা এখন শুদ্ধোদন। দেবধীত্তা রাজমাতা এখন মহামায়া। কনকবতী দেবী এখন প্রজাপতি গৌতমী। মণিমেখল দেবধীতা এখন উৎপলবর্ণা। যশোধরা ছিল রাজা সমুদ্র ঘোষের অগ্রমহিষী বন্ধুমতী দেবী। পূর্বোক্ত রাজ্যদ্বয়ের অধিবাসীরা এখন আমার পরিষদবৃন্দ। রাজ্যদ্বয়ের রাজা সদ্ধর্মপরায়ণ মহারাজা সমুদ্রঘোষই এখন তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ অনুত্তর লোকনাথ আমি। তোমরা সবাই ত্রিবিধ সুখ-সম্পত্তি প্রার্থনাকারীগণ অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(সমুদ্র ঘোষ জাতক সমাপ্ত।)

৭। দান ত্যাগ জাতক

“এখন আমার প্রদত্ত দান” ইহা ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান- সময় তাঁর পূর্বজন্মের দান বিষয় সম্পর্কে বলেছিলেন।

একসময় বর্ষাবাস পরিসমাপ্তির পর বুদ্ধ একদিন মহামোগ্গল্লায়ণ, কোণ্ডাঞ্ঞো ও আনন্দ এতিনজন মহাশ্রাবক সঙ্গে করে নানাস্থানে ধর্ম প্রচারের পর অনুক্রমে ‘অজিত’ রাজ্যে উপস্থিত হলেন। তথায় অজিত নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্রমহিষীর নাম ‘কাঞ্চন দেবী’ রাজার বহু মহিষীর মধ্যে কাঞ্চন দেবীই জ্যেষ্ঠ। তিনি ছিলেন রাজার অতিশয় প্রিয়া-মনোজ্ঞা। রাজা কাঞ্চন দেবীকে অযুত টাকা মূল্যের কুসুম্ভ পুষ্পের মত রক্তিমবর্ণ একখানা বস্ত্র দিয়ে অবশিষ্ট মহিষীদের সহস্র টাকা মূল্যের একখানা রক্তিমবর্ণ কুসুম্ভ বস্ত্র প্রদান করে বললেন- ‘তোমরা অদ্য হতে এবস্ত্র ব্যবহার কর। অতঃপর একদিবস রাজা চতুরঙ্গ সেনা সহ স্বীয় রাজ্য-সীমা দর্শনের জন্য বের হলেন। তখন শাস্তা মহামোগ্গল্লায়ণকে বললেন- মোগ্গল্লায়ণ, তুমি অজিত নগরে পিণ্ডাচরণ কর। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। তখন স্থবিরও পাত্র চীবর ধারণ করে নগরে গিয়ে রাজাঙ্গনে দাঁড়ালেন। সে সময় কাঞ্চন দেবী অপরাপর ছোট রাণী পরিবৃতা হয়ে সিংহদ্বার বিবৃত করে বাহিরদিকে দৃষ্টিপাত করতেই বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রাবককে দেখলেন। ইহাতে তিনি প্রসন্ন হয়ে স্বীয় প্রাসাদে আগমনের জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনিও সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। এবং এসে সজ্জিত প্রকোষ্ঠে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করলেন। তখন রাণী বিবিধ উত্তম রসাল খাদ্য-

ভোজ্যে স্থবিরের পাত্র পূর্ণ করে দিলেন। তৎপর রাণী স্থবিরকে ধর্মদেশনা করবার জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন স্থবির দান কথা, শীল কথা, স্বর্গ কথা ও বুদ্ধগুণ এবং সজ্ঞগুণ বিষয়ক ধর্মদেশনা করলেন। স্থবিরের ধর্মদেশনা শুনে মহারাণী অত্যধিক শ্রদ্ধাশীলা ও প্রসন্না হলেন। তখন তিনি চিন্তা করলেন- 'রাজা আমার শিরশ্ছেদ করুক বা রাজবাড়ী হতে বিতাড়িত করুক অথবা যা ইচ্ছা তা-ই করুক, আমি বস্ত্রদান করিব।' এ চিন্তা করে ধর্ম পূজা উদ্দেশ্যে অযুত টাকার মূল্যের কুসুম্ভ পুষ্প বরণ বস্ত্রখানা স্থবিরকে দান করলেন। তখন সহস্র রাণীও প্রসন্ন চিত্তে তাঁদের বস্ত্রও স্থবিরকে দান করলেন। রাণীদের বস্ত্রদানের ফল বর্ণনা করে স্থবির আকাশ মার্গে গমন করলেন। স্থবিরের প্রভাব বলে সমস্ত বস্ত্র তাঁর সঙ্গেই গমন করল। তখন কাঞ্চনদেবী প্রমুখ সমস্ত রাণী আকাশের দিকে স্থবিরের প্রতি বন্দনা নিবেদন করতে লাগলেন। স্থবির এসে ভগবান বুদ্ধকে পাত্রটি প্রদান করলেন। ভগবান তা গ্রহণ করে আহার্য দ্রব্য ভোজন করলেন। তদবধি কাঞ্চনদেবী প্রমুখ রাণীগণ সর্বদা পঞ্চশীল রক্ষা করতে লাগলেন। তখন অজিত রাজা সন্ধ্যাকালে সীমান্ত প্রদেশ হতে প্রত্যাবর্তন করে স্বীয় নগর প্রাসাদে আরোহণ করলেন। এমন সময় কাঞ্চনদেবী প্রমুখ সহস্র রাণী রাজাকে পরিবেষ্টন করে বসলেন। রাজা তখন তাঁদের নিকট স্বীয় প্রদত্ত কুসুম্ভ রক্তবর্ণ বস্ত্র না দেখে বললেন- আমার প্রদত্ত বস্ত্র তোমরা পরিধান করছ না কেন? ইহা শুনে তাঁরা বললেন- 'মহারাজ' তা আমরা মহামোগ্গল্লায়ণ স্থবিরকে ধর্মপূজা উপলক্ষে দান দিয়েছি। তাদের একথা শুনে রাজা অত্যন্ত ক্রুব্ধ হয়ে একজন কর্মচারীকে আদেশ করলেন- 'ওহে, তুমি এখনি গিয়ে যথা সত্বর সে শ্রমণকে ডে'কে নিয়ে এস।'

আদিষ্ট হয়ে কর্মচারী তখনি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনান্তর রাজবাড়ী যাওয়ার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। তখন বুদ্ধ স্থবিরগণ সহ রাজবাড়ীতে উপস্থিত হয়ে শ্রেষ্ট বুদ্ধাসনে উপবেশন করলেন। অজিত রাজা তখন ভগবানকে অভিবাদনের পর একান্তে উপবেশন করে বললেন- "ভন্তে, দায়ককে বস্ত্রদানের ফল বর্ণনা করে ধর্মদেশনা করতে স্থবিরদের আদেশ করেছেন। আমাকেও বস্ত্রদানের ফল সম্বন্ধে বলুন।" রাজার এ উক্তির প্রত্যুত্তরে ভগবান বললেন- "মহারাজ, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি ধন-রত্ন ও নানা প্রকার বস্ত্র প্রভৃতি যে কোন দানীয় বস্তু দান দেওয়া দায়কদের একান্তই কর্তব্য।" মহারাজ, অতীতে উৎপন্ন সম্যক সম্বুদ্ধের পরিমাণ মহাসমুদ্রের বালুকাচরের বালুকারাশি হতেও সমধিক, এর চেয়ে বহু গুণে সমধিক বুদ্ধগণের শ্রাবক সংঘ। তাঁরা দানের হেতুতেই বোধিলাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। বর্তমান সময় আমি যে বুদ্ধত্ব লাভ করেছি, তাও মহাদানের হেতুতে এবং অনাগতে যে সব বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন তাও মহাদানের হেতুতেই। মহারাজ যে কোন চক্রবর্তী রাজা মহাদানের প্রভাবেই হয়ে থাকেন।

মহারাজ যাঁরা দেবলোকে দিব্য ঐশ্বর্য পরিভোগ করছেন, তাও দানের প্রভাবে। যাঁরা সুশ্রী, অভিরূপ, প্রসন্নতা ব্যঞ্জক ও পরম রূপ লাবণ্যশালী হয়ে থাকেন, তাও দানের প্রভাবে। যাঁরা মহামূল্যবান, বিচিত্র ও রত্ন মণ্ডিত নানাবিধ বস্ত্র পরিভোগ করছেন, বস্ত্রদানের হেতুতেই তাঁরা এরূপ বস্ত্র লাভ করেছেন। যাঁরা দ্বিরাজ্যের অধিশ্বর, দাস-দাসী, স্ত্রী, পুত্র ও কর্মচারী পরিবৃত হয়ে সুন্দর হস্তী, অশ্ব, রথ, গো, মহিষ ও ক্ষেত্র

ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ রূপে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন; এ সৌভাগ্য তাঁরা পূর্বকালে বস্ত্রাদি দানের হেতুতেই লাভ করেছেন।”

রাজা ভগবানের এরূপ ধর্মদেশনা শ্রবণ করে অতিশয় প্রসন্ন হয়ে স্বীয় কোষ্ঠাগার হতে প্রত্যেক বস্ত্র অযুত টাকা মূল্যের যোড়া অতি সুক্ষ্ম বস্ত্র আনিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। স্থবির ত্রয়কেও এক এক যোড়া বস্ত্র দান করলেন। তারপর প্রধান মহিষী প্রমুখ রাণীদের প্রত্যেকে অযুত টাকা মূল্যের সুক্ষ্ম বস্ত্র এক এক যোড়া ভগবানকে দান করলেন। পুনরায় কাঞ্চনদেবী প্রমুখ সহস্র রাণী ভগবানের অমৃতোপম ধর্ম শুনে বিবিধ প্রকার বস্তু দিয়ে ধর্ম পূজা করলেন। এরূপে রাজা প্রদত্ত সহস্র যোড়া এবং কাঞ্চন দেবী প্রমূখ রাণীগণ প্রদত্ত সহস্র যোড়া, দ্বি-সহস্র যোড়া বস্ত্র ভগবানের সম্মুখে পুঞ্জিভূত করা হল। তৎপর ভগবান অজিত রাজাকে ধর্ম কথার মহাফল সন্দর্শন করিয়া আসন হতে উঠে স্থবিরত্রয় সহ আকাশ পথে জেতবনের দিকে অগ্রসর হলেন। উক্ত বস্ত্র রাশিও বুদ্ধের অনুপম প্রভাবে তাঁর সঙ্গেই গমন করল। ভগবান আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বিরোচিত হলেন। স্থবিরত্রয়ও অলৌকিক শোভায় সুশোভিত হয়ে আকাশ হতে জেতবনে অবতরণ করলেন। বস্ত্ররাশি ভগবানের পুরোভাগে গিয়ে গন্ধ কুটিতে সুসজ্জিত হয়ে রইল।

একদা ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় উপবিস্থ হয়ে এরূপ কথার উত্থাপন করলেন- “আহা বন্ধুগণ, বুদ্ধানুভাব বড়ই আশ্চর্য বড়ই অদ্ভুত। যেহেতুঃ ভগবানের সঙ্গে এসে তাঁর পুরোভাগে গিয়ে গন্ধ কুটিতে সজ্জিত পুজোপচার সদৃশ হয়ে রইল। তৎকালে শাস্তা বুদ্ধ তথায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত শ্রেষ্ট বুদ্ধাসনে উপবিস্থ হয়ে বললেন- “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে কি কথা নিয়ে

উপবিষ্ট আছ? তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় বুদ্ধের নিকট প্রকাশ করে বলার পর বুদ্ধ বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, শুধু এখন নয়, পূর্বেও আমি বোধিসত্বাবস্থায় নিজের পরিধেয় বস্ত্র দান দিয়ে বহু বস্ত্র লাভ করেছিলাম।" এ বলে তিনি নীরব হলেন। তখন ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় তিনি অতীত বিষয় বলতে আরম্ভ করলেন-

অতীতে কম্বল নামক রাজ্যে কম্বল নামক রাজা রাজত্ব করতেন। তখন বোধিসত্ব সে নগরে এক দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পরের কাজ করে যে অর্থ প্রাপ্ত হতেন তা নিজের পিতা-মাতাকে দান করতেন। তাই পিতা-মাতা পুত্রের নাম রাখলেন "দানত্যাগ কুমার"। কুমার নিজের পিতা-মাতাকে পোষণ করে এ কম্বল নগরে বাস করতেন। একদা তিনি কার্যব্যাপদেশে অরণ্যে গেলেন। তখন কোন এক চোর এক পচ্চেক বুদ্ধের চীবর অপহরণ করেছিল। অগত্যা তিনি একখানা দুবর্ণ্লানবস্ত্র গায়ে দিয়ে অরণ্যে অবস্থান করছিলেন। তখন দান ত্যাগ পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে "এখন আমার পুণ্য কর্ম সাধনের উপযুক্ত সময়।" এরূপ চিন্তা করে তিনি পচ্চেক বুদ্ধের নিকট গিয়ে তাঁকে বন্দনা করে বললেন-

১। "আপনাকে আমার বস্ত্র দান করব। করুণাপরবশ হয়ে আপনি তা গ্রহণ করে আশীর্বাদ করবেন। এ দান যেন সর্বতোভাবে মহাফলদায়ক ও সুখাবহ হয়।"

এ'বলে বোধিসত্ব বৃক্ষপত্র পরিধান করে নিজের ব্যবহৃত বস্ত্রদ্বয় তথায় ধৌত ও শুষ্ক করে পচ্চেক বুদ্ধকে দান করলেন। পচ্চেক বুদ্ধও তা কাষায় রং এ রঞ্জিত করে একখানা পরিধান করলেন, আর একখানা গায়ে দিয়ে বসলেন। তখন বোধিসত্ব তাঁকে বন্দনা করে "ভন্তে এ দানের ফলে ইহলোকে ও

পরলোকে যেন আমার অনেক বস্ত্র লাভ হয়।" এরূপ প্রার্থনা করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২। "ভন্তে অদ্য আপনাকে আমার এ বস্ত্র দানের ফলে ইহলোকে ও পরলোকে সকল সময় নিশ্চই যেন আমার বহুবিধ বস্ত্র লাভ হয়।"

তখন বোধিসত্ত্বের দান তেজে সে অরণ্যে একবৃক্ষ-বাসী দেবপুত্র-বৃক্ষের শাখা সঞ্চালন করলেন। তৎক্ষণাৎ বোধিসত্ত্বের দান প্রভাবে বৃক্ষের পত্রসমূহ দিব্য বস্ত্রে পরিণত হয়ে বোধিসত্ত্বের পাদমূলে নিপতিত হল। তারপর দেবপুত্র আকাশ হতে দিব্যরত্ন বিকীর্ণ করলেন। সে রত্নও বোধিসত্ত্বের পাদমূলে নিপতিত হল। তখন মহাসত্ব এ দুর্লভ বহু-সহস্র দিব্য-বস্ত্র ও দিব্য-রত্ন সমূহ হতে একখানা বস্ত্র ও একটি রত্ন রেখে অবশিষ্ট দিয়ে পচ্চেক বুদ্ধকে পূজা করলেন। তখনই এ সমস্ত দিব্য বস্ত্র ও দিব্য রত্ন পচ্চেক বুদ্ধকে পুজা করলেন। তখনিই এ সমস্ত দিব্য বস্ত্র ও দিব্য রত্ন পচ্চেক বুদ্ধের অনুভাব বলে নানা রত্নে সুশোভিত এক সুবর্ণ পালঙ্কে পরিণত হল। তৎপর পচ্চেক বুদ্ধ সে পালঙ্কে উপবেশন করলেন। তখন বোধিসত্ত্বের দানপূণ্যের প্রভাবে দেবরাজের বাসভবন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। দেবরাজ তার কারণ চিন্তা করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৩। 'কোন দেবমনুষ্য অসাধারণ দান ও ব্রহ্মচর্য পূর্ণ করে আমাকে আসন হতে চ্যুত করতে ইচ্ছুক হয়েছেন নাকি। দেবরাজ দিব্য নেত্রে সম্যক কারণ দর্শন করে তখনি দেবলোক হতে এসে বোধিসত্ত্বের সমীপে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ধন্যবাদ প্রদান করে একখানা দিব্য বস্ত্র নিয়ে আকাশে নিক্ষেপ করলেন। তৎক্ষণাৎ সে বস্ত্রখানি দেবরাজের অনুভাব বলে আকাশে দু'খানা হল। সে দু'খানা আবার চারখানা হল।

এরূপে দ্বিগুণ দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শত সহস্র যোড়ায় পরিণত হয়ে তা বোধিসত্ত্বের পাদমূলে নিপতিত হল। তৎপর দেবরাজ সে অমূল্য দিব্য বস্ত্রের দ্বারা বোধিসত্ত্বকে পূজা করে স্বীয় স্থানে চলে গেলেন। তৎবিষয় প্রকাশ করবার মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত সাতটি গাথা বললেন-

৪-১০। তথায় দেবরাজ ইন্দ্র 'দান ত্যাগ'কে দিব্যবস্ত্র দ্বারা পূজা করে তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়ে, দিব্য দেহ ধারণ করে দেবলোকে চলে গেলেন এবং দীর্ঘকাল তিনি সুখ ভোগ করলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্রাদি যা কিছু দান দেওয়া হয়, তা প্রসন্ন চিত্তে ও সাদরে দিলে সল্পমাত্র দানও শ্রেষ্ঠ সুখের কারণ হয়। বস্ত্রদান অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর দান। প্রসন্ন চিত্তে অল্পমাত্র দান দিলেও তা শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করে । দায়কগণ সর্বদা মনুষ্য ও দেবলোকে অপ্রমাণ সুখ লাভ করে। যে ব্যক্তি পরিভোগ্য বস্ত্রদান করে, এর ফল অপ্রমেয়। সর্বদা এ বিপাক নানা প্রকারে সুখ দান করে। তদ্ধেতু নিজের সুখ সন্দর্শনকারী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্বদা প্রসন্ন চিত্তে দান দিবে। জগতে সুখকামী ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ অগ্রসুখ প্রার্থনা করে। এরূপ নানাবিধ দ্রব্য সাদরে দান দিবে।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব সমস্ত দিব্য বস্ত্র ও রত্ন সমূহ এক স্থানে রাশি করে পচ্চেক বুদ্ধকে বন্দনা করার পর স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। সেখানে দেবতা প্রদত্ত রাশিকৃত বস্ত্র ও রত্ন সমূহে বোধিসত্ত্বের তেজানুভাবে আকাশে উত্থিত হল এবং তা আকাশ পথে এসে বোধিসত্ত্বের গৃহের চতুর্দিকে পতিত হয়ে বিরাটভাবে রাশিকৃত হয়ে র'ল। সে দিন হতেই বোধিসত্ত্বের গৃহে নানাবিধ মহার্ঘ্য বস্ত্র ও রত্ন সমূহ উৎপন্ন হল। তখন কম্বল রাজা, দেবী ও অমাত্য প্রমুখ জনগণ বোধিসত্ত্বকে দর্শনের

প্রবলেচ্ছা সংবরণ করতে না পেরে হস্তী, অশ্ব রথ, দাস, দাসী, রৌপ্য, স্বর্ণ এবং স্বীয় স্বীয় যথাসাধ্য ধন গ্রহণ করে বোধিসত্ত্বের সাথে প্রীত্যলাপে প্রসন্ন হলেন এবং স্বীয় স্বীয় রুচিমত ধন দ্বারা তাঁকে পূজা করে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

১১-১২। তখন কম্বল রাজা তুষ্ট চিত্তে সভার্যা অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হয়ে দান ত্যাগের নিকট উপস্থিত হলেন। রাজা প্রমোদিত চিত্তে দান ত্যাগের নিকট উপস্থিত হওয়ার পর মহাসত্ত্বের দান তেজে সমস্ত ধন তাঁকে দিলেন এবং তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়ে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

তদবধি বোধিসত্ত্বের যশকীর্ত্তি বিপুলভাবে বর্ধিত হল। তিনি নিজের গ্রামদ্বারে একখানা দানশালা প্রস্তুত করে তথায় প্রত্যহ আগত যাচকগণকে অন্ন বস্ত্রাদি দানীয় বস্তু দান করতে লাগলেন। এরূপে তিনি জনগণকে মহাদান দিয়ে তাঁদের নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ দিতেন-

১৩। ভবৎগণ, আমি যেমন পূর্বজন্মে দান দিয়ে এখন সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি, তোমরাও আমার ন্যায় সেরূপ অপ্রমত্ত হয়ে যথাশক্তি দান দাও।

সে হতে জনসাধারণ বোধিসত্ত্বের উপদেশ পালনে নিরত হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। উক্ত পচ্চেক বুদ্ধও কম্বল নগরবাসী জনগণের হিতকামী হয়ে কিছুকাল অরণ্যে অবস্থান করে সেখান হতে আকাশ পথে গন্ধমাদন পর্বতে চলে গেলেন। তথায় পরমায়ুর অবসানে অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে

পরিনির্বাপিত হলেন। তৎবিষয় প্রকাশ মানসে তথাগত বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

১৪-১৫। তখন জনগণের লৌকিক সম্পত্তি দায়ক অনাসব পচ্চেক সম্বুদ্ধ গন্ধমাদন পর্বতে দীর্ঘকাল অবস্থান করে পরিশেষে অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে নির্বাপিত হলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব কম্বল নগরে সারাজীবন পিতামাতাসহ উক্ত সম্পত্তি পরিভোগ করলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবলোকেই উৎপন্ন হলেন। শাস্তা এ ধর্ম দেশনা আহরণ করে জাতক সমাপ্ত করার পর নিম্নোক্ত ছ'টি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

১৬-২১। তখনকার দেবরাজ ইন্দ্র আমার শাসনে এখন দিব্য চক্ষুধারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ অনুরুদ্ধ। তথায় অরণ্যবাসী বন-বৃক্ষ দেবপুত্র এখন আমার সেবক আনন্দ। কম্বলরাজ্য-শ্রীবর্ধনকারী কম্বল নামক রাজা এখন আমার শাসনে মহাঋদ্ধিবান মোগ্গল্লায়ণ। রাজ মহিষী এখন গৌতমী। রাজার সেনাপতি পরিষদ এখন আমারই পরিষদ। দান ত্যাগের মাতা-পিতা এখন মহামায়া ও শুদ্ধোদন। দান ত্যাগ এখন আমিই লোকনাথ তথাগত সম্বুদ্ধ। শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সুখকামিগণ অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক এরূপ বলে ধারণ কর।

(দান ত্যাগ জাতক সমাপ্ত।)

৮। ধার্মিক পণ্ডিত-রাজ জাতক-

'ভবৎ' ইহা আমার মণ্ডপ' এ গাথা শাস্তা মেঘবতী নামক নগরস্থ মেঘবনারামে অবস্থান কালে সর্বপরিভোগ্য পরিক্খার দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

তখন মেঘবতী নগরবাসী জনৈক মহাধনশালী কুটুম্বিক স্বীয় গ্রামে একখানা মহামণ্ডপ প্রস্তুত করেছিলেন। তাহা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে নিমন্ত্রণ করে ছ'দিন যাবৎ মহাদান দিয়ে সপ্তম দিবসে প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে অষ্টপরিক্খার দান দিয়ে ছিলেন। তখন উক্ত মণ্ডপে শাস্তা কুটুম্বিকের দান অনুমোদন উপলক্ষে বললেন- "এখন আমার শাসনে আপনি মহাদান প্রদান করলেন।" পূর্বেও পুরাতন পণ্ডিতগণ এরূপ মহাদান প্রদান করেছিলেন।" এরূপ বলে মৌণভাব অবলম্বণ করলেন। তখন বুদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় সে অতীত বিষয় বলতে আরম্ভ করলেন-

অতীতে বারাণসী নগরে "ধার্মিক পণ্ডিত" নামক এক রাজা ধর্মতঃ সাম্যভাবে রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্র মহিষীর নাম "সুধর্মা।" সে শ্রদ্ধাবান ধার্মিক পণ্ডিত রাজ মহাদান দেওয়ার ইচ্ছায় এক সুত্রধরকে আহ্বান করে গ্রাম মধ্যে প্রকাণ্ড এক মণ্ডপ প্রস্তুত করলেন। মণ্ডপ নির্মাণ কার্যের পরিসমাপ্তির পর সূত্রধরকে বিবিধ বস্তু, বস্ত্রালঙ্কার ও অর্থ প্রদান করে বিদায় করলেন। ধার্মিক পণ্ডিত রাজ প্রাসাদ হতে বের হয়ে মহামণ্ডপ অবলোকন করে অত্যধিক প্রীত হলেন। তখন তিনি সে মণ্ডপে স্থিত হয়ে অমাত্যবৃন্দকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথা যোগে বললেন-

১। "ভদ্রগণ, আমার এ মণ্ডপ অতিশয় শ্রেষ্ঠ উপযুক্ত ও দর্শনীয় হয়েছে। এখানে জনগণকে সপ্তাহকাল ব্যাপী মহাদান দেব।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব সে মণ্ডপে প্রত্যহ জনগণকে মহাদান দিয়ে নিম্নোক্ত গাথাটি বলতেন-

২। "আমি জনসাধারণকে মহাদান দিচ্ছি, অনাগতে আমার বোধি লাভের জন্য তোমরা আমার দান গ্রহণ কর।"

ইহা শুনে জনগণ সে মহামণ্ডপ হতে নিত্যই বোধিসত্ত্বের দান গ্রহণ করতে লাগলেন। রাজা সপ্তম দিবসে সর্ব পরিক্খার ও ভোজ্য বস্তু সজ্জিত করে মহাদান দিলেন। তৎক্ষণাৎ সে দান তেজানুভাবে চার নিযুত দ্বিশত সহস্র যোজন দল বিশিষ্ট মহাপৃথিবী মত্ত হস্তীর ন্যায় গর্জন করে কম্পিত হল। মহাসমুদ্র উদ্বেলিত হল, সুমেরু পর্বতরাজ ও সুস্বেদিত বেত্রের ন্যায় অবনমিত হয়ে বারাণসী অভিমুখী হল। বজ্রনির্ঘোষ ও মেঘগর্জন সহ ক্ষণিক অকাল বৃষ্টি বর্ষণ ও বিদ্যোৎ লহরী প্রাদুর্ভূত হল। দেবরাজ ইন্দ্র করতালি দিলেন। মহাব্রহ্মা সাধুবাদ প্রদান করলেন। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত মহাকোলাহল উত্থিত হল। এ বিষয় প্রকাশ করার মানসে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৩। "সে মহাদান প্রদত্ত হলে তখনি ভীষন রোমাঞ্চকর ভাবে পৃথিবী কম্পিত হল।

৪। এবং সে ভাবে নগরও সংক্ষুব্ধ হল।" তৎকালে দেবরাজ ইন্দ্রের ভবন উত্তপ্ত হল। ইহাতে দেবরাজ তৎকারণ চিন্তা করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৫। "আমাকে এ দেবাসন হতে চ্যুত করবার ইচ্ছায় কোন দেব-মনুষ্য দান ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি পুণ্য কর্ম বিশেষভাবে পরিপূর্ণ করছেন কি?

তখন দেবরাজ দিব্যজ্ঞানে তৎবিষয় সম্যক্ জ্ঞাত হয়ে চিন্তা করলেন- "এ ধার্মিক পণ্ডিত রাজা বুদ্ধাঙ্কুরই জনগণকে দান দিচ্ছেন, অনাগতে ইনি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হবেন। এখন আমি মনুষ্য লোকে গিয়ে মহাপুণ্যবান রাজাকে দেবলোকে নিয়ে আস্‌ব।"

এ চিন্তা করে দেবরাজ দিব্য শক্তি প্রভাবে সপ্তরত্ন প্রতিমণ্ডিত এক রত্ন বিমান প্রস্তুত করলেন এবং উহাতে আরোহণ করে দেবলোক হতে ধার্মিক পণ্ডিত রাজার সম্মূখে অবতরণ করার পর মণ্ডপের পূর্ব-পার্শ্বে স্থিত হলেন। রাজা এরূপ অপূর্ব বিমান দেখে নিম্নোক্ত গাথাযোগে জিজ্ঞাসা করলেন-

৬। "ইনি কে? দেবপুত্রের মত বিমানযোগে এসে আমার সম্মূখে স্থিত হলেন? তাঁর নাম কি তাও জানি না। জিজ্ঞেস্ করলেন- "এখানে স্থিত হয়েছেন আপনি কে?" দেবরাজ বললেন-

৭। "রাজন, আমি দেবরাজ! পূর্বজন্মের কৃত পুণ্যের প্রভাবে ইন্দ্রত্ব লাভ করেছি। আপনাকে নিমন্ত্রণ করবার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। সুতরাং এখন আপনাকে দেবলোকে গমন করতে হবে।"

এ বলে দেবরাজ পুনঃ রাজাকে বললেন- "হে পুণ্য পুরুষ, আপনি বুদ্ধাঙ্কুর। আপনি যে মহা পৃথিবী কম্পিত করে মহাদান দিয়েছেন, এর ফলে আপনি অনাগতে বুদ্ধ হবেন। তাই আমি আপনার দানে তুষ্ট হয়ে এখানে এসেছি। এখন আপনি এসে আমার সাথে এ বিমান সদৃশ রথে আরোহণ করুন।" এ বলে দেবরাজ পুনঃ রাজাকে নিমন্ত্রণ জ্ঞাপক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

৮। "রাজন, আমার সাথে দেবলোক গমণের জন্য শীঘ্রই রথে আরোহণ করুন এবং দেবলোকে রমিত হউন।" ইহা শুনে মহাসত্ত্ব "সাধু দেবরাজ" বলে তাঁর বাক্যে সম্মতি প্রদানের পর বিমানে উঠে বসলেন। তখন দেবরাজ সবিমান আকাশে উত্থিত হয়ে দেবলোক অভিমুখে অগ্রসর হলেন। দেবলোক গমন কালে

বিস্ময়কর সুদৃশ্য বিমান সমূহ দেখে দেবরাজকে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করলেন-

৯। দেবরাজ, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, "কোন্ পুণ্যের প্রভাবে এসব দেবতা সপ্তরত্নে সুশোভিত বিচিত্র সুবর্ণ বিমান সমূহ লাভ করেছেন?" বোধিসত্ত্বের প্রশ্ন শুনে দেবরাজ দেবগণের পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম সমূহ নিম্নোক্ত আটটি গাথায় প্রকাশ করলেন-

১০-১৭। "বিহার বুদ্ধ মুর্ত্তি, চৈত্য নির্মাণ ও বোধিবৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি পুণ্যকর্মের প্রভাবে এসব দেবতা ঈদৃশ বিমান লাভ করেছেন। যে ব্যক্তি ধর্মশালা ও সেতু নির্মাণ করে দান করেন তিনি সে পুণ্যের প্রভাবে এরূপ বিমান লাভ করেন। যে ব্যক্তি অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও শয়নাসন দান করেন, তিনি সর্বদা এরূপ বিমান লাভ করেন। যে ব্যক্তি ধ্বজা, পতাকা, ছত্র ও প্রদীপ দণ্ড দান করেন, তিনি সর্বদা এরূপ শ্রেষ্ঠ বিমান লাভ করেন। যে ব্যক্তি চাটাই, কাষ্ট, দন্ত কাষ্ট ও জলদান করেন, তিনি স্বর্গে বিমান-রথ লাভ করেন। যিনি প্রদীপ, ধূপ-ধুম, মালা, সুগন্ধি ও বিলেপন দান করেন তিনি স্বর্গে বিমান-রথ লাভ করেন। যিনি ভিক্ষুগণের ব্যবহার্য-বস্তু দান করেন, বালুকা চৈত্য দান করেন এবং পরের দান দেখে প্রসন্ন হন, তিনি সর্বদা শ্রেষ্ঠ বিমান লাভ করেন। যিনি পাদুকা, মঞ্চ, পীঠ, পালঙ্ক, ধন-ধান্য ও আহার্য বস্তু দান করেন, তিনি সর্বদা শ্রেষ্ঠ বিমান লাভ করেন।"

অতঃপর দেবরাজ বোধিসত্ত্বকে বললেন-

১৮। "হে নরেন্দ্র, আপনি এ নয়নাভিরাম বিমানে বাস করুন। আপনাকে চিরদিনের জন্য এ বিমান দেবো। আপনি

আমার নিকট অবস্থান করুন।” তদুত্তরে বোধিসত্ত্ব নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় বললেন-

১৯-২২। “দেবেন্দ্র ধার করা যান-বাহন বা ধন সম্পদ নিজস্ব হয় না। তা পরের ধন। আপনি তা দান-পুণ্যের প্রভাবেই লাভ করেছেন। সুতরাং সেরূপ ধন আমি ইচ্ছা করিনা। নিজের কৃত পুণ্য বলে লব্ধ সম্পদই স্থায়ী সম্পদ। তাই আমি মনুষ্যকুলে গিয়ে দান, সদাচার, সংযম চিত্ত দমন ইত্যাদি বিবিধ কুশল কর্ম সম্পাদন করে নির্ভীক ও সুখী হতে চাই। ভবিষ্যতে যেন কোনদিন আর অনুতাপ করতে না হয়।”

এ বলে মহাসত্ত্ব দেবলোক হতে বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে গাথাযোগে বললেন-

২৩। “দেবরাজ, এখন আমি এখান থেকে যেতে ইচ্ছা করি। মনুষ্যলোকে অবস্থান করে সর্বদা দানশীল ভাবনাদি সর্ববিধ পুণ্যকর্ম করতে ইচ্ছা করি। সে পুণ্য কর্মের প্রভাবেই আপনার নিকট উৎপন্ন হব।”

তারপর দেবরাজ নিজের রথ-বিমানে বোধিসত্ত্বকে লয়ে স্বর্গ হতে অবতরণ করলেন এবং বারাণসীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়ে স্বীয় বাসস্থানে চলে গেলেন। বুদ্ধ সে বিষয় প্রকাশ করবার ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

২৪। “দেবরাজ ইন্দ্র দেবলোক হতে ধার্মিক পণ্ডিতকে মনুষ্যলোকে পৌঁছিয়ে দিয়ে তাঁকে উপদেশ প্রদানান্তর স্বস্থানে চলে গেলেন।”

তৎপর অমাত্য প্রমুখ জনসাধারণ ধার্মিক পণ্ডিত রাজার আগমন বার্তা শুনে সবাই রাজাঙ্গনে সমবেত হলেন। তখন মহাসত্ত্ব সবাইকে দেবরাজের দিব্য সম্পদের বিষয় নিম্নোক্ত গাথায় বর্ণনা করলেন-

২৫-৩০। "দেবলোক সর্বদা স্বর্ণ রৌপ্যময় দিব্য সম্পদে দেদীপ্যমান ও নৃত্য-গীতে মুখরিত হচ্ছে। দেবগণ তথায় নিরন্তর মহা-পুণ্যবতী দেব ললনাগণ পরিবৃত হয়ে বিরোচিত হচ্ছেন। তথায় তাঁরা দিব্য ভোগ-সম্পদে সৌভাগ্যশালী হয়ে শোভা বর্ধন করছে। দিব্য উদ্যেন, পুষ্করিণী ও প্রাসাদ সমূহ দিব্য সৌন্দর্যে শোভা পাচ্ছে। কল্পবৃক্ষ পরিশোভিত দেবলোকে পুণ্যবান দেবতাগণ অভিরমিত হচ্ছেন। তথায় কার্পাসাদি দিব্য বস্ত্র সমূহ দেবতাদের পুণ্য প্রভাবে কল্পবৃক্ষে উৎপন্ন হয়ে পরিশোভিত হচ্ছে। দেবনগর সর্বদা মৃদঙ্গ, করতাল, শংখ, তুর্য, ঢাক, ঢোল ইত্যাদি নানাবিধ শ্রুতিমধুর মনোরম বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত। মুক্তা, মণি ও বৈদুর্যময় অলঙ্কার সুশোভিত দেবলোকে সর্বদা দিব্য খাদ্য ভোজ্য উৎপন্ন হয়।"

এরূপে মহাসত্ত্ব তথায় সমবেত জনগণকে দেবসম্পত্তির বিষয় বর্ণনা করলেন। তখন জনগণ মহাসত্ত্বের কথা শুনে প্রসন্নচিত্তে দানাদি পুণ্যকর্ম করে পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। মহাসত্ত্বও দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবলোকেই উৎপন্ন হলেন। এরূপে সে ধনাঢ্য ব্যক্তিকে এ ধর্ম দেশনা করে পুনঃ ভগবান তাঁকে নিম্নোক্ত গাথায় চারি আর্যসত্য দেশনা করলেন-

৩১-৩২। "দুঃখ সত্য, দুঃখ সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য ও মার্গ সত্য; এ চতুর্বিধ আর্যসত্য আমি সর্বদাই দেশনা করি। দুঃখ সত্য ত্রৈভূমিক, তৃষ্ণাই সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য নির্বাণ এবং মার্গ সত্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

এরূপে চতুর্বিধ আর্য সত্য দেশনার অবসানে সে ধনাঢ্য ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বুদ্ধ এরূপে তাঁকে

চতুরার্য সত্য দেশনা করে পাঁচটি গাথা বলে জাতক সমাপ্ত করলেন-

৩৩-৩৭। তখন যে দেবরাজ ইন্দ্র ধার্মিক পণ্ডিত রাজাকে স্বর্গে লয়ে গিয়েছিলেন, সে এখন দিব্য চক্ষু ধারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ অনুরুদ্ধ। ধার্মিক পণ্ডিতের পিতা এখন শুদ্ধোদন, মাতা মহামায়া দেবী। ধার্মিকের ভার্যা এখন রাহুল মাতা যশোধরা। অমাত্য প্রভৃতি জনগণ ও অবশিষ্ট জনগণ এখন আমার শাসন পূরক সমস্ত শ্রাবক। ধর্মে স্থিত ধার্মিক পণ্ডিত নামক মহারাজ আমিই এখন লোকনাথ তথাগত সম্বুদ্ধ। অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(ধার্মিক পণ্ডিত রাজ জাতক সমাপ্ত।)

৯। শ্রীধর মহাশ্রেষ্ঠী জাতক-

"শ্রদ্ধা ..... দেখ" এ গাথা ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অবস্থানকালে এক শ্রদ্ধা সম্পন্ন উপাসককে উপলক্ষ করে বলেছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী এক দরিদ্র ব্যক্তি পত্নী সহ অরণ্যে গিয়ে তৃণ-কাষ্ঠ আহরণ ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এ দরিদ্র ব্যক্তি অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি যা উপার্জন করতেন, তা তিন ভাগ করে এক ভাগ দানাদি পুণ্য কর্মে নিয়োগ করতেন, এক ভাগ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং অপর এক ভাগ জমা রাখতেন। একদা তিনি সংবেগ প্রাপ্ত হয়ে চিন্তা করলেন- 'অহো এজগতে প্রবর্তিত সমস্ত সংস্কার একান্তই অনিত্য, উদয় ও ব্যয় ধর্মী।' এরূপ চিন্তা করে নিজের পত্নীকে বললেন- "অহো! এজগতে প্রবর্তিত সমস্ত সংস্কার একান্ত অনিত্য ও উদয়-ব্যয় শীল।" আমরা যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হব

অথবা মৃত্যুর কবলে পতিত হব, তখন কোন ধনই আমাদের সাথে গমন করবেনা। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেই আমাদের অর্জিত অর্থ দানাদি পুণ্য কর্মে ব্যয় করব। এ পুণ্যই ছায়ার ন্যায় আমাদের অনুগমন করবে। আমাদের অর্জিত ধনের এক ভাগ ধন নিজস্ব মনে করে জমা না রেখে দান দেব। তাঁর পত্নী একথা অতি উত্তম বলে অনুমোদন করল। তদ্বধি তিনি একভাগ জীবিকার্জনের জন্য রেখে অপর দু'ভাগ দান-কর্মে নিয়োজিত করলেন। অতঃপর এক সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অরণ্য হতে কাষ্ঠ তৃণাদি আহরণ ও বিক্রি করে পুণ্যপ্রভাবে ক্রমে সমৃদ্ধশালী হলেন। একদা তাঁরা উভয়ে "ইতি পি সো ভগবা ইত্যাদি বুদ্ধগুণ স্মরণ করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনা করার পর একান্তে উপবেশন করে বললেন- 'ভন্তে আমরা উভয়ে দান দেওয়ার যোগ্য বস্তু যা কিছু পাই, তা দান দিয়ে থাকি। ধর্মতঃ যা বস্ত্রাদি সংগ্রহ করতে পারি, তা এবং অর্থ দান করি। এরূপে আমরা এযাবৎ পুনঃ পুনঃ দান করে আসছি"। তাঁদের একথা শুনে বুদ্ধ বললেন- "তোমাদের দান সন্দৃষ্টিক ফলপ্রদ হওয়াতে তোমরা সমৃদ্ধ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেরূপ তোমাদের ও এ দান সমৃদ্ধি প্রসু হয়েছি" এবলে বুদ্ধ নীরবতা অবলম্বন করলেন। তখন ভিক্ষুদের প্রার্থনায় বুদ্ধ সে পুরাতন কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন-

"অতীতে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তখন বোধিসত্ত্ব তথায় এক মহা শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা মাতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রীধর নামক মহাশ্রেষ্ঠী পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি শ্রদ্ধাবান, কল্যাণ ধর্মপরায়ণ ও শীলবান ছিলেন। তখন গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থানকারী এক পচ্চেক বুদ্ধ নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয়ে

সপ্তাহকাল পরে সমাধি হতে উঠে চিন্তা করলেন- আমি বারাণসী নগরে শ্রীধর মহাশ্রেষ্ঠীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হব।” এরূপ চিন্তা করে প্রাতেই দন্তকাষ্ঠে দন্ত ধাবন করে মুখ প্রক্ষালণ করলেন এবং যথাবিধিমতে চীবর পরিধাণ করে ঋদ্ধিময় মৃত্তিকা পাত্র লয়ে আকাশ পথে শ্রীধর শ্রেষ্ঠীর গৃহের দিকে যাত্রা করলেন। তৎকালে সে শ্রেষ্ঠীর প্রাতরাশের জন্য উৎকৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন ও নানাবিধ খাদ্য ভোজ্যাদি প্রস্তুত হয়েছিল। এমন সময় পচ্চেক বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীর গৃহ-দ্বারে এসে স্থিত হলেন। তখন মহাশ্রেষ্ঠী তাঁকে দেখে অতিশয় প্রসন্ন হয়ে মনে করলেন- “অহো, আমার চক্ষুদ্বয় অদ্য সার্থক হয়েছে, পচ্চেক বুদ্ধের দর্শন লাভ করলাম। এখন আমি এরূপ পুণ্য পুরুষকে দান দিয়ে দান রূপ শ্রেষ্ঠ বীজ বপন করব। ইনি আমার প্রতি অনুকম্পা করে বহু দূর হতে এসেছেন।” এরূপ চিন্তা করে প্রসন্ন মনে নিজের জন্য প্রস্তুত উপাদেয় খাদ্য বস্তু উভয় হস্তে মস্তকোপরি ধারণ করে পচ্চেক বুদ্ধের পাত্রে ঢেলে দিলেন। বোধিসত্ত্ব পচ্চেক বুদ্ধকে অন্নদান করে তাঁর পদমূলে নিপতিত হয়ে এরূপ প্রার্থনা করলেন- “ভন্তে, আমার দান-পুণ্যের অনুভাব বলে সমস্ত দেব-মনুষ্য জীবিকা নির্বাহ করুক। উপরন্তু ভন্তে এদান বলে আমি যেন অনাগতে নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ বুদ্ধত্ব লাভ করি।” পচ্চেক বুদ্ধ শ্রীধর শ্রেষ্ঠীর প্রার্থনা শুনে বললেন- “সাধু মহা শ্রেষ্ঠী, আপনি যা প্রার্থনা করলেন, তা পূর্ণ হোক।” এবলে আকাশ পথে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে তা ভোজন করলেন। পচ্চেক বুদ্ধ পরমায়ুর অবসানে সেখানেই নির্বাপিত হলেন। পচ্চেক বুদ্ধকে ভোজন দান করে মহাশ্রেষ্ঠী গৃহ-দ্বারে এসে সে দান বিষয় স্মরণ করে সংকল্প করলেন- “যদি দানের

ফল থাকে, তবে আমার এদানের শীঘ্রই সন্দৃষ্টিক ফল প্রাদুর্ভাব হোক।” এ বলে অধিষ্ঠান করলেন।

মহাসত্ত্বের দান তেজানুভাবেই পুরাতন গৃহ অন্তর্হিত হয়ে সুবর্ণময় প্রাসাদ উৎপন্ন হল। তখন মহাসত্ত্ব নিজের সমস্ত গৃহ সুবর্ণময় প্রাসাদে পরিণত হয়েছে দেখে মনে করলেন- “অহো, আমার এ দানের দ্বারা সুবর্ণময় প্রাসাদ লাভ হল। উত্তম দানের পুণ্য প্রভাবে সন্দৃষ্টিক ফল লাভ হল। এ দানের ফলে পরলোকে আমার নানাবিধ সম্পত্তি লাভ হবে।” এচিন্তা করে সুবর্ণময় গৃহে প্রবেশ করে তথায় নানাবিধ রত্ন সমুজ্জ্বল সুবর্ণ পালঙ্কে উপবেশন করলেন। তখন মহাশ্রেষ্ঠীর পাচক খাদ্য ভোজ্য সজ্জিত করে তাঁর সম্মুখে এনে রাখলেন। এ সময় অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য ভোজ্য দিব্য রসাস্বাদ ও দিব্য গন্ধ সমন্বিত হয়ে একশত সুবর্ণ পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে প্রাদুর্ভাব হল। বোধিসত্ত্ব নিজের সম্মুখে এসব দিব্য খাদ্য-ভোজ্য দর্শনে” অহো! আমার দান তেজে দিব্য ভোজ্যে পরিপূর্ণ শত সুবর্ণ পাত্র প্রাদুর্ভূত হয়েছে এরূপ চিন্তা করবার পর তিনি সে খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিভোগ করলেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়- উক্ত খাদ্য-ভোজ্যের কোনও ঊনতা পরিলক্ষিত হলনা সমস্ত পাত্র খাদ্য-ভোজ্যে পরিপূর্ণ। তৎপর পরিষদ বর্গকে পরিবেশন করলেন। তবুও পাত্র পরিপূর্ণ। শত সহস্র ক্ষুধাতুরাকে দান করলেন, তবুও পাত্র পরিপূর্ণ রইল। উক্ত দিব্য খাদ্যের দিব্য গন্ধ সমগ্র বারাণসী নগরে পরিব্যাপ্ত হল। এতে নগর বাসী অত্যন্ত প্রফুল্ল হল এবং সমগ্র নগরে এক আনন্দ কোলাহলের সৃষ্টি হল। তখন নগর বাসী প্রফুল্ল অন্তরে শ্রীধর মহাশ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হল। তথায় সুবর্ণময় দিব্য প্রাসাদ দর্শন করে বিস্ময়ে অভিভূত হল। সবাই আনন্দাতিশর্যে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে অভিবাদন করে বলল-

"সাধু সাধু মহা শ্রেষ্ঠিন আপনার দান-পুণ্যের অচিন্তনীয় প্রভাব দর্শনে আমরা আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়েছি।" এবলে উপস্থিত জনগণ বোধিসত্ত্বের পুণ্য অনুমোদন করে প্রীতিফুল্লমনে বহু বস্ত্রালঙ্কার উপহার প্রদান করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব তথায় উপস্থিত জনগণকে এ সুবর্ণ গৃহের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১। "শ্রদ্ধা ও প্রসন্ন চিত্তে দান দেওয়ার ফল দেখ আমার এ বিরোচমান সুবর্ণ গৃহ। বিপুল ধন-ধান্য ও ভোগ-সম্পদ ইত্যাদি দিব্য ঐশ্বর্য মহা জনগণ দর্শন করুন।"

এবলে মহাসত্ত্ব স্বীয় দান-ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় বললেন-

২-৪। জগতে দানই পরম শ্রেষ্ঠ, কীর্ত্তি ও যশাবহ এবং সর্বদা সম্পদ ও সুখ উৎপাদক। দানের দ্বারা সর্বদা মনোজ্ঞ স্ত্রী পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রী দাস, দাসী জ্ঞাতী, মিত্র ও সহায় লাভ হয়। দান পুণ্যের প্রভাবে দেব মনুষ্য লোকে সুখাবহ শ্রেষ্ঠ যান, বাহন ও সম্পত্তি লাভ হয়। তদ্ধেতু আপনারা সকলেই দান দেবেন।" জনগণ এদান ফল শুনে প্রীতিফুল্ল চিত্তে মহা শ্রেষ্ঠীকে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

৫-৬। "মহা শ্রেষ্ঠিন আপনার কথিত বাক্যগুলি বড়ই সাধু, উত্তম সুকথিত, কর্ণ সুখকর ও মানবদের অতিশয় প্রিয়। আপনাকে দর্শন করা ও আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা বড়ই উত্তম। ইহা আমাদের পক্ষে সর্বদা সুখাবহ হবে আপনিই এখন মহাদায়ক।"

এবলে সমগ্র নগরবাসী স্বকীয় দাস-দাসী এমন কি নিজকেও ধর্ম পূজার উদ্দেশ্যে বোধিসত্ত্বকে নিবেদন করলেন। তখন ভূমি বাসী দেবতা ও ছ'কামাবচর দেবতা আকাশ হতে

দিব্য পুষ্প বিকীর্ণ করে ধর্ম পূজা মানসে বোধি সত্ত্বকে পূজা করলেন। সে বিষয় প্রকাশ করার ইচ্ছায় বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন।”

৭। তখন সমস্ত দেবতা ধর্ম পূজার্থ চারিদিকে দিব্য পূষ্পু বিকীর্ণ করে শ্রেষ্ঠীকে পূজা করলেন। তখন নাগরাজ নিজের নাগভবন হতে সপ্তবিধ বহু রত্ন এনে বোধিসত্ত্বের সম্মুখে রাশিকৃত করে রেখে ধর্ম পূজা করার পর স্বীয় স্থানে চলে গেলেন। সে বিষয় প্রকাশের ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৮। নাগরাজ স্বীয় ভবন হতে বোধিসত্ত্বকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখে তথা হতে বহু রত্ন বোধিসত্ত্বের সম্মুখে এনে স্তূপাকার করে শ্রেষ্ঠীকে পূজা করার পর পুনঃ স্বীয় নগরে চলে গেলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবলোক হতে অবতরণ করে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সাধুবাদ প্রদান করলেন এবং পূজা করার মানসে বহু দিব্য বস্ত্র ও রত্ন স্তূপাকার করে তাঁকে প্রদান করলেন। তৎপর দেবরাজ বোধিসত্ত্বের কোষাগার স্বর্ণ, রৌপ্য; নানাবিধ রত্ন, নানা বর্ণ বস্ত্র ও ধন-ধান্য পরিপূর্ণ করার পর সুবর্ণ গৃহের উপরিভাগে চতুর্দিকে বহু অযুত সুবর্ণ রৌপ্যময় নানাবিধ ধ্বজা বোধিসত্ত্বকে পূজা করার মানসে উড্ডীন করলেন। তৎপর তাঁকে সপ্তবিধ বস্তু প্রদান করে স্বীয় দেবলোকে চলে গেলেন। শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে সে বিষয় প্রকাশ করলেন।

৯-১১। তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হতে অবতরণ করে শ্রেষ্ঠীর নিকট স্থিত হয়ে দিব্য বস্ত্র, বস্তু ও রত্ন ধ্বজা দ্বারা শ্রেষ্ঠীকে ধর্ম পূজার উদ্দেশ্যে প্রদান করে উপদেশ দিলেন- এবং পুণ্যানুমোদন করে শ্রীধর হতে বিদায় নিয়ে সুখময় স্বর্গে চলে গেলেন।

তখন ব্রহ্মদত্ত রাজা বোধিসত্ত্বের বিপুল বিভব ও যশ কীর্তির কথা শুনে প্রীতিফুল্ল মনে তখনি বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে নিম্নোক্ত গাথায় আলাপ করলেন-

১২। হে মহা শ্রেষ্ঠিন, আপনি কি প্রকারে কীর্তিমান, ধনবান ও যশোভাগ্যে সমৃদ্ধ হলেন, তা আমাকে বলুন।" ইহা শুনে মহাসত্ত্ব রাজাকে নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে দানের ফল বর্ণনা করলেন-

১৩-১৫। রাজন, জগতে দানই উত্তম। দানে নিজকে রক্ষা করে। দানই সৎ ও শ্রেষ্ঠ। দানই ধনাবহ হয়। দানই প্রিয় বস্তু লাভের সহায়ক। দানই সর্বদা প্রিয় নারী, পুত্র, কন্যা ও প্রিয় মিত্র লাভের কারণ হয়। দান সুক্ষেত্রে প্রদত্ত হলে শকটের ন্যায় সুখাবহ ও শ্রেষ্ঠ ধন প্রাপ্ত হয়। দায়ক দেবমনুষ্য লোকে অতিশয় সুখ লাভ করে।"

ব্রহ্মদত্ত রাজা বোধিসত্ত্বের নিকট এরূপ ধর্ম শুনে অতিশয় প্রীতিফুল্ল চিত্তে সুসর্জ্জিত হস্তী, অশ্ব, রথ, নারী ও দাসী প্রত্যেক বিষয় শত পরিমাণ এবং বহু ধন দ্বারা বোধিসত্ত্বকে ধর্ম পূজা মানসে পূজা সৎকার করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব রাজাকে স্বীয় সমৃদ্ধ ভাব প্রকাশ করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৬। মহারাজ, সমুজ্জ্বল ও ধনে পরিপূর্ণ আমার এ সুবর্ণময় গৃহ দেখুন। অন্ন দানাদি করুন।" এ গাথা বলে মহাসত্ত্ব নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সে বিষয় প্রকাশ কল্পে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৭। "তখন ব্রহ্মদত্ত রাজা তাঁর নিকট এসে প্রত্যেক ধন এক' একশত করে দিয়ে সশ্রদ্ধ অন্তরে ধর্মপূজা করলেন। তৎপর মহাশ্রেষ্ঠীকে বলে স্বীয় প্রাসাদে চলে গেলেন।

সে হতে শ্রীধর মহাশ্রেষ্ঠী স্বীয় গৃহদ্বারের পুরোভাগে একদান শালা নির্মাণ করে প্রত্যহ বস্ত্রাদি নানাবস্তু ক্রয়ের জন্য অযুত স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে দানীয় বস্তু অর্থীদের প্রদান করতেন। এরূপে দান দিয়ে মহাসত্ত্ব পুনঃ তাদের নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ প্রদান করলেন-

১৮। "ভবৎগণ, আমি যেমন পূর্বে দান দিয়ে এখন সম্পদশালী হয়েছি, সেরূপ আপনারাও অপ্রমত্তভাবে যথাশক্তি দান করুন।"

তদবধি জনগণ বোধিসত্ত্বের উপদেশ শুনে দানাদি পুণ্য কর্ম করতে লাগলেন। এরূপে তাঁরা পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর দেবলোকেই উৎপন্ন হলেন। বোধিসত্ত্ব ও মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মহাসুখে অবস্থান করে দানাদি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করছিলেন। তৎপর পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে এক অযুত দেবকন্যা পরিবেষ্টিত হয়ে পঞ্চশত যোজন দিব্য প্রাসাদে উৎপন্ন হলেন। এরূপে বুদ্ধ সে দম্পতিকে এ জাতক দেশনা করে পরিশেষে সত্য চতুষ্টয় ধর্মদেশনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

১৯-২০। দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য ও মার্গ সত্য এ চতুর্বিধ সত্য সর্বদা আমি দেশনা করি। দুঃখ সত্য ত্রৈভূমিক, তৃষ্ণা সমুদয় সত্য, নির্বাণই নিরোধ সত্য, এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গেই সত্য।

এ চতুরার্য সত্য দেশনার পর স্বামী স্ত্রী উভয়েই স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হলেন। ভগবান তাঁদের চতুরার্য সত্য দেশনা করে এখন জাতক পরিসমাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত পাঁচটি সমাপ্তি গাথা বললেন-

২১-২৫। তখনকার শ্রেষ্ঠী মাতা এখন মহামায়া। শ্রেষ্ঠী পিতা এখন শুদ্ধোদন। মহাতেজশালী নাগরাজ এখন ছন্ন অমাত্য। দেবরাজ ইন্দ্র এখন অনুরুদ্ধ। রাজা ব্রহ্মদত্ত এখন সারিপুত্র। অমাত্যাদি নগরবাসী এখন আমার পরিষদ। শ্রেষ্ঠীর ভার্যা এ যশোধরা। শ্রেষ্ঠীর পরিষদবৃন্দ এখন আমার শ্রাবক বৃন্দ। সেই শ্রীধর মহা শ্রেষ্ঠীই এখন আমি শ্রেষ্ঠী তথাগত সম্বুদ্ধ। তোমরা সবাই অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(শ্রীধর মহাশ্রেষ্ঠী জাতক সমাপ্ত।)

১০। শঙ্খপত্র রাজ জাতক-

"হায়, হায়, দেবগণই শ্রেষ্ঠ" এই গাথা শাস্তা শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে বাস করবার কালে যশোধরা দেবীকে উপলক্ষ্য করে বলেছিলেন। এক দিবস ভিক্ষুগণ ধর্ম সভায় বসে এরূপ কথার উত্থাপন করলেন- "অহো বন্ধুগণ, আমাদের শাস্তা যশোধরা দেবীকে লাভ করবার জন্য মহাশিল্প প্রদর্শন করায়েছিলেন।" ভগবান দিব্যকর্ণে তা শ্রবণ করে তখনি গন্ধকুটি হতে এসে প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হয়ে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি কথার আলোচনা নিয়ে এখানে বসে আছ?" তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্যমান বিষয়গুলি ব্যক্ত করলে বুদ্ধ বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, যশোধরা দেবীকে লাভের জন্য শুধু এখন নয়, পূর্বেও আমি তাকে নিজের ভার্যারূপে লাভের জন্য রাজ্যশ্রী এবং পিতা-মাতাকেও ত্যাগ করে অন্য নগরে গিয়েছিলাম। এবলে বুদ্ধ নীরব হলেন। তখন ভিক্ষুগণের অনুরোধে তিনি পূর্ব বৃত্তান্ত আরম্ভ করলেন-

"অতীতে অসকরাজ্যে পোতপুর নগরে "যশঃ" নামক এক রাজা ধর্মতঃ রাজত্ব করতেন। "লোম" নামক দ্বীপে "অঙ্কুর"

নামক অপর এক রাজা রাজধর্ম রক্ষা করে রাজত্ব করতেন। উভয় ক্ষত্রিয় পরস্পর উপহারাদি প্রদান দ্বারা বন্ধুত্বসুত্রে আবদ্ধ হয়ে স্বীয় স্বীয় রাজ্যে বাস করতেন। অঙ্কুর রাজা বল-বাহন ও নানাবিধ ধনরত্নে সমৃদ্ধ ছিলেন। তার ভার্যা অগ্রমহিষীর নাম ছিল "অঙ্গুনসনা"। অঙ্কুর রাজার ভগ্নী "যশোকীর্তি" দেবী রূপবতী ও শীলবতী ছিলেন। তাঁকে উক্ত যশঃ রাজাকে প্রদানের জন্য ইচ্ছুক হয়ে মহার্ঘ্য বহু উপহার দ্রব্য, বহু ধনরত্ন ও অযুত সংখ্যক সুন্দরী নারী সহ যশঃ-কীর্তি দেবীকে যশঃরাজের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তখন হতে দেবী যশঃকীর্তি রাজার অত্যন্ত প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হয়েছিলেন। যমঃরাজ তাঁর সহিত পরমসুখে রাজশ্রী পরিভোগ করতে লাগলেন। তখন বোধিসত্ত্ব দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পোত নগরে যশঃরাজার অগ্রমহিষীর যশকীর্তি দেবীর জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। তখন দেবীর জঠর বজ্রপূর্ণের ন্যায় হয়েছিল। প্রত্যহ দান দেওয়ার জন্য তাঁর তীব্র ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁর ইচ্ছার কথা রাজাকে জ্ঞাপন করলেন। রাজা প্রত্যুত্তরে বললেন- "ভদ্রে, তুমি কোন চিন্তা করবেনা। আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করব।" এবলে রাজাঙ্গনে একখানা নগরের চারদ্বারে চারখানা এবং নগরের মধ্যস্থলে একখানা, মোট ছ'খানা দানশালা নির্মাণ করে রাণীকে তা জানালেন। দেবী তদবধি প্রত্যহ প্রত্যেক দানশালায় একসহস্র ছয়শত টাকা ব্যয় করে ছ'খানা দানশালা হতে অন্ন-বস্ত্র দান করতেন। মহাসত্ত্ব রাণীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণের পর হতে যশঃরাজার মহালাভ সৎকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। জম্বুদ্বীপের রাজর্ণ্যবৃন্দ যশঃরাজার জন্য বহুবিধ উপহার দ্রব্য পাঠিয়ে দিলেন। দেবী দশমাস পরে পুণ্যলক্ষণ সম্পন্ন এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তখন যশঃরাজ স্বীয় পুত্রের হস্ততলে

শঙ্খ পত্র চিহ্ন দেখে তাঁর নামকরণ করলেন "শঙ্খপত্র।" শঙ্খপত্র, ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে পরম রূপলাবণ্যে সুশোভিত হলেন। তিনি ছিলেন কল্যাণ ধর্ম পরায়ণ সমস্তদিন যাচক গণকে দান দিতেন। তিনি ছ'খানা দানশালায় বিপুল দানের ব্যবস্থা করলেন।

অঙ্কুর রাজার প্রধান মহিষী অনঙ্গসেনা দেবীর গর্ভজাত কন্যা "রতনবতী" যেমন রূপবতী, তেমন শীলবতী ছিলেন। তিনি বয়স্কা হলে তাঁর অপর রূপলালিত্য দর্শন করে অঙ্কুর রাজা স্বীয় দৌহিত্র বোধিসত্ত্বের সাথে তার বিবাহ বন্ধনের ইচ্ছুক হলেন। রাজা কন্যা রতনবতীর নাম ও ছবি এক সুবর্ণপত্রে অঙ্কিত করালেন তারপর এ সুবর্ণপত্রের অপর পিঠে বোধিসত্ত্বের নাম ও ছবি অঙ্কিত করলেন এবং একখানা পত্র লিখলেন, সে পত্রের মর্ম এই- "আপনার পুত্রকে আমার রাজ্যসহ কন্যা দান করব। শীঘ্রই আপনার পুত্রকে আমার নিকট প্রেরণ করুণ।" এরূপ পত্র লিখে এক থলিয়ায় ঐ সুবর্ণ পত্রসহ লিপি খানা আবদ্ধ করে শিলমোহর দিয়ে স্বীয় দূতকে বললেন- "এ পত্রখানি পোত পুর নগরে যশঃরাজাকে দিয়ে এস।" এবলে দূত প্রেরণ করলেন। দূত সহচরদের সাথে করে পোতনগরে যাত্রা করলেন। তথায় পৌঁছে যশঃরাজাকে উপহার সহ উক্ত থলিয়াটি প্রদান করলেন। তিনি তা খুলে পত্র পাঠ করলেন। রাণী যশঃকীর্তি দেবী পত্রোক্ত বিষয় জ্ঞাত হয়ে রাজাকে বললেন- "মহারাজ, মহাসমুদ্র মহাভয়ঙ্কর। এতে প্রচণ্ড মৎস্য ও বিষধর জন্তু আছে। এখন আমার পুত্র শঙ্খপত্র কুমার অতি তরুণ। এমন অসীম ও ভয়ঙ্কর সমুদ্রে সে উত্তীর্ণ হতে পারবেনা। আপনি কি সমুদ্রের ভয়, গভীরতা ও বিস্তারের কথা জানেন না?" ইহা শুনে রাজা তাঁকে বললেন- ভদ্রে, সমুদ্রে

পতিত হলে কেহ কেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মহা নৌকাযোগে সমুদ্রে গমনকারী মানবগণ মহাভোগ সম্পদও লাভ করে। বহু বণিক সমুদ্রের বহু রৌপ্য, স্বর্ণ ও রত্নে সমৃদ্ধ এবং ঐশ্বর্যশালী হয়ে মনোরথ পরিপূর্ণ করে। আমাদের পুত্রও মহা নৌকাযোগে সমুদ্র উর্ত্তীর্ণ হয়ে উক্ত লোমদ্বীপে নানাবিধ রত্নে সমৃদ্ধ প্রকাণ্ড রাজ্যলাভ করবে। তদ্ধেতু আমাদের পুত্র এইরূপভাবে সমুদ্র পার হয়ে তথায় উপস্থিত হলে, উত্তম বীরের কাজ হবে এবং দিগবীজয়ে সমর্থ হবে।” দেবী রাজার এসব কথা শুনে বললেন- ‘মহারাজ মাতার হৃদয় পুত্রের প্রতি স্বভাবত অতিশয় কোমল। মাতাগণ পুত্রের বিচ্ছেদ কামনা করেনা। তাই আমি এরূপ বলছি। এখন আপনি যা কর্তব্য মনে করেন, তা শীঘ্রই করুন। অতঃপর যশঃরাজ কুমারকে আহ্বান করে মাঙ্গলিক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করলেন, নানা শ্রেষ্ঠ রসময় খাদ্য ভোজন করালেন। তারপর কুমারকে সাবধান সূচক উপদেশ প্রদানান্তর বললেন- ‘বাবা লোমদ্বীপের অঙ্কুর রাজা তোমার মাতুল হয়। তিনি তোমাকে দেখতে একান্ত ইচ্ছুক। তাই তুমি মাতুল রাজার নিকট গিয়ে তোমার মাতৃকূলের সম্পদ রাজ্য গ্রহণ কর। প্রিয়পুত্র, অই রাজার নিকট বাসকরে অপ্রমত্তভাবে রাজ্য রক্ষা করবে এবং উক্ত মহাসম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে।” এরূপ বলে পুত্রকে উপদেশ ও অনুশাসন করার পর তাঁর শিরচুম্বন করে মহা পরিবার সহ লোম দ্বীপে গমনের জন্য আদেশ দিলেন। মহাসত্ত্ব মাতা পিতাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করে মহাপরিবারে পরিবৃত হয়ে যাত্রা করলেন। তখন বোধিসত্ত্বের মাতা যশঃদেবী পুত্রের অনুগমন করে তাঁর মস্তকে হস্ত রেখে সাশ্রু নয়নে বললেন, “প্রাণাধিক পুত্র, আমি যেন অনাথিনী না হই, নিরাপদে গমন কর, তোমাতেই আমার জীবন প্রতিবদ্ধ,

তুমি অচিরেই পুনঃ আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে” অতঃপর বোধিসত্ত্ব চক্ষুপথের অন্তরাল হলে দেবী প্রাসাদে ফিরে আসলেন। বোধিসত্ত্ব মহাপরিবার সহ পোতনগর হতে বের হয়ে ক্রমে সমুদ্রতীরে এসে নৌকায় আরোহণ করলেন। নৌকা সপ্তাহকাল চলার পর যখন সমুদ্রের মধ্যস্থলে এসে পড়ল, তখন সামুদ্রিক প্রচণ্ড বায়ুর প্রাদুর্ভাব হল। নৌকা সে বাত্যাঘাতে সেখানেই ভগ্ন হল। নৌকা ক্রমে সমুদ্রে নিমগ্ন হতে লাগল। তখন নৌকাস্থ জনগণ রোদন ও বিলাপ পরায়ণ হয়ে দেবতাগণকে নিম্নোক্ত গাথায় বন্দনা করে বললেন-

১। হায়, হায়, হে শ্রেষ্ঠ দেবগণ, আপনারা সবাই আমাদের প্রতি অনুকম্পা করে মৃত্যুকবল হতে আমাদেরকে রক্ষা করুণ। আমাদের সবাইকে সমুদ্রতীরে তুলেদিন।” তন্মধ্যে একমাত্র বোধিসত্ত্বই রোদন-বিলাপ ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে বন্দনা করলেন না। তিনি নৌকার ভগ্নাবস্থা জ্ঞাত হয়ে নিজের সারাদেহে গৃত মেখে, আর কতেক ঘৃত পান করলেন। নিজের পোষাক পরিচ্ছদ তৈলে সিক্ত করে দৃঢ়ভাবে বস্ত্র পরিধান করার পর দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি এক উৎকৃষ্টতর হস্তীর শক্তি ধারণ করতেন। তখন মহাসত্ত্ব তথায় রোদন ও বিলাপ পরায়ণ এবং মৎস্য কচ্ছপাদি দ্বারা আক্রান্ত জনগণকে দেখে করুণাচিত্তে চিন্তা করলেন- “আমি এখানে বর্তমান থাকতে এমনুষ্যগনের মৃত্যু না হোক্” এচিন্তা করে, সমুদ্রে সন্তরণ করতে অসমর্থবান জনগণের জন্য নিজের হস্তগত তক্তাফলকখানি দিয়ে দিলেন। তখন বোধিসত্ত্বের জয়দত্ত নামক এক শক্তিশালী অমাত্য নিজের প্রতি ও বোধিসত্ত্বের প্রতি স্নেহবশে তাঁকে নিবারণ করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২। "হে রাজপুত্র, আপনি যে ফলকখানা দিচ্ছেন, তা ধর্ম ও ন্যায় সঙ্গত নয়। কারণ- সে ফলকদান হেতু আপনি শীঘ্রই মৃত্যু কবলে পতিত হবেন।" মহাসত্ত্ব তা শুনে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৩। 'জগতে সর্বদা আর্যদের উৎসাহ ও করুণা সকল প্রাণীর প্রতিই হয়ে থাকে। ধীরগণ সর্বদা পরকে দুঃখ হতে ত্রাণ করেন। ইহা সবারই উত্তম কর্ম।" জয়দত্ত ইহা শুনে পুনঃ তাঁকে ঐফলক দান নিবারণ মানসে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৪। "দেব, একখানা গৃহ লাভের জন্য নিশ্চয়ই একটা কুল ত্যাগ করে। একটা জনপদ লাভের জন্য সমস্ত পৃথিবী ত্যাগ করে। আত্মহিতকামী পণ্ডিতগণ নিজকে রক্ষার জন্য সমস্তই ত্যাগ করে।" মহাসত্ত্ব একথা শুনে জয়দত্তকে নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে বললেন-

৫-৭। বিহঙ্গম সরোবরে বাস করে, মৃগকুল বনে বাস করে, পণ্ডিতেরা পরোপকার করেই বাস করেন এবং শান্তগণ সর্বদা পরহিতে রত থাকেন। তারা ধন, অঙ্গ ও জীবন পরের হিতের জন্য পরিত্যাগ করতে সমর্থ হন। সকৃত সুকর্মের ফল নিশ্চয়ই লাভ করব, তথা এউপায়ের দ্বারা ও নিশ্চয়ই সুফল লাভ করব।" মহাসত্ত্ব জয়দত্তকে এরূপ বলে মহাসমুদ্রের মহাতরঙ্গ বিমর্দন করে সুবর্ণস্কন্ধের ন্যায় অত্যন্ত শক্তিশালী বোধিসত্ত্ব বাহুবলে সমুদ্রে সন্তরণ করতে লাগলেন।

কি কর্মের দ্বারা মহাসত্ত্ব সমুদ্র মধ্যে পড়ে মহাদুঃখ ভোগ করলেন? এটা তাঁর পূর্ব কর্মেরই ফল। এক অতীত জন্মে তিনি বারাণসীতে বাস করবার সময় একদা নদীতে স্নান করবার কালে এক শ্রামণের ক্ষুদ্র একখানা নৌকায় আরোহণ করে স্নান-ঘাটে আগমন করেন। তখন ঐ ব্যক্তি কৌতকবশে জল-তরঙ্গ

উৎপন্ন করে ঐ নৌকাখানা নিমগ্ন করে দিলেন। ইহাতে শ্রামণের মহাদুঃখ উৎপন্ন হয়েছিল। তখন শ্রামণের নিমগ্ন হচ্ছেন দেখে ঐ লোকটি তাঁকে নদীতীরে তুলে রেখেছিলেন। বোধিসত্ত্ব এই একটি মাত্র কর্ম করে পঞ্চশত এরূপ মহাদুঃখ ভোগ করেছিলেন। সে কর্মেই এজন্মে তিনি সমুদ্রে পড়ে মহাদুঃখ ভোগ করছেন। সে বিষয় প্রকাশ করার মানসে ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত ছ'টি গাথা ভাষণ করলেন-

৮-১৩। "একজন্মের কর্মনিবন্ধন বহুজন্ম সমুদ্রে পড়ে দুঃখ ভোগ করেছেন। সুকৃত দুস্কৃত কর্মের ফল কখনো ব্যর্থ হয় না। ক্ষুদ্র কর্ম হলেও তা ক্ষুদ্র বলে উপেক্ষা করা উচিৎ নয়। পূর্বজন্মের এবং ইহ জন্মের কৃতকর্ম ছোট হোক বা বড় হোক তা কখনো ব্যর্থ হয় না। ইহলোকে প্রাণীগণ পাপ বা পুণ্য কর্ম যাই করুক্না কেন, তাহা তাদের স্বকীয় হয়, তাহাই তাদের ছায়ার ন্যায় সাথে অনুগমন করে। তদ্ধেতু মুক্তিকামী পণ্ডিতগণ পাপে চিত্ত সংযোগ করেন না। পুণ্যকর্মই নিজকে নিয়োজিত করে শান্তির পন্থায়। সুগতিকামী পুণ্য কর্মই করা উচিৎ। পুণ্যকর্মই প্রাণীদের সুপ্রতিষ্ঠা হয়।

তখন জয়দত্ত অমাত্য সমুদ্রের মহাতরঙ্গাঘাতে মহাসত্ত্বকে আর দেখলেন না। সুতরাং তিনি একাই তরঙ্গাঘাতে প্রোতপুর নগরে সম্প্রাপ্ত হলেন। সাতদিন যাবৎ সমুদ্র জলে সন্তরণ করায় তদুপুরি অনাহারে ও তরঙ্গাঘাতে অত্যন্ত ক্লান্তদেহে সমুদ্রতীরে উঠলেন। অত্যধিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি বস্ত্রের একাংশ পরিদান করে অপরাংশ গায়ে দিয়ে অতি ধীর পদবিক্ষেপে পথ চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ গমনের পর রাজপথ প্রাপ্ত হলেন। বোধিসত্ত্বের নৌকা যে দিবসে নিমগ্ন হয়েছিল, সেদিন রাত্রির শেষযামে তাঁর মাতা যশঃকীর্তি দেবী স্বপ্নে দেখলেন- "রক্তবস্ত্র

পরিহিত কৃষ্ণবর্ণ ভীষর্ণাকার এক পুরুষ আয়ুধহস্তে এসে রক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করে তাঁর হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে এমন ভাবে আকর্ষণ করল যে, তিনি ভীতা সন্ত্রস্তা হয়ে উত্তানবস্থায় ভূতলে পড়ে গেলেন। অই পুরুষ শস্ত্রের অগ্রভাগ দিয়ে তাঁর চক্ষু উৎপাটন করল। অসির দারুণ আঘাতে দক্ষিণ বাহু ছেদন করল এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ডটি নিয়ে গেল। দেবী ভীতত্রস্তে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে চিন্তা করলেন- "আমি এমন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন কেন দেখলাম? এরূপ স্বপ্নত কখনো মঙ্গলজনক হতে পারে না। আমার অথবা রাজার কি কোনও অমঙ্গল ঘটবে? আমার পুত্র শঙ্খপত্রের কি কোনও বিপদ ঘটেছে কি? এরূপ স্বপ্ন দেখার কারণ কি?" রাণী শয্যা ত্যাগ করে রাজার নিকট উপস্থিত হলেন এবং স্বপ্নের (রোমাঞ্চকর) ব্যাপারে ভীত কম্পিত হৃদয়ে প্রকাশ করলেন। তা শুনে রাজা দেবীকে আশ্বাস বাক্যে বললেন- ভদ্রে, তুমি চিন্তা করোনা। তোমার কোনও অনিষ্ট হবেনা। বায়ু কুপিত হলেও এরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট হয়" ইত্যাদি বলে রাণীকে আশ্বাস দিলেও কিন্তু রাজা পুত্রের জন্য চিন্তিত হলেন। রাজা রাণী উভয়ের চিত্তই শঙ্কিত হল। কুমারের কুশল সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত অতিশয় উৎকণ্ঠায় রইলেন। একদা রাজা দানকার্য সম্পাদন করার পর উপোসথশীল অধিষ্ঠান করে অমাত্যবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে মহাপ্রাসাদে উপবেশন করছেন, এমন সময় জয়দত্ত অমাত্য নগরে প্রবেশ করে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হলেন। তথায় রাজাকে যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বোধিসত্ত্বের সংবাদ বললেন। তা শুনে রাজা-রাণী অত্যধিক শোক-দুঃখে সেখানেই সংজ্ঞা হারা হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। তখন অমাত্য প্রভৃতি সবাই এ মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য দেখে শোকবেগ সংবরণ করতে না পেরে তারাও সেখানে

মূৰ্চ্ছিত হলেন। রাজন্তপুরের মহিলাগণ শিরকেশ পৃষ্ঠদেশে আকীর্ণ করে আকুলভাবে বক্ষে করাঘাত করে রোদন ও বিলাপ করতে লাগ্‌লো। বোধিসত্ত্বের মাতা কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করে জয় দত্তকে সম্মুখে উপবিষ্টাবস্থায় দেখে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করলেন-

১৪-১৫। হে জয়দত্ত, তুমি আমার পুত্রের মিত্র ও সেবক। তুমি তাকে তথায় ত্যাগ করে কেন এখানে এসেছ? হে অমাত্য জয়দত্ত, তুমি আমার পুত্রের সাথে গিয়েছিলে। এখন তাকে জল-মধ্যে নিমগ্নবস্থায় রেখে কেন এখানে এসেছ?” অমাত্য জয়দত্ত রাণীর কথা শুণে সপ্তভাগে বিদীর্ণ হৃদয় হওয়ার ন্যায় শোকাশ্রু-মুখে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৬-১৮। “হে দেবী, নৌকা ভগ্ন হলেও রাজপুত্র নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেহেতুঃ- তিনি তথায় নৌকার ভগ্ন তক্তাফলক পেয়েছিলেন। আমি তাঁকে অনেক কারণ দেখিয়ে নিবারণ করলেও তিনি তা গ্রাহ্য না করে তক্তাফলকখানি অন্যকে সমুদ্র-মধ্যে পরজন রক্ষার জন্য দিয়ে দিলেন। তাই আপনার পুত্র একাকীই জলে নিমগ্ন হলেন। আর আমি তরঙ্গ বেগে নিক্ষিপ্ত হয়ে তীরে উঠে এখানে এসেছি।” অমাত্য জয়দত্ত ইহা বলার পর পুনঃ নিজকে ধিক্কার দিয়ে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৯-২১। “দেবী, আমি সল্প পুণ্যবান ও নরাধম। যেহেতুঃ- স্বীয় প্রভূকে আমার বাক্যে বিশ্বাস উৎপাদন করাতে না পেরে তাঁকে দুঃখ হতে রক্ষা করতে পারলাম না। তিনি শুদ্ধ জ্ঞানী নরোত্তম নিজেই জলে গিয়েছেন। তিনি মহাশক্তিশালী, তাই মহাসমুদ্রে তার মৃত্যু ঘটবে না। আমি যেমন এখানে এসেছি, তিনিও তেমন স্বীয় পুণ্য প্রভাবে এখানে আসাবেন।

তবে দুঃখের বিষয়, আমিই আপনার শোক-দুঃখ উৎপাদন করলাম।' তখন যশঃকীর্তি দেবী শঙ্খপত্র কুমারের জন্য অনুশোচনা করে নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা বল্লেন-

২২-২৬। হায়, হায়, "শঙ্খপত্র" আমাকে কেন অনাথিনী করলে? রাজ্য ও স্ত্রী-লোভে কেন মহাসমুদ্রে গমন করলে? বোধ হয় এ নগরে আমি আর সুখী হতে পারব না। তোমার অদর্শনে সর্বদা দুঃখই ভোগ করব। আমি এরূপ চিন্তা করছি- "ইতিপূর্বে আমার পুত্র অমাত্যগণ পরিবৃত হয়ে রাজাসনে উপবিষ্টাবস্থায় দেখেছিলাম। সে শ্রীসম্পত্তি সমন্বিত পণ্ডিতের সাথে কখন আমার দেখা হবে? আমার আশা ও মনোরথ ভগ্ন হয়েছে। হে পুত্র, আমি অপুণ্যবতী। তোমার মুখ অদর্শনে ও তুমি বিনা আমার জীবিত থাকা কী প্রয়োজন?" দেবী এরূপে রোদন পরায়ণা হয়ে যশঃরাজাকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২৭। "রাজন, আমি পূর্বেই আপনাকে একথা বলেছিলাম। সমুদ্র ভয়ানক।" ইহা শুনে যশঃরাজা অশ্রু মুছে জগত স্বভাব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত গাথা বললেন-

২৮। "নানাভাব ও বিনাভাব হওয়া প্রাণীদের ধর্মতা। সমস্ত সংস্কারই অনিত্য। ইহা জগতের রীতি। অধিক রোদন-বিলাপ করোনা। আমার নিকট সুখেই অবস্থান কর।" পুনঃ দেবী নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২৯। "হে নরেন্দ্র, আমি পুত্র বিনা জীবন ধারণ করতে পারব না। রাজন, আমার পুত্রের খোঁজ করুন। ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা।"

ইহা শুনে যশঃরাজ বললেন- "সাধু ভদ্রে, তুমি সমুদ্র রক্ষাকারী দেবতার নিকট কোন একটা সুখবর পাবে। তুমি যথা

সুখে বাস কর।" এ বলে যশঃরাজ নিজের পুরোহিত পূর্ণ নামক ব্রাহ্মণকে ডাকায়ে বললেন- ভবৎ অদ্যই আপনি সমুদ্র তীরে গিয়ে দেবতাদের পূজা দিয়ে আরাধনা করুন এবং আমার পুত্রের অন্বেষণের জন্য তাঁদের নিকট প্রার্থনা করুন। এ বলে ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করলেন। ব্রাহ্মণ তখন সমুদ্র তীরে দিয়ে পূজা প্রদানের পর রাত্রিকালে দেবতাদের আরাধনা আরম্ভ করলেন। তখন সমুদ্র দেবতা দৃশ্যমানাবস্থায় তথায় এসে ব্রাহ্মণকে বললেন- ভবৎ, রাণী নিজের প্রিয় পুত্র শঙ্খপত্র কুমারের সাথে একত্রিত হয়ে শোকহীন হবেন। দেবতা আরো বললেন- "পুষ্পবিমানে বসিয়ে কুমারকে অঙ্কুর রাজার নিকট নিয়ে যাব। তথায় তার কার্য সম্পন্ন হলে পুনঃ অঙ্কুর রাজ কুমারকে পোতপুর নগরে এনে দেবেন।" পুরোহিত ব্রাহ্মণ দেবতার এবাক্য শুনে প্রভাতে রাজার নিকট গিয়ে দেববাক্যগুলি ব্যক্ত করলেন। যশঃরাজ তা শুনে সন্তুষ্ট চিত্তে নিম্নোক্ত গাথা বললেন-

৩০। "এখন আমার পুত্র শঙ্খপত্রের খবর জ্ঞাত হলাম। দেবতা পূজার প্রভাবে তাঁর অভিপ্সিত কর্ম সমর্যদায় সুসম্পন্ন হবে।"

এবলে রাজা যশঃকীর্তি দেবীকে আহ্বান করে বললেন- "ভদ্রে, তুমি চিন্তা করোনা। আমাদের পুত্র জীবিত আছে।" ইহা শুনে দেবী বললেন- "মহারাজ, পুত্র যে জীবিত আছে, তা আপনি কিরূপে জ্ঞাত হলেন?" রাজা বললেন- "ভদ্রে আমি পূর্ণ নামক ব্রাহ্মণকে সমুদ্রতীরে পাঠিয়ে দেবতার নিকট হতে শঙ্খপত্রের খবর নেওয়ার জন্য বলেছিলাম। দেবতা তথায় এসে ব্রাহ্মণকে এরূপ বলেছেন। 'শঙ্খপত্র রাজকুমার এখন জীবিত আছেন। যশঃরাজ যেন তজ্জন্য চিন্তা না করেন। এরূপ বলেছেন।" এখন রাজা-রাণী উভয়ের পুত্রশোক অপনোদন

হয়ে আনন্দমনে অবস্থান করতে লাগলেন। সে নৌকায় শঙ্খপত্র কুমারের এক ব্রাহ্মণ সহায়ক ছিলেন। তাঁর নাম "বদবা মুখ।" তিনিও সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে চালিত হয়ে প্রাতেই সমুদ্র তীরবর্তী লোমদ্বীপ সম্প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি সেখান হতে ক্রমান্বয়ে রাজপথে অগ্রসর হয়ে রাজোদ্যানে প্রবেশ করলেন। তত্রস্থ পুষ্করিণীতে্ান করলেন। তৎপর বাগান হতে ফল সংগ্রহ করে খেয়ে মঙ্গলশিলাপট্টে শয়ন করে নিদ্রিত হলেন। তৎকালে উদ্যানপাল উদ্যানে বিচরণকালে ঐ ব্রাহ্মণকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখে তাকে জাগিয়ে বললেন- "হে ভদ্র, আপনি কি শ্রমণ?" তখন ব্রাহ্মণ স্বীয় পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন- "বন্ধো, আমি শঙ্খপত্র রাজপুত্রের সহায়ক "বদবামুখ।" উদ্যানপাল তা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন- "এখানে শঙ্খপত্র রাজপুত্র এসেছেন কি? ব্রাহ্মণ বললেন- বন্ধো, রাজপুত্র সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েছেন।" উদ্যানপাল তা শুনে "এখন আমাদের রাজা নষ্ট হয়েছেন। তিনি শঙ্খপত্র কুমারকে আর দেখবেন না। "এবলে রোদন পরায়ণ হয়ে ব্রাহ্মণকে সাথে করে রাজার নিকট উপস্থিত হলেন। অঙ্কুর রাজা ব্রাহ্মণকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন- "কুমার কোথায়? তখন ব্রাহ্মণ রোদন করে করে বললেন- "মহারাজ নৌকা ভগ্ন হয়ে শঙ্খপত্র রাজকুমার সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েছেন।" ইহা শুনে অঙ্কুর রাজা ও অনঙ্গসেনা দেবী উভয়ে অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে সেখানেই মূর্চ্ছিত হয়ে ভূশায়ী হলেন। অমাত্যবৃন্দেরাও শোকাভিভূত হয়ে রোদন করতে লাগলেন। অনঙ্গসেনা দেবী সংজ্ঞা লাভ করে রাজাকে বললেন- "মহারাজ, রাজ কুমারের সমুদ্রে মৃত্যু হওয়াতে আমাদেরই মহা অনর্থ ঘটেছে।" ইহা শুনে রাজা দেবীকে আশ্বাস প্রদান মানসে বললেন- "ভদ্রে, কর্মবিপাক

হতে মুক্ত, এমন কোন প্রাণী জগতে নেই। অপিচ, মহাপুরুষ লক্ষণ সম্পন্ন পুণ্য পুরুষের অকালে মৃত্যু হয় না। ভদ্রে তুমি কোনই চিন্তা করোনা।" এ বলে রাজা নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৩১। "যিনি সুজাত, শীলবান, ধার্মিক ও সত্যবাদী সেরূপ ব্যক্তিকে সর্বদা দেবগণ সমুদ্রে উপস্থিত থেকে রক্ষা ও পালন করেন।"

তখন অঙ্কুর রাজা বদবামুখ ব্রাহ্মণের জন্য উত্তম আহারের ব্যবস্থা করালেন। আহার কৃত্যের অবসানে রাজা বললেন- "হে বদবামুখ আপনাদের রাজবাড়ী, আর এ রাজবাড়ী একই সদৃশ। তাই আপনি আমার নিকটই অবস্থান করুন।" বদবামুখ ব্রাহ্মণ একথা শুনে বললেন- "মহারাজ, আপনার নিকট অবস্থান করলেও আমি সুখে জীবিকা নির্বাহ করতে পারব।" এবলে মহাসত্ত্বের কথা স্মরণ করে অশ্রু মুছলেন তদবধি তিনি তথায় যথাসুখে বাস করতে লাগলেন।

তখন অঙ্কুর রাজ-দুহিতা রতনবতী দেবী শঙ্খপত্র কুমারের সমুদ্রে নিমগ্ন বার্তা শুনে মর্মান্তিক দুঃখে অভিভূত হয়ে নিজের শ্রীপ্রকোষ্ঠে কিং কর্তব্য বিমুঢ় হয়ে বসে আছেন। তখন "ফলবিকা" নাম্নী দাসী তাঁকে ব্যজন করছিল। তৎকালে রতনবতী শঙ্খপত্র রাজ কুমারের জন্য অনুশোচনা করে উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। ফলবিকা দাসী রতনবতীর অবস্থা দেখে বলল- "মাত, অনুশোচনা করবেন না; সন্তপ্ত হবেন না।" রতনবতী বললেন- "হে ফলাবিকে, এখন আমি অধৈর্য্য হয়েছি।" ফলাবিকা দাসী বলল- "মাত, আপনি মুক্তাহার ও রক্তচন্দনের অনুলেপনে আপনার দেহের সন্তাপ নিবারিত হয় কিনা, তা পরীক্ষা করছেন কি?" রতনবতী বললেন- "হে ফলবিকে, তোমার কথা সত্য বটে, কিন্তু তুমি

লোকের হৃদয়গতি জাননা। আমার হৃদয় অসহ দুঃখে কাঁপছে। আমি রাজপুত্রকে না দেখ্লে, মুক্তাহার ও রক্ত চন্দনের অনুলেপনে আমার দেহ-সন্তাপ কিরূপে নিবারণ হবে? প্রিয়জন দর্শনই আমার সর্ব দুঃখ নির্বাপনের দিব্য মহৌষধ। অন্য কেহ আমার সে ঔষধ জানেনা।" ফলাবিকা বলল- "মাতঃ, আপনি কি সুবর্ণ ফলকে শঙ্খপত্র রাজকুমারের প্রতিরূপ দেখেননি?" দেবী বল্লেন- ফলবিকে, তোমার এবাক্য যুক্তিপ্রদ।" এবলে রাজকুমারী সে সুবর্ণপাট আনায়ে নিজের সম্মুখে রেখে রাজকুমারের রূপ দেখ্তে লাগ্লেন। তিনি কুমারের চিত্রপট একবার মাত্র দেখে পুনঃ দর্শনে অসমর্থ হলেন। তিনি একান্তভাবে রোদন করতে লাগলেন। তা দেখে ফলবিকা বল্লেন- "মাতঃ, রোদন করছেন কেন? রাজকুমারের প্রতিরূপ দেখছেন না কেন? হে ফলবিকে, নারীরা সাধারণতঃ অল্প পুণ্যবতী। তাদের পক্ষে ভোগসম্পদ লাভ অতি দুর্লভ। "মাতঃ, আপনি ওরূপ বল্বেননা। আপনি পুণ্যবতী মহাভোগসম্পদ শালিনী। ক্ষত্রিয়কূলে জন্ম নিয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠ রাজকন্যা হয়েছেন।" যদি আমি এরূপ পুণ্যবতী হই, তবে কেন আমি স্বামী দেখ্লাম না? স্বামীর বিয়োগ যন্ত্রণা কেন ভোগ করছি? এ রাজপুত্রই আমার স্বামী। আমাকে না দেখে কেন সমুদ্রে তার মৃত্যু ঘট্ল। "মাতঃ, রাজা কি আপনাকে তার হস্তে সমপর্ণ করেছেন? তাঁর মৃত্যুতে কি আপনি বিধবা হয়েছেন?" "রাজা তাঁর হস্তেই আমাকে সমর্পণ করে দিয়েছেন।" আপনাকে রাজা কখন দিয়েছেন? যশঃরাজ পুত্রকে আমার কন্যা দেব" এরূপ প্রতিশ্রুতি আমার পিতা পূর্বে দিয়েছেন। 'মাতঃ প্রতিশ্রুতি দেওয়া, তা কথার কথামাত্র। সত্য নয়, রাজা আপনাকে অন্যস্থানে সম্প্রদান করবে।" একথা শুনে

রতনবতী রাজনীতির স্বভাব ধর্ম প্রকাশ মানসে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

৩২। "রাজা ব্রাহ্মণ ও কুমারী এক কথাই বলেন, ইহাই সনাতন ধর্ম।" মাতঃ, আপনাকে রাজা এবলে দিয়েছেন বটে; কিন্তু সে রাজ কুমারের সাথে আপনার দেখাও হয়নি।" তার সাথে আমার সংবাস হয়েছে। "তাঁর সাথে আপনার সংবাস কখন কোন স্থানে হয়েছে কি?" হাঁ স্বপ্নযোগে।" মাতঃ, আপনি সে রাজপুত্রের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়েছেন। তাই আমার উপদেশ মেনে নিচ্ছেন না।" রতনবতী একথা শুনে মনে মনে বললেন- "এ দাসী আমার চিত্তগতি বিরূপ করছে। এখন আমাকে দমন নীতি উপদেশ দিচ্ছে।" এ চিন্তা করে ফলবিকা দাসীকে বললেন- "হে ফলবিকে, এখন আমার হৃদয়ে দাহ উৎপন্ন হয়েছে। তুমি পদ্ম সরোবরে গিয়ে আমার জন্যি পদ্ম ও পদ্মের নাল নিয়ে এস। "আমি আপনাকে একাকিনী রেখে কিরূপে যাব?" আর্যপুত্র আমার সহায় আছেন। শীঘ্রই তুমি যাও।" তখন দাসী সেখান হতে বিদায় নিয়ে পদ্ম নালের জন্য যাত্রা করল। গমন কালে রাজকুমারী রতনবতী সুবর্ণপত্রে বোধিসত্ত্বের ছবি দেখে সাশ্রুনেত্রে বললেন- আর্যপুত্র, কি দোষে আমার সাথে কথা বলছেন না! এখন আপনি সমুদ্র দেবকন্যার প্রলোভনে পড়ে তার সাথে অভিরমিত হচ্ছেন। তাই এখানে আমাকে দেখতেও আসছেন না। আপনি আমার সংবাদ জ্ঞাত হয়ে দুঃখকে দুঃখ মনে না করে আমার জন্যই সমুদ্রে বিনষ্ট হয়েছেন। তাই আমার দুঃখ জানেন না। আমার আর জীবিত থাকা কি প্রয়োজন? এখন আপনার বিচ্ছেদেই আমার জীবন ত্যাগ করব।" এবলে একখানা পরিধানের বস্ত্র দ্বারা ফাঁসি তৈরী করে তা স্তম্ভে বন্ধন করলেন। তৎপর শঙ্খপত্রের ছবিকে লক্ষ্য

করে বললেন- হে আর্যপুত্র এখন আমি আপনাকে বলছি যে- আমার এ জীবন পরিত্যাগ দ্বারা পরলোকে যেন আপনার পদসেবিকা হতে পারি।”

তখন বিজনী নগী তাঁর এক যাত্রী বর্হিদ্বারে দাঁড়িয়ে তার এসব কার্য দেখে ও কথা শুনে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। সে সময় রতনবতী স্তম্ভসমীপে এসে ফাঁস বস্ত্র স্পর্শ করে বললেন- “হায়! হায়! হৃদয়, তুমি ভয় করোনা। তুমি এ দেহ পরিবর্তন করে পরলোকেই রাজপুত্রের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে নয় কি?” এরূপ বলে স্বীয় গ্রীবাদেশে ফাঁস পরলেন। সেক্ষণেই বিজনী ধাত্রী দৌঁড়ে এসে উভয় হস্তে জড়িয়ে ধরে বলল- “হে আর্যকন্যা, আপনি কেন এরূপ কার্য করছেন? আপনার এরূপ কর্ম করা উচিত নয়।” ধাত্রীর কথা শুনে রতনবর্তী বললেন- “হে মাত ধাত্রী, আমার কর্ম অযৌক্তিক হবে কেন? সে আর্যপুত্র আমার স্বামী, যেরূপ আমার জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করেছেন, সেরূপ আমিও তাঁর সহধর্মিনী হওয়ার জন্য জীবন ত্যাগ করছি।” বিজনী ধাত্রী বলল- “মা, এখন আপনার দেহ ত্যাগে ফল কি? রতনবতী বললেন- “এ দেহ ত্যাগ করে পরলোকে হলেও আর্যপুত্রের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে।” ইহা শুনে বিজনী ধাত্রী বলল- ‘আর্যে, আমি কখনো এমন কথা শুনিনি।’ এবলে রাজকুমারীকে নিম্নোক্ত গাথায় অনুশাসন করলেন-

৩৩। ‘যে নারী সজ্ঞানে সর্বদা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, সে পরলোক প্রিয় সংবাস লাভ করে।’

রতনবতী এগাথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন- ‘আচ্ছা মাতঃ আমি সেরূপই করব। তখন ফলবিকা দাসী পদ্ম সরোবর হতে পদ্ম ও পদ্মনাল লয়ে রতনবতীর নিকট উপস্থিত হল। বিজনী

ধাত্রী তাকে দেখে তর্জন গর্জন করে বলল- 'রে দাসী, তুমি আমার এ মেয়েকে একাকিনী রেখে কেন অন্যত্র গিয়েছ?' ফলবিকা বলল মাতঃ, আমার এ স্বামিনীর নির্দেশে আমি পত্রের মৃলাল আনতে পদ্ম সরোবরে গিয়াছিলাম। ইহাতে আমার কোন দোষ নেই।' রতনবতী বললেন মাতঃ, তুমি দাসীর প্রতি রাগ করবেনা। আমিই তাকে পাঠিয়েছি।' এবলে দাসীর নির্দোষ প্রতিপন্ন করলেন। সেদিন হতে রতনবতী মহাসত্ত্বের উদ্দেশ্যে দান প্রদান ও নিত্য পঞ্চশীল এবং উপোসথ শীল প্রতিপালন করতে আরম্ভ করে নানাবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে লাগলেন।

মহাসত্ত্ব সমুদ্রে জনগণকে ফলক দানের প্রভাবে মৎস্য কচ্ছপ ও কুম্ভীরাদির ভয় হতে মুক্ত রয়েছেন, 'ফলক দান আমার সুপ্রদত্ত হয়েছে।' এসব চিন্তা করে লোনাজলে মুখ প্রক্ষালন পূর্বক উপোসথশীল অধিষ্ঠান করলেন। তৎপর স্বীয় বাহুবলে সমুদ্র সন্তরণ করে সপ্তম দিবসের সায়হ্নকালে লোমদ্বীপ সম্প্রাপ্ত হলেন। তখন তিনি সমুদ্র হতে উঠে বস্ত্র হতে জল নিষ্কাশন করে একখানা পরিধান করলেন, অপর একখানা গায়ে দিয়ে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন। অতঃপর তার দক্ষিণ হস্তে ও বামহস্তে দক্ষিণ হস্ত এবং উভয় হস্তে পাদদ্বয় মর্দন করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। শ্রান্তি বিনোদনের পর তিনি সমুদ্র তীরে রৌপ্য সদৃশ বালুকা পুলিনে পায়চারি করতে লাগলেন। তখন চিন্তা করলেন- 'আমার বহু উপকারী পিতা মাতাকে ত্যাগ করে স্ত্রীরত্ন ও রাজ ঐশ্বর্যের লোভে এখানে এসে অকৃতজ্ঞের কাজ করেছি।' মহাসত্ত্ব এরূপ চিন্তা করে নিজের পিতামাতার জন্য অনুশোচনায় অভিভূত হয়ে

পড়লেন। তখন সেখানেই স্থিত হয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু বর্ষণ করতে করতে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

৩৪-৩৯। আমি সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েছি' আমার মাতা এ খবর পেয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ পুত্র শোকে শোকার্ত হবেন। তাঁর চিত্ত সর্বদা মৃতবৎসা ধেনুর ন্যায় পুত্রশোকে শোকগ্রস্ত হবেন ॥ পিতাও আমার নিমগ্নের সংবাদ পেয়ে মৃতবৎসা কুঞ্জরীর ন্যায় পুত্রশোকে দীর্ঘকাল ধরে রোদন-বিলাপ করবেন ॥ আমার পিতা-মাতা পুত্রশোকে সর্বদা কম্পিত চিত্তে ম্রিয়মান হৃদয়ে অতি দুঃখে দিন যাপন করবেন নয় কি? বোধহয় এতে তাঁদের মৃত্যুও হবে ॥ আমি পূর্বে দানশালা তৈরী করে অন্ন এবং অন্যান্য যা কিছু দান করেছি, সে পুণ্যের অনুভাব বলে আমার পিতা-মাতার স্বস্তি হোক্। অতঃপর বোধিসত্ত্ব আপন প্রতিভাবলে ধৈর্য ধারণ করলেন। সেদিন ছিল পূর্ণিমার উপোসথ দিন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথেই চন্দ্রোদয় হল।

তৎকালে 'দুর্বিতর্ক' নামক এক ব্রাহ্মণ এক সহস্র টাকার ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় উত্তমর্ণ কর্তৃক অত্যধিক তিরস্কৃত হলেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে ঋণ পরিশোধ করতে পারলেন না। অগত্যা আত্মহত্যার ইচ্ছায় অই পূর্ণিমার জোৎস্না ধবলিত রাত্রে একখানা রজ্জু লয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তৎপর তিনি ফাঁস তৈরী করে এক বৃক্ষশালায় রজ্জু বন্ধন করলেন। গ্রীবায় ফাঁস সঠিক ভাবে বন্ধন করার সময় মহাসত্ত্ব শঙ্খপত্র কুমারের নিষেধ বাণী শুনে স্তব্ধ হয়ে দেখলেন, তাঁর অনতিদূরে এক সৌম্য মূর্তি তাঁর দিকে বিস্ময় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন- 'ব্রাহ্মণ, আপনি কি আত্মহত্যা করেছেন? আত্মহত্যা

মহাপাপ। অমন কাজ করবেন না।' এরূপে তাঁকে নিবারণ করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৪০। মনুষ্যত্ব লাভ বড়ই দুর্লভ। এ দুর্লভত্ত্ব লাভের জন্য দেবতারাও প্রার্থনা করে থাকেন। মহাপুণ্যের ফলেই ইহা লাভ হয়। কেন আপনি এমন সুদুর্লভ মানব জীবন নষ্ট করতে যাচ্ছেন?

এরূপ অমূল্য উপদেশ বাণী শুনে ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন- ইনি একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হবেন। তিনি নিশ্চয়ই আমার দুঃখ বিনোদন করতে সক্ষম হবেন। এখন আমি তাঁর নিকট যাওয়াই উচিত হবে।' এমনে করে তিনি রজ্জু ফাঁস নিক্ষেপ করে মহাসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হয়ে আত্ম-কাহিনী ব্যক্ত করলেন। বোধিসত্ত্ব তা শুনে করুণার্দ্র চিত্তে স্বীয় অঙ্গুলী হতে এক রত্ন অঙ্গুরীয়ক খুলে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে বললেন- "ভবৎ, আপনি এ রত্ন অঙ্গুরীয়ক দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে অবশিষ্ট দিয়ে স্ত্রী-পুত্র সহ জীবন যাত্রা নির্বাহ করুন। খন আপনি যথাসুখে চলে যাউন।" এরূপ বলে নিম্নোক্ত গাথায় প্রার্থনা করলেন-

৪১। 'এ দান প্রভাবে আমার সঙ্কল্প পূর্ণ হউক। এ সুক্ষেত্রে প্রদত্ত দান মহিমায় আমি যেন অনাগতে বোধিলাভ করে সুখী হই। বোধিলাভের জন্যই আমার এ দান।'

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন- 'মহাশয় আপনি কোথা হতে এখানে এসেছেন? 'আমি সমুদ্র হতে এখানে উঠে এসেছি।' আপনি অতিশয় ক্লান্ত হয়েছেন, সুতরাং আমার ক্রোড়েই শয়ন করুন। ইহাতে আপনার ক্লান্তি বিনোদন হবে ও সুখ শয়ন হবে।' ব্রাহ্মণের কথা শুনে মহাসত্ত্ব চিন্তা করলেন- 'ইনি আমার দানের উপকার স্বীকার করেছেন, সুতরাং ইনি আমার কোনও অনর্থ করবেন না।' এ চিন্তা করে তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ

সরলতায় নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণের ক্রোড়ে মস্তক রেখে শয়ন করলেন।

বোধিসত্ত্ব যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হলেন, তখন ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন- 'এখন আমি কি উপায়ে এ লোকটির দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়কটি লাভ করতে পারি? তখন তার মনে এরূপ দুরভিসন্ধির উদয় হল- 'ইহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করে দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়কটি আত্মসাৎ করতে হবে।' এমনে করে ব্রাহ্মণ সেক্ষণে স্বীয় অঙ্গুলী দ্বারা বোধিসত্ত্বের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করলে, তখন তিনি তীব্র বেদনাগ্রস্ত হয়ে নিজের উভয় হস্তে ব্রাহ্মাণকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলেন। এ জন্মে বোধিসত্ত্বের দেহে এক হস্তীর বল ছিল। এতে ব্রাহ্মণ যন্ত্রে ইক্ষু নিষ্পেষণের ন্যায় নিষ্পেষিত হয়ে মৃত্যু ভয়ে ভীত হল। তাই এ দুষ্ট ব্রাহ্মণ নিজের জীবন প্রার্থনা করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৪২। 'তাত আমি দুর্মেধাঃ, এ অপরাধীকে অনুকম্পা করে ক্ষমা করুন, দুঃখ হতে রক্ষা করুন। এখানে আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমার আয়ু ধ্বংস করবেন না।" মহাসত্ত্ব বললেন- "হে দুর্বুদ্ধি পরায়ণ ব্রাহ্মণ, তুমি নিশ্চিন্ত হও। এরূপ আশ্বাস প্রদান মানসে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৪৩। "তোমার কোন দোষ হয়নি। দুষ্টদের জন্য কোন সদ্ধর্ম নেই। অন্ধকার সূর্যমণ্ডলের বিপরীত। ব্রহ্মলোক সেরূপ অসতের প্রতিকুল। এবলে তিনি ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- "কি কারণে তুমি আমার দুঃখ উৎপাদন করলে? ব্রাহ্মণ বলল- "আপনার দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়ক গ্রহণের জন্য।" ইহা শুনে তিনি চিন্তা করলেন- "আমার নিকট সর্বক্ষণ দান চেতনা আছে নয় কি? একে প্রথমে একটি অমূল্য রত্ন অঙ্গুরীয়ক দিয়েছি। পুনরায় যদি সে আরো একটি যাচ্ঞা করে তাও

দেব। তার মনোরথ পূর্ণ করব।" এচিন্তা করে নিজের ত্যাগ চিত্ত প্রকাশের ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় বললেন-

৪৪-৪৭। "হে ব্রাহ্মণ, যদি তুমি আমার মস্তক, রত্ন ও হৃদয়ও চাও, তাও আমি সানন্দে তোমায় দান করব। হে ব্রাহ্মণ তজ্জন্য আমার অন্তর ও অঙ্গ কম্পিত হবেনা। দান আমার অতি প্রিয়। দানেই আমি রমিত হই ॥ ব্রাহ্মণ, তুমি আমার নিকট যা ইচ্ছা কর তা-ই তোমাকে দেব। বোধির জন্যই আমি দান দেওয়ার ইচ্ছা করি। সর্বদা আমি দান দিয়ে মনোরথ পূর্ণ করি। তুমি পুনঃ আমার নিকট হতে এ অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ কর।"

মহাসত্ত্ব এরূপ বলে চক্ষুবেদনা সহ্য করে, সাধু, সাধু বলে সিংহনাদ করতঃ সর্বজ্ঞ বুদ্ধ জ্ঞানকে হেতু করে দ্বিতীয় অমূল্য রত্ন অঙ্গুরীয়কটি ও ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন। ব্রাহ্মণ তা গ্রহণ করে প্রহৃষ্ট চিত্তে বললেন- আপনার এদান আপনাকে নিরাপদে পালন করুক।" এবলে চলে গেল। সে রাত্রে পঞ্চশত চোর পথিকের নিকট হতেও তৈজসপত্র ও অর্থ লুণ্ঠন করে ঝোপ ঝাড়ে পালিয়ে থাকত, অপর পথিক হতেও লুণ্ঠন করবার আশায়। তারা ব্রাহ্মণকেও ধরে তার নিকট হতেও রত্ন অঙ্গুরীয়কদ্বয় কেড়ে নিল এবং নির্দয়ভাবে প্রহার করে সে মিত্রদ্রোহীকে 'মানধ্বজ' নামক রাজার নিকট নিয়ে গেল। তখন সিংহ ও কুঞ্জার নামক দুজন বনচারী মানধ্বজ রাজার উদ্যান সমীপে বাস করত। সূর্য তেজ প্রখর হওয়ার পর ঐ বনচারীদ্বয় ধনুশর হস্তে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে অরণ্যে প্রবেশ করল। তারা ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল- 'আর্য আপনি কি এখানেই বাস করেন? বোধিসত্ত্ব বললেন- 'আমি গতকল্যই সমুদ্র হতে উঠে এখানে এসেছি। বনচরদ্বয় বোধিসত্ত্বের কথা শুনে বলল- 'অহো, লোকটির কথা

বড়ই মধুর। ঈদৃশ সৎপুরুষের সাথে আমাদের দেখা হল। সুতরাং ইনির সেবা আমাদের একান্তই উচিত।’ এচিন্তা করে উভয়ে বলল- ‘আমরা আপনার সেবা শুশ্রূষা করব। আপনি আমাদের গৃহে যেতে পারবেন কি? বোধিসত্ত্ব বললেন তোমরা উভয়েই আমার অবস্থা বোঝতে পারছ।’ তখন উভয়ে সাদরে তাঁর হস্ত ধরে তাদের গৃহে নিয়ে আসলেন। তথায় তার চক্ষুদ্বয় ধৌত করে ঔষধ প্রদান করল। তৎপর খাদ্য ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করে শয়নের ব্যবস্থা করে দিল। তদবধি তারা মৈত্রী করুণা চিত্তে তাঁর সেবা করতে লাগল। তাদের সেবাগুণে কয়েকদিন পরে বোধিসত্ত্ব সুস্থ ও সবল হলেন। তখন তিনি তাদের ধর্মকথায় উপদেশ প্রদান করার ইচ্ছায় নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা বললেন-

৪৮-৫২। ‘কর্মের হেতুতেই প্রাণীগণ সংসারে বিচরণ করে। প্রাণীদের কুশলাকুশল কর্ম পরলোকে তাদের সংগে ছায়ায় ন্যায় অনুগমন করে। সবাই দণ্ড ও মৃত্যুকে ভয় করে। নিজের উপমা গ্রহণ করে অন্য প্রাণীকে হত্যা বা আঘাত করো না। জগতে মনুষ্যত্ব, শ্রদ্ধাসম্পদ, সদ্ধর্ম ও সদ্ধর্মদেশক লাভ করা বড়ই দুর্লভ। তাই পণ্ডিতগণ সর্বদা সশ্রদ্ধ অন্তরে দানশীল ভাবনা ইত্যাদি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করেন। পণ্ডিত ও সুজনদের সংসর্গে অবস্থান কর এবং রাত্রিদিন সর্বদা পঞ্চশীল সযত্নে রক্ষা কর।” ইহা শুনে বনচরদ্বয় ‘সাধু বলে এ উপদেশ সমূহ গ্রহণ করল। বোধিসত্ত্ব তাদের পঞ্চশীল দান করলেন। তৎপর বনচরদ্বয় তাঁর বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে একখানা মঞ্চে বহন করে রাজপথ সম্প্রাপ্ত হল। জনগণ মহাপুরুষের রূপশ্রী দর্শনে সকলেই ঔৎসুক্য হয়ে তাঁর পশ্চাৎ গমন করল। বনচরদ্বয় কিছুদুর গিয়ে এক ধর্মশালায় মঞ্চ রেখে বিশ্রাম

করতে লাগলেন। তখন জনগণ মহাসত্ত্বকে পরিবেষ্টন করে সোৎসাহে বললেন- 'অহো, এই মঞ্চ যে তৈয়ার করেছে, তাঁর জীবন ধন্য। তখন মহাসত্ত্ব নিম্নোক্ত গাথা বলে তাদের ধর্মদেশনা করলেন-

৫৩-৫৫। যে ব্যক্তি প্রদুষ্টমনে কিছু করে বা বলে, তা শকট-চক্র যেমন বলীবর্দ্দের পশ্চাৎ অনুগমন করে, সেরূপ দুঃখও তার পশ্ছাধাবন করে। যে ব্যক্তি প্রসন্ন চিত্তে কোন কর্ম করে বা ভাষণ করে, তা ছায়ার ন্যায় সুখ তার অনুগামী হয়। দানের দ্বারা ধনবান ও শীলের দ্বারা রূপবান হয়। জগতে পণ্ডিতগণ ভাবনা দ্বারা শান্তচিত্ত ও উত্তম জ্ঞান লাভ করে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন ॥

জনগণ এরূপ চমৎকার ধর্মদেশনা শুনে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে ধর্ম পূজার উদ্দেশ্যে বোধিসত্ত্বকে সাধুবাদ সহযোগে বহুবস্ত্র ও দ্রব্যসম্ভার দিয়ে পূজা করল। তৎপর বনচরদ্বয় সে পূজা-সামগ্রী সহ মহাসত্ত্বকে লয়ে পথ চল্‌তে লাগ্‌ল। তখন বনচরদ্বয়ের স্ত্রীদ্বয় পাপচিত্ত উৎপন্ন করে তীক্ষন্‌ সুরা ও পিষ্টক খাদ্যাদি লয়ে স্বামীদ্বয়কে ফিরিয়ে আনবার জন্য তাদের পশ্চাৎগামিনী হল। স্ত্রীর বারম্বার অনুরোধে বনচরদ্বয় পুনরায় বোধিসত্ত্ব সহ গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করল। তারা গৃহের সমীপস্থ হলে নারীদ্বয় বক্ষে বারবার করাঘাত করে বলল- "তোমরা আবার কেন এই অন্ধকে সাথে এনেছ? এঅন্ধ কোন্‌ কাজে লাগ্‌বে? অন্ধ নিয়ে তোমরা গৃহে প্রবেশ করো না।" স্ত্রীদের কথায় তারা ক্রুদ্ধ না হয়ে সহাস্যে গৃহে প্রবেশ করল। তখন নারীদ্বয় ও গৃহে প্রবেশ করে উক্ত তীক্ষন্‌ সুরা পান করল এবং পুনঃ পুনঃ বক্ষে করাঘাত করে হাসতে লাগল। বনচরদ্বয়ও নিজের গৃহে প্রজ্ঞাপ্তসনে বোধিসত্ত্বকে রেখে জনগণের প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার সমূহ

শৃঙ্খলভাবে যথাস্থানে রাখ্তে লাগ্ল। রমনীদ্বয় বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি দেখে এক নারী অপর নারীকে বল্ল- "বোন, এসে দেখ, এঅন্ধ মহাধনশালী। এখন আমাদের স্বামীদ্বয় ওর নিকট হতে ধন নিয়ে নিশ্চয় তরুণী ভার্যা গ্রহণ করবে আমাদের ত্যাগ করে ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই লজ্জার ব্যাপার হবে। অদ্য হতে আমরা তাদের পানীয় পরিভোগ্য জলাদি এনে দেব।" স্ত্রীদ্বয় এরূপ পরামর্শ করে ভালরূপে কাজ করতে লাগল এবং স্বীয় স্বীয় স্বামীকে বন্দনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু তারা তাদের দোষ ক্ষমা করল না। মহাসত্ত্ব তা জেনে তাদের বললেন- 'বন্ধো, তোমরা স্বীয় স্বীয় ভার্যার সহিত প্রসন্ন মনে বাস কর এবং তাদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হও" এরূপে তাদের উপদেশ দিয়ে পরে ঐ নারীদ্বয়কেও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করলেন।

কিছুদিন পরে বনচরদ্বয় বোধিসত্ত্বকে বলল- "আমাদের গৃহখানা ছোট আপনার পক্ষে অসুবিধা হয়েছে। তদ্ধেতু আপনি রাত্রিবাস ও ভোজন কৃত্যাদি সম্পাদন করে দিবাবিশ্রামের জন্য উদ্যানে গিয়ে নির্জনে মঙ্গলশিলাপট্টে উপবেশন করে থাকলেই ভাল হবে।" এ প্রস্তাব শুনে তিনি বললেন- "বন্ধোগণ, তোমাদের সুচিন্তিত প্রস্তাব বড়ই উত্তম। তাই হউক।" তখন হতে বনচরদ্বয় প্রত্যহ প্রাতেই বোধিসত্ত্বের স্নান ও ভোজনকৃত্যের অবসানে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে মঙ্গল শিলাপট্টে উপবেশন করিয়ে প্রত্যাবর্তন কালে বল্ত- 'আর্য, সূর্যাস্তের সময় আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব।" এরূপে কিছুদিন গত হওয়ার পর একদা রতনবতী রাজ কন্যা উৎকণ্ঠা বিনোদন মানসে উদ্যান ভ্রমণের ইচ্ছা করলেন। সুতরাং যথাকালে তিনি সহচারীদের সঙ্গে নিয়ে উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন রাজন্তঃপুরে

রক্ষক ব্যক্তিগণ অগ্রবর্তী হয়ে রাস্তা হতে পথিক পুরুষদের উচ্চৈঃস্বরে সাবধানবাণী বলে সরিয়ে দিতে লাগল। তখন মঙ্গলশিলাপট্টে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্ব সহায়ক বনচরদ্বয়কে বললেন- বন্ধোগণ, এখন এত উচ্চবাক্য কেন শোনা যাচ্ছে?" তারা বলল- "আর্য, আমাদের রাজকন্যা রতনবতী উদ্যান ভ্রমণ উদ্দেশ্যে আসছেন, তাই এত কোলাহল। এখন আমরাও চলে যাচ্ছি।" তিনি বললেন তাহলে আমিও যাব। তারা বলল- "আর্য, আপনি পুরুষ হলেও অন্ধ। তাই আপনি এখানে থাকতে পারবেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- "এ দেশের নাম কি?" বনচর বলল- এ দেশের নাম 'লোমদ্বীপ'। এবলে তারা মহাসত্ত্বকে বলে চলে গেল। রতনবতী দেখ্লেন- নানাপ্রকার বৃক্ষ, কুঞ্জবন ফল ও ফুলে উদ্যান সুশোভিত। পঞ্চবর্ণ পদ্মে সমাছন্ন বালুকাময় পুস্করিণী, বিবিধ বিবিত্র বিহঙ্গমকুলের সুতান লহরী মনোরম, অতি মনোরম কিছুদূরে মঙ্গলশিলাপট্টে উপবিষ্ট দেখলেন বোধিসত্ত্বকে। তখন রাজকন্যা চমৎকৃত হলেন। চিন্তা করলেন- "এ সুন্দর যুবক কে? কোথাও যেন একে দেখেছি মনে হচ্ছে"। দাসীকে বললেন- "ফলবিকে, ফলবিকে, কে এ যুবক, পরিচয় নিয়ে এস।" তখন দাসী বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করল- "ওগো, আপনি কে? কোথা হতে এসেছেন," তিনি বললেন- "আমি সমুদ্র হতে উর্ত্তীণ হয়ে এখানে এসেছি।" দাসী গিয়ে রাজ দুহিতাকে একথা বলল। তা শুনামাত্র কুমারী চমকিত হয়ে উঠলেন। বুক দুরু দুরু করে উঠল। দাসী বলল- 'আর্যে কী বলব, এতরূপ আর কোথাও দেখিনি। কিন্তু সে অন্ধ।" তা শুনে রাজকন্যার মুখ বিমর্ষ হল। তবুও আশা ত্যাগ করলেন না। চিন্তা করলেন- "সমুদ্র হতে উর্ত্তীণ ইনিই না আমার আর্য পুত্র?" এস দাসী, তাকে আমি

দেখব। এ বলে দাসীকে সাথে নিয়ে মহাসত্ত্বের নিকট উপনীত হলেন। রাজকন্যা তাকে খুব লক্ষ্য করে দেখতে লাগলেন। তখন দাসী বলল- 'আমাদের রাজকন্যা রতনবতী আপনার আগমন উদ্দেশ্য জানবার ইচ্ছায় এখানে এসেছেন।" বোধিসত্ত্ব বললেন- 'রাজকন্যা যা জান্‌তে চান, তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।" তখন রতনবতী জিজ্ঞাসা করলেন- 'আর্য্য আপনার চোখ কিভাবে নষ্ট হল? বোধিসত্ত্ব- 'ভদ্রে কর্মফল। এবলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৫৬-৫৭। একজন্মে আমি পাপ-পুণ্য উভয় বিধ কর্ম করেছিলাম। সে পাপের ফলেই এখন আমি অন্ধ হয়েছি। ভদ্রে, পূর্বে আমি এরূপ কর্ম করেছি। তাই আমার এ অবস্থা হয়েছে। কায়-বাক্য মনে যা করা হয়, তাই তাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে। ইহা শুনে রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলেন- "আর্য, আপনার এ বিয়োগ কে ঘটালো?" তখন বোধিসত্ত্ব নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৫৮। সর্বদা বীজের ধর্মতানুযায়ীই ফল হয়। আমি পূর্বে বোধ হয় কারো বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছিলাম।"

রতনবতী এ সল্পমাত্র ধর্মকথা শুনে অতিশয় প্রীতি সৌমনষ্য উৎপাদন করে "অহো, উনির বাক্যগুলি অত্যন্ত সুভাষিত।' এরূপ চিন্তা করে দাসীকে বল্‌লেন- "হে দাসী, তুমি এখন আমার প্রকোষ্টে গিয়ে আমার নিজস্ব সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা শীঘ্রই নিয়ে এস।" দাসী এ নির্দেশ মতে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা এনে দেবীকে প্রদান করল। তখন তিনি বোধিসত্ত্বকে বললেন- "আর্য, এখন আপনার সুভাষিত ধর্ম কথার পূজার জন্য সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা আপনাকে প্রদান করছি। ইহা আপনি গ্রহণ করুন।" ইহা শুনে তিনি চিন্তা করলেন- এ রাজকন্যা সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা

আমাকে দান করছে। আমি ইহার দান গ্রহণ করব না।” এ চিন্তা করে তিনি এদান প্রত্যাখান করবার উদ্দেশ্যে বল্লেন- “তুমিই ইহা পুনঃ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে দিচ্ছি।” তিনি বল্লেন- আর্য্য, এ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা আপনারই উপযোগী। আমার প্রতি অনুকম্পা করে এ মুদ্রা গ্রহণ করুন। মহাসত্ত্ব তাঁর কথা শুনে চিন্তা করলেন- “আমার বনচারী বন্ধুদ্বয় আমার বড়ই উপকারী। সুতরাং এখন আমি এ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করে তাদের দেব।” এরূপ চিন্তা করে বললেন- “আচ্ছা ভদ্রে, তাহলে দাও।” এ বলে দেবীর সম্মুখে শঙ্খপত্র লাঞ্ছিত হস্ততল প্রসারণ করলেন। দাসী বোধিসত্ত্বের প্রসারিত শঙ্খপত্র অঙ্কিত হস্ততল দেখে দেবীকে কানে কানে বলল- ‘আর্য, আমি এর হস্ততলে শঙ্খপত্র অঙ্কিত আছে দেখলাম।’ রতনবতী একথা শুনে বোধিসত্ত্বকে অবলোকণ করে আমাকে জানাবে?’ এরূপ চিন্তা করে তাঁকে সুবর্ণ মুদ্রা সমূহ প্রদান করলেন। তিনিও তা গ্রহণ করে নিজের নিকট রেখে দিলেন। তৎপর রতনবতী সে স্থান হতে সামান্য দূরে গিয়ে দাসীকে বল্লেন- ‘ফলবিকে, আমরা উভয়ে তাঁকে কি করে জানব?’ ফলবিকা বলল- ‘আর্য্যে, আপনার সুবর্ণ পত্রে অই ছবিখানি দেখা উচিত হবে।’ তিনি বল্লেন- হ্যাঁ, তোমার প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত। ‘এখন তুমি গিয়ে সে সুবর্ণ পাট্খানি নিয়ে এস।’ দাসী তখনিই গিয়ে সে সুবর্ণ পাটখানি এনে দেবীর হস্তে দিল। তিনি তা দেখে ‘আহা! এ ছবিখানি ইনির মতই অবিকল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ইনি অন্ধ এ চিন্তা করে দাসীকে বললেন- ‘ফলবিকে, এব্যক্তি অন্ধ বিধায় সন্দেহ উৎপন্ন হচ্ছে।’ দাসী বলল- আর্যে, ‘বদবা মুখ ব্রাহ্মণ আমাদের এ সংশয় বিনোদন করতে পারবে।’ তিনি বললেন- “হ্যাঁ, ঠিকই বল্ছ। তুমি গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে এস’ দাসী

তখনি গিয়ে তাকে যথাশীঘ্র দেবীর নিকট এনে দিল। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'দেখুন, অই শিলাপট্টে উপস্থিত পুরুষটি কে?' তখন 'বদবা মুখ' ব্রাহ্মণ তাঁকে দেখে চিনতে পারলেন এবং দৌঁড়ে গিয়ে বোধিসত্ত্বকে জড়িয়ে ধরে দেবীকে বললেন- "আর্যে, এ কুমার আমাদের রাজপুত্র। ইনিই আমার প্রিয় সহায় শঙ্খপত্র কুমার।" ইহা শুনে সপরিষদ রাজকন্যা এবং অন্তঃপুর নিবাসীনী নারিগণ বোধিসত্ত্বকে পরিবেষ্টন করে রোদন করতে লাগলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ কুমারের মুখাবলোকণ করে বললেন- হে রাজপুত্র, কিরূপে আপনার চক্ষু নষ্ট হল? তিনি বললেন- "ব্রাহ্মণ আপনি নীরব থাকুন। প্রাণী সমূহ সংসারে সংসরণ করবার কালে এতাদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। মহাসত্ত্ব এবলে "কর্মেই সুখ-দুঃখ প্রবর্তিত হওয়ার কারণ ব্রাহ্মণকে দেখাবার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৫৯-৬০। প্রাণীসমূহ সংসারে সংসরণ করবার কালে পূর্বকৃত কর্মের হেতুতেই নিত্য সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সকল প্রাণীই কর্মের দ্বারা সংসারে যশঃর্কীতি ও প্রশংসা লাভ করে। জগতে ক্ষতি বৃদ্ধি লাভ হয় কর্মেরই হেতুতে।"

তখন রতনবতী ফলবিকাকে বললেন- হে, তুমি গিয়ে আমার পিতা মহারাজকে এ সংবাদ জ্ঞাপন কর। দাসী তখনি দেবীর আদেশে গিয়ে অঙ্কুর রাজাকে শঙ্খপত্র কুমারের আগমন বার্তা নিবেদন করলেন। তখন অঙ্কুর রাজা ও অনঙ্গসেনা দেবী উভয়ে এসংবাদ শুনে হৃষ্ট তুষ্ট হয়ে মহাসেনা বাহিনী পরিবৃত হয়ে তথায় আগমন করলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদের দেখে "এখন আপনার মাতুল মহারাজ রাণীসহ এখানে এসেছেন। এবলে কুমারকে নিয়ে গিয়ে রাজরাণীকে বন্দনা করালেন। তৎপর অঙ্কুররাজা মহাসত্ত্বকে আলিঙ্গন করে রোদন করতে লাগ্‌লেন।

অমাত্যবৃন্দ জনগণ ও অনঙ্গসেনা দেবীও রোদন করতে লাগলেন। শোক বিনোদনের পর অঙ্কুররাজা বোধিসত্ত্বকে বললেন- "তোমার এদুঃখ কি কারণে উৎপন্ন হয়েছে?" বোধিসত্ত্ব বললেন- "মহারাজ আমার এদুঃখ পূর্বকর্ম বিপাক বশেই উৎপন্ন হয়েছে।"

বোধিসত্ত্বের মাতা যশঃকীর্তি দেবী মহাসেনা বাহিনী সহ স্বীয় রাজ্য হতে যাত্রা করে সে দিবসেই লোমদ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন। তখন দৌবারিক অঙ্কুর রাজাকে যশঃকীর্তি দেবীর আগমন বার্তা নিবেদন করলেন। অঙ্কুর রাজা প্রহৃষ্ট হয়ে যশঃকীর্তি দেবীকে আগু বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য মহাপরিবার সহ অনঙ্গসেনা দেবী ও রতনবতী দেবীকে প্রেরণ করলেন। মহাসত্ত্বও তখন স্বীয় মাতার আগমন বার্তা শুনে অঙ্কুর রাজাকে বললেন- মহারাজ, আমিও মাতাকে আগু বাড়িয়ে আনবার জন্য যেতে ইচ্ছা করি রাজা তাঁকে নিবারণ কল্পে বললেন- কুমার, তুমি এখন রুগ্ন আমার সাথে এখানে উপবেশন কর। তিনি বললেন- 'মহারাজ, আমার মাতা আমাকে অন্বেষণ করবার জন্য নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য না রেখে মৃত্যুমুখ সদৃশ অতি ভয়ঙ্কর মহাসমুদ্র পার হয়ে এখানে এসেছেন। তবে আমি জীবিত থেকেও আমার মাতাকে আগু বাড়িয়ে আনবনা কেন? আপনি আমাকে অনুমতি দিন। এরূপ বললেও রাজা তাঁকে উক্তরূপে বারত্রয় নিবারণ করলেন। মাতৃগুণ স্মরণ করে মহাসত্ত্ব অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন রতনবতী সহ অনঙ্গসেনা সপরিষদ পরিবৃত হয়ে সমুদ্র তীরে উপনীত হলেন। সেখান হতে যশঃকীর্তি দেবীকে সুবর্ণ স্যন্দনে করে এনে যখন তারা উদ্যানে পৌঁছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- আমার পুত্র এখন কোথায় আছে? উত্তর হল- 'আর্যে, আপনার পুত্র এ

উদ্যানে জনগণ পরিবৃত হয়ে মঙ্গল শিলাপট্টে উপবিষ্ট আছেন।” দেবী পুত্র দর্শনের প্রবলা ইচ্ছায় “স্যন্দনে গমন গৌণ হচ্ছে” মনে করে স্যন্দন হতে অবতরণ করে পদব্রজে চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে পুত্রকে দূরহতে দেখে স্নেহের প্রবলাকর্ষণে দ্রুত গিয়ে পুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন। দেবীকে দেখে অঙ্কুররাজা বোধিসত্ত্বকে বললেন- রাজ কুমার, তোমার মাতা এখানে এসেছেন।” ইহা শুনে তিনি আসন হতে উঠে মাতার নিকট গিয়ে অভিবাদন করলেন। যশকীর্তি দেবী অঙ্কুর রাজাকে বন্দনা করে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন এবং শির চুম্বণের পর রোদন পরায়ণা হয়ে বললেন-

৬১-৬২। প্রণাধিক পুত্র, আমি তোমাকে দর্শনের জন্যই এসেছি। অদ্য তোমার দর্শন পেয়ে আমার সর্বশোক উপশম হয়েছে। অদ্যই আমি সুখী হলাম। তুমি সুখী হও। আমার বিচ্ছেদ দুঃখ এখন নিবৃত্ত হয়েছে। তোহার দুঃখও নিবৃত্ত হউক।” তাঁর এরূপ বিলাপ শুনে রাজ পরিষদও বিলাপ করলেন। শোক উপশম হওয়ার পর যশঃকীর্তি দেবী পুত্রের মুখ অবলোকন করে বললেন- প্রাণপ্রতিম পুত্র, তোমার চক্ষু কে নষ্ট করল? তিনি বললেন- মাত ‘দুর্বিতর্ক’ ব্রাহ্মণই আমার এ অনর্থকারী। এ বলে ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করলেন। ইহা শুনে দেবী বিলাপ পরায়ণা হয়ে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৬৩। অকৃতজ্ঞ পাপচিত্ত ও ধনলোভী ব্রাহ্মণই আমার প্রিয় পুত্রের এরূপ দুঃখ উৎপাদন করেছে।

এখন অঙ্কুর রাজা চিন্তা করলেন- ‘এ রাজ কুমার আমার কন্যার জন্যই এরূপ দুঃখপ্রাপ্ত হয়েছে। একে আমার কন্যা সম্প্রদান করব বলে ইতি পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এখন এর চক্ষু নষ্ট হলেও তাকে আমার কন্যা সম্প্রদান করব।’ এরূপ

চিন্তা করে রাজা যশঃকীর্তি দেবী সহ শঙ্খপত্র কুমারকে মহাপরিষদ সমভিব্যাহারে সুসজ্জিত স্বীয় নগরে নিয়ে এলেন এবং মহাসৎকারের সহিত দেব বিমান সদৃশ সুসজ্জিত রাজ প্রাসাদে বোধিসত্ত্বের সহিত রতনবতীর অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন। এতে শঙ্খপত্র ও রতনবতী পরম সুখে সুখী হলেন। রাজকন্যা পতিকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও পরম যত্নে সেবা করতে লাগলেন। তখন মানধ্বজ রাজা নিজের এক কর্মচারীকে আদেশ করলেন- 'ওহে, তুমি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করে এ অঙ্গুরীয়ক যুগল উপহার স্বরূপ অঙ্কুর রাজাকে দিয়ে এস। তখন কর্মচারী রাজার আদেশমতে সে অঙ্গুরীয়ক সহ অই দুষ্ট ব্রাহ্মণকে শৃংখলাবদ্ধ করে লোমদ্বীপ নগরে প্রবেশ করল। তথায় মানুষেরা ব্রাহ্মণকে শৃংখলাবদ্ধ দেখে সংক্ষুব্ধ হলেন। রতনবতীর পদচারিণী বন্ধনদশা প্রাপ্ত ব্রাহ্মণকে দেখে রতনবতীকে তা জানাল। তখন তিনি প্রকোষ্ঠ হতে বের হয়ে দ্বিতল প্রাসাদে দাঁড়িয়ে কোলাহলের কারণ জানবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করলেন এ মহাশব্দ কিসের এবং কেনই বা কোলাহল হচ্ছে?' তখন মহাসত্ত্ব পত্নীকে আহ্বান করে বললেন- 'ভদ্রে আমি এখানে একাকী, তাই এ মহাশব্দ শুনে আমি ত্রাসিত হয়েছি। শীঘ্রই তুমি এখানে এস, তাঁর কথা শুনে দেবী ক্ষিপ্রগতিতে প্রবেশ করে সুবর্ণ পাত্রে গন্ধরস সহযোগে মিশ্রী সরবৎ তৈরী করে তাঁকে প্রদান করে বললেন- 'রাজপুত্র, এখন আপনি তৃষিত হয়েছেন। এ পানীয় পান করুন"। 'ইহা শুনে রাজকুমার ক্ষত্রিয়াভিমানে বিমন হয়ে চিন্তা করলেন- 'এখন এ নারী 'মিশ্রী সরবৎ পান করুন, এরূপ বাক্য প্রয়োগে আমাকে অবজ্ঞা করছে। স্ত্রীগণ আটটি কারণে নিজের স্বামীকে অবজ্ঞা করে। যথা- স্বামীর রুগ্নাবস্থায়, চলতে অক্ষমতায়, জীর্ণ শীর্ণ

হলে, সুরাদি নেশাসক্ত হলে, ঔদাসিন্যতায়, পর নারীর প্রতি অনুরক্ততায়, সর্বকর্মে প্রমত্ততায়, ধন উৎপাদনে অমনযোগীতায় এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদিময় অলঙ্কার তৈরী করে না দেওয়ায়। এ কারণ সমূহের মধ্যে এর অবমাননায় একমাত্র কারণ হল 'আমি অন্ধ।' ইহাই আমার দোষ। এ চিন্তা করে বললেন- 'ভদ্রে, তোমার এ পানীয় পান করা আমার নিষ্প্রয়োজন।' এ বলে তিনি পানীয় পান করলেন না। তখন রাজকন্যা তাঁর বাক্য শুনে মর্মান্তিক দুঃখে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হল। তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন- হে স্বামিন, রাজপুত্র, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি অনিচ্ছায় প্রমত্ত হয়েছি। আপনার বাক্য উপলব্ধি করতে পারিনি। দেবী এরূপ তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেও ক্ষমা না পেয়ে পিতা মাতার নিকট গিয়ে অশ্রুসিক্ত বদনে এ বিষয় তাঁদের কর্ণগোচর করলেন। তা শুনে উভয়ে তাঁকে বললেন- 'হে রতনবতি, তুমি অন্যায় করেছ। তোমার জন্ম রাজকুলে তুমি রাজকন্যা। সুতরাং স্বামীর কোন প্রকার অশান্তি উৎপাদন করা তোমার উচিৎ নয়।' রতনবতী বললেন- 'তাহলে অদ্যই আমি স্বামীর নিকট বিশিষ্টরূপে ক্ষমা প্রার্থনার ব্যবস্থা করব।' এ বলে তখন তিনি ধার্মিক শ্রমণ ব্রাহ্মণদের একত্রিত করে দেববিমান সদৃশ অলঙ্কৃত মহাপ্রাসাদে বসলেন। তৎপর সপরিবারে অঙ্কুর রাজা 'অনঙ্গসেনা দেবী ও যশঃকীর্তি দেবী এ জনত্রয়কে মহার্ঘ্য আসনে বসালেন। মহাসত্ত্বকে নিজে নানারত্নে সজ্জিত মহার্ঘ্য শয্যায় রাজপরিষদের মধ্যস্থলে বসালেন। তখন রতনবতীও্লান করে সর্বাভরণে প্রতিপণ্ডিতা হয়ে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালনের পর সে মহাসম্মিলনীতে উপস্থিত হলেন। পদ্ম প্রভৃতি সুগন্ধপুষ্পমাল্যে স্বামীকে পূজা করলেন। তৎপর তিনি পূর্বমুখী হয়ে জানুদ্বয় ভূতলে স্থাপন করতঃ মস্তকোপরি

অঞ্জলীবদ্ধ করে সত্যক্রিয়া করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত গাথায় ভাষণ করলেন-

৬৪-৬৬। সমবেত সর্বজনমণ্ডলি, আপনারা সবাই আমার বাক্য শ্রবণ করুন। জগতে সর্বক্ষণ সত্যই পরম ও প্রধান। ইহা একান্তই সত্য যে যেকোন সময় স্বামী আমাকে আহ্বান করলে, তখন ঔৎসুক্যে সাড়া দিয়েছি। এ সত্যবাক্যের প্রভাবে তাঁর বামচক্ষু উৎপন্ন হয়ে তিনি সুখী হউক। আমি যেন সর্বদা অপ্রমত্তভাবে স্বামীর নিকট বাস করতে পারি। "এ সত্যবাক্যের প্রভাবে তাঁর বামচক্ষু উৎপন্ন হউক।" রতনবতী এ সত্যক্রিয়া করা মাত্রই মহাসত্ত্বের বামচক্ষুর প্রাদুর্ভাব হল। সেক্ষণেই চুরানব্বই অযুত দ্বিসহস্র যোজন দলবিশিষ্ট মহা পৃথিবী উন্মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় সগর্জনে কম্পিত হল সুমেরু পর্বতরাজ নমিত হল বিদ্যুৎ বিকশিত হল। চন্দন পারিজাত প্রভৃতি দিব্যচূর্ণ ও দিব্যপুষ্প আকাশ হতে বর্ষিত হল। অন্তরীক্ষে দিব্য তুর্য দিব্য সঙ্গীতের সুতান লহরী রণীত হল। সেক্ষণে দেবগণ মুহুর্মুহুঃ সাধুবাদ বিঘোষিত করলেন। তৎপর মহাসত্ত্ব আসন হতে উঠে অঙ্কুর রাজাকে বললেন- "মহারাজ, এখন আমি সত্যক্রিয়া করব। রাজা তাঁর কথা অনুমোদন করে বললেন- 'তাত, তুমিও এখন সত্যক্রিয়া কর।" তখন তিনি মুখ প্রক্ষালনের পর পূর্বাভিমুখী হয়ে দক্ষিণ জানু ভূতলে স্থাপন করে মস্তকোপরি অঞ্জলীবদ্ধ করত নিম্নোক্ত গাথায় সত্যক্রিয়া করলেন-

৬৭-৭০। সমাগত ভদ্রগণ, আপনারা সবাই আমার বাক্য শ্রবণ করুন ব্রাহ্মণ দ্বারাই আমার চক্ষু নষ্ট হয়েছে। আমার অঙ্গুরীয়ক আত্মসাতের ইচ্ছায় সে আমার এরূপ দুঃখ সৃষ্টি করেছে। আমার চক্ষু উৎপাটন কালে আমি বহু দুঃখ বেদনা অনুভব করেছিলাম। কিন্তু আমার অন্তরে কোন প্রকার

ক্রোধভাব জাগ্রত হয়নি। এ সত্যবাক্যে আমার দক্ষিণ চক্ষু উৎপন্ন হউক। দানই আমার প্রিয়। তাই তাকে অঙ্গুরীয়ক দিয়েছি, বোধিলাভের জন্যই। আমি যদি সত্যিই ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করি, তাহলে এ সত্যবাক্যের প্রভাবে আমার দক্ষিণ চক্ষুর প্রাদুর্ভাব হউক।" মহাসত্ত্ব সত্যক্রিয়া করা মাত্রই তাঁর দক্ষিণ চক্ষুর প্রাদুর্ভাব হল। সেক্ষণেও মহা পৃথিবী কম্পণ প্রভৃতি বহু আশ্চর্য বিষয়ের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এই সময় দেবগণ সপুরোহিত যশরাজকে এক পুষ্পবিমানে বসিয়ে আকাশ পথে লোমদ্বীপে এনে নভোমণ্ডলে স্থিত হলেন। তখন 'বদবামুখ' তথায় দণ্ডায়মান হয়ে উর্দ্ধদিকে অবলোকণ করে সে পুষ্পবিমানে আগত যশঃরাজা ও পুরোহিতকে দেখে জনগণকে বললেন- "সুধীবৃন্দ, দেখুন পুরোহিত সহ আমাদের রাজা এসে আকাশেই স্থিত হয়েছেন। তখন জনগণ আকাশের দিকে অবলোকন করে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলেন। অতঃপর এ বিমান এসে সিংহদ্বারে স্থিত হল। ইহা দেখে জনগণ তাঁদের আগুবাড়িয়ে নেওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। বোধিসত্ত্বের পিতা যশরাজ তথায় স্থিত বোধিসত্ত্বকে দেখে, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন ও তাঁর শিরচুম্বন করে বললেন- আমার প্রিয় পুত্র তুমি, সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ কর।" এবলে পুত্র ও পুত্রবধু উভয়ের মধ্যে অতি প্রিয়ভাব জ্ঞাত হয়ে রাজা অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করলেন। তখন দৌবারিক এসে অঙ্কুর রাজাকে বলল- "মহারাজ, মানধ্বজ রাজার দূত এসে দ্বারে অপেক্ষা করছেন। রাজা বললেন- 'তাকে এখানে নিয়ে এস।' তখন অমাত্য রাজদূতকে সাথে করে নিয়ে এলেন। তখন রাজদূত অঙ্কুররাজাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে বললেন- 'মহারাজ এ অঙ্গুরীয়কদ্বয আমাদের রাজা আপনার নিকট উপহার স্বরূপ

পাঠিয়েছেন। অঙ্কুররাজা সে অঙ্গুরীয়ক দেখে যশঃ রাজাকে বললেন- 'রাজন দেখুন, এ অঙ্গুরীয়কদ্বয় রাজা মানধ্বজ আমার জন্য পাঠিয়াছেন।' যশঃরাজা বললেন- 'তা বড়ই উত্তম হইয়াছে।' অঙ্কুর রাজা অঙ্গুরীয়কদ্বয় গ্রহণ করে তা শঙ্খপত্রকে প্রদান করলেন। তারপর রাজা দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'দূত, তোমাদের রাজা এ অঙ্গুরীয়কদ্বয় কোথায় পেলেন?' দূত বলল- 'মহারাজ, এক ব্রাহ্মণের নিকটই পেয়েছেন। "সে ব্রাহ্মণ এখন কোথায় আছেন?" মহারাজ, তিনি এখন এখানে বর্হিরদ্বারে রয়েছেন। রাজা বললেন- "এখন তাকে এখানে নিয়ে এস।" দূত বলল- "মহারাজ সে ব্রাহ্মণ এখন বন্দী, শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাই এমাঙ্গল্য স্থানে তার প্রবেশ করা ন্যায় হবেনা।" ইহা শুনে মহাসত্ত্ব করুণ চিত্তে অঙ্কুর রাজাকে বললেন- মহারাজ, এ ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিন। অতপর রাজা দূতকে বললেন- "হে দূত, তুমি তাকে বন্ধন মুক্ত করে এখানে নিয়ে এস।" তখন দূত গিয়ে ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিয়ে রাজার নিকট নিয়ে এলেন। অঙ্কুর রাজা ব্রাহ্মণকে দেখে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করলেন- "বাবা, এ ব্রাহ্মণই কি তোমার চক্ষু উৎপাটক?" কুমার বললেন হাঁ মহারাজ, ব্রাহ্মণ তা শুনে অত্যধিক ভীত হয়ে সেখানে ভূপতিত হল। তখনি মিত্রদ্রোহিতা কর্মের ধর্মতঃ অনুরূপ বিপাকবশে ব্রাহ্মণের চক্ষুদ্বয় চক্ষুকোটর হতে বের হয়ে পড়ল। বোধিসত্ত্বের চক্ষু উৎপাটন মহা গুরুকর্ম। এই দারুণ কর্মই ব্রাহ্মণের দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্মে পরিণত হয়েছে। কর্মের এরূপ মহাবিপাক দান দর্শন করে সবাই আশ্চর্য হলেন। মহাসত্ত্ব যতদূর বিস্ময়াপন্ন হয়েছেন ততোধিক করুণায় ও কাতর হলেন। তিনি করুণার্দ্র অন্তরে আসন হতে উঠে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন- হে

ব্রাহ্মণগণ, ভয় করবেন না” এবলে আশ্বস্ত করে নিম্নোক্ত গাথায় সত্যক্রিয়া করলেন-

৭১। হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমার চক্ষুদ্বয় উৎপাটনকালে আমার অন্তরে কিঞ্চিৎমাত্রও ক্রোধের সঞ্চার হয়নি। আমার এ সত্য বাক্যের প্রভাবে আপনার চক্ষু পূর্ববৎ হউক এবং আপনি সুখী হউন।”

বোধিসত্ত্বের সত্যক্রিয়া-প্রভাবে তখনি ব্রাহ্মণের চক্ষুদ্বয় প্রাদুর্ভাব হল। তৎপর ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বকে দেখে, অহো! এ কল্যাণ মিত্রের দ্বারা আমার এরূপ কল্যাণ হল। এচিন্তা করে নিম্নোক্ত গাথায় আনন্দভাব প্রকাশ করলেন-

৭২। হে রাজপুত্র, আপনার দ্বারা আমি সুখী ও নির্ভয় হইলাম। আপনিই আমার সুখ উৎপাদন করলেন।”

ইহা শুনে তিনি তাকে উপদেশ প্রদান মানসে বললেন- হে ব্রাহ্মণ, এহতে আর মিত্রদ্রোহীর কাজ করবেন না।” ব্রাহ্মণ বললেন- রাজপুত্র আপনার উপদেশ বড়ই মঙ্গলদায়ক। এমিত্র দ্রোহিতার কর্মফল আমি ইহলোকেই ভোগ করলাম। আজ হতে এরূপ কর্ম আর করবনা।” অতঃপর মহাসত্ত্ব সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন। তখন ব্রাহ্মণ তা গ্রহণ করে সন্তুষ্টচিত্তে যথা সুখে চলে গেল। তারপর বোধিসত্ত্ব অঙ্কুর রাজাকে বললেন- “রাজন, এখন আমার বহু উপকারক সিংহ ও কুঞ্জর উভয়উদান পালকে দেখতে একান্ত ইচ্ছা করি।” ইহা শুনে রাজা জনৈক ব্যক্তিকে বললেন- “হে, তুমি যথাসত্বর সিংহ ও কুঞ্জরকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।” সে তখনই ঐ উদ্যান পালদ্বয়কে আহ্বান করে রাজার সম্মুখে নিয়ে এল। রাজা বোধিসত্ত্বকে উদ্যানপালের আগমন- বার্তা জ্ঞাপন করলেন। তিনি প্রাসাদ হতে বের হয়ে নিজেই তাদের আলিঙ্গন করলেন

এবং আগুবাড়িয়ে এনে রাজাকে বললেন- "মহারাজ, এ উভয় উদ্যানপাল আমার বহু উপকারী। আপনি এদের যথোপযুক্ত পুরস্কৃত করুন। তা শুনে অঙ্কুররাজ তাদের উভয়কে শ্বেতছত্রসহ সহস্র গ্রাম প্রদান করলেন। তৎপর রাজা নানাবিধ মঙ্গলাচরণ সম্পাদন করে নানারত্নে সর্জ্জিত আসনে রাজকুমার শঙ্খপত্রকে বসালেন সুবাসিত জল পরিপূর্ণ ষোড়শ সুবর্ণ-ঘট ও দক্ষিণাবর্ত মঙ্গল শঙ্খ নিয়ে উক্ত মাঙ্গলিক জল সিঞ্চনে মঙ্গলাভিষেক করে তাঁকে লোমদ্বীপ নগরের রাজত্বভার প্রদান করলেন। বোধিসত্ত্বের রাজ্যোভিষেক- উৎসব সমাপ্তির পরদিবসেই দেবগণ পুষ্পবিমানে সপরিবার যশকীর্তি দেবী ও সপুরোহিত যশঃরাজাকে লয়ে আকাশপথে পোতপুর নগরে পৌঁছিয়ে দিলেন। বোধিসত্ত্বের পিতা মাতা সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁরা পোতপুর নগরে রাজৈশ্বর্য পরিভোগ করে পরম সুখে অবস্থান করেছিলেন। যথাকালে তাঁরা মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। মহাসত্ত্ব নিজের উপকারক সিংহ ও কুঞ্জরকে উপদেশ দান করে পুনঃ তাদের বস্ত্রালঙ্কারাদি উপহার দিলেন এবং পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করে তাদের বাসস্থানে পাঠিয়ে দিলেন। তৎপর মহাসত্ত্ব ধর্মত ও সাম্যত রাজত্ব করতে লাগলেন। সে হতে মহাসত্ত্ব স্বীয় অগ্রমহিষী রতনবতীর সাথে লোমদ্বীপ নগরে রাজ-সম্পদ পরিভোগ করতে লাগলেন এবং অর্থীদের দান দিয়ে পুণ্যার্জনে আনিয়োগ করলেন। এরূপ সহস্র বৎসর পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন করে তাঁরা পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। শাস্তা এ ধর্ম দেশনার পর জাতক সমাপন করে নিম্নোক্ত আটটি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৭৩-৮০। তখনকার দুঃশীল দুবিতর্ক বিনষ্ট পাপচিত্ত, আমার শত্রু এখন দেবদত্ত। সিংহ নামক পুরুষ এখন সারিপুত্র, কুঞ্জর নামক ব্যক্তি এখন মোগ্গল্লায়ণ। রাজ মাতা যশঃকীর্তি এখন মহামায়া। যশঃরাজ এখন শুদ্ধোদন। অঙ্কুররাজা এখন আনন্দ। মহিষী রতনবতী এখন যশোধরা। নগরের অমাত্যাদি দ্বিরাজ্যবাসী এখন আমার শাসন পুরক পরিষদবৃন্দ। শঙ্খপত্র মহারাজ এখন আমি লোকনাথ লোকজ্যেষ্ঠ অনুত্তর তথাগত সম্বুদ্ধ। ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনাকারী তোমরা সবাই সর্বদা অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(শঙ্খপত্র রাজ জাতক সমাপ্ত।)

জাতক পঞ্চাশক ১ম দশক সমাপ্ত ॥

২য় দশক

প্রথম প্রকাশ কাল- ৯/১০/১৯৮৪ইং

-ঃ নিবেদন ঃ-

জাতক পঞ্চাশকের এ দ্বিতীয় দশক জাতক কানাইমাদারী স্বনামধন্য শ্রদ্ধাবান শ্রীযুত বাবু ধর্মপাল বড়ুয়া সাগ্রহে প্রকাশ করেছেন, ধর্মদানোদ্দেশ্যে। ধর্মপুস্তক প্রকাশনায় তাঁর উদগ্র বাসনা দেখে বাস্তবিকই আমি স্তম্ভিত হয়েছি। তিনি অর্থের দিক দিয়ে দরিদ্র হলেও কিন্তু শ্রদ্ধাধনে বেশ বলিয়ান বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর এ ব্যাপারে তাঁর পিতার কথাই মনে পড়ে। তাঁর পিতা সে দেশের একজন নেতৃস্থানীয় স্বনাম প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর অগাধ গুণ রাশির মধ্যে ২/১ টা মাত্র গুণের কথা বলে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

তাঁর নাম ছিল শ্রীযুত বাবু রমেশ্চন্দ্র বড়ুয়া সওদাগর; তাঁর আর দুইজন সহোদর ছিলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম শ্রীযুত বাবু ক্ষেমশ্চন্দ্র বড়ুয়া সওদাগর ও তৃতীয় ভ্রাতার নাম ছিল শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্র লাল বড়ুয়া সওদাগর। এ সহোদর ত্রয় ধন জন সম্পদ ও যশোঃকীর্ত্তি বলে যেমন গরিয়ান ছিলেন, তেমন সদ্ধর্মে শ্রদ্ধা ও জ্ঞান সম্পদে ও সমৃদ্ধ ছিলেন। প্রৌঢ় কালেই রমেশ বাবু ব্যবসা বাণিজ্য হতে অবসর নিয়ে দেশে বাস করতঃ দেশ ও বাড়ী পরিচালনায় আত্ম নিয়োগ করেন।

তিনি প্রথমে স্বনাম প্রসিদ্ধ স্বদেশের শ্রীযুত বাবু নগেন্দ্র লাল বড়ুয়া সওদাগর প্রমুখ দেশের বিশিষ্ট জনগণের পরামর্শে উক্ত নগেন্দ্র বাবুর পুষ্করিণী সংলগ্ন জমিতে বিদর্শনারাম প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বিহারে সুদীর্ঘদিন অগ্র-মহাপণ্ডিত, শতোধিক

সদ্ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা মহামান্য শ্রীমৎ ঁপ্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়কে নিমন্ত্রণ করে বহু শিষ্য প্রশিষ্য সহ বর্ষাবাস যাপন করান। তিনি উক্ত অগ্রমহাপণ্ডিতের উপদেশের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিক শিক্ষায়, বিহারেও ধর্মীয় ব্যাপারে বহু উন্নতি সাধন করেন। তাঁকে বহুবার এমনাবস্থায় দেখেছি, স্বীয় গৃহের প্রয়োজনীয় কাজ ত্যাগ করে ও পরোপকারের জন্য মন-প্রাণ দিয়ে ঝাপিয়ে পড়তেন। অনেক সময় খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়ে পরের উপকারের জন্য নিজ ব্যয়ে কাজ সম্পাদন করে দিয়েছিলেন। তিনি এরূপে দেশ-হিতৈষী মনোভাব সম্পন্ন হওয়ায় দেশের নরনারী নির্বিশেষে সকলেই সামান্য আপদ-বিপদে ও তাঁকে সাদরাহ্বান করতেন, আর বড় বিপদের কথাই বা কি। এ ভাবেই তিনি সারাজীবন দেশ, বিহার ও ধর্মীয় ছোট বড় প্রত্যেক কাজে যোগদান করে শান্তি অনুভব করতেন। সুতরাং তার অন্তর্ধানে তদ্দেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হয়েছে।

সে পর হিতেষী রমেশ বাবুর দুই পুত্র। ১ম পুত্র হ'ল শ্রীযুত বাবু ধর্মপাল বড়ুয়া, ২য় পুত্র হ'ল শ্রীযুত বাবু লোক পাল বড়ুয়া। কালের কুটিল আক্রমণে তারা দরিদ্র হলেও কিন্তু সদ্ধর্মে শ্রদ্ধাধনে তাঁরা সমৃদ্ধ বলতে হবে। এ দুর্দিনেও ধর্মপাল বাবু সদাশয় পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বৌদ্ধ শাসনের উপকার মানসে এবং ধর্মদানোদ্দেশ্যে এ জাতক গ্রন্থ প্রকাশ কল্পে উদার প্রানে অর্থ সাহায্য করেছেন সানন্দে। তাই তাঁর জ্ঞান শাসিত এ শ্রদ্ধাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

তাঁর এই সদানুকরণকারী আরো কয়েকজন সদ্ধর্ম পরায়ণ দায়ক দায়িকা পে'লেই অবশিষ্ট অজ্ঞাত অত্যাশ্চর্য ও রোমাঞ্চকর জাতকগুলি ও আশু প্রকাশ করে জগত কল্যাণে বরিত হ'ত।

এ জাতক সঙ্কলণে দীর্ঘদিন ধরে যে শ্রম স্বীকার করেছি, সাধুসজ্জনগণ তা পঠনে, অনুশীলনে ও মননে কিঞ্চিৎমাত্র ও উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

ইতি

নিবেদন-

জিনবংশ মহাথেরো।
মহামুনি, পাহাড়তলী মহানন্দ সংঘরাজ বিহারাধ্যক্ষ
সভাপতি- মহানন্দ সংঘরাজ বিহার কমিটি,
সভাপতি- বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল।
পোঃ মহামুনি, চট্টগ্রাম।

পরমারাধ্য গুরুদেব অগ্র মহাপণ্ডিত শতাধিক সদ্ধর্ম গ্রন্থ

প্রণেতা বিনায়াচার্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়ের

ঃ পুণ্যস্মৃতি তর্পণে ঃ

অগ্র মহা পণ্ডিত মম আচার্য প্রবর,
তবালোকে বঙ্গ বৌদ্ধ অতিশয় প্রখর।
তাই দেব তার নাম "প্রজ্ঞালোক" বলি,
সার্থক হয়েছে ধরায় তোমার সকলি।
জ্ঞানে ধ্যানে তপস্যায় তুমি মহিয়ান,
তুমিই নিত্য হও মম প্রধান ধ্যান।
যতনে সদ্ধর্ম শিক্ষা আমায় দানিয়ে,
গ্রন্থকার বলিয়া লোকে প্রকাশ করয়ে।
গুণ যত দেব মম সবিই আপনার,
দোষ যত আছে দেব সকলি আমার।
তবোদ্যান হতে দেব এ "জাতক" প্রসূন,
সযতনে রতন রূপে করিয়া গ্রন্থন,
তব মহা পুণ্য স্মৃতির স্মরণের তরে,
মনানন্দে করিনু দান সজ্জনের করে।

ইতি-
তব দীন শিষ্য-
"গ্রন্থকার"
তাং- ৯/১০/১৯৮৪ ইং

-ঃ প্রকাশকের উৎসর্গ পত্র ঃ-

স্বর্গতঃ পিতৃদেব রমেশ্চন্দ্র বড়ুয়া সওদাগর ও মাতৃদেবী কাঞ্চন মালা বড়ুয়া পুণ্য স্মৃতি-

-ঃ তর্পণে ঃ-

পুত্র পক্ষে পিতা মাতা ব্রহ্মা সম হন,
এর চেয়ে ধন কভূ নাহি কদাচন।
সংসারের যাবতীয় সুখের কারণ,
এক মাত্র পিতা মাতা দেখি গো এখন।
সুখের নির্ঝর হও জনক জননী,
তোমাদের দিতে সুখ পারিনি কখনি।
ধর্ম দানে সর্বদান করে পরাজয়,
এহেন অমূল্য ধন সর্ব শান্তিময়।
তোমাদের পুণ্য-স্মৃতি রক্ষার কারণে,
এই জাতক প্রকাশি সাদর মননে।
অনুমোদি এই পুণ্য করিয়া গ্রহণ,
আশীর্বাদ কর দোহে করি একামন।

ইতি-

ভবদীয় দীন প্রথম পুত্র
শ্রী ধর্মপাল বড়ুয়া ॥

জাতক পঞ্চাশক

১১। সুধনকুমার জাতক।

"হে মহাব্যাধ, তুমি কোথা হতে আস্‌ছ?" এ বিষয় শাস্তা জেতবনে বাস করবার সময় জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করে বলেছিলেন।

একদা এক ভিক্ষু ভিক্ষাচরণ কালে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী এক নারী তাঁর দৃষ্টিপথে পতিত হল। তিনি এ নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পিণ্ডাচরণ হতে প্রত্যাবর্তন করে পাত্রটি একস্থানে রেখে অধোমুখী হয়ে বসে রইলেন। তাঁর এক বন্ধু ভিক্ষু তাঁকে এরূপ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস্ করলেন- "বন্ধু, আপনার কি অসুখ বোধ হচ্ছে?" প্রত্যুত্তরে তিনি বল্‌লেন- "বন্ধু, আমার তেমন কোন অসুখ বোধ হচ্ছে না। তবে অদ্য আমি গ্রামে পিণ্ডাচরণ করবার কালে অভিরূপা এক নারী দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে উৎকণ্ঠিত হয়েছি।" তাঁর একথা শুনে বন্ধু ভিক্ষু তাঁকে বহু প্রকার উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর উপদেশ কোনই কার্যকরী হল না। তখন বন্ধু ভিক্ষু তাঁকে সঙ্গে করে ধর্মস্বামী শাস্তার নিকট উপনীত হয়ে বল্‌লেন- "ভন্তে ভগবান, এ ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। ইনি যাতে আপনার শাসনে অভিরমিত হন, করুণা করে তাঁকে সেরূপ উপদেশ প্রদান করুন। তখন ভগবান সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস্ করলেন- "সত্যই কি তুমি উৎকণ্ঠিত হয়েছ?" ভিক্ষু বললেন- "হাঁ ভন্তে সত্য।" কি কারণে উৎকণ্ঠিত হয়েছ? 'আমি মাতৃজাতির কারণে উৎকণ্ঠিত হয়েছি।" তৎপর শাস্তা বললেন- "ভিক্ষু, চিত্তকে এরূপ ক্লিষ্ট করা উচিত নয়। তুমি একান্তই শ্রদ্ধায় ভোগৈশ্বর্য ও জ্ঞাতিগণ ত্যাগ করে নৈবার্ণিক ধর্মের

আশ্রয়ে পবিত্র শাসনে প্রব্রজিত হয়েছ। কলুষ ক্ষয়কর শমথবিদর্শন ভাবনা ত্যাগ করা তোমার একান্তই অনুচিত। ভিক্ষু, তুমি অশুভ কর্মস্থান ভাবনা কর। এ ভাবনা দ্বারা তোমার অনুরাগচিত্ত প্রহীণ হবে। শাস্তা এরূপে সেই ভিক্ষুকে অনেক প্রকার উপদেশ দেওয়ার পর তথায় সমবেত ভিক্ষুদের নিকট স্বীয় পূর্বচরিত প্রকাশ করবার ইচ্ছায় বললেন- হে ভিক্ষুগণ, নারীর রূপ পুরুষের চিত্তকে পরিগ্রহণ করে স্থিত হয়। তদ্ধেতু তোমার মত পৃথগ্জনের চিত্তে নারী-রূপের প্রতি উৎপন্ন আসক্তি ভাবনা ব্যতীত ত্যাগ করা বড়ই দুষ্কর। পূর্বেও পুরাতণ পণ্ডিতগণ নারীর জন্য নিজের বিশাল রাজ্যশ্রী, পিতা-মাতা এমন কি স্বীয় জীবনের প্রতিও দৃক্পাত না করে নারীর অন্বেষণে ভ্রমণ করেছিলেন।" এ বলে ভগবান নীরব হলেন। তখন ভিক্ষুদের প্রার্থনায় বুদ্ধ সে অতীত বিষয় বলতে আরম্ভ করলেন-

অতীতে উত্তর পঞ্চাল নগরে "আদিত্যবংশ" নামক এক নৃপতি ধর্মতঃ সাম্যভাবে রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্রমহিষীর নাম ছিল "চন্দ্রাদেবী।" ইনি শীলবতী ও দান পরায়ণা ছিলেন। সে সময় বোধিসত্ত্ব তাবতিংশ স্বর্গ হতে চন্দ্রাদেবীর জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিসন্ধিক্ষণেই মহাপৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। পর্বতরাজ সুমেরু নমিত ও মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং বহুবিধ আশ্চর্য ঘটনার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মহাসত্ত্বের অনুভাববলে রাজ প্রাসাদের চার পার্শ্বে চারটি নিধিকুম্ভ উৎপন্ন হয়ে বালুকার নিম্নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাণী চন্দ্রাদেবী দশ মাস পরে সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। বোধিসত্ত্বের ভূমিষ্ঠ দিবসেই উক্ত নিধিকুম্ভ চতুষ্টয় ভূমিতল হতে উত্থিত হয়ে দৃশ্যমানাবস্থায় সংস্থিত

হয়েছিল। আদিত্যবংশ রাজা এ সব আশ্চর্য বিষয় দেখে "আমার পুত্র নিশ্চয়ই মহানুভাব সম্পন্ন হবে।" এ'মনে করে পুত্রের নামকরণ করা হল "সুধনকুমার।" ইনি ক্রমে বয়ঙ্ক হলে অতি রূপ লাবণ্যে বিমণ্ডিত অপূর্ব শ্রীধর এবং মানবাতীত কামাবচর দেবপুত্রের ন্যায়ই হয়েছিলেন। সুধনকুমার ক্রমশঃ ধনুবিদ্যাদি সর্ব শিল্প শিক্ষা করে পিতা-মাতাকে তাঁর শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। পুত্রের এ সব আশ্চর্য গুণে মুগ্ধ হয়ে পিতা তাঁকে রাজ্যভার অর্পণ করলেন। বোধিসত্ত্ব পিতার মর্যদা রক্ষার নিমিত্ত রাজ্যভার গ্রহণ করে পুনঃ তা পিতৃ-হস্তে সমর্পণ করলেন।

তখন উত্তর পঞ্চাল নগরের পশ্চিম ভাগে একটি সরোবর ছিল। তথায় "জম্বুচিত্ত" নামক এক নাগরাজ বাস করত। প্রত্যেক বৎসর উত্তর পঞ্চালবাসী সবাই পুষ্প গন্ধাদি পূজোপচার নিয়ে ঐ সরোবর তীরে উপস্থিত হয়ে পূজা দিয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করতেন- "প্রভু নাগরাজ, আমাদের নগর যেন শস্য সম্পন্ন ও সুভিক্ষ হয়, আপনি সেরূপই ব্যবস্থা করবেন।" সে নাগরাজ গ্রামবাসীদের এরূপ সশ্রদ্ধ পূজা-সৎকার লাভ করে তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করতেন। নাগরাজের প্রভাবে সে নগরে সর্বদা সুবৃষ্টি বর্ষণ হত। তৎপ্রভাবে সর্বদা এ উত্তর পঞ্চাল রাজ্য সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা হয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল। তখন এ রাজ্যের পশ্চিম ভাগে 'মহাপঞ্চাল' নামক আর একটি নগর ছিল। একসময় সে নগরে মহাদুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়। তন্নিবন্ধন সে নগরবাসী জনগণ অতি দুঃখে-কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল। কেহ কেহ ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সেই দেশ হতে পালিয়ে উক্ত উত্তর পঞ্চাল নগরে এসে বাস করতে লাগল। কিছুদিন পরে মহাপঞ্চাল রাজা দেখলেন

তাঁর সৈন্য-সামন্তের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হয়ে যাচ্ছে। পূর্বে রাজা যাদেরকে সর্বদা দেখতেন, এখন তারা কেহ নেই। তাই তিনি স্বীয় অমাত্যবৃন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস্ করলেন- "অমাত্যগণ, আমার রাজ্যে কেন মানুষের সংখ্যা কমিয়ে গিয়েছে? কেন বা জনবিরল বোধ হচ্ছে?" অমাত্যগণ বললেন- "দেব, বহু লোক এ রাজ্য হতে উত্তর পঞ্চাল রাজ্যে চলে গিয়েছে।" "কি কারণে তারা এ দেশ ত্যাগ করল?" "মহারাজ, সে নগরে এখন সুভিক্ষ। এ কারণে অনেক লোক এখান হতে তথায় চলে গিয়েছে। রাজা পুনঃ জিজ্ঞেস্ করলেন- "কি কারণে সে রাজ্যটি এখন অতিশয় সুভিক্ষ হয়েছে?" মহারাজ, 'জম্বুচিত্ত' নামক এক নাগরাজ সেই নগরে অধিষ্ঠিত আছে। নাগরাজের প্রভাবে তথায় সর্বদা সুবৃষ্টি বর্ষিত হয়। তাই ঐ রাজ্যটি সর্বদা শ্রীসম্পন্ন ও সুভিক্ষ দিব্য নগরের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছে বলে শুনা যায়।" রাজা একথা শুনা মাত্রেই তাঁর শিরে যেন বজ্রাঘাত হল। ক্রোধে তিনি অগ্নিশর্মা হলেন। চিন্তা করলেন- "আমার সেনাগণ কেন অপরের অধীনে থাকবে? এরূপ ঈর্ষা মাৎসর্যের বশীভূত হয়ে উক্ত রাজ্য ও নাগরাজের ধ্বংস সাধনের জন্য ক্রুর চিত্ত উৎপাদন করলেন। অমাত্য পরিষদে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে পুনঃ অমাত্যগণকে বললেন- "আপনারা বলুন দেখি- কোন উপায়ে সেই রাজার শক্তি-সম্পদ বিনাশ সাধন করতে পারি এবং নগরের সম্পদ বিধায়ক নাগরাজকে হত্যা করতে পারি?"

অমাত্যগণ বললেন- "মহারাজ, সেই নাগরাজ মহাঋদ্ধিবান ও মহানুভব সম্পন্ন। শস্ত্রের দ্বারা তাকে হত্যা করা সম্ভব হবে না। তবে তাকে মন্ত্র বলেই হত্যা করা যেতে পারে।" রাজা বললেন- "এরূপ মন্ত্র কে জানে?" অমাত্য

বললেন- "মহারাজ, যে সব ব্রাহ্মণ মন্ত্র সাধ্যায়ণকারী, মন্ত্রধর, তাঁরাই সে মন্ত্র জানবেন।" ইহা শুনে মহাপঞ্চাল রাজা স্বীয় রাজ্যে ভেরী বাদ্যে ঘোষণা করে সাধ্যায়ণকারী মন্ত্রধর সহস্র ব্রাহ্মণ রাজাঙ্গণে সমবেত করালেন। সেই সহস্র ব্রাহ্মণ হতে প্রথম একশ ব্রাহ্মণ নির্বাচন করলেন। সেই একশ ব্রাহ্মণ হতে পঞ্চাশ, পঞ্চাশ হতে দশজন, তা হতেও মাত্র একজন উত্তম বেদজ্ঞ মন্ত্রধর ব্রাহ্মণকে নির্বাচন করে রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- "হে মহাব্রাহ্মণ, আপনি "জম্বুচিত্ত" নামক নাগরাজের গ্রীবাদেশ বন্ধন করে অথবা হত্যা করে এখানে আনতে পারবেন কি? একাজে যদি সফলকাম হতে পারেন, তা হলে আপনাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দান করব।"

ব্রাহ্মণ রাজার কথা শুনে নিজের দক্ষতা দেখাবার ইচ্ছায় ও ঐশ্বর্য লোভে মত্ত হয়ে বললেন- "সাধু দেব, একে আমি এনে দেব।" ইহা শুনে রাজা তাঁকে কিছু অর্থ দিয়ে বললেন- "মহাব্রাহ্মণ, আপনি গৌণ করবেন না।" ব্রাহ্মণ বললেন- "দেব, আমি গিয়ে তাকে বেঁধে দুর্বল ও নিশ্চল করে আপনার নিকট শীঘ্রই নিয়ে আসছি। এবলে ব্রাহ্মণ স্বীয় গৃহে এসে চিন্তা করলেন- "এবার তাকে ধরব, সরোবর তীরে আমি অদ্য রাত্রি যাপন করে আগামী কল্য ঔষধ অন্বেষণ করব এবং তৎপ্রভাবে তাকে নিশ্চল ও দুর্বল করে বেঁধে রাজ-সমীপে এনে দিয়ে পুরস্কৃত হব।" এরূপ চিন্তা করে সূর্য্যাস্তের সময় মুখ প্রক্ষালণ করে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করলেন এবং এক খণ্ড শ্বেতবস্ত্র একাংস করে উক্ত সরসী তীরে উপনীত হলেন। তথায় বাম হস্তে পুষ্প ও পূজা লয়ে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে সুপর্ণরাজ ব্যবহৃত অলম্পায় নামক মন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করলেন। মন্ত্র তেজে নাগরাজের দেহে ভীষণ দাহ উৎপন্ন হল। দাহ-জ্বালা অসহ্য

হওয়ায় নাগরাজ বাস-ভবন ছেড়ে জলের উপর ভেসে উঠল। সরোবর ভীষণ ঘন ধুমে অন্ধকারাচ্ছন্ন হল। মন্ত্রের এসব ক্রিয়া দেখে ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন- "এখনি তাকে ধরতে পারব মনে করিয়া অতিশয় আনন্দিত হলেন। তারপর তিনি মন্ত্র জপ সমাপন করে একস্থানে শয়ন করলেন। রাত্রির অবসানে প্রভাতেই ব্রাহ্মণ নাগরাজ গ্রহণের উপযোগী ঔষধ বৃক্ষ-লতা-পাতা প্রভৃতি অন্বষণার্থ অরণ্যে প্রবেশ করলেন। এদিকে নাগরাজ সরোবরের তীরে উঠে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করল। উদ্দেশ্য- "ওর উপকার লাভ হয়, তেমন কোন মানবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিনা।" তখন 'পুন্নরিক' নামক জনৈক বনচর ব্যক্তি কোন কারণে উক্ত সরসীর তীরে আগমন করল। নাগরাজ তাকে দেখে চিন্তা করল- "এ ব্যক্তিই নিশ্চয় আমার বিপদ মুক্তির উপায় হবে।" এ মনে করে তাকে আহ্বান করে, সেখানে তার আগমনের কারণ নিম্নোক্ত গাথাযোগে জিজ্ঞেস করলেন-

১। 'হে মহাবল ব্যাধ, তোমায় জিজ্ঞেস করছি- আয়ুধ হস্তে কি কারণে এখানে এসেছ?" তা শুনে পুন্নরিক প্রত্যুত্তরে প্রদান ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথায় বলল-

২। "হে মহাব্রাহ্মণ, আমি একাকী এ মহাশক্তিশালী আয়ুধহস্তে মৃগের অন্বেষণে বনে বনে বিচরণ করে কোন কোন সময় এখানে আগমন করি।"

নাগরাজ ব্যাধের পরিচয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল 'আপনাদের উত্তর পঞ্চাল নগরে বর্ত্তমান সুভিক্ষ না দুর্ভিক্ষ চলছে?' তদুত্তরে ব্যাধ বলল- 'আমাদের নগর এখন বেশ সুভিক্ষে সমৃদ্ধ?' নাগরাজ পুনঃ জিজ্ঞেস করল- 'কি কারণে আপনাদের রাজ্য সুভিক্ষে সমৃদ্ধ?' ব্যাধ বলল- 'মহাব্রাহ্মণ, এরাজ্যে 'জম্বুচিত্ত'

নামক এক নাগরাজ বাস করেন। সে নাগরাজই আমাদের এ রাজ্য রক্ষা করেন। তাঁর প্রভাবেই আমাদের এ রাজ্য সুভিক্ষ ও সৌভাগ্যপূর্ণ হয়েছে।' ইহা শুনে নাগরাজ জিজ্ঞেস্ করল- 'এ সৌভাগ্য দায়ক নাগরাজকে যদি কেহ নিষ্পীড়ন করে অথবা হত্যা করে, তা হলে তাকে আপনি কি করবেন?" তখন ব্যাধ বীরস্বরে বলল- 'কি বলেন ব্রাহ্মণ ঠাকুর! আমি ওর সাক্ষাৎ পেলে এখনি তার গ্রীবা হতে মস্তক বিচ্যুত করব।' নাগরাজ বলল- 'ব্যাধ, আপনি তা কি সত্যই বলছেন? ব্যাধ বলল- হাঁ মহাব্রাহ্মণ, সত্যই বলছি।" তখন নাগরাজ বলল- 'বন্ধু, আমিই সে 'জম্বুচিত্ত' নাগরাজ। আপনি আমাকে রক্ষা করতে পারবেন কি? যদি না পারেন, তা হলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য।" ব্যাধ বলল- 'কি কারণে আপনার মৃত্যু হবে?' তখন নাগরাজ ব্যাধকে উক্ত মন্ত্র জপকারী ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত বলল। "ব্যাধ এ সব বিবরণ শুনে নাগরাজকে জিজ্ঞেস করল- 'তবে এখন আমাকে কি করতে হবে?" নাগরাজ বলল- প্রিয় শিকারী, আপনি বৃক্ষের অন্তরালে ধনুতে শরযোজনা করে স্থিত থাকবেন। ব্রাহ্মণ যখন এ সরসী তীরে এসে মন্ত্র জপতে আরম্ভ করবে, তখন আপনি তাকে শরবিদ্ধ করবেন। তৎপর এসে তার মস্তকটি শক্ত ভাবে ধরে মস্তকোপরি খড়গ্ধারণ করে এবলে তর্জন গর্জন করবেন- "রে দুষ্ট ব্রাহ্মণ, শীঘ্রই তোমার মন্ত্র তুলে নাও। যদি তা না কর, তবে এখানেই এ খড়গ্াঘাতে তোমাকে হত্যা করব।"

আপনার কথায় রাজী হয়ে সে যদি মন্ত্র তুলে লয়, এ সরোবরের জলও যদি প্রাকৃতিক নীলবর্ণ ধারণ করে, তখন তাকে আপনার ইচ্ছানুযায়ী যা করণীয় তা করবেন।" এ বলে নাগরাজ স্বীয় বাস-ভবনে চলে গেল। তখন ব্যাধও পরামর্শ

মতে আয়ুধে শর যোজনা করে বৃক্ষের অন্তরালে লুকিয়ে রইল। এমন সময় ঐ ব্রাহ্মণ পূজোপকরণ লয়ে সরসীর তীরে এসে পূজা করে মন্ত্র জপতে আরম্ভ করল। তখনই সরসীতে সধুম অগ্নি জ্বলে উঠল। তখন ব্যাধ এ সব ব্যাপার দেখে মন্ত্র পাঠে রত ব্রাহ্মণকে শরবিদ্ধ করে তৎমূহুর্তেই ব্রাহ্মণের সমীপে গিয়ে তার মস্তক দৃঢ়ভাবে ধরল এবং খড়ুগ উত্তোলন পূর্বক তর্জন গর্জন করে বলল- “রে দুষ্ট ব্রাহ্মণ, এ ‘জম্বুচিত্ত, নাগরাজ আমাদের দেবতা। কেন তুই তাঁকে এরূপ উৎপীড়ন করছিস্? তুই কার দূত, এরূপ জঘন্য কাজে তোকে কে নিয়োজিত করল? শীঘ্রই তোর মন্ত্র তুলে নে। না হয় এ খড়ুগাঘাতে তোর শিরচ্ছেদ করব।” ব্রাহ্মণ এ কথা শুনে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে বলল- “প্রভূ, একটু অপেক্ষা করুন। এখনি আমি মন্ত্র তুলে নিচ্ছি।” তারপর ব্যাধ দেখল- ব্রাহ্মণ মন্ত্র তুলে নেওয়ার সাথে সাথে সরোবরের জল প্রসন্ন ও প্রাকৃতিক ভাব ধারণ করল। তখন ব্যাধ চিন্তা করল- “এ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ জীবিত থাকলে, যে কোনও সময়ে নাগরাজের অনিষ্ট করতে পারে।”এ চিন্তা করে খড়ুগাঘাতে ব্রাহ্মণের শিরচ্ছেদ করে এক প্রান্তে নিক্ষেপ করল। তখন নাগরাজ নির্ভীক চিত্তে স্বীয় ভবন হতে বের হয়ে বনচারী বেশে অই ব্যাধের নিকট উপস্থিত হল এবং থাকে স্বীয় ভবনে নিয়ে গেল। “এ ব্যাধ আমার বহু উপকারী, জীবনদাতা” এ চিন্তা করে নাগভবনে সাতদিন যাবৎ তার বিপুলভাবে পূজা-সৎকার করল। অতঃপর ব্যাধ বেশে প্রত্যাবর্তন সময় নাগরাজ তাকে বহু মহার্ঘ রত্ন প্রদান করল এবং বলল- “বন্ধু, আপনি কোনদিন আমার প্রয়োজন মনে করলে, এ দ্বারপালের নিকট উপস্থিত হবেন। তখন আমার সাক্ষাৎ পাবেন।” এ বলে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করে বিদায় দিন।

৩। "বন্ধু, আপনার গৃহে সোজা চলে যান। তথায় গিয়ে জ্ঞাতিদের সহিত চিরজীবি হয়ে থাকুন।"

এরূপে নাগরাজ ব্যাধকে বিদায় দিয়ে নিজে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করল। কিছুদিন পরে উক্ত ব্যাধ মৃগয়া উদ্দেশ্যে বনে প্রবেশ করে বন হতে বনান্তরে ঘুরাফেরা করে ক্রমে হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হল। তথায় এক আশ্রম দেখল। সে আশ্রমে তখন বাস করছেন "কশ্যপ" নামক এক ঋষি। ব্যাধ ধনু-তুণ এক স্থানে রেখে আশ্রমে প্রবেশ করল এবং ঋষিকে বন্দনা করে একান্তে উপবেশন করল। তখন তাপস ব্যাধকে গাথায় জিজ্ঞেস্ করলেন-

৪। "তুমি অতি দূরদেশ হতে একাকী অসহায় অবস্থায় এ মহা অরণ্যে কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছ?" ব্যাধ নিম্নোক্ত গাথাযোগে বলল-

৫। "প্রভূ, আমি মৃগয়ার্থ এ মহাবনে সিংহের ন্যায় নির্ভীকভাবে একাকী বিচরণ করছি।" ব্যাধ তাপসকে এ বলে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে পুনঃ অরণ্যে প্রবেশ করল। কিছুদূর গিয়ে দেখল- সুন্দর বিবিধ তরুলতা সজ্জিত এক মনোরম উদ্যান। তার মধ্যভাগে পঞ্চবিধ পদ্ম সুশোভিত এক সরোবর। এর তীরে চম্পক-মল্লিকাদি বিবিধ পুষ্প বৃক্ষে পুষ্প প্রষ্ফূটিত হয়ে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। এ চমৎকার দৃশ্য দেখে ব্যাধ পুনরায় তাপসের নিকট উপনীত হয়ে বন্দনান্তর নিম্নোক্ত গাথাযোগে জিজ্ঞেস করল-

৬। "প্রভূ, আমি অনতিদূরে এক মনোরম বাগান দেখলাম। এর মধ্যস্থলে চম্পকাদি নানা সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষে সুশোভিত এক মনোরম পুষ্করিণী। এ মহারণ্যে এরূপ মনোরম দৃশ্য দেখে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে আপনার নিকট জানতে

এসেছি- কাদের দ্বারা সেবিত হয় এ মনোরম উদ্যান ও পুষ্করিণী?" তাপস নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

৭। "এ সব নিষ্প্রয়োজন বিষয় কেন তুমি জিজ্ঞেস করছ" তুমি এখনই এখান হতে চলে যাও। এ সব বিষয় আমাকে জিজ্ঞেস্ করা তোমার পক্ষে অযৌক্তিক।"

তাপসের কথা শুনে ব্যাধ উক্ত পুষ্করিণী তীরে এসে এক ঝোপে আত্মগোপন করল। সেদিন ছিল পূর্ণিমার উপোসথ। এ দিবস কৈলাস পর্বত শিখরবাসী কিণ্নররাজ "দুমের" সপ্তকন্যা সহস্য কিণ্নরী পরিবৃতা হয়ে আকাশ পথে এসে ঐ পুষ্করিণী তীরে অবতরণ করল। তথায় তারা বীণা-বাদ্যে সুতান লহরীর সমতালে নীত্য-গীতে রমিত হয়ে স্নান ও জলক্রীড়ার পর পুনরায় আকাশ পথে কৈলাস পর্বত মস্তকে চলে গেল। তখন বনচর ব্যাধ তাদের অভূতপূর্ব রূপ-লাবণ্য সম্পদ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চিন্তা করল- "অহো, এমন রূপবতী কুমারীদের মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দরী, তাকে যে কোন উপায়ে ধরে নিয়ে আমার প্রভু সুধন কুমারকে উপহার দিতে পারলে বড়ই উত্তম কাজ হতো।" এ চিন্তা করে পুনরায় সে উক্ত তাপসের নিকট গিয়ে বন্দনান্তে তাঁকে নিম্নোক্ত গাথাযোগে জিজ্ঞেস্ করল-

৮। "আমি অত্যন্ত রূপবতী বহু কিণ্নরী দেখেছি। তা হতে একটি সেরা সুন্দরী কিণ্নরী আমি চাই। তা কিরূপে লাভ করব, আমায় বলুন।" তাপস বললেন-

৯। "হে ব্যাধবর, এদের শ্রেষ্ঠ রূপবতী কিণ্নরী লাভ করতে হলে তোমায় 'নাগপাশ' আনতে হবে।"

১০। "নাগপাশ বিনা কিণ্নরী লাভ করা সম্ভব হবে না। তুমি প্রথম নাগপাশ নিয়ে আস, তারপর বলবে কিণ্নরী লাভের কথা।" ব্যাধ পুনঃ নিম্নোক্ত গাথাযোগে জিজ্ঞেস্ করল-

১১। "ভদন্ত, সে নাগপাশ কি, কোথায় পাওয়া যায় কিরূপে তা জানব? এর সন্ধান আমাকে শীঘ্রই বলুন, যাতে আমি লাভ করতে পারি।" তাপস বললেন-

১২। "হে ব্যাধ, নাগপাশ হল সর্পরূপ বন্ধন করবার পাশ। এ নাগাকার পাশ আড়াই পাঁচের গ্রন্থি। ইহা নাগলোকেই পাওয়া যায়। যদি সেখান হতে তা আনতে পার, তবেই পাবে সেই শ্রেষ্ঠ রূপবতী কিন্নরী।"

ইহা শুনে ব্যাধের স্মরণ হল, তার বন্ধু নাগরাজের কথা। সে সন্তোষ মনে তাপসকে বন্দনা জানিয়ে বিদায় নিল এবং ঐ বন্ধু নাগরাজের নিকট উপনীত হল। নাগরাজের পূর্ব ঈঙ্গিত মতে প্রথম নাগভবনের দ্বারপালের নিকটই উপস্থিত হয়েছিল। দ্বারপাল তখনই ব্যাধকে নাগরাজের নিকট নিয়ে গেল। নাগরাজ তাকে দেখে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৩। "হে বন্ধু, কি জন্য আমার নিকট এসেছেন? তা বলুন। আমি আপনার মনোরথ পূর্ণ করব।" বনচর বলল-

১৪। "আমি আপনার নিকট 'নাগপাশ' প্রার্থনা করতে এসেছি। হে মহের্ধি নাগরাজ, আমাকে শীঘ্রই তা প্রদান করুণ। তা শুনে নাগরাজ বিমর্ষ হয়ে বলল-

১৫। ১৬। "বন্ধু আপনি আমার নিকট অন্য ধন যাচঞা করুন। নাগপাশ আমার জীবন রক্ষার আয়ূধ। যখন গরুড় পক্ষী এসে আমাকে ধরতে চায়, তখন আমি নাগপাশ গ্রহণ করি। তা দেখে গরুড় ত্রাসিত হয়ে পলায়ন করে।"

তা শুনে ব্যাধ বলল- "বন্ধু, আপনি আমাকে বঞ্চনা না করে নাগপাশ দিয়ে দিন।" তখন নাগরাজ চিন্তা করল- "এ ব্যাধ আমার মহা উপকারী, জীবনদাতা। সুতরাং আমার জীবিতাবস্থায় এর প্রার্থিত দ্রব্য না দেওয়া উচিত হবে না।"

ইত্যাদি চিন্তা করে নিজের 'নাগ-পাশ' প্রাণ রক্ষার আয়ুধ ব্যাধকে প্রদান করল। এতে ব্যাধ অত্যধিক সন্তুষ্ট হয়ে সে নাগরাজকে স্তুতি বাক্যে বলল-

১৭। "হে জম্বুচিত্ত, আমি মিত্রতার সন্দিৃষ্টিক ফল লাভ করলাম। আপনি উপকারীর উপকার স্বীকার করলেন।"

তৎপর নাগেন্দ্র তাকে সঙ্গে করে মনুষ্য-পথে এসে বলল- 'বন্ধুবর, আপনার অন্য কোনও বিষয়ের প্রয়োজন হলে আমার নিকট আসবেন। যদি আমার অসাধ্য নয়, নিশ্চয়ই আপনার উপকার করব।" এবলে উভয় বন্ধু পরস্পর বিদায় নিয়ে প্রস্থান করল। ব্যাধ আনন্দ মনে কশ্যপ তাপসের আশ্রমে উপস্তিত হয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করল এবং উক্ত পুষ্করিণীর তীরে পূর্বের ন্যায় আত্ম গোপন করে অপেক্ষা করতে লাগল। সে রাত্রেও দুমরাজের সপ্তকন্যা দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে সহচরী কিন্নরীদের সঙ্গে লয়ে আকাশ পথে এসে উক্ত সরসী তীরে অবতরণ করল। তখন তারা পূর্বের ন্যায় বীণা বাদন ও নৃত্য গীতের পর দুমরাজের সপ্ত রাজ-দুহিতা স্বীয় স্বীয় অলংকার সমুহ উন্মোচন করে পুকুরে অবতরণ করল এবং জলক্রীড়া সমাপণ করার পর তীরে উঠে সবাই বেশ ভুষায় সুসজ্জিতা হল। তন্মুহূর্তে ব্যাধ অন্তরাল হতে বের হয়ে নাগ-পাশ নিক্ষেপ করল। দুমরাজের জ্যেষ্ঠ কন্যা "মনো-হরা"ই এ পাশে বন্দিনী হল। তখন ব্যাধকে দেখেই অবশিষ্ট রাজকন্যা সহ সমস্ত কিন্নরীগণ আকাশ পথে পলায়ন করল। তারা কিছু দূর গিয়ে 'মনোহরাকে' না দেখে সন্দিগ্ধ চিত্তে আবার প্রত্যাগত হয়ে দেখল- মনোহরা নাগ-পাশে আবদ্ধ হয়েছে। এতে তারা রোদন বিধুর অন্তরে রোদন ও বিলাপ করতে করতে পলায়ন

করল। এবিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

১৮। "মনোহরা দেবী নাগ-পাশে আবদ্ধ হয়েছে দেখে কিন্নরীগণ ভীতা ও সন্ত্রস্তা হয়ে রোদন ও বিলাপে নিরত হল এবং মর্মান্তিক দুঃখানুভব করতে লাগল।" কিন্নরিগণ এবলে তাদের মনোবেদনা নিম্নোক্ত গাথায় ব্যক্ত করল-

১৯-২২। এখানে পূর্বে আমরা নিরাপদে ক্রীড়া করতাম। এতদিন কোন ও প্রকার ভয়ের কারণ দেখিনি। কোন্ কারণে, কোন্ হেতুতে এখন এখানে ভয় উৎপন্ন হল? এখানে সমাগতা কিন্নরিদের দুঃখে হৃদয় বিদির্ণ হচ্ছে। পিতাকে কি প্রকারে বলব যে, ব্যাধের দ্বারা মরোহরা পাশবদ্ধ হয়েছে। মাতা যখন মনোহরার কথা আমাদের জিজ্ঞেস্ করবেন, তখন তাঁকে কি বল্‌ব? এখানেই আমাদের মরণ শ্রেয়ঃ হবে। তাকে ব্যতীত আমরা কিরূপে গমন করব? অহো, আমাদের এ বিয়োগ বড়ই দুঃখ দায়ক ও মর্মন্তুদ। এখানে তোমার সাথে আমাদেরও যদি মৃত্যু হয়, তাও শ্রেয়ঃ।' এবলে তাদের সর্ববিধ অলঙ্কার স্বীয় স্বীয় দেহ হতে উন্মোচন করে পৃষ্ঠদেশে শিরকেশ বিকীর্ণ করে কৈলাস-শিখরে গিয়ে দুমরাজের নিকট উপস্থিত হল এবং সবাই তাঁর পাদমূলে লুঠে বিলাপ করতে করতে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করল-

২৩। দেব, আমাদের বধ করুন। যেহেতু ভগ্নি মনোহরাকে ব্যাঘ্র গ্রহণের ন্যায় এক ব্যাধ ধরে রেখেছে।" মনোহরার মাতা একথা শুনে কম্পিত হৃদয়ে বিলাপ করকে করতে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় বলল-

২৪-২৬। হায়! হায়! হে মনোহরা, তুমি আমার অতি প্রিয় কন্যা। অদ্য তোমার অদর্শনে আমি দুঃখে অভিভূতা। ব্যাধ

আমার কন্যা মনোহরাকে কেন ধরে রেখেছে? তাকে এখন দেখছিনা। তার বিচ্ছেদে আমার জীবন ধারণ বৃথা এবং আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ॥ হায়! হায়! আমার প্রিয় কন্যা, তোমার অদর্শনে শীঘ্রই আমার মৃত্যু হবে।"

মনোহরার মাতা দুমরাজের নিকট গিয়ে সাশ্রু নেত্রে বলল- "মহারাজ, মেয়েকে দেখবার জন্য আমি তথায় যাব।" দুমরাজ শোকার্ত হৃদয়ে বললেন- "হাঁ ভদ্রে, তোমার যথাভিরুচি।" তখন দেবী পৃষ্ঠদেশে শিরকেশ বিকীর্ণ করে সহচরী সঙ্গিনিগণ আকাশ পথে যেতে লাগল। ব্যাধ মনোহরার হস্ত ধারণের ইচ্ছায় তার সমীপস্থ হল। দেবী তা দেখে ব্যাধকে বলল- "ওহে ব্যাধ, তুমি আমাকে স্পর্শ করা মাত্রই মৃত্যু হবে। তা না করে আমার হস্ত হতে নাগপাশ খুলে নাও।" তখন ব্যাধ দেবীর হস্ত হতে নাগপাশ খুলে নিয়ে বলল- "দেবী, তোমার সমস্ত অলঙ্কার আমাকে দাও। ব্যাধের কথামত তার সমস্ত অলঙ্কার তাকে দিল। অতঃপর উত্তরাভিমুখী নতজানু হয়ে পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে অভিবাদন করে তিনটি গাথা ভাষণ করল-

২৭-২৯। "হে মাত, আজ আপনাদের সাথে আমার শেষ দেখা। আমার কৃত দোষ ক্ষমা করবেন। আমি ব্যাধের সাথেই গমন করছি ॥ মাতঃ আমাকে যখন দেখতে ইচ্ছা করবেন, তখন নানা রত্নে খচিত আমার সমুজ্জ্বল কুণ্ডলটি দেখবেন। মাতঃ, নিজের পাপ কর্ম হেতু পরহস্তগত হয়েছি। তাই তার সাথেই আমাকে যেতে হচ্ছে।"

এরূপ বলে মনোহরা ব্যাধের সাথে পর্বতের সন্নিকটে উপস্থিত হল। তথায় দেবী স্বীয় মণি মেখল হার গ্রীবা হতে উন্মোচন করার পর হিমালয়কে সম্বোধন করে বলল- "হে পর্বত রাজ, যদি আমার মাতা এখানে আসেন, তুমি তাঁকে

এ'হারখানি দিয়ে বলবে- "ইহা তোমার কন্যার মণিমেখল হার।" এবলে পিতা-মাতাকে উদ্দেশ করে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় ভাষণ করল-

৩০-৩২। পিতঃ-মাতঃ, আপনাদের পদে বন্দনা জানাচ্ছি। আপনারা শীঘ্রই এখানে এসে আমার সাথে অন্তিম সাক্ষাৎ করুন। সর্বদা আপনাদের দর্শন দুর্লভ হবে। অনিত্য ও বিয়োগ এটা জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। সংযোগের পর বিয়োগই সংসারের ধর্মতা। জগতে নিত্য স্বভাব সম্পন্ন কিছুই নেই। প্রাণী জগত এরূপ বিপরীত ধর্মী।" এরূপ বলে মনোহরা ব্যাধের সাথে চলে গেল। এবিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা বললেন-

৩৩-৩৪। "তখন রোদন পরায়ণা মনোহরা দেবী সেখান হতে উঠে ব্যাধের সাথে চলতে লাগল। অনুক্রমে ব্যাধের সাথে দীর্ঘপথ অতিক্রমের পর পঞ্চাল নগরে গিয়ে পৌঁছল।

এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার কালে মনোহরার প্রতি ব্যাধের চিত্তে কোন প্রকার কুভাব উৎপন্ন হয়নি। এর একমাত্র কারণ হল সতী-সাধ্বী পুণ্যবতীর পুণ্যের প্রভাব। ব্যাধ চিন্তা করল- "নিশ্চয়ই আমি একুমারীকে আর্যপুত্র সুধন কুমারকে উপহার দেব।" সে দিবস বোধিসত্ত্ব সর্বলক্ষণ সম্পন্ন "কুমারিক" নামক মঙ্গল হস্তীতে আরোহণ করে সপরিষদ উদ্যানে গিয়েছিলেন। এমন সময় রাজকুমার দূর হতে দেখলেন উক্ত ব্যাধকে; আরো দেখলেন তার পশ্চাতে এক সুন্দরী নারী। রাজকুমার এসুলক্ষণা রমণীকে দেখেই তার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ উৎপন্ন হল। তৎমুহূর্তে লোক পাঠিয়ে ব্যাধ ও কুমারীকে ডেকে আনা হল। তখন রাজকুমার ব্যাধকে জিজ্ঞেস করলেন- "বাপু তোমার নাম কি?" ব্যাধ বলল- দেব, আমার নাম "পুন্নরিক।" তুমি কোথা হতে

আসছ?” “আমি হিমালয় প্রদেশ হতে আসছি।” ‘তুমি এখানে কেন এসেছ?’ “রাজকুমার, আপনার সেবিকা রূপে এবিদ্যাধর কন্যা মনোহরা নাগী দেবীকে উপহার দেওয়ার নিমিত্ত আপনার নিকট এনেছি।” তা শুনে মহাসত্ত্ব প্রীতিচিত্ত হয়ে মনোহরা দেবীকে প্রথমে অযুত টাকা মূল্যের বজির অঙ্গুরীয়ক প্রদান করলেন। তৎপর ব্যাধকেও মহাসৎকারের সহিত পুরস্কৃত করলেন। তারপর মহাসত্ত্ব মনোহরা দেবীকে লাভ করার খবর লয়ে জনৈক ব্যক্তিকে পিতা-মাতার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। পিতা-মাতা তা’শুনে অতিশয় আশ্চর্য ও সন্তুষ্ট হলেন। তখন রাজা সবিস্ময়ে ও সানন্দে অগ্রমহিষী চন্দ্রাদেবীকে বললেন- “আশ্চর্য ভদ্রে, আমাদের পুত্র সুধন কুমার কেমন পুণ্যবান! মানব হয়েও নিজের পুণ্য প্রভাবেই বিদ্যাধর রাজার দেবাপ্সরার ন্যায় কন্যাকে ভার্যারূপে লাভ করল। অতঃপর রাজধানী দেবনগর সদৃশ অলঙ্কৃত করে ভেরী দ্বারা ঘোষণা করা হলো যে এ নগরবাসী সবাই যেন নানাপ্রকার উপহার দ্রব্য সঙ্গে লয়ে আমার পুত্রবধু বিদ্যাধর রাজের কন্যা মনোহরা দেবীকে আগু বাড়িয়ে আনবার জন্য বাগানে উপস্থিত হয়।” তখন নগরবাসী সবাই উত্তম বেশ ভূষায় সজ্জিত হয়ে বহু মূল্যবান মনোজ্ঞ উপহার দ্রব্য হস্তে রাজ-প্রাঙ্গণে সমবেত হলেন। আদিচ্চবংশ মহারাজ ও চতুরঙ্গিনী সেনা ও নগরবাসী পরিবৃত হয়ে বিবিধ বাদ্যে মুখরিত করে জাক্‌জমকে বাগানে উপস্থিত হলেন। তথা হতে মহোৎসব সহকারে মনোহরা দেবীকে সমর্যাদায় রাজ-ভবনে এনে প্রাসাদ মঙ্গল, আবাহ মঙ্গল ও অভিষেক মঙ্গল, এ ত্রিবিধ মঙ্গল এক সাথেই সম্পাদন করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব মনোহরা দেবীকে অগ্রমহিষী পদে বরন করলেন। নতুন রাজা সুধন দেবাঙ্গনা সদৃশ মনোহরা দেবীকে পেয়ে পঞ্চকামগুণ সুখে

অভিভূত হয়ে অন্যান্য স্ত্রীদের কথা ভুলে গেলেন। এদিকে মনোহরা দেবীর মাতা স্বীয় কন্যাকে অন্বেষণ মানসে আকাশ পথে এসে পূর্বোক্ত সরসীর তীরে অবতরণ করল। তথায় দেখল কন্যাদের ক্রীড়াস্থলে আকীর্ণ নানাবিধ পুষ্পের মধ্যে মনোহরার মণিকুণ্ডল পড়ে রয়েছে। তা দেখে তথায় ছিন্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে লুঠে পড়ে বিলাপ করে করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করল-

৩৫-৩৬। 'আমি দেখছি সরসীতীরে সপুষ্প মণিকুণ্ডল ভূমি চুম্বন করে রয়েছে। প্রাণ প্রতিম কন্যা, আমার নিকট হতে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। তাই তোমার দর্শন লাভে এখন আমি বঞ্চিতা। আমার মনোহরা কন্যা চন্দ্রবদনা।" সে এরূপে বিলাপ ও বক্ষে করাঘাত করতে লাগল এবং অসহ শোক-বেগে সংজ্ঞাহারা হয়ে ভূতলে লোটায়ে পড়ল। এ বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত সাতটি গাথা ভাষণ করলেন-

৩৭-৪৩। "এই দেবী উন্মাদিনীমত একবার উঠে আবার ভূতলে লোটিয়ে পড়ে, অশ্রু ধারায় ওর বক্ষ সিক্ত হল। সে বক্ষে করাঘাত করে বিকীর্ণ কেশে হিমালয়ের দিকে ধাবিত হল। হিমালয়ের প্রবেশ পথে সে দেখল কন্যার মণিমেখল হার। তা দেখেই সে তথায় ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পড়ে গেল। পুনঃ সে সংজ্ঞা লাভ করে এ'বলে রোদন করতে লাগল- 'হায়! হায়! আমার প্রিয় কন্যা, এ পথেই গিয়েছে। আমার মেয়েকে কোথাও দেখছিনা। কিন্তু দেখছি তার মণিমেখল হারখানা। এ হার পেয়েছি কেবল দুঃখিনীর রোদনের জন্যই। বেদনা বিধুরা মাতা মেয়ের হারখানা বক্ষে ধারণ করে রোদন করতে লাগল। এরূপে সে কেঁদে কেঁদে ক্রমশঃ হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হল। দেবী তথায় নানাবিধ বৃক্ষ দেখল। বৃক্ষের

পর বৃক্ষ দেখে বিলাপ সুরে বলল- "প্রাণীদেরও এরূপ সংযোগ এবং বিয়োগ সংঘটিত হয়।" কন্যার দেখা না পেয়ে বিলাপ পরায়ণ দেবী প্রত্যাবর্তন করে কৈলাস পর্বতের শিখর দেশে দুমরাজের নিকট উপনীত হল। তখন রাজা রাণীকে জিজ্ঞেস করল-

৪৪। 'ভদ্রে তুমি এখান হতে গিয়ে অরণ্য পর্বতাদি বিচরণ করে দেখছ কি?" দেবী বলল-

৪৫। হাঁ দেব, সর্বত্র খুজেছি, কোথাও তাকে দেখিনি। কিন্তু তার মণি মেখল হারটি মাত্র হিমালয়ের এক স্থানে দেখেছি।" তখন সমস্ত কিন্নরী তথায় দেবীকে পরিবেষ্টন করে রোদন করতে লাগল। তা প্রকাশ করার ইচ্ছায় শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

৪৬। "দুমরাজের রাণী তথায় উপস্থিত হলে সমস্ত কিন্নরী দেবীকে পরিবেষ্টন করে রোদন করতে লাগল।"

কুশল নামক সুদক্ষ বেদজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ বোধিসত্ত্বের কুশলাকুশল জানবার জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হতেন। একদা মহাসত্ব ব্রাহ্মণের গমনামগন কষ্ট হচ্ছে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- 'ব্রাহ্মণ, আপনি সর্বদা আমার নিকট কি কারণে আসেন? ব্রাহ্মণ, বললেন- "আপনার পিতার মৃত্যুর পর যাতে আমিই আপনার পুরোহিত হতে পারি, সে আশা নিয়েই প্রত্যহ আসি। সুতরাং আমার পিতার পুরোহিত পদটা আমাকেই দান করুন। মহাসত্ব ও সাধুবাদের সহিত ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় সম্মত হলেন। তখন ব্রাহ্মণের পিতা রাজপুরোহিত এবিষয় জ্ঞাত হয়ে কুমারের প্রতি রুষ্ট হলেন। এক সময় বৃদ্ধ রাজপুরোহিত আদিচ্চবংশ মহারাজের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করে বললেন "মহারাজ, আপনার পুত্র সুধন কুমার আপনাকে বধ করে সে

রাজা হবার ইচ্ছুক হয়েছে!” রাজা এসব বিশ্বাস করলেন না এবং এর কোন প্রত্যুত্তরও দিলেন না। ব্রাহ্মণ রাজার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে দুঃখীত হলেন এবং অধোমুখী হয়ে চলে গেলেন। এক সময় সে রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে শত্রুগণ দ্বারা গোলযোগের সৃষ্টি হল। রাজা আদিচ্চর্চবংশ তা দমন করবার ইচ্ছায় তথায় নিজেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। রাজপুরোহিত তা শুনে পরম হিতৈষীরূপে রাজাকে বললেন- “মহারাজ এ সামান্য কাজে আপনি না গিয়ে আপনার পুত্রকে পাঠালেই হবে।” রাজা বললেন- “আমার পুত্র এখনো অল্প বয়স্ক। যুদ্ধ বিদ্যায় সুদক্ষ নয়।” পুরোহিত বললেন- ‘মহারাজ, সুধন কুমার শক্তিশালী ও তরুণ মহাপুণ্যবান। যে কোন উপায়-কৌশলে বিশেষ দক্ষ। সে নিশ্চয়ই এসব শত্রু দমনে সমর্থ হবে। সুতরাং তাকেই তথায় পাঠিয়ে আপনি এখানে নিঃসন্দেহে অবস্থান করুন।” তখন মহারাজ পুরোহিতের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে সুধন কুমারকে ডেকে বললেন- ‘বাবা, প্রত্যন্ত গ্রামে দস্যুর দ্বারা উপদ্রুত হচ্ছে। তুমি তা দমন করবার জন্য তথায় যাও।” বোধিসত্ব এতে সম্মত হয়ে বল্লেন- “দেব, আপনার প্রভাবে নিশ্চয়ই দমন করে আসবো।” এবলে মাতার নিকট উপস্থিত হয়ে পিতার নির্দেশে প্রত্যন্ত প্রদেশে গমন সম্বন্ধে বলে তাঁকে বন্দনান্তর স্বীয় বাস-ভবনে উপস্থিত হলেন। তথায় মনোহরা দেবীকে এ বিষয় বললেন- ইহা শুনে দেবীর হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হবার উপক্রম হল। সে বোধিসত্বের পাদমূলে লোটে পড়ে এবলে রোদন করতে লাগল- “স্বামিন, আপনার বিরহে আমার যদি এখানে মৃত্যুও হয়, আপনি তা কিছুই জানবেন না।” তা শুনে মহাসত্ব বললেন- “ভদ্রে, তুমি এজন্য অনুশোচনা বা রোদন করোনা। আমি

অচিরেই ফিরে আসছি।” এ বলে তাকে আশ্বস্ত করে চতুরঙ্গিনী সেনা পরিবৃত হয়ে শ্বেত ছত্র ধারণ করে শ্রেষ্ঠ হস্তী-স্কন্ধে আরূঢ় হয়ে রণবাদ্যে দশদিক কম্পিত করে নগর হতে বের হলেন। তখনি নগর রক্ষাকারী দেবগণ তাঁদের মধ্যে পরস্পর একথা ঘোষণা করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

৪৭-৪৮। “এখানে বাসকারী দেবগণ, অদ্য সুধন কুমার যুদ্ধার্থ বের হয়েছেন। আপনারা সবাই সসৈন্য তাঁকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর সাথে গমন করুন।” এরূপে সমস্ত দেবতা পরস্পর পরস্পরকে বলে সসৈন্যে অভিযানকারী মহাসত্ত্বের সঙ্গে গমন করতে লাগলেন। এ বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাগুলি বললেন-

৪৯-৫৪। “সর্বদা সর্বস্থানে সুধন কুমারকে পশ্চাতে রেখে দেবগণ পূর্বগামী হয়ে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। একারণে তাদের কোথাও কোনও বিঘ্ন-বিপদ হয়নি। সুধন কুমারের রক্ষার্থ কেহ কেহ খড়্গ হস্তে আর কেহ কেহ ধনু হস্তে পূর্বগামী হয়ে চলতে লাগল। সুধন কুমারের সেনাবাহিনীর সুরক্ষার জন্য পরসেনা মর্দনকারী হস্তী-অশ্বরথ পদাতিক অগ্রগামী হয়ে দেবগণ চলতে লাগল। বিচিত্র ধ্বজা-পতাকাধারী তাঁর সৈন্য সামন্ত অনুপম। এই অগণিত সেনা যেন পৃথিবীর বক্ষ ভগ্ন করে চলছে। সেনাদের মধ্যে কেহ কেহ কবচধারী, কেহ বর্মধারী, আর কেহ নানাবিধ মারণাস্ত্র ধারী। তাদের পুরোভাগে মেঘচন্দ্র গর্জনে রত বীর সেনাগণ। তথায় মৃদঙ্গ, করতাল, ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, শানাই, সারঙ্গ, ভেরী ইত্যাদির ভৈরব শব্দ সমুদ্র গর্জনের ন্যায় প্রতীয়মান হতে লাগল। এ অভিযানের পুরোভাগে ও পশ্চাদভাগে খড়্গ তরবারীর উজ্জ্বল প্রভায় দশদিক বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হতে লাগল।”

মহাসত্ব এরূপে মহারাজ- বিভূতিতে মহাসেনা মণ্ডলী পরিবৃত হয়ে বিদ্রোহ-স্থানে উপস্থিত হলেন। তখন তথায় মহাসত্বের প্রভাবে ও দেবতাদের অনুভাবে কোনও শত্রু তাঁর সম্মুখে অগ্রসর হতে পারল না। শত্রুগণ পরাজিত হয়ে সেখান হতে পলায়ন করল।

সে দিবস বোধিসত্বের পিতা রাজা আদিচ্চবংশ ভোর বেলায় স্বপ্নে দেখলেন যে- "রাজার উদর হতে এক অন্ত্র বের হয়ে সারা জম্বুদ্বীপকে বারত্রয় বেষ্টন করে পুনঃ উদরে ঢুকে গেল।" তখন রাজা এ আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শয্যায় বসে পড়লেন। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পর পুরোহিত যখন তথায় উপস্থিত হলেন, তখন ঐ স্বপ্নের বিবরণ পুরোহিতের নিকট বললেন। পুরোহিত ইহা শুনে মনে মনে ভাবলেন- "এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে। আমার প্রতি শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার এই সুযোগ" এ চিন্তা করে সন্তুষ্ট চিত্তে রাজাকে বললেন- এটা আপনার বড়ই দুঃস্বপ্ন। এস্বপ্নে বুঝাযায়- ত্রিবিধ অমঙ্গলের কারণ নিহিত আছে। আপনার এবং আপনার অগ্রমহিষীর কিম্বা রাজ্যের বিনাশ সাধন যে হবে, এটা সুনিশ্চিত। ইহা শুনে রাজার দেহ হতে ঘর্ম নির্গত হতে লাগল। তখন তিনি আকুলভাবে পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন- "এখন কী উপায় করব।" পুরোহিত বলল- "দেব, শীঘ্রই আপনি যজ্ঞপূজা আরম্ভ করুন।" সে যজ্ঞ পূজায় কি কি উপকরণের প্রয়োজন হবে, তা প্রদর্শনার্থ ব্রাহ্মণ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

৫৬-৫৭। "আমার বেদের উক্তিতে দেখা যায়- এ স্বপ্নটা অত্যন্ত কুফল দায়ক। এ যজ্ঞ প্রাণীর দ্বারা যর্জিত হলে শীঘ্রই এ কুস্বপ্নের কুফল বিনষ্ট হবে। মহারাজ জগতে আপনার বলতে কেহ নেই। শীঘ্রই যজ্ঞের আয়োজন করে দিন। এতে

আপনি নিরুপদ্রবে রাজত্ব করতে পারবেন।" তা'শুনে রাজা অমাত্যকে আহ্বান করে বললেন- ওহে, তুমি শীঘ্রই এ রাজ্যের বনচর ব্যাধগণকে আহ্বান করে রাজাঙ্গণে সমবেত কর।" তৎমুহূর্তে রাজাদেশ কার্যে পরিণত করে রাজাকে গাথায় বললেন-

৫৮। "মহারাজ, আপনার নির্দেশ মতে বলবান ধনুর্ধর বীরপুঙ্গব সমস্ত বনচর ব্যাধকে রাজাঙ্গণে সমবেত করা হয়েছে।" তা শুনে রাজা নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে নির্দেশ দিলেন-

৫৯-৬০। "তোমরা এখানে যে সব বনচর ব্যাধ সমবেত হয়েছ, প্রত্যেকেই আমার জীবনের নিরাপত্তার জন্য সর্বজাতীয় এক একটা বন্যপ্রাণী এখানে যজ্ঞার্থ নিয়ে আস। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, অপদী ও বহুপদী যে কোন প্রাণী পুরুষ জাতীয় হোক বা নারী জাতীয় হোক্, তদ্দ্বারা আমি যজ্ঞের আহুতি প্রদান করব।" ব্যাধগণ রাজার নির্দেশ পাওয়া মাত্র নানাদিকে নিয়ে বন্যপ্রাণী সমূহ সংগ্রহ করে যজ্ঞস্থানে নিয়ে এসে রাজাকে নিম্নোক্ত গাথায় নিবেদন করল-

৬১। "দেব, আপনার পাদে বন্দনা সহকারে আমাদের নিবেদন এই- 'আপনার সমস্ত নির্দেশ আমরা প্রতিপালন করেছি। বন্য প্রাণীসমূহ আপনার আদেশানুযায়ী যজ্ঞস্থানে এনেছি।" তা শুনে রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে পুরোহিতের সহিত কথা উত্থাপন করলেন। এ বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৬২-৬৩। "রাজা তাদের কথা শুনে আনন্দমনে পুরোহিতকে বললেন- "হে পুরোহিত শীঘ্রই আপনি যজ্ঞ আরম্ভ করুন। সমস্ত বস্তু সংগৃহীত হয়েছে। আমি সর্বদা নির্ভয়েই কামনা করছি। আপনি আমার মঙ্গল সাধন করুন।"

তা'শুনে পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়ে পূজোপকরণাদি দেখার পর রাজাকে বললেন- "মহারাজ একটা ব্যতীত সবকিছু এখানে পরিপূর্ণ হয়েছে; সেটা হল বিদ্যাধর কন্যা।" রাজা বললেন- "পুরোহিত ঠাকুর, বিদ্যাধর-কন্যা এখানে কোথায় পাব? তা-ত আমাদের পক্ষে বড়ই দুর্লভ।" পুরোহিত কহিল- "মহারাজ, আপনার পুত্রবধু মনোহরা দেবী বিদ্যাধর কন্যা।" ইহা শুনে রাজা বিস্ময় কণ্ঠে বললেন- "ব্রাহ্মণ ঠাকুর, আপনি এরূপ কথা বলবেন না। সে মনোহরা দেবী আমার, পুত্রের জীবন সমা। তাকে ব্যতীত আমার পুত্র এক মুহূর্তও প্রাণ ধারণ করবেনা। আমার পুত্রবধু ব্যতীত যদি যজ্ঞ পূজা না হয়, তবুও ভাল। সে যজ্ঞ পূজার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। তা যুক্তিযুক্ত নয়। একথা শুনে পুরোহিত বললেন- মহারাজ, আপনি যুক্তি অযুক্তি কোন কথা বলবেন না। আপনি নিজের, দেবীর ও রাজশ্রীর প্রতিই লক্ষ্য করুন।" রাজা বললেন- বিদ্যাধর কন্যা ব্যতীত আপনি আমার যজ্ঞ পূজা করুন। আমার পুত্রের অগ্রমহিষী মনোহরা দেবীকে কি প্রকারে আমি হত্যা করব? যজ্ঞ পূজার জন্য তা করতে পারব না।" তা শুনে পুরোহিত ব্রাহ্মণ নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় ভাষণ করলেন-

৬৪-৬৭। "দেবা, আমার কথা শ্রবণ করুন। পণ্ডিতেরা পরকে রক্ষা করার চেয়ে নিজকে রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। স্বীয় মস্তকে যখন অগ্নি বর্ষণ হয়, তখন আপন পুত্রকেও ত্যাগ করতে হয়। আপনি পর দুঃখ মোচন না করে স্বীয় সুখই অন্বেষণ করুন। নিজকে রক্ষা করুন। মনোহরা দেবী দ্বারা কি করবেন। প্রথমে নিজকে রক্ষা করতে হবে। তা পণ্ডিতদের প্রশংসিত। ভাল মন্দ যে কোন প্রকার কর্মের দ্বারা

স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করা কর্তব্য। তারপর ধর্মাচরণ করা প্রয়োজন।”

পুরোহিতের একথা শুনে আদিচ্চবংশ মহারাজ নীরব হয়ে রইলেন। রাজার এ মৌনভাব দর্শনে তাঁর মনোভাব জ্ঞাত হয়ে যজ্ঞস্থান সজ্জিত করে মনোহরা দেবীকে তথায় আনয়নের জন্য স্বয়ং গমন করলেন। তখন এ ব্যাপারে সারা নগর সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তখন মনোহরা দেবীকে জনগণ এবিষয় জ্ঞাপন করলেন। ইহা শ্রবণ করা মাত্রই তার হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হল। তৎমুহূর্তে ভগ্ন হৃদয়ে মনোহরা দেবী বোধিসত্ত্বের মাতার নিকট গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে বন্দনা করলেন এবং কেঁদে কেঁদে বললেন- আর্য মা, আমার শ্বশুর মহারাজ পুরোহিতের পরামর্শে আমাকে নিয়ে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের আহুতি প্রদান করবেন বলে সংকল্প নিয়েছেন। তবে মা, আমার প্রতি অনুকম্পা করে আমার স্বামী এখানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রার্থনা করুন। যখন আমার স্বামী এখানে উপস্থিত হবেন, তখন আমি তাঁর পায়ে পড়ে আমার কোন দোষ থাকলে তা মার্জনা করার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিব। তার পর আমাকে সাতভাগে হলেও ছেদন করুক।” তার একথা শুনে চন্দ্রাদেবী তৎমুহূর্তে সপরিষদ মহারাজের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন। রাজ পুরোহিত এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে নিজের লোক দ্বারা চন্দ্রাদেবীর নিকট খবর দিলেন- “রাজার আদেশ “এখন আমার সঙ্গে কোন রাণীদেরই দেখা হবে না।” এটা ব্রাহ্মণেরই চক্রান্ত। এখবর পেয়ে রাণী ভগ্ন মনোরথ হয়ে প্রাসাদে গিয়ে মনোহরা দেবীকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বললেন- “বধুমা, আমি রাজার সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন অবকাশ লাভ করতে পারিনি। কিছুদূর অগ্রসর

হয়েও ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি তোমার কোনই উপকার করতে সমর্থ হলাম না। ইহা শুনে মনোহরা দেবী বলল- "মা তা হলে এখন আমার মৃত্যু অনিবার্য। এবলে বিলাপ সুরে নিম্নোক্ত তিনটি গাথা বললেন-

৬৮-৭০। "হায়! হায়! মাতঃ এখন আমাকে যজ্ঞার্থে নিয়ে যাবে। অন্যের দ্বারা আমার মৃত্যু হবে। পতির অবর্ত্তমানে এখন অনাথিনীর ন্যায় আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। এখানে যদি আমার স্বামী থাকতেন, তা হলে আমার এভাবে কখনো মৃত্যু হতনা। হায়! হায়! মাতঃ, এখন আমার পতি শূন্য অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে। আমার পরিত্রাণকারী কি কেহ নেই? অনাথিনীভাবেই কি আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে?"

তারপর মনোহরা দেবী বিলাপ করে বললেন- "মাতঃ, আমার অলঙ্কার ভাণ্ডটি আমাকে দিন। পূজার জন্য সে সব এখানে ধারণ করব। তখন চন্দ্রাদেবী তার অলঙ্কার ভাণ্ড দিয়ে তাকে আলিঙ্গণ করে রোরুদ্যমনা হয়ে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

৭১-৭২। "বধু মা, আমার পুত্র যখন এখানে এসে শুন্য প্রাসাদ দেখে তোমার কথা জিজ্ঞেস্ করে, তখন আমি তাকে কি বলব? বৌমা,- আমার সুধন যদি বেঁচে থাকে, তা হলে তুমি এখানে আসবে। সুধন জীবিত না থাকলেও শীঘ্রই তুমি এখানে ফিরে আস্‌বে। আমার সুধন আমাকে সর্বদা দেখবে।" তা শুনে মনোহরা দেবী স্বীয় ললাটে অঞ্জলীবদ্ধ করে চন্দ্রাদেবীকে বন্দনা করল এবং অলঙ্কারগুলি পরিধান করল। তারপর একখানা নীচাসনে উপবেশন করে "মাত, যদি আপনার পুত্র এখানে আসেন, আপনি তাকে বলবেন- "তোমার স্ত্রী মনোহরা গমনকালে সাতবার তোমার পাদে বন্দনা করে তার অপরাধের

ক্ষমা চেয়েছে। তুমি তার দোষ ক্ষমা কর।” আমার এ’শেষ কথা আপনার পুত্রকে বলবেন। এবলে মনোহরা দেবী পূর্বমুখী হয়ে স্বীয় স্বামীর উদ্দেশ্যে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা করে “আমাদের ন্যায় বিয়োগ দুঃখ কারো যেন না হয়” এবলে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

৭৩-৭৪। “মাত, আপনার ও আমার স্বামীর পায়ে নতশীরে বন্দনা করছি। আমার এ বন্দনার কথা আমার স্বামীকে বলবেন। এখন আপনার সাথে আমার শেষ দেখা। পুনঃ যে দেখা হবে, তা সম্ভব নয়। সংযোগ এবং বিয়োগ এদুটা লোক ধর্ম।” এবলে পুনঃ মনোহরা দেবী শ্বাশুড়ীর পাদমূলে পড়ে বন্দনা করে স্বীয় দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করল। তখন চন্দ্রাদেবী ও মনোহরা দেবীকে আলিঙ্গণ করে বিলাপের সুরে নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় বললেন-

৭৫-৭৮। “তুমি পূর্বজন্মে মনে হয় মনুষ্য বা মৃগ-পক্ষীদের মধ্যে কারো ভেদ সৃষ্টি করেছিলে। সে বিপাকবশেই অদ্য তোমার পতির সাথে এ বিয়োগ সংঘটিত হয়েছে। হে বধূ মা, এখন আমি অনাথিনী হয়ে সর্বদা রাজ্যে বিচরণ করব: যেমন বনে-পর্বতে বনচরগণ একাকী বিচরণ করে। বৃক্ষে, পর্বতে-বনে, সমুদ্রে ও জলে-স্থলে যে রক্ষাকারী দেবগণ আছেন, তারা আমার পুত্রকে শীঘ্রই এনে দিন। আমার পুত্রবধুর বিদ্যমানে এপুরী সর্বদা সুরপুরীর ন্যায় শোভা পেত, সে পুত্রবধু এখন নেই। কুরঙ্গণী যেমন স্বীয় শূন্য বাসা দেখে দুঃখিতা হয়, আমার ও এখন সে দশা।”

চন্দ্রাদেবী যখন এরূপ বিলাপ করছেন, তখন রাজপুরুষগণ মনোহরা দেবীকে যজ্ঞস্থানে নেয়ার জন্য প্রাসাদে এসে উপস্থিত হল। মনোহরা দেবী তা দেখে চন্দ্রাদেবীকে বন্দনা করে

"আর্যে, এখন আমি চললাম, "একথা বলে আকাশ-পথে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করল। ক্রমে হিমালয়ে গিয়ে ঐ কশ্যপ তাপসের আশ্রমে অবতরণ করল। তাপসকে বন্দনা করে তথায় তার আগমনের সমস্ত বিবরণ বলল। পুনঃ তাপসকে সবিনয়ে বলল- "প্রভু যদি আমার স্বামী সুধন কুমার আমাকে অন্বেষণ করতে এখানে আসেন, তবে তাকে আমার এ বস্ত্র, কম্বল এবং বজির অঙ্গুরীয়কটি দেবেন। আর বল্‌বেন- "আপনার পত্নী মনোহরা আপনার পাদে বন্দনা জানাচ্ছে।" আমার স্বামী এখান হতে উত্তর দিকে গমন করলে সেদিকে অমনুষ্য পরিগৃহীত দু'টি পথ আছে। সেখান হতে তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এরূপ বলবেন।" এবলে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৭৯। "যদি আমি কায়বাক্যমনে পূর্বে কোন দুশ্চরিতাচরণ করে থাকি, হে শুদ্ধজন, তা সব আমাকে ক্ষমা করবেন।" মনোহরা দেবী এবলে "আমার স্বামী এদিকেই আছেন।" চিন্তা করে দক্ষিণমুখী হয়ে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে বন্দনা করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৮০-৮১। "হে আর্য পুত্র, আপনার প্রতি আমার সাদর প্রণাম রইল। বিয়োগে আজীবন দুঃখ পেতে হয়। পূর্বে বোধ হয় আমার কোনই প্রার্থনা ছিল না। আমি পূর্ব জন্মে কোনও সময় পরের বিয়োগের কারণ হয়েছিলাম। সে কর্মেই বোধ হয় আমাদের বিয়োগ ঘটেছে।"

মনোহরা দেবী এবলে পুনঃ তাপসকে বললেন- "প্রভু আমার স্বামী সুধন কুমার যদি এখানে আসেন, তিনি যেতে ইচ্ছা করলে, যথেচ্ছা যেতে পারেন। তাঁর প্রতি অনুকম্পা করে আমার প্রদত্ত এ মন্ত্র ও "সপ্তকুলিক" নামক ঔষধ তাকে প্রদান করবেন। তিনি সেখান হতে যোজন পরিমাণ কুশবন অতিক্রম

করার পর উশির বন ও বেণুবন অতিক্রম করে, তারপর ত্রিশ যোজন প্রমাণ দ্রবতৃণ বন, তৃণবন, তুলসী বন, কণ্টক বন, বেত্র গহন, মিশ্রতরু গহন, তরুশূন্য গহন, সর্পগহন, বিষফল গহন, রাক্ষস গহন, কাল গহন ও পর্বত গহন ভেদে নববিধ গহন বা দুর্গম মহারণ্য প্রাপ্ত হবেন। এরূপে অষ্টাদশ বনগহন অনুক্রমে অতিক্রম করে তিনি যদি পূর্বদিকের পথে গমন করেন, সে পথে দু'টি হস্তী অবিরত যুদ্ধ করে বাস করে। তথায় এমন্ত্র সাধ্যায়ণ করে এবং এ সপ্তকুলিক ঔষধ সেবন করে হস্তীদ্বয়ের মধ্যবর্তী পথেই গমন করতে পারবেন। তারপর দেখবেন দু'টি অত্যুচ্চ প্রকাণ্ড পর্বত পরস্পর সংলগ্নভাবে স্থিত। তথায় এ মন্ত্র সাধ্যায়ণ ও সপ্তকুলিক ঔষধ সেবন করবেন। মন্ত্রও ঔষধের প্রভাবে তখন উক্ত পর্বত দু'টির মধ্যভাগে ছিদ্র হয়ে যাবে। সে ছিদ্র পথে তিনি গমন করবেন। সে পথ অতিক্রম করার পর এক যক্ষের বাসস্থান প্রাপ্ত হবেন। সেখানে রাস্তায় সপ্ততাল বৃক্ষ প্রমাণ উচ্চ বিরাট দেহধারী এক যক্ষ দেখবেন। তখন তথায় এ মন্ত্র সাধ্যায়ণ করে ও সপ্তকুলিক ঔষধ সেবন করবেন আর কতেক ঔষধ দণ্ডের অগ্রভাগে মালিশ করে যক্ষের বক্ষদেশে বিদ্ধ করবেন। এতে যক্ষ নিপতিত হবে। তখন যক্ষের দেহ অতিক্রম করে গমন করবেন। তারপর সেখান হতে শতযোজন পথ অতিক্রম করে একনদী প্রাপ্ত হবেন। তাঁকে সাবধান করবেন, সে নদীর জল যেন স্পর্শ না করেন। তা স্পর্শ করা মাত্রই জীবন ধ্বংস হবে। যদি তা বিশ্বাস না হয়, তবে পরীক্ষা স্বরূপ খড়্গ বা শস্ত্র কিম্বা যে কোন বস্তু দ্বারা সেই নদীর জল স্পর্শ করে দেখবেন- তখনি সে বস্তু বিলীন হয়ে যাবে। সে নদীর অপরতীর হতে এক অজাগর সর্প বের হয়ে এপারে মস্তক রেখে সেতুর ন্যায় হয়ে থাকবে। তখন তিনি এ মন্ত্র

সাধ্যায়ণ করে এ ঔষধ কতক সেবন করবেন এবং আর কতেক পায়ের তলায় মেখে ঐ সর্পের পৃষ্ঠে আরোহণ করে নদী পার হবেন। সে নদীর বিস্তৃতি হবে এক যোজন। তাই সে সর্পের শিরদেশে প্রাতে আরোহণ করে সারাদিন চলার পর সন্ধ্যার সময় সর্পের লাঙ্গুল দেশ প্রাপ্ত হয়ে নদীর পরতীরে অবতরণ করবেন। সেখান হতে পূর্বদিকে শত যোজন পথ অতিক্রম করার পর পুনঃ শত যোজন বিস্তৃত বেত্রবন প্রাপ্ত হবেন। এ বন অতিক্রম করার পর কোন দিকে যাওয়ার ছিদ্রমাত্র পথও পাওয়া যাবেনা। তখন তথায় গৃহ প্রমাণ হস্তীলিঙ্গ পক্ষী এসে উপস্থিত হবে। তখন তিনি এ কম্বল খানা সারা দেহে জড়িয়ে এই পাখীর পাখান্তরে নিজকে বন্ধন করে শু'য়ে থাকবেন। তখন হস্তী লিঙ্গ পাখী আহার অন্বেষণের জন্য আকাশ-পথে বেত্রবন অতিক্রম করে কৈলাস পর্বত-শিখরে প্রতিষ্ঠিত নগরে এসে পড়বে।" এবলে একখানা পত্রে এসব বিবরণ লিখে, তা তাপসকে দিয়ে বন্দনা করে আকাশ পথে কৈলাস পবর্ত-শিখরে প্রতিষ্ঠিত স্বীয় পিতৃ-নগরে এসে উপনীত হল। দুমরাজ মনোহরার আগমন-বার্তা পেয়ে চিন্তা করলেন- "আমার কন্যা এত দীর্ঘকাল ধরে মনুষ্য লোকে মানবের সাথে বাস করেছে। সুতরাং সে এখন আমার ভবনে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত হবে না।" এ চিন্তা করে অন্য একটি রমণীয় স্থানে ওর জন্য দিব্য প্রাসাদ তৈরী করিয়ে বহু কিন্নরী তার পাদচারিকা রূপে দিয়ে সে প্রাসাদখানি তাকে প্রদান করলেন।

এদিকে বোধিসত্ব প্রত্যন্ত প্রদেশের শত্রুদের দমন করে সসৈন্যে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং পিতৃপদে বিনীতভাবে বন্দনা করে শত্রু দমন বিষয় জ্ঞাপন করলেন। চন্দ্রাদেবী বোধিসত্বকে আসতে দেখে নিজের প্রাসাদে আসবার

জন্য আহ্বান জানিয়ে পুত্রকে আগুবাড়িয়ে লয়ে আলিঙ্গণ করে রোদন করতে লাগলেন। তখন বোধিসত্ব বললেন- "মাতঃ, আপনি এখানে রোদন করছেন কেন? মাতা বললেন- "বাবা সুধন, তোমার পত্নী মনোহরা তোমার ভবনে নেই।" তখন মহাসত্ব তার কারণ জিজ্ঞেস করায় চন্দ্রাদেবী সব বিষয় বিস্তৃত ভাবে বললেন। বোধিসত্ব ইহা শুনে তখনি ভগ্ন হৃদয়ে সংজ্ঞা শূন্য হয়ে ধরাশায়ী হলেন। পুত্রের এ অবস্থা দেখে চন্দ্রাদেবী ব্যাকুলা হয়ে তাঁর মস্তকে সুবাসিত জল ও তৈল সিঞ্চন করলেন। এতে তিনি সংজ্ঞা লাভ করলেন। তারপর মহাসত্ব স্বীয় শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন- শয্যাও আসনে পুষ্পমালাগুলি শুকিয়ে রয়েছে। সপ্তরত্ন খচিত অলঙ্কারগুলি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে। এসব দৃশ্য তাঁর অন্তর্দাহ উপস্থিত হল। অসীম শোকাতুর হৃদয়ে রোদন পরায়ণ হয়ে নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে বললেন-

৮২-৮৪। "হায়! হায়! মাতঃ, আপনার বধূমাতা মনোহরা এখন কোথায়? আমার হৃদয় এখন অসহ শোক শৈল্যে বিদ্ধ হচ্ছে। মাতঃ, এখন আমি তার চন্দ্রানন দেখছিনা। আপনাকে বলছি, আমি তাকে অন্বেষণ করতে যাবো। আমাকে আদেশ দিন। আমি রাত্রিদিন তাকে মহারণ্যে অন্বেষণ করব। যদি তাকে বনে পাই, তবে আমরা উভয়ে আপনার নিকট ফিরে আসব। যদি তার দেখা না পাই, তবে সেখানেই আমার মৃত্যু অনিবার্য, একথা জানবেন।

ইহা শুনে চন্দ্রাদেবী শোক-দুঃখে ম্রিয়মানা হয়ে পুত্রকে আশ্বাসবাণী প্রদান মানসে বললেন "বাবা সুধন, তুমি শোক ও বিলাপ করোনা। তোমার জন্য অন্য একজন দেবপ্সরানিভ রূপবতী ক্ষত্রিয় কন্যা আনব। তুমি তার সাথে সংসার যাত্রা

নির্বাহ করে আমাদের এরাজ্য শাসন করবে। কোথাও যেওনা।" তা শুনে মহাসত্ব নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৮৫। "যদি আমি মনোহরাকে না দেখি, তা হলে আমি বেঁচে থেকেও মৃতের সমতুল্য। তার অদর্শন অবস্থায় থাকার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

মাতা চন্দ্রাদেবী পুত্রকে কোন প্রকারে প্রবোধ দিতে না পেরে নীরব হলেন। তৎপর মহাসত্ব মাতাকে বন্দনা করে প্রাসাদ হতে অবতরণ করলেন। মাতাও শোকার্ত হয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন- "হে সুধন, তুমি আমার একমাত্র প্রাণপ্রতিম পুত্র। তোমাকে আর দেখতে পাবনা। আমাকে অনাথিনী করোনা। তোমার উপরই আমার জীবন রক্ষা নির্ভর করে।" এরূপ বলে নিম্নোক্ত গাথাটি বলে বলে তাঁর পশ্চাদানুবর্তিনী হলেন।

৮৬। "হে প্রাণ পুত্র, ফিরে এস। আমাকে অনাথিনী করোনা। তোমাকে না দেখলে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হবে।"

এবলে চন্দ্রাদেবী পুত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রাসাদে রোরুদ্যমানাবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন। মহাসত্ব ও নগর হতে বের হয়ে মনোহরাকে যে ব্যাধ এনেছিল, তার গৃহে গিয়ে তাকে বললেন- প্রিয় ব্যাধ, মনোহরার বাসস্থানের পথ তোমার জানা আছে কি? ব্যাধ বলল- "দেব, তা আমি জানি না। তিনি মহের্ধি সম্পন্না দেবী। তিনি বোধ হয় আকাশ-পথে বিদ্যাধর রাজার নিকট গিয়েছেন। তাঁকে যদি দেখতে ইচ্ছা করেন, তবে হিমালয়ে বাসকারী কশ্যপ নামক ঋষির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন।" তখন মহাসত্ত্ব বললেন- "তা হলে বাপু, তুমি আমার পথ প্রদর্শক হয়ে আমার সাথে চল।" তখন বনচর আনন্দের সহিত বলল- "দেব, আপনি না বললেও আমি

আপনার সাথে যাব।” ব্যাধের কথা শুনে মহাসেত্ব তীক্ষ্ণ ধার খড়ুগ কোষাবদ্ধ করে অব্যর্থ ধনু-শর সঙ্গে নিলেন এবং পথ প্রদর্শক পুন্নরিক ব্যাধকে সঙ্গে লয়ে গমন করলেন। অনুক্রমে নগরের বহিসীমায় যাওয়ার পর রাজপুত্র নগরের দিকে ফিরে, এবলে সত্যক্রিয়া করলেন নিম্নোক্ত গাথাযোগে।

৮৭। “যদি আমার প্রিয় পত্নীকে পাই, তবে পুনঃ এ নগরে প্রত্যাবর্তন করব। যদি না পাই, তবে এ নগরে আর আসবনা।” এবলে মহাসত্ব সিংহের ন্যায় নির্ভীক বাক্যে সিংহনাদ করে ঐ বনচরের সাথে হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁরা অনুক্রমে গিয়ে কশ্যপ তাপসের বাসস্থানে উপস্থিত হলেন। সেখান হতে বনচরকে দেশের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে কশ্যপ ঋষির আশ্রমে একাকী প্রবেশ করলেন। তাকে বন্দনা করে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞেস করলেন-

৮৮। “তপোধন, আপনাকে বন্দনা করে জিজ্ঞেস করছি যে- আমার মনোহরাকে দেখেছেন কি? যদি সে এখানে এসে থাকে। তাকে আমি দেখতে ইচ্ছা করি।” তা শুনে তাপস নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৮৯-৯০। হে রাজপুত্র, আমি তোমার ভার্যা মনোহরাকে দেখেছি। এ বস্ত্রাদি তার। পূর্বদিকের রাস্তাটা দুর্গমনীয়। এ রাস্তা অমনুষ্যগণ পরিগৃহীত। তদ্ধেতু আপনাকে এখান হতে ফিরে যাবার জন্য বলছি।

এরূপে তাপস রাজপুত্রের সাথে আলাপ প্রত্যালাপ করার পর তাপস বললেন- “এবজির অঙ্গুরীয়ক ও রক্ত কম্বল তোমারই সম্পদ।” এবলে তা মহাসত্ত্বের হাতে দিলেন। মহাসত্ব তা পেয়ে ও দেখে যেন মনোহরা দেবীকে তাঁর সম্মুখেই দেখলেন। তিনি তা বক্ষে চেপে ধরে রোদন করতে

লাগলেন। তা দেখে তাপস বললেন- "কুমার আপনি কি আরো যেতে ইচ্ছা করেন?" মহাসত্ব বললেন- হাঁ আমি এখান হতে প্রত্যাবর্তন করবার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করি। সুতরাং আমি এখান হতে ফিরে যেতে পারব না। ঋষিবর মহাসত্বের দৃঢ়তা জ্ঞাত হয়ে কৈলাস পর্বতে যাওয়ার বিধি বিধান মনোহরা দেবীর কথিত সমস্ত বিষয় তাঁকে বললেন। মহাসত্ব তা শুনে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৯১-৯২। "যদি আমার ভার্যা লাভ করতে পারি, তাহলে আমি নগরে ফিরে যাব। যদি তাকে না দেখি, সেখানেই আমার মৃত্যু হবে। মনোহরা বিনা আমার জীবন এ মহারণ্যে ত্যাগই শ্রেয়স্কর। যদি আমার ভার্যাকে লাভ করতে পারি, তবে পুনঃ মাতাকে দর্শন দিব।"

এবলে বোধিসত্ব তাপসকে বন্দনা করে নিজের পথ প্রদর্শক এক বানর-বাচ্ছা সাথে করে পথ অতিক্রম করতে আরম্ভ করলেন। তাপস তা দেখে মনোহরা দেবী প্রদত্ত সপ্তকুলিক ঔষধ তাকে দিলেন এবং মন্ত্রও শিক্ষা দিলেন। তারপর মনোহরা দেবীর কথিত মতে পথের বিবরণ যথাযথভাবে বলে দিলেন। মহাসত্ব তা শুনে মহোৎসাহের সহিত সাত বৎসর সাতমাস ও সাতদিন যাবৎ সমস্ত বনগহন ও মহাপর্বতাদি অতিক্রম করে মহাযক্ষ বাসস্থান প্রাপ্ত হলেন। সেখানে দেখলেন ভয়ঙ্কররূপ সপ্ততালে বৃক্ষ প্রমাণ উচ্চ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় নয়নদ্বয় অঞ্জন পর্বতের ন্যায় বিরাট দেহ, বাম হস্তে প্রকাণ্ড এক মুদ্গার দক্ষিণ হস্তে বিরাটকায় এক কুড়ালী লয়ে যক্ষ দণ্ডায়মান রয়েছে। তা দেখে বোধিসত্ব অসন্ত্রস্ত ও নির্ভীকভাবে তথায় দাঁড়িয়ে সপ্তকুলিক ঔষধ কতেক সেবন করলেন এবং কতেক দণ্ডের অগ্রভাগে মালিশ করে ঐ মন্ত্র

সধ্যায়নের পর ঔষধ মক্ষিত দণ্ড যক্ষের বক্ষস্থলে বিদ্ধ করলেন। এতে যক্ষ তখনি তথায় ভূতলশায়ী হল। তখন মহাসত্ব তার দেহের উপর আরোহণ করে সে পথ অতিক্রম করলেন। তার পর ক্রমে মহানদী প্রাপ্ত হলেন। সে নদীও অজাগর-পৃষ্ঠে আরোহণ করে উর্ত্তীর্ণ হয়ে বেত্রবন পেলেন। তখন সূর্যদেব অস্তাচলে গেল। এমন সময়ে মহাসত্ব বেত্র আশ্রয়ে এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করে রক্ত কম্বল গায়ে দিয়ে বৃক্ষাগ্রে বেত্রাচ্ছাদনে শায়িত হলেন। সেখান হতে কোথাও যাওয়ার পথ না দেখে এবলে রোদন করতে লাগলেন- "হে সুধন, তুমি স্ত্রীর জন্য বহু উপকারী পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে বহু দুঃখের মাধ্যমে এখানে এসে অসহ্য কষ্ট ভোগ করছ। তোমার পক্ষে এটা অকরণীয় কাজ, এবলে নিজকে ভর্ৎসনা করে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

৯৩। "হে সুধন, তুমি স্ত্রীর জন্য পূর্বোপকারীকে ত্যাগ করে অকারণে বহু দুঃখ ভোগ করছ।"

সে সময় বহু হস্তী লিঙ্গ পক্ষী সে বেত্রবনে এসে পরস্পর বলতে লাগলে- "আহার অন্বেষণের জন্য কে কোথায় যাবে? তাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় রুচি অনুযায়ী স্থান নির্দেশ করে বলল- "অমুক অমুক স্থানে যাব।" তৎমধ্যে আবার কেহ কেহ বলল- "আমরা কৈলাস-কুটে বাসকারী দুমরাজের কন্যা মনোহরাকে মানুষেরা ধরে নিয়েছিল। সে কন্যা পুনঃ দুমরাজের নিকট ফিরে এসেছে। তার দেহ হতে মনুষ্যগন্ধ দূরীকরনার্থ আগামীকল্য মহোৎসবের অনুষ্ঠান করবে। আমরা সবাই তথায় গিয়ে মঙ্গলার্থ কৃত অতি মহান পূজা আহার করব।" মহাসত্ব পাখীদের এসব কথা শুনে এক পাখীর পক্ষ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিজকে শক্ত করে খড়ুগের রজ্জুদ্বারা পাখীর পাখার সাথে

বন্ধন করে নিল। প্রাতে সে পক্ষীগুলি পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করে আকাশ-পথে বেত্রবন অতিক্রম করবার পর সুবর্ণ নামক এক নগর সমীপে প্রকাণ্ড এক পুষ্করিনী-তীরে অবতরণ করল। তখন মহাসত্ব অতি সন্তর্পণে বন্ধন খুলে সেই পুষ্করিনীর তীরে এক পার্শ্বে আত্মগোপন করলেন তৎকালে বিদ্যাধর পরিচারিকা ষোলজন কিন্নরী সেই পুষ্করিনী-তীরে এসে পরস্পর এরূপ আলাপ করতে লাগল- "অদ্য আমরা এ পুষ্করিনীর জল দ্বারা আমাদের মনোহরাকে স্নান করাব।" মহাসত্ব একথা শুনে অতি প্রহৃষ্ট হয়ে মনে মনে চিন্তা করলেন- "আমার চেষ্টা সার্থক হয়েছে। এখন মনোহরার খবর শুনলাম। আহা! সমস্ত গহন, বনানী, পর্বত ও বিবিধ বিঘ্ন সঙ্কুল পথ অতিক্রম করে আমার আগমন সার্থক হয়েছে।" এরূপ চিন্তা করে "কি প্রকারে মনোহরা আমার এখানে আগমন-বার্তা জানবে?" এ চিন্তা করে ঠিক করলেন- "সত্যাধিষ্ঠান দ্বারাই আমার মনোরথ সিদ্ধ হবে।" এ মনে করে অধিষ্ঠান করলেন- "যদি মনোহরার সাথে আমার পুনঃ সংবাস হয়, তা হলে এ কিন্নরীগণ যেন কলসী উঠাতে না পারে।" এরূপ সত্যাধিষ্ঠান করে পুকুরের তীরেই বসে র'লেন। এদিকে কিন্নরিগণ কলসী পূর্ণ করে তা কেহ উঠাতে পারলনা। তাতে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক ওদিক অবলোকন করতে লাগল। তারা মহাসত্বকে এক বৃক্ষ মূলে দেখে তার নিকট সবাই উপস্থিত হয়ে বলল- "ওগো সুজন, আপনি অনুকম্পা করে এ ঘটগুলি আমাদের তুলে দিন। তখন বোধিসত্ব তাদের নিকটস্থ হয়ে বললেন- "তোমরা এ জল দ্বারা কি করবে?" তখন তারা সব বৃত্তান্ত বোধিসত্বকে বলল। তখন মহাসত্ব ঘটগুলি তুলে দিয়ে শেষের সুবর্ণঘটে স্বীয় বজির অঙ্গুরীয়কটি দিলেন। প্রথমে আগত কিন্নরিগণ মনোহরাকে স্নান

করিয়ে কলসের জল নিঃশেষ করার পর শেষের কলসীটি লয়ে কিন্নরী ত্বরিত গমনে মনোহরার মস্তকে জল ঢে'লে দিল। তখন জলধারার সাথে ঐ বজির অঙ্গুরীয়কটি পতিত হয়ে কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে ঢুকে গেল। বোধিসত্বের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এ অঙ্গুরীয়কটি দেখে মনোহরা দেবী বুঝতে পারলেন- "তাঁর স্বামী সুধন কুমার এখানে এসেছেন।" ইহা জ্ঞাত হয়ে কাউকেও কিছু না বলে নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলেন। তথায় গোপনে সর্বপশ্চাৎ জল নিয়ে আগত কিন্নরীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন- "জল আনতে তোমার এত গৌণ হল কেন? তখন সে উক্ত ঘটনা বিস্তৃত ভাবে বলল। তখন মনোহরা দেবী তাঁকে বললেন- "তুমি যারকথা বললে, তিনি আমার স্বামী সুধন কুমার রাজ পুত্র। তুমি এ বিষয় কাউকেও বলবে না। বলে "পুষ্পমাল্য, সুগন্ধি, বিলেপন, দিব্য বস্ত্র ও আভরণ ভাণ্ড" তার হাতে দিয়ে বললেন- "এ সব সামগ্রী তাঁর হস্তে প্রদান করে বলিও- "তিনি যেন সে পুষ্করিণীতে্লান করে এদিব্য পোষাক ধারণ করতঃ এদিব্য মাল্য ও সুগন্ধি দ্বারা বিভূষিত হন। তারপর অলঙ্কার ভাণ্ড হতে অলঙ্কার ধারণ করে যেন প্রস্তুত থাকেন। আমি তথায় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই অপেক্ষা করেন। তখন সেই কিন্নরীও তা নিয়ে বোধিসত্বকে দিয়ে উক্ত কথাগুলি বলল। বোধিসত্বও তখন তার নিকট হতে ঐসব অলঙ্কারাদি গ্রহণ করে মনোহরা দেবীর কথা মতে বস্ত্র পরিধান এবং অলঙ্কার ও সুগন্ধি দ্বারা সজ্জিত হয়ে পুকুরতীরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে মনোহরা দেবী স্বীয় সহচরী সহ পিতা মাতার নিকট উপস্থিত হল। তখন দুমরাজা মনোহরাকে দেখে বললেন- "মাত, তুমি এতকাল যাবৎ মনুষ্যের সাথে বাস করেছ। তোমার স্বামী কে? তার বর্ণ কি

প্রকার, তিনি কি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য না শুদ্র?" ইহা শুনে মনোহরা শিরে অঞ্জলি বদ্ধ হয়ে পিতাকে বললেন- বাবা, আমার প্রিয় স্বামী হীন ব্যক্তি নন। অথবা যে সে নন। তিনি মহাপুরুষ। সমগ্র জম্বুদ্বীপের অগ্ররাজা, সপ্তহস্তী-বলধারী উত্তম বীরপুরুষ। তখন দুমরাজা বললেন- তা'হলে মাত, তুমি তাকে ত্যাগ করে কেন এখানে এসেছ? তখন মনোহরা দেবী সেখানে ফিরে আসার সমস্ত বৃত্তান্ত পিতাকে বললেন। তা শুনে দুমরাজা বললেন- তোমার স্বামী যদি এরূপ শক্তি সম্পন্ন বীরপুরুষ হন, তবে এদিকে তোমার পশ্চাদানুবর্ত্তী হলনা কেন? তদুত্তরে মনোহরা বললেন- "বাবা, তিনি যদি এখানে উপস্থিত হন, তবে তাঁর সঙ্গে আপনি কিরূপ ব্যবহার করবেন? রাজা বললেন- "তিনি যদি এখানে আসেন, তাঁর শক্তি পরাক্রমাদি জ্ঞাত হয়ে পুনঃ তাঁর হাতে তোমাকে সমর্পণ করব।" পিতার বাক্য শুনে মনোহরা প্রীতিফুল্ল মনে বললেন- "বাবা, ইহা কি আপনার সত্য বাক্য না ক্রীড়া বাক্য?" দুমরাজ বললেন- "ধীতে, ইহা আমি সর্বান্তঃকরণে সত্য বাক্যই বলছি।" তখন মনোহরা বললেন- "বাবা, আমার স্বামী এখন এখানে এসেছেন।" ইহা শুনে রাজা অতি বিস্মিত হয়ে চিন্তা করলেন- "অহো! এরূপ আশ্চর্য শক্তি ও পরাক্রমশালী পুরুষ এখানে এসেছেন, বড়ই আশ্চর্য।" এরূপ চিন্তা করে অতি তাড়াতাড়ি বললেন- "ধীতে, এখন তোমার স্বামী কোথায় আছেন?" মনোহরা বললেন- "বাবা, এখন তিনি নগরের বাহিরেই আছেন। রাজা তখন কন্যাকে আদেশ দিলেন- এখন তাঁকে এখানে আসতে বল। তখন স্বামীকে সাদর আহ্বান করে আনবার জন্যে মনোহরা স্বীয় পরিচারিকাকে মহাসত্ত্বের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তখন সুধন কুমার হর্ষোৎফুল্লমনে এসে নির্ভীক

চিত্তে সিংহরাজের ন্যায় রাজ প্রাসাদে আরোহণ করে নানারত্নে সুখচিত সুচারু বিচিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট দুমরাজকে বন্দনা করার পর এক পার্শ্বে গিয়ে উপবেশন করলেন। তখন কিন্নরিগণ স্বীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে মহাসত্বের দৈহিক সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য শ্রীদর্শন করে সংজ্ঞা হারার ন্যায় দাঁড়িয়ে র'ল। দুমরাজ ও মহাসত্বকে দেখে তাঁর প্রতি বলবৎ স্নেহ উৎপন্ন হল। দুমরাজ স্নেহে বোধিসত্বকে জিজ্ঞেস করলেন- "বাবা, তুমি কতদিনে এসব সঙ্কটময় দুর্গম বনগহন, পর্বত কন্দর এবং ভীষণ বিপদসঙ্কুল স্থান অতিক্রম করে এখানে এসেছ?" মহাসত্ব বললেন- "মহারাজ, আমি অদ্য সাতবৎবর সাতমাস সাতদিনে নির্ভীকভাবে পথ অতিক্রম করে বিরাটকায় যক্ষকে বিদ্ধ করে অজাগর পৃষ্ঠে নদী পার হয়ে এক হস্তীলিঙ্গ পক্ষীর ডানার আশ্রয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি।" একথা শুনে দুমরাজ চিন্তা করলেন- "অহো! বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুত কথা।" একথা চিন্তা করে পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন–"বাবা, তুমি কি সুধন কুমার? বোধিসত্ব বললেন- হাঁ দেব, আমার নাম সুধন কুমার। রাজা পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন- "তুমি ধনুবিদ্যার পারদর্শী কি? মহাসত্ব বললেন- হাঁ দেব। সে বিষয়ে ও যথেষ্ট আয়ত্ত আছে। তখন দুমরাজা ধন্যবাদের সাথে তা অনুমোদন করে বললেন- বাবা, তা হলে অদ্য তোমার ধনুবিদ্যা শিল্প দেখব। এবলে একস্থানে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাতটি তালবৃক্ষ, তার পূর্বভাগে সাতখানি ডুমুর তক্তা, তার পুরোভাগে সাতখানি লৌহফলক, তারপর সাতটি শিলাস্তম্ভ, তারপর সাতখানা তাম্র ফলক, তারপর সাতখানা বালুকাপূর্ণ শকট ও তারপর সাতটি জ্বলন্ত অঙ্গার চক্রের ন্যায় যন্ত্র পাটি স্থাপন করে সুধন কুমারকে বললেন- "বাবা, তুমি এসবকে একটি মাত্র শর নিক্ষেপে বিদ্ধ

করতে পারবে কি?" সুধন কুমার বললেন- মহারাজ, আমি এসব একটি মাত্র শর নিক্ষেপে বিদ্ধ করতে পারব।" এবলে নির্ভীক চিত্তে আসন হতে উঠে স্বীয় ধনুতে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করে নিক্ষেপ করলেন। সে শর ধর্নুগুণ হতে মুক্ত হয়ে আলাত চক্র যন্ত্র পর্য্যন্ত সব বস্তু বিদ্ধ করে চক্রবাল-পর্বত-বক্ষ ভেদ করে পুনঃ তা মহাসত্ব হস্তে ফিরে এল। বিদ্যাধরগণ এসব আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হয়ে অজস্র করতালী ও উদাত্ত কণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করে দিগ্মণ্ডল মুখরিত করে তুলল। তখন দুমরাজাও আসন হতে উঠে মহাসত্ত্বকে আলিঙ্গন করে বললেন- "সাধু সাধু মহাপুরুষ," এবলে বহু প্রশংসা করে পুনঃ বললেন- এ নীল বর্ণ মহাপাষাণ ফলক হাজার হাজার বীরেরা ও উঠাতে পারে না। তা তুমি উঠাতে পারবে কি? মহাসত্ব বললেন- মহারাজ, আপনাদের পুন্যপ্রভাবে ও তেজানুভাবে তা উঠাতে সক্ষম হব। এবলে মহাসত্ব মহাপরাক্রান্ত কেশরী সিংহের ন্যায় আসন হতে উঠে উক্ত নীলবর্ণ মহাপাষাণের সমীপস্থ হলেন। সে পাষাণ-ফলক বারত্রয় প্রদক্ষিণ করে দক্ষিণ হস্তে তা স্পর্শ করে বললেন- "যদি আমি অনাগতে বোধিবৃক্ষমূলে বোধিপালঙ্কে সমাসীন হয়ে মার-বল বিধ্বংস করে অনুত্তর সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারি এবং বিরাট পর্বতরূপী 'মারকে' অতিক্রম করতে যদি সমর্থ হই, তা হলে এ বৃহৎ ও ভারী পাষাণ খণ্ড ও আমার পক্ষে অতি হালকা হোক।" এরূপে সত্যাধিষ্ঠান করে তা তোললেন। মহাসত্বের এ সত্যাধিষ্ঠানের প্রভাবে ঐ পাষাণ খণ্ড খড়ের বোঝার ন্যায় হালকা হয়ে গেল। মহাসত্ব তা তু'লে নিজের স্কন্ধদেশে রেখে এদিক ওদিক চলতে লাগলেন। দুমরাজ এ অদৃষ্ঠপূর্ব ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত পরিতুষ্ট চিত্তে আসন হতে নেমে এসে বোধিসত্বকে আলিঙ্গণ করে

নিজের বাক্য দোষ-বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বিদ্যাধরেরা বাঃ বাঃ শব্দকরে অজস্র দিব্য বস্ত্র উর্ধে উৎক্ষেপ করলেন। তখন দুমরাজ বললেন- বাবা, তোমার ভার্যাকে তুমি চিনতে পারবে তো? বোধিসত্ব বললেন- মহারাজ, তা আমি চিনতে পারবো। তৎপর দুমরাজ নিজের সপ্তকন্যাকে পোষাক পরিচ্ছেদে ও অলঙ্কারাদিতে একইভাবে সজ্জিত করে একস্থানে বসায়ে মহাসত্বকে বললেন- "আমার সপ্তকন্যার মধ্যে তোমার ভার্যা কোনটি, তা বেচে নাও। তখন মহাসত্ব অনেকক্ষণ দেখলেন বটে, কিন্তু স্বীয় ভার্যা চিনতে পারলেন না। বোধিসত্বেরা সত্যাধিষ্ঠান ত্যাগ করেন না। "এখন আমি সত্যাধিষ্ঠান করব।" এ চিন্তা, করে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

৯৩। "আমি পূর্ব হতে এখনো সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এ হতে সর্বদা আমি জগত হিতার্থে রত আছি। আমি সর্বদা পরহিতার্থে যে কোন স্থানে গমন করি। এ সত্যের প্রভাবে আমার মনোরথ পূর্ণ হোক।

মহাসত্বের এ সত্যক্রিয়ার প্রভাবে তৎক্ষণেই দেবরাজ ইন্দ্রের বাসভবন উত্তপ্ত হল। দেবরাজ স্বীয় ভবনের অবস্থা লক্ষ্য করে দিব্য জ্ঞানে জানতে পারলেন- বোধিসত্বের সত্যাধিষ্ঠান পারমীর বিষয়। তৎমুহূর্তে তিনি স্বর্ণ মক্ষিকার বেশ ধারণ করে বোধিসত্বের কর্ণ সমীপে এসে বললেন- "হে সুধন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। আমি সঞ্চরণশীল মক্ষিকা হয়ে তোমার স্ত্রীর হস্তে বসব? তখন তুমি তার সে হস্তটা ধারণ করে বলবে- এটাই আমার ভার্যা" তখন ইন্দ্ররূপী মক্ষিকা উড়ে গিয়ে মনোহরা দেবীর হস্তে বসল। তখন বোধিসত্ব ও দেবরাজের সঙ্কেতানুসারে মনোহরা দেবীর হস্তে ধারণ করে বললেন- দেব,

এটাই আমার ভার্যা মনোহরা দেবী। তখন দেবরাজ ইন্দ্র সেখান হতে অন্তর্হিত হয়ে স্বস্থানে চলে গেলেন। দুমরাজ বোধিসত্বের এরূপ অচিন্তনীয় গুণ ও প্রভাব দর্শনে অতিশয় আশ্চর্য্যন্বিত হলেন। তিনি যে মহাপুন্যবান পুরুষ তা জ্ঞাত হয়ে ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তৎমুহূর্তে রাজাঙ্গণ বহু রত্ন খচিত সুচারু মণ্ডপ তৈরী করিয়ে তথায় সর্ববিধ রত্ন রাশিকৃত করা হল। তদূপরি মহাসত্ব ও মনোহরা দেবীকে বসিয়ে যথা বিধান মতে অভিষেক দান করলেন এবং সমস্ত রাজত্ব-ভার তাঁদের হস্তে সমর্পণ করলেন। তখন বোধিসত্ব স্বীয় মনস্কাম পূর্ণ করে মনোহরা দেবীসহ কৈলাস পর্বতের শিখর দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ অতুলনীয় দিব্য সুখ ভোগ করতে লাগলেন। একরাত্রে বোধিসত্ব নিজেরপিতা মাতার কথা স্মরণ করে শোকার্ত হয়ে বোরুদ্যমান অবস্থায় বলতে লাগলেন- এ মহা পৃথিবী যেমন সর্ব প্রাণীদের পক্ষে মহাউপকারী, সেরূপ সন্তানের পক্ষেও পিতা-মাতা সর্ববিষয়ে উপকারী। পিতামাতার গুণ অচিন্তনীয়। তা জেনেও এখন না জানার মত অকৃতজ্ঞ সন্তানের ন্যায় স্বীয় মাতা-পিতার প্রতি উপেক্ষাভাব আনয়ন করা উচিত নয় এবং নিজের দেশগ্রাম ত্যাগ করে এখানে বাস করাও সমীচীন নয়, এবলে নিজকে নিজে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি শোকাহত হৃদয়ে কেঁদে কেঁদে পত্নীকে নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

৯৪। "প্রিয়ে মনোহরা, এখন আমি মোহপরায়ণ হয়ে এখানেই বাস করছি। কখন যে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করব, তাও জানি না। বোধ হচ্ছে এখানেই আমার জীবন পাত হবে।"

মনোহরা দেবী মহাসত্বের এরোদন শব্দে হঠাৎ জাগ্রত হয়ে বললেন- স্বামিন, আপনি রোদন করছেন কেন? মনোহরা প্রথম

ও দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করে কোনও উত্তর না পেয়ে ব্যগ্র হয়ে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তিনি শোক-বেগ সংবরণ করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন- "ভদ্রে, আমার মাতা পিতার কথা স্মরণ করে আমি রোদন করছি। আমি এদিকে আসবার সময় আমার মাতা অত্যধিক রোদন করেছিলেন। এখন আমার মাতাকে না দেখলে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হবে। সুতরাং অদ্যই আমি মাতৃদর্শনে গমন করব।" তখন মনোহরা ও বললেন- স্বামিন, আপনার সাথে আমিও যাবো। আপনার যা গতি হবে, আমারও তাই হবে। মহাসত্ব বললেন- ভদ্রে, তুমি আমার সাথে যেওনা। পথ মহা সঙ্কট পূর্ণ। এরূপে বারবার বারণ করা সত্ত্বেও মনোহরা দেবীকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। অগত্যা তার কাতর প্রার্থনায় সম্মত হলেন। রাত্রি অবসানে মহাসত্ব স্বীয় শ্বশুরের নিকট গিয়ে তাঁকে বন্দনা করার পর স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন। তা শুনে দুমরাজ প্রীতিফুল্ল চিত্তে চিন্তা করলেন- "এ পুরুষ আবর্জনা রাশির ন্যায় বা থুথু পিণ্ডের ন্যায় স্বীয় মহারাজ্য-স্ত্রীর প্রতি অনপেক্ষ হয়ে এখানে এসে পিতা-মাতার অতি প্রশংসা করছে। অহো! এ পুরুষ অতিশয় কৃতজ্ঞ।" এ চিন্তা করে মহাসত্ত্বকে বললেন- "বাবা সুধন, এখন আমিও তোমার সহিত তোমাদের রাজ্যে যাব।" এবলে তখনই মহাবিদ্যাধর সুধন কুমারও মনোহরা দেবীকে সাথে করে মহাপরিষদ পরিবৃত হয়ে সৈন্য সামন্ত সহ কৈলাস শিখর হতে স্বীয় পুণ্য প্রভাবে আকাশ-পথে এসে উত্তর পঞ্চাল নগরের অনতিদূরে অবতরন করলেন। তথায় দিব্য শিবির স্থাপন করে বাস করতে লাগলেন। তৎপর বোধিসত্বের পিতা আর্দিচ্চবংশ রাজা প্রাতেঃ সিংহদ্বার বিবৃত হলে প্রাকার তোরণ প্রতিমণ্ডিত ঐ দিব্য শিবির দর্শন করে সশঙ্কচিত্তে চিন্তা

করলেন- "সুধন কুমার বর্তমানে এখানে নেই," একথা জেনে বোধ হয় অদ্যই আমার রাজ্য অধিকার করবার জন্যে অন্যকোন রাজা এসেছেন।" এ চিন্তা করে আশঙ্কিত হলেন, এমন সময় মহাসত্ব বিদ্যাধরগণ পরিবৃত হয়ে পিত্রালয়ে প্রবেশ করে পিতা-মাতার পাদে মস্তক রেখে বন্দনা করলেন। এবং নিরাপদে নিজের আগমন-বার্তা নিবেদন করলেন। চন্দ্রাদেবী প্রিয়পুত্র সুধন কুমার নিরাপদে প্রত্যাগমন করেছেন দেখে তাঁকে আলিঙ্গন করে শির চুম্বন করলেন এবং বললেন- "প্রাণপ্রতিম পুত্র, তোমার এখান হতে গমনাবিধি দিবারাত্র কেবল কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত করেছি। এখন তোমাকে পেয়ে আমার শোকাশ্রু বন্ধ হল। এবলে মাতা-পুত্র বহু সুখ-দুঃখের কথা বললেন। তখন আর্দিচ্চবংশ মহারাজ অতি প্রীতি চিত্তে মহাপরিষদ সহ রাজ প্রাসাদ হতে বের হয়ে দুমরাজের শিবির অভিমুখে অগ্রসর হলেন। দুমরাজ দূর হতে দেখে বিদ্যাধর পরিষদ সহ আর্দিচ্চবংশ মহারাজকে আগু বাড়িয়ে নিলেন। উভয়ে হস্ত প্রসারণ করে সহাস্য বদনে প্রীতি সম্ভাষণ করলেন। তখন উভয়ে শিবিরে প্রবেশ করে মহোৎসব ও আনন্দে সাতদিন অতিবাহিত করলেন। তৎপর দুমরাজ মহাসত্বের মাতা পিতাকে নানাপ্রকার ধনরত্ন দিয়ে প্রীতিভরে বহু আলাপ করে স্বীয় নগরের দিকে যাত্রা করলেন। মনোহরা দেবী ও স্বামীর সাথে উত্তর পঞ্চাল নগরে বাস করতে লাগলেন। রাজা আর্দিচ্চবংশ রাজাঙ্গণে নানাবিধ রত্ন খচিত সুচারু এক প্রকাণ্ড অভিষেক মণ্ডপ তৈরী করিয়ে তাতে সপ্তরত্নের একটা রাশি করালেন। সে রত্ন পুঞ্জে শ্বেতছত্র-তলে বোধিসত্বকে বসিয়ে পঞ্চবিধ রাজ চিহ্ন সহ রাজাভিষেক প্রদান করলেন। তখন মনোহরা দেবীকে অগ্র মহিষী পদে অভিষিক্ত করে ধর্মতঃ

সাম্যভাবে রাজত্ব করতে লাগলেন। স্বীয় পিতা-মাতাকে সযত্নে পোষণ করে দানাদি পুণ্য ক্রিয়া ও পরোপকারে রত হলেন। তিনি আজীবন ধর্মরক্ষা করে যথাকালে মৃত্যুর পর তুষিত ভবনে উৎপন্ন হলেন। রাজ্যবাসী মহাজন সংঘ বোধিসত্ত্বের উপদেশানুযায়ী জীবিকা নির্বাহ করে দানশীলাদি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে যথাকালে মৃত্যুর পর দেবলোকেই উৎপন্ন হলেন। এরূপে ভগবান বুদ্ধ বিস্তৃত ভাবে ধর্মদেশনা না করে উপসংহারে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, পূর্বেও পণ্ডিত ব্যক্তি মাতৃ জাতীর জন্য নিজের বিশাল রাজ্যশ্রী, পিতা-মাতা এমনকি নিজের জীবনকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে মানবের দুর্গমনীয় স্থানে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি সে সভায় সংক্ষেপে চারি আর্যসত্য প্রকাশ মানসে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

৯৫-৯৬। "দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধসত্য ও মার্গসত্য, এ চতুর্বিধ সত্য আমিই আবিষ্কার করেছি। ত্রৈভূমিক দুঃখ তৃষ্ণার দ্বারাই উৎপন্ন হয়। নির্বান নিরোধ সত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গসত্য দ্বারাই লভ্য।"

ভগবান এ ধর্মদেশনার পর পূর্বোক্ত উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু নিষ্কলুষ, নির্ভয়প্রদ অরহত্ব ফল এবং উপস্থিত বহু ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হলেন। শাস্তা এ জাতকের সমাপ্তি ঘোষণা মানসে নিম্নোক্ত আটটি গাথা ভাষণ করলেন-

৯৭-১০৩। "তখন পাপ ও প্রদুষ্ট চিত্ত সম্পন্ন, যজ্ঞের পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিল বর্ত্তমানের দেবদত্ত। মহাঋদ্ধিবান মহামোগ্গল্লায়ণ ছিল তখনকার জম্বুচিত্ত নাগরাজ। মহাপ্রজ্ঞাবান সারিপুত্র ছিল তখন কিন্নরেন্দ্র দুমরাজ। কশ্যপ তাপস ছিল আমার বর্তমান শ্রাবক মহাকশ্যপ। পুন্নরিক নামক ব্যাধ এখন আমার উপস্থায়ক আনন্দ। তখনকার পথপ্রদর্শক বানর এখন

কালুদায়ী। দেবরাজ ইন্দ্র এখন আমার শ্রাবক অনুরুদ্ধ। আর্দিচ্চবংশ রাজা এখন আমার পিতা শুদ্ধোদন আমার মাতা মহামায়া দেবীই তখনকারের চন্দ্রাদেবী। মনোহরা দেবী বর্তমানের রাহুল মাতা যশোধরা। আর মহাজনগণ এখন আমার পরিষদ। সে সুধন রাজা এখন আমিই সম্যক্সম্বুদ্ধ। অতি গৌরবচিত্তে এজাতক ধারণ কর।

(সুধন কুমার জাতক সমাপ্ত।)

১২। নরজীব জাতক

"যাঁরা সুখ ইচ্ছা করেন" এ বিষয় শাস্তা জেতবনে অবস্থান করবার সময় প্রসেনজিৎ কোশল রাজার কঠিন চীবর দান সম্পর্কে বলেছিলেন।

এক সময় প্রসেনজিৎ কোশল রাজা স্বীয় বিহারে কাচ্চায়ন মহাস্থবিরকে বর্ষাবাসের জন্য নিমন্ত্রণ করে দেশে ভেরী শব্দে এরূপ ঘোষণা করালেন, "হে জনগণ, তোমরা আগামী বর্ষাবাসের সময় যথাসাধ্য প্রত্যয়ের দ্বারা ভিক্ষুগণের সেবা করবে।" বর্ষাবাস সমাপণ হওয়ার পর রাজা উৎকৃষ্ট মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করে চীবর তৈরী করার পর রঞ্জনাদি সব চীবর কৃত্য সমাপণ করালেন। অতঃপর যাগূ, অন্ন, ব্যঞ্জন ও পায়সাদি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোজ্য বস্তু, দীপ, ধূপ, মাল্য ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি সহ চীবর সমূহ বিহারে এনে মহাকাচ্চায়ন প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের সম্মুখে রেখে "ইমং কঠিন চীবরং ভিক্ষু সংঘস্স দেমা" বলে কঠিন চীবর দান করলেন। তখন ভিক্ষু সংঘ ভিক্ষু-সীমায় গিয়ে কর্মবাক্য পাঠ করে কঠিন চীবর কাচ্চায়ন মহাস্থবিরকে প্রদান করলেন। তখন তিনি বিনয় বিধান মতে কর্তব্য কার্য সম্পাদন করার পর কঠিন চীবর গায়ে দিয়ে সভাতে এসে উপবেশন

করলেন। সপরিষদ রাজা তা দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন। তখন মহাস্থবির কঠিন চীবরের ফল বর্ণনা করে এক হৃদয়গ্রাহী ধর্মদেশনা করলেন। এ চমৎকার দেশনায় রাজা ব্যতীত, রাজ পরিষদ সবাই স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হলেন। রাজা প্রসেনজিৎ "সর্বজ্ঞ বোধি" প্রার্থনা করেছেন বলে এ সভায় তাঁর কোন মার্গফল লাভ হলনা। তবে তাঁর এ মহাকুশল কর্ম সর্বজ্ঞ বোধিজ্ঞান লাভের হেতুসম্পদ হয়ে দাঁড়াল। তখন ভিক্ষু সংঘ উক্ত ধর্ম সভায় এরূপ কথা উত্থাপন করলেন- "বন্ধুগণ, কোশল রাজা কাচ্চায়ন মহাস্থবিরকে কঠিন চীবর দান করে তাঁর মুখে কঠিন চীবরের ফল সম্বন্ধে ধর্মদেশনা শুনেও কোন ফল লাভ করতে পারলেন না। অপিচ তাঁর পরিষদ বর্গ স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন।" ভগবান বুদ্ধ গন্ধ কুটি হতে দিব্য কর্ণে ভিক্ষুগণের এ কথা শুনে তখনই সভায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত শ্রেষ্ঠ ধর্মাসনে উপবেশন করে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, এখন তোমরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা নিয়ে এখানে উপবিষ্ট আছ?" তখন ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় বললে, তা উপলক্ষ করে বুদ্ধ বললেন- 'হে ভিক্ষুগণ, এরূপ কঠিন চীবর দান শুধু এখন নয়, পূর্বেও আমি বোধিসত্ত্বাবস্থায় এক ধনাঢ্য কুলে জন্মগ্রহণ করে পদুমুত্তর ভগবানকে কঠিন চীবর দান করেছিলাম। সেই পুণ্যের প্রভাবেই এখন সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেছি। অতীতের সে মহাপুণ্যের প্রবল প্রভাবের যোগাযোগও এতে বিদ্যমান রয়েছে।" তখন ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় ভগবান সেই অতীত কাহিনী বল্‌তে আরম্ভ করলেন-

পুরাকালে হংসবতী নামক নগরে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম ছিল 'আনন্দ'। তখন বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'নরজীব' নামে সর্বত্র

পরিচিত ছিলেন। তখন তিনি স্বীয় পিতা-মাতাকে সযত্নে পোষণ করতেন। সে সময় হংসবতী নগরের অনতিদূরে একখানা গ্রাম ছিল। সে গ্রামে পাঁচ ঘরের পাঁচজন লোক পরস্পর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিল। সে পাঁচজনের মধ্যে একজন রথকারক, একজন মৃগ শিকারী, একজন পাখী শিকারী, একজন ক্ষৌরকার এবং আর একজন কুটুম্বিক ছিলেন। তাদের মধ্যে কুটুম্বিকই ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন ছিলেন। তিনি এক সময় পদুমুত্তর ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে সর্বদা দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। তখন বোধিসত্ব পরের চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একসময় তিনি উক্ত কুটুম্বিকের গৃহে চাকুরীতে নিযুক্ত হলেন। তাঁর ক্ষেত্র রক্ষা করার জন্য ক্ষেত্রের পাশে একখানা ঘর তৈরী করে তিনি তথায় বাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি কর্তাকে বললেন- "প্রভু, আপনার ন্যায় মহাধনীর পক্ষে প্রতি বৎসর মহাফলপ্রদ দান দেয়া একান্ত কর্তব্য। কুটুম্বিক বল্লেন- বাবা, মহাফলপ্রদ সে দানটা কি, আমাকে বল।" তখন বোধিসত্ব বললেন- "প্রভু, সকল দানের চেয়ে মহাফলপ্রদ দান হল কঠিন চীবর দান।" ইহা শুনে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে কঠিন চীবর দান দেবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হলেন। কঠিন চীবরের সঙ্গে ভিক্ষু সংঘের ব্যবহার যোগ্য অন্যান্য উপকরণও দান দেবার ইচ্ছা করলেন। যথা- খাটিয়া, লেপ, তোষক, কম্বল, বালিশ, পাটি, মশারি ইত্যাদি। এ চিন্তা করে নিজের বন্ধু চতুষ্টয়কে আহ্বান করে বললেন- "বন্ধুগণ, আমরা সবাই পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই একসাথে কুশল কর্ম সম্পাদন করেছিলাম। সে পুণ্য প্রভাবেই এখন আমরা পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়েছি। এখন আমি কঠিন চীবর দান দেবার ইচ্ছা করেছি। তোমরা এ পুণ্য কর্মে সাহায্য

করবে।” একথা শুনে তাদের মধ্যে ক্ষৌরকার এ দানের বিশেষভাবে গুরুত্ব উপলব্ধি করে সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করলেন। অপর বন্ধুত্রয়কে কুটুম্বিক বারবার অনুরোধ করলেও তারা সে বিষয়ে মনোযোগী ও সন্তুষ্ট না হয়ে বলল- “বন্ধু, এখন আমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করতে হচ্ছে। আমাদের অনেক কাজ।” তখন কুটুম্বিক বোধিসত্ব নরজীবের সাথে চীবরাদি যাবতীয় দানীয় বস্তু নিয়ে পদুমুত্তর ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় ভগবানকে সভক্তি বন্দনা করে সমস্ত সংগৃহীত বস্তুসহ কঠিন চীবর বুদ্ধকে দান করলেন। তখন ভগবান শ্রাবক সুজাত স্থবিরকে সে কঠিন চীবর গ্রহণ করতে আদেশ করলেন। স্থবির যথাবিধি মতে কঠিন চীবর গ্রহণ করলেন। কুটুম্বিক এতে অতিশয় প্রীত হয়ে ভগবানকে বন্দনা করে বললেন- “ভন্তে ভগাবন, এ কঠিন চীবর দানের ফল সম্বন্ধে অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন।” তখন ভগবান কঠিন চীবর দান অনুমোদন করে এ দানফল প্রকাশ মানসে মধুর স্বরে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

১। “যাঁরা সুখ ইচ্ছা করেন, তাঁরা কঠিন চীবর দান দিয়ে সংঘকে সকল সময় সুখ লাভ করেন। ইহা কঠিন চীবর দানের ফল।” এরূপে পদুমুত্তর ভগবান কঠিন চীবর দানের সুখময় ফল প্রকাশ করে এখন মধুর স্বরে কুটুম্বিকের কঠিন চীবর দানের আনিশংস বর্ণনা মানসে নিম্নোক্ত ছয়টি গাথায় বললেন-

২-৭। “যাঁরা সংঘকে দানোত্তম কঠিন চীবর দান করে, তারা দেবমনুষ্য লোকে সর্বদা সুখী হয়। দেব-মনুষ্য প্রভৃতি জন্মে শ্রেষ্ট হয় এবং উচ্চকুলে জন্ম ধারণ করে। সর্ব দুঃখ-দুর্গতি হতে প্রমুক্ত হয়। কখনো অপায়ে উৎপন্ন হয় না। দেব-মনুষ্য ও ক্ষত্রিয় কুলে উৎপন্ন হয়ে সুখী হয়। তারা দেবলোকে

দীর্ঘকাল যাবৎ অগ্রসম্পত্তি ভোগ করে। সেখান হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্য লোকে অমৃত সুখ ভোগ করে। কঠিন চীবর দানকারীরা কখনো হীনকুলে উৎপন্ন হয় না। তারা ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ এ দুকুলেই উৎপন্ন হয়। ভোগ সম্পদশালী, ধনবান ও যশঃস্বী হয়। তাদের সর্বদা অগ্রসুখই লাভ হয়। ইহা একমাত্র কঠিন চীবর দানেরই ফল।"

অতঃপর কুটুম্বিক পদুমুত্তর ভগবানের শ্রীমুখে কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা শুনে আনন্দিত হলেন এবং ভগবানের শাসনের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হলেন। নরজীবও পদুমুত্তর ভগবানের পাদমূলে পতিত হয়ে বললেন- "ভন্তে ভগবন, কুটুম্বিক আমাদ্বারা উৎসাহিত ও নিয়োজিত হয়ে এ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছেন। এ পুণ্য অনাগতে আমার বুদ্ধত্ব লাভের হেতু হোক্।" এ বলে প্রণিধান করার পর নিম্নোক্ত গাথাটি বল্লেন-

৮। "এ পুণ্য কর্মের দ্বারা আমি অনাগতে বুদ্ধ হব। এ যাবৎ যে কোন ভবে উৎপন্ন হই না কেন, যেন দরিদ্র না হই।" ইহা শুনে পদুমুত্তর বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের বিষয় নিম্নোক্ত গাথায় প্রকাশ করলেন-

৯। "এ হতে শত সহস্র কল্পাবসানে অনাগতে আপনি গৌতম নামক বুদ্ধ হয়ে আবির্ভূত হবেন।"

বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত এ রূপ বাক্য শুনে মহাসত্ত্ব পরম পুলকিত হলেন। তখন এক কুল কন্যা নানাবিধ পদ্ম পুষ্প সহযোগে একখানা পরিশুদ্ধ বস্ত্র দ্বারা ভগবানের পাদমূলে পূজা করে বল্লেন- "ভন্তে ভগবন, এ সৎ পুরুষ ভবিষ্যতে যখন বুদ্ধ হবেন, তখন আমিও সেই বুদ্ধের নিকট যেন অরহত্ব ফল লাভ করতে পারি এবং অনির্বাণ সংসারে সংসরণকালে প্রত্যেক

জন্মে যেন তাঁর ভার্যা হতে পারি।” এ রূপ প্রার্থনা স্থাপন করলেন। সে সময় এক কুমার রত্ন খচিত এ সুচারু সুবর্ণ-উষ্ণীষ পদুমুত্তর ভগবানের পাদমূলে রেখে বললেন- “ভন্তে ইনি যেজন্মে বুদ্ধ হবেন, সে জন্মে আমি যেন তার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি।” এরূপ প্রার্থনা করলেন। তখন একজন শ্রেষ্ঠী সহস্র টাকা মূল্যের এক অঙ্গুরীয় দ্বারা বুদ্ধের পাদপূজা করে প্রার্থনা করলেন- “ভন্তে, আমি যেন ঐ বুদ্ধের পিতা হয়ে জন্মগ্রহণ করি।” সে হতে বোধিসত্ব মহাধনী ও মহাভোগ সম্পদশালী হয়ে সমর্যাদায় জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করলেন। অতঃপর যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর তিনি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হলেন। কঠিন চীবর দায়ক কুটুম্বিক মৃত্যুর পর হিমালয়ে গন্ধমাদন পর্বতে নানা রত্ন সমলঙ্কৃত বিচিত্র দিব্যবিমানে ভূমিবাসী দেবতা হয়ে উৎপন্ন হলেন। ক্ষৌরকারও কালক্রিয়া করে বারাণসীতে ব্যবসায়ীকুলে উৎপন্ন হল। রথকারক মৃত্যুরপর তক্কর নামক জনপদে মহামার্গ সমীপে ‘উদকপান’ নামক পুষ্করিণী তীরে ‘ব্যাঘ্র’ হয়ে জন্মগ্রহণ করে তথায় বাস করতে লাগল। কেহ পিপাসায় কাতর হয়ে উক্ত পুষ্করিণীতে জল পানের জন্য অবতরণ করলে তাকে সেই ব্যাঘ্র ভক্ষণ করত। ব্যাধ মৃত্যুর পর মহারাস্তার সমীপে এক বটবৃক্ষে যক্ষ হয়ে উৎপন্ন হল। পথ শ্রান্ত জনগণ। সে বৃক্ষের মূলে এসে উপবেশন করলে, ঐ যক্ষ তাদের বধ করে ভক্ষণ করত। শকুণ হত্যাকারী ব্যাধ কালক্রিয়া করে হিমালয় প্রদেশে ত্রিমুখ রাস্তার মধ্যবতী এক বৃক্ষে শতপত্র পক্ষী হয়ে উৎপন্ন হল। উক্ত ত্রিপথের মধ্যে একটি বারাণসী গামী, একটি পথ সুবর্ণ ভূমিগামী এবং অন্যটি গন্ধমাদন পর্বতগামী। সে বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাত্রয় বললেন-

১০-১২। নরজীব মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে, দায়ক কুটুম্বিক ভূমিবাসী দেবতা হয়ে উৎপন্ন হয়েছে। ক্ষৌরকার এখান হতে মৃত্যুর পর ব্যবসায়ী কুলে, রথকার মৃত্যুর পর তক্কর নামক স্থানে ব্যাঘ্র হয়ে জন্ম নিয়েছে। মৃগ হত্যাকারী ব্যাধ যক্ষকুলে, পাখী হত্যাকারী ব্যাধ বৃক্ষাগ্রে বাসকারী শতপত্র পাখী হয়ে উৎপন্ন হয়েছে।"

ক্ষৌরকার বণিককুলে জন্ম নিয়ে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়েছে। পূর্বজন্মের নামানুসারে তার নাম হয়েছে 'কপ্পক' বণিক। একদা কপ্পক বণিক সুবর্ণ ভূমিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত বস্তু সমূহ বিক্রয় করে পরদিন সপরিবার স্বগ্রাম হতে সুবর্ণভূমি অভিমুখে যাত্রা করল। বহুদিন পথ চলার পর অনুক্রমে উক্ত 'উদকপান' পুষ্করিণী তীরে উপস্থিত হল। তথায় বণিককে দেখে ব্যাঘ্রের নিকট পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগ্রত হল। তাই কপ্পকের প্রতি ব্যাঘ্রের অন্তরে স্নেহ ও মৈত্রীভাব উৎপন্ন হল। তদ্ধেতু তাকে সানন্দে জিজ্ঞেস করল- "বন্ধু, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?" বণিক বল্ল- "এখন আমি সুবর্ণভূমিতে যাচ্ছি।" ইহা শুনে ব্যাঘ্র তাকে তথায় একরাত্রি অবস্থানের জন্য অনুরোধ করল। সেও ব্যাঘ্রের কথা রক্ষা করল। ব্যাধ তাদের জন্য মৃগ মাংস আহার্য বস্তু যোগাড় করে দিল। পরদিন যাওয়ার সময় ব্যাঘ্র বলল- "বন্ধু, আপনার যাওয়ার পথে বট বৃক্ষে এক যক্ষ বাস করে। সে তথায় আগত লোককে ভক্ষণ করে। সাবধানে যাবেন। সেখানে শয়ন-উপবেশন করবেন না।" এরূপ উপদেশ দিয়ে বিদায় দিল। বণিকও অনুক্রমে উক্ত বট বৃক্ষের নিতে গিয়ে পৌঁছল। তখন যক্ষ আহার অন্বেষণের জন্য বৃক্ষ হতে নেমে দেখল, সপারিষদ বণিককে। তাকে দেখে সে যে তার পূর্বজন্মে বন্ধু ছিল, সে স্মৃতি জাগ্রত হল। তখন তার

প্রতি স্নেহ ও প্রীতিভাব সঞ্জাত হল। যক্ষ বণিককে বলল- "বন্ধু, তুমি কোথায় যাচ্ছ?" বণিক বলল- "বন্ধু, আমি সুবর্ণ ভূমিতে যাচ্ছি।" ইহা শুনে যক্ষ তাকে তথায় অনুরোধ করে এক রাত্রির জন্য রাখল। তাঁদের আহারের জন্য এনে দিল নিগ্রোধ ফল ও কাঁঠাল ফলাদি নানা জাতীয় ফল। পর দিবস বিদায় কালীন যক্ষ তাকে বলল- "বন্ধু, কিছুদূর যাওয়ার পর দেখবেন ত্রিপথের সঙ্গমস্থলে একটি বট বৃক্ষ। তদুপরি বাস করে শতপত্র নামক এক পাখী সে যে রাস্তা নির্দেশ করে, সে রাস্তা দিয়েই যাবেন।" এ বলে বিদায় দিল। তখন বণিক অনুক্রমে গিয়ে শতপত্র পক্ষীর বাসস্থান নিগ্রোধ মূলে এসে উপস্থিত হল। তথায় ত্রিপথের সঙ্গমস্থল দেখে চিন্তা করল- "এখানে তিনটি পথের সঙ্গমস্থল। এখন আমাদের কোন্ পথে যেতে হবে?" এমন সময় শতপত্র পাখী আহার করে এসে ঐ বট বৃক্ষাগ্রে বস্‌ল। তখন পথের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখল সপরিষদ বণিক। তাঁদের দেখে জিজ্ঞেস করল- "আপনারা যাবেন কোথায়?" বণিক বলল "আমি সুবর্ণ ভূমিতে যাব।" তখন পাখী বণিককে একরাত্রি তথায় বাস করার জন্য অনুরোধ করে রাখল। রাত্রি-আহারের জন্য সে পাখী সিংহ ব্যাঘ্রের উচ্ছিষ্ট মাংসাদি আহরণ করে এনে দিল। পরদিন প্রাতে গন্ধমাদন পর্বতের পথ দেখায়ে দিয়ে বলল- "বন্ধু, এ পথে গমন করুন।" এ বলে বিদায় দিল। বণিকও সে পথে অনুক্রমে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেক্ষণে ভূমিবাসী দেবতা সিংহ দ্বার বিবৃত করে সপরিবার বণিককে দেখল। তাকে দেখে অতি প্রীতি ফুল্ল চিত্তে আহ্বান করে বলল- "আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের প্রাসাদে আসুন।" তখন বণিকও তাঁর অনুরোধে দেবতার সুবর্ণ প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। তথায় তাকে শ্রেষ্ঠ

আসনে উপবেশন করালেন। তখন দেবতা নিজের পূর্বজন্মের বিষয় দিব্য দৃষ্টিতে অবলোকন করে জানতে পারলেন যে- পূর্বজন্মে তিনি কুটুম্বিক হয়ে কঠিন চীবর দান করেছিলেন। সে পুণ্যের প্রভাবে তিনি এখন ভূমিবাসী দেবতা হয়েছেন, ইহা জ্ঞাত হয়ে পুনঃ চিন্তা করলেন- "তখন যে আমরা পাঁচজন বন্ধু ছিলাম, অপর চারজন এখন কোথায় জন্ম নিয়াছে?" চিন্তা করে দিব্য জ্ঞানে দেখলেন- রথকার মৃগ হত্যাকারী ব্যাধ ও পাখী হত্যাকারী ব্যাধ, এজনত্রয় অপুণ্যবান বিধায় এরা ব্যাঘ্র, যক্ষ ও শতপত্র পাখী হয়ে একজন হতে অপরজন সপ্তযোজন হিসাবে দূরবর্তী স্থানে উৎপন্ন হয়েছে। আর এ বণিক পূর্বে আমার প্রদত্ত কঠিন চীবর অনুমোদন করেছিল। এ পুণ্যের ফলে সে এখন মনুষ্য লোকে বণিককূলে জন্ম নিয়েছে।" ইহা জ্ঞাত হয়ে দেবতা সাধুজনগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য নিজের পূর্বকৃত পুণ্য কর্ম প্রকাশ করার মানসে নিম্নোক্ত চারটি গাথা ভাষণ করলেন-

১৩-১৬। "আমি যখন পূর্বে মনুষ্য লোকে কুটুম্বিক ছিলাম, তখন পদুমুত্তর বুদ্ধকে কঠিনচীবর দান করেছিলাম। সে পুণ্য কর্ম্মের দ্বারাই আমি ভূমিবাসী দেবতা হয়ে উৎপন্ন হয়েছি। এখানে সর্বদা দিব্য সুখ অনুভব করছি। যাঁরা সংঘকে দানোত্তম কঠিনচীবর দান করেন, তাঁরা মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করলে নিত্যই সুখ ভোগ করেন। তদ্ধেতু পণ্ডিতগণ সুখী হবার ইচ্ছায় সংঘকে সুখফল দায়ক কঠিন চীবর দান করে থাকেন।

বণিককে তথায় দিব্যখাদ্য ভোজন বা দিব্য শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করলেন। দেবতা বণিককে তাঁর দিব্য প্রাসাদে কিছুদিন রাখলেন। তৎপর সপরিবার বণিকের সমস্ত ভাণ্ডগুলি সপ্তরত্নে পরিপূর্ণ করে দিয়ে বিধায় দিলেন। বণিক দেবতার দিব্য

প্রভাবে বারাণসী নগরে স্বীয় গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। তদ্‌বধি বণিক দেব-প্রভাবে মহাভোগ সম্পদে সমৃদ্ধশালী হলেন। তখন বারাণসীতে ধন সম্পদ তাঁর সমকক্ষ আর একজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর বিবাহযোগ্যা অতিরূপ লাবণ্যবতী ও দর্শনীয়া এক কন্যা ছিল। মহাশ্রেষ্ঠী নিজের কন্যাকে তাই বণিকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবার মানসে তাঁকে স্বীয় গৃহে আনিয়ে খাদ্য ভোজ্য ও ধন-ধান্যে ক্রমে প্রলোভিত করে স্বীয় মনস্কাম সিদ্ধ করলেন। বণিক মহাসম্পদে সম্পদশালী বটে, কিন্তু চেহারা ছিল তাঁর অতি বিরূপ। এ বিষয় প্রকাশ করবার মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

১৭। "পূর্বজন্মে এ ব্যক্তি দুঃশীল ও দরিদ্র ছিল। তাই সে অতি দুঃখে ও লোভে জীবিকা নির্বাহ করত। এ জন্মে বিরূপ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু মহাধনী হয়েছে। ইহারই কারণ হল- পূর্বজন্মে সেকুটুম্বিকের কঠিন চীবর দান অনুমোদন করে সাগ্রহে সে পুণ্য কাজের সাহায্য করেছিল। এ কারণে সে এখন মহাধনী হয়েছে।"

মহাশ্রেষ্ঠী এ বিরূপ ধনী বণিককে কন্যা দান করায় তদ্দেশবাসী কুমারগণ শ্রেষ্ঠীকে বল্‌ল- "মহাশ্রেষ্ঠীন্, পূর্বে এ বণিক অতি দরিদ্র ছিল। কিন্তু এখন সে মহাধনী হয়েছে। সে যে এখন চৌর্যবৃত্তি করেই মহাধনী হয়েছে। ইহাই নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং আমরা সবাই তাকে এখানে কোন বিরক্তি বা শাস্তি না দিয়ে একেবারে মহারণ্যে নিয়ে যাব এবং সেখানেই তাকে জিজ্ঞেস করে তার এ ধনী হওয়ার গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করব। ইহাতে আপনার মত কি জান্‌তে চাই। আপনাকে ইহাও জানাচ্ছি যে- সে আপনার পুত্রের মত ভাণ করে আপনার সমস্ত ধন-সম্পদ অচিরেই আত্মসাৎ করবে বলে মনে হয়।" মহাশ্রেষ্ঠী

এ সব কথাশুনে অতিশয় ভীত হয়ে তাদের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। তখন কুমারগণ বণিককে নানা প্রলোভন দিয়ে মহারণ্যে নিয়ে গিয়ে তাঁকে তথায় রেখে সবাই দেশে ফিরে আসল। বণিকও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ মহারণ্যে একাকী বিচরণ করে অনুক্রমে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে ক্ষণে পূর্বোক্ত ভূমিবাসী দেবতা তাঁকে দেখে বললেন- "বন্ধু, আমার প্রদত্ত সমস্ত ধনরত্ন কি শেষ করেছেন? এখানে আবার কেন এসেছেন।" এ বলে তাঁর আগমন কারণ নিম্নোক্ত গাথাযোগে জিজ্ঞেস করলেন-

১৮। "আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে- আপনি কেন কোন কারণে এ মহারণ্যে এসেছেন? তা আমাকে বলুন।" ইহা শুনে বণিক নিজের আগমন-কারণ ভূমিবাসী দেবতাকে জ্ঞাপনোদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৯। দেখ, আমি 'বিরূপ' এমনে কেন জনগণ আমাকে দেশ হতে বের করে দিয়েছে। সুতরাং আমি নিরাশ্রয় হয়ে পুনঃ আপনার নিকট এসেছি।"

ইহা শুনে ভূমিবাসী দেবতা বল্‌লেন- "বন্ধু, আপনি কোনই চিন্তা করবেন না। এ সম্বন্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করব।" সেবনে একটি ঔষধের কল্প বৃক্ষ আছে। সে বৃক্ষের সাত নামে সাতটি শাখা আছে। যথা- বক শাখা, মর্কট শাখা, অভিরূপ শাখা, দীর্ঘায়ু শাখা, মহাবল শাখা, মহাপুণ্য শাখা ও আরোগীন শাখা। এ বৃক্ষ হতে যে ব্যক্তি বক শাখা খায়, সে বকে পরিণত হয়। যে মর্কট শাখা খায়, সে মর্কট হয়। যে অভিরূপ শাখা খায়, সে অভিরূপ হয়। যে দীর্ঘায়ু শাখা খায়, সে দীর্ঘায়ু লাভ করে। যে মহাবল শাখা খায়, যে মহাশক্তিশালী হয়। যে মহাপুণ্য শাখা খায়, সে মহাপুণ্যবান হয়। আর যে আরোগীন

শাখা খায়, সে নিরোগ হয়। তখন দেবতা সে কল্প বৃক্ষ হতে অভিরূপ ও মর্কট শাখা এ দু'টি শাখা ভেঙ্গে এনে বণিকের হাতে দিয়ে বললেন- "বন্ধু,আপনি এ অভিরূপ শাখা ভক্ষণ করুন। ইহাতে আপনি রূপলাবণ্যময় ও দর্শনীয় হবেন। তখন বণিক তা খেয়ে অতিশয় রূপবান হলেন। তারপর বিদস্তি মাত্র মর্কট শাখাটি দিয়ে বললেন- যে আপনার অনিষ্ট কামনা করে, তাকে এ শাখা হতে কিঞ্চিৎ খেয়ে দেবেন। এতে সে বানর হয়ে যাবে। তখন তার সমস্ত ধন-সম্পদ আপনারই হবে। এ বলে নিজের অনুভাব বলে বণিককে রাত্রিভাগে এনে মহাশ্রেষ্ঠীর কন্যার শয্যায় শয়ন করিয়ে অন্তর্হিত হলেন। শ্রেষ্ঠী কন্যা জাগ্রত হয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করবার কালে বণিকের দেহের সাথে তার কায় সংস্পর্শ হল। ইহাতে শ্রেষ্ঠী-কন্যা বিস্মিতা ও ভীতা হয়ে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞেস করল-

২০। "আপনি যে রাত্রিভাগে এসে আমার সাথে শয়ন করেছেন, আপনি কি দেবতা না মানুষ, আমাকে বলুন।" ইহা শুনে বণিক নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২১। "ভদ্রে, আমি সত্যই তোমার স্বামী। অদ্যই তোমার নিকট এসেছি।" শ্রেষ্ঠী কন্যা তাঁকে নিজের স্বামী বলে জান্‌তে পেরে নিম্নোক্ত গাথাটি বল্‌ল-

২২। "আপনাকে ত মহারণ্যে দিয়ে এসেছিল। এখন আপনি কি প্রকারে কোন রাস্তায় এ ঘরে আসলেন? তা আমাকে বলুন।"

তখন বণিক তাকে কিছুই না বলে নিদ্রিত হলেন। রাত্রি শেষ হওয়ার পর শ্রেষ্ঠীকন্যা স্বীয় পিতার নিকট গিয়ে এ বিষয় ব্যক্ত করল। ইহাতে মহাশ্রেষ্ঠী ভীত ও ত্রাসিত হয়ে কুমারগণকে ডেকে বললেন- "কুমারগণ, তোমরা সকলেই

এসে আমার গৃহে ঐ বণিককে দেখ। একথা শুনে কুমারগণও ভীত ত্রাসিত হয়ে শ্রেষ্ঠী কন্যার বাস-গৃহে গিয়ে দেখল, সে বণিক অপূর্বারূপলাবণ্যে ভরপুর হয়েছে। তারা বণিক কে জিজ্ঞেস করল, "প্রভূ, আপনি কি সেবন করে এরূপ রূপ সম্পদ পেয়েছেন?" বণিক নিজের সৌন্দর্য লাভের কারণ এরূপ মিথ্যা বর্ণনা করলেন।

২৩। "আমি মহারণ্যে বিচরণ কালীন এক মহৌষধ সেবন করেছি। আর অল্প এখানে এনেছি। তোমরাও আর কিছু সেবন করতে পার।"

ইহা শুনে কুমারগণও রূপবান হওয়ার ইচ্ছায় বণিক হতে কিছু কিছু ঔষধ যাঞ্চা করল। বণিকও শত্রুরূপী কুমারগণকে মর্কট শাখা হতে কিছু কিছু অংশ প্রদান করল। তা সেবন করার পর সকলেই বানর হয়ে গেল। তখন বণিক সবাইকে বন্ধন করে অরণ্যের বহুদূর প্রদেশে ছেড়ে দিয়ে আসল। তখন বণিক সে কুমারদের ও মহাশ্রেষ্ঠীর সমস্ত ধন-সম্পদ নিজে লাভ করে মহাশ্রেষ্ঠীর পদ অধিকার করলেন। ভূমিবাসী দেবতা যথায়ুষ্কাল তথায় দিব্য সুখ উপভোগ করার পর চ্যুত হয়ে তাবতিংশ স্বর্গে দেবরাজ হয়ে উৎপন্ন হলেন। তখন ধর্ম সভায় উপবিষ্ট উক্ত ভিক্ষুদিগকে কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা করার মানসে ভগবান গৌতম বুদ্ধ নিগোক্ত তেরটি গাথা ভাষণ করলেন-

২৪-৩৬। "আমি শ্রাবস্তীতে ভোগ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী কুটুম্বিক হয়ে অবস্থানকালীন কঠিনচীবর দান দিয়েছিলাম। সে জন্মের পর আমি গন্ধমাদন পর্বতে মহাঋদ্ধি সম্পন্ন দেবজন্ম লাভ করে দিব্য সুখে সুখী হয়েছিলাম। ভূমিবাসী দেবজন্ম হতে চ্যুত হয়ে মহাযশস্বী দেবরাজ ইন্দ্র হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলাম। দ্বিবিধ দেবলোকে দিব্য ঐশ্বর্য লাভ করে রাজত্ব করেছি।

যথাকালে ইন্দ্রত্ব হতে চ্যুত হয়ে চার মহাদ্বীপের একচ্ছত্র মহাশক্তিশালী চক্রবর্তী রাজা হয়ে সুখ ভোগ করেছিলাম। দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে সর্বদা দিব্য সুখ এবং মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হয়ে সর্বদা মনুষ্য সুখ পরিভোগ করেছি। কঠিনচীবর দানের ফলে অযুত কল্পাবধি দেব-মনুষ্য লোকে সর্বদা সুখ ভোগ করেছি। কঠিন চীবর দানের ফলে অন্ন পানীয় ও বিবিধ রত্ন ভোগ করেছি। কঠিন চীবর দানের ফলে দাস, দাসী ও অন্যান্য অনুচরেরা সর্বদা আমার সাথে সদাচারে জীবিকা নির্বাহ করত। এ দানের ফলে যা যা কামনা করা হত, তা তখনিই পেয়ে সুখী হতাম। এ মহাদানের ফলে আকাশে, জলে, স্থলে, সমুদ্রে, অরণ্যে সর্বস্থানেই আমার কোন অভাব ছিল না। তদ্ধেতু পণ্ডিত ব্যক্তিরা স্বীয় হিতসুখ কামনা করে কঠিন চীবর মাসে সংঘকে কঠিন চীবর দান দিবে। এ পুণ্য সম্পদ অত্যন্ত মহের্ধিসম্পন্ন। তদ্ধেতু পণ্ডিতগণ তথা পুণ্যবানগণ সে মহাদানকে প্রশংসা করে। পুণ্যের বিপাক ও স্বভাব সুখাবহ। এরূপ পুণ্যবান ব্যক্তি জন্মের কারণ ধ্বংস করে নির্বাণ সম্প্রাপ্ত হন।”

শাস্তা পুনরায় বললেন- “কঠিন চীবর দান শুধু এখন নয়, পূর্বেও কঠিন চীবর দানের প্রথা ছিল।” এ বলে ধর্মদেশনা শেষ করে নিম্নোক্ত জাতক সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৩৭-৪০। তখনকার ‘কপ্পক’ বণিক এখনকার অমাত্য ছন্ন। মহাঋদ্ধিবান নাগস্থবির ছিলেন দায়ক ‘কুটুম্বিক’। অঙ্গুরীয়ক দায়ক এখন আমার পিতা ‘শুদ্ধোদন’। উষ্ণীষ দায়ক কুমার এখন ‘রাহুল’। কুলকুমারী বস্ত্র দায়িকা এখন ‘যশোধরা’। অবশিষ্ট জনগণ বর্তমানে আমার শ্রাবক সংঘ। ‘নরজীব’ নামক

ব্যক্তি এখন তোমাদের শ্রেষ্ঠ সুখকামী লোকনাথ সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগত আমি। অতি গৌবর চিত্তে এজাতক ধারণ কর।

(নরজীব জাতক সমাপ্ত।)

১৩। সুবর্ণ কুমার জাতক।

"একমাত্র অদ্বিতীয় রাজা" শাস্তা এ ধর্মদেশনা জেতবনে বাস করবার কালে দশবিধ প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

এক দিবস ভিক্ষুসংঘ ধর্ম সভায় উপবিষ্ট হয়ে পরস্পর বললেন- "অহো বন্ধুগণ, আমাদের শাস্তা দশবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বহুজনের সন্দেহের নিরসন করেছেন।" তখন ভগবান বুদ্ধ গন্ধকুটি হতে দিব্য কর্ণে ভিক্ষুদের এসব আলাপ আলোচনা শুনে ধর্ম সভায় উপস্থিত হলেন। তথায় ভিক্ষুগণ কি আলোচনা করছেন, তা জিজ্ঞেস করলেন। তখন ভিক্ষুগণও তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় ভগবানের নিকট যথাযথভাবে ব্যক্ত করলেন। ভগবান তা শুনে বল্লেন- "হে ভিক্ষুগণ তথাগত বুদ্ধ যে মহাপ্রজ্ঞাবান, তা শুধু এখন নয়; পূর্বেও বোধিসত্ত্বাবস্থায় মহাপ্রজ্ঞাবান হয়ে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মানুষের সন্দেহ বিনোদন করেছিলেন।" তখন ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় তিনি অতীত কথা বলতে আরম্ভ করলেন-

অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। একদা তিনি কামাসক্ত হয়ে তাঁর সেবিকা এক দাসীর সহিত কামাচারে রত হলেন। এমতাবস্থায় বোধিসত্ত্ব ঐ দাসীর জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। রাজার অগ্রমহিষী স্বামীর কুকার্য জ্ঞাত হয়ে উক্ত দাসীর প্রতি সর্বদা ক্রোধচিত্তে রুক্ষ ব্যবহার করতেন। ক্রমে যখন দাসীর গর্ভভাব প্রকাশ পেল,

তখন অগ্রমহিষী রাজাকে বললেন- "মহারাজ, অমুক দাসী আপনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। এখন আপনার ঐ প্রিয় ভার্যার গর্ভ রক্ষার ব্যবস্থা করুন।" রাজা এতে লজ্জিত হয়ে কপট চিত্তে বললেন- "ভদ্রে, এ দুষ্টা দাসী পাচকের দ্বারাই গর্ভিনী হয়েছে। সে এখন আমার সেবিকার অনুপযুক্তা।" রাজা রাণীকে এরূপ মিথ্যা বল্‌লেও কিন্তু স্বীয় কৃত দুষ্কর্মের জন্য অত্যধিক লজ্জাবোধ করলেন। তিনি কলঙ্ক মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে রাত্রে ঘাতককে ডেকে আদেশ করলেন- এ দুষ্টা দাসীকে অদ্য রাত্রিতেই গ্রামের বাহিরে নিয়ে গিয়ে বধ কর।" রাজা-দেশে তখনি ঘাতক ঐ দাসীকে সাথে করে বাহির গ্রামের দিকে অগ্রসর হল। তৎমুহূর্তে উক্ত দাসীর গর্ভস্থ বোধিসত্ত্বের অনুভাববলে রাজার শ্বেতছত্রে অধিষ্ঠিত দেবতা ঘাতকের দেহে প্রবিষ্ট হলেন। দেবতার প্রভাবে দাসীর প্রতি ঘাতকের করুণার সঞ্চার হল। ঘাতক দাসীকে বধ না করে স্নেহে বশে নিজের গৃহে নিরাপদে বাসের ব্যবস্থা করে দিল। তারপর ঘাতক সে রাত্রেই রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে বল্‌ল- মহারাজ, আপনার আদেশ প্রতিপালন করেছি। দাসীকে হত্যা করেই এসেছি।" রাজা ঘাতককে বললেন- "বেশ করছ।" এ বলে ঘাতককে বহু ধন প্রদান করলেন। তখন হতে ঐ দাসী ঘাতকের গৃহেই নিরাপদে বাস করতে লাগ্‌ল। দশমাস পরিপূর্ণ হলে সে দাসী সোনার বরণ এক পুত্র সন্তান প্রসব করল। ঘাতক ছেলের নাম রাখল "সুবর্ণ কুমার।" এ কুমার ক্রমে বর্ধিত হয়ে সাত বৎসরে পদার্পণ করলেন। তখন তাঁর রূপ লাবণ্য ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে জনগণ মুগ্ধ হল। এমতাবস্থায় সুবর্ণ কুমার মাতার সঙ্গে ঘাতকের গৃহেই বাস করতে লাগলেন। তখন রাজার শ্বেতছত্রে অধিষ্ঠিত দেবপুত্র মাতা সহ কুমারকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার

মানসে আকাশে উপবিষ্টাবস্থায় রাজাকে দেখা দিয়ে বল্লেন- "মহারাজ, আমি এখন আপনাকে প্রশ্ন করব। আপনি যদি এর সদুত্তর দিতে পারেন তবে মঙ্গল। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন, তা হলে এখনি আপনাকে লৌহ মুদ্গারের আঘাতে ভূশায়ী করে মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ করব।" এ বলে সে দেবপুত্র ব্রহ্মদত্ত রাজাকে নিম্নোক্ত গাথায় দশটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন-

১-৩। "মহারাজ, এক ব্যতীত দুই নেই, দুই ব্যতীত তিন নেই, তিন ব্যতীত চার নেই, চার ব্যতীত পাঁচ নেই, পাঁচ ব্যতীত ছয় নেই, ছয় ব্যতীত সাত নেই, সাত ব্যতীত আট নেই, আট ব্যতীত নয় নেই, নয় ব্যতীত দশ নেই এবং দশ ব্যতীত কিছুই নেই। এ দশবিধ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র আমাকে প্রদান করুন।"

এ বলে দেবপুত্র অন্তর্হিত হলেন। দেবপুত্রের এ প্রশ্ন শুনে রাজা অতিশয় ভীত ও ত্রাসিত হয়ে দেহ কম্পিত ও ঘর্ম বের হতে লাগল। একটি প্রশ্নেরও উত্তর ঠিক করতে পারলেননা। অতঃপর রাজা রাজাঙ্গনে অমাত্য প্রভৃতি রাজ্যবাসী জনগণকে একত্রিত করে সবাইকে বললেন-

ভবৎগণ অদ্য রাত্রে এক দেবপুত্র আমাকে দশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তার কোনই উত্তর দিতে পারিনি। "তবে যে কোন ব্যক্তি যদি সেই প্রশ্ন সমূহের উত্তর আমার নিকট প্রকাশ করেন, আমি তাকে অতি বিপুল ভাবে মহা যশঃ ও ধন-সম্পদ প্রদান করব।" তৎকালে রাজার সেবার্থ আগত এক ঘাতক রাজার এ ঘোষণা শুনে তখনিই গৃহে গিয়ে স্বীয় পুত্র ও ভার্যাকে রাজার ঐ ঘোষণা প্রকাশ করল। বোধিসত্ত্ব ত্রিহেতুক প্রতিসন্ধি প্রজ্ঞা সম্পন্ন। তিনি ঘাতকের কথা শু'নে বললেন- "বাবা, আমিই সে দশবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করব। এ

দশবিধ প্রশ্ন এবং আরো যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাও আমাকে বলবেন।” তখন ঘাতক পর দিবসেই ব্রহ্মদত্ত রাজার নিকট গিয়ে বললেন- “মহারাজ, আমার পুত্র আপনার প্রশ্নের ব্যাখ্যা করবে’। “তা কি তুমি সত্যিই বল্‌ছ?” ঘাতক বলল- “মহারাজ, এখন আমি গৃহে গিয়ে পুত্রকে তা পুনঃ জিজ্ঞেস করব।” এ বলে ঘাতক ত্বরিত গমনে স্বীয় গৃহে গিয়ে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করল- বাবা, তুমি যে দশবিধ প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে পারবে, তা কি সত্যিই বলছ? মহাসত্ত্ব বললেন- হাঁ বাবা, আমি সত্যিই বলছি, রাজার সে প্রশ্ন সমূহের উত্তর প্রকাশ করব। শুধূ সে প্রশ্নের উত্তর কেন, এরূপ অযুত প্রশ্নের উত্তর দানেও সক্ষম হব।” ঘাতক ইহা শুনে সানন্দে ত্বরিত গমনে রাজার নিকট গিয়ে বলল- “মহারাজ, আমার পুত্র এরূপ দশ প্রশ্ন কেন অযুত প্রশ্নের উত্তর প্রদানেও সক্ষম হবে।” তখন ব্রহ্মদত্ত রাজা পরম প্রীত হয়ে বললেন- “বাবা, এখন তোমার পুত্রের প্রতি কী ব্যবস্থা করতে হবে, তা আমাকে বল।” তখন ঘাতক পুনঃ স্বীয় গৃহে গিয়ে মহাসত্ত্বকে রাজার ইচ্ছা জ্ঞাপন করল। তখন বোধিসত্ত্ব নিজের ইচ্ছিত সব বিষয় প্রকাশ মানসে বললেন- “বাবা, আপনি সমগ্র নগর সুসজ্জিত করায়ে আপনার গৃহ হতে রাজাঙ্গন পর্যন্ত সমতলভাবে রাস্তা তৈরী করান। তাও সুসজ্জিত করায়ে রাজাঙ্গনের মধ্যভাগে এক সুসজ্জিত মণ্ডপ তৈরী করান। তথায় মনোহর এক পালঙ্ক স্থাপন করে তাতে বিচিত্র সুসজ্জিত শয্যা পাতিয়ে রাখা হউক। সে মনোহর শয্যায় শ্বেতছত্র স্থাপন করে রাখা হউক। তৎপর একটা মঙ্গল হস্তী বিশেষ ভাবে অলঙ্কৃত করে আমার নিকট আনয়ন করা হউক। তখন আমি সে মঙ্গল হস্তীর স্কন্ধে আরোহণ করে তথায় যাব এবং সে পালঙ্ক শয্যায় উপবেশন করে রাজার ঐ দশবিধ

প্রশ্নের উত্তর প্রদান করব।' তখন ঘাতকও রাজার নিকট গিয়ে বোধিসত্ত্বের কথিত কথা যথাযথভাবে বলল। রাজাও তখন বোধিসত্ত্বের কথিতানুসারে নগর রাস্তাদি সব সজ্জিত করালেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ ও ইক্ষু রোপন করালেন। পূর্ণ ঘট, ধ্বজা, পতাকা, ফুল পল্লব ইত্যাদি রাস্তা শোভাকর বস্তু দ্বারা সজ্জিত করা হল। সুবর্ণ তারকা খচিত বিচিত্র বিতান রাস্তার উপরিভাগে টাঙ্গানো হল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ছত্র এবং চোমরাদি স্থাপন করে সারা রাস্তায় খই ও পুষ্প ছড়ানো হল। তৎপর বোধিসত্ত্বকে আগমনের জন্য মঙ্গল হস্তী পাঠিয়ে সাদরাহ্বান জ্ঞাপন করা হল। তখন বোধিসত্ত্ব নিজে সুসজ্জিত হয়ে রাজ প্রেরিত অলঙ্কৃত মঙ্গল হস্তীতে আরোহণ পূর্বক অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি জনগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে যেই অলঙ্কৃত রাস্তায় রাজাঙ্গনে এসে মহাপালংকে শ্বেতছত্রতলে উপবেশন করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হলেন তৎক্ষণে ব্রহ্মদত্ত রাজা বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন- "বাবা, আমার শ্বেতছত্রে অধিষ্ঠিত এক দেবপুত্র নিজকে দৃশ্যমানাবস্থায় আকাশে উপবিষ্ট হয়ে দশটি প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি সে প্রশ্ন সমূহের কোনই উত্তর দিতে পারিনি। এখন তুমিই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে কি? মহাসত্ত্ব বললেন- "সাধু মহারাজ এ প্রশ্ন সমূহের উত্তর আমিই আপনাকে প্রদান করব। তা কি কি প্রশ্ন আমাকে বলুন। তখন রাজা দেবপুত্রের কথিত নিয়মে সমস্ত প্রশ্নগুলি প্রকাশ করলেন। বোধিসত্ত্ব নিজের প্রজ্ঞাবলেই এ প্রশ্নগুলির ভাবার্থ জ্ঞাত হলেন। তা আকাশ পথে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকট হল। তখন তিনি প্রজ্ঞাবলানুভাবেই সে প্রশ্নসমূহের মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদানচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাটি বল্লেন-

৪। অদ্বিতীয় এক সত্ত্ব আছে মহারাজ, তিনি হলেন বুদ্ধ এই ধরামাঝ।

তৎক্ষণে ব্রহ্মদত্ত রাজার শ্বেতছত্রে অধিষ্ঠিত দেবপুত্র বোধিসত্ত্বের প্রথম প্রশ্নের উত্তর শুনে সাধুবাদ দিয়ে আকাশ হতে সপ্তবিধ রত্ন বিকীর্ণ করে সেই ধর্মদেশন পূজা ও প্রশংসা করলেন। রাজাও সেই মঙ্গল হস্তী দ্বারা বোধিসত্ত্বের কথিত ধর্ম পূজা করলেন। তারপর মহাসত্ত্ব দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দানচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেনঃ-

৫। দ্বিতীয় ব্যতীত তৃতীয় নাই- অগ্রশ্রাবকদ্বয়,
ইহাই মহারাজ জানুন নিশ্চয়।

এবারও সে দেবপুত্র পূর্বের ন্যায় বোধিসত্ত্বের ধর্মদেশন পূজা সৎকার করলেন। রাজাও নিজের মঙ্গল অশ্ব দ্বারা বোধিসত্ত্বের ধর্মদেশনা পূজা সৎকার করলেন। তারপর বোধিসত্ত্ব তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দানচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেনঃ-

৬। যে কোন বুদ্ধের শাসনে সদা ত্রিশরণ ছাড়া,
চতুর্থ শরণ কভু নাহি এ ধরায়।
বুদ্ধ ধর্ম সংঘ শরণ,
এ ত্রিশরণ সদা হয় অন্যথা না হয়।

দেবপুত্র পূর্বের ন্যায়ই বোধিসত্ত্বের পূজা সৎকার ও সাধুবাদ প্রদান করলেন। ব্রহ্মদত্ত রাজাও নিজের দাসী, দাস এবং গরু মহিষাদি প্রত্যেকটি এক একশত করে বোধিসত্ত্বের দেশিত ধর্ম পূজা করলেন। তৎপর মহাসত্ত্ব চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ মানসে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

৭-৮। চার ব্যতীত পাঁচ কভূ নাহি মহারাজ চারি পরিশুদ্ধি শীল হয় পঞ্চ কভূ নয় বুদ্ধের শাসনে। প্রতিমোক্ষ, ইন্দ্রিয়

সংবর শীল, আজীব পরিশুদ্ধ আর প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল, এই হল চারি প্রকার শীল, বুদ্ধের দেশিত।

এবারেও দেবপুত্র পূর্ববৎ বোধিসত্ত্বকে পূজাসৎকার সহকারে সাধুবাদ প্রদান করলেন। রাজাও নিজের বস্ত্রাগার বিবৃত করায়ে মনোরম বিচিত্র শ্রেষ্ঠ বহু বস্ত্র লয়ে বোধিসত্ত্বের ধর্মদেশনা পূজার্থ প্রদান করলেন।

তৎপর বোধিসত্ত্ব পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর প্রদানচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

৯। মহারাজ, পঞ্চবিধ শীল হয় নিত্য রক্ষিবার,
দৃষ্ট কভূ নাহি হয় এই বসুধায়।

এবারও দেবপুত্র পূর্বের ন্যায় বোধিসত্ত্বকে পূজাসৎকার সহ সাধুবাদ প্রদান করলেন। রাজাও স্বীয় ষোল সহস্র নর্তকী প্রদান করলেন। তৎপর বোধিসত্ত্ব ষষ্ঠ প্রশ্নোত্তর প্রকাশ মানসে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন।

১০। ছয় ব্যতীত সাত নাই দেবলোক কভু। কামাবচর দেবলোক ছয়টি মাত্র থাকে সদা অন্যথা না হয়।

এবারও দেবপুত্র পূর্বের ন্যায় পূজা সৎকার পূর্বক সাধুবাদ প্রদান করলেন। রাজা কোটি সহস্র সুবর্ণ রৌপ্য দ্বারা বোধিসত্ত্বের দেশিত ধর্মের পূজা করলেন। বোধিসত্ত্ব সপ্তম প্রশ্নের উত্তর দান মানসে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

১১-১২। সপ্তবিধ বোজ্ঝঙ্গ আছে মহারাজ তা কভু অষ্টম না হয় নৃপবর। বুদ্ধ ভাষিত ইহা ধারণ কর সদা। স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধিও আর, সমাধি, উপেক্ষা সহ হয় এসপ্তবিধ বোজ্ঝঙ্গ অপার।

দেবপুত্র তখনো পূর্বের ন্যায় বোধিসত্ত্বকে পূজাসৎকার করে সাধুবাদ প্রদান করলেন। রাজা নিজের স্ত্রী পুত্র দান করে

বোধিসত্ত্বের দেশিত ধর্ম পূজা করলেন। তারপর মহাসত্ত্ব অষ্টম প্রশ্নের উত্তর প্রদান কল্পে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

১৩। মহারাজ, অষ্টশীল আটটি ব্যতীত নবম কভু নাই। সেরূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গ সদা দেখতে পাই।

১৪। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য আর সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি সার। সমাধি আর সম্যক কর্মান্ত, এ অষ্টবিধ মার্গ, এসব নবম কভু না হয় কদাচন। তখনো দেবপুত্র পূর্বের ন্যায় বোধিসত্ত্বকে পূজা সৎকার করে সাধুবাদ প্রদান করলেন। তৎপর মহাসত্ত্ব নবম প্রশ্নের উত্তর প্রদান কল্পে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

১৫। নববিধ আছে রাজন দশ কভু নাই।
নববিধ লোকুত্তর ধর্ম জানহে সবাই।

১৬। চারি প্রকার মার্গচিত্ত চারি প্রকার ফলচিত্ত হয়।
এক প্রকার মাত্র নির্বাণ চিত্ত মোট নব প্রকার হয়।

এবারও দেবপুত্র পূর্বের ন্যায় বোধিসত্ত্বকে পূজা সৎকার করার পর সাধুবাদ প্রদান করলেন। রাজাও নিজেকে নিজে দান করে ধর্ম দেশনা পূজা সৎকার মানসে সাধুবাদ প্রদান করলেন। তৎপর মহাসত্ত্ব ব্রহ্মদত্ত রাজার দশম প্রশ্নের উত্তর প্রদান কল্পে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

১৭। দশ ব্যতীত এগার নাই এধরায় রাজন,
দশবিধ শীল যতনে সদা করেন পালন।

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হইলে দেবপুত্র মহাসত্ত্বকে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক আকাশ হতে সপ্তবিধ রত্ন বিকীর্ণ করে ধর্মদেশনার পূজা সৎকার করলেন। ব্রহ্মদত্ত রাজাও বোধিসত্ত্বের দশবিধ প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করে অত্যন্ত সন্তোষ হলেন। তাই তিনি সমগ্র বারাণসী নগর দ্বারা বোধিসত্ত্বকে পূজা সৎকার

করলেন। তখন অমাত্য ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি প্রভৃতি রাজাঙ্গনে সমবেত মহাজনগণ বোধিসত্ত্বের প্রশ্ন বিসর্জন শুনে অত্যন্ত তুষ্ট হলেন। তখন তারা শতশত সাধুবাদ প্রদান পূর্বক স্বীয় স্বীয় আভরণভাণ্ড বোধিসত্ত্বকে সাদরে প্রদান করলেন এবং অজস্র বস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করে বাহবা প্রদান করলেন। তখন তথায় মহাসত্ত্বের বিরাট ধনরাশি ও বস্ত্র পুঞ্জ লাভ হল। দেবপুত্র পুনঃ আকাশ হতে নানাবিধ দিব্য বস্ত্র, দিব্য পুষ্প ও দিব্য রত্ন সমূহ বিকীর্ণ করে বোধিসত্ত্বের প্রশংসা করে তথায় উপবিষ্ট রাজাকে বললেন- "মহারাজ, ইনি আপনারই পুত্র। অন্যের পুত্র নহে। এ সুবর্ণ কুমার মহাপ্রজ্ঞাবান ও বিশারদ এবং তিনি আপনারই প্রতিশরণ। স্বীয় প্রজ্ঞা প্রভাবে জগতে তিনি অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ। আপনার ঔরষেই এ সুবর্ণ কুমারের জন্ম। মহারাজ এ কুমার সত্যই আপনার পুত্র। এ বিষয়ে আপনি কোন সন্দেহ করবেন না। এ বলে দেবপুত্র বোধিসত্ত্বের মহা প্রজ্ঞাগুণের কথা প্রকাশ করতঃ ব্রহ্মদত্ত রাজা ও মহাজন গণকে উপদেশ প্রদান করে সেস্থান হতে অন্তর্হিত হলেন। বোধিসত্ত্বের উপদেশ শুনে সে ঘাতক নিজ কৃত সব বিষয় রাজাকে বলল। রাজা তা শুনে অতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বহু ধন প্রদান করলেন এবং বোধিসত্ত্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তাঁর মাতাকেও এনে নিজের অগ্রমহিষীর স্থান প্রদান করলেন। বোধিসত্ত্ব রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার পর হতে পিতাকে ও রাজ্যবাসী মহাজন সজ্ঞকে সর্বদা উপদেশ দিতেন। এখন বোধিসত্ত্ব স্বীয় পিতা ব্রহ্মদত্ত রাজাকে দশবিধ রাজ ধর্মকর্মাদি দেশনাচ্ছলে নিম্নোক্ত দ্বাদশটি গাথা ভাষণ করলেন-

১৮-২৯। দান শীল, ত্যাগ ধর্মত জীবিকা, দয়া, তপ, অক্রোধ, অহিংসা, ক্ষান্তি, সত্য। এ দশটি বিষয় বলা হয় রাজ

ধর্ম সার। এ দশবিধ ধর্ম যার নিত্য সহচর, সে রাজা নিজকে নিজে দেখে তুষ্ঠে বারস্বার। অন্নদানে বলবান ধনদানে হয় ধনবান, ভোগ্য বস্তু দানে হয় বর্ণবান। যান দানে সুখী হয়, যশঃ দানে হয় যশবান, দীপদানে চক্ষুষ্মান, অগ্নি দানে তেজবান। পানীয় দানে তৃপ্তিবান, প্রীতি দানে হয় নিত্য প্রীতিবান ধর্মদানে প্রজ্ঞাবান, শীলবানগণ সদা হয় সুশ্রী রূপবান। দান দেওয়া উচিত সদা, তথা শীল রক্ষা করাও উচিত। ভাবনাও করা উচিত, এইসব নিত্য করণীয়। বিবিধ আমিষ দানে চক্রবাল যদি পূর্ণ করা হয়, মহাফল হয় বটে, কিন্তু মৈত্রী ভাবনার ফল সম কভু নাহি হয়। সপ্ত বর্ষ মৈত্রী চিত্ত করিলে ভাবন, মহাফল হয় বটে কিন্তু, ত্রিলক্ষণ ভাবনার ফল তুল্য কভু নাহি হয়। বুদ্ধের প্রতি চিত্ত করি প্রসাদিত, মৈত্রী চিত্ত সাদরে করিলে ভাবনা, তাহা হয় অতি সুখাবহ জানিও নিশ্চয়। ধর্মে চিত্তে প্রসাদন বিপুল ভাবে মৈত্রী ভাবনা, সাগ্রহে ইহা করিলে ভাবনা, মহাহিত হয় সদা জানহে সুমনা। সংঘের প্রতি সুপ্রসন্ন মনে, বহুল ভাবে মৈত্রী ভাবনা যদি করা হয়, তাহা স্বর্গ দায়ক জানিও নিশ্চয়। তদ্ধেতু পণ্ডিতগণ স্বীয় সুখ করিয়া কামনা, সাদরে সবাই করে দান শীল ভাবনা।

সে হতে মহাসত্ত্ব দেবলোকে গমনের উপায় দেশনা করতেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

৩০। সুবর্ণ কুমার রাজধর্মে স্থিত থাকি অনুক্ষণ,
মহাজনতাকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করি সম্প্রদান,
স্বর্গ সুখের জন্য মহাজনগণ দিয়ে”
অনুক্ষণ পুণ্যকর্ম করাতেন সাগ্রহ করিয়ে।

মহাসত্ত্বের উপদেশ শু'নে সমস্ত জনগণ দেবলোকে উৎপন্ন হবার জন্য উৎসাহিত হয়ে পরকে দানাদি পুণ্যকর্ম সমূহ করতে লাগলেন। মহাসত্ত্বও অগাধ রাজ সম্পত্তি পরিভোগ করতঃ দানাদি পুণ্য কর্ম করতে লাগলেন। তিনি যথায়ুষ্কাল স্থিত থেকে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। শাস্তা ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষুগণ তথাগত শুধু এখন যে প্রজ্ঞাবান, প্রত্যুৎপন্ন মতি ও তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা, তা নয়, পূর্বে তথাগত সংসারে সংসরণ করবার কালেও মহা প্রজ্ঞাবান ছিলেন। এবলে ধর্মদেশনার আদি-মধ্য শেষ পর্য্যায় উল্লেখ পূর্বক এজাতক সমাপন করে নিম্নোক্ত পাঁচটি পরিচিতি গাথা ভাষণ করলেন-

৩১-৩৫। তখনকারের সে ঘাতক ছিল এ আনন্দ যতি। তখনকারের মাতা ছিল মম মহামায়া সতী। তখনকারের ব্রহ্মদত্ত এখন মম পিতা শুদ্ধোদন হয়। দুষ্টচিত্ত রাজ কন্যা এখন হয় চিঞ্চা মানবিকা। অমাত্য প্রমুখ রাজ পরিষদ আর রাজ্যবাসী জনগণ, মম পরিষদ বৃন্দ, তারা আমার শাসন পূরক অনুক্ষণ। সুবর্ণ কুমার নামক সদ্ধর্মে স্থির মহারাজ বর, আমিই সম্বুদ্ধ তথাগত লোকনাথ এখন। সর্বভবের শ্রেষ্ঠ সুখ প্রার্থনাকারী নরগণ, অতীব গৌবর চিত্তে এজাতক করহ ধারণ।

(সুবর্ণ কুমার জাতক সমাপ্ত।)

wek¦vm cig ab ivwLI hZ‡b- nvivB‡j GKevi cvqbv KL‡b|
webq f`ªZv kª×v gnvN©¨ iZb- G m‡ei Afv‡e nq Acv‡q Mgb|
ciwb›`v Ze Kv‡Q †hB R‡b Kq- Ze wb›`v ci Kv‡Q e‡j †m wbðq|
AKg©Y¨ AK…ZÁ wnsmyK hvnviv- cÖfz wb›`vq cÂ gyL nq m`v Zviv|

eû‡`vl wbR Kv‡Q ivwL eZ©gvb- `yR©‡biv Ac‡ii K‡i †`vl Mvb|
gvb evov‡Z n‡j gv‡b `vI QvB- AwP‡i evwo‡e gvb RvwbI mevB|
m×‡g©‡Z kª×v hvi bvwn K`vwPr- Zvi mv‡_ †gjv‡gkv bv Kiv DwPZ|

১৪। সুরূপ রাজ জাতক।

"মরিচ তুল্য" শাস্তা জেতবনে বাস করবার সময় ইহা নিজের দান পারমী সম্পর্কে বলেছিলেন। একদা ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় উপবিষ্ট হয়ে এরূপ কথার উত্থাপন করলেন- "অহো বন্ধুগণ আমাদের শাস্তা দান করে তৃপ্তি লাভ করেন না। এখনো পরকে বিমুক্তি সুখ দান করতঃ মহাকারুণিক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন।" শাস্তা গন্ধকুটি হতে ভিক্ষুগণের উক্ত আলোচনা দিব্য কর্ণে শ্রবণ করলেন। তখন তিনি ধর্মসভায় এসে প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবেশন করে জিজ্ঞেস করলেন- "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি কথা নিয়ে এখানে উপবেশন করছ?" তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় যথাযথ ভাবে প্রকাশ করলেন। শুনে বুদ্ধ বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, এখন আমি বুদ্ধভাবে স্থিত হয়ে পরকে বিমুক্ত সুখ দান করছি দেখে তোমরা আশ্চর্য মনে করছ। আমি পূর্বেও বোধিসত্ত্বকালে পুথুজ্জনাবস্থায় পরের নিকট ধর্ম শ্রবণের জন্য নিজের স্ত্রী পুত্র ও নিজকে দান করেছি। এবলে শাস্তা নীবর রহিলেন। তখন ভিক্ষুগণ দ্বারা প্রার্থিত হয়ে সে অতীত কাহিনী বলতে লাগলেন-

অতীতে ইন্দ্রপত্ত নামক নগরে সুরূপ নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি শীলবান ও দশ রাজ ধর্মে পরিপূর্ণ। রাজ্যবাসী প্রজাবৃন্দ প্রমুখ রাজ কর্মচারিগণ সর্বদা বলতেন-

"আমাদের প্রভু বড়ই ধার্মিক রাজা।" এ প্রশংসা বাক্যটি সমগ্র রাজ্যে প্রকট হয়েছিল। সে রাজার প্রিয়ভার্যা অগ্রমহিষীর নাম ছিল সুন্দরা দেবী।' তাঁদের পুত্রের নাম ছিল "সুন্দর কুমার।" এক দিবস তিনি সাদরে শ্রেষ্ঠ উপরিতম তলে শ্রী শয্যায় শায়িত হলেন। রাত্রির অবসানে প্রত্যুষকালে গাত্রোত্থান করে পালঙ্কে উপবেশন পূর্বক স্বীয় দেহের অনিত্যভাব লক্ষ্য করলেন। তখন নিজের সাথে আলাপচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

১-২। মারিচি সংযুক্ত আর জলবুদ্বুদ সম,
কদলী সারের ন্যায় বহু দুঃখময় এদেহ ॥
অশুচী সমাচ্ছন্ন এদেহ রোগাগার সদা,
শরীর অনিত্য ধ্রুব,
অদ্যই মম হতে পারে পতন নিশ্চয় ॥

তিনি এরূপ নিজের সাথে আলাপ করে পুনঃ চিত্তে তা বিশেষ ভাবে প্রকট করার নিমিত্ত সউপমায় নিম্নোক্ত ছয়টি গাথা যোগে বললেন-

৩-৮। বৃক্ষের পক্কফল যথা ধ্রুব ভূমে পড়ে
সেইরূপ সত্ত্বগণ নিত্য যায় মরণের তীরে ॥
অপক্ক ফল যথা বৃক্ষে থাকে স্থির,
সেরূপ প্রাণী কুল রহে যথায়ুষ্কাল পর।
এভবে জরা যদ্দিন না আসে তাহার ॥
ছোট নদীর জল থাকে যথা বর্ষাকালে
অবর্ষায় জল তার শীঘ্রই শুকায় ॥
সেইরূপ ভবে মৃত্যু, মৃত্যুর আশ্রয়ে জীবন
স্কন্ধের ভিন্নতায় অনিত্য হয়, আয়ু হয় ক্ষয়।
ছোট নদীর জল যথা বর্ষাকালে থাকে
জলের অভাবে তা শুষ্ক হয়ে মরে।
সেরূপ ভবেতে প্রাণী জন্ম লভিয়া
যথায়ুষ্কাল জীবিত থাকে, জরা মরণ না হয় যত দিন।
তৃণাগ্রে শিশির বিন্দু যথা স্থিত হয়,
সূর্য্যের উদয়ে তাহা ক্ষিপ্র হয় বিলয়।
সেরূপ প্রাণীর আয়ু ক্ষিপ্র বেগে ধায়
মৃত্যুর আঘাতে নিশ্চয় হায় ॥

এরূপে বোধিসত্ত্ব উক্ত ছয়টি সউপমা দ্বারা স্বীয় চিত্তে প্রকট ভাব আনয়ন পূর্বক পুনঃ চিত্ত-সংবেগ প্রাপ্ত হয়ে চিন্তা করলেন- "এখন আমি কার নিকট ধর্ম শ্রবণ করব? কে আমাকে ধর্ম দেশনা করবেন? এ চিন্তা করে প্রাসাদ হতে অবতরণ পূর্বক প্রাতেই্লান করলেন। তারপর শ্রেষ্ঠ রাজ ভোজ্যে ভোজন কৃত সমাপন করে বিচারালয়ে রতন পালঙ্কে অমাত্যগণ সহ উপবেশন পূর্বক নিম্নোক্ত গাথায় অমাত্যগণকে জিজ্ঞেস করলেন-

৯। ভবৎগণ, আমি শ্রেষ্ঠ ধর্মকথা করিব শ্রবণ,
চিত্তবিশুদ্ধিকর সে ধর্মকে করবে দেশন?

ইহা শুনে অমাত্যবৃন্দ সুরূপ রাজাকে উত্তর দানচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথা যোগে বললেন-

১০। বুদ্ধোৎপত্তি কাল নহে রাজন, কে জানিবে উত্তম ধরন? ধর্ম শ্রবণে ইচ্ছুক রাজন, কে পূর্ণিবে ইচ্ছা তব ভাবিয়া না পাই।

মহাসত্ত্ব বললেন "ভবৎগণ, এখন আমি এক উপায়ে কাহারো নিকট হইতে ধর্ম শ্রবণ লাভ করব।" এবলে নিম্নোক্ত গাথা যোগে বললেন-

১১। ভবৎগণ, এক উপায়ে শোনব আমি শ্রেষ্ঠ ধর্ম সার।
মম বাক্য শোন এবে আগত তোমরা এবার ॥

আমাত্যগণ বোধিসত্ত্বের চিন্তিত উপায় জানবার জন্য নিম্নোক্ত গাথা যোগে জিজ্ঞেস করলেন-

১২। কি প্রকারে কি উপায়ে রাজন আপনি,
শ্রেষ্ঠ ধর্ম শুনিবেন, জিজ্ঞাসি এখনি।

তখন বোধিসত্ত্ব অমাত্যগণকে বললেন- "ভবৎগণ তোমরা আমারই সম্পদ দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা রত্ন করণ্ড পূর্ণ করে হস্তী পৃষ্ঠে তা রেখে দাও। এবং সারা রাজ্যে ভেরী ঘোষণা করে বল- "ভবৎগণ, এরাজ্যবাসী যারা "সুরূপ রাজাকে" শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশন বলতে সক্ষম হবেন, সেই সেই ব্যক্তি এদশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা সহ রত্ন করণ্ড এবং হস্তী নাগ লাভ করতে পারবেন। এবং সুরূপ রাজা সেই ধর্ম দেশককে মহা পূজা সৎকার করেন।" এবলে রাজা অমাত্যগণকে আদেশ করলেন। তখনই অমাত্যবৃন্দ রাজার কথিতানুসারে সারা ইন্দ্রপত্ত নগরে সপ্তদিন ব্যাপী ভেরী শব্দে ঘোষণা করলেন বটে, কিন্তু কাকেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম

দেশনাকারী পেলেন না। এরূপে অমাত্যগণ যারা ইন্দ্রিপত্ত নগরে সাত বৎসর সাত মাস পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেও শ্রেষ্ঠ ধর্মদেশক না পেয়ে রাজার নিকট এসে বললেন "মহারাজ আপনার এরাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মদেশক নেই।" রাজা তা শুনে দৌর্মনস্যভাব গ্রস্ত হয়ে অবনত মস্তকে ঝিমিতে ঝিমিতে চিন্তা করলেন "এখন আমি অল্প পুণ্যবান। যেহেতুঃ- শ্রেষ্ঠ ধর্মদেশক কাকেও পাওয়া গেলনা।' তখন বোধিসত্ত্ব অমাত্যবৃন্দ পরিবৃত হয়ে তথায়ই উপবিষ্টাবস্থায় চিন্তা করতে লাগলেন "যারা আমাকে এরূপ বলবে" মহারাজ এখন আমি আপনাকে ধর্মকথা বলবার জন্য এখানে এসেছি। আমি ধর্ম কথক।" তখন আমি সেই ধর্মদেশকে আমার ভার্যা, পুত্র, দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি সবিজ্ঞান, ধন, রাজ্য, সুবর্ণ, রৌপ্য সপ্তবিধ রত্ন ও নানাবিধ বস্ত্র ইত্যাদি অবিজ্ঞান ধন, মস্তক হৃদয়, মাংস রক্ত, এমন কি সব দেহ বা অর্দ্ধ দেহ, ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ধনের মধ্যে যে যেই ধন ইচ্ছা করেন, আমি সেই শ্রেষ্ঠ ধর্মদেশককে সে ধন প্রদান করব।" এরূপ চিন্তা করে মহাসত্ত্ব অমাত্যবৃন্দের সাথে আলাপচ্ছলে নিম্নোক্ত তিনটি গাথাযোগে বললেন-

১৩-১৫। পুত্র দার সবিজ্ঞান অবিজ্ঞান ধন দুর্লভ্য কভু নয়,
ধন ধান্য বস্ত্র সুখ জগতেতে দুর্লভ কভূ নয়।
বুদ্ধের উৎপত্তি আর সদ্ধর্ম কথা বড় দুর্লভ হয়,
সংঘ বন্দনাও দুর্লভ হয় তথা সদ্ধর্ম শ্রবণও দুর্লভ।
নিরয়ে উৎপন্নকায়ী মহাদুঃখ ভোগে অনুক্ষণ,
সুখ মম নাহি কভু। ধর্ম কোথায় করিব শ্রবণ?

তখন এরূপ চিন্তায় রত বোধিসত্ত্বের তেজানুভাবেই দুইলক্ষ চুরান্নব্বই যোজন দল বিশিষ্ট এই মহাপৃথিবী উন্মত্ত গজরাজের ন্যায় সগর্জনে কম্পিত হল। মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হল। সুমেরু

পর্বত ইন্দ্রপত্ত নগরাভিমুখী হয়ে নমিত হল। তৎক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্রের বাসভবন উত্তপ্ত হল। দেবরাজ ইহার কারণ চিন্তা করতঃ নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৬। কোন্ দেব বা মনুষ্য বুঝি সম্যকরূপে পুর্ণিছে পুণ্যের সম্পদ, আমাকে আসন হতে চ্যুতির মানসে দান ব্রহ্মচর্য করিছে পালন।

দেবরাজ এরূপে চিন্তা করার পর কারণ সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে চিন্তা করলেন- "এখন বুদ্ধাঙ্কুর সুরূপ রাজা পরের নিকট হতে ধর্ম শ্রবণার্থ নিজের ভার্যা, পুত্র নিজকে এবং অন্যধন ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়েছে। সুতরাং আমিই এরাজার সর্বকামনা পরিপূর্ণ করব" এরূপ চিন্তা করে দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রত্বভাব ত্যাগ করে যক্ষত্ব ভাবে নিজকে পরিবর্তন করলেন। তখন তাঁর চেহারা ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করল। চক্ষুদ্বয় জলন্ত অগ্নির ন্যায় হল। লোম কেশ অতিশয় দীর্ঘ এবং শব্দ হল ভয়সঙ্কুল। এরূপ অবস্থায় দেবরাজ বোধিসত্ত্বের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এ বীভৎসরূপ দেহ দেখে সমবেত জনগণ ভীত ত্রাসিত হয়ে তথায় সে পলায়ন করলেন। তখন মহাসত্ত্ব সে যক্ষকে দেখে তার আগমন কারণ জিজ্ঞাসাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৭। কি জন্য মহাযক্ষ মম নিকট এসেছ এথায়?
তার কারণ জিজ্ঞেস করি বলহে আমায়।

ইহা শুনে যক্ষবেশধারী দেবরাজ বললেন- "মহারাজ, আপনাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনার জন্য এখানে এসেছি। এ বলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৮। এখানে এসেছি রাজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম করিতে দেশন,
সাদরে আমার নিকট তাহা করুন শ্রবণ।

মহাসত্ত্ব যক্ষের ভাষণ শুনে হস্তে শত সহস্র টাকার থলি যেন বিদ্যমান আছে, নিধিকুম্ভ যেন লাভ হল সেরূপ প্রীতি বিষ্ফারিত হৃদয়ে বললেন- সাধু সাধু মহাযক্ষ এখন আমাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করুন। তখন যক্ষ রাজাকে বললেন- মহারাজ, এখন আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত ও পিপাসিত। তাই আপনাকে এখন ধর্ম দেশনা শোনাতে পাচ্ছিনা তা শুনে রাজা নিজের জন্য তৈরীকৃত শ্রেষ্ঠ আহার্য বস্তু এক স্বর্ণ থালায় সজ্জিত করে যক্ষকে প্রদান করলেন। যক্ষ তা রাজার হস্ত হতে গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু তা ভোজন না করে রেখে দিলেন। রাজা তা দেখে যক্ষকে বললেন- আপনি ইহা ভোজন করছেন না কেন? যক্ষ বললেন- মহারাজ, আমার ভোজ্য বস্তু কি, তা আপনি জানেন কি? রাজা বললেন- তা আমি জানিনা। তখন যক্ষ বললেন "মহারাজ, জীবিত মানুষের রক্ত মাংসই আমার প্রিয় খাদ্য। এবলে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করতঃ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

১৯। মহারাজ নিত্য আমি সজীব মানব দেহে বিদ্যমান,
মাংস রক্ত ভোজন করি তাই মম প্রিয়তম ভোজন।

২০। ভোজন কারণে আমায় তোমাকেই দাও ভোজন করিতে
পূর্বেই তোমাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিব ওহে ক্ষত্রিয় রাজন।

তখন বোধিসত্ত্ব বললেন- "সাধু সাধু ভবৎ যক্ষ, আপনি পূর্বেই আমাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলুন। আমি তা শ্রবণ করে আমার স্বীয় দেহ পরে আপনাকে দান করব।" এবলে নিজকে প্রদান মানসে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২১। দেহরূপী ধন মম যাহা করিতেছ ইচ্ছন এখন,
দিতেছি তা গ্রহী এবে শ্রেষ্ঠ ধর্ম করুন দেশনা।

তখন সুন্দরী নাগী রাজকন্যা শ্রেষ্ঠ প্রকোষ্ঠে শ্রীশয্যায় উপাবিষ্টাবস্থায় রাজা ও যক্ষের আলাপ শুনে সংকল্প করলেন- "অদ্যই আমার স্বামী রাজার মনোবাসনা পূর্ণ করবো।" এমনে করে শ্রেষ্ঠ প্রকোষ্ঠ হতে বের হয়ে রাজার নিকট এসে করযোড়ে বন্দনা পূর্বক নিজের অভিপ্রায় প্রকাশচ্ছলে নিণ্ডোক্ত গাথা যোগে বললেন-

২২। আমি তব দাসী রাজন, পূর্ণিব তব মনের সাধ,
শ্রেষ্ঠ ধর্ম শ্রবণার্থ যক্ষে আমায় কর সম্প্রদান।
সে মম মাংস করিয়া ভোজন চিত্ত আশা করুক পূরণ ॥
মম ঈশ্বর রাজন তুমি যক্ষে দানি মোরে করুন ধর্ম শ্রবণ।

এবলে দেবী পুনঃ স্বীয় দোষ ক্ষমা প্রার্থনাচ্ছলে নিণ্ডোক্ত গাথায় বললেন-

২৩। অমনোজ্ঞ কোন কর্ম্ম তব প্রতি যদি
কায় বাক্য মনে করে থাকি আমি
সদয় হইয়া ক্ষমা করহ রাজন মোরে ॥

বোধিসত্ত্ব রাণীর প্রাণ স্পর্শী কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে রাণীকে বক্ষে জড়ায়ে ধরে তার শির চুম্বন করলেন। তারপর যক্ষকে দানোত্তম সে ভার্যা দান কল্লে নিণ্ডোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

২৪। হে যক্ষ, কামাবচর ধর্ম ভার্যা মম দিতেছি তোমায়,
স্বর্গ লাভ হেতু মম প্রিয় ভার্যা দান আমার ॥

২৫। দীর্ঘদিন স্বর্গসুখ ভোগ করার পর, মনুষ্য জন্ম নিয়া
এদানে অনাগত বোধি লাভ করি, সদেব নরে যেন
বিমুক্তিতে পারি।

পুনঃ রাজা যক্ষকে সম্বোধন করে বললেন- "হে যক্ষ, এখন আপনার নিকট শ্রেষ্ঠ ধর্ম শ্রবণের জন্য এবং অনাগতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের জন্য আমার প্রিয় ভার্যা আপনাকে দান দিচ্ছি" এবলে দেবীকে যক্ষের হস্তে দান দিলেন। তখন যক্ষ দেবীকে ভক্ষণ করার ন্যায় ভাণ করে মূড় মূড় শব্দ করতে লাগলেন। হস্তদ্বয় রক্তে ম্রক্ষিত হল। অন্যেরা যেন দেবীকে দর্শন না করে, সেরূপভাবে তথায় দেবরাজ ইন্দ্রের বৌদ্ধানুভাবে আচ্ছাদন করে রাখলেন। এরূপ দেবীকে যক্ষ ভক্ষণ করছে দেখে সমবেত জনগণ তথায় বক্ষ চাপড়াতে চাপড়াতে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন- "হে যক্ষ, আপনি আমার ভার্যাকে ভক্ষণ করে শীঘ্রই আমাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করুন। যক্ষ বললেন- "মহারাজ আমি আপনার ভার্যাকে ভক্ষণ করে ক্ষুধার উপশম করতে পারিনি। সুতরাং এরূপ ক্ষুধার্তাবস্থায় সে শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশন করতে পারবনা।" এবলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২৬। ভার্যা তব খেয়ে রাজন কর্মক্ষম হই নাই এখন,
এরূপ ক্ষুধার্থ অবস্থায় আমি ধর্ম দেশিতে অক্ষম।
পুত্র যদি দাও রাজন, তাকে করিয়া ভক্ষণ
উত্তম ধর্ম তোমাকে তখন করিব দেশন।

তখন সুন্দর রাজপুত্র তাদের আলাপ শুনে "অদ্যই আমার পিতার ধর্ম শ্রবণের ইচ্ছা পরিপূর্ণ করব" এ চিন্তা করে আসন হতে উঠে পিতাকে বন্দনা করে করযোড়ে বললেন- "আমি আপনার ঔরস জাত পুত্র। এখন আপনি যক্ষের নিকট ধর্ম শ্রবণের জন্য আমাকে যক্ষের হস্তে দান করুন।" এবলে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

২৭। সাধু দেব রথার্ষভ, তব মনস্কাম পূরণের তরে,
মম জীবন দানিতেছি তব উত্তম ধর্ম শ্রবণের তরে।

রাজা স্বীয় পুত্রের এ উদার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং স্বীয় পুত্রকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে তাঁর শির চুম্বন করতঃ তার দক্ষিণ হস্ত ধরে বললেন- "হে যক্ষ, আপনাকে যে আমার এ পুত্র দান করছি, তা এ মনুষ্যলোকের বিমানের জন্য নয়, চক্রবর্তী রাজভাবাদি মনুষ্য সম্পত্তির জন্য নয় যে কোন বুদ্ধের শ্রাবক ভাবের জন্য নয়, এমন কি পচ্চেক বুদ্ধত্বভাবও প্রার্থনা করছিনা। অপিচ আমার এ পুত্র দান দ্বারা অনাগতে সর্বজগতের হিতার্থ সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হব। এবলে সমস্ত দেবতা দ্বারা নিজের পুত্র দান অনুমোদন করান উদ্দেশ্যে এ গাথাটি বললেন-

২৮। এখানে স্বাগত সকল দেবগণ তোমরা
মনুষ্য গন্ধর্ব সহ মম পুত্র দান অনুমোদন করুন এখন।

এবলে সে রাজা স্বীয় পুত্র সুন্দর কুমার যক্ষকে প্রদান করলেন। যক্ষ রাজার হস্ত হতে সুন্দর কুমারকে গ্রহণ করে, কুমারকে অন্য কেহ না দেখে মত নিজের ইন্দ্রত্ব ঋদ্ধি প্রভাবে আচ্ছাদন করে রাখলেন। তার পর রাজার সম্মুখেই কুমারকে ভক্ষণ করার ন্যায় মূড় মূড় শব্দ করতে লাগলেন। এবং স্বীয় দন্ত মুখ হতে রক্ত বিন্দু পতনের ন্যায় দৃশ্য প্রকাশ করলেন। তখন তথায় সমবেত জনমণ্ডলী ভীবৎস দৃশ্য দেখে ভীত ত্রাসিতবস্থায় বক্ষ চাপড়াতে চাপড়াতে করুণ বিলাপ করতঃ সুরূপ রাজার নিকট এসে বন্দনা করার পর বললেন- মহারাজ এযক্ষ আপনার রাণীকে ভক্ষণ করে এখন আপনার পুত্রকে ও ভক্ষণ করে এখানেই আছে। এবার আমাদিগকেও ভক্ষণ করবে

নয় কি?” এরূপ বলে আরো নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা যোগে বললেন-

২৯। যেইরূপে তবভার্যা যক্ষ ভক্ষিল রাজন
সেইরূপে প্রিয় পুত্র তব পুনঃ সে করিল ভক্ষণ।

৩০। এ যক্ষ এখানে ত্রাস বহু অনর্থ ঘটাল তোমার।
আমাদেরও না খাইবে আছে কি প্রমাণ তার?

৩১। তাহা দেখি জনগণ এখন রাজন
বাহু প্রসারিত করে করিয়া রোদন
চারিদিকে পালাইছে দেব তোমার ভবনে।

৩২। যোদ্ধা কুমার বৈশ্য ব্রাহ্মণ জনগণ
বাহু প্রসারিত করে পলায় তোমার ভবন।

৩৩। শালায় কভু তিষ্ঠিতে না পারি জনগণ
বায়ু বেগে ধায় দেব তোমার ভবন।

সুরূপ রাজা এরূপে মহাজনতার কোলাহল শুনেও তাঁদের সাথে কোন কথাই না বলে যক্ষকে বললেন- ‘হে যক্ষ, আপনি এখন শীঘ্রই “শ্রেষ্ঠ ধর্মকথা’ বলুন। যক্ষ বললেন- “মহারাজ, আপনি পুনঃ আপনার দেহটি আমায় দান করুন। তা হলে আমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কথা বলব। মহাসত্ত্ব যক্ষের একথা শু’নে সানন্দে বললেন- “সাধু সাধু মহাযক্ষ পূর্বেই আমাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করুন, তা শুনে নিশ্চয়ই পুনঃ আমি নিজকে আপনার নিকট দান করব।’

তখন যক্ষ বেশধারী দেবরাজ বললেন- “মহারাজ, আপনাকে ভক্ষণ করবার জন্যই এখন আপনাকে শ্রেষ্ঠ ধর্মদেশনা করব।” সুরূপ রাজ তা তথাস্তু বলে অনুমোদন করতঃ শ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রতি গৌরবার্থ তথায় যক্ষকে রত্ন পালঙ্কে উপবেশন করালেন, সুগন্ধি পুষ্প চুর্ণাদি দ্বারা তাঁকে পূজা

করলেন। তার পর নিজেও তার সম্মুখে মস্তকে কৃতাঞ্জলি করপুটে নীচাসনে উপবেশন করালেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম শ্রবণের জন্য।

দেবরাজ ইহার পূর্বের অর্থাৎ কশ্যপ বুদ্ধের স্বীয় মুখ নিঃসৃত যেই চারটি "শ্রেষ্ঠ ধর্ম" গাথা শুনে ছিলেন, এখন তা সুরূপ রাজার নিকট কশ্যপ বুদ্ধের দেশনা বিলাসে বুদ্ধলীলায় সে গাথা চতুষ্টয় বললেন-

৩৪। প্রেম হতে শোক-ভয় সমুৎপন্ন হয়,
প্রেম হতে বিপ্রমুক্তদের শোক ভয় জাত নাহি হয়।

৩৫। তৃষ্ণা হতে শোক-ভয় সমুৎপন্ন হয়,
তৃষ্ণা হতে বিমুক্তদের শোক-ভয় জাত নাহি হয়।

৩৬। কাম ইচ্ছায় শোক-ভয় সমুৎপন্ন হয়,
কাম ইচ্ছা বিমুক্তদের শোক-ভয় জাত নাহি হয়।

৩৭। কাম হতে শোক-ভয় সমুৎপন্ন হয়,
কাম হতে বিমুক্তদের শোক-ভয় জাত নাহি হয়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে দেবরাজের নিকট শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশন শুনে অতিশয় প্রীত হলেন। তিনি যেন বুদ্ধের শ্রী মুখ হতে শ্রবণের ন্যায় মনে করে সপ্তবিধ রত্নে তাঁকে পূজা করলেন। তারপর নিজকে নিজে দান করতঃ বললেন- "ভবৎ যক্ষ, আমার দেহ আমার বড়ই প্রিয় ও মনোজ্ঞ। অপিচ এর চেয়েও লক্ষাদিকগুণে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানই প্রিয় ও মনোজ্ঞতর। সুতরাং আমার এ আত্মদান সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভেরই হেতু হউক।" এবলে মহাসত্ত্ব সে দেবরাজকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

৩৮। হে যক্ষ, ধর্মকামী হয়ে আমি নিজকে করি দান,
এ ত্যাগে না করি চিন্তন, অনাগতে বোধি লাভের কারণ।

৩৯। মম এদেহ নহে মম বিদ্বেষ কারণ, অপ্রিয়ও নহে,
যক্ষ, জানহ নিশ্চয়। সর্বজ্ঞতাই মম হয় অতি
প্রিয়তর। তাই আত্মদান করিলাম সাদরে তোমায়।

এবলে মহাসত্ত্ব নিজকে নিজে দেবরাজকে দান করলেন। তৎক্ষণেই পৃথিবী কম্পনাদি বহু আশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হল। সে বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাত্রয় যোগে বললেন-

৪০। বোধিসত্ত্বের আত্মদানে ভীষণ ভাবেতে,
রোমাঞ্চকর ভাবে নগর সংক্ষুব্ধ হল বর্ণনা না যায়।

৪১। সাধুবাদ সারাকুল পরিপূর্ণ হল বিপুল ভাবেতে
কোলাহলময় হল আত্মদান প্রভায় তখন।

৪২। বিপুল ও ভৈরব ভাবে শব্দ প্রবর্তিত হল
মহাঘোষ বিপুল ভাবে আকাশ ব্যাপীল।

তৎপর যক্ষবেশ ধারী দেবরাজ ইন্দ্র সুরূপ রাজার এ আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হয়ে স্তুতি করতঃ বললেন- "মহারাজ, আপনি বুদ্ধাঙ্কুর। অনাগতে আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হবেন। আমি দেবরাজ ইন্দ্র, যক্ষ নহি। আপনার পারমী ধর্ম পরিপূরণের নিমিত্ত আমি এখানে এসেছি। এবলে নিম্নোক্ত গাথায় বল্লেন-

৪৩। দেবরাজ ইন্দ্র আমি, এসেছি তোমার সদন
আত্মদানে অনাগতে বুদ্ধ হবেন নিশ্চয় রাজন।

এবলে দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বকে স্বীয় ইন্দ্রত্বভাব জ্ঞাপন করে রাজার ভার্যা ও পুত্রদান অনুমোদন করে বললেন- আপনার দেবী ও পুত্র আছে তাঁরা এখন আপনারই হউক। এবলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৪৪। হে জনেন্দ্র, এখন আমি তব পুত্র দার সহ
তোমাকেও দানিতেছি আনন্দ অপার।
তুমি তা গ্রহণ করিয়ে, আনন্দে করহ বাস
সঙ্গেতে রাখিয়ে।

এবলে দেবরাজ সুরূপ রাজার পুত্র দারকে দিব্যালঙ্কারে সুসজ্জিত করতঃ তাঁকে প্রদান করলেন। তখন রাজা প্রমোদিত চিত্তে এরূপ চিন্তা করলেন- অহো আমার এদান ইহলোকেই অত্যন্ত সুখপ্রদ হল, পরলোকেও এরচেয়ে অধিক সুখাবহ হবে। এবলে আনন্দ ধ্বনি করে তথায়ই উপবেশন করলেন। তখন দেবরাজ স্বাভাবিক ভাবে প্রজ্জ্বলিত দিব্য অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে জ্বলিতে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আকাশে স্থিত হয়ে বললেন- মহারাজ, আপনি অপ্রমত্ত ভাবে দানাদি পুণ্যকর্ম সমূহ করুন’। এবলে স্বীয় স্থানে চলে গেলেন। তা প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথায় বল্লেন-

৪৫। ইহা বলে দেবরাজ উত্তম ধর্ম দেশনা করিয়া,
রাজাকে উপদেশ দিয়া দেবলোকে গেলেন চলিয়া।

সে হতে বোধিসত্ত্ব নিজের ইন্দ্রপত্ত নগরে রাজ সম্পত্তি নিরাপদে পরিভোগ করতঃ দেবরাজের উপদেশে সুস্থিত থেকে মহাজনগণকে দানাদি পুণ্যকর্ম করতে লাগলেন। তিনি যথায়ুষ্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর দেবলোকে দিব্য প্রাসাদে উৎপন্ন হলেন। তাঁর উপদেশে স্থিত মহাজনগণও পরকে দানাদি পুণ্যকর্ম করে যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর দেবলোকেই উৎপন্ন হলেন। শাস্তা এ ধর্মদেশন আহরণ করতঃ নিম্নোক্ত পাঁচটি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৪৬। তদকালে দেবী রাজমাতা মহামায়া এখন,
সুরূপ রাজার পিতা এখন রাজা শুদ্ধোধন।

৪৭। সুন্দরী নামিকা নারী এখন হল যশোধরা যিনি
সুন্দর রাজপুত্র এবে রাহুল কুমার তিনি।
৪৮। দেবরাজ ইন্দ্র এখন অনুরুদ্ধ খ্যাত,
পরিষদের সর্বজন মম পরিষদ এবে
সবাই হও জ্ঞাত।
৪৯। সুরূপ নামক রাজা আমি সম্বুদ্ধ তথাগত এবে
লোকনাথ অনুত্তর লোক জ্যৈষ্ঠ এখন ভবে।
৫০। ত্রিবিধ সুখ সম্পদ ইচ্ছাকারী তোমরা সর্বজন
অতীব গৌরব চিত্তে এজাতক করহ ধারণ।
(সুরূপ রাজ জাতক সমাপ্ত।)

১৫। কম্বল রাজ জাতক

"হে রাজন, যে দায়ক" ইহা শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে সাকেত রাজার কঠিন চীবর দান উপলক্ষে বলেছিলেন-

বর্ষাবাসের কিছুদিন পূর্বে কোণ্ডণ্য স্থবির বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে জেতবন হতে সপরিষদ সাকেত নগরে উপস্থিত হলেন। তখন সাকেত রাজা সপরিষদ স্থবিরকে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং অমাত্যকে ডেকে বললেন- "হে তাত, তুমি অবিলম্বে গিয়ে সপরিষদ কোণ্ডণ্য স্থবিরকে আমার বিহারে বর্ষাবাস গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করে এখানে নিয়ে আস।" অমাত্য রাজার আদেশ অনুযায়ী স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে রাজার কথা নিবেদন করলেন এবং স্থবিরকে সপরিষদ নিমন্ত্রণ করলেন। স্থবির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং সপরিষদ রাজা বিহারে উপস্থিত হলেন। তখন রাজা বিহারে গিয়ে স্থবিরকে বন্দনা করে বিনম্র বাক্যে বললেন- "ভন্তে এবিহারে আপনি বাস করুন।" তখন স্থবির মৌনভাবে রাজার বাক্যে সম্মতি

প্রদান করলেন। বর্ষাবাস সমাপ্তির পর স্থবির রাজাকে বললেন- "মহারাজ, এখন বর্ষাবাস শেষ হয়েছে। সুতরাং এখন আমরা অন্যত্র গমন করছি।" রাজা তা শুনে আরো কিছুদিন এবিহারে অবস্থান করবার জন্য কাতর অনুরোধ জ্ঞাপন করে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাজা শয়ন প্রকোষ্ঠে শয্যায় বসে নিজের বিপুল সম্পত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করে স্বগতঃ বললেন- "অহো আমার পিতা-মাতা এ অপরিমাণ ধন সম্পদ সংগ্রহ করে জীর্ণ ত্বক সর্পের ন্যায় মরণকালে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করেছেন। পরলোক গমন কালে এক কপর্দকও সঙ্গে নিতে পারেননি। রিক্ত হস্তেই মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি কিন্তু সমস্ত ধন পরলোকে লয়ে যাব। আমার মৃত্যু কি অদ্য হবে, না আগামী কল্য হবে, নাকি তার পরে হবে, তা কিছুই জানিনা। এখন আমি স্থবিরকে কঠিন চীবর দান দেব।" এ মনে করে নিজের অগ্রমহিষী ও অমাত্যগণকে আহ্বান করে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করলেন। তারপর সেলাই কারক ডেকে উত্তম বস্ত্রের চীবর তৈরী করলেন। রঞ্জনাদি যাবতীয় কঠিন চীবরোপযুক্ত কাজ সম্পাদন করে মহাজনগণকে এরূপ আদেশ দিলেন "ভবৎগণ আপনারা ঘৃত, দধি, খীর, মাখন, পৃষ্ঠক যাগূ ও অন্নাদি খাদ্য ভোজ্য সর্ব উপকরণ যোগাড় কর। আমরা স্থবিরকে কঠিন চীবর দান করবার জন্য বিহারে যাব। "এরূপ নির্দ্দেশ পেয়ে জনগণ যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে রাজার সহিত বিহারে উপস্থিত হলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে রাজা প্রমুখ সকলে কোণ্ডণ্য স্থবিরকে কঠিন চীবর দান করলেন। স্থবির বিনয় বিধি অনুসারে কার্য সম্পাদন করার পর কঠিন চীবর গায়ে দিয়ে আসনে উপবেশন করলেন। সেক্ষণে রাজা, সেনাপতি জনগণ অতিশয় প্রফুল্ল হলেন। অতঃপর স্থবির কঠিন

চীবর সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করলেন। এ কঠিন চীবর দানের কথা সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রচারিত হল। তখন ধর্মসভায় উপবিষ্ট ভিক্ষুগণের মধ্যে এরূপ কথার উত্থাপন হল। বন্ধোগণ, সাকেত রাজা একবার মাত্র মহা কোণ্ডণ্য স্থবিরকে কঠিন চীবর দান করেছেন। সে কথা সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রচারিত হয়েছে।" ভগবান বুদ্ধ দিব্যকর্ণে গন্ধকুটি হতে ভিক্ষুদের এ আলাপ শুনে সে সভায় উপস্থিত হলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে সমাসীন হয়ে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, বর্তমান তোমরা কি কথা নিয়ে উপবিষ্ট আছ?" তখন ভিক্ষুগণ, তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় ব্যক্ত করলেন। বুদ্ধ বললেন- "হে ভিক্ষুগণ কেবল এখন নয় পূর্বেও আমি সংসারে সংসরণকালে শরণঙ্কর ভগবানকে কঠিন চীবর দান দিয়েছিলাম। সে দানের ফলেই এখন আমি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেছি। এবলে শাস্তা মৌনভাব অবলম্বন করলেন। সভায় উপস্থিত ভিক্ষুদের প্রার্থনায় তিনি সে অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন-

হে ভিক্ষুগণ, অতীতে কম্বল নামক নগরে কম্বল নামক একরাজা ধর্মতঃ রাজত্ব করতেন। তখন বোধিসত্ত্ব এক গৃহপতি কুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় উক্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন শীলবান কুলপুত্র শরণঙ্কর বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্ন হয়ে কঠিন চীবর দান করতে একান্ত ইচ্ছুক হলেন। তাই স্বীয় পরিষদ বর্গকে আহ্বান করে বললেন- "বাবাগণ আমি কঠিন চীবর দান দিতে ইচ্ছুক। তোমরা বস্ত্র ক্রয় করে নিয়ে আস।" তখন পরিষদ বর্গ বস্ত্র এনে দিল। গৃহপতি পুত্র বোধিসত্ত্ব কঠিন চীবর দানের সমস্ত উপকরণ সঙ্গে নিয়ে সপরিষদ বিহারে উপস্থিত হলেন। তথায় সউপকরণ কঠিন চীবর খানা শরণঙ্কর বুদ্ধকে দান দিয়ে বললেন- "ভন্তে, এ কঠিন চীবর দান

সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের হেতু হোক।” এ বলে প্রার্থনা করলেন। তখন শরণঙ্কর বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব যথায়ুষ্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর সময় উক্ত কঠিন চীবর দান স্মরণ করে আনন্দ চিত্তে চ্যুতির পর তুষিতপুরেই উৎপন্ন হলেন।

একদিবস সায়হ্নকালে কম্বল রাজা বিহারে গিয়ে শরণঙ্কর ভগবানকে বন্দনা করে একান্তে বসে বলেলন- “ভন্তে এখন আমরা কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করব? এবং জগতবাসীদের সুখ বিপাক দায়ক কুশলকর্ম কিরূপ হওয়া উচিত? ভন্তে, বস্তু দানের মধ্যে যে দান সর্বোৎকৃষ্ট, সে দান সম্বন্ধে আমাদিগকে দেশনা করুন। তখন ভগবান বুদ্ধ রাজার প্রার্থনা শুনে কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১। “রাজন যে দায়ক সর্বদা সংঘদান করেন, জগতে তাঁরা সকল সময় সুখ লাভ করে। এ দানই মহাফলপ্রদ হয়।” একথা বলে পুনরায় ধর্মদেশনাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় বললেন-

২-৫। “মহারাজ, যে ব্যক্তি সংঘকে কিছু দান দেয়, সে সর্বদা বিপুল সুখ লাভ করে। সে দান হতেও অধিক ফলপ্রদ দান হয় কঠিন চীবর দান। ইহা আমার দ্বারা বলা হয়েছে। তদ্ধেতু ঐ সংঘ দান হতেও কঠিন চীবর দানই মহাফলপ্রদ বলে আমি বল্‌ছি। ভিক্ষুদের পঞ্চ আপত্তি নাশক ও পঞ্চফলপ্রদ এ কঠিন চীবর। সে কঠিন চীবর দায়ক মনুষ্যত্ব লাভ করলে মহাপরিবারশালী ও মহা ভোগ সম্পদশালী হয়। আর দুর্গতি কি, তা জানেনা। সর্বদা সুখ লাভ করে। মনুষ্যলোকে মনুষ্য সুখ এবং দেবলোকে দিব্যসুখ ও পরে নির্বাণ-সুখ প্রাপ্ত হয়।

ইহা শুনে কম্বল রাজ অতি প্রীতিফুল্ল মনে সাধু বলে প্রতিগ্রহণ করলেন। তৎপর বললেন- “ভন্তে এখন আমি

আপনাকে মহাফলপ্রদ কঠিন চীবর দান করব।” সে হতে কম্বল রাজ প্রত্যেক বৎসর চীবরমাসে শরণঙ্কর বুদ্ধকে কঠিন চীবর দান দিয়েছেন। বুদ্ধ কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনাচ্ছলে নিম্নোক্ত চর্তুদশটি গাথা বললেন-

৬-১৯। “রাজন, স্বীয় সুখকামী বুদ্ধিমান যে দায়ক, সংঘকে কঠিন চীবর দান করে, সে বিপুল সুখ ভোগ করে। সে যদি মনুষ্য বা দেবলোকে উৎপন্ন হয়, সর্বদা সুখী হয়। তারা কৌশীক, কম্বল খোম ও কার্পাস বস্ত্রাদি অপরিমেয়ভাবে লাভ করে। কঠিন চীবর দায়ক যদি বৃক্ষাগ্রে, পর্বতে আকাশে এবং ভূমিতে বস্ত্র ইচ্ছা করে, তার সমস্ত ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয়। সে যদি সসাগরা মহাপৃথিবী বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করতে ইচ্ছা করে, তার সে ইচ্ছাও পূর্ণ হয়। সে সর্বদা স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি ও লোহিতঙ্কময় থালায় সর্বদা সুবাসিত ভোজ্য ভোজন করে। সর্বদা বিচিত্র রতন খচিত শ্রেষ্ঠ যান-বাহন লাভ করে। তাঁর ভোজ্য সম্পদ কখনো বিনষ্ট হয়না। সুবর্ণ রত্নময়, দন্তসারময় ও মহার্ঘ শয্যা লাভ করে। দাস, দাসী ভার্যা ও অনুজীবিগণ সর্বদা প্রিয় আচরণ করে। এসব কঠিন চীবর দানেরই ফল। কঠিন চীবর দায়ক যা ইচ্ছা করে, তা তার ইচ্ছা মত উৎপন্ন হয়। সর্বদা সে সুখী হয়। সর্বদা দেব-মনুষ্য লোকেই উৎপন্ন হয়, অপায় দুর্গতি কি তারা জানে না। সে পুণ্যবান ব্যক্তি হীন কুলে, চণ্ডাল কুলে, দরিদ্র কুলে ও দুঃখীকুলে কখনো উৎপন্ন হয় না। সে মনুষ্য লোকে উৎপন্ন হলে সর্বদা সমৃদ্ধ ও ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন হয়। এসবও কঠিন চীবর দানেরই ফল। সে অন্তিম জন্মে সর্বদুঃখের অন্তসাধন করতঃ পুনঃ জন্মের কারণ মূলচ্ছেদ করে নির্বাপিত হয়।” কম্বল রাজ এবম্বিধ অপূর্ব বাণী শুনে প্রীতিফুল্ল মনে শিরে অঞ্জলীবদ্ধ হয়ে সশ্রদ্ধ অন্তরে

বুদ্ধকে বন্দনা করে বললেন- "ভন্তে যে ব্যক্তি বস্ত্র ক্রয় করে দিয়েছে, সে কিরূপ ফল লাভ করবে?" তখন বুদ্ধ তার ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২০। "যে ব্যক্তি সংঘকে কঠিন চীবর দানের জন্য বস্ত্র ক্রয় করে দিবে, সে ব্যক্তি সর্বদা দেব মনুষ্য লোকে মহাধনী, মহাযশস্বী ও মহাভোগ সম্পদ শালী হয়।" ইহা শুনে রাজা পুনঃ বুদ্ধকে বললেন- "যে ব্যক্তি শেলায়ের সূত্র সংগ্রহ করে দেয়, সে কিরূপ ফল লাভ করবে?" তদুত্তরে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২১। "কঠিন চীবর উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি সূত্র তৈরী করে দেয়, সে সর্বদা মনুষ্যলোকে সুখ ভোগ করে এবং সর্বদা সর্বকর্মে বিশারদ হয় ও কোনও জন্মে কুব্জ হয় না।" ইহা শুনে রাজা সানন্দে সাধুবাদ দিলেন এবং পুনঃ বিনীত বাক্যে বললেন- "ভন্তে কঠিন চীবরের বস্ত্র ছেদনকারী কিরূপ ফল লাভ করে?" তদুত্তরে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২২। "সংঘকে কঠিন চীবর দানের জন্য যে ব্যক্তি বস্ত্র ছেদন করে দেয়, সে জন্মে জন্মে ধর্মতঃ অর্থার্জনে পারদর্শী ও নিপুণ হয়।" রাজা ইহা সাধুবাদের সহিত গ্রহণ করে পুনঃ বললেন- যে ব্যক্তি কঠিন চীবর শেলাই করবার ব্যবস্থা করে সে কিদৃশ ফল লাভ করে?" তখন বুদ্ধ রাজার প্রশ্নের উত্তর প্রদানচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

২৩-২৪। "যে ব্যক্তি কঠিন চীবর শেলাইয়ের ব্যবস্থা করে দেয়, সে মনুষ্যলোকে ঐশ্বর্যশালী ও মহাপ্রভাবশালী রাজা হয়। সে মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয় এবং তথায় দেবগণের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর ও ঐশ্বর্যশালী দেবতা হয়ে তথায় সর্বদা সুখ ভোগ করে।" রাজা ইহা শুনে সাধুবাদের সাথে তা

গ্রহণ করে কহিলেন- "যে ব্যক্তি কঠিন চীবর শেলাই করে, সে কিদৃশ ফল লাভ করে?" বুদ্ধ তাঁর প্রশ্নের উত্তর প্রদানচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে বললেন-

২৫-২৭। "হে রাজন, সংঘকে কঠিন চীবর দেওয়ার জন্য যে ব্যক্তি কঠিন চীবর শেলাই করে, সে জন্মান্তরে সুরূপ হয়, মহাপ্রজ্ঞাবান হয় এবং সর্বদা সুখলাভ করে, সে ভবে ভবে চতুর্দ্বীপের ঈশ্বর চক্রবর্তী রাজা হয় এবং অসংখ্যবার প্রদেশের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। সেখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় সর্বদা দিব্য সুখ ভোগ করে। ইহা কঠিন চীবর শেলাই করার ফল।" রাজা পুনঃ ভগবানকে বললেন- "ভন্তে, যে ব্যক্তি বস্ত্র রঞ্জন করে, সে ব্যক্তি কিরূপ ফল লাভ করে?" প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ নিম্নোক্ত তিনটি গাথায় বললেন-

২৮-৩০। "হে রাজন, যে ব্যক্তি সে চীবরের রঞ্জন ও ধৌত কর্ম করে, সে মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হলে সর্বদা সুখী ও নিরোগী হয়। সে সুবর্ণ বর্ণ শরীর লাভ করে এবং সুরূপ, সর্বজনের চিত্ত প্রসাদকর প্রিয়দর্শন হয়। ইহা কঠিন চীবর রঞ্জনের ফল। সে দেবলোকে উৎপন্ন হলে তথায় সর্বদা দেবগণের প্রিয় হয় এবং দেবগণের মধ্যে বিশেষভাবে বিরোচিত হয়।" রাজা পুনঃ বুদ্ধকে বিনম্রবাক্যে বললেন- "ভন্তে, যে ব্যক্তি কঠিন চীবরে গ্রন্থী সূত্র দান করে, সে কি প্রকার ফল লাভ করে?" বুদ্ধ তদুত্তরে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

৩১-৩২। যে ব্যক্তি কঠিন চীবরের গ্রন্থী সূত্র দান করে, সে সর্বদা পরিশুদ্ধ অবস্থা সম্পন্ন হয়ে সংসরণ করে। অপায়ে উৎপন্ন হয় না। সে গ্রন্থী সূত্র দায়ক ব্যক্তি দেব-মনুষ্য লোকে উৎপন্ন হয় সর্বদাই সুখী হয়। ইহা কঠিন চীবরে গ্রন্থী সূত্র

দানের ফল।” ইহা শুনে রাজা প্রীতিফুল্ল চিত্তে পুনঃ বুদ্ধকে বললেন- “ভন্তে, যে ব্যক্তি কঠিন চীবর ধৌত করে সে কিদৃশ ফল লাভ করে?” বুদ্ধ ইহার উত্তরে নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে বল্লেন-

৩৩-৩৫। “মহারাজ, সে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত কঠিন চীবর ধৌত করে, সে সুগতি প্রাপ্ত হয়। সর্বদা দেবনর লোকে সুখী হয়। সে সর্বদা সর্বত্র সগৌরবে পূজিত ও সৎকার প্রাপ্ত হয় এবং মহাযশস্বী, মহাভোগ সম্পদশালী ও দীর্ঘায়ু সম্পন্ন হয়। সে সর্বদা দেবলোকে দেববৃন্দের এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যদের ঈশ্বর (শ্রেষ্ঠ) হয়। ইহা কঠিন চীবর ধৌতকারীর ফল।”

তদবধি কম্বল রাজা শরণঙ্কর বুদ্ধের শাসনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে লাগলেন। তদনন্তর তিনি যথাকালে মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হলেন। সমস্ত অমাত্য ও রাজপুরুষগণ ও দানাদি নানা পুণ্যক্রিয়া সম্পাদনান্তর যথাকালে মৃত্যুর পর বিভিন্ন দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। এখন গৌতম বুদ্ধ শরণঙ্কর সম্যক সম্বুদ্ধের দেশিত নিয়মে ধর্মসভায় উপবিষ্ট ভিক্ষুদের কঠিন চীবর দানের ফল প্রকাশ করবার মানসে নিম্নোক্ত বিংশতিটি কঠিন চীবর দানের পুণ্যফল দীপক গাথা ভাষণ করলেন-

৩৬-৫৫। সুখকামী জ্ঞাতিগণ কঠিন চীবর মাসে সংঘক্ষেত্রে দানোত্তম কঠিন চীবর দান করে, সে পুণ্য বৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সর্বদা দেবমনুষ্যলোকে সুখানুভব করে। সে অপায়াদিতে উৎপন্ন না হয়ে দেবলোকে দেবসুখ এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্য-সুখই ভোগ করে। ইহা কঠিন চীবর দানের ফল। যে শ্রদ্ধাচিত্তে সংঘকে কঠিন চীবর দান দেয়, তার দানকে যারা অনুমোদন করে, তারা সর্বদা এক কল্প ব্যাপী সুখ লাভ করে। ইহা কঠিন চীবর অনুমোদনের ফল। যে ব্যক্তি সশ্রদ্ধা চিত্তে কঠিন চীবর

দানকারী দায়ককে ছোট বড় বহু দ্রব্য ও বস্ত্র ক্রয়ের জন্য ধন প্রদান করে, সে ধন দায়ক এক কল্পাবধি সুখ লাভ করে। ইহা ধন দানের ফল। যে শ্রদ্ধা সম্পন্ন দায়ক কঠিন চীবর দানের জন্য শ্রেষ্ঠ শাসনে সংঘকে স্বীয় বস্ত্র দান করে, সে ষোড়শ কল্পাবধি বিপুল সুখ লাভ করে। ইহা কঠিন চীবর দানের ফল। বস্ত্র ছেদনকালে যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ চিত্তে সাহায্য করে ও শেলাই করে, সে অসংখ্য জন্ম সুখ লাভ করে। ইহা কঠিন চীবর নির্মাণকারীর ফল। অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক সমান উচ্চ করে স্বর্ণ রৌপ্য ও নানা রত্ন রাশি সর্বদা সংঘকে দান করলে যে পুণ্য উৎপন্ন হবে, সে পুণ্য একখানা কঠিন চীবর দান পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগও হয় না। অযুত হস্তী, অযুত অশ্ব, অযুত অশ্বতর, অযুত সুসজ্জিত রথ এবং মণি মুক্তা কুণ্ডলে অলঙ্কৃত অযুত কন্যা দান করলেও একখানা কঠিন চীবর দান-পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগও হয় না। প্রত্যেক প্রকার অযুত অযুত ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী সর্বদা সংঘকে দান করলেও একখানা কঠিন চীবর দান-পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগও হয় না। রত্নময় পালঙ্ক সহ চুরাশী সহস্র বিহার নির্মাণ করে সংঘকে দান দেওয়া হলেও সে দান মহাফলপ্রদ ও বিপুল সুখদায়ক হয় বটে, কিন্তু তা একখানা কঠিন চীবর দান-পুণ্যের ষোলভাগের একভাগও হয় না। উচ্চতায় অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক সম সুবর্ণময় প্রাসাদ সংঘকে দান করলে সে দান মহাফলপ্রদ এবং অফুরন্ত সুখের কারণ হয় বটে, কিন্তু একখানা কঠিন চীবর দান-পুণ্যের ষোলভাগের একভাগও হয় না। যে হেতু কঠিন চীবর লাভী ভিক্ষুকে পাঁচটি আপত্তি হতে রক্ষা করে, তাই ইহা সর্বদান হতে শ্রেষ্ঠ বলে আমি বর্ণনা করেছি। তদ্ধেতু পণ্ডিতগণ নিজের ভবিষ্যৎ সুখ সম্বন্ধে চিন্তা করে চীবর মাসে সংঘকে কঠিন চীবর

দান দিয়ে থাকে।” এরূপে শাস্তা তথায় ভিক্ষুগণকে কঠিন চীবর দানফল দেশনা করে পুনরায় নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৫৬-৫৭। “দুঃখসত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য এবং মার্গ সত্য এচতুর্বিধ সত্য সকল সময় আমি দেশনা করেছি। ত্রৈভূমিক দুঃখ সত্য, তৃষ্ণা সমুদয় সত্য, নির্বাণ নিরোধ সত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সত্য।” এরূপে চারি আর্যসত্য দেশনার পর কোন কোন ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল, কেহ কেহ সকৃদাগামী ফল, কেহ অনাগামী ফল, আর কেহ অরহত্ব ফল প্রাপ্ত হলেন। তারপর শাস্তা বললেন- “হে ভিক্ষুগণ, কঠিন চীবর দান শুধু এখন নহে, পূর্বেও এ কঠিন চীবর দান ছিল। এবলে এ ধর্মদেশনা সমাপন করে জাতক সমাপ্তি গাথা বললেন-

৫৮-৭০। “তখনকার কম্বলরাজ বর্তমান মহাপ্রজ্ঞাবান সারিপুত্র। বস্ত্রক্রয়কারী এখনকার আনন্দ। তখনকার মাতা পিতাই বর্তমান আমার মাতা-পিতা। সে অতীতের মহাজন সংঘ এখনকার সবাই আমার পরিষদ মণ্ডলী। সে অতীত গৃহপতির পুত্র এখন আমি লোক জ্যেষ্ঠ নরার্ষভ লোকনাথ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ। অতি গৌরব চিত্তে এজাতক ধারণ কর।

(কম্বল রাজ জাতক সমাপ্ত।)

১৬। গোপাল শালা জাতক।

“আমার এশালা একান্তই শোভা পাচ্ছে” এ দেশনাটি শাস্তা জেতবনে অবস্থান করবার সময়ে জনৈক গোপালকের তৈরী শালা উপলক্ষ করে বলেছিলেন-

তখন এক রাখাল বালক কুশ, তৃণ, নল ও কাঠ সংযোগে একস্থানে একখানা বিশ্রাম-শালা তৈরী করে ছিল। একদা সারীপুত্র ও আনন্দকে সঙ্গে করে বুদ্ধ অন্যত্র যেতেছিলেন।

রাস্তার পাশে উক্ত বালকের তৈরী বিশ্রাম শালাটি দেখে বুদ্ধ স্বগতঃ বললেন- "অহো, ক্ষুদ্র পুণ্য কর্মের ফলও বড় বিস্ময়কর হয়। এ পুণ্য কর্ম প্রভাবে দেবলোকে দশ সহস্র দেবকন্যা সেবিত সপ্ত রত্ন প্রতিমণ্ডিত, বিবিধ দিব্য সম্পত্তি পরিপূর্ণ এক কনক বিমান (প্রাসাদ) উৎপন্ন হয়েছে।" এবলে বুদ্ধ জেতবন বিহারে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধের পশ্চাদগামী সারিপুত্র ও আনন্দ বুদ্ধের এসব কথা শুনে তাঁরা পরস্পর সে কথা আলোচনায় রত হয়ে জেতবন বিহারে উপনীত হলেন। স্থবিরদ্বয় ভগবানকে বন্দনা করে বিনীত বাক্যে জিজ্ঞেস করলেন- "ভন্তে, ঐ যে রাখাল বালক পথ পার্শ্বে একখানা বিশ্রাম শালা তৈরী করেছে, এতে সে কিরূপ ফল লাভ করবে।" প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বললেন- "রাখাল বালক শালা তৈরীর পুণ্য-ফলে মৃত্যুর পর তাবতিংশ দেবলোকে দেব-পুত্র হয়ে উৎপন্ন হবে। ওর সেবিকা হবে সহস্র দেবকন্যা, দিব্য প্রাসাদ হবে সপ্ত রত্ন প্রতিমণ্ডিত কনকময়। তার কর্মের সুখময় বিপাক দেখেই উক্ত স্বগতঃ বাক্য উচ্চারণ করেছিলাম। অতীতেও পণ্ডিত জন পান্থশালা তৈরী করে সশরীরেই দেবলোকে উপনীত হয়েছিল। এবলে বুদ্ধ মৌনভাব অবলম্বন করলেন। তখন তাঁদের প্রার্থনায় বুদ্ধ সেই অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন-

অতীতে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত কোনও এক নগরে ধর্মরাজ নামক এক ধর্মপরায়ণ রাজা রাজত্ব করতেন। তখন বোধিসত্ত্ব তাঁর অগ্রমহিষীর জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে যথাসময় নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হলেন। রাজপুত্রের নামকরণ করা হল ধর্মরাজ কুমার। ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম কালে বিদ্যা শিক্ষার্থ তিনি তক্ষশীলায় উপনীত হলেন। যথাকালে তিনি সর্ববিধ শিল্প বিদ্যায় নৈপুণ্যতা লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। পিতার মৃত্যুর পর

তিনিই রাজ্যভিষিক্ত হলেন এবং যথাধর্মমতে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। তাঁর ভার্যার নাম ছিল বিমলা দেবী। তিনি ষোড়শ সহস্র রাণীর সর্বজ্যেষ্ঠা। তাই তিনিই অগ্রমহিষীর স্থান লাভ করেছিলেন। এবিমলা দেবী স্বামীর অতি প্রিয়ামনোজ্ঞা ছিলেন। একদিবস বোধিসত্ত্ব স্বীয় শয়ন কক্ষে শ্রী শয্যায় উপবিষ্টাবস্থায় পালঙ্কোপরি শ্বেতছত্র দেখে তাঁর চিত্তে এরূপ চিন্তার উদ্রেক হল "আমার এ রাজ সম্পদ কে দিয়েছে?" ইহা বিচার করে জ্ঞাত হলেন। "পূর্বজন্মে দান দিয়ে ও শীল রক্ষা করে এ শ্রেষ্ঠ রাজ-সম্পদ লাভ করেছেন।" এ চিন্তা করে তখনই ধর্মরাজ কুমার আসন ত্যাগ করে প্রাসাদ হতে অবতরণ করলেন। তখন তিনি রাজাঙ্গনে গিয়ে চারটি সৈন্ধব ঘোটক যোজিত রথ সর্বালঙ্কারে সুসজ্জিত করে রথে আরোহণ পূর্বক জনগণ সহ অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখান হতে সারবান বৃক্ষ ছেদন করে রথ পরিপূর্ণ করতঃ নগর-দ্বারে এনে রাখলেন। কাঠ-মিস্ত্রী আহ্বান করে নগরের বহির্দ্বারে চারখানা দান শালা তৈরী করার জন্য আদেশ দিলেন। কাঠ-মিস্ত্রী কিয়দ্দিনের মধ্যে তা সম্পন্ন করলেন। সে শালা চতুষ্টয় দেবসভার ন্যায় শোভমান হয়েছিল। জনগণ সে শালাগুলি দেখে তার সৌন্দর্য ও গুণ বর্ণনা করে ধর্মরাজ কুমারকে শালা চতুষ্টয়ের তৈরীর খবর জ্ঞাপন করলেন। রাজা তা শুনে শালা চতুষ্টয় দর্শন করে সন্তোষ চিত্তে দানশালার সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১। "আমার শালা অতিশয় শোভমান হয়েছে। দেবগণ যেন ইহা অলঙ্কৃত করেছে। এ শালা যেন দেবসভার ন্যায় রূপ ধারণ করেছে। প্রত্যেক কাজই হয়েছে অতি শোভমান।" এ বলে মহাসত্ত্ব প্রত্যহ চার হাজার সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে দান দিতে

লাগলেন। সে সময় পৃথিবী কম্পনাদি বহুবিধ অলৌকিক ব্যাপার প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। সে বিষয় প্রকাশ করবার মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত চারটি গাথা ভাষণ করলেন-

২-৫। "তখন ধর্মরাজ দান শালায় মহাদান প্রবর্তন করে যাচকদের উদার চিত্তে দান দিতে লাগলেন। সে হতে ধর্মরাজ স্বীয় দানশালায় সর্বদা প্রীতি ও সৌমণস্য চিত্তে যাচকদিগকে দান দিতেন। সে মহাদান দেওয়ার কালে এ মহাপৃথিবী ভীষণভাবে ও লোমহর্ষকভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। তখন এরূপ ভীষণ ও লোমহর্ষণকর ব্যাপার হলেও রাজা অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দান দিয়েছিলেন।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব সে দানশালা চতুষ্টয়ে মহাদান দিয়ে চিত্তে প্রীতি উৎপাদন করে বললেন- "আমার দান সুপ্রদত্ত হয়েছে। এ দান আমার সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের প্রত্যয় হোক।" এবলে তথায় দাঁড়িয়ে দানশালার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সে ক্ষণেই দেবরাজ ইন্দ্রের ভবন উত্তপ্ত হল। দেবরাজ দিব্যদৃষ্টিতে এর কারণ জ্ঞাত হয়ে চিন্তা করলেন- "অহো, এখন ধর্মরাজ বুদ্ধাঙ্কুর চার দানশালায় মহাদান দিচ্ছেন এবং সে দান প্রভাবে বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করছেন। এখন আমি মনুষ্যলোকে গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এ দেবলোক দর্শনার্থ নিয়ে আসব।" এ চিন্তা করে দেবরাজ দেবলোক হতে কুসুম বিমান যোগে রাজার দান শালার সম্মুখে এসে সমুজ্জল দিব্যদেহে দর্শন দিয়ে তরুণ সূর্যের ন্যায় আকাশে স্থিত হলেন। তখন মহাসত্ত্ব সে দিব্য জ্যোতিঃ দর্শনে চমৎকৃত হয়ে আসন হতে উঠে দানশালার দ্বারে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে অবলোকন করলেন। তখন উক্ত পুষ্প বিমান দেখে ইহা কার বিমান?" এবলে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৬। "আপনি কি দেবতা, না গন্ধর্ব, না পুরন্দর শক্র, অথবা ঋদ্ধিবান মনুষ্য, তা আমি কি করে জানব?" ইহা শুনে দেবরাজ নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে বললেন-

৭-৯। "আমি দেবতা, গন্ধর্ব অথবা কোন ঋদ্ধিবান মনুষ্য নহি। আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার নিকট এসেছি। হে রাজন, আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি। শীঘ্রই স্বপত্নী আপনি এরথে আরোহণ করুন। আপনাদের স্বর্গে নিয়ে যাব। স্বর্গলোক দেখাবার ইচ্ছায় আপনাকে নেওয়ার জন্য এসেছি। হে পুণ্যবান ক্ষত্রিয় আপনি তা জ্ঞাত হউন।" তা শুনে মহাসত্ত্ব বললেন- "হাঁ দেবরাজ, আমরা দেবলোকে যাব।" এবলে জনগণকে বললেন- "ভবৎগণ, তোমরা দানাদি পুণ্যক্রিয়া করে অপ্রমত্তভাবে থাক।" ইত্যাদি উপদেশ দিয়ে সস্ত্রীক ধর্মরাজ সেই কুসুম বিমানে আরোহণ করে সেক্ষণেই দেবলোকে উপনীত হলেন। তখন সমস্ত দেবতা উভয় ক্ষত্রিয়কে দেখে তাঁদের সাথে সন্তোষ জনক আলাপ করার পর পূজাসৎকার করলেন। একরাত্রি মাত্র উভয় ক্ষত্রিয় দেবলোকে দেবতাদের সাথে প্রীতিজনক আলাপ প্রত্যালাপ করে তথায় দিব্যসুখ পরিভোগ করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন- "আমার একান্তই সুলব্ধ হয়েছে। মনুষ্যত্ব ও সুলব্ধ। অদ্য আমি এখানে এসেছি নিজের পুণ্য কর্মের প্রভাবে। পুণ্য ফলেই আমার দেবলোক দর্শন। আমি মনুষ্যলোকে গিয়ে এ হতে দানাদি পুণ্যক্রিয়া করব।" এরূপ চিন্তা করে নিম্নোক্ত উদান গাথা ভাষণ করলেন-

১০-১১। আমার এখানে একান্তই সুআগমন হয়েছে। যেহেতু আমি দেবতাদের দর্শন পেয়েছি। তাঁদের সহিত আলাপ করেছি। আমি সর্বদা কুশল কর্মে রত থাকব। দান, ধর্ম চর্যা, সংগম ও ক্ষান্তি আচরণ দ্বারা আমি এখানে দিব্য সুখ ভোগ

করবার জন্য আসব।” পরদিবস প্রাতেই বোধিসত্ত্ব মনুষ্যলোকে গমন করতে ইচ্ছুক হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে মনোভাব জ্ঞাপন করলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র উভয় ক্ষত্রিয়কে বিমান যোগে মনুষ্যলোকে এনে বললেন- “মহারাজ এ হতে আপনারা অপ্রমত্তভাবে দানাদি পুণ্য সম্পাদন করুন।” এরূপ উপদেশ দিয়ে তাবতিংশ দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ বিষয় প্রকাশের জন্য শাস্তা নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা ভাষণ করলেন-

১২-১৬। “সহস্র নেত্র দেবরাজ ইন্দ্র, ধর্মরাজকে নিমন্ত্রণ করে আকাশ পথে দেবলোকে নিয়ে গেলেন। পরে পুনঃ তাঁকে আকাশ পথে মনুষ্যলোকে নিয়ে আসলেন। ধর্মরাজ দেবলোক হতে অবতরণ করে অমাত্যদের সাথে প্রীত্যালাপে পরম সুখ অনুভব করলেন। তদ্ধেতু স্বীয় সুখকামী পণ্ডিতগণ ভিক্ষুবাসের নিমিত্ত বিহার তৈরী করে দান করে। বনে ও নির্জন স্থানে বিহার তৈরী করে এবং দুরাবরোহ স্থানে সিড়ি ও সেতু তৈরী করে দেন। অন্ন, পানীয়, খাদ্য, ভোজ্য, বস্ত্র, যানাদি ও প্রার্থীদের সর্বদা প্রসন্ন চিত্তে দান দিয়ে থাকেন।”

মহাসত্ত্ব স্বীয় নগরে উপনীত হয়ে দেবলোকে দৃষ্ট বিষয়াদি জনগণের নিকট প্রকাশ করলেন। তা শুনে সকলেই দেবলোকে উৎপন্ন হবার কামনায় সোৎসাহ চিত্তে দানাদি পুণ্য কর্ম করেছিল। ধর্মরাজ রাণীসহ বিপুলভাবে স্ত্রী সৌভাগ্য পরিভোগে রত হয়ে দান-শীলাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে লাগলেন। সারা জীবন এভাবে কুশল কর্ম সম্পাদন করে যথাকালে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। সমস্ত অমাত্য ও জনগণ বোধিসত্ত্বের উপদেশ অনুসারে দান-শীলাদি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে যথাকালে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন।” এবলে

বুদ্ধ স্থবিরদ্বয়কে বিহার দানের পুণ্যফল বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করলেন-

১৭-২৯। "স্বীয় সুখকামী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বিহার তৈরী করে সংঘকে দান দেন, তারা সর্ববস্তু দানকে পরাজিত করেন। সে ধীর ব্যক্তি বিহার দান ও অন্ন পানীয় শয়নাসনাদি দান দিয়ে দেবমনুষ্যলোকে সর্বদা সুখানুভব করে। দেবতা হোক বা মনুষ্য হোক্, সর্বদা সুখ লাভ করে। সে কখনো অপায়ে যায় না। ইহা বিহার দানের ফল। যে ব্যক্তি বিহার দান শ্রদ্ধার সহিত অনুমোদন করে, সে এক কল্পাবধি সুখ ভোগ করে। ইহা বিহার দান অনুমোদনের ফল। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধায় বিহার নির্মাণের জন্য ছোট বড় যে কোন আসবার ক্রয়ের জন্য ধন দান করে, সে অষ্ট কল্পাবধি সর্বদা সুখ ভোগ করে। ইহা বিহার নির্মাণার্থ ধন দানের ফল। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধায় নিজব্যয়ে বিহার দান করে, সে এক কল্পাবধি উক্ত দান-পুণ্য-প্রভাবে বিপুল সুখ ভোগ করে। ইহা বিহার দানের ফল। বিহার তেরী করবার কালে পরিশুদ্ধ চিত্তে যারা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সাহায্য করে তারা সর্বদা সুখ লাভ করে। পরিশুদ্ধ চিত্তে যে বিহার তৈরী করে দান দেয়, সে সর্বদা সুখ লাভ করে। যেহেতু বিহার দানকে সর্ববস্তু দান বলে আমার দ্বারা উক্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তা সর্বদান হতেও উত্তম বলে আমি বলছি। তদ্ধেতু স্বীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ইচ্ছাকারী পণ্ডিতগণ বিহার নির্মাণ করে প্রসন্ন চিত্তে দান দিবে। যাতে সেই বিহারে নিরাপদে বিহারবাসী ভিক্ষু বাস করতে পারে, তারও যথাযথ ব্যবস্থা করা উচিৎ।" এরূপে শাস্তা স্থবিরদ্বয়কে বিহার দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করার পর বললেন- "হে ভিক্ষুগণ পূর্বেও এরূপ শালা দান করা হয়েছিল।" এবলে জাতক কাহিনী সমাপ্ত করে জাতকের অবসান গাথা বললেন-

৩০-৩৪। তখনকার মহারাজ ধর্মরাজের পিতা এখন আমার পিতা রাজা শুদ্ধোদন। মহাদেবী রাজমাতা আমার মাতা মহামায়া। বিমলা এখন যশোধরা। দেবরাজ ইন্দ্র এখন অনুরুদ্ধ অবশিষ্ট মহাজনগণ বর্তমান আমার পরিষদ মণ্ডলী। ধার্মিক জন নায়ক নরার্ষভ ধর্মরাজ এখন আমি লোক নাথ তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধ। তোমরা উভয়েই আমার শাসনে স্থিত আছ। অতি গৌরব চিত্তে এজাতক ধারণ কর।

(গোপালক জাতক সমাপ্ত।)

১৭। শ্রী সুধামণি রাজ জাতক

“যে জন যা যাঞ্ছা করে” এ গাথা ভগবান বুদ্ধ জেতবনে বাস করবার সময় স্বীয় দান পারমী সম্পর্কে বলেছিলেন।

একদা ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় উপবিষ্ট হয়ে এ কথা উত্থাপন করলেন- “অহো বন্ধুগণ! আমাদের ভগবান বুদ্ধ দান দিয়ে তৃপ্ত হন না। আরো ততোধিক দান দিতে ইচ্ছা করেন। পূর্বে ও বোধিসত্ত্বাবস্থায় দানে সর্বদা অভিরত থাকতেন। এখন বুদ্ধত্ব লাভ করেও মনুষ্যদিগকে লৌকিক লোকোত্তর সম্পত্তি দান করছেন।” তৎকালে বুদ্ধ গন্ধকুঠি হতে দিব্য কর্ণে তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় জ্ঞাত হয়ে ধর্মসভায় উপস্থিত হলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হয়ে বললেন- “তোমরা এখন কোন্ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছ?” তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্যমান বিষয়গুলি বুদ্ধকে যথাযথ ভাবে বিবৃত করলেন। তখন বুদ্ধ সবাইকে সম্বোধন করে বললেন- “ভিক্ষুগণ, আমি শুধু এখন সম্যক সম্বুদ্ধ হয়ে মনুষ্যদের লৌকিক লোকোত্তর সম্পত্তি দান করছি তা নয় পূর্বেও আমি দানে অভিরত চিত্ত হয়ে সমাগত যাচকগণকে মহাদান দিয়েছিলাম। এক সময়

নিজের জীবনাশা ত্যাগ করে এক ব্রাহ্মণকে নিজের অর্ধদেহ দান করেছিলাম। এবলে বুদ্ধ মৌণভাব অবলম্বন করলেন। তখন তথায় উপবিষ্ট ভিক্ষুদের প্রার্থনায় তিনি অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

অতীতে বারাণসী নগরে "শ্রী সুধামণি" নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্রমহিষীর নাম ছিল "পদুমবতী" তিনি অতিশয় শীলবতী রমণী ছিলেন। পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের প্রভাবে তিনি অতিশয় রূপ-লাবণ্যবতী, প্রসাদিকা ও দর্শনীয়া ছিলেন এবং রাজার অতি মনোজ্ঞ ও প্রিয়া ছিলেন। "চন্দ্রকুমার" নামক তাঁর এক পুত্র ছিলেন। রাজা সাম্যভাবে ধর্মতঃ রাজত্ব করতেন। তিনি নগরের চার দ্বারে চারখানা, নগরের মধ্যস্থানে একখানা এবং প্রাসাদের দ্বার দেশে এক খানা এ ছখানা দানশালা তৈরী করে প্রতি দান শালায় সমাগত যাচকগণকে মহাদান দিতেন। যথোপযুক্ত কালে রাজা মহামেঘের ন্যায় দান বর্ষণ করেছিলেন। মহারাজ প্রত্যহ পূর্বাহ্ন ও সায়াহ্ন কালে অমাত্য ও জনগণকে উপদেশ প্রদানচ্ছলে বলতেন- "ভবৎগণ, তোমরা সবাই যথাসাধ্য দান দেবে এবং শীল রক্ষা ও উপোসথ পালন করবে।" একদা প্রাতঃকালে রাজা স্নানান্তে রাজ অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে 'পুণ্ডুরিক' নামক মঙ্গল হস্তীতে আরোহণ করে অমাত্য সহ দান শালায় উপস্থিত হলেন। তথায় তিনি প্রত্যেক দান শালায় উপস্থিত যাচকগণকে স্বহস্তে দান প্রদান করে নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করতেন-

১। "ধন-ধান্য পরিভোগ্য বস্তু ও বস্ত্রাদির মধ্যে যে যা আমার নিকট যাচঞা করবে, তা-ই তাকে প্রদান করব।" রাজা স্বয়ং দানশালা সমূহে আশানুরূপ দান দিয়ে দান কার্য সুষ্ঠু

পরিচালনার জন্য কর্মচারীদের নির্দেশ প্রদানকালে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২। "সর্বদা তোমরা যাচকদের এ নিয়মে দান দেবে, অন্ন-পানীয় দানে সবাইকে সর্বদা পরিতৃপ্ত কর।"

এবলে রাজা স্বীয় প্রাসাদে চলে গেলেন। একদা তিনি প্রত্যুষে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে শয্যায় সুখাসনে বসে স্বীয় দান সম্বন্ধে চিন্তা করলেন। ইহাতে তাঁর চিত্ত প্রীতি-সৌমণস্যে ভরপুর হল। তৎমুহুর্তে রাজা আরো চিন্তা করলেন- এযাবৎ আমি যাচকগণকে বাহ্যিক বস্তু দান দিয়েই সন্তোষ করেছি। এখন আধ্যাত্মিক বস্তু ও দান দিতে ইচ্ছুক। অহো! অদ্য যদি কেহ আমার নিকট এসে আধ্যাত্মিক বস্তুর মধ্যে চক্ষু, হৃদয়, মাংস, রক্ত, অর্ধ দেহ কিম্বা সর্ব দেহ যাচ্ঞা করে, তা দান দিয়ে পরমার্থ পারমী পূর্ণ করব এবং সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের অধিকারী হব। সে বিষয় প্রকাশ করবার ইচ্ছায় সর্বজ্ঞ বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় ভাষণ করলেন-

৩-৬। রাজা 'শ্রী সুধামণি' ছ'টি শ্রেষ্ঠ দানশালা নির্মাণ করার পর প্রসন্ন চিত্তে মহাদান প্রদান করতেন। রাজা ধর্মতঃ রাজ্য শাসন করে প্রাসাদে বসে দান দেওয়ার জন্য এরূপ চিন্তা করলেন- যাচক যদি আমার নিকট এসে চক্ষু, হৃদয়, মাংস, রক্ত অথবা অর্ধ দেহ এ আধ্যাত্মিক মহাধন যাচ্ঞা করে, উপরন্তু কেহ যদি আমার প্রিয় সর্ব দেহও যাচ্ঞা করে, দাসের মত হয়ে তার ইচ্ছা সাদরে পরিপূর্ণ করব।"

রাজা এরূপ চিন্তা করা মাত্রই চুরান্নব্বই অযুত দ্বিলক্ষ যোজন দল বিশিষ্ট এ মহা পৃথিবী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সগর্জনে কম্পিত হল। সাগর মহাতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে ভৈরভ নাদে নিনাদিত হল। পর্বতরাজ সুমেরু বীজাঙ্কুরের ন্যায় বারানসী

অভিমুখে অবনমিত হল, ভীষণ মেঘগর্জন সহ ক্ষণিক বৃষ্টি বর্ষণ হল, আকাশে বিদ্যুৎ লহরী বিকশিত হল, দেবরাজ ইন্দ্র করতালী ও মহাব্রহ্মা সাধুবাদ দিলেন। দেবতাবৃন্দ সাধুবাদ প্রদানে চতুর্দিক মুখরিত করলেন। মনুষ্যলোক হতে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত একই কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। রাজার এরূপ চিন্তা প্রভাবে জগতে এরূপ অভূতপূর্ব বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল। তখনি দেবরাজ ইন্দ্রের বাসভবন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। দেবরাজ সে কারণ চিন্তা করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৭। "আমাকে আসন-চ্যুত করবার ইচ্ছায় কোনও মনুষ্য বা দেবতা দানাদি মহা কুশল কর্মে ব্রতী হয়েছে মনে হয়।"

দেবেন্দ্র রাজা সুধামণির পরমার্থ পারমী সম্পূরণের চিত্তভাব সম্যক জ্ঞাত হয়ে প্রসন্ন মনে চিন্তা করলেন- "আমি এখন গিয়ে এ বুদ্ধাঙ্কুরের মনোরথ পূর্ণ করব।" তখনই তিনি স্বর্গ হতে অবতরণ করলেন এবং স্বীয় দেহকে দিব্য ঋদ্ধি প্রভাবে কেবল বাম অর্ধ দেহ সম্পন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ বেশে দণ্ড হস্তে রাজাঙ্গনে উপস্থিত হলেন। এরূপ অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য লোক দর্শনে তথাকার জনগণ অতিশয় চমৎকৃত হয়ে বললেন- "অহো দেখ, একি আশ্চর্য ও অদ্ভুত ব্যাপার! অর্ধ দেহধারী এ ব্রাহ্মণ দণ্ড হস্তে এখানে এসেছেন। এমন অর্ধ ত পূর্বে কোথাও দেখিনি। তখন বোধিসত্ত্ব প্রাসাদ হতে নেমে বাসগৃহের সম্মুখে দানশালায় উপস্থিত হলেন। এ অর্ধ দেহধারী ব্রাহ্মণ তখন মহাসত্ত্বের নিকট এসে বামহস্ত প্রসারিত করে বললেন- "মহারাজ, আপনার জয় হোক।" রাজা এ অপূর্ব দেহধারী ব্রাহ্মণকে দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হল। তিনি করুনার্দ্র চিত্তে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করলেন-

৮। “কি কারণে কোন উদ্দেশ্যে আপনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন? তা আমাকে বলুন।”

অসহ দুঃখ বেদনার কম্পমানের ন্যায় বাম দেহ ধারী দেবরাজ বাম হস্ত তুলে বললেন- “মহারাজ, এখন আমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, অনাথও অর্ধ দেহধারী। তাই আপনার দক্ষিণ দেহখানা যাচঞা করতে এসেছি। এখন আমার দেহ স্বাভাবিক করবার ইচ্ছায় আপনার দক্ষিণ দেহখানা আমাকে দান করুন।” এ বলে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৯। “নদী যেমন কোন কালেও শুষ্ক হয় না, সেরূপ যাচকগণও আপনার নিকট নিরাশ হয় না। আমি যাচঞা করছি, আপনার অর্ধ দেহ আমাকে দান করুন।”

একথা শুনে মহাসত্ত্ব আনন্দে অধীর হলেন। তাঁর মনে আগামীকল্যই যেন বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। প্রীতি ফুল্ল চিত্তে তিনি বললেন- “সাধু মহা ব্রাহ্মণ, এখনি আমি আপনার মনোরথ পূর্ণ করব।” এ বলে অতি সরল প্রাণে নিঃসঙ্কোচে জগত বিস্ময়কর নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১০। “ব্রাহ্মণ আমার নিকট যা যাচঞা করলেন, অকম্পিত হৃদয়ে তা আপনাকে দেব। যা আছে, তা গোপন করব না বা দিতে অনিচ্ছুক হব না। দানেই আমার মন রমিত হয়।” এ বলে মহাসত্ত্ব তৎমুহূর্তে সুগন্ধি জল পরিপূর্ণ সুবর্ণ গাড়ু হতে ব্রাহ্মণের হস্তে জল ঢেলে স্বীয় অর্ধ দেহ দান করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

১১-১২। “হে মহাব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে আমার অর্ধ দেহ দান করব। আমি বুদ্ধ হবার জন্য আমার অর্ধ দেহ দান করব। আমি বুদ্ধ হবার জন্য আমার অর্ধ দেহ গ্রহণ করুন।

আমি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য আপনাকে শির, চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা ও হৃদয় ইত্যাদি প্রত্যেকটিরই অর্ধাংশ করে দিচ্ছি।

এরূপে তাকে অর্ধ দেহ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজা শ্রী সুধামণি রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তথায় অমাত্য নগরবাসী প্রধানগণ নিজের অগ্রমহিষী পদুমবতী দেবী ও পুত্র চন্দ্র কুমারকে আহ্বান করলেন। সে সম্মিলনে চন্দ্র কুমারকে আলিঙ্গন ও শির চুম্বন করে এরূপ বললেন- "বাবা প্রিয় পুত্র, এ হতে তুমি অপ্রমত্ত হয়ে দান দাও, শীল রক্ষা কর ও অনুস্মৃতি ভাবনা কর। এখন আমার অর্ধ দেহ এ ব্রাহ্মণকে দান দেব।" এ বলে রাজা পুত্রকে রত্ন পালঙ্কে উপবেশন করিয়ে সুগন্ধি জলপূর্ণ সুবর্ণ গাড়ু হতে কুমারের হস্তে জল ঢেলে রাজাভিষেক মাঙ্গলিক কার্য সম্পাদনের পর উক্ত ব্রাহ্মণের নিকট এসে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৩। "হে মহাব্রাহ্মণ, চিন্তা করবেন না। আপনার মনোরথ পূর্ণ করব। অনাগতে আমার বুদ্ধত্ব লাভের জন্য আপনার প্রার্থীত বিষয় আমি দান করলাম। আপনি গ্রহণ করুন।" "ইহা শুনে ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন।

১৪। "মহারাজ, শীঘ্রই আমাকে আপনার অর্ধ দেহ দান করুন। বোধিলাভের জন্য আপনি দিচ্ছেন।" তা শুনে রাজা "সাধু মহাব্রাহ্মণ," এরূপ বলে দেববৃন্দকে জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে আকাশের দিকে অবলোকন করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৫। এখানে সমাগত দেবগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। বোধিলাভ মানসে আমি অর্ধ দেহ দান করলেও, বোধ হয় আমি জীবিত থাকব।" এ বলে বোধিসত্ত্ব নিজের ব্রত অধিষ্ঠান করে সত্য পারমী পূর্ণ করবার ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৬। বোধিসত্ত্বগণ পারমী সমূহ পূর্ণ করে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন। এ সত্য বাক্য প্রভাবে শীঘ্রই আমার নিকট করাত উপস্থিত হউক। মহাসত্ত্বের এ সত্য ক্রিয়ার প্রভাবে তৎমুহূর্তেই সে স্থানে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ দেহধারী, রক্ত চক্ষু বিস্ফোরিত ও রক্ত বর্ণ কেশ-শশ্রু-লোম বিশিষ্ট ভীষণ দর্শন দু'টি যক্ষ তীক্ষ্ণ করাত হস্তে পৃথিবী ভেদ করে বিকট শব্দে প্রাদুর্ভূত হল। তখন তথায় উপস্থিত জনগণ এভয়ঙ্কর যক্ষদ্বয়কে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণ-ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করলেন। মহাসত্ত্ব এ যক্ষদ্বয়কে দেখে বললেন- "সাধু সাধু ভবৎ যক্ষগণ, আপনারা এখানে আসুন।" তীক্ষ্ণ করাত ধারী যক্ষদ্বয় বোধিসত্ত্বের নিকট এসে যথাস্থানে স্থিত হল। তখন বোধিসত্ত্ব যক্ষদের আনীত তীক্ষ্ণ করাত স্বহস্তে স্পর্শ করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বললেন- "দেবগণ, আমার এ অর্ধ দেহ দান চক্রবর্তী, মাররাজ, বা দেব ব্রহ্ম সম্পত্তি লাভের জন্য নয়, এমন কি পচ্চেক বুদ্ধত্বও লাভের জন্য নয়, এ দান পুণ্যের প্রভাবে আমি যেন অনাগতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করতে পারি, এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।" 'শ্রী সুধামণি' রাজা এরূপ বলার পর পুনঃ নগরে প্রতিষ্ঠিত দানাশালার দান অনুমোদন করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় ভাষণ করলেন-

১৭-১৯। ভবৎগণ, এখানে সমাগত সকলেই আমার প্রদত্ত সমস্ত দান, আমার এ অর্ধ দেহ দান অনাগতে বোধি লাভের জন্যই হোক। আমার এ দান সবাই অনুমোদন করুন। আমার এ দান সর্বজ্ঞতা লাভের সহায় হোক। তা সবাই অনুমোদন করুন।"

তখন তথায় সমবেত দেবমনুষ্যগণ সংবিগ্ন অন্তরে সে দান অনুমোদন করে মুহুর্মুহুঃ সাধুবাদ প্রদান করলেন। তৎক্ষণাৎ

বোধিসত্ত্ব পালঙ্ক হতে অবতরণ করে যক্ষদ্বয়কে ডেকে বললেন- "ভবৎগণ আপনারা শীঘ্রই আপনাদের করাত দ্বারা আমার মস্তকের অর্ধভাগ হতে আরম্ভ করে সর্বদেহের অর্ধভাগ ছেদন করুন। তখন যক্ষদ্বয় রাজার আদেশ পেয়ে তাঁর মস্তকের অর্ধভাগে করাত চালাতে লাগল। তথায় সমবেত অমাত্য ও মহাজনগণ একসাথেই বক্ষে করাঘাত করে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে উঠলেন। পদুমবর্তী দেবী সে রোদন-শব্দ শুনে পুত্র চন্দ্রকুমারকে সঙ্গে লয়ে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হলেন। যক্ষদ্বয় রাজার মস্তক ছেদন করছে দেখে দেবী আলু থালু কেশে বক্ষে করাঘাত করতে করতে রাজ পদে নিপতিত হলেন। চন্দ্রকুমারও পিতার নিকট এসে তাঁর পদপ্রান্তে পড়ে রোদন করতে লাগলেন। তারপর রাজাকে আলিঙ্গন করে সাশ্রু গদ গদ কণ্ঠে বললেন-

২০। হায়! হায়! বাবা! আপনি আমাকে অনাথ করবেন না। আমি এখনো তরুণ। বাব, এরূপ করবেন না। রাজার মস্তক ছেদন করে করাত ললাট সম্প্রাপ্ত হল এবং রক্তধারা প্রবাহিত হয়ে সর্ব দেহ ও পৃথিবী রঞ্জিত হল। তখন দেবগণ বোধিসত্ত্বকে দিব্যপুষ্পে পূজা করলেন এবং সাধুবাদ প্রদান করলেন। অকালে বিদ্যুৎ লহরী প্রাদুর্ভূত হল। করাত যখন মুখদেশ সম্প্রাপ্ত হল তখন মহাসত্ত্ব জনগণকে বললেন- হে সজ্জন মণ্ডলী, আপনারা অনুশোচনা ও রোদন করবেন না। প্রত্যেকেই শীল পালন করবেন। এ বলে মহাজনগণকে উপদেশ প্রদানচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২১। ভবৎগণ, আপনারা শীলবানদের যথাসাধ্য দান দেবেন। দানের ন্যায় প্রতিষ্ঠা আর কিছুই নেই। করাত যখন বোধিসত্ত্বের গ্রীবাদেশ সম্প্রাপ্ত হল, তখন অতিশয় তীব্র দুঃখ-

বেদনা উৎপন্ন হল। বোধিসত্ত্ব সে অসহ দুঃখ সহ্য করলেন এবং প্রসন্ন-চিত্ত উৎপন্ন করে নিজকে আশ্বাস মানসে স্বগত বললেন- "হে সুধামণি, তুমি নিজের অঙ্গ, অর্ধদেহ ও জীবন না দিয়ে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবে না। এখন তুমি এ অর্ধ দেহ দানে চিত্ত প্রসন্ন কর। অর্ধদেহ দানের পর আর কোনও দুঃখ অনুভব করবেনা," এ বলে চিত্তে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠান করে ধৈর্য সহকারে তথায় দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর যক্ষদ্বয় করাত দ্বারা ক্রমে রাজার উদর ও হৃদয় পর্যন্ত ছেদন করল। তখন রাজা নিজের দক্ষিণ অর্ধ দেহ, বাম অর্ধ দেহধারী ব্রাহ্মণকে জল ঢেলে প্রদান করবার সময় নিম্নোক্ত গাথা বলে মনোভাব ব্যক্ত করলেন-

২২। "হে মহাব্রাহ্মণ, দান আমার অতি প্রিয়। অনাগতে বোধিলাভের উদগ্র কামনায় আমার দেহের অর্ধাংশ প্রসন্ন চিত্তে আপনাকে দান করছি, আপনি তা গ্রহণ করুন।"

তখন দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বের অর্ধাংশ দেহ গ্রহণ করে নিজের অর্ধাংশে সংযোগ করে দিলেন। এতে ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণ দেহধারী হয়ে রাজার সম্মুখে এদিক ওদিক পাদচারণায় রত হয়ে স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করলেন। শাস্তা সে বিষয় প্রকাশের ইচ্ছায় নিম্নোক্ত সাতটি গাথা ভাষণ করলেন-

২৩-২৯। "তাঁর সঙ্কল্প জ্ঞাত হয়ে দেবরাজ বললেন- "জগতে যত দেব মানব আছে, সকলের চেয়ে আপনারই জয়। আপনার দান-প্রভাবে এ মহা পৃথিবী সগর্জ্জনে কম্পিত হয়েছিল। চতুর্দিকে বিদ্যুৎ মালার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। সুমেরু পর্বত নমিত হয়েছিল। সুমেরু ও নারদ পর্বত আপনার সে দান অনুমোদন করেছিল। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, সোম, যাম, বৈশ্রবণ, প্রভৃতি দেবগণ সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীয় স্বীয় বিমান হতে

আপনার এ দুষ্কর দান অনুমোদন করেছিলেন। দুষ্পরিত্যজ্য দান, দুর্দমনীয় চিত্ত সংযম, দুষ্কর সৎকর্ম আপনি করেছেন। সদ্ধর্ম হতে দূরে সরে থাকা বড়ই অন্যায়। তদ্ধেতু সৎব্যক্তি স্বর্গ পরায়ণ হয় এবং অসৎলোক নিরয় গমন করে। আমাকে যে আপনি দানোত্তম অর্ধ দেহ দান করেছেন, এতে আপনি ব্রহ্মাকে ও অতিক্রম করেছেন। এখন আপনি স্বর্গেও পূজিত হবেন।"

এরূপে দেবরাজ তাঁর দান অনুমোদন করে চিন্তা করলেন- রাজাকে আর কষ্ট দেওয়া উচিৎ হবে না। তাঁর অর্ধ দেহ তাঁকে প্রত্যপর্ণ করে দেবলোকেই প্রত্যাবর্তন করব।" তৎপর দেবরাজ নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

৩০। "হে রাজ শ্রেষ্ঠ, আপনার প্রদত্ত এ অর্ধ দেহ পুনঃ আপনাকেই দান করছি। আমা হতে এ দান গ্রহণ করুন।"

তৎপর দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বের বাম অঙ্গের সাথে দক্ষিণ অঙ্গ সংযোজন করে অমৃতোদক সিঞ্চন করলেন এবং নিজের ইন্দ্রত্ব ভাব প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন।

৩১। "আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার মনোরথ পূর্ণ করবার জন্যই এখানে এসেছি। আপনার এ দান বোধিলাভের হেতু হয়েছে।"

দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বের সাথে এরূপ আলাপ করে স্বীয় দিব্য ঋদ্ধি প্রভাবে তরুণ সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় হয়ে গগন মণ্ডল আলোকিত করে বললেন- "এ হতে দানাদি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করুন। আপনি সারা জীবন নানাবিধ দান করুন"। এরূপ উপদেশ দিয়ে রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করে দেবলোকে প্রস্থান করলেন। সে বিষয় প্রকাশ করবার মানসে বুদ্ধ বললেন-

৩২। "দেবরাজ সুজাম্পতি মঘবা রাজার এরূপ স্তুতি করে স্বর্গে চলে গেলেন।"

তখন বোধিসত্ত্ব দেবরাজের দিব্য প্রভাবে সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেন। তৎপর তাঁর অমাত্যগণ ও নগরবাসী ইন্দ্রের অনুভাব বলে পুনঃ তাঁকে মহা উৎসবের সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তদবধি শ্রী সুধামণি রাজা স্বীয় আশানুরূপ মহা দান দিতেন। এরূপে তিনি আজীবন দানাদি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। রাজার উপদেশানুযায়ী আচরণ করে নগরবাসী জনগণও মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। বুদ্ধ এ ধর্মদেশনা উপসংহার করে জাতকের সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৩৩-৩৬। তখনকার দেবরাজ ইন্দ্র বর্ত্তমানের অনুরুদ্ধ। পদুমবতী রাণী বর্ত্তমানের যশোধরা। চন্দ্রকুমার বর্তমান রাহুল। নগরবাসী জনগণ বর্তমান আমার পরিষদ মণ্ডলী। জনাধিপ শ্রী সুধামণি এখন আমি লোকনাথ তথাগত সম্বুদ্ধ। তোমরা সবাই নিত্য ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনা করে অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(শ্রী সুধামণি রাজ জাতক সমাপ্ত।)

১৮। অষ্ট পরিক্খার জাতক

"ত্রিচীবর ও পাত্র" এ ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থানকালে অষ্ট 'পরিক্খার' দান সম্পর্কে বলেছিলেন।

এক সময় নন্দকুমার নামক রাজপুত্র স্বীয় মহতী পরিষদ সহ ধর্মশ্রবণ মানসে প্রসন্ন মনে তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন তিনি রাজপুত্র প্রমুখ সকলকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলেছিলেন- যথা দান কথা, শীল কথা, ভাবনা কথা, স্বর্গ কথা, নৈষ্ক্রম্য ও নির্বাণ সম্বন্ধীয় কথা। এ ষড়বিধ বিষয়ের দেশনা অবসানে সবাই প্রতিসম্ভিদাসহ অরহত্ব ফলপ্রাপ্ত হলেন। ভগবান তাঁদের ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর লাভের পুণ্য আছে দেখে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দুঃখের সম্যক্ অন্তসাধনের জন্য আমার শাসনে এসে ব্রহ্মচর্য আচরণ কর।" তৎমুহূর্তে নন্দকুমার প্রমুখ সেই কুলপুত্রদের গৃহী বেশভূষা অন্তর্হিত হল, তাঁরা পাত্র চীবরে সুশোভিত হল। ঋদ্ধিময় অষ্ট পরিক্খার দ্বারা ঋদ্ধিময় প্রব্রজ্যা লাভ করলেন। তাঁরা সবাই বুদ্ধকে বন্দনা করে করজোড়ে বস্লেন। ধর্মসভায় উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ এ অপূর্ব দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হয়ে তাঁরা পরস্পর বললেন- "অহো বন্ধুগণ, কোন্ পুণ্যকর্ম প্রভাবে শাস্তা এ সব কুলপুত্রকে ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর দ্বারা প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন?" ভগবান তাঁদের আলোচনা শুনে বললেন- 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আলোচনা করছ?' তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্য বিষয় প্রকাশ করলে, বুদ্ধ বল্লেন- "হে ভিক্ষুগণ, এদের আমার ঋদ্ধির প্রভাবে প্রব্রজ্যা প্রদান করেছি, তা নয়। এরা পূর্বজন্মে অষ্ট পরিক্খার দান করেছিল। সে দানের ফলেই এ পুণ্যবানগণ ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর লাভ করছে। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান

লাভের জন্য আমিও অতীত জন্মে অষ্ট পরিক্খার দান করেছিলাম” এ বলে ভগবান নীরব হলে, ভিক্ষুগণ তাঁর সে অতীত জন্মের কাহিনী বলতে প্রার্থনা করলেন। তখন তিনি বললেন-

হে ভিক্ষুগণ, অতীতে সুমঙ্গল বুদ্ধের উৎপত্তিকালে ‘উত্তরি’ নামক নগরে ‘সুরচি’ নামক ব্রাক্ষ্মণ গ্রামে মহাবিভব সম্পন্ন ব্রাক্ষ্মণকুলে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল ‘সুরচির’ ব্রাক্ষ্মণ সুমঙ্গল বুদ্ধের প্রতি অতি প্রসন্ন ছিলেন। একদা বোধিসত্ত্ব সুমঙ্গল বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় শ্রীবুদ্ধের মুখে মধুর ধর্ম কথা শুনে অত্যধিক প্রসন্ন হয়ে আগামীকল্যের জন্য সশিষ্যে বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধ বল্লেন- “তোমার কতজন ভিক্ষুর প্রয়োজন?” মহাসত্ত্ব বললেন- “ভন্তে আপনার ভিক্ষু পরিষদের সংখ্যা কত?” বুদ্ধ বললেন- “বর্তমান এখানে ভিক্ষুর সংখ্যা এক কোটি এক অযুত মাত্র।” ইহা শুনে সুরচির ব্রাক্ষ্মণ বললেন- “ভগবন, সমস্ত ভিক্ষুই চাই।” বুদ্ধ মৌণভাবে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তখন সুরচির সানন্দে বুদ্ধকে বন্দনা করে প্রস্থান করলেন। তিনি গৃহে এসে সকলকে অষ্ট ‘পরিক্খার’ যোগাড় করবার জন্য আদেশ দিয়ে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১। “সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, পাত্র, কটিবন্ধনী, ক্ষুর, সূচী-সূত্র ও জল পরিশ্রুত গামছা, এ আট প্রকার দ্রব্যকেই অষ্ট পরিক্খার (ভিক্ষুদের ব্যবহার উপযোগী অষ্ট উপকরণ) বলে।”

মহাসত্ত্বের বাক্য শুনে গৃহবাসী সকলেই বললেন- “ভবৎ, আমরা আপনার কথিত অষ্ট পরিক্খার অতি শীঘ্র যোগাড় করব। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন- “আমি একাকী বুদ্ধ প্রমুখ এত গুলি ভিক্ষুর অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়সান্ন অষ্ট পরিক্খারাদি দানীয়

সম্ভার পরিপূর্ণ এ মহানুষ্ঠান সুসম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাঁদের উপবেশনের স্থান ও তৈরী করতে হবে।” এ চিন্তার সাথে সাথেই দেবরাজ ইন্দ্রের বাসভবন উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় বাসভবনের এ অবস্থা অনুভব করতঃ চিন্তিত হয়ে নিম্নোক্ত গাথাটি বল্‌লেন-

২। “কোন দেব-মনুষ্য মনে হয় দান ও ব্রহ্মচর্যাদি পুণ্য কর্মে বিপুলভাবে সম্পাদন করছেন। সে এ পুণ্যের প্রভাবে আমাকে এ আসন হতে চ্যুত করবেন।”

দেবরাজ দিব্যজ্ঞানে অবগত হলেন- “সুরচির ব্রাহ্মণ বুদ্ধাঙ্কুর অনাগতে নিশ্চয়ই বুদ্ধ হবেন। তিনি এখন সম্যক্ সম্বুদ্ধ প্রমুখ এক কোটি এক অযুত পরিমাণ ভিক্ষু সংঘ নিমন্ত্রণ করছেন। তাঁদের উপবেশনের স্থান সম্বন্ধেই তিনি এখন চিন্তান্বিত। আমি তথায় গিয়ে সে পুণ্যকর্মের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।” এ চিন্তা করে দেবেন্দ্র বাঁইশ, কুড়াল, কোদাল করাত, ইত্যাদি অস্ত্র সঙ্গে লয়ে সূত্রধরের বেশে মহাসত্ত্বের নিকট এসে বললেন- “ভবৎ ব্রাহ্মণ, মহোদয়, আপনার যদি সূত্রধরের প্রয়োজন হয়, তা আমাকে দয়া করে বলবেন, আমি সূত্রধর।” মহাসত্ত্ব বললেন- “আপনি কি কাজ জানেন?” দেবরাজ বললেন- “আমার অজানা কাজ কিছুই নেই।” মহাসত্ত্ব বল্‌লেন- “আমার একটা কাজ আছে। তা হল, একটা মনোরম মণ্ডপ তেরী করা। তা পারবেন ত?” দেবরাজ বললেন- “তা নিশ্চয়ই পারব।” তখন মহাসত্ত্ব বললেন- “আমি আগামী কল্যের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ এক কোটি এক অযুত ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করছি। তাঁদের বসবার স্থানে একখানা মনোরম মণ্ডপ নির্মাণ করতে হবে।” দেবরাজ বললেন- “ব্রাহ্মণ মহাশয়, আপনি যদি বেতন দিতে পারেন, তাহলে এখনিই

আমি আপনার মনোমত মণ্ডপ তৈরী করে দেব।" মহাসত্ত্ব বল্লেন- "হে সুজন মিস্ত্রী, আমি আপনার যথাযোগ্য বেতন দেব। তবে বাবা, অদ্যই সে মনোরম মণ্ডপ তৈরী করে দিতে হবে।" দেবরাজ মহাসত্ত্বের কথায় সম্মত হয়ে মণ্ডপ নির্মাণের নির্দ্দিষ্ট স্থানের পাশে দাঁড়িয়ে সেদিকে দৃক্‌পাত করলেন। তৎক্ষণাৎ দেবরাজের প্রভাবে-তেজে দ্বাদশ যোজন পরিমাণ একটা স্থান ভেরী মুখের ন্যায় সমতল হয়ে প্রাদুর্ভূত হল। তখন দেবরাজ "সে সমগ্র সমতল স্থান ব্যাপী সপ্তরত্নে প্রতিমণ্ডিত এক মণ্ডপ হউক" এরূপ চিন্তা করা মাত্রই সপ্তরত্ন সমলঙ্কৃত মনোরম এক মণ্ডপ পৃথিবী ভেদ করে উত্থিত হল। সে মণ্ডপের সুবর্ণময় স্তম্ভের গোড়ালী-ঘট ছিল রৌপ্যময়, রৌপ্যময় স্তম্ভের গোড়ালী-ঘট ছিল সুবর্ণময়। মনিময় স্তম্ভের গোড়ালী-ঘট ছিল প্রবালময়। প্রবালময় স্তম্ভের গোড়ালী-ঘট ছিল মণিময়। সপ্তরত্ন বিচিত্রময় স্তম্ভের গোড়ালী-ঘট ছিল সপ্তরত্নে বিচিত্রময়। তারপর দেবরাজ মনে করলেন- "প্রত্যেক স্তম্ভের ফাঁকে ফাঁকে উপরার্ধে কিঙ্কিনীসহ ঝালরে পরিশোভিত হউক।" তন্মুহুর্তে সমগ্র মণ্ডপের যথাস্থানে তা প্রাদুর্ভূত হল। মৃদু বায়ুতে সে সুবর্ণ ঝালর চালিত হয়ে মধুর শব্দ নিঃসৃত হতে লাগল। সে শব্দ যেন পঞ্চাঙ্গিক তুর্য ধ্বনি ও দিব্য সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হল। ঝালরের মধ্যে মধ্যে সুগন্ধিময় দিব্য পুষ্পমালা ঝুলতে লাগল। দেবরাজ পুনঃ চিন্তা করলেন- এক কোটি এক অযুত ভিক্ষুর বসবাস মনোহর দিব্য আসন পৃথিবী ভেদ করে যতাস্থানে প্রাদুর্ভূত হউক। তৎমুহূর্তে তা প্রাদুর্ভূত হল। তারপর পুনঃ চিন্তা করলেন- মণ্ডপের যথাযোগ্য স্থানে বৃহৎ জলপাত্র সমূহের প্রাদুর্ভাব হউক। তৎমুহূর্তে তা হল। দেবরাজ সূত্রধরের বেশে এসব কাজ সম্পাদন করে সুরুচি ব্রাহ্মণের নিকট গিয়ে বললেন-

“ভবৎ মহাব্রাহ্মণ, আসুন আপনার মণ্ডপ দর্শন করে বেতন দিয়ে আমায় বিদায় করুন।” তখন মহাসত্ত্ব মণ্ডপে গিয়ে সে অপূর্ব দৃশ্য দেখে তাঁর সর্ব দেহ অফুরন্ত প্রীতিরসে ভরপূর হল। তখন তিনি পরিজনবর্গকে আহ্বান করে বললেন-

৩-৪। “ওহে, তোমরা দেখ, এরূপ আশ্চর্য দর্শনীয় মণ্ডপ আমার মনোরথ পূর্ণ করবার ইচ্ছায় নিশ্চয়ই দেবরাজ ইন্দ্রের দিব্য ঋদ্ধির প্রভাবে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। এ মনোহর দিব্য মণ্ডপে আমার একদিন মাত্র দান দেওয়া উচিত হবে না। এখানে আমি সপ্তাহকাল যাবৎ আমার আশানুরূপ দান দেব।” এ সিদ্ধান্ত করে পরদিবস হতে মণ্ডপে সুমঙ্গল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে সপ্তাহকাল ব্যাপী মহাদান দিলেন এবং নিজেও সে মণ্ডপে সপ্তাহকাল বাস করলেন। বলা বাহুল্য, এ দান যজ্ঞে পরিবেশনাদি বিবিধ বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন, মানব বেশে বহু দেবতাবৃন্দ। মহাসত্ত্ব সপ্তম দিবসে ঘৃত, মাখন, তৈল ও গুড়াদি দ্বারা পাত্র পূর্ণ করে চীবরাদি পরিক্খার সহ প্রত্যেক ভিক্ষুকে মহাদান প্রদান করলেন। তখন সুরুচি ব্রাহ্মণের মহাদান অনুমোদন করার ইচ্ছায় ভগবান নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করলেন-

৫-২৮। সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তরবাস, পাত্র, ক্ষুর, সূচ-সুতা, কটি বন্ধনী ও জল ছাকুনী গামছা, এ অষ্ট পরিক্খার যে কোন দায়ক প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধ শাসনে শীলবান ভিক্ষুকে সর্বদা দান দেওয়া উচিত। যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধ শাসনে অষ্ট পরিক্খার দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে ভোগশালী, ধনশালী এবং সুন্দর হন। বুদ্ধ শাসনে ঋদ্ধিময় পাত্র চীবরধারী বিশুদ্ধ উপসম্পদা লাভ করেন। ভবিষ্যতে তাঁর দান মহিমা প্রকটিত হয়। যে শ্রদ্ধাবতী নারী বুদ্ধ শাসনে প্রসন্ন চিত্তে অষ্ট

পরিক্খার দান করেন, সে নারী জন্মান্তরে ভোগশালীনী এবং মনোরমা রূপবতী হন। সে নারী অষ্ট পরিক্খার দানের ফলেই সর্বদা মনোজ্ঞ "মহালতা প্রসাধন" নামক অলংকার লাভ করেন। যে ব্যক্তি পবিত্র চিত্তে বুদ্ধশাসনেও ত্রিচীবর দান করেন, সে ব্যক্তিও জন্মান্তরে বর্ণশালী হন। তিনি সর্বদা বিচিত্র মনোজ্ঞ কার্পাসাদি নির্মিত মূল্যবান বস্ত্র লাভ করেন। এসব অষ্ট পরিক্খার দানেরই ফল। যিনি শুদ্ধাচিত্তে বুদ্ধশাসনে ভিক্ষাপাত্র দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে ভোগশালী হন, নানা বর্ণযুক্ত মনোজ্ঞ সুবর্ণাদি নির্মিত ভাজন লাভ করেন। ইহা পাত্র দানের ফল। যিনি প্রীতচিত্তে বুদ্ধশাসনে ক্ষুর বা চাকু দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে প্রজ্ঞাবান হন, শাস্ত্র বিশারদ হন, সর্বদা নরনারীদের সন্দেহ ভঞ্জনকারী হন এবং জ্ঞানবান বলে সর্বত্র প্রকাশিত হন। ইহা ক্ষুর বা চাকু দানেরই ফল। যিনি জিনশাসনে ভিক্ষুকে সূচ দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাবান ও প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন হন, নানা শাস্ত্রে পারদর্শীতা লাভ করেন এবং নানা শিল্প বিদ্যায় দক্ষ বলে চারিদিকে প্রকাশিত হন। ইহা সূচ দানেরই ফল। যিনি বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিতকে কটিবন্ধনী দান করেন, তিনি দেবমনুষ্যলোকে সর্বদা দীর্ঘায়ু লাভ করেন। তাঁকে জন্মে জন্মে দেবমনুষ্যগণ আপদ বিপদ হতে সর্বদা রক্ষা করেন এবং তিনি সবারই পূজিত হন। ইহা কটি বন্ধনী দানেরই ফল। যিনি প্রসন্ন চিত্তে জল ছাঁকুনী গামছা দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে পরিশুদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হন। তিনি জগতে উৎপন্ন হয়ে রোগ-ভয় বিহীন হন। ইহা ছাঁকুনী গামছা দানেরই ফল। তদ্ধেতু পণ্ডিত ব্যক্তি ভবিষ্যতের সুখশান্তির কামনা করে শীলবান ভিক্ষুকে সর্বদা অষ্ট পরিক্খার দান করবেন। অন্ন ও পানীয় দানে শক্তিশালী, ধন দানে ধনবান,

ভোগ দানে ভোগশালী ও বস্ত্র দানে বর্ণশালী হয়। যান, বিছানা, আসন অথবা জুতা দানে সুখ লাভ হয়। যশঃ দানে যশঃবান, দীপ দানে চক্ষুষ্মান ও অগ্নি বা দীপক শলাকা দানে তেজশালী হয়। পানীয় বস্তু দানে প্রীতিভাজন, প্রিয়বাক্য ভাষণে প্রিয়পাত্র, ধর্মবাক্য ভাষণে প্রজ্ঞাবান ও শীল পালনে অতিশয় রূপবান হয়। তদ্ধেতু স্বীয় সুখকামী জ্ঞানবান সর্বদা শ্রদ্ধাচিত্তে দান-শীল ইত্যাদি কুশল কর্ম সম্পাদন করবেন।" এরূপে সুমঙ্গল ভগবান বোধিসত্ত্বের নানাবিধ দান-পুণ্যের ফল দেশনা করে পরে তার ভাবিফল প্রকাশ মানসে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

২৯। "এ দান তেজে তুমি অনাগতে গৌতম নামক দেবনরের নায়ক লোকনাথ বুদ্ধ হবে।"

বোধিসত্ত্ব বুদ্ধের শ্রীমুখ নিসৃতঃ এরূপ বর্ণনা শুনে "আমার গৃহবাসের আর প্রয়োজন নেই। এখন আমি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হব।" এরূপ চিন্তা করে নিজের ভোগ সম্পত্তি সমূহ থুথুবৎ ত্যাগ করে সুমঙ্গল বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হলেন এবং সমগ্র ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করলেন। তৎপর তিনি কর্মস্থানাদি ভাবনা করে পঞ্চাভিজ্ঞ ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করলেন। যথায়ুষ্কাল তিনি কুশল কর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হলেন। সুমঙ্গল ভগবান নব্বই সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ করেছিলেন। এ সুদীর্ঘদিন অসংখ্য নরনারীকে অমৃতময় মুক্তিপদ প্রদান করার পর অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। ভগবান এ ধর্মদেশনা সমাপন করে নিম্নোক্ত জাতক সমাপ্তি গাথাগুলি ভাষণ করলেন-

৩০-৩৩। তখনকার দেবরাজ এখন অনুরুদ্ধ। সুরচি ব্রাহ্মণের পিতা মাতা এখন আমার পিতা মাতা। সে নগরবাসী

মহাজন-সংঘ এখন আমার শাসন পূরক শ্রাবক সংঘ। তখনকারের সুরচি নামক সে ব্রাহ্মণ এখন আমি লোকনাথ, লোকজ্যেষ্ঠ, অনুত্তর তথাগত সম্বুদ্ধ। তোমরা সবাই স্বর্গ সুখ প্রার্থনা করে অতি গৌবর চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(অষ্ট পরিক্খার জাতক সমাপ্ত।)

১৯। শ্রী বিপুল কীর্তি রাজ জাতক

"এ সেনাগণ আস্ছে" শাস্তা এ ধর্মদেশনা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক পিতৃ-মাতৃ পোষক ভিক্ষু সম্পর্কে বলেছিলেন।

তখন উক্ত ভিক্ষু প্রত্যহ পিণ্ডাচরণ করে যা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খাদ্যভোজ্য লাভ করতেন, তা পিতা-মাতাকে প্রদান করে পুনরায় আরো কিছু সংগ্রহ করবার ইচ্ছায় পিণ্ডাচরণ মানসে দ্বিতীয়বার গ্রামে প্রবেশ করতেন। খাদ্য ভোজ্য যা পেতেন, তাও পিতা-মাতাকে পরিবেশন করার পর যা অবশিষ্ট থাক্ত, তা মাত্র নিজে ভোজন করতেন। এ নিয়মে তিনি প্রত্যহ পিতা-মাতার সেবা করতেন। নিজের লব্ধ খাবার, পিণ্ডপাত, বর্ষাবাসিক খাদ্য বস্তু এবং আরো অন্যান্য বস্তু পিতা-মাতাকে দিতেন। এরূপে পিতা-মাতা পোষণের জন্য বহু উৎসাহ, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে ক্রমশঃ তিনি কৃষ ও পাণ্ডু বর্ণ হলেন। তখন তাঁর সুপরিচিত কয়েকজন ভিক্ষু তাঁকে দেখে তাঁর এরূপ স্বাস্থ্যহানির কারণ জিজ্ঞেস্ করলেন। তখন প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন- "বন্ধো, আমার তেমন কোন ব্যাধি নেই। আমার পিতা-মাতার পোষণের জন্য আমাকে বহু পরিশ্রম করতে হয়। এটাই আমার শরীর কৃশ হওয়ার কারণ। ইহা শুনে ভিক্ষুগণ বললেন- "বন্ধো দায়কদের শ্রদ্ধা প্রদত্ত বস্তু বিনষ্ট করা উচিত

নয়। তা গৃহীকে দিয়ে বড়ই অন্যায় করছ।” ভিক্ষুদের এসব কথা শুনে তিনি অতিশয় লজ্জিত হয়ে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে আত্মগোপন করলেন। তখন ঐ ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট গিয়ে বললেন- “ভন্তে, অমুক ভিক্ষু গৃহীদের পোষণ করে শ্রদ্ধা প্রদত্ত বস্তু বিনষ্ট করছে।” তখন ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে ডেকে জিজ্ঞেস্ করলেন- “সত্যই কি তুমি গৃহী পোষণ করছ?” ভিক্ষু বললেন- “হাঁ ভন্তে।” বুদ্ধ পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন- “সেই গৃহী তোমার কি হয়?” ভিক্ষু বললেন- “ভন্তে, তাঁরা আমার পিতা-মাতা।” তা শুনে শাস্তা তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য প্রশংসা করে বললেন- সাধু সাধু ভিক্ষু, তুমি আমার পূর্বাচরিত পথই অবলম্বন করছ। পিতা-মাতা পোষণকারীগণ ‘পণ্ডিতবংশ’ বলে কথিত হয়। পুরাতন পণ্ডিতেরা পিতা-মাতার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন।” এবলে তিনি নীরব হলে, ভিক্ষুদের প্রার্থনায় তিনি পুনঃ নিজের অতীত ঘটনা বলতে আরম্ভ করলেন-

ভিক্ষুগণ, অতীতে চম্পা নগরে ‘যশঃকীর্তি’ নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর ষোড়ষ সহস্র রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাণী শ্রীমতি দেবী ছিলেন অগ্রমহিষী। রাজা রাজধর্ম রক্ষা করে রাজত্ব করতেন বটে, কিন্তু তাঁর কোনও পুত্র-কন্যা ছিল না। তাই একদা অমাত্যগণ ও নগরবাসী রাজাঙ্গণে একত্রিত হয়ে তাঁকে বললেন- ‘মহারাজ, আপনার অবর্তমানে এ রাজ্য বিনষ্ট হবে, যেহেতু- আপনি অপুত্রক। তা শুনে রাজা প্রশ্ন করলেন- তা হলে এখন আমাকে কি করতে হবে? তখন সবাই বললেন- “দেব, আপনি এখন পুত্র প্রার্থনা করুন।” রাজা বললেন- সাধু, তোমরা তজ্জন্য চিন্তা করোনা। এখন আমার মহিষীরা পুত্র প্রার্থনা করবে।” এ বলে রাজা সকলকে আশ্বাস দিয়ে অগ্রমহিষী প্রমুখ ষোড়শ সহস্র নারীকে বললেন- “এখন

তোমরা প্রত্যেকেই পুত্র প্রার্থনা কর।” তা শুনে রাণীগণ চন্দ্র সূর্য ও অন্যান্য দেবতাদের বহু পূজা-সৎকার করে পুত্র প্রার্থনা করলেন বটে, কিন্তু কোন ফল হলনা। তৎপর রাজা শ্রীমতি দেবীকে বললেন- “ভদ্রে তুমি পুত্র প্রার্থনা করেছ কি? দেবী বললেন “মহারাজ, আগামীকল্য উপোসথ শীল অধিষ্ঠান করে পুত্র প্রার্থনা করব।” পরদিন দেবী প্রাতঃস্নানের পর ভোজন করে নীচাসনে উপবেশন করলেন এবং উপোসথ শীল অধিষ্ঠান করে পুত্র লাভের জন্য করজোড়ে এরূপ প্রার্থনা করলেন- “যদি অদ্য আমার অখণ্ড, সুবিশুদ্ধ উপোসথ শীল পালন করা হয়, তা হলে এ শীল পালন জনিত পুণ্যের প্রভাবে আমার জঠরে পুত্র উৎপন্ন হোক্।” সেক্ষণেই প্রধানা মহিষীর শীলতেজানুভাবে দেবরাজের ভবন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। দেবরাজ তখন চিন্তা করে জানতে পারলেন- “অদ্য শ্রীমতি দেবী পুত্র প্রার্থনা করেছেন। তাঁকে এক পুত্র দান করবো।” এ চিন্তা করে তাঁর উপযুক্ত পুত্র নির্বাচন মানসে উর্দ্ধতন দেবলোকের সত্ত্বদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর দিব্য দৃষ্টি-জালে পতিত হলেন পরিক্ষীণ আয়ু সম্পন্ন এক দেবতা, যিনি বোধিসত্ত্ব। তখন দেবরাজ উক্ত দেবতার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন- “হে মারিষ, আপনি মনুষ্য লোকের চম্পানগরে যশঃকীর্তি রাজার অগ্রমহিষী শ্রীমতি দেবীর জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করুন।” তা শুনে বোধিসত্ত্ব সাধুবলে সম্মত হলেন। তখন শ্রীমতি দেবী এরূপ এক স্বপ্ন দেখলেন- “সর্ব লক্ষণ সম্পন্ন এক তাপস বিপুল পর্বত হতে আকাশ পথে এসে নানাবিধ রত্ন রাণীর হস্তে প্রদান করলেন।” দেবী হঠাৎ নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে স্বপ্নের কথা রাজাকে বললেন। রাজা স্বপ্নতত্ত্বে অভিজ্ঞ এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে উক্ত স্বপ্নের ভাবীফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস্ করলেন। তখন ব্রাহ্মণ

বললেন- "মহারাজ, এ স্বপ্নের দ্বারা বুঝা যায়, আপনি ধন্য-পুণ্য লক্ষণ সম্পন্ন এক পুত্র লাভ করবেন।" তৎকালে শ্রীমতি দেবীর জঠরে বজ্র পরিপূর্তির ন্যায় হয়েছিল। দেবী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন, তা জ্ঞাত হয়ে, সে বিষয় রাজাকে জানালেন। রাজাও সে গর্ভ যাতে নিরাময়ে ও সুষ্ঠুরূপে রক্ষিত হয়, সে ব্যবস্থা করে দিলেন। তখন অপর এক রাজ্যের রাজমাত্যগণ তাদের রাজাকে বললেন- "মহারাজ, চম্পানগরের যশঃকীর্তি রাজা অপুত্রক। তিনি বড়ই ধার্মিক।" সে রাজা তা শুনে লাভের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে, লোভ-তৃষ্ণায় অভিভূত হয়ে চম্পা নগর নিজের আয়ত্বে আনবার ইচ্ছায় প্রশ্ন করলেন- "অমাত্যগণ, উক্ত চম্পানগর সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আমাদের প্রয়োজন?" তখন তাহারা বললেন- "মহারাজ, যশঃকীর্তি রাজা সকল সময় শীল রক্ষা করেন। প্রাণান্তেও শীল লঙ্ঘন করেন না। সুতরাং এখন মক্ষিকাবিহীন মধুপূর্ণ মৌচাকের ন্যায় সে চম্পা নগর অধিকার করতে আমাদের কোনই কষ্ট হবে না।" লব্ধ রাজা অমাত্যদের এ ভরসা পেয়ে চতুরঙ্গ সেনা পরিবৃত হয়ে চম্পা নগরের প্রান্ত সীমার সমীপবর্তী হলেন। সেখান হতে তাঁরা যশঃকীর্তি রাজার নিকট এ বলে এক দূত পাঠালেন- "রাজা যশঃকীর্তি, আপনি যদি আমাদের সাথে যুদ্ধ করবার ইচ্ছুক হন, তবে এখানে এসে আমাদের সাথে যুদ্ধ করুন।" দূত মুখে একথা শুনে চম্পা রাজের অমাত্য ও সহস্র সুর-যোদ্ধাগণ ক্রোধাভিভূত হয়ে 'প্রহারদা' নামক ভীষণ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হলেন এবং রাজার সাথে যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১। "আপনার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এসব সৈন্য-সামন্ত এসেছে। হে রথার্ষভ, আপনার জন্য আমরা জীবন ত্যাগ

করব।” ইহা শুনে চম্পকাধিপতি তাদের নিবারণ করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২। “তাদের সাথে (তোমরা) অনর্থক যুদ্ধ করোনা। হে সৈন্যগণ, আমার জন্য তোমরা কিঞ্চিৎ পাপও করোনা।” এ বলে পুনঃ রাজা নিষেধ করার কারণে মনে দুঃখ না করবার জন্য নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

৩। “তোমরা তাদের সাথে বাক্য-যুদ্ধও করোনা। তাদের সহিত বিবাদ, প্রহার ও যুদ্ধ করে পাপ সঞ্চয় করোনা।” এ বলে রাজা পুনঃ উপদেশ দানেচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

৪-৫। “হে হিতৈষী অমাত্যবৃন্দ, বিপক্ষীয় সেনাগণ আমার নিকট উপস্থিত হবার জন্য তোমরা সবাই মৈত্রী চিন্তা কর। সে সব যোদ্ধাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করো না। এখানে তোমরা সবাই অন্ন পানীয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে স্বীয় স্বীয় নগরে চলে যাও।” তাদের এরূপ উপদেশ দিয়ে রাজা একাকীই শ্রীমতি দেবীর সাথে স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন এবং পালঙ্কে উপবেশন করে দেবীকে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

৬-৭। “ভদ্রে, আমি অরণ্যে গিয়ে প্রব্রজিত হব। আমার জন্য অনুশোচনা করো না। তোমার জঠরে যে সন্তান আছে, তা সুষ্ঠুরূপে রক্ষা কর। ভদ্রে, সে সন্তান কন্যা কি ছেলে তা জানি না।” ইহা শুনে দেবী শোকাকুলা হয়ে সাশ্রু নয়নে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৮। মহারাজ আপনার একাকী বনে গমন শোভনীয় নয়। আমিও আপনার সঙ্গে গমনেচ্ছা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ছয়টি গাথায় বললেন-

৯-১৪। "হে রথার্ষভ, আপনি বনে গেলে এখানে আমি আপনাকে ছেড়ে কিরূপে জীবন ধারণ করব? সুতরাং আমিও আপনার সাথে বনে যাব। জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ গাভী যেমন একাকিনী হয়ে চিরকালই দুঃখের ভাগিনী হয়, আমিও সেরূপ স্বামী হীনা হয়ে চিরকালই দুঃখিনী হব। যেমন আরণ্যিক হস্তীরাজ দুরারোহ পর্বতে ও সমবিসম স্থানে গমন কালে হস্তিনীকে সঙ্গে নিয়ে যায়, মহারাজ, আমিও সেরূপ আপনার সাথে গমন করব। আপনার সঙ্গহীনা হয়ে আমি রাজত্ব সুখ ও ইচ্ছা করিনা। হে রাজন, আপনি প্রচণ্ড হিংস্র জন্তু সমাকুল বনে গমন কালে আমিও আপনার পশ্চাদানুগমন করব। কিন্তু আপনার বোঝা স্বরূপ হব না। আপনার নিকটই আমার মৃত্যু হবে। জীবদ্দশায় আপনার সাথেই থাকব। আপনার নিকটই আমার মৃত্যু হওয়া বাঞ্ছনীয়। হে রাজন, আপনার নিকট হতে বিচ্ছেদ হয়ে আমার জীবনের ইচ্ছা করি না।"

রাজা অগত্যা দেবীর কথায় সম্মত হয়ে উভয়ে ছদ্মবেশে চম্পানগর হতে বের হলেন। তাঁরা ক্রমান্বয়ে বৈপুল্য পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তথায় এক মনোরম স্থানে কোনও ঋষির পরিত্যক্ত একখানা আশ্রম ছিল। রাজা ও রানী সেই আশ্রমখানা সংস্কার করে তথায় ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতঃ বাস করতে লাগলেন। তখন তাঁরা উভয়ে পঞ্চব্রত চর্যায় ব্রতী হয়ে অবস্থান করার সময় শ্রীমতি দেবী রাজাকে বললেন- "মহারাজ ফল-মূল আহরনের জন্য আপনি বনে যাবেন না। আমি তা সর্বদা সংগ্রহ করে এনে আপনার সেবা করব।" রাজা রাণীর কথায় সম্মত হলেন। তৎপর হতে শ্রীমতি দেবী দিবারাত্র ব্রত প্রতিব্রত সম্পাদন করে তথায় বাস করতে লাগলেন। রাণীর শীল-

ব্রতাচরণ দেখে রাজা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং নিম্নোক্ত প্রীতি গাথায় রাণীকে বললেন-

১৫-১৬। আমরা শীলব্রত আচরণ করে বনে বাস করছি। রাজ্য ত্যাগ করে যে দুঃখ বরণ করছি, তা এখন দুঃখ বলে মনে করি না। শত্রু রাজ্যের উপদ্রবে আমরা রাজ্য ত্যাগ করছি। এ কারণে আমরা নিরয়ে না গিয়ে স্বর্গেই গমন করব।”

এ দিকে উক্ত বিপক্ষীয় কুটিল ও লোভী রাজা চম্পানগর লুণ্ঠন করে রাজ-গৃহে প্রবেশ করল এবং যশঃকীর্তি রাজাকে অনেক অন্বেষণ করল। তাঁকে কোথাও না পেয়ে তিনি যে পলায়ন করেছেন তা বুঝতে পারল। তখন নগরে ভেরী শব্দে ঘোষণা করা হল “যে ব্যক্তি যশঃকীর্তি রাজার মস্তক এনে দেবে, সে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার পাবে।” পরে আরো ঘোষণা করল, “যারা উক্ত রাজার মস্তক এনে দেবে, তাদের বিশেষভাবে মর্যাদা দেওয়া যাবে।” এ বলে নানা স্থানে বহু লোক নিযুক্ত করা হল। দুষ্টবুদ্ধি পরায়ন রাজার এ ঘোষণা শুনে চম্পানগরবাসী এক বনচর লোভের বশবর্তী হয়ে যশঃকীর্তি রাজাকে অন্বেষণ করার মানসে বের হল। সে নানা দিকে পরিভ্রমনান্তর অরণ্যে প্রবেশ করল। তথায় সাতদিন যাবৎ অন্বেষণ করার পর পরিশেষে দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। তৎপর পথশ্রমে ও খাদ্যাভাবে কাতর হয়ে অসহ্যে দুঃখে চীৎকার করে রোদন করতে লাগল। এরূপে রোরুদ্যমান অবস্থান রাজর্ষির আশ্রমের নিকটবর্তী হল। রাজর্ষি তাকে দেখে বুঝতে পারলেন- সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তখন তিনি তাকে নিজের আশ্রমে এনে বন্য ফল-মূলাদি খেতে দিলেন। সে তথায় ফল-মূলাদি খেয়ে সাতদিন অবস্থান করে এ আশ্রম স্থান ও গমনাগমনের পথ ইত্যাদি সব কিছুই পরিচয় করে নিল। তারপর চম্পানগরে

প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা রাজার নিকট ব্যক্ত করল। রাজা তার দেশে প্রত্যাবর্তনের কথা অনুমোদন করে বললেন- "এ পথ দিয়ে তুমি দেশে যাও। তবে আমি যে এখানে আছি, তা কাউকে ও বলবে না।" বনচর ও "হাঁ দেব" বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চম্পানগরের দিকে যাত্রা করল। পথি পার্শ্বে বৃক্ষ-লতা পাষাণ ইত্যাদি চিহ্ন স্মৃতি পটে অঙ্কিত করে ক্রমান্বয়ে চম্পানগরে উপস্থিত হল। সে অকৃতজ্ঞ পাপ পুরুষ উপকারীর উপকার বিধ্বংসী নরাধমের অন্তরে রাজার নিষেধ বানীটি পদ্ম পত্রে অতিষ্ঠ শীল জল বিন্দুবৎ হল। মরণভয়ে ভীত হয়ে যাঁর নিকট সাতদিন যাবৎ প্রিয় সম্ভাষায় সুখে অবস্থান করেছিল, তা লোভবশে বিস্মৃত হয়ে গেল। লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রার লোভে পররাজ্য লুণ্ঠণকারী রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল- "মহারাজ আমিই যশঃকীর্তি রাজার বর্তমান বাসস্থান সম্বন্ধে জ্ঞাত আছি।" ইহা শুনে পাপ রাজা পাপিষ্ঠ ব্যাধকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিয়ে চতুরঙ্গ সেনাসহ ব্যাধকে পথ প্রদর্শক রূপে সঙ্গে লয়ে অনুক্রমে অরণ্যে প্রবেশ করল এবং বিপুল পর্বতে রাজর্ষির বাসস্থানের সমীপবর্তী হল। তিনি সেনাদের কোলাহল শুনে সচকিতে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন, এসব তাঁর শত্রু। তিনি তখন শ্রীমতি দেবীকে বললেন- "ভদ্রে, ঐ ব্যাধ চম্পানগরে গিয়ে নিশ্চয়ই শত্রু রাজাকে আমাদের বাসস্থান জানিয়ে দিয়েছে। ভদ্রে, অদ্যই আমাদের বিচ্ছেদ হতে হবে। তুমি এখানেই বাস করে অপ্রমাদের সহিত তোমার গর্ভস্থ সন্তান রক্ষা কর। দেবী ইহা শুনে বললেন- 'মহারাজ, এখন আপনি কোথায় যাবেন?" তদুত্তরে রাজা নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৭। "ভদ্রে, লব্ধ রাজা এখানে এসেছে। এ কম্বল ও অঙ্গুরীয়ক সহ আমার পুত্রকে রক্ষা করবে।" দেবী রাজার এ

বাক্য শুনে হৃদয় বিদারক দুঃখে রোদন পরায়না হয়ে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

১৮-১৯। "দেব, আপনার পাদ পদ্মে বন্দনা করছি। আমাকে এ মহারণ্যে একাকিনী ত্যাগ করে যাবেন কি? আমার জীবন এখন বড় ভয়াকুল। এ ভয়াবহ নির্জন গহন বনেই এ অনাথিনীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হবে। দেব আপনি অনুকম্পা পরবশ হয়ে আমার কৃত সর্বদোষ ক্ষমা করবেন। ইহা আমার শেষ বন্দনা ও শেষ প্রার্থনা।"

এরূপে দেবী স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও বন্দনা করে বিদায় দিলেন। রাজা রোদন পরায়না পত্নীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে ঐ সেনাদের কোলাহলের দিকে নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হলেন। দেবীও রাজার পশ্চাৎ কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলেন। রাজা যখন দৃষ্টি পথের বাহিরে গেলেন, তখন দেবী সাশ্রু নেত্রে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন যশঃকীর্তি রাজাও চোর রাজার সেনাগণকে দেখে কেশরী সিংহের ন্যায় নির্ভীক চিত্তে বিপুল পর্বত হতে অবতরণ করে শত্রু সেনাদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। তখন সেনাগণ তাদের রাজাকে বলল- "মহারাজ, এ যশঃকীর্তি রাজা মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে প্রব্রজিত বেশ ধারণ করে এখানে এসেছে।" দুরাত্মা রাজা তখনি তাঁকে বন্ধন করার আদেশ দিল। তখন নিরপরাধী রাজাকে সহস্র সেনাগণ বন্ধন করল। পাপিষ্ট রাজার কোন কোন অমাত্য "হে ভণ্ড প্রব্রজিত" ইত্যাদি দুর্বাক্য বর্ষণ করে তাঁকে দৃঢ় হস্তে প্রহার করল আর কোন কোন অমাত্য ও সেনাগণ ক্রোধাভিভূত হয়ে তাঁর পৃষ্ঠে সহস্র বেত্রাঘাত করল। তৎফলে পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ হয়ে রক্ত নিঃসৃত হতে লাগল। তৎপর সেনাগণ তাঁকে পঞ্চ বন্ধনে বন্ধন করে চম্পানগরে এনে

কারাগারে আবদ্ধ করে রাখল। এদিকে শ্রীমতি দেবী দশমাস পর বিপুল পর্বত আশ্রমে এক গভীর রাত্রে সুবর্ণ বর্ণ এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। দেবী শিশুকে বক্ষে ধারণ করলেন। অপত্য স্নেহবশে সদ্যজাত শিশুর শির চুম্বন করে অনাথ ভাবে বিলাপ পরায়না হয়ে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় যোগে বললেন।

২০-২২। হায় হায় তাত, এ মহাঅরণ্যে তোমাকে এখন শুভ পুত্র রূপে লাভ করলাম। এখানে তোমার পিতা নেই। তুমি অল্প পুণ্যবান। যেহেতু- তুমি স্বীয় রাজ্যে ভূমিষ্ট হতে পারনি। অদ্য রাত্রে একাকী তোমার জন্য কি করতে পারি? যদি তুমি রাজ প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হতে, তাহলে তথায় মনোজ্ঞ সেবা-যত্ন লাভ করতে। এখন আমি অগ্নি ও ইন্দন পাচ্ছি না, আমি খাদ্য সংগ্রহ করতে ও অসমর্থ। এখানে তোমার পিতা ও তোমার মুখকমল দেখলেন না।"

এরূপে দেবী কান্না ও বিলাপ করার পর পুত্রকে স্বীয় বক্ষে লয়ে রাত্রি অতিক্রম করলেন। প্রভাত হওয়ার পর দেবী শিশুর প্রাথমিক কার্য সম্পাদনের পর স্তন্য দানে রত হলেন। তখন চিন্তা করলেন- "পুত্রের কি নাম রাখা হবে?" চিন্তা করে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন- "পুত্রের নামে যেন মাতার নাম, পিতার নাম এবং পর্বতের নাম জড়িত থাকে। তাই শ্রীমতি দেবীর নাম হতে 'শ্রী' বিপুল পর্বতের নাম হতে 'বিপুল' এবং যশঃ কীর্তির নাম হতে 'কীর্তি' এ শব্দ তিনটির সংযোগে প্রিয়পুত্রের নাম রাখলেন "শ্রী বিপুল কীর্তি কুমার।" কুমার অনুক্রমে পর্বত অরণ্যেই বৃদ্ধি ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হতে লাগলেন। শ্রীমতি দেবী একরাত্রে স্বপ্ন যোগে দেখলেন স্বামী তাঁর সঙ্গে আলাপ ও হাস্য করছেন।" দেবী নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে শয্যায় বসে স্বামীকে স্মরণ করে নিম্নোক্ত ছয়টি বিলাপ গাথা বললেন-

২৩-২৮। আমি পূর্বজন্মে পাপকর্ম করেছি। তার বিপাক স্বরূপ আমি এ দুঃখ ভোগ করছি। বহুদিন যাবৎ রাজাকে দেখছিনা। অদ্য স্বপ্নেই তাঁর মুখ দেখলাম মাত্র। এখন আমি নিদ্রা হতে জেগে রাজাকে দেখছিনা। এখানে বিবিধ প্রকার অশান্তি ও শোকই আমার একমাত্র সম্বল। আমি পূর্বে অপরের নিশ্চয়ই বিয়োগ দুঃখের কারণ হয়েছিলাম। সে দোষেই আমি এখন প্রিয় পতির দর্শন লাভে বঞ্চিতা। যেমন পূর্বে পাপ ইচ্ছা নিয়ে অকুশল কর্ম করেছি, সেরূপ তার ফল স্বরূপ এ বনে আমার পতির দর্শনে বঞ্চিতা। পূর্বজন্মে আমি অপরের বিচ্ছেদের কারণ হয়েছিলাম, সে কর্মের বিপাকেই আমার স্বামী হতে বিচ্ছেদ হয়ে পড়েছি। কোনও পূর্ব জন্মে জগতে কোন শীলবান বহুশ্রুত শ্রমণ ব্রাহ্মণকে বিভেদ করে দিয়েছিলাম, সে কর্ম দোষেই স্বামী হতে আমি বিচ্ছেদ হয়ে পড়েছি, তার দর্শন পাচ্ছিনা।"

বোধিসত্ত্ব মাতার এরূপ বিলাপ শব্দ শুনে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিলাপের কারণ নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞেস্ করলেন-

২৯। "মাত, আপনি কেন রোদন করছেন? আমি আপনার অমনোজ্ঞ কোন দোষ করেছি কি? মাতঃ, তা আমাকে বলুন" ইহা শুনে মাতা নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৩০। "বাবা, পূর্বে আমি স্বামী সহ সর্বদা বনে বিচরণ করেছি। এখন আমি স্বামী হীনা হয়েই রোদন করছি।

ইহা শুনে মহাসত্ত্ব পুনঃ স্বীয় মাতাকে বললেন- মাতঃ, আপনি কি কারণে রোদন করছেন, তা যথাযথ ভাবে বলুন। তখন শ্রীমতি দেবী পূর্ব বৃত্তান্ত সবিস্তারে বল্লেন- "চম্পক রাজ্য আক্রমনের জন্য কূট রাজার আগমন, রাজা সহ নিজের

পলায়ন, রাজ্য আক্রমনার্থ কুটিল রাজার সসৈন্যে এবনে আগমন, এখান হতে পুনঃ রাজার পলায়ন ইত্যাদি বিবরণ যথাযথ ভাবে বর্ণনা করে বললেন- "তোমার পিতা এখান হতে পলায়ন কালে চোর রাজার নির্দেশ ক্রমে তার সেনারা তাঁকে বন্ধন করে চম্পা রাজ্যে নিয়ে গিয়ে কারাগারে তাঁকে আবদ্ধ করে রেখেছে। তারপর হতে তিনি জীবিত আছেন কি না, এর কিছুই জানি না। আমি অদ্য রাত্রিতে তোমার পিতাকে স্বপ্নযোগে দেখেছি। তাই তাঁর দুঃখের কথা আমার চিত্তে উদিত হওয়ায় এরূপ রোদন করছি।" ইহা শুনে মহাসত্ত্ব মর্মান্তিক দুঃখানুভব করলেন। তখন তাঁর চিত্তে এরূপ ভাবের উদয় হল- "আমার জীবিতাবস্থায় পিতাকে নষ্ট হতে দেব না। এখন আমার পিতা কোথায় আছেন, এ খবর আমি কোথায় কি প্রকারে পাব? অহো, আমি এত কাল যাবৎ প্রমাদিত ছিলাম। আমার পিতা-মাতার অরণ্য বাসের কারণ আমি জানি না। এখন আমার পিতাকে অন্বেষণ করব।" এ চিন্তা করে মাতার অনুমতি লাভের ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথায় মাতাকে বললেন-

৩১। "মাতঃ, পিতাকে আমি অন্বেষণ করতে যাব। এতে আপনার অনুমতি চাই। আমি বর্তমান থাক্‌তে আমার পিতা বিনাশ না হোক" ইহা শুনে দেবী প্রিয় পুত্রকে নিবারণ করার মানসে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় যোগে বললেন-

৩২-৩৪। "আমি এখন বনবাসিনী অনাথিনী। এখন তুমি কোথাও যেওনা। তোমার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারব না। হে প্রিয়পুত্র, তোমার পিতার খোঁজে তুমি যেওনা। তোমরা উভয়ের অদর্শনে আমার জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। তাত, তুমি যদি অদ্য এ বনে আমাকে ত্যাগ করে চলে যাও, তোমার অদর্শনে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হবে।" মহাসত্ত্ব মাতার এসব

কথা শুনে চিন্তা করলেন- "মহাগুরু পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য পালন করতে হবে। পিতার যদি কোনও উপকার করতে না পারি, তবে আমার এ জীবনের কি প্রয়োজন? অন্ততঃ তিনি জীবিত আছেন কিনা- সে খবরটা হলেও জানা প্রয়োজন।" এ চিন্তা করে পিতার অন্বেষণ করবার জন্য মাতার নিকট বারবার প্রার্থনা জানালেন। তখন দেবী পুত্রকে বারণ করতে না পেরে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৩৫। "তোমার পিতার সম্পদ এ বজির অঙ্গুরীয়ক ও কম্বলখানা নিয়ে তোমার পিতাকে অন্বেষণ করতে যাও। এতেই তোমার নিরাপদ হবে।"

তখন তরুণ তাপস মহাসত্ত্ব মাতার নিকট হতে বজ্র অঙ্গুরীয়ক ও কম্বলখানা লয়ে মাতাকে প্রদক্ষিণ এবং পঞ্চাঙ্গ লুটায়ে বন্দনান্তর হিমালয়ের বিপুল পর্বত হতে অবতরণ করলেন। তিনি হিমালয়ের মহারণ্য হতে বের হয়ে ক্রমান্বয়ে চম্পানগরের বর্হিদ্বার সমীপস্থ এক ধর্মশালায় একরাত্রি বাস করলেন। এদিকে সে রাত্রির অবসানে অতি প্রত্যুষে কূটবুদ্ধি পরায়ণ রাজা শয্যায় বসে চিন্তা করল- "এ সম্পত্তির অধিকারী যশঃকীর্তি রাজা যদি স্বপক্ষীয় লোক লাভ করে, তা হলে সে নিশ্চয়ই আমাকে আক্রমণ করে হত্যা করবে। সুতরাং অদ্য প্রাতেই তার শিরশ্ছেদ করাব।" যখন প্রভাত হল, তখন ঘাতককে আহ্বান করে বলল- "হে ঘাতক, তুমি যশঃকীর্তি রাজাকে চারপথের সংযোগ স্থলে নিয়ে গিয়ে তার পৃষ্ঠে সহস্র বেত্রাঘাত কর। তারপর তাকে বধ্যস্থানে নিয়ে শিরশ্ছেদ কর।" আদেশ মাত্র ঘাতক অতি তুষ্ট চিত্তে "হাঁ মহারাজ," বলে সম্মতি দান করল। সে সময় কুমার শয্যা ত্যাগ করে শরীরকৃত্য সমাপণের পর পিতৃ অন্বেষণে চম্পানগরে প্রবেশ করলেন।

তথায় কারাগারে দুঃখগ্রস্ত নিরপরাধী পিতাকে শায়িতাবস্থায় দেখে কারাগার রক্ষীকে জিজ্ঞেস্ করলেন- "এ ব্যক্তি কে?" কারাগার রক্ষী তরুণ তাপসের বাক্য শুনে বলল- "তাপসবর, তিনি এ নগরের ভূতপূর্ব রাজা। কিন্তু এখন তিনি কারাবন্দী। বোধিসত্ত্ব এসব কথা শুনে বুঝতে পারলেন- বন্দী দশাপ্রাপ্ত এ দুঃখী জনই তাঁর পিতা। তখন এ পুণ্য পুরুষ তরুণ তাপসের দেহে সপ্ত হস্তীর শক্তি বিদ্যমান ছিল। তিনি চিন্তা করলেন- "আমি নিজের দৈহিক শক্তিতে এ নগর বিধ্বংস করতে পারি বটে, কিন্তু ইহাতে আমার শীল ভঙ্গ হবে। সুতরাং আমি শীল লঙ্ঘন করবনা। এখন যদি আমি আমার তাপস-শীল ভগ্ন করি, তা হলে অনাগতে আমি চিরকালের মহাপ্রতিষ্ঠা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হবনা।" মহাসত্ত্ব এরূপ চিন্তা করে নিজের পিতার অসহ্য দুঃখ দেখে হৃদয়ে মর্মান্তিক দুঃখ ও শোক উৎপন্ন হল। সে শোক-শল্যে বিদ্ধ হয়ে তথায় তখনই সংজ্ঞা শূন্য হয়ে ভূশায়ী হলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করে অতিকষ্টে পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে পিতাকে বন্দনা করে দাঁড়ালেন। এ দৃশ্য দেখে তথায় উপস্থিত জনগণ বলল- "অহো, দেখ এ রাজার কোন পুত্র কন্যা নেই। এ তাপস এ বন্দী রাজাকে বন্দনা করে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বোধ হয় ইনি সম্বন্ধে এর কিছু হতে পারেন।" জনগণের আলোচনা শুনে তিনি যে বন্দী রাজার পুত্র হন, সে বিষয় প্রকাশ করবার মানসে পিতাকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথায় বল্লেন-

৩৬। "বাবা, আমি আপনার পুত্র। পরিচয় করবার জন্য আমি এখানে এসেছি। আপনার মুক্তির জন্য আমার প্রাণ ত্যাগ করব।" রাজা মহাসত্ত্বের এরূপ কথা শুনে, তাঁকে স্বীয় পুত্র বলে মনে করলেন। তবুও তিনি নিম্নোক্ত গাথা যোগে বললেন।

৩৭। "বাবা, তুমি কার পুত্র? তুমি কোথা হতে এসেছ? তুমি আমার আত্মজ বলে পরিচয় দিচ্ছ। আমার এ জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলি খুলে বল।" তখন বোধিসত্ত্ব রাজাকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৩৮। "বাবা, আমি আপনার নিকট এসেছি। যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে আপনার কম্বল ও বজ্র অঙ্গুরীয়ক দেখুন।" রাজা এ চিহ্নদ্বয় দেখে, ইনি যে তাঁর পুত্র, সম্যক অবগত হয়ে নিম্নোক্ত গাথা যোগে বললেন-

৩৯। বাবা, আমি এখন জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল হয়েছি। তুমি শক্তিশালী বালক। সুতরাং তুমি এখানে জীবন ত্যাগ কেন করবে?" ইহা শুনে মহাসত্ত্ব নিম্নোক্ত গাথায় বল্লেন।

৪০। "এখানে আমার সম্মুখে আপনার মৃত্যু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং আমার সম্মুখে আপনার জীবন ত্যাগ করেন, তা কখনো সমীচীন মনে করি না।" ইহা শুনে যশঃকীর্তি রাজা নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

৪১। "তুমি তোমার মাতাকে ত্যাগ করবেনা। বরঞ্চ আমাকেই ত্যাগ কর। আমার বাক্য রক্ষা কর। তোমার মাতার নিকট চলে যাও।" বোধিসত্ত্ব ইহা শুনে নিম্নোক্ত তিনটি গাথাযোগে বললেন-

৪২-৪৪। "বাবা, আমি কেন পিতার দুঃখ মুক্তির চেষ্টা করবনা? আমি মাতৃ আদেশে এখানে এসেছি। জানবেন, আপনার মৃত্যুতে আমার মৃত্যু, আপনি জীবিত থাকলে আমিও জীবিত থাকব। আমার জীবিতাবস্থায় দুঃখগ্রস্ত পিতাকে ত্যাগ করবনা। আপনার সুখের জন্যই আমার জীবন দেব। ইহাতে দেবগণ ও আমার প্রশংসা করবেন এবং পরে স্বর্গে গিয়ে

আনন্দিত হব।” রাজা প্রিয় পুত্রের এবম্বিধ দৃঢ় বাক্য শুনে, সাশ্রু নেত্রে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৪৫। “হায় হায় বাবা, তুমি কূট রাজার নিকট যেওনা। এখানে এসে আমার জন্যে প্রাণ ত্যাগ করো না।” মহাসত্ত্ব ইহা শুনে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৪৬-৪৭। বাবা, আপনি রোদন করবেন না। এখন আমি সানন্দে উত্তম দান পরমার্থ দান- জীবন দান করব। অদ্য আমার এ জীবন দানের জন্য কোন চিন্তা করছিনা। এ দান একমাত্র বোধিজ্ঞান লাভের জন্য। বাবা, আমার জীবন দান আপনিও অনুমোদন করুন।” এরূপে মহাসত্ত্ব পিতার সঙ্গে এরূপ আলাপ করলেন। পিতার জন্যই জীবন ত্যাগ করে পরমার্থ পারমীর পূর্ণতা সাধন হবে, এ চিন্তা করে তার সৌমণস্য উৎপন্ন হল। এরূপ সৌমণস্য চিত্তভাব নিয়ে কেশরী সিংহের ন্যায় নির্ভীক চিত্তে কুচক্রী রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৪৮-৪৯। “রাজন্, আপনার নিকট আমার এ জীবন বিক্রি করতে এসেছি। অদ্য আমার এজীবন বিক্রয় লব্ধ মূল্যের বিনিময়ে আমার পিতার জীবন ক্রয় করব। আমি এখন তরুণ। আমার পিতা জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ। আপনি আমাকে গ্রহণ করে, আমার পিতাকে কারাগার হতে মুক্তি দিন।” ইহা শুনে কূট রাজা নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় যোগে বললেন-

৫০-৫১। হে তরুণ তাপস, তোমার পিতার জীবন দানের জন্য কারাগার হতে তাকে মুক্তি দিলে, তৎ-পরিবর্তে তোমাকেই কারাগারে আবদ্ধ করা হবে। সুতরাং তোমার বিনিময়ে তোমার পিতা মুক্ত হয়ে যথেচ্ছা সুখে বাস করুক।” মহাসত্ত্ব দুরন্ত রাজার একথা শুনে “সাধু সাধু মহারাজ” বলে

পিতার মুক্তির জন্য কারাগারে উপস্থিত হলেন। তথায় দেবগণকে এবিষয় জ্ঞাপনার্থ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

৫২-৫৩। পুণ্য ঋদ্ধি সম্পন্ন দেবগণ আপনারা সবাই আমার কথা শ্রবণ করুন। আমার জীবন ত্যাগ করে পিতাকে মুক্ত করছি। ভবিষ্যতে বোধিলাভের জন্যই পিতার উদ্দেশে আমার মস্তক, চক্ষু হৃদয় দেহ সমস্তই দিচ্ছি।

মহাসত্ত্ব এরূপে দেব বৃন্দকে বিজ্ঞাপিত করে পিতাকে কারাগার হতে মুক্ত করে বললেন- "পিতা আপনি এবার যথাসুখে বাস করুন।" এবলে তিনি কারাগারে আবদ্ধ হলেন। তখন দুর্বুদ্ধি পরায়ণ রাজার নির্দেশ প্রাপ্ত ঘাতক এসে মহাসত্ত্বকে পঞ্চবন্ধনে বেঁধে আমক শ্মশানে নিয়ে গেল। তথায় তাঁর গ্রীবাদেশ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে খড়ুগ উৎক্ষিপ্ত করল। তৎমুহূর্তে তাঁর শীল তেজানুপ্রভাবে উৎক্ষিপ্ত খড়ুগ চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। ঘাতক এ আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনে সন্ত্রস্ত চিত্তে তখনই কূট রাজাকে এসে এবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করল। পাপিষ্ঠ রাজা এ বিষয় দণ্ডাহত বিষধর সর্পের ন্যায় ক্রোধে গর্জন করে বল্‌ল- তা'হলে তাকে মত্ত হস্তীর দ্বারা মর্দন করার জন্য শ্মশানে মত্তহস্তী ছেড়ে দাও।" ঘাতক তা করল। এবারও বোধিসত্ত্বের তেজানুভাবে মত্তহস্তী তাঁর সমীপস্থ হয়ে ক্রৌঞ্চনাদে পলায়ন করল। ঘাতক তখনই এব্যাপারেও রাজাকে জ্ঞাপন করল। রাজা পুনঃ আরো ক্রোধান্বিত হয়ে বলল- "তাকে সত্বর সজ্যোতিঃভূত প্রজ্জ্বলিত প্রকাণ্ড অঙ্গার গর্তে নিক্ষেপ কর।" ঘাতক তখনই তা করল। তৎক্ষণে বোধিসত্ত্বের শীলতেজে গো-শকট-চক্র প্রমাণ সহস্র দল বিশিষ্ট এক সোনার বরণ পদ্ম পৃথিবী ভেদ করে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার রাশির উর্দ্ধে উত্থিত হল। এতে বোধিসত্ত্ব নিরাময়ে বসে

আছেন। ঘাতক তা দেখে তাও কূট রাজাকে বলল- "মহারাজ, সে তাপস অগ্নি দ্বারা দগ্ধ না হয়ে তারকা রাজির মধ্যে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বিরোচিত হচ্ছে। কূট রাজা ইহা শুনে ততোধিক ক্রোধান্বিত হয়ে ঘাতককে বলল- "তাকে শীঘ্রই চোরপ্রপাতে নিক্ষেপ কর।" ঘাতক তাও করল। তৎমুহূর্তে তাঁর মৈত্রীর প্রভাবে নাগরাজ নাগভবন হতে এসে সুবৃহৎ পদ্মে তাঁকে গ্রহণ করে নাগলোকে নিয়ে গেলেন। তখন কূটরাজ নিরপরাধী মহাসত্ত্বের প্রতি পুনঃ পুনঃ দারুণ দণ্ডের আদেশ করে ও কোন ফল লাভ করতে না পেরে ক্রোধে অধীর হল। ক্রোধ সহ্য করতে না পেরে আসন হতে নেমে ভূতলে পাদ স্পর্শ মাত্রই পৃথিবী কূট রাজার পাপভার সহ্য করতে না পেরে দ্বিধা বিদীর্ণ হয়ে তাকে গ্রাস করল। অবীচী নরক হতে অগ্নিশিখা উত্থিত হয়ে পাপিষ্ঠ রাজা অবীচী নরকে নিপতিত মহা দুঃখ ভোগ করতে লাগল। নাগলোকে নাগরাজ বোধিসত্ত্বকে বিশেষভাবে পূজা-সৎকার করে তাঁকে সঙ্গে লয়ে চম্প নগরে উপস্থিত হলেন এবং তথায় তাঁকে রাজত্বে অভিষিক্ত করে নাগরাজ নাগভবনে চলে গেলেন সে বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

৫৪-৫৫। তখন নাগরাজ মহাপুরুষকে নাগলোক হতে এনে দিব্যাভরণে মণ্ডিত করে দিব্যান্ন ভোজন করালেন। নাগরাজ তাঁকে এনে চম্পানগরে অভিষিক্ত করার পর তাঁর নিকট বিদায় নিয়ে নাগভবনে চলে গেলেন।"

তখন শ্রী বিপুল কীর্তি নিজের পিতার সাথে রাজ্যাভিষেক প্রাপ্ত হয়ে ধর্মতঃ রাজত্ব করতে লাগলেন। তখন বোধিসত্ত্ব মাতার গুণ স্মরণ করে তাঁকে আনবার ইচ্ছা পিতার নিকট প্রকাশ করলেন। তখন পিতা-পুত্র বহু সৈন্য সামন্ত পরিবৃত

হয়ে শ্রীমতি দেবীর বাসস্থানাভিমুখে যাত্রা করলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে অনুত্তর বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৫৬। "শ্রীমতিকে আনবার জন্য উভয় ক্ষত্রিয় সসৈন্যে রাজ্য হতে বের হয়ে তাঁর আশ্রমের সমীপবর্তী হলেন।"

ইতি পূর্বে স্বামী ও পুত্রের বিচ্ছেদ দুঃখ অসহ্য হওয়াতে আশ্রমেই রাণী মৃত্যু বরণ করে ছিলেন। বোধিসত্ত্ব মাতৃ ভক্তির অপূর্ব আকর্ষণে পিতার পূর্বেই আশ্রম প্রাঙ্গণে এসে তথাকার অবস্থা নির্জনতা দেখে তাঁর সন্দেহ হল। তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করে তাঁর মাতার মৃতদেহ দেখে শোকবেগে কম্পিত কলেবরে "আমার মাতার মৃত্যু হয়েছে।" এবলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন পরায়ণ হয়ে বিলাপ সুরে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৫৭। "মা-মা, আমি এসেছি, তোমার নিকট এসেছি। মাগো, তুমি কোথায় গিয়েছ? হায় হায় মাতঃ কেন তুমি শুয়ে রয়েছ? মাগো, তুমি একাকিনী কোথায় গিয়েছ?" রাজা, তাঁর সৈন্যগণ এবং অন্যান্য লোক তথাই উপস্থিত হয়ে সকলেই বহু রোদন করলেন। তখন মহাসত্ত্ব মাতার পূত শবদেহ স্বর্ণ খচিত থলিয়ায় আবদ্ধ করে রাজ শিবিকায় স্থাপন করে চম্পা নগরে এসে চিন্তা করলেন- "এখন আমার মাতার গুণের প্রতিগুণ দানের নিমিত্ত আমি জীবন ত্যাগ করব। অদ্য আমার মাতাকে আমার বক্ষের উপর দগ্ধ করে অনাগতে সর্বজ্ঞতা, জ্ঞান লাভের উপায় করব।" মহাসত্ত্ব এরূপ চিন্তা করে স্বীয় পিতার নিকট গিয়ে তাঁকে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা করলেন। তারপর নিজের অনিত্য ও অসারত্বভাব উল্লেখ করে মাতার গুণ পরিশোধের জন্য স্বীয় জীবন পরিত্যাগের কথা পিতাকে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৫৮। “হে রথার্ষভ, আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন- আমি মাতার জন্য সজ্জিত চিতায় শয়ন করব। মাতার শবদেহ রক্ষিত সুবর্ণ থলিয়াটি আমার বক্ষোপরি রেখে দগ্ধ করবেন। মাতার সঙ্গেই আমার মৃত্যু বাঞ্ছনীয়।” যশঃকীর্তি রাজা প্রিয় পুত্রের এসব কথা শুনে তাঁকে আলিঙ্গন করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৫৯। “বাবা, তুমি এমন কর্ম করোনা। তুমি আমার একমাত্র পুত্র। আমাকে ত্যাগ করোনা। আমার কথা রক্ষা কর। তোমার জন্য যেন আমার অনুতাপ করতে না হয়।”

রাজা এরূপে নিবারণ করলেও বোধিসত্ত্ব পিতৃগুণ অজানার ন্যায় পিতৃবাক্য গ্রহণ না করে মাতৃ-শোকে বিমূঢ় হয়ে সজ্জিত চিতায় কাষ্ঠোপরি উত্তান অবস্থায় শায়িত হলেন। তখন তথায় সমাগত জনগণ দ্বারা স্বীয় মাতার শবদেহ রক্ষিত সুবর্ণ থলিয়া নিজের বক্ষোপরি লয়ে অগ্নি সংযোগ করলেন। বোধিসত্ত্বের কৃতজ্ঞতা গুণ প্রভাবে এবং বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব নিমিত্ত স্বরূপ সে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অতি প্রবলভাবে প্রজ্জ্বলিত হলেও, কিন্তু মহাসত্ত্বের লোমকূপ মাত্র ও উত্তপ্ত হল না। তথায় সমাগত মহাজনতা প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার রাশির মধ্যভাগে বোধিসত্ত্বকে শায়িতাবস্থায় সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় বিরোচিত হতে দেখে সাধুবাদের সাথে প্রত্যেকের উত্তরীয় বস্ত্র ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপন করে তাঁকে সগৌরবে পূজা করলেন। মহাসত্ত্ব এরূপে বিপুল পূজা সৎকার সহযোগে মাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। তখন মহাসত্ত্বের তেজানুভাবে চার নিযুত দুই লক্ষ যোজন দল বিশিষ্ট এ মহাপৃথিবী মত্তহস্তীর ন্যায় গর্জন করে কম্পিত হল। সুমেরু পর্বতরাজ চম্পা নগরাভিমুখী হয়ে বীজাম্বুরের ন্যায় নমিত হল। মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হল। আকাশে ঘন বিদ্যুৎ লহরী

নিসৃতঃ হল। দেব-নরের সাধুবাদ শব্দে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত মুখরিত হল। সে সময় চম্পা নগরের সর্বস্থানে বহুবিধ আশ্চর্যজনক অলৌকিক ব্যাপারের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মহাসত্ত্ব বিপুল পর্বতের পাদদেশে স্বীয় মাতার পর্ণশালার অনতিদূরে একগ্রাম পত্তন করলেন। সে গ্রামবাসী দ্বারা মাতার পূণ্য স্মৃতি স্মরণার্থ মাতার মৃত্যুস্থানে প্রত্যেক মাসে মহাসমারোহে পূজাসৎকার সম্পাদন করা হত। সে গ্রামখানি "পর্ণশালা কর্মনিগ্রাম" নামে পরিচিত হয়েছিল। মহাসত্ত্ব চম্পানগরে স্বীয় মাতার অস্থি ও অঙ্গার সমূহ উত্তম সুবাসিত জলে ধৌত করলেন এবং তা সুবর্ণ পাত্রে গ্রহণ করে দেবীর চিতায় নিধান করলেন। তদুপরি একটি প্রকাণ্ড সুবর্ণ চৈত্য তৈরী করালেন। তিনি প্রতি অর্দ্ধমাসে উক্ত স্মৃতি চৈত্যে উপস্থিত হয়ে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা করতেন এবং বিশিষ্টভাবে মহাপূজা সৎকার করতেন। তৎপর তথায় আগত জনগণকে মহাদান দিয়ে সবাইকে নিম্নোক্ত গাথাযোগে উপদেশ দিতেন-

৬০। "সজ্জন মণ্ডলী, আমি যেভাবে দান-কার্য সম্পাদন করছি, তোমরা ও অপ্রমাদের সহিত সেরূপ যথাশক্তি দানকর্মে আত্ম নিয়োগ কর।" তদবধি জনগণ মহাসত্ত্বের উপদেশানুসারে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর সবাই দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। মহাসত্ত্ব ও পিতার সাথে চম্পানগরে রাজসম্পত্তি পরিভোগ করে আজীবন দানাদি পুণ্য কার্য্য সম্পাদন করলেন এবং মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। ভগবান জেতবনে সম্মিলিত ভিক্ষুদের নিকট এ জাতক কাহিনী সমাপ্ত করবার পর উক্ত মাতা-পিতা পোষক ভিক্ষুকে চতুর্বিধ আর্য সত্য দেশনা করবার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

৬১-৬২। "দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য এবং মার্গ সত্য, এ চতুর্বিধ আর্য সত্য সর্বদা আমি দেশনা করেছি। ত্রৈভূমিক দুঃখ সত্য, তৃষ্ণা সমুদয় সত্য, নির্বান নিরোধ সত্য এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকেই মার্গ সত্য বলা হয়।

এ চতুরার্য সত্য দেশনাবসানে মাতা-পিতা পোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তৎপর শাস্তা এ জাতক উপসংহার করে ছয়টি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৬৩-৬৮। তখন রাজা লুণ্ঠনকারী অতি পাপিষ্ট, কূটরাজা এখন আমার প্রতি শত্রুতা আচরণকারী পাপ ধর্ম পরায়ণ দেবদত্ত। মহাতেজশালী নাগরাজা এখন ছন্ন অমাত্য। দেবরাজ ইন্দ্র এখন অনুরুদ্ধ। শ্রীমতি রাজ-মাতা এখন মহামায়া। পিতা যশঃকীর্তি রাজা এখন শুদ্ধোদন মহারাজ। অমাত্য ও নগরবাসী সবাই এখন আমার শাসন পুরক শ্রাবক সংঘ। ধর্মে স্থিত ধার্মিক রাজা শ্রী বিপুল কীর্তি এখন আমি লোকনাথ তথাগত সম্বুদ্ধ। নিত্য ত্রিবিধ সুখকামী অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(শ্রী বিপুল কীর্তিরাজ জাতক সমাপ্ত।)

২০। সপ্তধনু জাতক

"হায় হায় পুত্র, এখানে ফিরে এস" এ বিষয় ভগবান বুদ্ধ জেতবন বিহারে বাস করবার কালে মারবল দমন বিষয় সম্পর্কে বলেছিলেন।

একদা ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় বসে এরূপ কথা উত্থাপন করলেন- "আমাদের তথাগত চক্রবর্তী রাজত্ব ত্যাগ করে প্রব্রজিত হলেন। তিনি দীর্ঘপ্রস্থে দ্বাদশ যোজন স্থান পরিব্যাপ্ত মার-সেনাকে পরাজয় করেছেন। আয়ুধাদি মারন অস্ত্র বিনা

মারবল ধ্বংস বিধ্বংস করে মহাবিজয় লাভ করেছেন। ভগবান বুদ্ধ গন্ধকুঠি হতে তাদের এ আলাপ শুনে উক্ত ধর্মসভায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে উপবেশন করে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন এখানে কি বিষয়ের আলোচনা করছ?" তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্যমান সব বিষয় বুদ্ধের নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন বুদ্ধ বললেন- "তোমাদের আলোচ্যমান বিষয়টি তেমন অধিক আশ্চর্য্য নয়। পূর্বে আমি সমত্রিংশ পারমী ধর্ম পূর্ণ করার সময় কোন ও একজন্মে বোধিসত্ত্বাবস্থায় অপরিপক্ক জ্ঞানে আরণ্যিক যক্ষকে ও দমন করেছিলাম।" এরূপ বলে বুদ্ধ মৌনভাব অবলম্বন করলেন। তখন সভাস্থ ভিক্ষুগণ সে অতীত বিষয় প্রকাশ করে বলবার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ জ্ঞাপন করায় তিনি সেই অতীত বিষয়ের অবতারণা করে বললেন-

অতীতে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামক জনৈক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাণীর সংখ্যা ছিল ষোল সহস্র। তন্মধ্যে কেসিনী নাম্নী রাণীই ছিল অগ্রমহিষী। এ রাণীদের কারো নিকট পুত্র-কন্যা ছিল না। একদা নগরবাসী বৃন্দ রাজাঙ্গনে একত্রিত হয়ে রাজ্যরক্ষার বিষয় নিয়ে উচ্চশব্দে আলাপ করতে লাগলো। রাজা এসব উচ্চশব্দ শুনে সিংহদ্বারে এসে দেখলেন- বহুলোক সমবেত হয়েছে। তখন রাজা জনগণকে বললেন- 'ভদ্রগণ' আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন কেন? জনতা করজোড়ে বললেন- "দেব, আপনার মৃত্যু হলে, আমাদের কীদশা হবে? সুতরাং এ রাজ্যভার পরিচালনা করতে পারে, এমন একটি পুত্র প্রার্থনা করুণ।" রাজা "সাধু" বলে তাদের বাক্যে সম্মত হয়ে রাণীদের ডেকে বললেন- "তোমরা সবাই পুত্র প্রার্থনা কর। তোমাদের প্রার্থনায় প্রথমে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, তাকেই

আমি রাজত্ব প্রদান করব।" একথা শুনে রাণীগণ স্বীয় স্বীয় পূজার্হ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম ও পূজা করে পুত্র প্রার্থনা করলেন। তাঁদের কামনা সফল হলনা। অগ্রমহিষী কেসিনী দেবী পূর্ণিমা দিবসে উপোসথ শীল গ্রহণ করে অযুত টাকার খাদ্য ভোজ্যাদি দানীয় বস্তু দরিদ্রকে দান দিয়ে সাধারণ শয্যায় শয়ন করলেন এবং নিজের গৃহীত শীল বিষয় চিন্তা করে সঙ্কল্প করলেন- "যদি আমার শীল অখণ্ড থাকে, শীল রক্ষার প্রভাবেই আমার পুত্র লাভ হউক।" এরূপ সংকল্প করা মাত্রই দেবরাজ ইন্দ্রের রাজাসন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। দেবরাজ ইহা অনুভব করে চিন্তা করতঃ দিব্যজ্ঞানে কেসিনী দেবীর উক্ত সংকল্প সম্বন্ধে জান্‌তে পারলেন। তখন তিনিও মনস্থ্ করলেন- "উক্ত দেবীকে নিশ্চয়ই পুত্র লাভের উপায় করে দিতে হবে।" এচিন্তা করে দেবরাজ কেসিনীর উপযুক্ত পুত্র কাকে পাবেন চিন্তা করে দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন- দেবপুত্র বোধিসত্ত্বকে। তখন তিনি বোধিসত্ত্বকে বললেন- "হে মারিষ' আপনি মনুষ্য লোকে গিয়ে কেসিনী দেবীর উদরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করুণ।" দেবরাজ তাঁকে এরূপ অনুরোধ করার পর অতি প্রত্যুষ কালে কেসিনীদেবীর শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে দেবীর কর্ণমূলে বললেন- হে দেবী, অদ্য প্রাতে যথাযথভাবে সজ্জিতা হয়ে সিংহ পঞ্জরে গিয়ে বর্হিমুখী হয়ে দাঁড়াবেন। তখন এক শ্যেন পাখী আপনার সম্মুখে একটি ফল ফেলে দিবে। তা আপনি ভক্ষণ করবেন। এতে আপনার গর্ভে পুত্র সন্তান উৎপন্ন হবে।" এবলে দেবরাজ স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন দেবী নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে প্রাতঃস্নানাদি করে স্বপ্নে দৃষ্ট নিয়মে সিংহদ্বার খুলে বর্হিমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেন পাখীর রূপ ধারণ করে উড়ে এসে দেবীর সম্মুখে একটি ফল দিয়ে

গেলেন। দেবী তা লয়ে ভক্ষণ করলেন এবং ফলের বীজটা ফেলে দিলেন। এমন সময় জীর্ণ শীর্ণ ঘোটকী এসে উক্ত ফলের বীজটি খেয়ে নিল। এতে তৎক্ষণাৎ ঘোটকীর গর্ভ সঞ্চার হল। কেসিনী দেবীর ও তাই হল। তখন দেবী রাজার নিকট গিয়ে প্রফুল্লচিত্তে রাজাকে বললেন- "মহারাজ আমার গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। মনে হয় পুত্র সন্তানই হবে। আমার বহু শত্রু আছে। সুতরাং আমার সুরক্ষা বিধান করুন।" রাজা রাণীর একথা শুনে অতিশয় প্রীত হয়ে তাঁকে নিরাপদে রক্ষার জন্য কয়েক জন প্রহরী নিযুক্ত করলেন। এদিকে ঐ ঘোটকী দেবীর পূর্বেই এক শাবক প্রসব করল। শাবকের চক্ষুদ্বয় মনিগোলকের ন্যায় হয়েছিল। তাই এর নাম রাখা হয়েছিল "মনিকাক্ষা" রাণী ও দশমাস পরে সুবর্ণ কান্তি এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তাঁর জন্মক্ষণে জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজা সপ্তবিধ রত্ন এবং সহস্র প্রকারের বহুমূল্যবান উপহারদ্রব্য তাঁর জন্য পাঠালেন। রাজা এ নবজাত পুত্রের নাম রাখলেন "সপ্ত ধনু কুমার।" এ বালক বয়স্ক হলে ধনু বিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেছিলেন। সে কারণে তার নাম সমগ্র জম্বুদ্বীপে "সপ্তধনু" নামে বিশেষভাবে প্রকট হল। তখন তাহার মাতুলের একটি পুত্র একটি কন্যা ছিল পুত্রের নাম সেবক কুমার। কন্যার নাম "করেনুবালা" কন্যাটি অতিশয় দর্শনীয়া মনোরমা ও রূপবতী ছিল। এরূপ লাবন্যময়ী কন্যা বোধিসত্ত্বেরই ভার্যা হবার উপযোগী।

এক সময় বোধিসত্ত্ব সেবক কুমারের সাথে ক্রীড়া করবার কালে এক স্ত্রীরূপ অঙ্গন করলেন তা সেবক কুমারকে দেখিয়ে বললেন- "এ ছবিটি তোমার ভগ্নীর ন্যায় হয়েছে কিনা দেখ।" সেবক কুমারকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- "আপনি তাকে

কখনো দেখেছেন কি?" ইত্যাদি বলে উভয়ের মধ্যে অনেক কিছুর আলোচনা হল।

বোধিসত্ত্ব যখন ষোড়শ বর্ষে পদার্পন করলেন, তখন তাঁর পিতা ব্রহ্মদত্ত রাজা পরলোক গমন করলেন। নগর বাসীরা রাজার দাহ ক্রিয়া সমাপন করে রাজ পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করার দিন নির্দ্ধারণ করলেন। উক্ত নির্দ্ধারিত দিনে প্রধান অমাত্য এক সৈন্ধক ঘোট্যক মনোরমভাবে সাজিয়ে বোধিসত্ত্বের নিকট নিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব তা দেখে অমাত্যকে বললেন- "ভদ্রগণ, আমার জন্য ঐ "মনিকাক্ষ" অশ্বটি সর্বালঙ্কারে বিভূষিত করে নিয়ে আসুন!" তখন অমাত্যগণ তা করলেন। বোধিসত্ত্ব এর পৃষ্ঠে আরোহণ করা মাত্রই তুর্যভেরী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র আশ্চর্য ও মনোরম শব্দে ধ্বনীত হল। আর সাধুবাদ ও করতালী শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত হল। অর্শ্ব উর্দ্ধদিকে উল্লম্পল দিয়ে ক্রমশঃ সপ্ততাল বৃক্ষ প্রমাণ উর্দ্ধে উঠে একদিকে চলতে লাগল। অর্শ্বের এই রূপ আশ্চর্য গমন দর্শন করে জনগণ কেসিনী দেবীকে তা নিবেদন করলেন। তখন দেবী তথায় এসে বললেন- "পুত্র, শীঘ্রই এখানে ফিরে এস" তা শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন- "মা, এ অশ্ব আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।" পুনঃ দেবী বলেন "হে আমার একমাত্র প্রিয় পুত্র, তুমি অশ্বকে এদিকে ফিরে নিয়ে এস। আমাকে অনাথিনী করোনা।" এ বলে আলু থালু কেশে আর্দ্র বস্ত্রে গ্রাম দ্বারে গিয়ে দেখলেন- বোধিসত্ত্ব দূর দূরান্তরে চলে যাচ্ছেন। তিনি উর্দ্ধমুখী হয়ে বক্ষে বারম্বার করাঘাত করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১। "ওহে বক্ষের ধন পুত্র, এখানে ফিরে এস, আমাকে অনাথিনী করোনা। তোমায় না দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।"

বোধিসত্ত্ব মাতার নির্দেশ রক্ষার ইচ্ছায় অশ্বের গতিবেগ নিবারনের জন্য বহু চেষ্টা করলেন। এতে বিফল মনোরথ হয়ে অশ্বের মস্তক ছেদনের জন্য কোষ হতে অসি বের করলেন। অশ্ব তা জ্ঞাতঃ হয়ে বলল- "দেব, আমাকে হত্যা করবেন না। যেহেতুঃ- আমি আপনার রাজ্যদায়ক।" রাজ কুমার বললেন- 'তা কি সত্য? অশ্ব বলল- হাঁ দেব সত্যই।' তখন তিনি অসি কোষে রক্ষা করে মাতৃ গুণ স্মরণ করলেন এবং সাশ্রু নয়নে মাতার উদ্দেশ্যে বন্দনা করলেন। তখন অশ্ব অনুক্রমে মহাসত্ত্বকে নিয়ে 'শ্বেত' নামক নগরে উপস্থিত হলেন। তখন সে রাজ্যে "সেদ" নামক রাজা রাজত্ব করতেন। তার অগ্রমহিষীর নাম ছিল "পদুম গর্ভা দেবী" তাঁর "চিরপ্রভা" নামী এক কন্যা ছিল। এ কন্যা অতিশয় রূপবতী, দর্শনীয়া ও মনোরমা। সে যেন দিব্য রূপবতী দেবকন্যা। এ অসাধারণ রূপবতীর 'পদুমা' নামী এক কুব্জা পরিচারিকা ছিল। এ রাজকন্যাকে লাভ করবার ইচ্ছায় জম্বু দ্বীপের রাজন্য বর্গ বহু হস্তী, অশ্ব, গো, মহিষ, সপ্তরত্ন ও বহুবিধ বিলাস সামগ্রী চিরপ্রভার পিতার নিকট পাঠিয়ে দিত। কিন্তু রাজা প্রত্যেকেরই উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন। চির প্রভাকে সুরক্ষার জন্য সর্বক্ষণ প্রহরী নিযুক্ত থাক্‌ত। পরিচারিকা কুব্জা প্রহরিনি সকল সময় রাজ কন্যার সঙ্গেই অবস্থান করত সপ্ততল প্রাসাদের সপ্তমতলায়।

বোধিসত্ত্ব সে নগরে বর্হিভাগে স্বীয় আভরণাদি খু'লে অশ্বকে বললেন- "মণিকাক্ষ" তুমি দূরে যেওনা। তোমাকে যখন স্মরণ করব, তখনই আমার নিকট আসবে।" অশ্বও 'হাঁ' বলে প্রশ্রুত হয়ে রাজন্তপুরের মাঠে চরতে লাগল। তখন বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে নগরে প্রবেশ করলেন।

অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁকে দেখে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করলেন। সে সময়ে, পথে, ঘাঠে, মাঠে সর্বত্র সবারই মুখে কেবল চিরপ্রভার রূপ বর্ণনাই চলছে। চিরপ্রভা অসামান্য রূপবতী হওয়ার একমাত্র কারণ হল, সে পূর্বজন্মে ভিক্ষু সংঘকে চর্তুপ্রত্যয় দান ও পূজা করার প্রভাবে এবং বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করিয়ে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পূজা সৎকারেরই ফল।

বোধিসত্ত্ব এসব শুনে সঙ্কল্প করলেন- "আমি নিশ্চয়ই চিরপ্রভাকে দর্শন করব।" এরূপ চিন্তা করে বিবিধ সুরভি গন্ধে দেহ সুরভিত করে পুষ্পমাল্য ও সমুজ্জ্বল অলঙ্কারে মনোরমভাবে সজ্জিত হয়ে অশ্বকে স্মরণ করলেন। তৎক্ষণাৎ অশ্ব তাঁর নিকট এসে বলল- "দেব, কেন আমাকে স্মরণ করলেন?" কুমার বললেন- প্রিয় মণিকাক্ষ, আমি চিরপ্রভা দেবীকে দেখতে একান্ত ইচ্ছা করি।" অশ্ব 'সাধু' বলে তাঁর কথা অনুমোদন করল। তখন তিনি কতেক সুগন্ধি দ্রব্য ও মনোরম পুষ্পমালাদি লয়ে অশ্ব পৃষ্টে আরোহণ করতঃ চিরপ্রভার প্রকোষ্ঠ দ্বারে উপস্থিত হলেন। তথায় দরজার ছিদ্র পথে দেখলেন- পরিচারিকার সাথে সুবর্ণ প্রতিমার চেয়েও অনিন্দ্য সুন্দরী চিরপ্রভা দেবী মহার্য শর্য্যায় নিদ্রিতা। তখন কুমার ত্বরিত গতিতে দ্বার খুলে চিরপ্রভার প্রকোষ্টে প্রবেশ করলেন। তাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তখন তিনি রাজকন্যার মস্তক সুগন্ধিতে সুবাসিত করে বিবিধ মালায় বেণী অলঙ্কৃত করলেন। এরূপে যথেচ্ছা-ভাবে চিরপ্রভাবে সাজিয়ে অবশিষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য ও সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে পদুম পরিচারিকাকে সজ্জিত করে তার পৃষ্টদেশের বস্ত্রে কুর্মরূপ অঙ্কণ করে দিলেন। তখন মণিকাক্ষ অশ্ব বোধিসত্ত্বকে বলল- "মহারাজ, রাত্রির মধ্যমযাম অতীত হয়েছে। এখন চলুন যাই।" একথা শুনে

বোধিসত্ত্ব তখনই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে রাজবাড়ীর বর্হিভাগে এসে অশ্বকে বললেন- "হে মণিকাক্ষ, চিরপ্রভাকে না পেলে আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু হবে। সুতরাং তুমি রাত্রি থাকতেই পুনঃ আমার নিকট উপস্থিত হবে। অশ্বও "হাঁ দেব" বলে যথাস্থানে চলে গেল।

প্রভাত হওয়ার সাথে সাথেই চিরপ্রভা দেবী গাত্রোত্থান করে পদুম পরিচারিকাকে সুসজ্জিত ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিতা দেখে সহাস্যে বললেন- "হে পদুম, তুমি এ মাল্য কোথায় পেলে?" তখন সেও তাঁকে বলল- "আর্যে, আপনি এসব সাজ সজ্জা কোথায় পেয়েছেন?" ইহা শুনে চিরপ্রভা দর্পনে নিজের সজ্জা দেখে চিন্তা করলেন- "অদ্য বোধ হয় এখানে কোন দেবতা এসেছিলেন।" এরূপ সন্দেহ করে পরিচারিকাকে বললেন- "অদ্য রাত্রিতে তুমি এর পরীক্ষা করতে হবে।" পদুমা এতে সম্মতা হল।

বোধিসত্ত্ব ও উক্তরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় রাত্রে ও রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন কিন্তু তিনি নিদ্রিতাবস্থায় থাকতেন। তাই তিনি তার আগমন কিছুই জানতেন না। পদুমা বলল- "অদ্য রাত্রে ও এ লোকটা নিশ্চয়ই আসবে। সুতরাং সারারাত্রি জাগ্রত থেকে তাকে ধরতে হবে।" এ বলে উভয়ে সে রাত্রি বিনিদ্রাবস্থায় রইলেন। এদিকে কুমার মধ্যরাত্রে অশ্বকে স্মরণ করলেন। তখনই অশ্ব তাঁর সম্মুখে এসে পড়ল। তিনি অশ্বে আরোহণ করে চিরপ্রভার শয়ন প্রকোষ্টে উপস্থিত হয়ে অশ্বকে বললেন- "এখন তুমি চলে যাও। তোমার স্মরণ করা মাত্রই পুনঃ এখানে আস্‌বে। মহাসত্ত্ব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে দেখলেন- দাসীসহ চিরপ্রভা জাগ্রত আছেন। রাজকন্যা কুমারকে দেখে বিমুগ্ধা হলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকক্ষণ

আলাপের পর রাজপুত্র নিজের পরিচয় দিলেন। রাজদুহিতা তার সম্যক পরিচয় পেয়ে মহানন্দে তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করলেন। চিরপ্রভার পিতা তা জেনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন। তখন রাজ কুমারকে বধ করবার অভিপ্রায়ে অমাত্যকে বললেন- "অমাত্য প্রবর, এ হতে সপ্তম দিবসে বারাণসী রাজকুমারের ধনুবিদ্যা দেখতে ইচ্ছা করি। সুতরাং তুমি শীঘ্রই চার আঙ্গুল দল বিশিষ্ট ডুমুর বৃক্ষের ফলক সপ্তসারিতে শক্তভাবে স্থাপন করাও। এর পুরোভাগে চার আঙ্গুল দল বিশিষ্ট লৌহ ফলক, এর পর অনুক্রমে চার আঙ্গুল দল বিশিষ্ট অম্রফলক, বালুকা পূর্ণ সপ্ত শকট সপ্ত সারি করে তাল বৃক্ষ, এর পুরো ভাগে সারিবদ্ধ ভাবে বৃক্ষসারের খুঁটি শক্তভাবে স্থাপন কর।" অমাত্য ছয় দিনের মধ্যেই রাজার নির্দেশ অনুসারে কাজ সম্পাদন করে রাজাকে এ সমাপ্তি খবর জ্ঞাপন করলেন। তখন রাজা অমাত্যকে বললেন- "এখন তুমি গিয়ে সপ্তধনু কুমারকে বল- "সে সভাস্থলে এসে ধনুবিদ্যা দেখিয়ে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করুক।" অমাত্য তখনই এ খবর বোধিসত্ত্বকে জ্ঞাপন করলেন। তা শুনে তিনি সর্বালঙ্কারে বিভূষিত হয়ে রাজকন্যার হাত ধরে শ্রী সম্পন্ন রাজলীলায় সূজা সহ দেবরাজের ন্যায় প্রসাদ হতে অবতরণ করে অন্তিম সোপানে দাঁড়িয়ে অবলোকন করলেন। তখন তাঁর প্রত্যেক দৃষ্ট স্থান কম্পিত হল। শ্বেত রাজা পদুমগর্ভা, সেনানি বৃন্দ, জম্বুদ্বীপের রাজন্য বর্গ, জনসাধারণ ও অমাত্যগণ সবাই বোধিসত্ত্বকে দেখে বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে হর্ষধ্বনি সহ করতালি দিলেন এবং মস্তক অবনত করলেন। কুমার সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে রাজা ও তার অগ্রমহিষীকে বন্দনা করলেন। তখন রাজা বললেন- "হে ভদ্র যুবক, আমরা এখন তোমার ধনুর্বিদ্যা দেখতে চাই।" তিনি

বললেন- "হে দেব" এরূপ বলে চাদরের অভ্যন্তর হতে ধনু ও শর বের করে আকাশের দিকে ক্ষেপন করলেন। শর সহ ধনু তখনই সকলের সম্মুখে পতিত হল। এর পর বোধিসত্ত্ব সমবেত জন মণ্ডলীকে আহ্বান করে বললেন- "সমাগত ভদ্রগণ, এখানে জম্বুদ্বীপের রাজন্য বর্গ উপস্থিত আছেন। সুতরাং তাদের মধ্যে যিনি সমর্থ হন, তিনি এ ধনুর্গুণ যোজনা করুন।" এ ঘোষণা শুনে রাজগণের প্রত্যেকে চেষ্ঠা করলেন, কেনই এ ধনু কেশাগ্র মাত্রও বাঁকা করতে পারলেন না। তখন বোধিসত্ত্ব একমাত্র কণিষ্ঠাঙ্গুলেই ধনুর্গুণ যোজনা করে শর কলাপ হাতে নিয়ে গজেন্দ্র গমনে চারিদিকে বিচরণ করে রাজাকে বললেন- মহারাজ, এখন কিসে লক্ষ্য ভেদ করব? তা বলুন।" রাজা বললেন- ঐ যে সপ্তস্থর করে উদুম্বর ফলক, লৌহফলক, তাম্রফলক স্থাপন করা হয়েছে, তা এবং কাষ্ঠনির্মিত মৃগের দক্ষিণ চক্ষু ভেদ কর।" তখন মহাসত্ত্ব একটি মাত্র শরে সমস্ত ভেদ করার পর শরটি আকাশ পথে এসে বোধিসত্ত্বের সম্মুখে পড়ল। এ আশ্চর্য দৃশ্য দেখে মহাজনতা সহ শ্বেত রাজা বোধিসত্ত্বকে পরিবেষ্টন করে অজস্র বস্ত্রালঙ্কার উপহার দিলেন। তাঁদের হর্ষধ্বনিতে দিগ্মণ্ডল মুখরিত হল। তৎক্ষণাৎ দেবব্রহ্ম লোকে ও মহাশব্দ বিঘোষিত হল। দিব্য কুসুম, সুগন্ধি চুর্ণ ও পুষ্পমাল্য বিলেপনাদি বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হল। বোধিসত্ত্বের তেজবলে এ মহা পৃথিবী কম্পিত হল। রাজা তখন অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করে বোধিসত্ত্বকে বক্ষে ধারণ করলেন। তখনই মহাজন সমাগমে স্বীয়কন্যা চিরপ্রভার সাথে শুভ পরিণয় মঙ্গল সম্পাদন করলেন। উপস্থিত জনতা আনন্দিত হলেন। বাদ্য ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠল। সপ্তাহ কাল ধরে মহাউৎসব প্রবর্তিত হল। বোধিসত্ত্ব

পরম সুখে নিরাপদেই সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। অতঃপর এক রাত্রে কুমার মাতার বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে পড়লেন। রাত্রির অবসানে প্রত্যুষে তিনি শয্যা ত্যাগ করে বিচ্ছেদ বিধূর অন্তরে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২। "মাতার বিচ্ছেদ জ্বালা মম অসহ্য এখন, তাঁর দর্শন আমি কবে পাব হায়, মাতাকে না দেখলে জীবন আমার, সংশয় হইবে নিশ্চয়।" এরূপ বলে তিনি রোদন করতে লাগলেন।

চিরপ্রভা দেবী জাগ্রত হয়ে স্বামীকে ক্রন্দনের কারণ বারত্রয় জিজ্ঞেস করলেন। চতুর্থবার জিজ্ঞেস করার পর মহাসত্ত্ব বললেন- "মাতার জন্য আমার প্রাণ কাঁদ্ছে। আমার অভিষেক মঙ্গল দিবসেই "মনিকাক্ষ" অশ্ব তোমার জন্যই আমাকে নিয়ে এসেছে। এখন মাতার জন্যই আমি বিশেষ শোকগ্রস্ত। দেবী বললেন- "দেব, এখন কি করা যায়?" ভদ্রে, মাতার দর্শন পেলেই আমি শান্তি অনুভব করব। তুমি এখানে নিরাপদে বাস কর। আমি মাতার নিকট যাব।" দেবী বললেন- "দেব, আমিও আপনার সাথে যাব।" মহাসত্ত্ব তাহাতে বাঁধা দিলেন। এরূপে দেবী দু'তিন বার কাতর প্রার্থনা জানালেন বটে, কিন্তু মহাসত্ত্ব রাজী হলেন না। তিনি বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্বাশুরের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁকে বিনীতভাবে বন্দনা করে বললেন- "দেব এখন আমি মাতাকে দর্শন মানসে আমার রাজ্যে যাব।" তখন রাজা তাঁকে দেশে না যাওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা সত্ত্বেও মহাসত্ত্ব তাতে রাজী হলেন না। অগত্যা রাজা তাঁকে বললেন- বাবা, তাহলে তোমার ভার্যা চিরপ্রভাকে ও সাথে নিয়ে যাও।" শ্বশুরের কথায় মহাসত্ত্ব সন্তুষ্ট হয়ে মাতৃ দর্শনে গমনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তৎপর রাজা ও রাণী পরামর্শ করে পর দিবস চিরপ্রভাকে উৎকৃষ্ট পোষক-

পরিচ্ছদ ও মূল্যবান অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বললেন- "মাত, তুমি সর্বদা অপ্রমত্ত থাকিও।" ইত্যাদি উপদেশ প্রদান মানসে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

৩। "মাত, তুমি প্রমত্ত হয়োনা। অপ্রমত্তভাবে অবস্থান করবে। গুরুজন ও স্বামীকে সর্বদা নির্ভূল ভাবে সেবা করবে।"

এরূপে রাজা রাণী কন্যাকে উপদেশ দিয়ে পাথেয়্যাদি সহ তাঁকে বোধিসত্ত্বের হাতে সমর্পণ করলেন। তিনি শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে ভক্তি সহকারে বন্দনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার পর চিরপ্রভাকে সাথে করে প্রাসাদ হতে অবতরন করলেন। তথায় জনগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৪। "ভদ্রেগণ, আমি স্বজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে আপনাদের নিকট যদি কোন দোষ করে থাকি, তা সবাই আমায় ক্ষমা করবেন। আপনারা কোন প্রকার পাপ কর্ম করবেন না।" নগরবাসী জনগণ এদৃশ্য দর্শনে করযোড়ে রোদন করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৫। "আমরা এ যাবৎ আপনাকে দেখে আনন্দ পেয়েছি। এবার দীর্ঘকাল আপনার পুণ্যপ্রভাব দর্শনে বঞ্চিত থাকব। অহো, আপনার অভাব আমাদের অসহ্য হবে। হয়তঃ চিরকাল আর আপনার দেখাও পাব না।"

এবলে জনগণ রোরুদ্যমান হয়ে আকুল প্রাণে দাঁড়িয়ে রইল। তখন বোধিসত্ত্ব মনিকাক্ষ অশ্বকে স্মরণ করা মাত্র অশ্ব তথায় উপস্থিত হল। তখন তিনি সস্ত্রীক অশ্বপৃষ্টে আরোহণ করার পর অশ্ব আকাশ পথে ধাবমান হল। এক দিবসে সাতশত যোজন পথ অতিক্রম করল। এরূপ তীব্রবেগে গমন করাতে বোধ হল যেন আকাশে অত্যাশ্চর্য বিচিত্র এক সুদৃশ্য স্বর্ণ মালিকা চলে যাচ্ছে। এরূপ তীব্র বেগে চলায় "চির প্রভা

দেবীর কষ্ট হচ্ছে” মনে করে বোধিসত্ত্ব মণিকাক্ষকে বললেন মণিকাক্ষ, তোমার তীব্র গতি বিধায় বায়ুতে চিরপ্রভাদেবীর কষ্ট হচ্ছে। এখন এখানে নেমে বিশ্রাম কর।” তখন অশ্ব বলল- “এ অরণ্য একক্রুর যক্ষদ্বারা রক্ষিত। এ যক্ষটি তিন বৎসর যাবৎ বৈশ্রবণ রাজার জল আহরণের কাজে নিযুক্ত ছিল। নির্ভূলভাবে কাজ সম্পাদন করার পর বিদায়কালীন সে বৈশ্রবণ রাজাকে বল্‌ল- “দেব, আমি যেখানে বাস করব, সে স্থানের চতুর্দিকের সীমারেখার মধ্যে যে প্রাণী পাব, তাকে যেন আমি ভক্ষণ করতে পারি, এবরটি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুণ। বৈশ্রবণ রাজা ও তার কাজে তুষ্ট বিধায় তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পে’রে বললেন- “তুমি যে স্থানের সীমা নির্দিষ্ট করে দিলে, সে সীমার মধ্যভাগে একখানা প্রাসাদ নির্মাণ কর। সে প্রাসাদে যে পথিক রাত্রি যাপনের জন্য প্রবেশ করবে, তুমি ঐ প্রাসাদ-দ্বারে গিয়ে তাদের তিনবার জিজ্ঞাসা করবে- “এঘরে তোমরা কে আছ?” প্রত্যেকবারে যদি “আমি আছি” বলে উত্তর পাও তবে তারা তোমার অভক্ষ্য। আর যারা একেবারে জবাব না দেয়, কিম্বা বারত্রয়ের মধ্যে দুবার জবাব দিয়ে একবার দেয় না, একবার জবাব দিয়ে দুবার দেয় না, তাদৃশ ব্যক্তিকে ভক্ষণ করতে পারবে।” কান্তার যক্ষ এ অনুমতি পেয়ে সানন্দে তাকে বন্দনা পূর্বক স্বীয় স্থানে আগমণ করল এবং তথায় বৈশ্রবণ রাজার আদেশানুসারে প্রাসাদ তৈরী করে রাখল।

এ যক্ষের “অঞ্জনবতী” নাম্নী এক ভগ্নি ছিল। অঞ্জনবতী বাসের জন্য যক্ষ সমুদ্রের অনতিদূরে এক মনোরম প্রাসাদ তৈরী করে তাকে বাস করবার জন্য দান করল। তার সেবার জন্য জম্বুদ্বীপের ষোলটি রাজার মহিষীকে অপহরণ করে এনে ওর পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত করল। করেনুবতীকে উক্ত

পরিচারিকাদের শ্রেষ্ঠ পদে বরণ করল। এবং নিজে ও তার অনতিদূরে প্রাসাদ নির্মাণ করে বাস করতে লাগল।" এসব বৃত্তান্ত বলে মনিকাক্ষ বোধিসত্ত্বকে নিবারণ করল। তথায় যেন বিশ্রাম না করেন। বোধিসত্ত্ব অরণ্যের মধ্যভাগে নির্মিত সুদৃশ্য প্রাসাদ দেখে মনিকাক্ষকে বললেন- হে মনিকাক্ষ এই প্রাসাদখানি কার?" অশ্ব বলল- দেব, ইহা পূর্বোক্ত যক্ষের।" ইহা শুনে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন- "এভাবে যদি আর কিছুদূর যাওয়া যায়, তবে চিরপ্রভার নিশ্চয়ই মৃত্যু হবে।" এ চিন্তা করে অশ্বকে তথায় অবতরণ করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। অশ্বও নির্দেশ মাত্র অনিচ্ছাসত্বেও অবতরণ করে বোধিসত্ত্বকে জলপান করবার সুযোগ করে দিল এবং চিরপ্রভা দেবীকে উষ্ণজলে্লান করবার ব্যবস্থা করল। তারা তথায় জলপান ও্লান কাজ সম্পন্ন করে প্রাসাদে প্রবেশ পূর্বক আনীত খাদ্যাদি ভোজন করলেন। তারপর মণিকাক্ষ বোধিসত্ত্বকে বলল- "আপনারা শয়ন করুন। আমি পাহারা দেবো।" বোধিসত্ত্ব বললেন- "তুমি বড়ই ক্লান্ত হয়েছ। সুতরাং তুমিও দেবী নিদ্রা যাও। আমিই পাহারা দেবো।" অশ্ব অনুনয় স্বরে বলল- "না দেব, আমিই পাহারা দেবো আপনারা শয়ন করুন।" তখন বোধিসত্ত্ব সম্মত হয়ে উভয়েই নিদ্রিত হলেন। তৎকালে আরণ্যিক যক্ষ এসে দ্বার-কবাট নেড়ে জিজ্ঞেস করল- "এখানে কে আছ?" মনিকাক্ষ উত্তর দিল "আমি আছি।" এ জবাব পেয়ে যক্ষ চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে পরে পুনঃ যক্ষ এসে উক্তরূপে জিজ্ঞেস করল। অশ্ব এবারও পূর্বের ন্যায় জবাব দিল। এরূপে যক্ষ তিনবার এসে জিজ্ঞেস করল, বারত্রয় এরূপ উত্তর পেয়ে চলে গেল। তারপর বোধিসত্ত্ব জাগ্রত হয়ে মনিকাক্ষকে বললেন- "তুমি এখন কিছুক্ষণ নিদ্রা যাও। আমিই পাহারা দেবো" তখন

মনিকাক্ষ "সাধু" বলে নিদ্রিত হল। যখন যক্ষ পূর্বের ন্যায় কিছুক্ষণ পরে এসে জিজ্ঞেস করল। বোধিসত্ত্ব ও উত্তর দিলেন। তৎপর চিরপ্রভা দেবী জাগ্রত হয়ে স্বামীকে বলল- "দেব এখন আপনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, আমিই পাহারা দেবো।" মহাসত্ব "সাধু" বলে দেবীর কথা অনুমোদন করতঃ নিদ্রিত হলেন। তখন পূর্বের ন্যায় যক্ষ এসে জিজ্ঞেস করল- "এঘরে কে আছ? দেবীও পূর্বের ন্যায় দু'বার পর্যন্ত জবাব দিল "আমিই আছি।" তৃতীয়বার দেবীর হঠাৎ নিদ্রা আস্‌ল। নিদ্রার আবেশে তৃতীয়বার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। তৎমুহূর্তে যক্ষ দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করতঃ ভয়ঙ্কর শব্দে বল্‌ল "তোমরা এখানে কে?" এ মহাশব্দে বোধিসত্ত্ব, দেবী ও অশ্ব জেগে উঠে দেখলেন বিভৎস চেহারা সম্পন্ন যক্ষ। বোধিসত্ত্ব ও দেবী ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। তখন অশ্ব ছিল দরজার সমীপে। অশ্ব জিজ্ঞেস্‌ করল- "তুমি কে?" যক্ষ বল্‌ল- "আমি কান্তার যক্ষ।" অশ্ব তাকে পুনঃ বল্‌ল- "হে যক্ষ, তুমি এঘর হতে বের হও। আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করব।" যক্ষ ইহা শুনে চিন্তা করল- এ অশ্ব বহুদূর হতে এসেছে পরিশ্রান্ত হয়ে। সুতরাং গৌণ না করে এখনই যুদ্ধ আরম্ভ করলে ভাল হবে।" এ মনে করে বল্‌ল- "তুমিই প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ কর।" অশ্ব তাতে সম্মত হয়ে উভয়ে প্রাসাদ হতে বের হল। অশ্ব আকাশে উল্লম্ফন করে তথায় নানা প্রকার ভয় দর্শায়ে পাদ দ্বারা যক্ষকে সজোরে বিদ্ধ করল। ইহাতে যক্ষের মুখ হতে রক্ত ধারা বের হয়ে তার উদর প্লাবিত করে ছুটল। সস্ত্রীক রাজকুমার প্রাসাদভ্যন্তর হতে বহির্ভাগে যুদ্ধশব্দ শুনে অশ্বকে বললেন- "মনিকাক্ষ, তুমি নিজকে সাবধানে রক্ষা কর।" একথা শুনে যক্ষ পুনঃ ত্বরিতভাবে যুদ্ধ চালাতে লাগল। তখন অশ্ব ত্বরিত

যুদ্ধ বিধায় যক্ষকে পরাজয় করতে না পেরে দুর্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন যক্ষ সুযোগ বুঝে অশ্বকে বন্ধন পূর্বক গুপ্তস্থানে নিয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব রণক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন- অশ্ব সেখানে নেই। তাই তিনি বাহিরে এসে অশ্বকে কোথায় ও না দেখে উচ্চঃস্বরে ডাক্‌ল "হে মণিকাক্ষ, হে মণিকাক্ষ" বলে। কিন্তু তার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। যুদ্ধমাঠে দেখলেন রক্ত মাখা। ইহা দেখে বোধিসত্ত্ব অনুমান করলেন- "তাদের জীবন রক্ষাকারী অশ্বটি জীবিত নেই।" তখন তাঁরা উভয়ে অশ্রুবিগলিত নেত্রে 'আমরা নষ্ট হয়েছি, আমরা বিনষ্ট হয়েছি' এবলে রোদন করতে লাগলেন। চারিদিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক পরস্পর হস্ত ধরে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বল্‌লেন-

৬-৭। অহো, আমরা উভয়েই হয়েছি নষ্ট। আমাদের জীবন এখন অনির্দিষ্ট। মণিকাক্ষ ব্যতীত আমাদের জীবন থাকবে কিরূপে? এখন আমরা কিরূপে করব গমন? আমরা যেতে না হব সক্ষম। ঐ অশ্ব ছাড়াও কোথাও পারবনা যেতে। এ মহারণ্যেই আমাদের হবে মৃত্যু।" তখন চিরপ্রভাদেবী স্বামীর পাদমূলে পড়ে ক্রন্দন পরায়ণা হয়ে গাথাযোগে বলল-

৮। "হায়, হায়, এখন আমরা উভয়েই হলাম বিনষ্ট। এ জগতে আমরা দেবতার ন্যায় হয়েও রূপবর্ণশালী, মহাদুঃখে হয়েছি নিপতিত।" এরূপ করুণ রোদন পরায়না দেবীকে মহাসত্ত্ব নিম্নোক্ত গাথায় বল্‌লেন-

৯। "ভদ্রে, করোনা রোদন। জগতে সবকিছুই হয় বিনষ্ট। জগতে সুখ ও দুঃখ, এদুটি ধর্ম আছে বিদ্যমান।" এরূপ বলে দেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে অশ্রু মুছে বললেন- "ভদ্রে ঐ দিকে মেঘবর্ণ দেখা যাচ্ছে। বোধহয় সে দিকে সমুদ্র আছে। চল

সেদিকে গিয়ে দেশে যাওয়ার উপায় করতে পারি কিনা দেখি।” এবলে তাঁরা অগ্রসর হয়ে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন। তথায় বোধিসত্ত্ব এক বৃক্ষে আরোহন করে উত্তরীয় বস্ত্রের একখানা ধ্বজা ঝুলায়ে সে বৃক্ষ মূলে উভয়ে উপবেশন করলেন। তৎকালে পঞ্চশত বণিক নৌকাযোগে গমণ কালে বৃক্ষে ধ্বজা দেখে, অরণ্যে কেন ধ্বজা উড়ছে তা জানবার জন্যে তাদের কৌতুহল জাগল।

তাই তাদের নৌকা ধ্বজাভিমুখে চালিয়ে দিল। ক্রমে নৌকা ধ্বজার সমীপস্থ হল। তখন বোধিসত্ত্ব কাতর স্বরে সব বিপদ কাহিনী তাদের জ্ঞাপন করে বললেন- “আমরা আপনাদের নৌকায় আরোহণ করে সমুদ্রের অপর তীরে যেতে চাই। দয়া করে আমাদেরকে আপনাদের নৌকায় তুলে নিন।” তখন বণিকেরা দয়াপরবশ হয়ে উভয়কে নৌকায় তুলে যাত্রা করলেন। তখন নৌকা প্রচণ্ড বায়ুবেগে দিবসে শত যোজন জলপথ অতিক্রম করতে লাগলো। বণিকেরা বুঝতে পারল। “এ দ্রুতগতি বেগ নৌকায় সহ্য হবে না। তাই তারা দ্রুতগতি বেগ মন্দীভূত করবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করল বটে, কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। নৌকায় উপরিভাগে যা ফলকাদি আবদ্ধ ছিল, সব উড়ে গিয়ে সমুদ্রে ইতস্তঃত ভাসতে লাগ্ল। বণিকগণ তা দেখে প্রমাদগণল এবং ভীত সন্ত্রস্থ ভাবে রোদন পরায়ণ হয়ে প্রত্যেকের ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাটি বলল-

১০। “চন্দ্রদেব, পরমেশ্বর, ব্রহ্মদেব, চন্দ্র, সূর্য ও সমুদ্র দেবতাদি সমাগত দেবতাবৃন্দ, আপনাদের করছি নমস্কার। হে দেবগণ, আপনারা হউন আমাদের শরণ আশ্রয়।”

এ দিকে বোধিসত্ত্ব ও দেবী ঘৃত-মধু-মিশ্রী যথেচ্ছা খেয়ে সারা দেহে ও বস্ত্রাদিতে প্রচুর পরিমাণে তৈল মেখে নিলেন এবং দেবীকে সূক্ষ্ম বস্ত্রে নিজের দেহের সাথে বন্ধন করে ক্রমে নৌকায় মাস্তুলের মাথায় উঠলেন। নৌকা জলমগ্ন হওয়ার সাথে সাথেই মৎস্য কুম্ভীরাদি এসে নৌকার জনগণকে ভক্ষণ করতে লাগল। তখন সমুদ্রের জল রক্তময় হয়েছিল। মহাসত্ত্ব এসব দৃশ্য দেখে, যে দিকে বারাণসী, সেদিক লক্ষ্য করে মাতাকে স্মরণান্তর মাস্তুলের অগ্রভাগ হতে দেবী সহ লাফ দিয়ে রক্তময় জলের বর্হিভাগে পতিত হলেন। তবে পূর্ব জন্মের কর্মফল-দোষে বন্ধন ছিন্ন হয়ে দু'জন দুস্থানে পৃথকভাবে পতিত হলেন। বোধিসত্ত্ব তখনই ভগ্ন নৌকার একখণ্ড তক্তা নিয়ে দেবীকে প্রদান করলেন। আর একখণ্ড তক্তা নিজে অবলম্বন পূর্বক দুজন দুইদিকে সমুদ্র সন্তরণ করতে লাগলেন। এরূপে তাঁরা দুজনে খরস্রোতে দুইদিকে ডুবে ও ক্ষুধার মহাদুঃখ ভোগ করতে লাগলেন। পূর্বজন্মের কি কর্মের দোষে তাঁরা এরূপ মহাদুঃখে পতিত হলেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

অতীতে বারাণসী নগরের অনতিদূরে একগ্রাম ছিল। তথায় এক পরিবারের স্বামী-স্ত্রী দুজন একদা ভ্রমনের জন্য নদী-তীরে আগমন করল। তখন এক শ্রামণের একখানা ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করে জলক্রীড়া করছিল। তা দেখে ঐ দম্পতি যুগল ক্রীড়াচ্ছলে জলে তরঙ্গ উৎপাদন করে, ঐ ক্রীড়া পরায়ণ শ্রামণের নৌকা খানি জলে নিমগ্ন করল। ইহাতে শ্রামণেরও জলে ডুবে গিয়ে মহাদুঃখ প্রাপ্ত হল। তখন দম্পতিযুগল শ্রামণেরকে জল হতে উদ্ধার করে জীবন রক্ষা করলেন। এ কর্মের বিপাকেই তাঁরা উভয়ে পঞ্চশত জন্ম এরূপ মহাদুঃখ

ভোগ করেছিলেন। এ বিষয় প্রকাশের জন্য শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

১১। "ক্ষুদ্র পাপকর্মও না কর কখন। পাপকর্ম-বিপাকের মাত্রা কিছুই নেই। সামান্য পাপ কাজের ফল ও মহাদুঃখের কারণ হয়।" চিরপ্রভা দেবী ভেসে ডুবে কোন প্রকারে তীর প্রাপ্ত হল। তখন দেবী বোধিসত্ত্বকে স্মরণ করে শোকাকুলা হন এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নিম্নোক্ত বিলাপ গাথাগুলি ভাষণ করল-

১২-১৫। প্রাণ নাথের দেখা কিরূপেতে পাবো? তিনি বিনা আমি কিপ্রকারে থাক্‌বো বেঁচে? এখানে কোথাও দেখছিনা তাকে। এখন আমার জীবন লীলা শেষ হয়ে যাবে, মনে হচ্ছে, ইহাই আমার। এখন দেখছি সবদিকে কেবল-নিঃসঙ্গ অন্ধকার জীবন। রাত দিন সদা কাঁপছে মম অন্তর খানি। এখন তাঁকে কেন দেখছিনা? মনে হয় তিনি নাহি এ অরণ্যে। হায়, হায়, বিন্দুদেবাদি কাউকে ও দেখছিনা এবে। এ জীবনে আমি তোমায় না পারবো ত্যাগ করতে। জলচর মৎস্যাদি কি তাঁকে করেছে ভক্ষণ? তাঁর কি হয়েছে মরণ?"

দেবী এরূপে ক্রন্দন ও বিলাপ পরায়ণা হয়ে আঙ্গুল হতে অঙ্গুরীয়কত্রয় খুলে নিয়ে বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে নিল এবং দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্যা হয়ে একপদী অরণ্য পথে অনিদিষ্ট ভাবে চলতে লাগলো। সারাদিন চলার পর "ইন্দ্রপত্ত" নামক এক নগর প্রাপ্ত হল। তখন সে স্বীয়রূপ বিরূপ করে সে নগরে প্রবেশ করলেন। তথায় এক মহা শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি কর্মবিপাকে সর্বহারা হয়ে ভগ্নপাত্রে আহার অন্বেষণ করতঃ জীবিকা নির্বাহ করতেন। দেবী ক্রমে তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলল- "আর্য, আমাকে দয়া করে আপনার গৃহে স্থান দিলে বড়ই কৃতার্থ হবো। শ্রেষ্ঠী বললেন- "মাতঃ আমি অতিশয় দরিদ্র। কি করে

তুমি আমার গৃহে বাস করবে?” তদুত্তরে দেবী বলল- “আর্য আপনি দরিদ্র, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তবুও আমার প্রতি যদি আপনার অনুকম্পা থাকে, তবে একটু স্থান পেতে পারি।” তার বিনয় বাক্য শুনে শ্রেষ্ঠীতাকে স্থান দিতে রাজি হলেন। দেবীও স্থান পেয়ে তথায় অবস্থান করতে লাগলো। পরদিবস দেবী শ্রেষ্ঠীকে কহিল- “বাবা, আমার এ অঙ্গুরীয়কটি বিক্রি করতে ইচ্ছা করি।” শ্রেষ্ঠী তা হাতে নিয়ে দেখে বললেন- “মাতঃ, তোমার এ অঙ্গুরীয়কটি দেখছি মহা-মূল্যবান। দেবী কহিল– হাঁ বাবা, এ নগরের মূল্য চাইতেও ইহার মূল্য অধিক হবে। তবে চার শকটের বোঝাই পরিমাণ হিরন্ময় নিয়ে এটা বিক্রি করবেন। তখন শ্রেষ্ঠী তা নিয়ে কোনও সমৃদ্ধ কুলে চার শকট বোঝাই হিরন্ময়ের বিনিময়ে তা বিক্রি করলেন। সে চারশকট বোঝাই হিরন্ময় এনে দেবীকে প্রদান করলেন। দেবী তা হতে একশকট বোঝাই প্রমাণ হিরন্ময় শ্রেষ্ঠীকে দিয়ে অবশিষ্ট হিরন্ময় নিজ আয়ত্বে রেখে দিল। তৎপর তা হতে পাঁচ অযুত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দাস-দাসী ক্রয় করল এবং কাষ্ঠের দ্বারা প্রকাণ্ড এক গৃহ তৈরী করল। তথায় চিত্র কর্ম করবার জন্য এক চিত্রকারকে ডেকে কহিল- বাপু, তুমি আমার কথিত মতে এ গৃহে ক্রমিকভাবে চিত্রগুলি করে দাও। আমি ইহার পারিশ্রমিক তোমাকে যথেষ্টরূপে দেবো।” এবলে তার নিম্নোক্ত মনোভাব ব্যক্ত করল- (১) রাজা অশ্বপৃষ্টে আরোহণ করে প্রাসাদে প্রবেশ করা, (২) রাজা দ্বারা কুব্জার পৃষ্ট-বস্ত্রে কুর্মরূপ অঙ্কণ করা, (৩) নগর হতে বের হয়ে কান্তার যক্ষের শালায় বাস করার কাহিনী, (৪) মনিকাক্ষ অশ্ব কান্তার যক্ষের সাথে যুদ্ধ করার দৃশ্য (৫) মহাসমুদ্রে নৌকায় আরোহণ করে মাস্তুল মস্তক হতে সমুদ্রে পতন, (৬) দৃঢ়ভাবে বস্ত্র বন্ধন

ছিন্ন হয়ে রাজার তক্তাফলক অবলম্বন করা, (৭) দেবীর তক্তা ফলক অবলম্বন করা ইত্যাদি ঘটনাবলীর, উৎপত্তি বিষয় বিচিত্রভাবে অঙ্কন করবে।" এরূপে দেবী সমস্ত ঘটনাবলী বিচিত্রভাবে অঙ্কন করায়ে শ্রমণ, সাধু ও সন্যাসীদের জন্য সেশালায় প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-ভোজ্য যোগাড় রেখে পরিচর্যাকারীদের বলল- শ্রমণ সাধু ও সন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা এ শালায় প্রবেশ করবেন, তাদের পরিতৃপ্তভাবে ভোজনপর্ব শেষ করার পর এচিত্রগুলি দেখাবে এবং শালার উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁদের জানিয়ে দেবো। তাঁরা এসব দেখে কি মন্তব্য প্রকাশ করে, তা আমাকে বলবে। এশালার নাম রাখা হল "উন্মাদয়ন্তী" তৎকালে এ শালা পরিব্রাজকদের বাসস্থানের ন্যায় হয়েছিল। এটা "উন্মাদয়ন্তী" শালা নামে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। একদা দেবী নিজের এক পরিচারিকাকে ঐ শালায় এ বলে প্রেরণ করল- "তুমি এখন শালায় গিয়ে আগন্তুক শ্রমণ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন দানে পরিতৃপ্ত করিয়ে তথায় অঙ্কিত চিত্র সমূহ দেখাবে চিত্র দেখে প্রথমে যদি কেহ হাস্য করে এবং পরে ক্রন্দন করে তখন তা আমাকে এসে বল্‌বে।"

এখন মহাসত্ত্বের কি দশা হলো তা একবার পাঠকগণ দেখুন। মহাসত্ত্ব মহাসমুদ্রে ভেসেডুবে অনুক্রমে "অঞ্জনবতী" নামক ঘাটে পৌঁছলেন। তিনি ক্লান্তদেহে তীরে উঠলেন। তথায় কদলী বন ছিল। তিনি চিরপ্রভা দেবীকে স্মরণ করে রোদন পরায়ন হয়ে ঐ কদলীবনে অবস্থান করতে লাগলেন। সে ঘাটের অনতিদূরে "অঞ্জনবতী" যক্ষিনীর বাসস্থান। প্রধানা পারিচারিকা করেনুবতীকে ঐ যক্ষিনী বলিল- "আমি্লান করব। আমার জন্য জল নিয়ে এস।" তখন করেনুবতী ষোলজন রাজমহিষীকে সাথে করে অঞ্জনা ঘাটের দিকে জল আনবার

জন্য যাত্রা করল। তারা ঘাটে এসে স্নানাদী করতঃ জল নিয়ে অঞ্জনাবতীর প্রসাদের দিকে যাত্রা করল। সর্ব পশ্চাতে ছিল করেনুবতী পারিচারিকা। বোধিসত্ত্ব করেনুবতীকে চিনতে পেরে কদলীবন হতে বের হয়ে 'হে করেনুবতী দাঁড়াও" বলিয়া ডাক দিলেন। করেনুবতী এশব্দ শুনে এদিক ওদিক চেয়ে বলল "তুমি কে?" তোমার নাম কি? বোধিসত্ত্ব বললেন- "আমার নাম সপ্ত ধনু। আমি তোমার মামাত ভ্রাতা ইত্যাদি বলে আদ্যন্ত সব বিষয় কহিলেন। ইহা শুনে করেনুবতী বোধিসত্ত্বের পায়ে পড়ি রোদন করল এবং সংজ্ঞাহারা হল। কিছুক্ষণ পরে সে সংজ্ঞা লাভ করে বোধিসত্ত্বের সাথে আলাপাদি করার পর নিম্নোক্ত গাথায় বলল-

১৬। দেব, আপনি কুশলে ও নিরাপদে আছেন ত? আপনার পিতা সুস্থ আছেন ত? আপনার সেনাবাহিনী ও রাজ্য নির্বিঘ্নে আছে ত?" মহাসত্ত্ব বললেন-

১৭। আমি আছি কুশলে ও নিরাপদে। সেনাবাহিনী আর রাজ্য নির্বিঘ্নে হতেছে পরিচালিত। পুনঃ করেনু কহিল-

১৮। তব মাতা আছেন কেমন? শুনেছি তাঁর চক্ষু হয়েছে দুর্বল। আপনি সুস্থ আছেন কিনা? আপনার বাহনাদি কুশলে আছেন কিনা? মহাসত্ত্ব বলিলেন-

১৯-২০। "মদীর মাতার চক্ষু দুর্বলাকারে আছেন সুস্থা। মম বাহনাদি আছে কুশলে।" করেনু পুনঃ জিজ্ঞেস্ করল- "মহারাজ, আপনার সেনাবাহিনী ও রাজ্য কোথায়? অশ্ব রথ শূন্য অতি দূরে এসেছেন। মিত্র বান্ধবাদি কোথায় রেখে এদিকে এসেছেন? তখন বোধিসত্ত্ব নিজের আগমনের কারণ নিম্নোক্ত নয়টি গাথাযোগে প্রকাশ করলেন-

২১-২৯। আমার পিতার মুত্যু সময়ে তথায় যাঁরা একত্রিত হয়েছিল, তাঁরা এবং যোদ্ধা, বীর কুমার, বৈশ্য ব্রাহ্মন ও গ্রামবাসী সবাই আমাকে বারানসী রাজ্যের শুভ রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। তখন আমি অশ্বে আরোহণ করে বহু গ্রাম নগর অতিক্রম করে শ্বেত নগরে উপস্থিত হই। তথায় ধনুবিদ্যাদি প্রদর্শন করি। এ শিল্প দেখে রাজা তুষ্ট হয়ে তাঁর কন্যার সাথে আমার শুভ বিবাহের কাজ সম্পন্ন করা হয়। তৎপর আমি সস্ত্রীক অশ্বে আরোহণ করে আকাশ পথে গিয়ে কান্তার যক্ষের শালায় প্রবেশ করি। তখন ঐ যক্ষ এসে আমাদের আক্রমন করে। তখন মনিকাক্ষ অশ্ব যক্ষের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে। সে যুদ্ধে অশ্বের পরাজয় হল। যক্ষ অশ্বকে আমাদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেল। তৎপর দেবী সহ আমি সমুদ্রতীরে গিয়ে বণিকের নৌকায় আরোহণ করি। তখন যুগান্তকারী তীব্র বাত্যাঘাতে নৌকা ভগ্ন হল। তখন দেবী দিক্ বিদিক্ দিশাহারা হল। পূর্বকৃত পাপকর্মের বিপাকে দেবীর সাথে আমার বিচ্ছেদ ঘটল। সে হতে আমি একাকীই বিচরণ করছি।”

এবলে মহাসত্ত্ব চিন্তা করলেন- “যদি করেনুবতীকে কলুষ দ্বারা আবদ্ধ না করি, পরকে আমার কথা বলে দেবে।” করেনুবতী ও চিন্তা করল- “এ সপ্তধনু কুমারকে কলুষ দ্বারা আবদ্ধ করতে হবে। যদি তা না হয়, তবে আমার সাক্ষাতের কথা সবাইকে বলে দেবে।” এ বলে উভয়ে উভয়ের সাথে প্রিয় আলাপে সংবদ্ধ হল। অনেক্ষণ আলাপের পর করেনুবতী বোধিসত্ত্বকে বলল- স্বামী, আপনি এখানে পালিয়ে থাকুন। অন্য কাউকে ও দেখা দেবেন না।” এবলে করেনুবতী ও জল নিয়ে অঞ্জনাবতীর নিকট উপস্থিত হল। সে প্রাসাদে আরোহণ

করা মাত্রই অঞ্জনাবতী বলল- "হে করেনুবতী এখানে মনুষ্যগন্ধ কেন প্রবাহিত হচ্ছে?" এ রূপে বারত্রয় জিজ্ঞেস্ করল। করেনুবতী ও বারত্রয়ই বল্‌ল- "এখানে মনুষ্যগন্ধত আমরা অনুভব করছিনা। পর দিবস ও ঐ ষোলজন নারী জল আনবার জন্য যাওয়ার কালে করেনুবতীকে সঙ্গিনীরা বল্‌ল- হে করেনুবতী, তুমি যে পুরুষের সাথে আলাপ করেছ, তা সত্য। তৎবিষয় আমরা ও জানি। সঠিক কথা যদি আমাদের না বল, তাহলে আমরা যক্ষিনীকে বলে দেবো। তা শুনে করেনুবতী ভীতাত্রাসিতা হয়ে বল্‌ল- "তিনি সম্বন্ধে ভ্রাতা। তাঁর নাম "সপ্তধনু কুমার।" তখন সবাই বল্‌ল- তাঁর রূপ সম্পদ কিরূপ? করেনু বল্‌ল- তাঁর রূপ সম্পদের পরিমাণ নেই। তাঁর রূপ বিলাস দেবরাজের চেয়ে ও সমধিক। সহস্র মুখে ও তাঁর রূপ বর্ণনা করে শেষ করা হবে না।" তখন ঐ নারীরা বল্‌ল- তুমি তা সত্যই কি বল্‌ছ? করেনুবতী বল্‌ল- হাঁ সত্যই বল্‌ছি" তখন সবাই একমত হয়ে বোধিসত্ত্বের নিকট এসে দাঁড়াল। বোধিসত্ত্ব তখন সবার সাথে প্রত্যালাপ করলেন। তারা প্রগাঢ় ভালবাসার আকর্ষণে বোধিসত্ত্ব সহ সবাই মিলে কিয়ৎক্ষণ খেলাধূলা করার পর নারিগণ জল নিয়ে চলে গেল। তারা প্রাসাদে প্রবেশ করা মাত্রই মনুষ্য গন্ধে প্রাসাদ ভরপুর হল। অঞ্জনাবতী যখন এ গন্ধ অনুভব করল, তখন জিজ্ঞেস্ করল- "ওহে, তোমরা এখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র মনুষ্যগন্ধ অনুভব হচ্ছে, কেন? তোমরা যদি এর প্রকৃত কারণ আমার নিকট ব্যক্ত না কর, তা হলে তোমাদের এখনই হত্যা করা হবে। এ বলে তর্জন গর্জন করতে লাগ্‌লো।

তখন তারা সবাই অভয় যাচঞা করে বল্‌ল- "আর্যে, আমরা বারাণসী রাজ-পুত্র সপ্তধনু কুমার করেনুবতীর ভ্রাতা

এখানে এসেছেন। অঞ্জনাবতী যক্ষিনী সপ্তধনুর নাম শুনে প্রীতিফুল্ল মনে চিন্তা করল- "যদি সে রাজা পণ্ডিত হয়, আমার প্রদত্ত সংকেত নিশ্চয়ই বোঝবেন।" এমনে করে একখানা কাগজে সপ্তধনু কুমারের ছবি এবং নিজের ছবি অঙ্কন করে, তা বক্ষে চেপে ধরে করেনুবতীকে বল্‌ল- এ পত্রখানা নিয়ে সপ্তধনু কুমারকে দাও। যদি তোমার ভ্রাতা এ পত্রের সংকেত বুঝতে পারে, তবে শীঘ্রই আমার নিকট আস্‌বে। যদি না বুঝে, তবে সে আমার ভক্ষ্য হবে।" এবলে করেনুবতীকে মহাসত্ত্বের নিকট পাঠালেন। করেনুবতী ও মনে করল- "এবার নিশ্চয়ই আমার ভ্রাতার মৃত্যু হবে।" এ চিন্তা করে পত্রখানি নিয়ে রোরুদ্যমানাবস্থায় মহাসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হল। তাকে বন্দনা করে পত্রখানি দিয়ে বল্‌ল- "এর মর্ম যদি আপনি বোঝেন, তা ভাল আর যদি না বোঝেন, তাহলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য।" বোধিসত্ত্ব সে পত্রখানা দেখে বোঝতে পারলেন- অঞ্জনাবতী তাঁর প্রতি অনুরক্তা।" তা জেনে করেনুবতীকে বল্‌লেন- "আমি পত্রের মর্ম বোঝেছি। ইহা শুনে করেনুবতী অত্যন্ত তুষ্টা হল। তখন মহাসত্ত্ব একখানা পত্রে নিজের ও অঞ্জনাবতীর ছবি, একসাথে উপবিষ্টাবস্থায় অঙ্কন করে করেনুর হস্তে দিয়ে বললেন- "এ পত্রখানি অঞ্জনাবতীর হাতে দাও।" সে তখন গিয়ে পত্রখানি তাকে দিল। তা পেয়ে প্রেম প্রীতিতে তার সর্বদেহ পূর্ণ হয়ে গেল। তখন সে ত্বরিত গমনে প্রাসাদে ঢুকে উৎকৃষ্ট রেশমী পশমী বস্ত্র পরিধান করল, নানা অলংকার ও দিব্য মালা গন্ধ বিলেপনাদি করেনুর হাতে দিয়ে বল্‌ল- "এগুলো সপ্তধনুকে দিয়ে এস। পারিচারিকা তখনই তার আদেশ পালন করল। মহাসত্ত্ব তা পেয়ে তুষ্ট হয়ে স্নানাদি করতঃ উক্ত অলঙ্কার ও সুগন্ধি মাল্যে বিভূষিত হলেন। তৎপর জাতি

সিংহের ন্যায় বা দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ধীর গমনে অঞ্জনাবতীর প্রাসাদে উপনীত হলেন। যক্ষিনী তাঁকে দেখে অতি প্রফুল্লিতা হয়ে বল্‌ল- "আসুন মন্ত্রন" এবলে বোধিসত্ত্বের হস্তে ধরে নিজের শয়ন-প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেল। সে হতে তিনি যক্ষিনীর প্রিয় পাত্র হয়ে তথায় অত্যাধিক আদর যত্নের মাধ্যমে অবস্থান করতে লাগ্‌লেন।

এরূপে সুখ স্বাচ্ছান্দ্যের মাধ্যমে কিছুদিন অতীত হওয়ার পর মহাসত্ত্ব করেনুবতীকে বল্‌লেন- "ভদ্রে, এখানে আমার অশ্বটি আছে কি? করেনু বল্‌ল- "দেব, তা অঞ্জনাবতী হতে পেতে পারবেন। যেহেতু- কান্তার যক্ষ শয়নে গমনে উপবেশনে সব সময়েই আপনার স্মরণ ও গুণপনা বর্ণনা করে থাকেন এবং অশ্বকে ও উত্তমরূপে রক্ষা করছে। তাই আমি মনে করি যে কোন একটা উপায়ে অঞ্জনাবতীর নিকট হতেই অশ্বটি পেতে পারেন।" বোধিসত্ত্ব তা শুনে আনন্দিত হলেন। একদা প্রত্যুষকালে বোধিসত্ত্বের মাতার কথা স্মৃতি পথে জাগ্রত হওয়ায় শয্যা হতে গাত্রোত্থান পূর্বক রোদন করতে লাগ্‌লেন। তাঁর রোদন-শব্দে অঞ্জনাবতীর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে বল্‌ল- "দেব, আপনি রোদন করছেন কেন? আপনার প্রতিত আমি কোন দোষ করিনি। কেন রোদন করছেন? এরূপে অঞ্জনাবতী তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর মহাসত্ত্ব বললেন- "ভদ্রে বারাণসীতে অবস্থান কালে সর্বদা হস্তী অশ্ব নিয়ে ক্রীড়া করতাম। এখানে কিছুই নেই। এখন আমার একান্তই ইচ্ছা হস্তী অশ্ব নিয়ে ক্রীড়া করি। এখন তুমি তোমার প্রিয় মনোজ্ঞ ভ্রাতার নিকট গিয়ে একটি অশ্ব যাচঞা কর। অশ্ব না পেলে আমার মৃত্যু অনিবার্য।" অঞ্জনাবতী একথায় ভীত হয়ে বলল- "স্বামিন আপনি কোনই চিন্তা করবেন না।" এরূপ আশ্বাস

দিয়ে করেনুবতীকে ডেকে বলল- মাতঃ, তুমি আমার ভ্রাতার নিকট গিয়ে আমার জন্য একটি অশ্ব যাচঞা করে নিয়ে এস।" তখনই করেনুবতী কান্তার যক্ষের নিকট গিয়ে বন্দনাদি করে বলল- "আপনার ভগ্নী অঞ্জনাবতী অশ্ব নিয়ে ক্রীড়া করতে একান্ত ইচ্ছা করেছে। তাই আপনার অশ্বটি নেওয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।" ইহা শুনে কান্তার যক্ষ বলল- "হে করেনু এরূপ ইচ্ছা করোনা। সে অশ্ব বড়ই নিষ্ঠুর। যদি তুমি তা নিয়ে যাও, পথেই এ অশ্ব তোমায় বধ করবে। তাই তুমি গিয়ে এসব কথা আমার ভগ্নীকে বল।" এ বলে তাকে পাঠিয়ে দিল। সে ও মৃত্যুভয়ে ভীতা হয়ে ফিরে এসে অঞ্জনাবতীকে সব কথা খুলে বলল। তখন অঞ্জনাবতী বোধিসত্ত্বকে কান্তার যক্ষ কথিত সকল বিষয় বলল। তখন মহাসত্ত্ব করেনুবতীকে ডেকে বললেন- "পুনঃ তুমি তথায় যাও। অশ্বকে ভয় করোনা। সে অশ্ব আমার কথা ব্যতীত আর কারো কথা শোনবেনা। যক্ষ তাঁকে বেঁধে রাখলে ও সে দমিত হবে না। তুমি শিগ্‌গির গিয়ে নির্ভয়ে তার নিকট হতে অশ্বটি যাচঞা কর।" তা শুনে করেনুবতী তখনই কান্তার যক্ষের নিকট গিয়ে পুনঃ অশ্বটি প্রার্থনা করল। যক্ষ বলল- যদি তুমি তাকে দমন করতে পার তবে নিয়ে যাও।" তখন করেনুবতী অশ্বের নিকট গিয়ে বলল- "হে মনিকাক্ষ, তোমার প্রভু সপ্তধনু রাজা তোমাকে নেওয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। এখন তোমার প্রভূ তোমাকে বারবার স্মরণ করে কান্তার যক্ষের ভগ্নী অঞ্জনাবতীর প্রাসাদেই বাস করছে। সুতরাং তুমি আমার সাথে তোমার প্রভূর নিকট আস। আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। অশ্ব তা শুনে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে করেনুবতীর নিকট এসে অধোমুখী হয়ে ক্রন্দন করতে লাগ্‌লো। তখন তাকে সাথে করে করেনুবতী যক্ষের প্রাসাদে

উপনীত হল। তথায় যক্ষকে বন্দনা করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। যক্ষ তখন করেনুকে সম্বোধন করে বল্‌ল- "হে করেনু এ অশ্ব তুমি কি করে দমন করলে?" দেব, এ অশ্ব দমন করার আমার শক্তি নেই। আপনার ভগ্নী অঞ্জনাবতীর প্রভাবেই দমিত হয়েছে বলে মনে হয়। বোধ হয় তিনি অশ্ব দমনের কিছু মন্ত্র জানেন। এ বলে অশ্বটি নিয়ে বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। অশ্বটি দেখে বোধিসত্ত্বের চক্ষু হতে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হল। তা দেখে অশ্ব অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলল- "দেব, আমি বিনা এতদিন আপনি সুখে ছিলেন ত? মহাসত্ত্ব বল্‌লেন- "মনিকাক্ষ, আমি চিরপ্রভা দেবীর বিরহে দেবীর বিরহে অতি দুঃখানুভব করছি। তুমি তা জান না? মনিকাক্ষ বলল- মহারাজ, আপনি এখানে গৌণ করবেন না। বোধিসত্ত্ব বললেন- "এখানে একদিন মাত্র বাস করেই চলে যাব।" তৎপর মহাসত্ত্ব অঞ্জনাবতীকে বললেন- "ভদ্রে, আমি উদ্যান ক্রীড়া করতে ইচ্ছা করি। যেহেতুঃ- এ অশ্বটি বড়ই নিষ্ঠুর। সে জলপান করতে ইচ্ছা করে। আমরা জলপান করে পরে উদ্যান ক্রীড়া করবো। অঞ্জনাবতী মহাসত্ত্বের কথা বিশ্বাস করে বহু সুরা সাথে করে সমস্ত পারিচারিকা সহ বাগানে প্রবেশ করল। তথায় পারিচারিকা সহ অঞ্জনাবতীকে সুরা পান করিয়ে নেশাগ্রস্ত করলেন। তখন পরিচারিকাগণ সহ অঞ্জনাবতী প্রাসাদে এসে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হল। ইত্যবসরে মহাসত্ব করেনুবতীকে আহ্বান করে বললেন- এখন আমি তোমাদের এখান হতে আমার গ্রামে চলে যাবো। তজ্জন্য তোমরা কোন চিন্তা ও অনুশোচনা করো না। অচিরেই তোমাদের ও আমার সেখানে নিয়ে যাবো। সুতরাং সম্প্রতি তোমরা এখানেই বাস কর।" এবলে তিনি প্রাসাদ হতে বের হচ্ছে, এমন সময় অঞ্জনাবতী

নিদ্রা হতে জেগে বোধিসত্ত্বকে ফিরিয়ে আনল। এরূপে তিনবার যাওয়ার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু বিফল মনোরথ হলেন। চতুর্থ বারে সুযোগ বুঝে মনিকাক্ষকে আহ্বান করা মাত্র সম্মুখে এসে পড়ল। তখন মহাসত্ত্ব অশ্বে আরোহণ করা মাত্র অশ্ব তীরবেগে আকাশ পথে ছুটলো। তৎক্ষণে অঞ্জনাবতী নিদ্রা হতে জেগে মহাসত্ত্বকে কোথাও না দেখে উভয় হস্তে বক্ষে আঘাত করে ক্রন্দন করতে লাগলো এবং শোকাকুল হয়ে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বলল-

৩০-৩১। মদীয় স্বামী হে দেবরাজ, আপনি এখন কোথায় গিয়েছেন? আপনি ফিরে আসুন। আমাকে একাকিনী করে ত্যাগ করবেন না। এসে দাসী পরিচারিকা সহ আমাকে গ্রহণ করুণ। হে মহারাজ, আমাকে গ্রহণ করুন। আপনি বিনা আমি এক মুহূর্তও বাচঁবনা।" এ বলে অঞ্জনাবতী অতিশয় রোদন ও বিলাপ পরায়না হয়ে তথায় বসে পড়ল।

এ দিকে মহাসত্ত্ব আকাশগামী অশ্বে আরোহণ করে অনুক্রমে "ইন্দ্রপত্ত" নামক গ্রামে পৌঁছলেন। তিনি নগরের বর্হিভাগে অশ্ব হতে অবতরণ করে অশ্বকে বললেন- "তুমি এখানে থাক। আমি এ নগরে প্রবেশ করে চিরপ্রভা দেবীকে অন্বেষণ করব।" এ বলে তিনি ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে নগরে প্রবেশ করলেন। তথায় লোককে জিজ্ঞাসা করলেন- "মহাশয় এখানে শ্রমণ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের একত্রিত হওয়ার কোন স্থান আছে কি? তাঁরা বললেন- হাঁ ব্রাহ্মণ মহোদয়, তেমন স্থান এখানে আছে। অমুক স্থানে "উন্মাদয়ন্তী" নামক এক ধর্মশালা আছে। তথায় বহু শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ সর্বদা একত্রিত হন।" তখন বোধিসত্ত্ব ঐ ধর্মশালায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। শালায় পরিচারিকা তাঁকে সযত্নে ভোজ্য

দ্রব্যাদি পরিবেশন করল এবং আহারের পর তাঁকে বলল- "দেব, এ গৃহে আগত শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ ভোজনের পর এখানে অঙ্কত ছবি সমূহ দর্শন করেন। এখন চলুন আপনিও ঐ নিয়মে ছবিগুলি দর্শন করুন। "তথাস্তু বলে তিনি পরিচারিকা সহ ছবি দেখার জন্য তথায় প্রবেশ করলেন। এসে প্রথমে দেখলেন- সপ্তধনুরাজা প্রাসাদ হতে বের হচ্ছেন। এ ছবির নিুভাগে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখা আছে। তা দেখে তিনি সামান্য হাস্য করলেন। তৎপর দেখলেন- চিরপ্রভার ছবি। তা দেখেও সামান্য হাস্য করলেন। তারপর দেখলেন এক কুব্জী। তার পৃষ্ঠদেশের বস্ত্রে অঙ্কিত আছে এক কুর্মের ছবি। তা দেখেও তিনি হাসলেন। তৎপর ছবিতে দেখলেন- সপ্তধনু ও চিরপ্রভা নগর হতে বের হয়ে অশ্বে আরোহণ পূর্বক কান্তার যক্ষের প্রাসাদে গিয়ে শয়ন করছেন। মনিকাক্ষ অশ্ব যক্ষের সাথে যুদ্ধ করছে। আর দেখলেন মহাসমুদ্র-তীরে ধ্বজাপতাকার মূল দেশে সাশ্রু নয়নে উপবিষ্টাবস্থায় আছেন সপ্তধনু ও চিরপ্রভা দেবী। আরো দেখলেন- মহাসমুদ্রে নৌকার মাস্তণের উপর মহাসত্ত্ব ও চিরপ্রভা দেবীর একবস্ত্রে বন্ধন, ঐ মাস্তল হতে উভয়ের ঝম্প দেওয়া, বন্ধন ছিন্ন হয়ে দু'জনের দুস্থানে পতন এবং সমুদ্রজলে ভেসে ডুবে দু'জন দু'দিকে তরঙ্গাঘাতে চলে যাচ্ছেন। ছবিতে এসব দৃশ্য দেখে মহাসত্ত্ব মহাশব্দে রোদন করতে লাগলেন। শালায় পরিচারিকাগণ এ করুণ দৃশ্য দেখে দেবীর নিকট গিয়ে বলল- "আর্যে, ছবিগুলি দেখে এক যুবক ব্রাহ্মণ প্রথমে হাস্য করলেন, পরে উচ্চ শব্দে ক্রন্দন করতে লাগলেন।" দেবী তা শুনে জানালা খুলে দেখে জান্‌তে পারলেন- ইনি তাঁর স্বামী সপ্তধনু কুমার। দেবী আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। অশ্রু পূর্ণ নেত্রে মহাসত্ত্বের নিকট

এসে তাঁর পাদযুগল জড়িয়ে ধরে নানাপ্রকার বিলাপ করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৩২। অদ্য আমার হৃদয় শান্ত হয়েছে। শোক-শল্য উৎপাটন হয়েছে। আমি আপনাকে দেখে এখন শোক বিহীন হয়েছি।

তখন বোধিসত্ত্ব তাঁকে নানা প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে সুখী করলেন। নগরবাসীরা সবাই তাঁদের এসব বিষয় জেনে বিস্মিত হলেন এবং দয়ার্দ্র চিত্তে বহু উপহারাদি তাদের জন্য প্রেরণ করলেন। তৎপর নগরবাসীরা মহাসত্ত্বের নিকট এসে বললেন- "আপনি এখানেই রাজত্বি করুণ। আমরা আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি। বোধিসত্ত্ব বিনীত বাক্যে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে কতিপয় দিবস তথায় বাস করলেন। তারপর একদা তথাকার রাজা "মহাপ্রণাদের" নিকট হতে বিদায় নিয়ে তথাকার মহাজন মণ্ডলীকে উপদেশাদি প্রদান করতঃ চিরপ্রভা দেবীসহ অশ্ব পৃষ্টে আরোহণ করে অনুক্রমে আকাশ পথে বারাণসী নগরে উপস্থিত হলেন।

বোধিসত্ত্ব গৃহ ত্যাগ করে যাওয়ার পর হতে তাঁর মাতা সারাক্ষণ সাশ্রু নয়নে রাজবাড়ীর বর্হিদ্বারে এসে পুত্রের গমন পথের দিকে অবলোকন করে থাকতেন। সে দিনও বোধিসত্ত্ব অশ্ব পৃষ্ঠ হতে নেমে রাজবাড়ীর বর্হিদ্বারে রোরুদ্যমান মাতাকে দেখলেন। তখন তিনি মাতার পায়ে পড়ে বহুক্ষণ রোদন করে বিরহ জ্বালার শান্তি করলেন। তখন মাতা পুত্রকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে মনের আবেগে বললেন- "হে প্রিয় পুত্র, অন্ধের নয়ন মণি, তুমি এখান হতে গমনাবধি আমি সারাক্ষণ সাশ্রু নয়নে গমন, উপবেশন, শয়ন ও ভোজন করেছি। দিবা রাত্র নির্ঝরের জলের মত অশ্রু বর্ষণ হয়েছে। অদ্য তোমাকে আমার বক্ষে পেয়ে

বিপুল সুখ অনুভব করছি।” এরূপে নানা প্রিয় বাক্যে বলে পুত্রকে সাথে করে নগরে প্রবেশ করলেন। নগর বাসীরাও তুর্যধ্বনি সহকারে মহোৎসবের সহিত সপ্তধনু কুমারকে পুনরায় রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

একদা মহারাজের অন্তরে অঞ্জনাবতীর প্রতি অদম্য অনুরাগ উৎপন্ন হল। তাই তিনি মণিকাক্ষ অশ্বে আরোহণ করে আকাশ পথে কান্তার যক্ষের প্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে আকাশে স্থিত হলেন এবং যক্ষকে সম্বোধন করে বললেন- “হে মহাযক্ষ, তোমার ভগ্নী অঞ্জনাবতী আমার স্ত্রী। এখন আমি তাকে নেওয়ার জন্য এসেছি। তাকে আমায় প্রদান কর। যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তোমার সাথে মহাযুদ্ধে আমায় নামতে হবে।” যক্ষ তা শুনে তখনই অঞ্জনাবতীর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করল- “হে অঞ্জনাবতী, সপ্তধনু রাজা কি সত্যই তোমার স্বামী?” তখন অঞ্জনাবতী কোন প্রকার দ্বিধা না করে বলল- হাঁ দাদা, তিনিই আমার স্বামী। তা শুনে যক্ষ মহাসত্ত্বের নিকট এসে বলল- “হে মহাপুরুষ, আপনি আসুন। আমার ভগ্নী আপনাকে প্রদান করব। “তা শুনে সপ্তধনু রাজা আকাশ হতে নেমে অঞ্জনাবতীর প্রাসাদে প্রবেশ করে উপবেশন করলেন। তখন কান্তার যক্ষ অন্যান্য বহু যক্ষকে সমবেত করে মহোৎসবের সহিত অঞ্জনবতীকে মহারাজের হস্তে সমর্পন করলেন। তারপর মহাসত্ত্ব কান্তার যক্ষকে বললেন- হে ভদ্র, তুমি সর্বদা পঞ্চশীল রক্ষা করবে। পঞ্চশীল বলতে বুঝায়- প্রাণীহত্যা, চুরি, পরদার লঙ্ঘন, মিথ্যাভাষণ এবং নেশাদ্রব্য সেবন হতে বিরত হওয়া।”

হে মহাযক্ষ, প্রাণীহত্যা হতে বিরত হলে নিম্নোক্ত ফল লাভ হয়। যথা- নির্বান লাভ না হওয়া পর্যন্ত জন্মে জন্মে নিখুঁত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হয়। যানবাহনাদি দ্বারা সুখে চলাফেরা করে।

মরনাসন্নকালে স্মৃতি বিহ্বল হয় না। এ শীল হয় মহা পৃথিবীর ন্যায় প্রতিষ্ঠা দায়ক এবং আরো হয় অবধ্যা নির্ভীক দীর্ঘায়ু সম্পন্ন, সর্বজন প্রিয়, মহাশক্তিধর এবং সৌন্দর্য্য, লাবন্যময়, মৃদুতা অচ্ছেদ্য সুখী, পরিবারতা ও নীরোগীতা।

চুরি না করার ফলে হয় জন্মান্তরে মহাধনশালী, অনুৎপন্ন সম্পদের উৎপত্তি, উৎপন্ন সম্পদের অভিবৃদ্ধি, নিরাপদ, সুখ বিহারী ও প্রিয়বস্তু লাভী।

ব্যভিচার বা পরদার লঙ্ঘন না করার ফলে নারীত্ব ঘুচে যায়, পুরুষত্ব লাভ হয়, নপুংসক ও দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হয় না। হাঁপানী কুষ্ট রোগ হয় না। কমনীয় লাবণ্যময় চেহারা লাভ হয় ও সকলের প্রিয় হয়।

মিথ্যা বাক্য না বলার ফলে- পিক কণ্ঠ মধুর ভাষী, সু শ্রী সুখাকৃতি, সুন্দর অবিরল নিরোগ দন্তাবলী, মুখে দুর্গন্ধহীন ও সুখস্পর্শ হয়।

মাদক দ্রব্য সেবন না করার ফলে স্মৃতিমান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপ্রমত্ততা অক্রোধী, সুদক্ষ সূক্ষ্মদর্শী, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন হয়। মহাযক্ষ সুষ্ঠুরূপে এ পঞ্চশীল রক্ষা কর। এ জগতে যারা পঞ্চশীল পালন না করে, তারা মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই অসুর তির্যগ, প্রেত ও নিরয়, এ চতুর্বিধ অপায়ে উৎপন্ন হয়। আর যাঁরা এ পঞ্চশীল রক্ষা করে, মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

তখন কান্তার যক্ষ বোধিসত্ত্বের এবম্বিধ ধর্মবাক্য শুনে প্রীতিচিত্তে তাঁকে বলল- "হে মহারাজ, আপনার ভাষণ শুনে আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। এ হতে আমি আপনার বাক্য রক্ষা করব। আমি কোনও প্রাণী, অন্ততঃ ক্ষুদ্র পিপিলিকা পর্যন্ত বধ করবনা, পরের অন্ততঃ তৃণশলকা পর্যন্ত চুরি করবনা, পরদার

লঙ্ঘন করবনা, মিথ্যা বাক্য বলবনা এবং পঞ্চবিধনেশা দ্রব্য সেবন করবনা। আমরণকাল আমি এ পঞ্চশীল রক্ষা করব।” বোধিসত্ত্ব এরূপে কান্তার যক্ষকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করে অঞ্জনাবতী ও করেনুবতী মহাঅশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে আকাশপথে স্বীয় নগরে নিরাপদে উপস্থিত হলেন। সে হতে মহাসত্ত্বের পরিচালনায় বারাণসী ধনসম্পদে-মান-মর্যাদায় ও গুণ গরিমায় বিপুল সমৃদ্ধশালিনী হল। মহাসত্ত্ব কৃতজ্ঞতা প্রদর্শণ মানসে মনিকাক্ষ অশ্বকে পাঁচ অযুত টাকা উপহার প্রদান করিলেন। তদবধি মহাসত্ত্ব দেবরাজের ন্যায় যশঃ কীর্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে দেব-নরের প্রিয় ভাজন হয়ে রাজত্ব করতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ এপর্যন্ত বলার পর জাতকের নিগোক্ত সমাপ্তির গাথাগুলি ভাষণ কররেন-

৩৩-৩৮। তখন ব্রহ্মদত্ত রাজা আমার পিতা শুদ্ধোদন। বর্ত্তমানের মহামায়া দেবীই অতীতের কেশিনী। মহাতেজশালী মহামোগ্গল্লায়ণ ছিল শ্বেত রাজা। দিব্য চক্ষুধারী অনুরুদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্র। পদুম গর্ভাদেবী বর্তমানের গৌতমী আমার মাসীমাতা। চিরপ্রভাদেবী ছিল রাহুল মাতা যশোধরা। পদুম কুজা দাসী ছিল উৎপলবর্ণ থেরী, মনিকাক্ষ অশ্বরাজ বর্ত্তমানের কন্থক অশ্ব, অঞ্জনাবতী যক্ষিনী বর্ত্তমানের অজপাল যক্ষিনী, করেনুবতী বর্ত্তমানের সুন্দরী ভিক্ষুণী। কান্তার যক্ষ বর্তমানের সাতগিরি যক্ষ। আমিই ছিলাম সপ্তধনু রাজা।” এ জাতক সবাই সুন্দর রূপে ধারণ কর।

(সপ্তধনু জাতক সমাপ্ত।)

২য় দশক জাতক পঞ্চাশক সমাপ্ত।

জাতক পঞ্চাশক

(৩য় দশক)

প্রথম প্রকাশ কাল- ৪/১১/১৯৮১ ইং

নিবেদন

এই "জাতক পঞ্চাশক" গ্রন্থে মোট জাতকের সংখ্যা ৫০টি। জাতকগুলি অতি দীর্ঘ। তাহা একখণ্ডে প্রকাশ করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। সর্বসাধারণের প্রকাশের সুবিধার নিমিত্ত জাতকের নম্বর হিসাবে প্রকাশ করা হইতেছে। নিম্নোক্ত সদাশয় প্রকাশকগণের ন্যায় বৌদ্ধ শাসনের উপকারার্থ যে কেহ কয়েকটি করিয়া জাতক প্রকাশ করতঃ ধর্মদানের মহা পুণ্য গ্রহণ করিতে পারেন।

এক নম্বর হইতে ১০ নম্বর জাতক কানাইমাদারী নিবাসী শ্রীযুত বাবু সুদত্ত কুমার বড়ুয়া তদীয় পিতা-মাতার পুণ্য স্মৃতি রক্ষা কল্পে ও ধর্মদানোপলক্ষে সশ্রদ্ধায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই জাতক গ্রন্থের নাতিবিস্তৃতি পরিচিতি সেই প্রথম খণ্ডের নিবেদনে প্রকাশ করা হইয়াছে। ১১ নম্বর হইতে ২০ নম্বর জাতক ঐ কানাইমাদারী নিবাসী শ্রীযুত বাবু ধর্মপাল বড়ুয়া তদীয় পিতা-মাতার পুণ্য স্মৃতি রক্ষা কল্পে ও ধর্মদানোপলক্ষে প্রকাশ করিতেছেন। এই ২১ নম্বর হইতে ৩০ নম্বর জাতক ঐ কানাইমাদারী নিবাসী শ্রীযুত বাবু ভারত চন্দ্র বড়ুয়া সশ্রদ্ধায় প্রকাশ করিলেন। যেই যেই নম্বরের জাতক ছাপা হয় নাই, তাহা প্রকাশকের অভাবেই বলিয়া বুঝিতে হইবে। তবে কোন সহৃদয় পুণ্য বুদ্ধি পরায়ণ দায়ক-দায়িকা ধর্মদানোপলক্ষে অপ্রকাশিত অভূতপূর্ব অত্যাশ্চর্য মনোরম জাতকগুলি প্রকাশ

করিবার জন্য সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাও জানাইয়া রাখিতেছি যে একটি বা দুইটি অথবা যে যতটি প্রকাশ করিতে পারেন, তাহাতে অগ্রসর হইয়া শাসনিক কাজ সম্পাদন করতঃ জীবনকে ধন্য করুন। এ জাতকগুলি পঠনে ধারণে ও মননে জনসাধারণের কিঞ্চিৎমাত্রও উপকার হইলে শ্রম সার্থক মনে করিবে।

ইতি-

শাসন সমাজ হিতকামী

শ্রী জিনবংশ মহাথেরো

তাং- ৫/১১/১৯৮১ ইং।

গুরুদেব অগ্রমহাপণ্ডিত শতাধিক সদ্ধর্ম গ্রন্থ
প্রণেতা বিনয়াচার্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক
মহাস্থবির মহোদয়ের-

পুণ্য স্মৃতি তর্পণে

অগ্র মহাপণ্ডিত মম আচার্য প্রবর,
তবালোকে বঙ্গবৌদ্ধ অতিশয় প্রখর।
তাই দেব তোমার নাম "প্রজ্ঞালোক" বলি-
সার্থক হয়েছে ধরায় তোমার সকলি।
জ্ঞানে ও ধ্যানে তপস্যায় তুমি মহিয়ান,
তুমিই নিত্য হও আমার প্রধান ধ্যান।
সযতনে সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা আমায় দানিয়ে,
গ্রন্থকার বলিয়া লোকে প্রকাশ করয়ে।
গুণ যত দেব মম সবিই আপনার,
দোষ যত আছে দেব সকলি আমার।
তবোদ্যান হতে দেব এ"জাতক" প্রসুন,
সযতনে রতন রূপে করিয়া গ্রন্থন।
তব মহা পুণ্য স্মৃতির স্মরণের তরে,
মনানন্দে করিনু দান সজ্জনের করে।

ইতি-
ভবদীয় দীন শিষ্য
"গ্রন্থকার"
তাং- ১৯৮১ ইং

জাতক পঞ্চাশক

২১। চন্দ্র কুমার জাতক।

"হায় হায় বাছা একমাত্র" এবিষয়টি বুদ্ধ জেতবন বিহারে বাস করবার সময় প্রাণীদিগকে মুক্তিদান-বিষয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

একদিবস ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় বসে বললেন- "অহো বন্ধুগণ, আমাদের ভগবান বুদ্ধ প্রাণীদের সমস্ত দুঃখ ও ভয় হতে মুক্ত করেছেন" ইত্যাদি বলে আলাপ আলোচনা করছিলেন। তখন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ভগবান গন্ধ কুঠির হতে ভিক্ষুগণের আলোচনা দিব্য কর্ণে শোনলেন- তখন তিনি সভাস্থলে এসে জিজ্ঞেস করলেন- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আলোচনা নিয়ে এখানে বসে আছ? তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচিত বিষয় বুদ্ধের নিকট প্রকাশ করলেন। তা শুনে ভগবান বললেন- "আমি এখন সমত্রিংশৎ পারমী ধর্ম পূর্ণ করে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হয়েছি। তাই আমার পক্ষে তা তেমন আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্বে আমার অপরিপক্ক জ্ঞানাবস্থায় ও আমি নানাবিধ প্রাণীকে বিভিন্ন ভয় ও দুঃখ হতে মুক্ত করেছিলাম। তাহাই হয়েছিল আমার আশ্চর্য কর্ম।" এবলে বুদ্ধ মৌণভাব অবলম্বন করলেন। ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় পুনঃ স্বীয় পূর্ব কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন-

হে ভিক্ষুগণ, অতীতে বারাণসী নগরে 'ধনক' নামক এক ব্যবসায়ী বাস করতেন। তাঁর পত্নীর নাম "নন্দা।" পঞ্চশত ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধান ব্যবসায়ী। তখন বোধিসত্ত্ব তাবতিংশ স্বর্গে অবস্থান করছিলেন। তাঁর দিব্যায়ু

নিঃশেষ হলে, তখন তিনি এ মর্তলোকে অই নন্দার গর্ভেই প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। তৎকালে ধনক বণিক এক স্বপ্ন দেখলেন। তা এরূপ- "এক তাপস আকাশ-পথে গিয়ে চন্দ্রমণ্ডলটি নিজের হস্তে স্থাপন করলেন।" এস্বপ্ন দর্শন দিবসের শুভলগ্নে নন্দা সোনার বরণ এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। ধনক বণিক চিন্তা করলেন- "অদ্য আমার এরূপ আশ্চর্য চন্দ্রমণ্ডল স্বপ্ন দর্শনের সাথে সাথেই আমার পুত্র লাভ হল। তাই এ পুত্রের নাম রাখবো চন্দ্রকুমার।" চন্দ্রকুমার বয়স্ক হলে রূপ লাবণ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণের ন্যায় শোভামান হলেন। তিনি সবারই প্রিয় মনোজ্ঞ হয়েছিলেন। তিনি ষোল বৎসর বয়স কালে সর্বশিল্পে নিপুণ হলেন। তৎকালে উক্ত পঞ্চশত বণিক অর্থ সংগ্রহের মানসে ব্যবসা উপলক্ষে সমুদ্রপথে সুবর্ণ ভূমিতে যাত্রা করবার জন্য মনস্থ করলেন। মহাসত্ত্ব চন্দ্রকুমার এবিষয় শুনে পিতা-মাতাকে বললেন- 'বাবা, অদ্য আমিও ধন উপার্জনের জন্য পঞ্চশত বণিকের সাথে সুবর্ণ ভূমিতে যাব"। কুমারের কথা শুনে পিতা-মাতা বললেন- "বাবা, ভূমি তথায় যেতে পারবেনা। যেহেতু কোন কোন সময় মহাসমুদ্রে নৌকা নষ্ট হয়, সুতরাং বিপদ সঙ্কুল সমুদ্রে তোমার গমন আমরা ইচ্ছা করিনা। আমাদের ত্যাগ করে তোমার কোথাও যাওয়া আমাদের ইচ্ছা নয়। তুমি আমাদের একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র। এবলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১। "অহো বাছা! তুমি আমাদের প্রিয় মনোজ্ঞ এক মাত্র পুত্র। আমাদের ত্যাগ করে যেওনা। ইহা তোমার পক্ষে উচিত হবেনা।"

মহাসত্ত্ব পিতা-মাতার এবম্বিধ কথা শুনে বললেন- পিতঃ মাতঃ আপনারা আমাকে ব্যবসায়ে যেতে বারণ করবেন না।

"অদ্য আমি বণিকদের সাথে যাব।" পিতা-মাতা অনেক বলেও পুত্রকে বারণ করতে পারলেন না। যথাকালে চন্দ্রকুমার পিতা-মাতাকে পঞ্চাঙ্গ লুঠিয়ে বন্দনা করে অভিষ্ট স্থান অভিমুখে যাত্রা করে বণিকদের সঙ্গে মহানৌকায় আরোহণ করলেন। মহা নৌকা অনুকুল বায়ুবেগে ইচ্ছিত স্থানে গিয়ে পৌঁছল। তখন চন্দ্রকুমার নৌকা হতে অবতরণ করে সমুদ্রের তীরবর্তী কোনও দোকানে উপস্থিত হলেন। সে দোকানে দেখলেন- বহুবিধ সজীব প্রাণী বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। তখন তিনি সে দোকান হতে মুষিক, বিড়াল ও শুকাদি কয়েকটি পাখী এবং মৎস্যাদি কয়েকটি জলজ প্রাণী ক্রয় করে মহানৌকায় একস্থানে এনে রাখলেন। বণিকেরা নৌকায় এসব সজীব প্রাণী দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে বাছা চন্দ্রকুমার তুমি এসব পাখী কেন ক্রয় করে এনেছ?" তিনি বললেন- বাবু, এ প্রাণীগুলি ছেড়ে দেওয়ার জন্যই ক্রয় করে এনেছি। তখন বণিকগণ বললেন– "বাছা" ব্যবসায়ীরা নৌকা নিয়ে বিদেশে আসে ধন লাভের আশায়। কেন তুমি এসব প্রাণী ক্রয় করে অনর্থক অর্থ নষ্ট করলে? তুমি ত দেখছি ভারী অজ্ঞ বালক। ধন উৎপাদন করতে জাননা।" তিনি বললেন- "বাবুগণ, আপনারা আমাকে অজ্ঞ বলছেন। কিন্তু আমি দেখছি আপনারাই বড় অজ্ঞ।" এবলে বণিকগণকে স্বীয় অভিপ্রায় পরিজ্ঞাপনার্থ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

২-৩। "যারা সুখকামী ও প্রাণীদের হিতকামী, তাঁরা সর্বদাই প্রাণীদের দুঃখ হতে মুক্ত করেন। তাঁরা সর্বদা মানবকুলে উৎপন্ন হয়ে দীর্ঘায়ু, সুখী; যশঃস্বী ও ধনবান হয়ে থাকেন।"

বণিকগণ তাঁকে প্রাণীমুক্তির সৎকাজ হতে বারণ করতে পারলেন না। তিনি তখন জলজ প্রাণীকে মহাসমুদ্রে ছেড়ে দিলেন এবং স্থলজ প্রাণী সমূহকে সমুদ্রের তীরবর্তী এক পর্বতে নিয়ে গিয়ে চিন্তা করলেন- এ পর্বতটি রমণীয় ও শোভনীয়। এখানে নিশ্চয়ই কোন প্রব্রজিত বাস করবেন। এখন আমি প্রাণী সমূহকে এ পর্বতের শিখর দেশে ছেড়ে দিয়ে পুণ্যার্জন করব। তখন এক স্থবির ভিক্ষু সে পর্বতের শিখর দেশে মুক্তি কামনায় এক বৃক্ষ মূলে ধ্যানে নিবিষ্ট আছেন। মহাসত্ত্ব পর্বতের শিখর দেশে উঠে স্থবিরকে ধ্যানাবস্থায় দেখলেন। এতে তিনি প্রীত হয়ে স্থবিরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা করে জিজ্ঞেস করলেন- "ভন্তে, আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন?" স্থবির বললেন- "উপাসক, বিবেক সুখ লাভের আশায় আমি অদ্যই এখানে এসেছি।" মহাসত্ত্ব দেখলেন স্থবিরের দেহ হতে অত্যধিক ঘর্ম বের হচ্ছে। তা দেখে তিনি বললেন- "ভন্তে, আপনাকে অবলম্বন করে আমি কিছু পুণ্য কর্ম করতে ইচ্ছা করি। স্থবির বললেন- "উপাসক, তোমার শক্তি অনুযায়ী পুণ্যকর্ম করতে পার। পুণ্যকর্ম সমস্ত প্রাণীরই প্রতিষ্ঠা স্বরূপ।" তিনি তা শুনে সমুদ্র হতে জল এনে স্থবিরকে্লান করিয়ে সরবৎ, তাম্বুল ও ঔষধাদি দান করে একটা দীপ জ্বালিয়ে স্থবিরকে শ্রদ্ধাচিত্তে পূজা করলেন। তৎপর স্থবিরের সম্মুখেই তাঁর আনীত প্রাণী সমূহ ছেড়ে দিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে স্থবিরকে পুনঃ বন্দনা করলেন এবং নিেোক্ত গাথায় প্রার্থনা করলেন-

৪। "ভন্তে আপনি এখন আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি এ প্রাণী সমূহ ছেড়ে দিয়ে মহাপুণ্য অর্জন করেছি। এ পুণ্য কর্মে আমি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হয়ে সদেব মানবকে জন্ম-জরা-ব্যাধি

হতে উত্তীর্ণ করব।” স্থবির বোধিসত্ত্বের এবাক্য শুনে তা অনুমোদন মানসে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

৬-৭। “তুমি যে এপ্রাণী সমূহকে দুঃখ হতে মুক্ত করলে, তোমার এপুণ্য কর্ম আমি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করছি। এর সুখ বিপাক বিপুল হবে। তুমি এখানে যে প্রার্থনা করলে, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হউক এপুণ্য কর্মের প্রভাবে ভবিষ্যতে তুমি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হবে।”

তখন মহাসত্ত্ব প্রসন্ন মনে স্থবিরকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা করলেন। অতঃপর তিনি এসব পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে স্থবিরের নিকট বিদায় নিয়ে পর্বত হতে অবতরণ করে নৌকায় উপস্থিত হলেন। তখন নাবিকেরা গন্তব্য স্থান লক্ষ্য করে নৌকা ছেড়ে দিলেন। নৌকা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে নাচতে নাচতে সমুদ্রের অপর পাড়ের দিকে চলল। ক্রমান্বয়ে নৌকা সমুদ্রের মধ্যভাগে পৌঁছলে তখনই বায়ুবেগ তীব্র হল। এতে মহাসত্ত্ব বোঝতে পারলেন- এখনই নৌকা ভগ্ন হবে। তাই তিনি ঘৃত-মধু-চিনি-মিশ্রী দ্বারা উদর পূর্তি করে দেহে বহু পরিমানে তৈল মাখলেন। স্বীয় পোষাকাদি সমস্ত তৈলে সিক্ত করে নিলেন। তারপর তিনি নৌকার মাস্তুলে উঠে বসে রইলেন। বায়ু বেগ সহ্য করতে না পেরে সমুদ্রের মধ্যদেশেই নৌকা ভগ্ন হল। তখন নৌকার মাঝি-মল্লা-কর্ম চারিগণ এবং বণিকগণ সামুদ্রিক মৎস্য কচ্ছপ ও কুম্ভীর দ্বারা ভক্ষিত হতে লাগল। নৌকা ডুবে যখন নৌকার মাস্তুলও অর্ধেক জল-মগ্ন হল, তখন মহাসত্ত্ব মাস্তুল মস্তক হতে বারাণসী দিকে লাফ দিয়ে অই হিংস্র মৎস্য কচ্ছপাদি সম্মিলিত স্থানের বহু দূরে গিয়ে পতিত হলেন। সে দিবস ছিল। পূর্ণিমার উপোসথ। তিনি আকাশের দিকে অবলোকন করে দেখলেন চন্দ্রমণ্ডল পরিপূর্ণ।

এতে তিনি সে দিন যে পূর্ণিমার উপোসথ, তা জ্ঞাত হয়ে লোণাজলে কুলকুচা করে অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল অধিষ্ঠান করলেন এবং বারাণসীর দিক লক্ষ্য করে সমুদ্রে সন্তরণ করতে লাগলেন। এরূপে মহাসত্ত্ব ভেসে-ডুবে সপ্তধনু কুমারের ন্যায় পূর্বজন্মের কর্মবিপাকে মহাদুঃখ ভোগ করতে লাগলেন। এখন সে পাপ কর্মের বিপাক প্রকাশচ্ছলে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

৮। "অল্প মাত্র পাপকেও তোমরা হেলা করবে না। স্বল্পমাত্র পাপ কর্মও বিপুলাকার ধারণ করে মহাদুঃখ বহন করে আনে।"

মহাসত্ত্ব যেদিন হতে সমুদ্র-বক্ষে ভাস্তে লাগলেন, সেদিন হতেই সুবর্ণ ভূমি নামক নগরের রাজা ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে মানব লীলা সংবরণ করলেন। সে সময়ে সমুদ্র রক্ষার ভার পড়েছিলো মণিমেখলা নাম্নী এক দেবকন্যার উপর। ইনি সাতজন্ম পূর্বে বোধিসত্ত্বের মাতা ছিলেন। তিনি একদা সমুদ্র, দর্শন করবেন, এচিন্তা করে আকাশ-পথে সমুদ্র দর্শন করতে লাগলেন। সমুদ্রের মধ্যে তরুণ সূর্যের ন্যায় ভাসমান চন্দ্রকুমারকে দেখলেন। তখন দেবী আকাশে স্থিতা হয়ে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞেস করলেন-

৯। "এ অপার সমুদ্র মধ্যে তুমি কে? কোন্ অর্থ সন্দর্শন করে এ অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা করছ।" বোধিসত্ত্ব দেবকন্যার কথা শুনে তার সাথে আলাপ করবার ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

১০-১১। "হে দেববালা, আমার কথা শ্রবণ করুন। এখানে বাণিজ্যাদি কিছুই নেই, যাতে পাপ সঞ্চয় হয়। আমি স্বীয় আত্মাকে তুচ্ছ করে কোন পাপ কর্ম করিনি। হে দেব

দুহিতা, তদ্ধেতু আমার বিশ্বাস নিরাপদে আমি সমুদ্র পার হয়ে তীর প্রাপ্ত হব।

দেবকন্যা বোধিসত্ত্বের বাক্য শুনে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পুষ্প মুষ্টির ন্যায় গ্রহণ করে "সুবর্ণভূমি" নগরে রাজোদ্যানে শিলাসনে রেখে অন্তর্হিত হলেন। তখন সুবর্ণভূমির অমাত্যগণ সহ নগরবাসীরা রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদনের পর সপ্তম দিবসে অমাত্য পুরোহিত প্রমুখ রাজ্যের প্রধানগণ একত্রিত হয়ে পরামর্শ করার জন্য এক পরামর্শ সম্মিলনীর আয়োজন করলেন। সেই সম্মিলনে এরূপ কথার উত্থাপন হল। "আমাদের রাজার একমাত্র কন্যা "সিবলি কুমারী।" তাঁর স্বামীর উপযুক্ত পুরুষ এখানে কোথাও দেখছিনা।" একথা শুনে এক ব্রাহ্মণ বললেন- "ভদ্রগণ একখানা পুষ্পরথ সাজিয়ে ছেড়ে দিন। এ রথ যার নিকট উপস্থিত হবে, তাঁকেই রাজত্ব দেওয়া উচিত হবে। সে পুরুষই ধর্মতঃ রাজত্ব করবে এবং তাঁর হস্তেই সিবলী কুমারীকে সমর্পণ করা হবে। বৈঠকের সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে সাধুবাদের সহিত সমর্থন করলেন। তখন অমাত্যগণ পুষ্পরথ সজ্জিত করে তাতে রাজ-পূজোপযোগী সর্ববিধ সামগ্রী পরিপূর্ণ করে স্থাপন করলেন। সে রথের পশ্চাতে সর্ববিধ মনোমুগ্ধকর বাদ্য নিয়োজিত করা হল। তৎপর ধার্মিক রাজা অন্বেষনে অভিজ্ঞ পুরোহিত সহ পুষ্পরথ ছেড়ে দেওয়া হল। সুসজ্জিত পুষ্পরথ অনির্বচনীয় উৎসব সহকারে রাজবাড়ী হতে বের হয়ে নগরকে তিনবার প্রদক্ষিণ করল। তারপর ক্রমে রাজোদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হল। তখন মহাসত্ত্ব ক্লান্ত দেহে সে উদ্যানে শিলাপট্টে সর্বাঙ্গে চাদর ঢাকা দিয়ে শয়ন করে নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন। পুষ্পরথ ক্রমান্বয়ে গিয়ে বোধিসত্ত্বের পাদ-প্রান্তে গিয়ে তাঁর আরোহণ কামনায় দাঁড়িয়ে রল। তখন

পুষ্পরথের পশ্চাদগামী জনগণ বোধিসত্ত্বকে তথায় শায়িতাবস্থায় দেখে চিন্তা করলেন- "এ পুরুষের নিকট রাজত্ব করবার তেমন পুণ্য আছে কিনা, তা পরীক্ষা করতে হবে।" এ চিন্তা করে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র এক সাথেই ভীম প্রহারে বাদ্য করতে আদেশ দেওয়া হল। তৎমুহূর্তে বাদ্য যন্ত্রের ভীম নাদ আরম্ভ হল। জনগণ চিন্তা করলেন- "এপুরুষ যদি পুণ্যবান হন, তবে স্থিত থাকবেন। আর যদি তেমন পুণ্যবান না হন, তা হলে এ ভীষণ বাদ্য নির্ঘোষ-শব্দ শুনে পলায়ন করবেন।" যখন বাদ্য একসাথে বেজে উঠল, তখন মহাসত্ত্ব মস্তক হতে বস্ত্র অপসারিত করে দেখলেন এবং জনতার অভিপ্রায় বোঝতে পারলেন। তারপর পুনরায় মস্তকে বস্ত্র ঢেকে শুয়ে র'লেন। তখন লক্ষণজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের পদতল- লক্ষণ দেখে বললেন- "সমাগত সজ্জন মণ্ডলি, এ মহাপুরুষ একান্তই মহাপুন্যবান। ইনি এক দ্বীপ কেন চার মহাদ্বীপেরই ঈশ্বর হবার উপযোগী পুণ্যবান।" এ কথা শুনে অমাত্য প্রমুখ উপস্থিত জনগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন- "হে মহাপুরুষ, আমরা সকলেই আপনার নিকট এসেছি, এ রাজ্যের রাজত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাতে। হে মহাপুণ্যবান, আপনি এ বিপুল, ঐশ্বর্য সম্পন্ন রাজ্যের রাজত্ব ভার গ্রহণ করুন।" মহাসত্ত্ব তাঁদের এ অনুরোধ বাক্য শুনে উঠে বসলেন এবং অমাত্যকে জিজ্ঞেস্ করলেন- অমাত্য প্রবর আপনাদের রাজা কোথায়?" অমাত্য বললেন- আমাদের রাজা এখন পরলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন- "ভদ্রগণ আপনাদের রাজার কোন পুত্র-কন্যা নেই কি?" অমাত্য বললেন- আমাদের রাজার পুত্র নেই।" 'সিবলী' নাম্নী একটি মাত্র কন্যা আছে।" তা শুনে মহাসত্ত্ব তাদের অনুরোধে রাজত্ব

গ্রহণের জন্য সম্মত হলেন। তখন অমাত্য প্রমুখ জনগণ তাঁকে অনুরোধ করলেন- স্বামিন, আপনি মহাপুণ্যবান মহাপুরুষ। আপনি এ পুষ্পরথে আরোহণ করুন। আপনাকে নগরে নিয়ে যাব। তাঁদের অনুরোধে মহাসত্ত্ব যখন রথে আরোহণ করলেন, তখন রথের আগে পাছে সর্ববিধ বাদ্য মধুর নাদে বেজে উঠল। মহাপরিষদ বৃন্দে সুশোভিত হয়ে মহোৎসাহের সহিত রথ নগরে প্রবেশ করল। ক্রমে পুষ্পরথ রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হল। মহাসত্ত্ব রথ হতে অবতরণ করে প্রাসাদের উপরিতলে শ্বেতছত্রের নিতে মহা আসনে রাজলীলায় গিয়ে সমাসীন হলেন। তখন অমাত্য প্রমুখ জনগণ তাঁকে মাঙ্গলিক ধ্বনি সহকারে অভিষেক প্রদান করলেন। চন্দ্রকুমার সুবর্ণভূমির রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। তখন তিনি সিবলী দেবীকে অগ্রমহিষী পদে অভিষিক্তা করে ধর্মতঃ রাজত্ব করতে লাগলেন। সিবলীদেবী চন্দ্ররাজের প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হয়েছিলেন। পতিভক্তি ও বিনীত আচরণ তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রকুমার রাজা দশবিধ রাজধর্ম উত্তমরূপে রক্ষা করে উপদেশের মাধ্যমে বিনাদণ্ডে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। স্বীয়পুণ্যার্জন মানসে ও পর সুখের নিমিত্ত প্রত্যহ জনগণের উদ্দেশ্যে মহাদানের প্রবর্তন করেছিলেন। তখন চন্দ্ররাজা নিজে যে প্রাণীদের জীবন দান করেছিলেন, সে বিষয় স্মরণ করলেন। তা প্রকাশের ইচ্ছায় তথাগত বুদ্ধ নিম্নোক্ত তিনটি গাথা ভাষণ করলেন-

১২-১৩। "তখন চন্দ্ররাজা পুণ্য চেতনায় মৈত্রী পরায়ণ হয়ে স্থলজ ও জলজ প্রাণীদের যে জীবন দান করেছিলেন, সে বিষয় প্রীতিচিত্তে স্মরণ করলেন। অহো, আমার সে পুণ্য বিপাক এখন সর্বদা বহু সুখদায়ক, নির্ভয় ও নিরুপদ্রবময়

মহাসম্পদ লাভের কারণ হয়েছে। জগতে পুণ্য কর্মই প্রাণীদের একমাত্র প্রতিষ্ঠা। উদ্যোগী পণ্ডিতগণ সর্বদাই সুখ প্রাপ্ত হন।”

তদবধি চন্দ্র কুমার রাজা পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম স্মরণ করে সংযমের সহিত সমদৃষ্টিতে ধর্মতঃ রাজত্ব করতে লাগলেন। তিনি যে পর্বত শিখরে স্থবিরকে এক কলস জল দ্বারা ্লান করিয়েছিলেন, তৎপুণ্য প্রভাবে প্রত্যহ দেবতারা অনোবতপ্ত হ্রদ হতে অশীতি সহস্র কলস জল চন্দ্ররাজের ্লান ও পানার্থ এনে দিতেন। ্লান করার পর স্থবিরকে যে তাম্বুল, সরবৎ ও ভৈষজ্যাদি দান দিয়েছিলেন, সে পুণ্য প্রভাবে দেবগণ হিমালয় পর্বত হতে দিব্য তাম্বুল, নানাবিধ ঔষধ, শ্রেষ্ঠ ফল, মূল ও পুষ্প প্রত্যহ এনে দিতেন। স্থবিরকে যে দীপ-পূজা করেছিলেন সে পুণ্য প্রভাবে প্রত্যহ দেবতাগণ অশীতি সহস্র সুবর্ণ প্রদীপ রাত্রে রাজবাড়ীতে যথাস্থানে জ্বালিয়ে দিয়ে চন্দ্রকুমার রাজাকে পূজা করতেন। পর্বত শিখরে পাখীদের ছেড়ে দেওয়ার পুণ্য-প্রভাবে প্রত্যহ অশীতি সহস্র পাখীরা হিমালয় পর্বত হতে চন্দন-পুষ্পাদি এনে বোধিসত্ত্বকে পূজা করত। শুক্পাখী ছেড়ে দেওয়ার পুণ্য প্রভাবে প্রত্যহ হিমালয় হতে অশীতি সহস্র শুকপাখী জাতিশালী ধান্যের শীষ এনে বোধিসত্ত্বকে তা দিয়ে পূজা করে যেত। মূষিক ছেড়ে দেওয়ার পুণ্য প্রভাবে প্রত্যহ হিমালয় হতে অশীতি সহস্র মূষিক এসে শুকপাখী প্রদত্ত ধান্যগুলি কু’টে বিশুদ্ধ চাউলে পরিণত করে দিয়ে যেত। বানর ছেড়ে দেওয়ার পুণ্য প্রভাবে প্রত্যহ হিমালয় হতে অশীতি সহস্র বানর স্বর্ণ রৌপ্য নিয়ে এসে চন্দ্ররাজকে দিয়ে যেত। জলচর প্রাণী মৎস্য-কচ্ছপাদি ছেড়ে দেওয়ার পুণ্য প্রভাবে প্রত্যহ অশীতি হাজার মৎস্য-কচ্ছপ প্রত্যেকে সমুদ্র হতে নানাবিধ রত্ন এনে মহাসত্ত্বকে দিয়ে যেত। কাঠবিড়াল ছেড়ে দেওয়ার পুণ্য

প্রভাবে প্রত্যহ অশীতি সহস্র কাঠবিড়াল হিমালয় হতে সুস্বাদু ডুমুর ফল এনে দিয়ে যেত। আর রাজ্যবাসী প্রত্যকে সপরিবারে নানাবিধ উপহার নিয়ে এসে চন্দ্ররাজকে সগৌরবে পূজা করে যেতেন। সে রূপ জম্বুদ্বীপের সকল রাজা তাঁকে মূল্যবান উপহার প্রদান করে যেতেন। বোধিসত্ত্ব এরূপে সুবর্ণভূমি নগরে রাজত্ব করবার সময় মহাযশঃ পরিবার সম্পন্ন হয়ে সকল প্রকার সুখ সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। যথাকালে তিনি সিবলী দেবীর গর্ভজাত একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। মাতা পুত্রের নাম রাখলেন 'মহিলা কুমার'। বোধিসত্ত্ব দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করবার পর চিন্তা করলেন- "আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। কখন মৃত্যু হয়, তার নিশ্চয়তা নেই। তাই কল্য আমি সপ্ত শতিক মহাদান দেব।" এরূপ প্রীতিচিত্ত উৎপাদন করে 'সেনগুপ্ত' নামক অমাত্যকে বললেন- "বাপু আমি আগামীকল্য সপ্তশতিক মহাদান দেব। সুতরাং তুমি অতি শীগ্গীর হস্তী, অশ্ব, ঘোড়া, শকট, রথ, নারী, দুগ্ধবতী গাভী, দাস ও দাসী প্রভৃতি প্রত্যেকটি সাতশত করে যোগাড় কর। নানা প্রকার বস্ত্র, অন্ন পানীয়, খাদ্য, ভোজ্য ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে একস্থানে পুঞ্জীভূত কর।" এবলে অমাত্যকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি শ্রীশয্যায় উপবেশন করলেন। উক্ত অমাত্য বোধিসত্ত্বের নির্দেশ মত মহাদানের নিমিত্ত উল্লেখিত দানীয় বস্তু প্রত্যেকটি সাতশত করে রাজাঙ্গণে এনে সজ্জিত করলেন। তখন দশদিকের জনগণ, যাচকগণ ও জম্বুদ্বীপের রাজাগণকে দেবতারা এ সপ্তশতিক মহাদানের খবর এরূপ ঘোষণা করলেন- ভবৎগণ, আগামী কল্য চন্দ্রকুমার রাজা স্বীয় রাজ্য সুবর্ণভূমি নগরে সপ্তশতিক মহাদান করবেন।" দেবতাদের এ ঘোষণা শুনে, দেব প্রভাবে সারা জম্বুদ্বীপের রাজাগণ সুবর্ণভূমি নগরের

রাজাঙ্গণে এসে নারী দান গ্রহণ করে স্বীয় স্বীয় দেশে চলে গেলেন। অমাত্যগণও ধনী ব্যক্তিগণ হস্তী, অশ্ব রথাদি যার যা প্রয়োজন, তা যথাভিরুচি গ্রহণ করে স্বীয় স্বীয় দেশে প্রস্থান করলেন। যাচকগণ নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু যথাভিরুচি গ্রহণ করে নিয়ে গেল। রুগ্ন ব্যক্তি যথাপ্রয়োজনীয় ঔষধ পথ্যাদি যথেচ্ছা লাভ করে সানন্দে নিয়ে গেল। এ সপ্ত শতিক দান জনগণ সানন্দে গ্রহণ করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে মহাসত্ত্ব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এ সপ্ত শতিক দান প্রভাবে চার অযুত দু'লক্ষ দল বিশিষ্ট এ মহাপৃথিবী মত্তহস্তীর ন্যায় সগর্জনে কম্পিত হল। সুমেরু পর্বতরাজ সুবর্ণ ভূমি নগরের দিকে মস্তক অবনমিত করল। পৃথিবীতে সশব্দে দেবগর্জন সৃষ্টি হয়ে অকালে ক্ষণিক বর্ষণ ও বিদ্যুৎ লহরীর সৃষ্টি হল। সাগর উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হল। দেবরাজ ইন্দ্র করতালি যোগে আনন্দ জানালেন। মহাব্রহ্মাগণ সাধুবাদ ধ্বনিত করলেন। মনুষ্যলোক হতে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত আনন্দময় মহাকোলাহলের প্রাদুর্ভাব হল। সে বিষয় প্রকাশের ইচ্ছায় ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত তিনটি গাথা ভাষণ করলেন-

১৪-১৬। "এ মহাদান দেওয়ার সময় এ মহাপৃথিবী রোমাঞ্চকর ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। সুবর্ণভূমি নগর সংক্ষোভিত হয়েছিল। সপ্তশতিক দান দেওয়ার সময় 'অহো' এশব্দটি ভৈরব শব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল।"

তখন বোধিসত্ত্বের দান তেজে দেবরাজ ইন্দ্রের বিমান উত্তপ্ত হয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্র দিব্য জ্ঞানে ইহার কারণ চিন্তা করে জান্‌তে পারলেন- "এখন এ চন্দ্রকুমার রাজা মনুষ্য লোকে সপ্তশতিক মহাদান দিচ্ছেন। এ উপলক্ষে আমারও তথায় যাওয়া উচিত।" এ চিন্তা করে নানা দিব্য পুষ্পে

বিচিত্রিত এক সুবর্ণ বিমানে আরোহণ করে আকাশ পথে বোধিসত্ত্বের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। চন্দ্রকুমার রাজা এ বিমান দেখে নিম্নোক্ত গাথায় পরিচয় জিজ্ঞেস্ করলেন।

১৭। "এখন আমার সম্মুখে যে বিমান স্থিত আছে, এর কোনও কারণ আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আপনি কোন্ দেবতা এখানে এসেছেন তা আমাকে বলুন।" তা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র নিম্নোক্ত দু'টি গাথায় বললেন-

১৮-১৯। "হে রাজন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার নিকটই এসেছি। আপনার মহাদান দর্শন করে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনার সে মহাদান আমিও অনুমোদন করছি। আপনার মহাদানের হেতুতে অনাগতে আপনি জগতে নিশ্চই বুদ্ধ হবেন।" দেবরাজ ইন্দ্র এবলে চন্দ্রকুমার রাজের শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে তাঁর বহুবিধ স্তুতি করলেন। সে বিষয় প্রকাশ কল্পে অনুত্তর বুদ্ধ নিম্নোক্ত সাতটি গাথা ভাষণ করলেন-

২০-২৬। "তাঁর সঙ্কল্প জ্ঞাত হয়ে দেবরাজ বললেন- "দেব-মনুষ্য সবাই আপনার জীবন সদৃশ জীবন লাভের জন্য প্রার্থনা করছে। আপনার মহাদানে মহাপৃথিবী ভৈরবনাদে গর্জন করছে। সর্বদিক বিদ্যোৎ লহরী দ্বারা শোভিত হয়েছে। সুমেরু পর্বতরাজ আপনার দানপ্রভাবে নমিত হয়েছিল। আপনার দান নারদ পর্বত ও সুমেরু পর্বত অনুমোদন করছে। বিমান-দ্বারে স্থিত হয়ে আপনার মহাদান দেখে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছি। ইন্দ্র; ব্রহ্ম, প্রজাপতি, সোম, যম ও বৈশ্রবণ প্রভৃতি দেবতারা আপনার দুষ্কর সপ্তশতিক মহাদান সানন্দে অনুমোদন করছে। সর্বসাধারণের অদেয় বস্তু আপনি দান দিয়েছেন। সর্বসাধারণের অকৃত কর্ম করেছেন। অশান্তেরা এরূপ করতে পারেনা। তা সৎ লোকেরই কর্ম। তদ্ধেতু সৎ এবং অসতের গতি এক নহে।

অসতেরা নিরয়ে গমন করে। সৎ ব্যক্তিগণ স্বর্গ পরায়ণ হয়। হে রাজন, আপনি এখন যে দান দিচ্ছেন তদ্বারা আপনি স্বর্গেই যাবেন এবং অনুক্রমে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবেন।"

এবলে দেবরাজ ইন্দ্র চন্দ্রকুমার রাজের পুণ্যকর্ম অনুমোদন করে বললেন"'মহারাজ এ হতে আপনি অপ্রমত্ত হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করুন।" এবলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বস্থানে চলে গেলেন। এবিষয় প্রকাশের ইচ্ছায় তথাগত বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

২৭। 'দ্বি দেবলোকের ঈশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র এবলে চন্দ্ররাজাকে উপদেশ দিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।" সে হতে বোধিসত্ত্ব দান শীলাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। এ বিষয় প্রকাশ মানসে বুদ্ধ ভগবান নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২৮। "এ চন্দ্র রাজা মনুষ্যগণকে সর্ববিধ মহাদান দিয়ে যথায়ুষ্কাল মনুষ্যলোকে অবস্থান করে মৃত্যুর পর স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছেন।" ভগবান এ ধর্মদেশনা সমাপ্ত করে বললেন- আমি শুধু বুদ্ধত্ব লাভ করে যে সর্ব প্রাণীকে সমস্ত ভয় ও দুঃখ হতে মুক্ত করেছি তা নয়, পূর্বেও অপরিপক্ক জ্ঞানে পুথুর্জনাবস্থায় বহু প্রাণীকে সর্ববিধ ভয় ও দুঃখ হতে মুক্ত করেছি। এবলে জাতক কথা সমাধান করে নিম্নোক্ত অবসান গাথা ভাষণ করলেন-

২৯-৩৫। "তখন যে শীলবান স্থবির পর্বত শিখরে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, সে এখন সারিপুত্র। আমার বর্তমান সেবক আনন্দ ছিল তখন চন্দ্র কুমার রাজার সেনগুপ্ত অমাত্য, শক্র দেবরাজ ছিলেন বর্তমান অনুরুদ্ধ মহাস্থবির। তখনকারের মহাসমুদ্র রক্ষিতা মণিমেখলা নাম্নী দেবকন্যা হল এখন উৎপল বর্ণা। তখনকার মহিলা কুমার এখন আমার পুত্র রাহুল কুমার। সিবলী

দেবী এখন যশোধরা। নন্দা ছিলেন আমার মাতা। তখনকার ধনক নামক আমার পিতা বণিক এখন শুদ্ধোদন মহারাজ। তখনকার অমাত্য প্রমুখ সহ সুবর্ণ নগরবাসী বর্তমানকালের সুশীল ও শাসনে নিরত আমার শ্রাবক মণ্ডলী। বর্তমানের সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগত লোকনাথ আমিই ছিলাম তখনকার সম্যক্ রূপে পুণ্য কর্মে রত নরাধিপ চন্দ্রকুমার রাজ। তোমরা সবাই স্বীয় সুখকামী অতি গৌরবের সহিত এ জাতক ধারণ কর।

(চন্দ্রকুমার জাতক সমাপ্ত।)

২২। সাধিত রাজ জাতক-

"ভবৎ আমি পুণ্য কর্মে বিশেষভাবে" ইহা ভগবান জেতবনে বাস করবার সময় নিজের দান পারমী সম্পর্কে বলেছিলেন।

এক দিবস ভিক্ষুগণ ধর্ম সভায় উপবিষ্টকালে এরূপ কথার উত্থাপন হয়েছিল- অহো বন্ধুগণ, আমাদের অনুত্তর বুদ্ধ এখন দেব-মনুষ্যদের লৌকিক লোকোত্তর-সুখদায়ক হয়েছে। তখন ভগবান গন্ধকুঠি হতে ভিক্ষুদের এ আলোচনা দিব্যকর্ণে শুনে তথায় উপস্থিত হলেন এবং সজ্জিত বুদ্ধাসনে উপবেশন করে বল্লেন- "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বর্তমান কি বিষয়ের আলোচনা নিয়ে বসে আছ?" তখন ভিক্ষুগণ ভগবানকে অভিবাদনান্তর করজোড়ে তাঁদের আলোচিত বিষয় প্রকাশ করলে ভগবান বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, আমি সমত্রিংশৎ পারমী পূর্ণ করে বুদ্ধত্বাবস্থায় যে এখন দেব-মনুষ্যদের লৌকিক লোকোত্তর সুখদান করছি, তা নয়, অতীতে আমার বোধিসত্ত্বাবস্থায় সংসারে বিচরণকালে এক জন্মে প্রত্যহ মহাজনগণকে নানাবিধ

বস্তু দান দিয়ে সুখের কারণ করেছিলাম। তখন ভিক্ষুদের প্রার্থনায় তিনি তাঁর পূর্ব জন্মের কাহিনী বল্‌তে আরম্ভ করলেন।

পূর্বে ‘সাধিত’ নামক এক রাজা মিথিলা নামক নগরে রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্রমহিষীর নাম ছিল সমুলা দেবী। তিনি রাজার অতি প্রিয়া ও মনোজ্ঞা এবং ষোড়শ সহস্র রাণীদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব সাধিতরাজ মিথিলা নগরে স্বীয় জ্ঞানবলে অগ্রমহিষী সহ রাজ-সুখ ভোগ করেছিলেন। একদিবস তিনি শ্বেতছত্রের নিম্নে শ্রীশয্যায় উপবেশন করার পর শ্বেতছত্র অবলোকন করে চিন্তা করলেন- আমার এ রাজাসম্পদ কোন্ কর্মের দ্বারা লাভ হয়েছে? আমি পূর্বে দান না দিয়ে এবং পুণ্যকর্ম না করে এ রাজসম্পদ লাভ করছি তা নয়। অপিচ পূর্বে দান দিয়ে এবং বিবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে এ রাজসম্পদ লাভ করেছি।” এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে স্বীয় চিত্তে প্রীতি-সৌমনস্য উৎপাদন করলেন। অতঃপর নিজের সারথিকে আহ্বান করে বল্‌লেন- “তুমি শীঘ্রই গো-শকট এবং অশ্বশকট যোজনা করে রাজঙ্গণে এনে রাখ। এবলে নিম্নোক্ত গাথায় বল্‌লেন-

১। “হে সারথি আমি পুণ্যকর্মে বিশেষভাবে আনন্দ লাভ করে থাকি। শীঘ্রই আমার গো-শকট ও অশ্বরথ যোজনা কর।

তখন সারথি রাজাদেশে গোপাল হতে বলশালী বৃষ ও অশ্বপাল হতে উত্তম বলিষ্ঠ অশ্বলয়ে গো-শকট ও অশ্বরথ যোজনা করে রাজাঙ্গণে এনে রাজাকে বল্‌লেন- “মহারাজ, আপনার কথিত গো-শকট ও অশ্বরথ যোজনা করে রাজাঙ্গণে রেখেছি।” তা শুনে রাজা প্রাসাদ হতে অবতরণ করে রাজাঙ্গণে এসে রথে আরোহণ করলেন এবং সারথিকে নিম্নোক্ত গাথায় এরূপ আদেশ করলেন-

২। "হে সারথি, তোমরা শীঘ্রই শালবন-অভিমুখে শকট সমূহ চালনা কর। আমিও তথায় আগমন করব।"

সারথি রাজার আদেশ অনুযায়ী শকট চালিয়ে ক্রমে শালবনে উপস্থিত হল। তথায় রাজার নির্দেশানুসারে সারবান শালবৃক্ষ ছেদন করে শকটযোগে নগরে নিয়ে আস্‌ল। এসব বৃক্ষের দ্বারা নগরের চার দ্বারে চারখানা, নগরের মধ্যভাগে একখানা এবং রাজ-প্রাসাদের দ্বারে একখানা এ ছখানা প্রকাণ্ড দানশালা নির্মিত হল। রাজা, অমাত্য ও জনগণ পরিবৃত হয়ে দানশালা দর্শনের জন্য আগমন করলেন। তা দেখে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে নিম্নোক্ত গাথায় বল্‌লেন-

৩। "আমার এদানশালা একান্তই মনোরম ও সুন্দর হয়েছে। দেবতারাই যেন এসব নির্মাণ করেছেন।"

তখন রাজা নিজের সেনাপতিকে আহ্বান করে দানশালাগুলি দেব-বিমানের ন্যায় সুসজ্জিত করে প্রত্যেক দানশালা হতে প্রত্যহ ছয়সহস্র টাকার দানীয় বস্তু অর্থীদের দান দিতেন। মহাসত্ত্বের অনুভাববলে সমগ্র মিথিলা নগর সর্ববিষয়ে সুভিক্ষ হয়েছিল। অন্নপানীয়াদি নানাবস্তু সুলব্ধ হয়েছিল। সমগ্র নগরখানা রমণীয়ভাব ধারণ করেছিল। মিথিলারাজ্যবাসী জনগণ কৃষিকার্য ও গৃহকর্মাদি কিছুই না করে মহাসত্ত্বের দানশালা হতে ইচ্ছামত দান গ্রহণ করে যথাসুখে পরিভোগ করতেন। রাজা প্রত্যহ প্রাতে ্লান করে শ্রেষ্ঠ রাজভোগ্য ভোজনান্তর সুবর্ণ সিবিকায় আরোহণ করে মহাযশঃ পরিবার সহ দানশালা পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত হতেন। প্রত্যেক দানশালায় কিয়ৎক্ষণ ধরে স্বহস্তে যাচকদের সানন্দে দান করে অমাত্যকে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বল্‌লেন-

৪-৫। “যে যাই ইচ্ছা করে, তাদের বস্ত্র ও খাদ্যাদি দানীয় বস্তু প্রদান করবে। ধনার্থীকে ধন, ভোজন ইচ্ছাকারীকে ভোজ্যদ্রব্য দিয়ে তোমরা সর্বদা সম্যক্‌রূপে দানকার্য পরিচালনা করবে। এখানে আগত জনগণকে অপ্রমত্তভাবে অন্নপানীয় দান দ্বারা পরিতৃপ্ত করবে। তারা দান গ্রহণ করে যথেচ্ছা গমন করুক।

মহাসত্ত্ব প্রত্যেক দানশালায় স্বহস্তে কিছুক্ষণ এরূপে দান দিয়ে ও আদেশ উপদেশ দিয়ে নিজপ্রাসাদে গিয়ে রাজকার্যে মনোনিবেশ করতেন। তিনি সন্ধ্যার সময় সুবাসিত জলে্লান করে শ্রেষ্ঠ রসাল রাজভোগ্য ভোজনের পর নানাবিধ রাজ অলঙ্কারে বিমণ্ডিত হয়ে অমাত্যবৃন্ধ সহ যাচকদের দান দেওয়ার জন্য দানশালায় উপস্থিত হতেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে সর্বজ্ঞবুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৬। “সে রাজা সায়াহ্নকালে সর্বদা প্রীতি ও সুমনচিত্তে যাচকের দান দেওয়ার জন্য দানশালায় উপস্থিত হতেন।” রাজা স্বয়ং দানশালায় উপস্থিত হয়ে মহাদান দেওয়ার পর অমাত্যকে বল্‌তেন-

৭। “এনিয়মে আমার দান মহাজনগণকে সর্বদা দেবে। তারা তা নিয়ে যথেচ্ছা গমন করুক।” এরূপে মহাসত্ত্ব প্রত্যহ প্রাতঃ সন্ধ্যায় দুবার প্রত্যেক দানশালায় গিয়ে নিজহস্তে দান দিতেন। তাঁর এদান পুণ্য প্রভাবে মহাপৃথিবী কম্পনাদি বহুবিধ আশ্চর্য জনক ঘটনাদির মাধ্যমে সমগ্র মিথিলা নগরে আনন্দ দায়ক এক কোলাহলের সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিষয় প্রকাশ-মানসে ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথায় বল্‌লেন-

৮-১২। “তখন সে মিথিলা রাজ্য বর্ধনকারী” মনুষ্যগণকে মহাদান দিয়েছেন। তাঁর সে দান-পুণ্য-প্রভাবে এমহাপৃথিবী

কম্পিত হয়ে ভীষণ লোমহর্ষণকর ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল। এমহাদান প্রভাবে তখন ভীষণ লোমহর্ষণকর ব্যাপারে সমগ্র মিথিলানগর সংক্ষুদ্ধ হয়েছিল। স্বীয়দানশালা হতে নানা দ্রব্যাদি দান দেওয়ার সময় রাজবাড়ী সর্বদা বিপুলাকারে লোক-সমাগমে পরিপূর্ণ থাক্‌ত। রাজার এ নানা দ্রব্যাদি দান-গ্রহীতা মানবদের শব্দে সর্বদা সারা মিথিলানগরে ভৈরব শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল।" মহাসত্ত্বের এমহাদান বস্তু গ্রহীতা জনগণ অতিশয় সন্তুষ্ট বিধায় সবাই প্রিয়বাদী হয়েছিল। অপ্রিয় ও কটুকথা তারা ভূলে গিয়েছিল। এ বিষয় প্রকাশ-মানসে সম্যক্ সম্বুদ্ধ নিম্নোক্ত চারটি গাথায় বল্‌লেন-

১৩-১৬। 'উগ্গ' নামক সারথি এবং 'বেসিয়' নামক শ্রেষ্ঠী সর্বদা বল্‌তেন- "এরাজাই আমাদের ধনউৎপাদক। হস্তী চালক, অশ্বচালক, সেনাচালক, রথ-চালক ও সেনাপতিবৃন্দ সর্বদাই বল্‌ত- এরাজা আমাদের যশঃ কীর্ত্তি দাতা" জনপদ, নগর ও গ্রামবাসী সর্বদা একত্রিত হয়ে মন্ত্রণা করত যে-এরাজা আমাদের সুখদায়ক। দরিদ্র, যাচক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও পুরোহিতগণ সর্বদা বলতেন- "এরাজাই আমাদের সর্ববস্তু দায়ক।" তখন মহাসত্ত্ব নিজের প্রদত্ত দানীয় সামগ্রী পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে চিত্তে প্রীতি উৎপাদন করলেন। এমন সময় স্বর্গে দেবরাজের ভবনউত্তপ্ত হল। দেবরাজ তা অনুভব করে নিম্নোক্ত গাথায় বল্‌লেন-

১৭। "যে দেব বা মনুষ্য সর্বদা দান-শীলাদি পুণ্য কর্ম সম্যক্ রূপে সম্পাদন করেন, তাদের প্রার্থনাই পরিপূর্ণ হয়।" এবলে দেবরাজ তৎকারণ জ্ঞাত হয়ে বল্‌লেন- "অহো, এ 'সাধিত' রাজা বুদ্ধাঙ্কুর। ইনি স্বীয় প্রদত্ত দান সামগ্রী সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করে চিত্তে প্রীতি উৎপাদন করছেন। এখন

আমিও মিথিলা নগরে গিয়ে তাঁর দান-বিষয় অনুমোদন করব। এরূপ চিন্তা করে নানাবিধ রতনে বিচিত্রিত সুবর্ণময় এক প্রাসাদে আরোহণ করলেন। সে প্রাসাদ সহ দশদিক্ উদ্ভাসিত করে মিথিলা নগরে সাধিত রাজার প্রাসাদের সম্মুখে এসে আকাশে স্থিত হলেন। তখন রাজা শ্রীশয্যায় উপবিষ্টাবস্থায় ঐ দিব্য জ্যোর্তিময় প্রাসাদ দেখে জিজ্ঞাসাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বল্লেন-

১৮-১৯। "দিব্য জ্যোতিতে অভিরূপবর্ণে চারদিক আলোকিত করে আমার প্রাসাদের সম্মুখে এটা কোন্ প্রাসাদ বিরোচিত হচ্ছে? এখানে আগত এ প্রাসাদের কর্তা কে? আমি এর কোন বিষয় জানিনা। তা আমাকে বলুন।" দেবরাজ রাজাকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত তিনটি গাথায় বল্লেন-

২০-২২। "আমি দেবরাজ ইন্দ্র। আপনি মহাদান দিয়ে যে মহানন্দ অনুভব করছেন, আমিও তা অনুমোদন করবার জন্য আপনার নিকট এসেছি। আমি দেবলোকে স্বীয় পুণ্যকর্ম দ্বারা দেবগণ পরিবৃত হয়ে দিব্য সুখে সর্বদা রমিত হই ও আপনার দান অনুমোদন করি। কৃতাঞ্জলী হয়ে বল্ছি আপনি এ মহাদানের দ্বারা অনাগতে লোকনাথ সম্বুদ্ধ হবেন।" এবলে দেবরাজ পুনঃ রাজার পুণ্যানুমোদন করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বল্লেন-

২৩-২৪। "মহারাজ, আপনি সর্বদা ছয় দানশালায় যে সর্বদা মানবগণকে মহাদান দিচ্ছেন, আমি তা অনুমোদন করছি। মহারাজ আপনি নানাবিধ বস্তু দান করছেন। আমিও তা করব। দানই প্রাণীদের পরলোকের প্রতিষ্ঠা।" মহাসত্ত্ব দেবরাজের কথা শুনে, তাঁকে সম্বোধন পূর্বক নিম্নোক্ত গাথায় বল্লেন-

২৫। "দেবরাজ আমি সর্বদাই মহাদান দেব। দানীয় বস্তু থাকতে, তা গোপন করবনা। দানেই আমার মন রমিত হয়" পুনঃ দেবরাজকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথায় বল্লেন-

২৬। "দেবরাজ, এখানে আপনার শুভাগমন হয়েছে। ইহা আপনার পক্ষে দীর্ঘপথ নহে। আপনি সর্বদা রমণীয় দেবলোকে চিরসুখী হউন। আমার দান অনুমোদনে আপনি রমিত হউন।" দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বের এরূপ জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে অত্যধিক প্রীত হয়ে বহুবিধ স্তুতি করলেন এবং সে বিষয় প্রকাশার্থ অমিতাভ বুদ্ধ পাঁচটি গাথায় বল্লেন-

২৭-৩১। "দেবরাজ তাঁর জ্ঞানময় কথা শুনে বল্লেন- আপনি দৈবিক মানুষিক সর্ববিধ উপহার সঞ্চয় করেছেন। আপনার এ দানের কীর্তি শব্দ পৃথিবী হতে দেবলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। সে পুণ্য-পূত যশঃ কীর্তি বিদ্যুৎ-বেগে চতুর্দিকে পর্বত-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আপনার দান নারদ পর্বতও অনুমোদন করছে। দেবগণ প্রসন্নমনে আপনার দানানুমোদন করে বিমান-দ্বারে স্থিত রয়েছেন। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, সোম, যম ও বৈশ্রবণাদি সমস্ত দেবগণ আপনার এ মহাদান অনুমোদন কর্ছে। স্বীয় দানশালায় প্রদত্ত মহাদান হচ্ছে আপনার মহাযান। অই যানই আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে।" দেবরাজ সহস্র দেবলোকে চলে যাওয়ার মনস্থ করে পুনঃ রাজাকে বল্লেন- "মহারাজ, এ হতে আপনি সর্বদা অপ্রমত্তভাবে যথায়ুষ্কালাবধি দানশীলাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করুন।" মহাসত্ত্বকে এরূপে উপদেশ দিয়ে 'দেবেন্দ্র' স্বকীয় স্থানে চলে গেলেন। এবিষয় প্রকাশার্থ সম্যক্ সম্বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

৩২-৩৩। "তখন দ্বিলোকের ঈশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র সাধিত রাজাকে উপদেশ দিয়ে দেবলোকে চলে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুণ্যকর্ম দ্বারা জগতের উপকার করার দরুণ দুটি দেবলোকের রাজত্ব করে সর্বদা দিব্য সুখ পরিভোগ করছেন।"

দেবরাজ ইন্দ্র দেবলোকে যাওয়ার সময় সে দিবসেই সাধিত রাজার সমগ্র বাস্তুভিঠায়, গৃহের সর্বত্র অপরিমাণভাবে ঘনমেঘে বারিবর্ষণের ন্যায় নানাবিধ ধনরত্ন ও ধান্যাদি বর্ষিত হল। সমগ্র নগরেও উক্তরূপ ধনরত্ন ও ধান্যাদি জানুপরিমাণে বর্ষিত হল। তৎপর দেবরাজ বোধিসম্ভার পরিপূরণের সাহায্যার্থ সপ্তম দিবসে পুনঃ সাধিত রাজার সমগ্র রাজ্যে নানাবিধ মনোরম সূক্ষ্ম দিব্য বস্ত্র ও দিব্য অলঙ্কার বর্ষণ করালেন। তৎপর সপ্তম দিবসে স্বর্ণ রৌপ্য, তারপর সপ্তম দিবসে লোহিতঙ্গ রত্ন, তারপর সপ্তম দিবসে ইন্দ্রনীল রত্ন, তারপর সপ্তম দিবসে মণি জ্যোতিঃ রত্ন, এরপর সপ্তম দিবসে বৈদুর্যরত্ন, তারপর সপ্তম দিবসে সপ্তবিধরত্ন বর্ষণ করলেন। তখন মহাসত্ত্ব দেবরাজ বর্ষিত সমস্ত ধনরত্ন রাজবাড়ীতে আনবার জন্য অমাত্যমণ্ডলিকে আদেশ দিলেন। অমাত্যগণ তা সংগ্রহ করে এনে পূর্বরক্ষিত ধন-রত্নের সহিত ধন-কোষ্ঠাগার ও ঐ ছয়টি প্রকাণ্ড দানশালা পরিপূর্ণ করে রাখলেন। এরূপে আরো অন্যান্য প্রাসাদ প্রকোষ্ঠও পূর্তি করে রাখলেন। এদিকে সানন্দে বিপুলভাবে দান কাজ সম্পাদন করতে লাগলেন। তখন সাধিত রাজা মহাবিভব সম্পন্ন, মহাযশঃ কীর্তিশালী ও মহাপরিবার সম্পন্ন হয়ে দশ রাজধর্ম রক্ষা করে রাজত্ব করতে লাগলেন এবং নববৃষ্টির ধারার ন্যায় সর্ববিধ পুণ্যকর্ম নিজেও করতেন এবং অপরকেও নিয়োজিত করতেন। ছয়টি দানশালা হতে প্রত্যহ রাজ্যবাসীদিগকে নানাবিধ দানীয় বস্তু দান

করতেন। তিনি স্বীয় দান সামগ্রীর বিষয় স্মরণ করে চিত্তে প্রীতি উৎপাদন করেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ নিম্নোক্ত ছয়টি গাথায় বল্‌লেন-

৩৪-৩৯। "সে নরাধিপ সাধিত রাজা প্রীতি ও সুমন চিত্তে সর্বদা মানবদিগকে বস্ত্র দানাদি মহাদান দিয়ে অনুক্ষণ প্রসন্ন চিত্তে তা স্মরণ করেন। অহো সে দান বিপাক সর্বদা বহুবিধ শুভফল দায়ক। এভাবে সর্বদা সে নির্ভয় ও নিরুপদ্রবে দান দেওয়ার জন্য ইচ্ছা করে। পরলোকে প্রাণীদের দানই একমাত্র প্রতিষ্ঠা। ধনদায়ক পণ্ডিতগণ সর্বদা সুখপ্রাপ্ত হয়। তদ্ধেতু 'আমি ধনবান' এ'মনে করে শ্রদ্ধার সহিত ধনদান করে। ইহাতে দেব-মনুষ্যলোকে সুখের হেতু বর্ধিত হয়। আমি জনগণকে শ্রেষ্ঠ দান দিয়ে দেব-মনুষ্যলোকে অগ্রস্থান লাভ করে প্রমোদিত হব।" মহাসত্ত্ব এরূপে প্রত্যহ মহাজনগণকে প্রচুর পরিমাণে ধন দান দিয়ে প্রত্যহ প্রদত্ত উপদেশ পুনঃ প্রদানচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বল্‌লেন-

৪০-৪১। "ভবৎগণ, পূর্বজন্মের দান-হেতু আমি যেমন বর্তমান ধনরত্ন সম্পদে সমৃদ্ধ রাজা হয়েছি, তোমরাও তেমন অপ্রমাদের সহিত সর্বদা দান দাও। তোমরা শ্রদ্ধায় যথাশক্তি দান দিলে দেব-মনুষ্যলোকে সর্বদা সুখী হবে।" সে হতে মহাজনসংঘ মহাসত্ত্বের উপদেশে স্থিত থেকে দানাদি পুণ্যকর্ম করে যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। মহাসত্ত্ব ও অগ্রমহিষী সমূলা দেবীর সাথে মিথিলা নগরে রাজ-সম্পত্তি পরিভোগ করে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদনান্তর যথায়ুষ্কালে মৃত্যুরপর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। এরূপে ভগবান বুদ্ধ জেতবনে সমাবেশ ভিক্ষুদের মধ্যে এ জাতক দেশনা

সমাপন করে চারিআর্যসত্য দেশনা সম্পর্কে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বল্‌লেন-

৪২-৪৩। 'দুঃখসত্য, সমুদয়সত্য, নিরোধসত্য ও মার্গসত্যসহ এ চারসত্য সর্বদা সকল স্থানে আমাদ্বারা প্রকাশিত। ত্রৈভূমিক দুঃখসত্য তৃষ্ণা সমুদয় সত্য নির্বাণ নিরোধসত্য এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে মার্গসত্য বলে।" এরূপে ভগবান চার আর্যসত্য দেশনার অবসানে কোন কোন ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল, কেহ সকৃদাগামীফল আর কেহ অরহত্বফল লাভ করলেন।

ভগবানের চার আর্যসত্য দেশনা দেবমনুষ্যদের লৌকিয় লোকোত্তর সুখসম্পত্তি দায়ক এবং সর্ববিধ মঙ্গল দায়ক হয়। এরূপে ভগবান জেতবনে সমবেত ভিক্ষুদের নিকট এ চার আর্যসত্য দেশনা করে বল্‌লেন- আমি শুধু এখন সমত্রিংশ পারমী পূর্ণ করে বুদ্ধত্বভাবে স্থিত দেবমনুষ্যদের লৌকিক লোকোত্তর সুখ প্রদান করছি, তা নয়। পূর্বেও আমি সংসারে সংসরণ করবার কালে পুথুর্জনাবস্থায় স্থিত হয়েও প্রত্যহ মহাজন সংঘের নানাবিধ সামগ্রী দান করে সুখ প্রদান করেছি। এবলে জাতক সমাপ্ত করে পুনঃ নিম্নোক্ত পাঁচটি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৪৪-৪৮। তখন দ্বিলোকের ঈশ্বর দেবরাজ এখন দিব্য চক্ষু লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ "অনুরুদ্ধ।" সাধিত রাজার মহাদান বিভাজক সেনারক্ষক এখন আমার উপস্থায়ক 'আনন্দ।' সাধিত রাজার মাতা এখন মহামায়া এবং পিতা রাজা শুদ্ধোদন। 'সমুলা' এখন যশোধরা; অমাত্য প্রমুখ নগরবাসী এখন আমার শ্রাবক সংঘ। তখনকারের সাধিতরাজা এখন আমি লোকনাথ

তথাগত সম্বুদ্ধ। তোমরা সর্বদাই অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(সাধিত রাজ-জাতক সমাপ্ত।)

২৩। রতন পজ্জোত জাতক-

"ইহা একান্তই আশ্চর্য দুঃখ" ইহা ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান কালীন এক মাতৃ পোষক ভিক্ষু সম্পর্কে বলেছিলেন।

তৎকালে জনৈক ভিক্ষু প্রত্যহ পিণ্ডাচরণ করে স্বীয় মাতাকে ভোজন করায়ে পরে অবশিষ্ট পিণ্ডপাত নিজে ভোজন করতেন। পর্বোপলক্ষেও পিণ্ডপাতাদি যা খাদ্য বস্তু লাভ করতেন তাও মাতাকে দিতেন। মাতা খাওয়ার পর অবশিষ্ট নিজে পরিভোগ করতেন। বস্ত্রাদি দানীয় সামগ্রী যা লাভ করতেন, তাও ব্যবহারের জন্য মাতাকে প্রদান করতেন। এরূপে মাতাকে পোষণ করবার জন্য শ্রম করাতে তিনি ক্রমে কৃশ ও রক্ত শূন্য হয়ে দুর্বল হলেন। একদা তাঁর হিতৈষী পরিচিত ভিক্ষুগণ তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন "বন্ধো, পূর্বে আপনার দেহ-বর্ণ বেশ সুন্দর ছিল। এখন আপনি কৃশ রক্তশূন্য এবং পীতবর্ণ হয়েছ কেন? আপনি কোনও রোগ ভোগ করছেন কি?" ইহা শুনে মাতৃ পোষক ভিক্ষু বললেন- "বন্ধো, আমার কোন রোগ নেই। তবে আমার মাতাকে পোষণের জন্য অতিরিক্ত শ্রম করতে হয়। ইহাই আমার কৃশ হওয়ার কারণ। তার একথা শুনে ভিক্ষুগণ বললেন- "বন্ধো, শ্রদ্ধায় প্রদত্ত বস্তু নষ্ট করা নিষেধ। তবে আপনি শ্রদ্ধায় প্রদত্ত দানীয় বস্তু নারীকে দিয়ে বড়ই অন্যায় করেছেন। ভিক্ষুদের এসব আলাপ আলোচনা শুনে মাতৃ পোষক ভিক্ষু বিশেষভাবে লজ্জিত হয়ে স্বীয় প্রকোষ্ঠে গিয়ে নীরবে

অবস্থান করতে লাগ্‌লেন। তখন ঐ আগন্তুক ভিক্ষুগণ ভগবান তথাগতের নিকট গিয়ে বল্‌লেন- "ভন্তে ভগবন, অমুক ভিক্ষু শ্রদ্ধায় প্রদত্ত দানীয় বস্তু গ্রহণ করে নারী জাতি পোষণ করছেন।" ইহা শু'নে তখনি বুদ্ধ মাতৃ পোষক ভিক্ষুকে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করলেন- সত্যই কি তুমি স্ত্রী পোষণ করছ? "হাঁ ভন্তে, তা সত্যি। সে নারী সম্বন্ধে তোমার কি হয়? "তিনি আমার মাতা" ভগবান বল্‌লেন- "তা তোমার অতি সাধুকার্য" এরূপ বারত্রয় সাধুবাদ দিয়ে পুনঃ বল্‌লেন- "হে ভিক্ষু, তুমি আমার আচরিত পথেই চল্‌ছ।" মাতা-পিতা পোষণ কর্ম হয় পণ্ডিতদের বংশে। "শাস্তা এবলে ভিক্ষুগণকে বল্‌লেন- তোমরা এ ভিক্ষুকে নিন্দা করোনা। পুরাতন পণ্ডিতেরা প্রব্রজিত হয়েও স্বীয় মাতাকে পোষণ করেছিলেন। মাতৃ-পোষক মহাপুণ্য লাভ করে।" এবলে বুদ্ধ নীরব রইলেন। তখন ভিক্ষুদের প্রার্থনায় বুদ্ধ অতীত কাহিনী বল্‌তে লাগ্‌লেন-

"অতীতে মেঘবর্তী নামক নগরে 'মহারথ' নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্রমহিষীর নাম ছিল "শ্রীরতন গর্ভা দেবী।" তখন বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে ঐ রতন গর্ভার জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। গর্ভ পরিপূর্ণ হলে রাণীর ইচ্ছা হল উদ্যান ক্রীড়া করবার জন্য। রাজাকে দেবীর এ ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। রাজা কাল বিলম্ব না করে তখনই উদ্যানপালকে উদ্যান সজ্জিত করবার জন্য আদেশ করলেন। উদ্যানপাল তখনই বাগান সুসজ্জিত করে রাজাকে বল্‌ল- "মহারাজ, উদ্যান সজ্জিত করা হয়েছে।" তখন রাজা মহাপরিষদে পরিবৃত হয়ে দেবী সহ সুবর্ণ সিবিকায় আরোহণ করে উদ্যানে প্রবেশ করলেন। তথায় সারাদিন মহানন্দে উদ্যান ক্রীড়ায় অতিবাহিত করলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত। তাই রাজা

প্রমুখ বিপুল জনতা নগরে না গিয়ে বাগানেই রাত্রি যাপন করলেন। রাজা-রাণী একস্থানে এবং পরিষদবৃন্দের স্বীয় স্বীয় রুচি অনুযায়ী স্থানে শয়ন করে নিদ্রিত হল। শেষ রাত্রে রতনগর্ভা দেবী এক স্বপ্ন দেখলেন। তা এইঃ- "এক কালবর্ণ পুরুষ, চক্ষুদ্বয় তার রক্তবর্ণ, কেশরাজিও রক্তবর্ণ, পরিধানে রক্তবর্ণ বসন। তার হতে প্রকাণ্ড এক আয়ুধ। এরূপ ভীবৎস চেহারা সম্পন্ন একজন লোক পশ্চিমদিক হতে এসে দেবীর শয়ন প্রকোষ্ঠ-দ্বার খু'লে প্রবেশ করল এবং দেবীর শিরকেশ ধরে আকর্ষণ করে দেবীকে উত্তানাবস্থায় ভূমিতে ফেল্‌ল। বহু কান্না করা সত্ত্বেও দেবীর চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করল; বাহুদ্বয় ছেদন করল ও বক্ষ বিদীর্ণ করে সরক্ত হৃদয়টা নিয়ে পশ্চিমদিকে চলে গেল।

দেবী এরূপ স্বপ্ন দেখার পর নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে অত্যধিক ভীতা ও সন্ত্রস্তা হলেন। কম্পিত হৃদয়ে চিন্তা করলেন- "আমি এরূপ কুস্বপ্ন কেন দেখলাম? এতে আমার বা রাজার কোন প্রকার অন্তরায় হতে পারে। এমনে করে তিনি রাজাকে স্বপ্ন-বিবরণ বল্‌লেন। রাজাও এ স্বপ্নের কথা শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হলেন এবং হৃদয় থরথর কাঁপতে লাগল। তিনি চিন্তা করলেন- "এরূপ দুঃস্বপ্নের কথা আমি কখনো শুনেনি। ইহা রাণীর বা রাজ্যের কোন অন্তরায়ের ঈঙ্গিত বলে মনে হচ্ছে। এরূপ চিন্তা করে প্রভাত হওয়া মাত্র স্বপ্ন তত্ত্বজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ আহ্বান করে উক্ত স্বপ্নের বিষয় তাঁকে বল্‌লেন। ব্রাহ্মণ তা সম্যক্‌রূপে অবধারণ করে স্বপ্নতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে বিচার করে রাজাকে বললেন- "মহারাজ, এ স্বপ্ন বড়ই মর্মান্তিক। 'রাণী আর আপনার মধ্যে পরস্পর পৃথক হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।" ইহা শুনে রাজা ব্রাহ্মণকে বল্‌লেন- "ভবৎ মহাব্রাহ্মণ,

আমার যে পরস্পর পৃথক হব বলে কহিলেন, কোন্ কারণে আমরা পরস্পর পৃথক হব?" ব্রাহ্মণ বল্লেন- "মহারাজ, অদ্য সন্ধ্যার সময় আপনার সমস্ত রাজ্যে মুষল ধারে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। রাত্রির প্রথম যাম হতে বর্ষণের ফলে সারা রাজ্যে মহাজল প্লাবন হবে। ক্রমে জল প্লাবন বর্ধিত হয়ে প্রথমে পায়ের গোপ পরিমাণ, অনুক্রমে জানু, উদর, কটি, স্তন, মস্তক, এক তালবৃক্ষ, দু'তালবৃক্ষ এমনকি সপ্ততাল বৃক্ষ পরিমাণ জল বর্ধিত হবে। ইহাই আপনাদের বিচ্ছেদ হওয়ার প্রধান কারণ।" ইহা শুনে রাজা ব্রাহ্মণগণকে পুনঃ বল্লেন- "ভবৎগণ এখন আমাদের কি করা প্রয়োজন?" ব্রাহ্মণগণ বল্লেন- "দেব নৌকা ব্যতীত আর কোনই শরণ দেখ্ছিনা" রাজা তখনই বর্ধকী আহ্বান করে বল্লেন- "তুমি অদ্যই আমাকে একখানা নৌকা তৈরী করে দাও। বর্ধকী তা সন্ধ্যার পূর্বেই তৈরী করে দিল। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসল, তখন হতে আকাশে ঘনমেঘ উঠে ব্রাহ্মণদের কথিত মতে বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হল। ক্রমে সমগ্ররাজ্যে প্রবলভাবে জল-প্লাবন আরম্ভ হল। জনগণ এ মহা প্লাবন দেখে মহাভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সচীৎকারে এদিক ওদিক ছুটা ছুটি করতে লাগল। তির্যগ প্রাণীদের আর্তনাদে দিগ্মণ্ডল নিনাদিত হল। তখন জলতরঙ্গে ভেসে ডুবে বহু প্রাণী মৃত্যু বরণ করল। এ বিপদকালে রাজা-রাণী নৌকায় আরোহণ করে উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে কোন্ দিকে যে চলে যাচ্ছে, এর কোন ঠিক ঠিকানা নেই। দেবী ছিলেন তখন অন্তঃসত্ত্বা। রাণী তরঙ্গাঘাতে ভীতা ও ধৈর্য হীনা হয়ে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে নিম্নোক্ত গাথায় বল্লেন-

১। "এ দুঃখ একান্তই আশ্চর্য জনক। এ দুঃখে সর্বদা তীব্র গতিতে বর্ধিত হচ্ছে। আমি নিত্য সুখেই বাস করে আস্ছি।

এখন এ মহাজলপ্লাবনে কিরূপে জীবন ধারণ করবো?” দেবী এবলে রাজার সাথে আলাপচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথায় বল্লেন-

২। “মহারাজ, এখন আমরা অত্যন্ত অনাথ। যেহেতু আমরা উভয়ে মহাজল রাশিতেই ভেসে যাচ্ছি। আমরা কি প্রকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করবো? এ মহাজলরাশিতো প্রতিষ্ঠার বস্তু নহে।” দেবী ইহা বলে পুনঃ বিলাপচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথায় বল্লেন-

৩। “মহারাজ, অদ্যই আমি আপনার মুখ দর্শন হতে বঞ্চিত হবো। নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হবে। এ জীবনের জন্য আমরা বিচ্ছেদ হয়ে পড়ব।” দেবী এরূপে ক্রন্দন করলে, রাজা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন- “ভদ্রে, আমি সঙ্গে থাক্তে তোমার আবার ভয় কিসের? তুমি রোদন করোনা। আমি সর্বদা তোমাকে এরূপ বল্তাম-” আমার এবং সব রাজাদের সম্পত্তি বিনষ্ট স্বভাব সম্পন্ন। জীবনও সেরূপ মরণও পরিক্ষীণ স্বভাবী ইত্যাদি বলে মহারথ রাজা প্রিয় ভার্যাকে আশ্বাস দিয়ে এবং নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বল্লেন-

৪-৫। তুমি বিলাপ ও ক্রন্দন করোনা। সংস্কার ধর্ম মাত্রই অনিত্য, উৎপন্ন ও ব্যয়শীল। ইহা জগতের ধর্মতা। আমি এবং তুমি উভয়ে মিলে যে সব পুণ্য কর্ম করেছি সুখের জন্য, তা সর্বদাই চিন্তা করা উচিত।” রাজা ইত্যাদিরূপে দেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে উভয়ে মহানৌকার আশ্রয়ে জীবন রক্ষার উপায় চিন্তা করে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় উত্তাল তরঙ্গাঘাতে নৌকাখানি ভগ্ন হয়ে গেল। তৎক্ষণে দেবী মরণভয়ে ভীতা হলেন এবং অনন্যোপায় হয়ে মহাশব্দে বিলাপ পরায়ণা হয়ে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৬। "মহারাজ, শীঘ্রই, আমাকে গ্রহণ করে দুঃখ হতে মুক্ত করুন। আপনি বিনা আমি বাঁচতে পারব না। এখানে আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না।" রাজা দেবীর বিলাপ শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে দুঃখের সহিত নিজের চাঁদর দ্বারা স্বীয় কটিদেশের সাথে দেবীর কটিদেশ শক্তভাবে বন্ধন করলেন। তারপর উভয়ে উপবেশন করলেন। তরঙ্গের তীব্র আঘাতে নৌকা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। রাজা-রাণী উভয়ে ভাস্‌তে ভাস্‌তে পুরাতন কর্মের বিপাকে উভয়ের বস্ত্র-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। ইহাতে দেবী অহোরাত্র যাবৎ একাকিনী জলে ভেসে ডুবে কষ্ট ভোগ করলেন।

এ রাজা অতীতে একজন্মে বারাণসী নগরের রাজা ছিলেন। তিনি রাণী সহ গঙ্গায়্‌ান করবার কালে জলক্রীড়া করছিলেন। তখন এক সপ্তম বর্ষীয় শ্রামণের ক্ষুদ্র একখানা নৌকায় আরোহণ করে জলক্রীড়ারত রাজ-রাণীর সম্মুখ দিয়ে নদী পার হতে ছিলেন। তখন রাজ-রাণী উভয়ে ঐ ক্ষুদ্র নৌকাখানা ক্রীড়াচ্ছলে নাড়া দিল। এর ফলে শ্রামণের ভীত ত্রস্ত ও কম্পিত হৃদয়ে সে স্থানটা অতিক্রম করলেন। এমাত্র কর্মের বিপাকে রাজা-রাণী এজন্মে জল ঊর্মী দ্বারা মহাবিয়োগ-দুঃখ প্রাপ্ত হলেন। এখন পুরাতন কর্মবিপাক প্রকাশ করবার জন্য ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত তিনটি গাথায় বললেন-

৭-৯। "তোমরা অল্পমাত্র কৃতকর্মকেও অবহেলা করোনা। স্বল্প মাত্র কৃত পাপ পুণ্যও বিপুলভাবে দুঃখ সুখ বহন ক'রে আনে। তদ্ধেতু তোমরা কখনো পাপকর্ম করো না। সর্বদা যথাসাধ্য পুণ্য কর্মই কর।" তখন দেবী-ভেসে-ডুবে চন্দন নামক পর্বত পাদদেশে উপস্থিত হলেন। তথায় উঠে ইতঃস্তত স্বীয় বস্ত্রখানা শুকিয়ে নিলেন। তা পরিধান করে এক বৃক্ষতলায়

এসে বস্‌লেন। তিনি একাকিনী অসহায়া অবস্থায় সাশ্রু নয়নে বিলাপ করতে করতে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন।

১০-১১। "পূর্বে আমাদের দ্বারা এরূপ বিয়োগ কর্ম সাধন করা হয়েছিল। সে কর্মবিপাকেই এখন আমি স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। কখন আমি মহারাজ মহিপতি স্বামীকে দেখ্‌ব? এখন অনাথিনী হয়ে একাকিনী এ মহারণ্যে উপস্থিত হয়েছি।"

তৎক্ষণেই সে দেবীর গর্ভস্থ মহাসত্ত্বের পুণ্য প্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের বাসভবন উত্তপ্ত হল। তার কারণ চিন্তা করে দেবরাজ দেবীর অসহায় ভাব জানতে পারলেন। তখনই বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করে বল্‌লেন- "বাপু বিশ্বকর্মা, তুমি এখনই মনুষ্যলোকে গিয়ে চন্দন পর্বত পাদদেশে এক রমণীয় স্থানে পঞ্চবিধ পদ্ম সম্পন্ন মহাসরসীর নিকটবর্ত্তী স্থানে এক পর্ণশালা তৈরী কর। তাতে প্রব্রজিতের সর্ববিধ উপকরণও দিয়ে এস।" তখন বিশ্বকর্মা দেবপুত্র দেবরাজের নির্দেশানুযায়ী পর্ণশালা তৈরী করে দ্বার-কবাটে লিখলেন- "যারা এখানে এসে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তারা এ প্রব্রজ্যার উপকরণ সমূহ গ্রহণ করুন।" তারপর তথা হতে অমনুষ্য, উৎকট শব্দ ও মৃগ-পক্ষী ইত্যাদির উৎপাত রহিত করে স্বীয় স্থানে চলে গেলেন। দেবীও এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করে একপদী রাস্তা দিয়ে ঐ পর্ণশালায় উপস্থিত হলেন। তথায় লিখা ও উপকরণাদি দেখে বুঝতে পারলেন, এসব দেবরাজ ইন্দ্রেরই অনুগ্রহ। তখন দেবী পর্ণশালায় প্রবেশ করে গৃহী বসন-ভূষণ ত্যাগ করলেন এবং ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে সুখে বাস করতে লাগ্‌লেন। একদা অর্ধরাত্রে দেবীর জঠরে কর্মজ বায়ু চালিত হল। তখন দেবী সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। প্রভাতকালে দেবী সদ্যজাত শিশুকে স্নানাদি কার্য সম্পাদন করে

সেখানে নিরাপদে বাস করতে লাগ্‌লেন। মহাসত্ত্বের ভূমিষ্ঠকালে সেই চন্দন পর্বতে যা কিছু রত্ন ছিল, সব জ্যোতির্ময় হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তাই দেবী নিমিত্তানুসারে স্বীয় পুত্রের নাম রাখলেন "রতন পজ্জোত।" দেবী প্রত্যহ পুত্রকে পর্ণশালায় রেখে ফল-মূলের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে ফল-মূল নিয়ে যথাকালে স্বীয় পর্ণশালায় ফিরে আসতেন। এরূপে 'রতন পজ্জোত' সহ দেবী দীর্ঘকাল যাবৎ মহারণ্যে বাস করছিলেন। বোধিসত্ত্বের বয়স যখন পঞ্চ বর্ষ পরিপূর্ণ হল, তখন স্বীয় মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন- "মা আমার পিতা কোথায়?" দেবী বললেন- "প্রিয় পুত্র, তোমার পিতা মেঘবতী নগরের রাজা হন। আমি তারই ভার্যা, ইত্যাদি বলে, তাঁদের পূর্ববর্তী সমস্ত বৃত্তান্ত পুত্রের নিকট ব্যক্ত করলেন। বোধিসত্ত্ব তা শুনে বল্‌লেন- "মাত, অদ্য হতে আর আপনি ফল-মূলের জন্য অরণ্যে যাবেন না। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, তত দিনই আপনাকে সেবা করব।" পুত্রের এই বিস্ময়কর কথা শুনে দেবী শংকিত হৃদয়ে বল্‌লেন- "স্নেহের বাছা, তুমি অরণ্যে যেতে পারবে না। যেহেতুঃ- তুমি এখনো অতি ছোট আমার একমাত্র প্রিয় পুত্র। তুমি এখানে সুখে বাস কর।" ইহাতে বোধিসত্ত্ব আর কোন কথা না বলে নীরবতা অবলম্বন করলেন। একদা দেবী ফল-মূল আহরণের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তখন বোধিসত্ত্বও স্বীয় মাতার পদচিহ্ন অনুসরণ করে অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং পথ জেনে নিলেন। একদা প্রাতে দেবী ফল-মূলের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করলেন। নানা ফল-মূলাদির দ্বারা খাঁছি পূর্ণ করে পর্ণশালায় দিকে যাত্রা করলেন। কিয়দ্দূর এসে নিবিড় ছায়া সম্পন্ন এক মনোরম বটবৃক্ষ দেখে তথায় শ্রান্তি বিনোদনের জন্য উপবেশন করলেন। তথায় বিশ্রামান্তে

পর্ণশালায় দিকে যাত্রা করলেন। তৎক্ষণে 'বল্লা হ কো' নামক এক যক্ষ তথায় এসে দেবীর হস্ত ধারণ করল। দেবী যক্ষের অতি ভয়ানক বিরূপ চেহারা দেখে অতিশয় ভীতা, ত্রাসিতা হয়ে নিজের গমনের কথা ও বোধিসত্ত্বের কথা স্মরণ পূর্বক নিম্নোক্ত তিনটি গাথায় বল্‌লেন-

১২-১৪। "আমার পুত্র অনাথাবস্থায় একাকীই বাস করছে। সে ফল-মূল না পেয়ে ক্ষুধায় দুঃখ ভোগ করছে। আমি এখন বিপদাপন্ন। এখন আমি অতি দরিদ্রাভাবে দুঃখীতাবস্থায় মহারণ্যে আছি। আমার পুত্রকে আর দেখবনা। এখানেই বোধ হয় আমার মৃত্যু হবে। আমার পুত্র দারিদ্রতা দুঃখ জানেনা। অপিচ আমার বিহনে সে দীর্ঘ দিন ধরে অনুশোচনা করবে। দিবারাত্রি নিদ্রাশূন্য হয়ে সে স্বীয় দেহকে বিশুষ্ক করবে।"

তখন 'রতন পজ্জোত' পর্ণশালায় একাকী বসে বসে চিন্তা করলেন- সূর্য এখন অস্তাচলে গেল। আমার মাতা এখনো এখানে পৌঁছলেন না। এরূপ গৌণ করার বোধ হয় কোন একটা কারণ উপস্থিত হয়েছে।" ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করে পর্ণশালা হতে বের হয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। পর্বতাগ্রে, নদীতীরে ও খোলাস্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে "মা-মা এখন তুমি কোথায় আছ?" এ বলে সচীৎকারে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। এতেও তিনি মাতার কোনই সাড়াশব্দ না পেয়ে সুবর্ণ হংসের ন্যায় শোভমান হয়ে স্থানে স্থানে গিয়ে মা-মা শব্দে অরণ্যানী ভেদ করে চল্‌তে লাগ্‌লেন। কোথাও মাতার কোন সাড়া না পেয়ে অনুক্রমে ঐ বটবৃক্ষের নিকটবর্তী হলেন। তখন দেবী স্বীয় পুত্র তথায় উপস্থিত হয়েছে দেখে বল্‌লেন- "বাবা, তুমি এখানে এসোনা।" এবলে পুত্রকে তথায় উপস্থিত না হবার জন্য নিম্নোক্ত গাথায় বল্‌লেন-

১৫। "হে তাত, তুমি আমার নিকট এসোনা। এখানে একটি যক্ষ আছে। সে এখন ভক্ষণ করিবার জন্য আমাকে ধরেছে।" মহাসত্ত্ব মাতার একথা শুনে চিন্তা করলেন- "আমার জীবন ত্যাগ করেও মাতার জীবন রক্ষা করব।" এই চিন্তা করে আগামী কল্যই যেন তিনি বুদ্ধ হবেন, এ ভাবেই প্রসন্ন হয়ে যক্ষকে বল্লেন- "হে মহাযক্ষ, তুমি আমার রক্ত-মাংস ভক্ষণ কর। আমার মাতাকে শীঘ্রই ছেড়ে দাও।" এবলে নিম্নোক্ত গাথায় বল্লেন-

১৬। "ভবৎ মহাযক্ষ, তুমি এখন আমাকে ভক্ষণ কর। আমার মাতার জীবন দানার্থ আমার রক্ত, মাংস ও হৃদয় দান করছি। আমার মাতাকে শীগ্গির ছেড়ে দাও।"

এবলে মহাসত্ত্ব যক্ষের সমীপে গিয়ে বল্লেন- "হে মহাযক্ষ, এখন আমি তোমাকে আমার এদেহখানি দান করলাম। তুমি শীগ্গির আমার মাতাকে ছেড়ে দাও। যক্ষ বল্ল- হে কুমার, তুমি এখন পঞ্চ বর্ষীয় বালক। তোমার হৃদয় ক্ষুদ্র কি বৃহৎ তা জানিনা। এখন আমি অতি ক্ষুধার্ত। সুতরাং এখন বড়হৃদয়ই খেতে ইচ্ছা করি। ছোট হৃদয় চাইনা। বোধিসত্ত্ব বল্লেন- হে মহাযক্ষ, সকলের হৃদয় সমান নহে। বড় দেহের হৃদয়ও ছোট হয়, আর কোন কোন ছোট দেহের হৃদয়ও বৃহৎ হয়। কারণ যারা পুণ্যার্থে উদ্যোগী নয়, শীল রক্ষা করেনা, দানাদি পুণ্য ক্রিয়া করে না, স্বর্গে-মোক্ষ মার্গ শোধন করেনা ও নির্বাণ অন্বেষণ করেনা, তারা মৃত্যুর পর অপায় দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এসব ব্যক্তিরা প্রকাণ্ড দেহধারী হলেও তাদের হৃদয় অতি ক্ষুদ্র হয়। আর যারা পুণ্য কর্ম করবার জন্য উদ্যোগ করে, শীল রক্ষা করে, দানাদি পুণ্য কর্ম করে, স্বর্গ মোক্ষ মার্গ শোধন করে ও নির্বাণ অন্বেষণ করে, তারা মৃত্যুর পর স্বর্গ-সুখ লাভ করে।

এতাদৃশ লোকের দেহ ক্ষুদ্র হলেও তাঁদের হৃদয় অত্যন্ত বৃহৎ হয়। হে মহাযক্ষ, আমার দেহ ক্ষুদ্র হলেও কিন্তু আমার হৃদয় অত্যন্ত বৃহৎ। যেহেতু আমি সর্বদা পুণ্যার্থে উদ্যোগ করি, শীল রক্ষা করি, ও পুণ্য কর্ম করি। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক দান ভেদে দান দ্বিবিধ। বাহ্যিক দান বল্‌তে বুঝায়- সোনা, রৌপ্যাদি জড় পদার্থ এবং হস্তী অশ্বাদি নানাবিধ জঙ্গম প্রাণী দান দেওয়াকে বুঝায়। আর আধ্যাত্মিক দান বলতে বুঝায়- স্বীয় রক্ত মাংস ও হৃদয়াদি সমস্ত আধ্যাত্মিক বস্তু দানকে আধ্যাত্মিক দান বুঝায়। আমার দেহ ক্ষুদ্র হলেও আমি উক্ত দ্বিবিধ দান দিতে সক্ষম। হে মহাযক্ষ, তোমাকে এখন আমি আমার জীবনকে আধ্যাত্মিক দানরূপে দিচ্ছি। তুমি আমাকে ভক্ষণ কর। আমার মাতাকে শিগ্গির ছেড়ে দাও। পুনঃ মহাসত্ত্ব যক্ষকে বল্‌লেন- সবারই দেহের একটা প্রমাণ আছে। কিন্তু হৃদয়ের কোন একটা প্রমাণ নেই। তুমি এখন আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে আমার হৃদয় মাংস খাও। শিগ্গির আমার মাতাকে ছেড়ে দাও। যক্ষ বোধিসত্ত্বকে বলল- হে কুমার, তুমি যদি তাই সত্যিই বল, তবে তোমার হৃদয়-মাংস তুমিই এখন আমাকে দাও। আমি এখন অতি ক্ষুধার্ত। তোমার হৃদয়-মাংস খেয়েই তোমার মাতাকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব। যক্ষের কথা শুনে মহাসত্ত্ব চিন্তা করলেন- "এখন আমি শস্ত্র কোথায় পাই? হঠাৎ স্মৃতি ঠিক করে আকাশ অবলোকন করে নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে বল্‌লেন-

১৭-১৯। "এ দান তেজে আমি অনাগতে বুদ্ধ হব; এ সত্যবাক্য প্রভাবে এখানেই শস্ত্র পতিত হউক। পারমী পূর্ণ করবার কালীন আমি কখনো কম্পিত হইনি। এ সত্য ক্রিয়াবলে এখানেই শস্ত্র পতিত হউক। আমি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে জনগণকে উত্তীর্ণ করব; এ সত্য ক্রিয়া প্রভাবে এখানে শস্ত্র

পতিত হউক।” এরূপ সত্যক্রিয়া করা মাত্রই আকাশ হতে তাঁর সম্মুখে শস্ত্র পতিত হল। ইহা দেখে মহাসত্ত্ব পুনঃ নিম্নোক্ত গাথায় বল্‌লেন-

২০। “এসত্য তেজ দ্বারা আমি অনাগতে নিশ্চয়ই বুদ্ধ হব। অদ্যই এ মহারণ্যে আমার জীবন তোমাকে প্রদান করছি।” মহাসত্ত্বের মাতা পুত্রকে জীবন দান হতে বিরত করতে না পেরে নিম্নোক্ত গাথায় বল্‌লেন-

২১। “হে প্রিয় পুত্র, আমি তোমার এ জীবন দান কামনা নিবারণ করছি। যদি তোমার এখানে মৃত্যু হয়, তবে আমার জীবনও এখানে ত্যাগ করব।” বোধিসত্ত্ব মাতার এবম্বিধ হৃদয় বিদারক কথা শুনে মাতাকে পুনঃ স্বীয় উৎসাহ প্রকাশার্থ নিম্নোক্ত তিনটি গাথায় বল্‌লেন-

২২-২৪। “আমি মাতার একমাত্র প্রিয় পুত্র হয়ে মাতার দুঃখ-উপদ্রব সহ্য করতে পারব না। মাতা প্রিয় পুত্রের বিয়োগ দুঃখ নিজ জ্ঞানবলে সহ্য করেন। আমার বর্তমানে তোমার জীবন নষ্ট হওয়া সমীচীন নহে। এখন আমি কি করলে আপনার সুখ হবে? তোমার সুখের জন্য আমি জীবন দান করব। ইহাতে দেবতারাও আমার প্রশংসা করবেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে প্রমোদিত হব।” এবলে বোধিসত্ত্ব মাতার পদে লুণ্ঠিত হয়ে বন্দনা করলেন এবং সত্যক্রিয়া প্রভাবে পতিত শস্ত্রখানা ভূমি হতে তু’লে নিলেন। উক্ত শস্ত্রের দ্বারা স্বীয় বক্ষ বিদীর্ণ করে দক্ষিণ হস্তে স্বীয় হৃদয়-মাংস বে’র করে বাম হস্তে রাখলেন। পুনঃ উভয় হস্তে তা মস্তকে রেখে নিম্নোক্ত গাথায় বল্‌লেন-

২৫। “হৃদয় দান দ্বারা অনাগতে আমি বুদ্ধত্ব লাভ করব। ভবিষ্যতে বোধি লাভের জন্যই আমার এ হৃদয় ত্যাগ।”

এরূপে মহাসত্ত্ব স্বীয় হৃদয়-মাংস যক্ষকে দান করলেন। তৎক্ষণেই মহাপৃথিবী কম্পিত হল, সর্ববিধ ঋদ্ধির প্রাদুর্ভাব হল। সে বিষয় প্রকাশ মানসে সর্বদর্শী বুদ্ধ নিম্নোক্ত চারটি গাথায় বল্লেন-

২৬-২৯। "তখন পঞ্চ বর্ষীয় বালক 'রতন পজ্জোত' বোধির জন্যই যক্ষকে হৃদয়-মাংস দান করলেন। এদানকালে ভীষণ রোমাঞ্চকর মহা ভূমিকম্পন হয়েছিল। এবং রোমাঞ্চকরভাবে মহারণ্য সংক্ষুব্ধ হয়েছিল। যক্ষকে সে উত্তর হৃদয়-মাংস দানকালে সারা অরণ্যানীতে বিপুল নির্ঘোষ ধ্বনিত হয়েছিল।"

তখন বোধিসত্ত্ব স্বীয় হৃদয়-মাংস দান করে বল্লেন- হে মহাযক্ষ, আমার এ হৃদয়-মাংস দান দ্বারা চক্রবর্তী রাজাদি মনুষ্য সম্পত্তি ইন্দ্র রাজাদি দেবত্ব, পচ্চেক বুদ্ধত্ব ও বুদ্ধ শ্রাবকত্বাদি আমার প্রার্থনার বিষয় নয়। আমি এ দানের দ্বারা অনাগতে সর্বজ্ঞ বুদ্ধত্বই লাভ করব। আমার এ হৃদয়-মাংস হতে শত সহস্রগুণেই সর্বজ্ঞ বুদ্ধজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ইহাতে সে জ্ঞান লাভের প্রত্যয় হউক।" এ বলে তথায়ই সে হৃদয়-মাংস যক্ষকে প্রদান করলেন। তৎপর বোধিসত্ত্ব স্বীয় দেহ হতেও শস্ত্র দ্বারা মাংস ছেদন করে দিয়ে বল্লেন- "যক্ষ, তুমি যথেচ্ছা রূপে ভক্ষণ কর।" যক্ষ ও যথেচ্ছারূপে খাওয়ার পর তাঁর মাতাকে ছেড়ে দিল। তখন বোধিসত্ত্ব মাতাকে লাভ করে প্রফুল্ল অন্তরে মাতার হস্ত অবলম্বন করে সেস্থান হতে অন্য এক বৃক্ষ মূলে গিয়ে উপবেশন করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব মাতাকে বল্লেন মাতঃ, আমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হতে এযাবৎ আপনার প্রতি যা কিছু দোষ করেছি, তা আমাকে ক্ষমা করুন। এবলে মাতাকে বন্দনা করে তথায়ই সংজ্ঞাহীন হলেন। দেবী পুত্রের

এদশা দেখে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হলো এবং ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কোলে নিয়ে বক্ষে করাঘাত করে করে বিলাপ করতঃ নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয়ে বল্লেন-

৩০-৩৩। "আমার পুত্র বিছানাহীন ভূমিতে সূর্য ও চন্দ্রপতনের ন্যায় পতিত হয়েছে। হে প্রিয় পুত্র, তুমি উঠ, তোমার এ অবস্থা দেখে আমার হৃদয়ে অব্যক্ত দুঃখানুভব করছি। তোমার মৃত্যুতে আমারও মৃত্যু হবে। তুমি বিনা আমি কিরূপে বাঁচব? হে পুত্র, এখন আমি অনাথ, ভ্রান্ত মৃগীর ন্যায় হয়েছি। আমি পর্ণশালার একাকী কি করে থাকব? এবং বনেও বা কি করে বিচরণ করব? এখানে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে আমি পর্ণশালায় যাবনা। এ রাত্রিতেই তোমার সাথে আমার এখানেই মৃত্যু হবে।"

দেবী এরূপে বিলাপ করতে করতে সে প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করে তথায়ই ব'সে র'লেন। তখন বোধিসত্ত্বের কৃতজ্ঞতার প্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের ভবন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। দেবরাজ ইন্দ্র তার কারণ চিন্তা করে বোধিসত্ত্বের এসব বিষয় জ্ঞাত হলেন। তখন দেবরাজ স্বর্গ হতে অবতরণ করে এসে আকাশে স্থিত হয়ে ঐ রুক্ষ প্রচণ্ড যক্ষকে বল্লেন- "হে প্রচণ্ড যক্ষ, তুমি এ বুদ্ধাঙ্কুরের প্রতি এরূপ দুঃসাহসিক কর্ম কেন করছ? এ মহাপুরুষ এখানেই বিনষ্ট হবে। তা যদি হয়, তবে আমার এ বজির অঙ্কুশ দ্বারা তোমার মস্তক সাত টুক্‌রা করব।" ইহা শুনে সে যক্ষ মরণ ভয়ে ভীত হয়ে তখনি মহাসত্ত্বের নিকট গিয়ে তাঁর সারা দেহে দিব্য ঔষধ মেখে দিল। এতদ্ ফলে মহাসত্ত্ব ব্যথাবিহীন হয়ে আরোগ্য লাভ করলেন। তৎপর দেবীও নিজের দৃঢ় অধিষ্ঠান সত্যক্রিয়াচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাটি বল্লেন-

আমার পুত্র বড়ই কৃতজ্ঞ। তাই অনাগতে সে নিশ্চয়ই বুদ্ধ হবে। আমার এ অধিষ্ঠান-প্রভাবে আমার পুত্র জীবিত হউক।” পুনঃ দেবী অধিষ্ঠান সত্যক্রিয়া করে নিম্নোক্ত গাথায় বল্‌লেন-

৩৫। “আমি একমাত্র পুত্র লাভ করেছি। সে সর্বদাই আমার অতি প্রিয়। এ অধিষ্ঠান সত্যক্রিয়া প্রভাবে আমার পুত্র শীঘ্রই সুস্থ হউক।” দেবীর এই দ্বিতীয় বারের সত্যক্রিয়ার প্রভাবে বোধিসত্ত্বের শ্বাস-প্রশ্বাস লাভ হল এবং পাশ পরিবর্তন করলেন। তৃতীয়বারও দেবী দৃঢ়ভাবে সত্যক্রিয়া করে নিম্নোক্ত গাথাটি বল্‌লেন-

৩৬। “আমি কোন দিন কাম মিথ্যাচার করিনি। পূর্বাপর কোন দিন পরের প্রতি আসক্তও হইনি। আমার এ অধিষ্ঠান সত্যক্রিয়া প্রভাবে আমার পুত্র শীঘ্রই উঠুক।” দেবীর এ তৃতীয়বারের অধিষ্ঠান তেজবলে বোধিসত্ত্ব স্বীয় স্মৃতি লাভ করে ভূমি শয্যা হতে উঠ্‌ল এবং স্বীয় মাতাকে বন্দনা করে বস্‌লেন। এ বিষয় প্রসঙ্গে শাস্তা বুদ্ধ নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা ভাষণ করলেন-

৩৭-৪১। “অতঃপর রতন পজ্জোত সুস্থ হয়ে উঠে মাতাকে বন্দনা করে উপবিষ্ট হল। তখন সে মহাবনে ইন্দ্র সহ দেবতা বৃন্দ প্রমোদিত হয়ে নানাবিধ দিব্যপুষ্প বিকীর্ণ করল। নানা দিব্য পদ্মপুষ্প নিয়ে আকাশে আগত দেবগণও বনে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করল। তথায় দেবতাবৃন্দ সম্মিলীত হয়ে ঐ নরুত্তমকে দিব্য সুগন্ধি ও পুষ্প দ্বারা পূজা করেছিলেন। এবং তাঁরা বলেছিলেন “হে মহাবীর, সাধু সাধু তুমি কৃতজ্ঞ ও উপকারীর উপকার স্বীকারকারী। তুমি এখন নরুত্তম। অচিরেই ভবিষ্যতে তুমি অপ্রতিপুদ্গল বুদ্ধ হবেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র আকাশেই স্থিত হয়ে যক্ষের দ্বারা বোধিসত্ত্বের নিকট সর্বদোষের ক্ষমা প্রার্থনা করালেন। তৎপর

বোধিসত্ত্বও দেবীকে সুবর্ণ সিবিকায় আরোহণ করায়ে তাদের পর্ণশালায় রেখে দেবলোকে চলে গেলেন। বোধিসত্ত্ব পর্ণশালায় প্রবেশ করে ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে ঋষি উপকরণ সমূহ গ্রহণ করলেন। তৎপর মাতাকে বল্লেন- “মাতঃ, এহতে আমরা উভয়েই প্রব্রজিত। সুতরাং ফল-মূল সংগ্রহের জন্য আপনি আর অরণ্যে প্রবেশ করবেন না। আপনি এখানে সুখে বাস করুন। আমিই অরণ্যে গিয়ে ফলমূল আহরণ করে আন্‌ব। এহতে মহাসত্ত্ব প্রত্যহ ফলমূল আরহণ করে মাতাকে সযত্নে সেবা ও পোষণ করতে লাগ্‌লেন। বোধিসত্ত্ব মাতা সহ চন্দন পর্বত পাদদেশে দু’তিন বৎসর নিরাপদে বাস করতেছিলেন।

মেঘবতী রাজ্যের জলপ্লাবণ বিদূরীত হওয়ার পর বোধিসত্ত্বের পিতা মহারথ রাজা স্বীয় মেঘবতী নগরে এসে ধর্মতঃ রাজত্ব করতেছেন। তাঁর সে ধর্মতঃ ন্যায়তঃ রাজ্যশাসনের ফলে সে রাজ্য সমৃদ্ধ ও সুভিক্ষ হয়েছিল। তৎকালে বোধিসত্ত্বের মাতৃ-পোষণ কর্মতেজে দেবরাজ ইন্দ্রের ভবন উত্তপ্ত হল। দেবরাজ একারণ চিন্তা করে বোধিসত্ত্বের মাতৃ-পোষণ বিষয় জানলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হতে এসে বোধিসত্ত্ব ও তাঁর মাতাকে সুবর্ণ সিবিকা যোগে অর্ধরাত্রে মেঘবতী রাজ বাড়ীর সপ্ততল প্রাসাদে রত্ন পালঙ্কে বসায়ে দেবরাজ স্বীয় ভবনে চলে গেলেন। তখন মহারথ রাজা দেবীও স্বীয় পুত্রের পরিচয় পেয়ে তাঁদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তদবধি তাদিগকে নিয়ে নিরাপদে পঞ্চ কামগুণ পরিভোগ করে যথা সুখে বাস করতে লাগ্‌লেন। বোধিসত্ত্ব রাজ্যাভিষিক্ত হয়েও পঞ্চ কামগুণ ভোগ না করে মহাজনগণকে দান ও উপদেশ দিতেন। কিছু দিন পরে পুনঃ পিতার উপর রাজ্যভার অর্পণ

করলেন এবং পিতামাতাকে বন্দনা করে তাঁদের নিকট হতে সর্বদোষের ক্ষমা প্রার্থনার পর তাঁর সংসার ত্যাগের কথা ব্যক্ত করলেন। তারপর জনগণকেও আশ্বাস ও উপদেশ দিয়ে তাদের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করার পর প্রাসাদ হতে বের হয়ে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করলেন। তখন বোধিসত্ত্বের সংকল্পের তেজানুভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের ভবন উত্তপ্ত হল। দেবরাজ তার কারণ চিন্তা করে বোধিসত্ত্বের সংসার ত্যাগের বিষয় জান্‌তে পারলেন। "এখন বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে প্রবেশ করবেন। সুতরাং আমরাও তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া একান্তই উচিত।" এ মনে করে বিশ্বকর্মা দেবপুত্রকে আহ্বান করে বল্‌লেন- "বাবা, তুমি এখন হিমালয়ে গিয়ে কোন এক রমণীয় স্থানে প্রব্রজিতদের উপকরণ সহ আশ্রম তৈরী করে দিয়ে আস।" এ আদেশমাত্র বিশ্বকর্মা তখনই স্বর্গ হতে এসে এক রমণীয় স্থানে দেবঋদ্ধি প্রভাবে আশ্রম তৈরী করলেন। আশ্রমে দিবা ও রাত্রি-বাসস্থান এবং চংক্রমণ শালা ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে সুব্যবস্থা করলেন। প্রব্রজিতদের যাবতীয় উপকরণ একস্থানে রেখে, একখানা ফলকে লিখে দিলেন- "এ আশ্রমে এসে যারা প্রব্রজিত হতে ইচ্ছা করেন, তারা এসব উপকরণ নিয়ে ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে এখানে বাস করুক।" তারপর অমনুষ্যের উৎপাত, ভৈরব উৎকট শব্দাদির উৎপাত এবং মৃগ পক্ষীর যাবতীয় উপদ্রব দূরীভূত করে স্বীয় স্থানে চলে গেলেন। মহাসত্ত্ব হিমালয়ে প্রবেশ করে পথ চল্‌তে চল্‌তে অনুক্রমে একপদী পথ প্রাপ্ত হলেন। সে পথে বহুদূর চলার পর বিশ্বকর্মা দেবপুত্র নির্মিত ঐ মনোরম আশ্রম দেখ্‌লেন। তাতে প্রবেশ করে লিখাগুলি পাঠ করে আনন্দ সহকারে গৃহীবসন ত্যাগ করে রক্তবর্ণ বাকল চীবর পরিধান করলেন, অজিন মৃগচর্ম দেহের

একাংশভাবে গায়ে দিয়ে নিজে ঋষি প্রব্রজিত হয়ে তথায় বাস করতে লাগলেন। মহাসত্ত্ব তথায় নিরাপদে ভাবনা করে অচিরেই পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি উৎপাদন করলেন। এ লোকুত্তর জ্ঞান লাভের আনন্দে নিত্য বিভোর থেকে যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হলেন, এ বিষয় প্রকাশ মানসে লোকজ্ঞ ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথায় বল্লেন-

৪২-৪৬। "তখন 'রতন পজ্জোত' অভিষেক লাভ করে ধর্মতঃ রাজত্ব ক'রে করে জনগণকে মহাদান প্রদান করলেন" তিনি জনগণকে মাসেককাল মাত্র দান দিয়ে পরে পিতার উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে নগর হতে বের হলেন। তিনি একাকীই হিমালয়ে প্রবেশ করে দেখলেন- মনোরম আশ্রম। তিনি তাতে প্রবেশ করে গৃহী বেশভূষা ত্যাগ করলেন। তথায় ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে ভাবনা করে পঞ্চঅভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি উৎপাদন করেন। যথায়ুষ্কাল যাবৎ ভাবনায় নিয়ত থেকে মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে ব্রহ্মলোক পরায়ণ হলেন।" তখন রাজাও মহাজনগণ বোধিসত্ত্বের উপদেশে স্থিত থেকে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। তাঁরাও যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর নানা দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। ভগবান এ ধর্মদেশনার পর বল্লেন- হে ভিক্ষুগণ, এ পিতামাতা পোষণ করার কর্ম হল পণ্ডিত বংশেরই কর্ম। তোমরা এ ভিক্ষুকে নিন্দা করে লজ্জিত করোনা।" এবলে জাতক সমাপন করে নিম্নোক্ত চারটি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৪৭-৫০। "বর্তমানের অনুরুদ্ধই তখনকারের দেবরাজ ইন্দ্র। তৎকালের বাল্লহক নামক প্রচণ্ড যক্ষ বর্তমানের অঙ্গুলিমাল। শ্রী রতন গর্ভা দেবী ছিল বর্তমান কালের আমার মাতা মহামায়া। মহারথ রাজা ছিলেন বর্তমান পিতা শুদ্ধোদন

মহারাজা। মেঘবতী রাজ্যবাসী অবশিষ্ট মহাজনগণ বর্তমানকালের শাসন পুরক আমার শ্রাবকসঙ্ঘ মাতৃ-পোষক রতন পজ্জোত কুমার এখন লোকনাথ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ আমি। অতি গৌরব চিত্তে সবাই এ জাতক ধারণ কর।

(রতন পজ্জোত জাতক সমাপ্ত।)

২৪। দ্বিশির হংস জাতক

"আমরা সর্বভবে যেন" ইহা ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান করবার সময় পরস্পর অতি প্রিয়তর দুজন বন্ধুকে উপলক্ষ করে বলেছিলেন-

শ্রাবস্তীবাসী দু'জন লোক তারা সর্বদাই একস্থানে বসতেন, শয়ন করতেন, এক সাথে গমন করতেন ও দাঁড়াতেন। একজন অপর জনকে কোন কালেই ত্যাগ করতেন না। একদা ভিক্ষুগণ ধর্ম সভায় বসে পরস্পর এরূপ আলোচনা করতে লাগলো- "অহো বন্ধুগণ, এদুজন লোক পরস্পর অতি প্রিয়ভাব-ত্যাগ করতে না পেরে উভয়ে এক স্থানেই বাস করে। তারা কি কারণে পরস্পর এরূপ অতিপ্রিয় ভাবাপন্ন হল?" তখন ভগবান বুদ্ধ গন্ধকুঠি হতে দিব্য কর্ণে ধর্মসভায় ভিক্ষুদের এসব আলোচনা শুনে ধর্মসভায় উপস্থিত হলেন। তথায় তিনি প্রজ্ঞাপ্ত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে উপবেশন করে বল্লেন- হে ভিক্ষুগণ তোমরা এখন কি আলাপ আলোচনা নিয়ে এখানে উপবিষ্ট আছ? তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্য বিষয় বুদ্ধকে যথাযথভাবে বললেন। ইহা শুনে বুদ্ধ বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, শুধু এজন্মে নয়, পূর্বও এদুজন পরস্পর অতিশয় প্রিয় সহায় ছিল। এ বলে বুদ্ধ সে অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন-

সুদূর অতীতে এভদ্রকল্পে কশ্যপ বুদ্ধের শাসনে এ দুজন স্বামী-স্ত্রী ছিল। তারা উভয়ে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের প্রতি অতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিল। একের প্রতি অন্যের দুচ্ছেদ্য স্নেহ মমতা ও একচিত্ত সম্পন্ন ছিল। এক দিবস তারা কশ্যপ বুদ্ধের বিহারে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে বন্দনা করে সুগন্ধি দ্রব্য ও পুষ্পাদি পূজা করে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পিণ্ডদান দিয়ে প্রার্থনাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১। "আমরা সর্বভবে যেন উভয়ে পরস্পর অতি প্রিয়ভাবে থাকি। একমাতার জঠরেই যেন একক্ষণে ভূমিষ্ঠ হই।" ইহা শুনে স্ত্রীলোকটিও প্রার্থনাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২। "আমি এপুণ্য কর্মে যেন নারীত্ব হতে মুক্তি লাভ করি এবং সকল জন্মে যেন সর্বদা এ স্বামীর সাথেই থাকি।" এবলে সে নারী নিজের স্বামীর সাথে জন্মগ্রহণ করবার ইচ্ছায় প্রার্থনাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বলল-

৩-৪। "ভন্তে, আমার এ স্বামী অনাগতে আমার ভ্রাতা হউক, আমি তাঁর কণিষ্ঠ ভ্রাতা হব। আমরা উভয়ে মহাবীর রূপে তীর্যক জাতিতে জন্ম নিলেও দ্বিশির ও এক দেহ বিশিষ্ট হয়ে প্রিয়ভাবে থাকবার জন্য জন্ম নেব।"

কশ্যপ সম্বুদ্ধ ইহা শুনে তাদের দান অনুমোদন করে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ বিহারে গেলেন। এ নারী স্বীয় স্বামীর সাথে দীর্ঘকাল ইহলোকে জীবন ধারণ করে যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর ঐ প্রার্থনা বশে ক্রমান্বয়ে শ্রেষ্ঠী কুলে, গৃহপতি কুলে, ব্রাহ্মণ কুলে ও ক্ষত্রিয় মহাশালকুলে স্বীয় স্বামীর সহিত একমাতৃগর্ভে একক্ষণেই জন্মগ্রহণ করেছিল। এরূপে জন্মচক্রের মাধ্যমে সর্বপ্রার্থনানুসারে নারীটি কণিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুরুষটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপে জন্মগ্রহণ করে। উভয়েই উভয়ের প্রতি অতিশয় প্রিয়, স্নেহ,

মমতাশীল ও বিশ্বাসী ছিল। অপর এক সময় তারা উভয়ে এ মনুষ্য লোক হতে চ্যুত হয়ে হিমালয় প্রদেশে এক পদ্ম সরোবরে হংস শাবক হয়ে জন্মগ্রহণ করল। সে হংস শাবক দ্বিশির ও এক দেহ সম্পন্ন অতি মনোমুগ্ধকর পরিশুদ্ধ সুবর্ণ বর্ণ ছিল। সে দ্বিশির সম্পন্ন হংস শাবকটি সর্বদা পরিশুদ্ধ চিত্তে আহার অন্বেষণে গমন করত। একদা এক বনচর ব্যাধ সে হংস শাবকটি দেখে অতিশয় বিস্মিত হল তৎকালে বোধিসত্ত্ব 'ধার্মিক' নামক রাজা হয়ে বারাণসীতে ধর্মতঃ ও ন্যায়মত রাজত্ব করতেন। ধার্মিক রাজার অগ্রমহিষীর নাম ছিল "সুধর্মা দেবী"। ঐ বনচর ব্যাধ আশ্চর্য জনক দ্বিশির সুবর্ণ হংসের কথা ধার্মিক রাজাকে জ্ঞাপন করল। রাজা এ আশ্চর্য অদ্ভূত খবর শুনে উক্ত হংসকে নিজ সমীপে নিয়ে আসবার জন্য নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৫। "বাপু, তুমি যদি সেই হংসের শাবক,
জেন্তভাবে মম নিকট আন্‌তে পার,
তাহলে তোমায় একখানি গ্রাম সহ,
বহুধন দানিব পারিতোষিক রূপে।

এ বলে বোধিসত্ত্ব সে বনচরকে পাথেয়াদি দিলেন। ব্যাধও তখন রাজাকে বন্দনা করে পাথেয় থৈলা গ্রহণান্তর মেণ্ডক শৃঙ্গ ধনু লয়ে বনে যাত্রা করল। ক্রমান্বয়ে সে হিমালয় পর্বতে গিয়ে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে উক্ত দ্বিশির সুবর্ণ বর্ণ শাবকটি স্বীয় কৌশল বলে ধরল এবং তা যথা সময়ে এনে রাজাকে প্রদান করল। রাজা তা পেয়ে অত্যন্ত প্রমোদিত ও প্রসন্ন হয়ে ব্যাধকে বহু ধন ও একখানা গ্রাম উপহার দিলেন। রাজা সে হংস শাবকটি সুবর্ণ পিঞ্জরে ঢুকায়ে তা সঙ্গে এনে বিচারালয়ে রাখলেন। তখন অগ্র মহিষী হংস শাবকের পৃষ্ঠদেশে মৃদু হস্ত

বুলাতে বুলাতে রাজার নিকট দাঁড়িয়ে রইল। তৎক্ষণে সে হংস শাবক নিজের শিরদ্বয় নমিত করে কেঁ কেঁ শব্দ করতে লাগল। সে মধুর শব্দে সে স্থান মুখরিত হল। এ শব্দ শুনে দেবী অত্যধিক প্রীত হয়ে সুবর্ণ পিঞ্জরে রক্ষিত অই হংসকে সুবর্ণ থালায় মধু মিশ্রিত লাজাদি ভোজন করালেন। অপর এক সময় সুধর্মা দেবী ধার্মিক রাজাকে বললেন- "মহারাজ, একটি দেহ দু'টি শির" এটা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার। যদি কোন ব্যক্তি এ হংসটিকে দুভাগ করতে সমর্থ হয়, তা হলে আমার অন্তঃপুরে বাসস্থানে এক ভাগ এবং বহুজনের দর্শনার্থ বর্হিবাড়ীতে এক ভাগ রেখে দিতাম। বোধিসত্ত্ব রাণীর এ পরামর্শ খুব উত্তম বলে অনুমোদন করলেন। তখনই সকল অমাত্যকে একত্রিত করে বললেন- "ভদ্রগণ, তোমাদের মধ্যে কেহ এ হংসটিকে দোভাগ করতে পারবে কি? যে ব্যক্তি এ কাজ পারবে, তাকে মহাপূজা সৎকার করে বহু ধন দান করব। অমাত্যবৃন্দ ও জনগণ বোধিসত্ত্বের একথা শুনে বহু চিন্তা করলেন বটে, কেহ দ্বিভাগ করার কোনই উপায় কৌশল ঠিক করতে পারলনা। তখন রাজার এক উপায় কৌশল-সুদক্ষ পণ্ডিত অমাত্য রাজাকে বন্দনা করে বললেন- "মহারাজ, এ দ্বিশির এক অঙ্গ বিশিষ্ট সুবর্ণ বর্ণ হংসটিকে আমিই দ্বিভাগ করতে পারব।" ধার্মিক রাজা অমাত্যের একথা শুনে তা সাধুবাদের সহিত অনুমোদন পূর্বক তাকে বহু ধন দিয়া হংসটি তার হস্তে গচ্ছিত করে দিলেন। অমাত্য হংসটিকে স্বীয় গৃহে নিয়ে সযত্নে পালন করতে লাগলেন। একদিন অমাত্য রাজার নিকট গিয়ে পূর্বের ন্যায় স্বীয়কার্য সম্পাদন পূর্বক গৃহে ফিরে ঐ দ্বিশির সম্পন্ন হংসের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন হংস শিরের কর্ণ সমীপে স্বীয় মুখ নিয়ে চুপে চুপে কিছু কথা বলার ন্যায় ভাণ করে

সহাস্যে চলে গেলেন। তখন অপর হংসশিরটি ঐ হংসশিরকে সম্বোধন করে বললেন- হে বন্ধো, অমাত্য তোমার কানে কি বলে গেলেন? সে শির বলল- "আমি বুঝিমত কোন কথাই তিনি বলেনি ইহা শুনে ঐ শীর বলল- "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিনা। যেহেতু, আমার চক্ষের সামনে অমাত্য এতগুলি কথা বললেন। আর তুমি বলছ, কিছুই না। আমাদের এতদিনের বন্ধুভাব প্রকট হল।" এরূপে একশির অপর শিরের কথা বিশ্বাস না করার চিত্ত অপরিশুদ্ধ হল। এদ্বিধায় শিরদ্বয় ক্রমে কলহ বর্দ্ধন করে পরস্পর অমনোজ্ঞ ভাবেই বাস করতে লাগল। কিয়দ্দিবস পরে একশির অপরশিরের সাথে আলাপাদিও বন্ধ করে দিয়ে একে অন্যকে আক্রোশ ও ভৎর্সনা করতে লাগল। ক্রমে এদ্বিশির ক্ষোভে ও আক্রোশে অতিষ্ঠ হয়ে পাকসাট করতে লাগল। পরিশেষে অতি ক্রোধবেশে পাকসাঠের বেগে সুবর্ণ হংসের এক দেহ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি সুবর্ণ হংসের পরিণত হল। তখন অমাত্য সেই সুবর্ণ হংসদ্বয় নিয়ে ধার্মিক রাজাকে প্রদান করলেন। রাজা তা দেখে অতিশয় প্রসন্ন হয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ একখানা গ্রাম দান করলেন এবং হংসদ্বয়কে দু'টি সুবর্ণ পিঞ্জরে রেখে অগ্রমহিষীর ইচ্ছানুসারে একটি অন্তঃপুরে আর একটি জনগণের দর্শনার্থ বর্হিবাড়ীতে রাখলেন। তারপর রাজা অমাত্যকে বললেন- তাত, তুমি কি উপায়ে ইহাকে দ্বিভাগ করলে? তখন অমাত্য দ্বিভাগ করার উপায়ের সব কথা বিবৃত করে বললেন। ইহা শুনে ধার্মিক রাজা সংবিগ্ন চিত্তে চিন্তা করলেন- "অহো এরূপ একদেহ দ্বিশির সম্পন্ন অভিনব ব্যাপার। একচিত্তভাবে ও সংবাস হওয়া সত্ত্বেও দ্বিভাগ হল। আর নানা দেহধারী প্রাণীদের কথাইবা কি? এরূপ প্রাণীরা কখনো একত্রে বাস

করতে পারবেনা। পরস্পর সুহৃদ ও প্রিয়ভাবে সংবাস করলেও পরে নানা কারণে শত্রু ভাবের উৎপত্তি হয়। প্রাণীদের কর্মই স্বকীয় কর্মদায়দ, কর্ম বন্ধু ও কর্ম প্রতিশরণ হয়।" রাজা এরূপ চিন্তা করে নিজের অমাত্যগণকে সম্বোধন করে বললেন- "ভদ্রগণ, কোন কোন প্রাণী অজ্ঞাতি বা পরস্পর প্রিয় সহায়ক ও পুনঃ পুনঃ বিবাদকরে গ্রাম, নগর, ক্ষেত্র, বস্তু গৃহ, গো মহিষ, হস্তী, অশ্ব, দাস, দাসী, দ্বেষ বশে ক্রোধবশে বা ঈর্ষাবশে লাভ সৎকারের দ্বারা, প্রিয় স্বামীদ্বারা, প্রিয় পুত্র দারের দ্বারা' যান-বাহন বলের দ্বারা, রাজ কর্মচারী দ্বারা অথবা দৈহিক শক্তি দ্বারা সর্বদা ভিন্ন হয়।" পুনঃ বোধিসত্ত্ব অমাত্যগণকে সম্বোধন করে বললেন- "কোন কোন প্রাণী পরের অল্প দোষ দেখে তা মহৎ বলে প্রকাশ করে, কোন কোন সত্ত্ব বহুবিধি পরগুণ দেখে তা অতি স্বল্প বলে প্রকাশ করে, আর কোন কোন সত্ত্ব পরের গুণ মর্দনকারী, বিনাশকারী ও সেগুণের প্রতি ঈর্ষা পোষণ কারী হয়। কোন কোন সত্ত্ব সুমেরু প্রমাণ নিজের দোষকে বিন্দুমাত্র রূপেও দেখেনা। আর কোন কোন সত্ত্ব পরের সর্ষপ প্রমাণ দোষকে ও বড় বলে মনে করে।" ইত্যাদি চিন্তা করে নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথায় বললেন-

৬-১০। "রত্নাকর ও সুবর্ণ খণি অতিশয় গম্ভীর। এরত্নাকর সমুদ্র সুবর্ণ খণি সর্বদা বালুকাদি দ্বারা আচ্ছাদিত। জগতে তা সর্বদা ভূমির ন্যায় দেখায় "জনগণের অধিপতি ভূমিপাল মহাযশঃস্বী ধার্মিকরাজা ও স্বীয় রাজ্যে সর্বদা অমাত্যগণ দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তিগণ বিশ্বাসের প্রয়োজন রাখেনা। তারা সর্বদা কুলের সমস্ত ধন বিনাশ করে" পাপী ব্যক্তিগণ সর্বদা পুনঃ পুনঃ পাপ কর্ম করে। তারা সর্বদা পরের অনর্থকারী ও উৎপীড়নকারী হয়। জগতে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ

সর্বদা মৈত্রীকামী হয়ে নিজকে চালিত করে।” এবলে মহাসত্ত্ব নিজের রাজ্যবাসী মহাজনগণকে উপদেশ প্রদান করে নিম্নোক্ত একাদশটি গাথা বললেন-

১১-২১। “যে ব্যক্তি অযৌক্তিক কর্ম করে বা করায়, সে কর্ম সর্বদা নিষ্ফল হয় এবং দুঃখময় নিরয়ে পতিত করায়। ভদ্রগণ, যারা সম্যক কর্ম করেনা, তাদের কর্ম নিরর্থকে পর্যবসিত হয়। তারা জগতে সর্বদা দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। সুবীজ সুক্ষেত্রে বপিত হলে যেমন মানুষকে সর্বদা সুষ্ঠরূপে ফলাদি দান করে, সেরূপ শ্রদ্ধাচিত্তে সযত্নে কুশল কর্মাদি কৃত হলে জগতে সর্বদা নিশ্চয়ই অগ্রসুখ প্রদান করে। তদ্ধেতু পণ্ডিত ব্যক্তিরা ইহলোকে পুণ্য কর্মাদি সম্পাদন করে সর্বদা দেব-মনুষ্যলোকে সুখ পরিভোগ করে। যাবজ্জীবন নিজের মিত্রকে ভেদ করে না। সর্বদা স্বীয় মিত্রকে তারা প্রাণের ন্যায় রক্ষা করে। পণ্ডিত-অপণ্ডিত সবাই নিত্য কুশল কর্ম করবেন। ভদ্রগণ, নিজের জ্ঞানবলে বিচার করে পুনঃ পুনঃ কুশল কর্ম সম্পাদন করলে পরে তাঁরা অনুতপ্ত হননা। যদি বিচার না করে কর্ম সম্পাদন করে, তদ্বিধায় পরে তারা নিত্য ঐ সুবর্ণ হংসের ন্যায় অনুতপ্ত হতে হয়। যেমন এক দেহ দ্বিশির সম্পন্ন সুবর্ণ বর্ণ হংস ক্রোধবশে ভিন্ন হয়ে গেল, জনগণও সেরূপ ক্রোধবশে ভিন্ন হয়ে পড়ে। একটি হংস অন্তঃপুরে এবং অপরটি বর্হিবাড়ীতে বাস করছে। একারণে হংসেরা পরস্পর কাউকেও কেহ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেনা।”

সে হতে ধার্মিক রাজা স্বীয় রাজ্যে ধর্মত সাম্যভাবে রাজত্ব করে দানাদি পুণ্য ক্রিয়া করণান্তর যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। সে নগর বাসীরাও সবাই বোধিসত্ত্বের উপদেশক্রমে দানাদি পুণ্য ক্রিয়া করণান্তর মৃত্যুর

পর নানা দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। এবলে ভগবান জাতক পরিসমাপ্তির পর নিম্নোক্ত পাঁচটি শেষ গাথা ভাষণ করলেন।

২২-২৬। "তখনকারের বনচারক এখন ছন্ন অমাত্য। পণ্ডিত অমাত্য এখন প্রজ্ঞাবান সারিপুত্র। সুবর্ণ বর্ণ হংস একটি এখন আমার উপস্থায়ক আনন্দ। অপর হংসটি এখন কালুদায়ী। তাঁর মহাদেবী মাতা, এখন আমার মাতা মহামায়া। তাঁর পিতা মহারাজ এখন শুদ্ধোদন। সুধর্মা তাঁর ভার্যা এখন যশোধরা। অমাত্যাদি নগরবাসীগণ এখন সবাই আমার শ্রাবক। সে 'ধার্মিক রাজা' এখন আমিই লোকনাথ। এ জাতক এরূপই ধারণ কর।"

(দ্বিশির হংস জাতক সমাপ্ত।)

২৫। বিরিয় পণ্ডিত জাতক

"আমার সহায় পঞ্চাল রাজা" ইহা ভগবান বুদ্ধ জেতবনে বাস করবার সময় নিজের পূর্বকৃত দান পারমী সম্পর্কে বলেছিলেন।

এক দিবস ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় উপবিষ্ট হয়ে নিম্নোক্ত বিষয় উত্থাপন করলেন- "অহো বন্ধুগণ, আমাদের শাস্তা দান প্রদানে অতৃপ্ত। তিনি অপরকে বিমুক্তি দান দ্বারা মহা করুণা বিকাশ করেছেন।" তখন ভগবান বুদ্ধ গন্ধকুঠি থেকে ভিক্ষুদের ঐ সর্ব আলোচনা দিব্য কর্ণে শুনে ধর্ম সভায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত সুসজ্জিত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে বসে ভিক্ষুগণকে বললেন- "তোমরা এখন কি বিষয়ের আলোচনা করছ?" তখন ভিক্ষুগণ তাদের আলোচ্যমান বিষয় বুদ্ধ সন্নিধানে ব্যক্ত করলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, আমি যে এখন বুদ্ধভাবে পরকে বিমুক্তি সুখ দান করছি বলে তোমরা আশ্চর্য্যন্বিত হচ্ছ, তা নয়;

আমি পূর্বে বোধিসত্ত্বকালেও পুথুর্জ্জনাবস্থায় নিজের স্ত্রী, পুত্র বিক্রয় করে পরিশেষে স্বীয় দেহ মাংস পর্যন্ত বিক্রয় করে, তৎলব্ধ মূল্যে সুবর্ণ পাট ক্রয় করে সশ্রদ্ধায় দান করেছি। এ বলে ভগবান বুদ্ধ নীরবতা অবলম্বন করলেন। তখন সে সভাস্থ ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সেই অতীত কাহিনী প্রকাশ করবার জন্য কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করলে বুদ্ধ তা বলতে আরম্ভ করলেন-

সুদুর অতীতকালে "সক্কবিধি" নামক এক রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের রাজা ছিলেন "মহারথ" নামক এক রাজা। তিনি ছিলেন সম্যক দৃষ্টি ও বুদ্ধ-ভক্ত। তখন পঞ্চাল রাজ্যে "পঞ্চাল" নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন মিথ্যাদৃষ্টিক। মহারথ রাজার সাথে তার পত্রাদির মাধ্যমে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। কিন্তু কোনদিন তাঁদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি। এক সময় পঞ্চাল রাজা মহার্ঘ এক রক্ত কম্বল স্বীয় দূত দ্বারা মহারথ রাজার নিকট উপহার পাঠালেন। তিনি তা পেয়ে অতি আনন্দিত হলেন। তাই তিনি স্বীয় প্রিয় এক অমাত্যকে আহ্বান করে বললেন-

১। "আমার বন্ধু পঞ্চাল রাজা আমার জন্য একখানা মহামুল্যবান রক্ত কম্বল পাঠিয়েছেন। আমিও অদ্য আমার প্রিয় বন্ধুর জন্য মহার্ঘ রত্ন পাঠাব।" এবলে পুনঃ কহিলেন- "জগতে বুদ্ধ রত্নের ন্যায় অন্য কোন রত্ন নেই। তাই আমি মদীয় বন্ধুর জন্য "বন্ধু-মুর্ত্তি" রত্নই পাঠাব।" এরূপ বলে এক সুবর্ণকার দ্বারা অষ্টাদশ হস্ত উঁচু এক বিরাট স্বর্ণপাত তৈরী করালেন। তাতে জাতি হিঙ্গুল রস দ্বারা অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ এক মনোরম বুদ্ধ মুর্তি অংকন করালেন। তৎপর অনির্বচনীয় উৎসবের মাধ্যমে নানাবিধ পুষ্প সুগন্ধাদি পূজোপচার দ্বারা পূজা বন্দনা করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২। "ভন্তে ভগবন, বুদ্ধ-প্রতিমূর্তি, আপনি এখন লোকনাথ, সর্বদাই সত্ত্বদের অনুকম্পাকারী। ভন্তে, এখন বুদ্ধ বেশ ধারণ করুন।" রাজা এরূপ বলে পুনঃ তিনটি গাথা কহিলেন-

৩-৫। "ভন্তে, জগতের হিতার্থ মহামুনি যেখানে গিয়েছেন, তথায় সর্বদা সকলের হিত-সুখ উৎপাদনের উপায় করেছেন" ভন্তে পূর্বে যেমন সম্যক সম্বুদ্ধগণ জনগণের হিত সাধন করেছেন, সেরূপ আপনিও আমার হিতসাধন করুন। ভন্তে, পঞ্চাল নামক রাজা আমার বন্ধু। তিনি শ্রদ্ধাহীন ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন। আপনি তথায় গিয়ে ঋদ্ধি প্রদর্শনে তাঁকে মিথ্যাদৃষ্টি হতে প্রমুক্ত করুন।"

মহারথ রাজা এরূপ বলে নৌকায় প্রকাণ্ড এক মনোরম প্রাসাদ সজ্জিত করালেন। সে অস্থায়ী প্রাসাদে বুদ্ধ মুর্তি প্রতিষ্ঠা করে পঞ্চাল রাজার দূত সহ সমুদ্র পথে পঞ্চাল রাজার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। তিনি গলা প্রমাণ সমুদ্র জলে নেমে সানন্দে বুদ্ধরত্ন উপহার পাঠালেন। এতে তিনি বিমল আনন্দ লাভ করলেন। তৎক্ষণে সমুদ্রের জলরাশি সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করল। সমুদ্রের জল-তলগত নানাবিধ মনোহর মণি, মাণিক্য, মুক্তা ও সুচারু দ্রব্যাদি জলের উপর ভেসে ভেসে বুদ্ধমুর্তিকে পূজা করতে লাগল। সারা সমুদ্রতল সপ্ত-রত্নে বিচিত্র মনোহর সুবর্ণ থালার ন্যায় সৌন্দর্য বিকাশ করতে লাগল। মধ্যে মধ্যে পঞ্চবর্ণ মহাপদ্ম উত্থিত হয়ে বুদ্ধ-মুর্তি পূজার নিরত হল। নাগলোকে নাগরাজগণ স্বীয় স্বীয় মহা পরিবারে পরিবৃত হয়ে নানাবিধ রত্ন সম্ভার ও পুষ্পাদি পূজোপচারে বুদ্ধ প্রতিমুর্তিকে পূজা করার জন্য জলের উপর এসে পরিবেষ্টন করল এবং মধুর স্বরে দিব্য বাদ্য-গীতে ও নৃত্য সহকারে পূজা করতে লাগলেন। দেবগণ

আকাশ থেকে দিব্য পুষ্প বিকীর্ণ করতে লাগল। দিব্য তুর্যধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করল। নানাবিধ সুবর্ণ ধ্বজা পতাকা উড়তে লাগল। দিব্য সুচারু ছত্র বুদ্ধমুর্তির চার পাশে ও মস্তকোপরি আকাশে ঝুলতে লাগল। বুদ্ধমুর্তির অনুভাব দেব-মনুষ্যের অচিন্তনীয় বিষয় ও অপ্রমেয়্য। এ বুদ্ধমুর্তির এরূপ আশ্চর্য অদ্ভুত প্রভাব বিকাশ হয়েছিল, যেমন জীবন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ।

পঞ্চাল রাজদূত সমুদ্র পথে বুদ্ধমুর্তির এরূপ নানা আশ্চর্য অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিরত হয়ে পঞ্চাল নগরে পৌঁছলেন। তখন রাজদূত নৌকা হতে অবতরণ করে রাজ সমীপে গেলেন এবং তাঁকে বন্দনা করে ঐ বুদ্ধ মুর্তির আশ্চর্য ঋদ্ধি বিষয় সব প্রকাশ করলেন। পঞ্চাল রাজ তা শুনে অত্যন্ত প্রীত চিত্তে চিন্তা করলেন- "আমার বন্ধু মহারথ রাজা মহাপূজা সৎকার সহযোগে বুদ্ধপ্রতিমুর্তি পাঠিয়েছেন আমার জন্য। আমিও তার দ্বিগুণ পূজোৎসব সহকারে এখানে আনতে হবে। পঞ্চাল রাজা এমনে করে মহাধুমধামের সাথে চতুরঙ্গিনী সেনা সহ ঐ নৌকাঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সে বুদ্ধ মুর্তিকে পঞ্চাঙ্গলুটিয়ে বন্দনা করলেন, সুগন্ধি-ধূপ-দীপ দ্বারা পূজা করলেন, ধ্বজা, পতাকা, ছত্র উত্থোলন করলেন, সর্ব্ববিধ বাদ্যশব্দে পূজা সৎকার পরায়ণ হয়ে তথায় স্থিত হলেন। তৎকালে রাজা বহু শ্রদ্ধাবান অমাত্যগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে এ বুদ্ধমুর্তি দর্শন করে পরম প্রীত সহকারে বললেন- "আমি অদ্য হতে যাবজ্জীবন এ বুদ্ধ প্রতিমুর্তির শরণ গ্রহণ করলাম।" তৎক্ষণে সে বুদ্ধমুর্তি পঞ্চাল রাজার শ্রদ্ধাবেগে নানাবিধ অলৌকিক ঋদ্ধি করে আকাশে উত্থিত হলেন এবং পদ্মাসনে উপবেশন করলেন। তারপর দেহ হতে লাল, নীল, পীত,

মঞ্জিষ্ঠা, শুভ্র ও প্রভাস্বর প্রভৃতি ষড়বর্ণ রশ্মি নিঃসৃত করে দশদিক প্রভাসিত করলেন। সে রশ্মিসমূহ সর্বদিকে তরঙ্গায়িত হয়ে সারা পৃথিবী-তল পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন নীলবর্ণ রশ্মি দ্বারা সারা পৃথিবী অঞ্জনবর্ণ পুষ্পের ন্যায় নীলবর্ণ হল। তা পরিবর্তন হয়ে পুনঃ পৃথিবী বর্ণ পীত রশ্মির দ্বারা পীত বর্ণ পুষ্পের বর্ণ ধারণ করল। পুনঃ তা পরিবর্তন হয়ে শুভ্র রশ্মি প্রভাবে সারা পৃথিবী স্বচ্ছ রৌপ্য বর্ণের ন্যায় শুভ্র বর্ণ হল। ইহাও পরিবর্তন হয়ে পুনঃ লোহিত রশ্মির দ্বারা সারা জগত রক্ত পটলের ন্যায় বর্ণ হয়ে গেল। ইহা পরিবর্তন হয়ে মঞ্জিষ্ঠা রশ্মির প্রভাবে পুনঃ অনোজ পুষ্প বর্ণের ন্যায় সারা জগত মঞ্জিষ্ঠা বর্ণ ধারণ করল। তখনি ইহা পরিবর্তন হয়ে প্রভাস্বর রশ্মির প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী শুকতারকা বর্ণের ন্যায় প্রভাস্বর বর্ণ ধারণ করল। বুদ্ধের সে রশ্মি সমুদ্রের অপর তীরে গিয়ে পৌঁছল। তৎকালে সারা সমুদ্রের জল নীল পীতাদি ষড়বর্ণে অপূর্ব বিচিত্রবর্ণ ধারণ করল। সমুদ্র-বক্ষ হতে বিচিত্র রশ্মি ছয়কামাবচর দেবলোক, ষোড়শ ব্রহ্মলোক ও অনন্ত লোকধাতুতে বিস্তৃত হল। এতদ্ সময়ের মধ্যে চন্দ্র-সূর্যের প্রভা বিলুপ্ত ছিল। এমন কি দেব-ব্রহ্মের দেহ-প্রভাবও বিলুপ্ত হয়ে গেল। সহস্র লোকধাতুর যে সূর্য-প্রভা ছিল, তাও জোনাকি পোকার আভার ন্যায় নিষ্প্রভ হল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র বহু দেববৃন্দ সহ এসে দিব্য মাল্য গন্ধে সে বুদ্ধমুর্তিকে পূজায় নিরত হয়ে করযোড়ে বন্দনা অবস্থায় আকাশে স্থিত হলেন। এ বুদ্ধ বিম্বও আকাশে নানাবিধ অলৌকিক ঋদ্ধি প্রকাশে নিরত রইলেন। তখন দেবতা মানুষকে এবং মনুষ্য দেবতাকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৎক্ষণে কী যে একটা চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা

ভাষায় বর্ণনাতীত। ভগবান বুদ্ধ তা কিঞ্চিৎ প্রকাশ মানসে নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় ভাষণ করলেন-

৬-৯। "দেবতাগণ মনুষ্যকে এবং মনুষ্যগণ দেবতাগণকে স্বচক্ষে দর্শন করেছিলেন। তারা সবাই অঞ্জলীবদ্ধ হয়ে সে বুদ্ধবিম্বাভিমুখী হয়েছিল। ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতা তুষ্ট চিত্তে প্রমোদিত হয়ে কৃতাঞ্জলী পুটে নমস্কার করতে করতে বুদ্ধ বিম্বের অভিমুখী হয়েছিল। তখন সমস্ত যক্ষ, গন্ধর্ব, সুপর্ণ ও নাগরাজা দিব্য পুষ্পাদি নিয়ে এ বুদ্ধরূপকে উত্তম পূজা করেছিল। তারা সবাই প্রমোদিত ও প্রসন্ন চিত্তে সমস্বরে সাধুবাদ শব্দে লোকধাতু প্রকম্পিত করেছিল। অতঃপর পঞ্চাল রাজা সে বুদ্ধরূপের এরূপ অপূর্ব প্রতিহার্য সন্দর্শনে পরমপ্রীতি হয়ে বুদ্ধপ্রতিমুর্তিকে কাতর প্রার্থনায় নিম্নোক্ত গাথাযোগে নিমন্ত্রণ করলেন-

১০। "ভন্তে, আপনি আকাশ হতে অবতরণ করে নিত্য আমাদের পুণ্য উৎপাদনার্থ এ সুবর্ণ শিবিকায় উপবেশন করুন।" এ প্রার্থনার পরক্ষণেই সে বুদ্ধবিম্ব আকাশ হতে নেমে ঐ সুবর্ণ শিবিকায় সমাসীন হলেন। এ বিষয় প্রকাশ মানসে বুদ্ধ নিম্নোক্ত সাতটি গাথা ভাষণ করলেন-

১১-১৭। "আকাশে বিচরণকারী বুদ্ধবিম্ব আকাশ হতে নেমে শিবিকায় উপবেশন করলেন। তখন সসৈন্য পঞ্চাল রাজ শিবিকারূঢ় বুদ্ধবিম্ব রাজপ্রসাদে প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন তিনি গন্ধ, পুষ্প, দীপাদী দ্বারা পূজা করলেন এবং বুদ্ধগুণ মনন করে প্রীতিতে চিত্ত পরিপুর্ণ করলেন। তিনি প্রীত চিত্ত, সাদর সুমন সম্পন্ন হয়ে বুদ্ধের স্তুতি পরায়ণ হয়ে বলেন- ভন্তে, আপনি অপরিমাণকল্পে অপরিমাণ পুণ্য সম্ভার অর্জন করেছেন এবং ইহলোকে সর্বসত্ত্বের হিতসাধন করে নির্বাণ লাভ করেছেন।

ভন্তে, এখন আপনাকে পূজা করে আমার জীবন ধন্য ও সফল হল। যদি আমি অদ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হই, আমার এসব কৃতপুণ্য আমার মহাহিত সাধন করবে। আমি সর্বদা আপনাকে বন্দনা করছি। আপনিই আমার নাথ ও প্রতিশরণ, আপনিই আমার প্রতিষ্ঠা ও গতি। হে বুদ্ধ, আমি সর্বদা আপনাকে নমস্কার করছি।

পঞ্চাল রাজা একথা বলে প্রীতিপূর্ণ মনে এরূপ চিন্তা করলেন- "এখন আমার বন্ধু মহারথ রাজা এরূপ মহানুভব সম্পন্ন বুদ্ধপ্রতিমুর্তি আমার জন্য পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমিও তাঁর জন্য এর দ্বিগুণ মুল্যের ও দ্বিগুণ বড় এক বুদ্ধমুর্তি তৈরী করে পাঠাব।" এ চিন্তা করে বিরাট এক মহার্ঘ চন্দনসার যোগাড় করে এক দক্ষ শিল্পীকে ডেকে বললেন- "অদ্য হতে তুমি এ মহার্ঘ চন্দন সার দ্বারা প্রকাণ্ড এক বুদ্ধমুর্তি তৈরী করে দাও।" শিল্পী রাজাদেশে স্বীকৃতি দিয়ে তখনি বুদ্ধমুর্তি নির্মাণের কাজে নেমে গেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ চন্দনসার দ্বারা বিরাটকায় মনোহর লক্ষণ সম্পন্ন বুদ্ধমুর্তি নির্মাণ করে রাজাকে দিলেন। তখন রাজা সে মুর্তিটি চিত্রিত করার জন্য এক ধর্মশালায় রেখে তা রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করলেন।

তখন পঞ্চাল রাজা স্বীয় রাজ্যে ঘোষণা করালেন- 'যাদের নিকট সুবর্ণ আছে, তারা ইচ্ছা করলে রাজার সাথে বুদ্ধমুর্তিতে সুবর্ণপাত লাগাতে পারেন।" সে দেশবাসী "বিরিয় পণ্ডিত" নামক জনৈক ব্যক্তি রাজার এ ঘোষণা শুনে চিন্তা করলেন- "রাজার সাথে কুশল কর্ম করা একান্তই উচিত। সুতরাং আমি অতি দরিদ্র, স্বর্ণ কোথায় পাব? পরের কাজ কর্ম করে যাই টাকা পাব, তাতে অল্প মাত্র স্বর্ণ পাব। ইহাতে তেমন কাজ হবেনা। যদি নিজকে বিক্রয় করতে পারি, তাহলে প্রচুর টাকা পাব।

ইহাতে আমার ইচ্ছিত কাজ কিছুটা সম্পন্ন হতে পারে।" এ চিন্তা করে স্বীয় গৃহে সুখাসনে বসে স্ত্রী পুত্রকে ডেকে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৮। "হে আমার প্রিয় স্ত্রী সুজাতা ও প্রিয় পুত্র রেবত, তোমরা উভয়ে আমার অভাবে কোন অনুশোচনা করবে না।" ইহা শুনে সুজাতা মহাসত্ত্বকে গাথাযোগে জিজ্ঞাসা করলেন-

১৯। "স্বামিন, আপনার নিকট কি হয়েছে? আপনি আমাদের কীই বা প্রকাশ করছেন? আমাদের ত্যাগ করে আপনি যাবেন কোথায়? তখন বোধিসত্ত্ব নিজের গমন বিষয় প্রকাশচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

২০-২১। "অদ্য এনগরে রাজার কুশল কর্মের ঘোষণা শুনেছি। এখন আমি রাজার সাথে কুশল কর্ম করতে যাব। ভদ্রে আমি নিজেকে বিক্রিকরবার জন্য নগরে বিচরণ করব। নিজকে বিক্রি করে রাজার সাথে পুণ্যকর্ম করব।" সুজাতা একথা শুনে ক্রন্দন পরায়ণা হয়ে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

২২-২৩। "আমি আপনার দাসী। আপনি আমার স্বামী। রেবতও আপনার দাস, আপনাকে বিক্রয় না করে আমরা দুজনকে বিক্রি করুন। সুবর্ণ রৌপ্যাদির মধ্যে যা আপনার প্রিয়, তা অভিপ্রায়ানুযায়ী যোগাড় করুন।"

বোধিসত্ত্ব একথা শুনে বারত্রয় পত্নীকে নিষেধ করলেন। পত্নী তা শুনলেন না। তখন স্ত্রী-পুত্রকে বললেন- "তোমরা উভয়েই আমার কল্যাণ মিত্র। তোমরা উভয়েই আমার পারমী পূর্ণ কর।" এবলে উভয়কে সাথে করে নগরে প্রবেশ করলেন। তথায় কোন সমৃদ্ধ কুলে স্ত্রী পুত্রকে বিক্রি করে তৎমুল্যে স্বর্ণকার হতে স্বর্ণ ক্রয় করলেন। সে স্বর্ণ দ্বারা পাত তৈরী করে

বুদ্ধমুর্তি রক্ষিত ঐ ধর্মশালার দ্বারে উপস্থিত হলেন। তথায় দ্বার রক্ষককে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২৪। "ভদ্র মহোদয়, আমি এ নগরবাসী। রাজার ঘোষণা শুনে বুদ্ধবিম্বকে স্বর্ণপাত দ্বারা সজ্জিত করবার জন্য এখানে এসেছি।" ইহা শুনে দ্বারপাল নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২৫। "হে শ্রদ্ধাবান ভদ্রমহোদয়, আমাদের রাজা অমুক নক্ষত্রে এ বুদ্ধবিম্ব স্বর্ণপাত দ্বারা সজ্জিত করবেন। আপনিও তাঁর সাথে তখনই যোগদান করবেন। রাজার পূর্বে তা করতে অনুমতি দেবনা।" বোধিসত্ত্ব একথা শুনে সংবিগ্ন হৃদয়ে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

২৬। "অহো! আমার আশা পূর্ণ হল না। আমি স্ত্রী পুত্র বিক্রি করে এসেছি। আপনারা আমাকে অনুমতি দিন। কিছুমাত্র হলেও স্বর্ণপাত বুদ্ধমুর্তিতে সংযোজন করি।" মহাসত্ত্ব এবলে তাদের বাঁধা না মেনে মহাশ্রদ্ধাচিত্তে সে শালায় প্রবেশ করলেন। তখন শালা প্রহরিগণ তাঁকে জোরপূর্বক শালা হতে বের করে দিল। এমন সময় রাজপুরুষগণ নিম্নোক্ত গাথায় তাঁকে কহিল-

২৭। "হে পণ্ডিত মশাই, অদ্যই যদি বুদ্ধপ্রতিমুর্তিতে সুবর্ণ পাত সংযোজনের ইচ্ছা করেন, তা হলে তা রাজার নিকট গিয়ে প্রকাশ করুন। রাজা যদি অনুমতি দেন, তাতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই।" বোধিসত্ত্ব একথা শুনে "সাধু সাধু" বলে স্বর্ণপাত সহ পঞ্চাল রাজার নিকট গিয়ে বন্দনা করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২৮। "মহারাজ, অদ্যই আমি আপনার বুদ্ধবিম্বে আপনার সাথে স্বর্ণপাত লাগাতে ইচ্ছা করি। সুতরাং এবিষয়ে আমায়

অনুমতি দান করুন।” রাজা ইহা শুনে বোধিসত্ত্বকে প্রতারণা করার মানসে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২৯। “হে ভদ্র বিরিয় পণ্ডিত, সে বুদ্ধমূর্তির শ্রীমুখে যদি তুমি আমার সাথে স্বর্ণপাত লাগানোর অনুমতি পাও, তাহলে লাগাতে পার।” ইহা শুনে মহাসত্ত্ব প্রসন্ন চিত্তে স্বর্ণপাতগুলো লয়ে শালায় প্রবেশ করলেন। বুদ্ধমূর্তির পাদমূলে পাতগুলো রেখে পৃথিবীতে জানুপেতে বসে বারম্বার বন্দনা পূর্বক করযোড়ে বুদ্ধমূর্তিকে নিম্নোক্ত গাথায় প্রার্থনাচ্ছলে বললেন-

৩০-৩২। “ভন্তে, আমি আপনার নিকট যাচ্ঞা করছি যে আপনি আমার সাথে কথা বলুন। আমি আপনার দেহে স্বর্ণপাত লাগাব। ভন্তে, আপনি অনুকম্পা করে আমার সাথে কথা বলুন। অনাগতে আমার বোধি লাভের জন্য। আপনিই আমার শরণ-হে মহাবীর, আপনার শ্রীমুখ বিবৃত করে আমার সাথে কথা বলুন।

তৎক্ষণেই বুদ্ধবিম্ব রক্ষক দেবতা বিরিয় পণ্ডিতের কথা শুনে ও তাঁর শ্রদ্ধার তেজে বুদ্ধবিম্বের দেহে প্রবিষ্ট হলেন। তৎপর সে বুদ্ধমূর্তি জীবিত বুদ্ধের ন্যায় আসন চালনা করতে করতে ষড়বর্ণ রশ্মি বিচ্ছুরিত করে বোধিসত্ত্বকে বললেন- “সাধু সাধু” বিরিয় পণ্ডিত, তোমার অতিপ্রায়ানুযায়ীই কর।” তৎক্ষণেই বুদ্ধ মূর্তির সে মধুর শব্দ সারা পঞ্চাল রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হল। তখন পঞ্চাল রাজাও তৎক্ষণে মহাজন সংঘ সহ সাধুবাদ প্রদান করে সে বুদ্ধমূর্তির মহাপূজা সৎকার করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব প্রমোদিত চিত্তে পঞ্চাল লুটায়ে বন্দনা করে বুদ্ধমূর্তির দেহে স্বর্ণপাত লাগাতে আরম্ভ করলেন। স্বর্ণপাত নিঃশেষ হল, বাকী রইল মাত্র হস্ত পদের অঙ্গুলিগুলি। তখন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন- “এখন আমার পুত্র-দার বিক্রি করে, তৎমূল্যে প্রাপ্ত এ

স্বর্ণপাত দ্বারা এ বুদ্ধরূপ এতদূর বেষ্টন করা হল। এখন বাকীস্থান বেষ্টনের জন্য সুবর্ণ পাত কোথা পাব? যদি অদ্যই কেহ আমার মাংসের পরিবর্তে অবশিষ্ট স্বর্ণপাত দেয়, আমি তাকে আমার এ দেহ-মাংস প্রদান করব।" বোধিসত্ত্ব এরূপ চিন্তা করা মাত্রই চারি অযুত দুহাজার শত সহস্র যোজন দল বিশিষ্ট এ পৃথিবী কম্পিত হল। এ বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাত্রয় বললেন-

৩৩-৩৫। "বোধিসত্ত্বের এরূপ চিন্তার প্রভাবে তখনই ভীষণ ও লোমহর্ষণকভাবে এ মেদেনী প্রকম্পিত হল। মহাসত্ত্বের এরূপ চিন্তার প্রভাবে চলমান ইক্ষুযন্ত্রের ন্যায় শব্দায়মান হয়ে এ মহাপৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। তখন মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হয়েছিল। সুমেরু পর্বত-রাজ সপরিবারে অবনমিত হয়ে স্তুতি শব্দ প্রবর্তিত হয়েছিল।"

সেক্ষণে বোধিসত্ত্বের দান পারমী পরিপূর্ণের অনুভাববলে দেবরাজ ইন্দ্রের ভবন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দিব্য দৃষ্টিতে এসব ঘটনা দেখে তখনি দেবলোক হতে নেমে স্বর্ণকার বেশে বিরিয় পণ্ডিতের সামনে উপস্থিত হলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন- "বন্ধু, আপনি কে? দেবরাজ বললেন- "ভবৎ আমি একজন স্বর্ণকার। বোধিসত্ত্ব বললেন- মহাশয়, তবে আপনি মনুষ্য মাংসদ্বারা স্বর্ণপাত তৈরী করতে পারবেন কি?" দেবরাজ বললেন- মহাশয়, আপনি যদি বেতন দিতে পারেন, তবে আমি মনুষ্য মাংসের দ্বারা স্বর্ণপাত তৈরী করে দিতে পারি। ইহা শুনে বোধিসত্ত্ব প্রীতচিত্তে নিম্নোক্ত গাথা দ্বারা তাঁর সাথে আলাপ করতে লাগলেন-

৩৬। "বন্ধু, আপনার বাক্য যদি সত্য হয়, তবে বুদ্ধমুর্তিতে বাকী স্বর্ণপাত লাগানের জন্য আমার দেহ-মাংস

ছেদন করে দেব। আমাকে সুবর্ণপাত তৈরী করে দিন।” ইহা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র গাথা যোগে বললেন-

৩৭। “আমি সর্ব শিল্পে দক্ষ। অদ্যই আপনার মাংসের দ্বারা সুবর্ণপাত তৈরী করব। এখন আপনার মাংস ছেদন করে দিন।” বোধিসত্ত্ব ইহা শুনে চিন্তা করলেন- “আমার মাংস ছেদনার্থ শস্ত্র পাব কোথায়? এ বলে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৩৮-৩৯। “হে দেবগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। যদি আমার ভবিষ্যতে বুদ্ধ হবার হেতু থাকে, তবে আমার জন্য এখানে শস্ত্র পর্তিত করুন। সে শস্ত্রের দ্বারাই আমার মাংস ছেদন করব। সহসা আমাকে শস্ত্র প্রদান করুন। ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য।”

বোধিসত্ত্বের এবাক্য সমাপ্তির পরক্ষণেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা একখানা তাঁর সম্মুখে পতিত হল। বোধিসত্ত্ব তা নিয়ে স্বীয় দেহের মাংস ছেদনে উদ্যত হয়ে দেবগণকে তা জ্ঞাপন মানসে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৪০। “ভবৎ দেবগণ, আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এ মাংস দানের দ্বারা বুদ্ধমুর্তির দেহে স্বর্ণপাত লাগানের বাকী কাজ সম্পন্ন করব। এ পুণ্যে আমি অনাগতে বুদ্ধ হব।”

এরূপ বলে মহাসত্ত্ব তখনই মুত্যু না হওয়ার জন্য অধিষ্ঠান করে ঐ দিব্য শস্ত্র দ্বারা স্বীয় দেহ মাংস ছেদন করে স্বর্ণকারের হস্তে প্রদান করলেন। স্বর্ণকার বেশধারী দেবরাজ তা নিমিষে স্বর্ণে পরিণত করে বিরিয় পণ্ডিতকে দিলেন। তিনি প্রমোদিত চিত্তে তা গ্রহণ করে বুদ্ধমুর্তির অবশিষ্ট কাজ পরিপূর্ণ করলেন। তাঁর দ্বারাই বুদ্ধমুর্তির অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন হল।” এবলে চিত্তে প্রীতিভাব এনে বুদ্ধমুর্তিকে একাগ্রচিত্তে দেখলেন। তৎপর তিনি

সে বুদ্ধমুর্তির পাদমুলে গিয়ে বন্দনা করে সংজ্ঞাহীন হলেন এবং ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র এ অবস্থা দেখে তাঁর সর্বদেহে দিব্য ঔষধ মালিশ করে অমৃতোদক সিঞ্চন করলেন। ইহাতে মহাসত্ত্ব দেবরাজ ইন্দ্রের দিব্য প্রভাবে পুনঃসুন্দর দিব্য দেহ লাভ করলেন। তাঁর পুণ্য তেজে সর্ব দেহ স্বর্ণ বর্ণ ও মনোহর হল। তখন দেবরাজ বোধিসত্ত্বের গুণ প্রকাশচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন।

৪১। "হে মহাপুরুষ, আপনি অত্যন্ত দুষ্কর কার্য করেছেন। এ পুণ্যকর্মের দ্বারা আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করবেন।" ইহা শুনে মহাসত্ত্ব গাথায় বললেন-

৪২। আপনি কি দেবতা, না গন্ধর্ব, না দেবরাজ পুরন্দর, কে বা কার পুত্র? তা আমাকে বলুন।" বোধিসত্ত্বের এ বাক্য শুনে দেবরাজ স্বীয় দিব্য বেশ-ভূষায় জ্যোতির্ময় তরুণ সূর্যের ন্যায় আকাশেই স্থিত হয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। তৎবিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত চারটি গাথা ভাষণ করলেন-

৪৩-৪৬। "তৎপর দেবলোকের ঈশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বের সংকল্প জ্ঞাত হয়ে এরূপ বললেন- "আপনার পারমী পূরণের সুযোগ করে দেওয়ার মানসে আমি আপনার নিকট এসেছি, ভবিষ্যতে আপনি বুদ্ধ হওয়ার জন্য। হে তাত বীর, অনাগতে আপনি সর্বজ্ঞতা লাভ করে ধর্মচক্র প্রবর্তন করবেন এবং জনগণকে ত্রাণ করবেন। দেবরাজ ইন্দ্র তরুণ সূর্যের ন্যায় আকাশে স্থিত হয়ে বিরিয় পণ্ডিতের স্তুতি করে দেবলোকে চলে গেলেন।

তখন পঞ্চালরাজা প্রমুখ পঞ্চাল নগরবাসী সবাই বোধিসত্ত্বের মহাপূজা করেছিল। তৎপর পঞ্চাল রাজা বোধিসত্ত্বকে সুবর্ণ শিবিকা যোগে রাজাঙ্গণে এনে তথায় তাঁকে

মহাসৎকার সহকারে মহাভোগ সম্পত্তি উপহার দিলেন। পর দিবস রাজা তাঁকে সেনাপতি পদে বরণ করে তাঁর বিক্রিত স্ত্রী পুত্র পুনঃ ক্রয় করে এনে বোধিসত্ত্বের হস্তে সমর্পণ করলেন। তখন হতে বোধিসত্ত্ব ভূমিবাসী ও আকাশবাসী দেবতাদের দ্বারা সর্বদা রক্ষিত, নীরোগতা ও সর্ববিধ সম্পদে সমৃদ্ধি লাভ করে নিরাপদে বাস করতে লাগলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করলেন-

৪৭-৫৯। "ধর্মাচরণকারীকে নিশ্চয়ই ধর্মে রক্ষা করে। ধর্মাচরণ দ্বারা সুখ উৎপন্ন হয়। তাঁরা কখনো দুর্গতিতে গমন করেনা। ইহাই ধর্মাচরণের ফল। তদ্ধেতু পণ্ডিতগণ নিজের পারলৌকিক সুখ দর্শন করে সর্বদা ছোট বা বড় বুদ্ধমুর্তি প্রতিষ্ঠা কর। সে বুদ্ধমুর্তি পাষাণ কাষ্ঠ, সুজাত মৃত্তিকা, চন্দনসার, সুবর্ণ, রৌপ্য, মণি ও লৌহ ইত্যাদি দ্বারা নির্মাণ করলেন। এ সুখ সম্পত্তি দায়ক ব্যক্তিগণ দেব নরলোকে সর্বদা সুখে বিচরণ করেন। নর-নারী নির্বিশেষে যারা সুখ ইচ্ছা করেন, তাঁরা সর্বদা যথাশক্তি অনুসারে ছোট হোক আর বড় হোক শ্রদ্ধার সহিত প্রসন্ন অন্তরে বুদ্ধমুর্তি দান করবেন। বুদ্ধমুর্তি দায়ক দেবমনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করলে, তাঁরা তথায় দীর্ঘায়ু, সুখী, নির্ভীক চিত্ত ও মহাতেজশালী হয়। তাঁরা সর্বদা শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী হয় এবং জ্ঞাতি গোত্র দ্বারা উপদ্রুত হয় না। মহাধনী, মহাভোগ সম্পত্তি শালী এবং মহাযশস্বী হয়ে থাকেন। যাঁরা আদর চিত্তে বুদ্ধমুর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বা করায় এবং তা পূজা করেন, তাঁরা জন্মজন্মান্তরে সর্বদাই সুখী হবেন। যাঁরা শ্রদ্ধা চিত্তে বুদ্ধমুর্তিতে রং করাবেন, তাঁরা সর্বদা দেব-মনুষ্যলোকে শ্রেষ্ঠ সুখলাভ করবেন। সে পুণ্যবান ব্যক্তি মনুষ্য লোকে মনুষ্য সুখ এবং দেবলোকে দিব্য সুখ প্রাপ্ত হন। সে

বুদ্ধমুর্তি দায়ক মনোহর রূপবান, দর্শনীয়, যশস্বী, মহাধনশালী ও মহামর্যাদাসম্পন্ন হন। বুদ্ধবিম্ব দায়ক-দায়িকা পুনঃ মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হলে তাঁরা ঋদ্ধিবান ও বীতরাগ অরহত হয়ে নির্বাণ লাভ করেন।"

তখন বিরিয় পণ্ডিত বোধিসত্ত্ব যথায়ুষ্কালে নানাবিধ পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করে মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। তাঁর বিমান স্বর্ণময় বহু দেববালক বালিকায় পরিপূর্ণ দীর্ঘপ্রস্থে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত বিমান।

ভগবান বুদ্ধ এবলে জাতক সমাপণ করে নিম্নোক্ত অবসান গাথাগুলি ভাষণ করলেন-

৬০-৬৪। "তখন স্বর্ণকার বেশধারী দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন দিব্যচক্ষুষ্মাণ আমার শ্রাবক অনিরুদ্ধ। বিরিয় পণ্ডিতের পিতা-মাতা ছিলেন বর্ত্তমানকালের মহারাজ শুদ্ধোদন ও মহামায়াদেবী। বর্তমানের যশোধরা ছিল তাঁর সুজাতা নাম্নী স্ত্রী। রেবত কুমার ছিল তখন আমার অগ্রজ রাহুল কুমার। আর অবশিষ্ট সবাই ছিল বুদ্ধ পরিষদ। পুরুষোত্তম বিরিয় পন্ডিতই এখন আমি অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ তথাগত লোকনাথ। সর্বদাই স্বীয় শ্রেষ্ঠ সুখ প্রার্থনাকারী তোমরা সবাই অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(বিরিয় পণ্ডিত জাতক সমাপ্ত।)

২৬। বিপুল রাজ জাতক

"যদি আমার কেহ দাস রূপে" ইহা ভগবান বুদ্ধ জেতবনে বাস করবার কালে নিজের পুরিত দান পারমী সম্পর্কে বলেছিলেন।

একসময় ভিক্ষুসংঘ ধর্মসভায় এরূপ কথা উত্থাপন করলেন- "অহো বন্ধুগণ! পূর্বে আমাদের ভগবান বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় দানে সর্বদা অভিরত থাকতেন। নানাবিধ দানের দ্বারাই নিজের পারমী সম্ভার পূর্ণ করেছেন। এখন বুদ্ধকালেও তিনি মহাপুণ্যবান ও মহাযশস্বী হয়ে দেব মনুষ্যদের লৌকিক লোকুত্তর সম্পদ দায়কই হয়েছেন।" তখন ধর্মস্বামী বুদ্ধ গন্ধকুঠি হতে দিব্য কর্ণে ভিক্ষুগণের এ আলোচ্যমান বিষয় শুনে উক্ত ধর্মসভায় উপস্থিত হয়ে তথায় শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে উপবেশন করে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বর্তমান কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা নিয়ে উপবিষ্ট আছ?" ভিক্ষুগণ তখন তাঁদের আলোচ্য বিষয় বুদ্ধের নিকট যথাযথভাবে প্রকাশ করলেন। বুদ্ধ তা শুনে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বুদ্ধ শুধু এখন দেব মানবের লৌকিক লোকুত্তর সম্পত্তি দায়ক তা নয়, পূর্বেও তথাগত বোধিসত্ত্বকালে মহাদানে অভিরত হয়ে দান পারমী পূর্ণ করেছিলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভের জন্য নিজের ভার্যা, পুত্র, এমন কি নিজের শরীরও দান দিয়েছিলেন। এবলে বুদ্ধ মৌণভাব অবলম্বন করলেন। তখন ধর্মসভায় উপস্থিত ভিক্ষুগণ দ্বারা প্রার্থীত হয়ে সে অতীত কাহিনী বলতে লাগলেন-

অতীতে সুধর্ম নামক নগরে বিপুল নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্রমহিষীর নাম ছিল চন্দ্রাবতী। এ দেবী ষোড়শ সহস্র রাণীর প্রধানা ছিলেন। রাজপুত্রের নাম ছিল বিজল কুমার। তখন বিপুল রাজ ধর্মতঃ ন্যায়তঃভাবে রাজত্ব করতেন। তিনি নগরের চারদ্বারে চারখানা মধ্যভাগে একখানা এবং নিজের বাসভবনের দ্বার সমীপে একখানা, মোট ছয়খানা দানশালা প্রতিষ্ঠা করে তাতে প্রত্যহ যাচকগণকে প্রত্যেক দানশালায় ছয় সহস্র টাকা ব্যয়ে দানীয় বস্তু দান দিতেন। সে

ধার্মিক রাজা তখন মহামেঘ বর্ষণের ন্যায় দান দিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ পূর্বাহ্নে ও সায়াহ্নকালে অমাত্য প্রভৃতি জনগণকে এরূপ উপদেশ দিতেন "হে ভবৎগণ, আপনারা সবাই যথাসাধ্য দান দাও শীল রক্ষা কর এবং উপোসথ দিবসে উপোসথ শীল রক্ষা কর।" একদা তিনি প্রাতে ্লান করে রাজ ভূষণে সর্বোতভাবে ভূষিত হলেন। তৎপর অমাত্যবৃন্দ পরিবৃত হয়ে স্বীয় বাসগৃহের দ্বার সমীপস্থ দানশালায় উপবেশন করে নিেক্ত গাথায় বললেন-

১। "যদি কোন ব্যক্তি আমায় দাসরূপে যাচঞা করে, তাকে আমার এদেহ দান করব, বুদ্ধত্ব লাভেরই জন্য।" বিপুল রাজ এরূপ বলে প্রত্যেক দানশালায় উপস্থিত হয়ে নিজ হস্তে কিয়ৎক্ষণ দানীয় বস্তু বিতরণ করে নিেক্ত গাথাটি বললেন-

২। "ধন-ধান্য পরিভোগ্যাদি বস্তু এবং বস্ত্রাদি আমার যা সম্পত্তি আছে, তা হতে যে যা যাচঞা করবে তাকে তা দেবো।" এবলে তিনি দানশালায় সজ্জিত দানীয় বস্তু সুশৃঙ্খলভাবে দান দেওয়ার জন্য অমাত্যদিগকে নিেক্ত গাথায় আদেশ প্রদান করতেন-

৩। "এ নিয়মে সর্বদা যাচকগণকে "আমার নানাবিধ দানীয় বস্তু ও অন্ন পানীয় দান দিয়ে পরিতৃপ্ত কর।"

তখন ধর্মরাজ্যবাসী জনগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম কুশলতায় ধন-ধান্যে হিরক সুবর্ণে ও পরিভোগ্য বস্তু ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ হয়ে বাদ্যগীতে সর্বদা রমিত থাকতেন এবং যথেচ্ছা সুখে রত হয়ে স্বীয় বাসস্থানে বাস করতেন। একদা বিপুল রাজা স্বীয় প্রাসাদে শ্রীশয্যায় উপবিষ্ট হয়ে স্বীয় প্রদত্ত দান বিষয়ে চিন্তা করে চিত্তে পরম প্রীতি উৎপন্ন করলেন। তৎপর গবাক্ষ খুলে রাস্তার দিকে অবলোকন করে চিন্তা করলেন- "আমি বর্তমান বাহ্যিক বস্তুই

দান করছি, এতে আমার চিত্ত তুষ্ট হচ্ছে না। অদ্যই আমি আধ্যাত্মিক দান দিতে ইচ্ছুক। অহো, অদ্যই আমার নিকট মহাজনগণ এসে বাহ্যিক দান প্রার্থনা না করে আধ্যাত্মিক দানই প্রার্থনা করুক, তাদেরকে আমি তাই দেব কেহ যদি আমার মস্তক প্রার্থনা করে, তাও তাকে দেব। যদি কেহ আমার হৃদয় মাংস প্রার্থনা করে, তাকেও আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদয়-মাংস দেব। আর যদি কেহ আমার চক্ষু, রক্ত, মাংস অর্দ্ধ দেহ অথবা সর্ব দেহ যাচঞা করে, তাকে তাও দান করব। যদি কেহ এসে আমাকে এরূপ বলে, "বিপুল রাজ, আপনাকে আমার দাসরূপে চাই।" সে একথা বলা মাত্রেই আমি তার দাসরূপে আমার এদেহ তাকে দান দেব। আর যে কেহ আমার নিকট যা চায়, তা অকাতরে তাকে দান দেব। বিপুল রাজের এরূপ ঐকান্তিক আধ্যাত্মিক দান-চিন্তার তেজ-প্রভাবে একলক্ষ চুরান্নব্বই যোজন দল বিশিষ্ট এ মহা পৃথিবী মত্ত হস্তীর ন্যায় সুগর্জনে কম্পিত হল। মহাসমূদ্র সংক্ষুব্ধ হল। সুমেরু পর্বতরাজ সুভূমিতে বাপিত বীজাংকুরের ন্যায় অবনমিত হয়ে সুধর্মাবতী নগরাভিমুখী হল। মেঘগর্জ্জন সহকারে ক্ষণিক বৃষ্টি বর্ষিত হল। আকাশে অসংখ্য বিদ্যুৎ লহরীর সৃষ্টি হল। দেবরাজ ইন্দ্র করতালিতে আনন্দ জ্ঞাপন করলেন। মহাব্রহ্মা সাধুবাদে ব্রহ্মলোক মুখরিত করলেন। পৃাথবীর তলদেশ হতে আরম্ভ করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত মহা কোলাহলের সৃষ্টি হল। বিপুল রাজের এরূপ ঐকান্তিক দান চেতনা তেজানুভাবে এরূপ আশ্চর্য ব্যাপারের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এবিষয় প্রকাশচ্ছলে নিম্নোক্ত আটটি গাথায় বললেন-

৪-১১। বিপুলরাজা ছয়টি শ্রেষ্ঠ দানশালা তৈরী করে প্রত্যহ মহাজনগণকে দান দিতেন। বিপুল নামক রাজা ধর্মতঃ

রাজত্ব করেছিলেন তিনি শ্রেষ্ঠাসনে বসে দান দেওয়ার জন্য চিন্তা করলেন। তখন তিনি গবাক্ষ বিবৃত করে মহাপথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, তখন তাঁর এরূপ মনোভাবের উদয় হত। যদি আমার নিকট কেহ এসে চক্ষু, হৃদয়, মাংস, রুধির ও দেহ এসব আধ্যাত্মিক বস্তু দান চায়, তখনই তা দেব। যদি কোন যাচক আমাকে দাসত্বের জন্য যাচঞা করে, তাকে আমার এদেহ দান করব। এরূপে ঐকান্তিক চিন্তার তেজে এ মহাপৃথিবী কম্পিত হল, পর্বতরাজ সুমেরু অলংকৃত মস্তকের ন্যায় নমিত হল। তখন ঐকান্তিক দান চিন্তার প্রভাবে লোমহর্ষণকর ভীষণভাবে মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল। তাঁর সে ঐকান্তিক দানচিন্তার তেজপ্রভাবে সুধর্মাবতী নগর তখন ভীষণ লোম-হর্ষণকর বিপূল মহাশব্দে উদ্বেলিত হয়েছিল।” সেক্ষণে দেবরাজের বাসবিমান উত্তপ্ত হল। তিনি তা অনুভব করে সে বিষয় চিন্তা করণান্তর নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

১২। “আমাকে এ ইন্দ্রাসন হতে চ্যুত করবার আশায় বোধ হয় কোন দেবতা বা মনুষ্য দান ধর্ম ব্রহ্মচর্য্যাদি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করছেন।” এরূপ চিন্তা করার পর বোধিসত্ত্বের এসব পুণ্য চেতনার বিষয় সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে অতিশয় তুষ্ট হলেন এবং আরো চিন্তা করলেন- এ বুদ্ধাংকুর বিপুল রাজা নগরবাসী মহাজনগণকে নানাবিধ বাহ্যিক বস্তু দান দিয়ে বিশেষ তুষ্টি লাভ করে পুনঃ অদ্য আধ্যাত্মিক দান দিতে ইচ্ছুক হয়েছেন। তিনি অনাগতে নিশ্চয়ই বুদ্ধ হবেন। এখন আমি বিপুল রাজার মনোবাসনা পূর্ণ করব।” এরূপ চিন্তা করে তরুণ ব্রাহ্মণ বেশে এক প্রাতে রাজাঙ্গনে উপস্থিত হলেন। সে দিবস প্রাতে বোধিসত্ত্ব স্নানকার্য সমাপন করে নানা শ্রেষ্ঠ রাজভোজ্য ভোজন করে চিন্তা করলেন- “এখন আমি প্রত্যেক দানশালায় গিয়ে

মহাজনগণকে সঠিকভাবে দান দেওয়া হচ্ছে কিনা তা দেখব।” এ চিন্তা করে সর্বালংঙ্কারে বিভূষিত হলেন এবং শ্রেষ্ঠ মঙ্গল হস্তী-স্কন্ধে আরুঢ় হয়ে অমাত্যগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে নগর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত দানশালায় প্রবেশ করতঃ প্রদত্ত দানক্রিয়া দেখছিলেন। তখন ঐ তরুণ ব্রাহ্মণ বেশ ধারী দেবরাজ নিজের দক্ষিণ হস্ত তুলে বললেন- “ভবৎ মহারাজের জয় হোক।” এরূপ বারত্রয় জয় ঘোষণা করলেন। মহাসত্ত্ব এই জয় ঘোষণা শুনে চিন্তা করলেন- “এ ব্রাহ্মণ এখানে কি জন্য এসেছেন? এখন আমি তাঁর আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করব।” এ মনে করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৩। “হে ব্রাহ্মণ, আপনি এখানে কিজন্য এসেছেন? আমার নিকট কিছু যাচঞা করতে ইচ্ছা আছে কি?” ইহা শুনে দেবরাজ বললেন- “আমি তরুণ, সুতরাং আপনার ভার্যা চন্দ্রা দেবীকে আমার ভার্যারূপে বরণ করবার জন্যই আপনার নিকট তাকে যাচঞা করতে এসেছি। এ বলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৪। “নদীর জল যেমন কোনকালেই পরিক্ষীণ হয় না, আপনিও সেরূপ মনে করে এখানে এসেছি। আমার প্রার্থীত দেবীকে আমায় প্রদান করুন।”

ইহা শুনে বিপুল রাজার চিত্ত প্রীতিতে ভরপুর হয়ে গেল। তিনি যেন আগামী কল্যই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবেন, তেমনভাবেই সন্তুষ্ট হলেন। প্রসারিত হস্তে যেন স্বর্ণপূর্ণ সহস্র থলিয়া প্রাপ্ত হলেন। তিনি প্রীতি ভরে বললেন- সাধু ব্রাহ্মণ, এখনিই আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। এবলে অতীত ও সতেজ মনোভাবে মহাপৃথিবীকে মুখরিত করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৫। "হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমার নিকট যা যাচঞা করলেন অকম্পিতভাবে তা আপনাকে দেব। দানেই আমার মন রমিত হয়। বস্তু থাকা সত্ত্বেও নাই বলে আমি গোপন করিনা।"

এবলে মহাসত্ত্ব নিজের ভার্যা চন্দ্রা দেবীর দিকে দৃক্‌পাত করে বললেন- "ভদ্রে এ ব্রাহ্মণ আমার নিকট অন্যধন যাচঞা না করে তোমাকেই যাচঞা করছে। আমিও সর্বজ্ঞতা জ্ঞানই চাই। এখন আমি অনাগতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের জন্য ভার্যা-দান পারমী পূর্ণ করব তোমাকেই দান দিয়ে।" মহাসত্ত্বের এবাক্য শুনে দেবী অতি তুষ্ঠা হলেন। মহাসত্ত্ব তা জ্ঞাত হয়ে শীঘ্রই সুবাসিত জলে পরিপূর্ণ সুবর্ণ গাড়ুলয়ে দেবীর হস্ত গ্রহণ করলেন এবং পৃথিবী সাক্ষী করে তথায়ই জল ঢেলে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

১৬-১৭। "হে মহাব্রাহ্মণ, আমি বোধিলাভের কারণে আপনাকে আমার ভার্যা দান করছি। আপনি দেবীকে গ্রহণ করুন। তাকে যথাসুখে নিয়ে যান।" বোধিসত্ত্ব অতি তুষ্ঠ মনে আরো বললেন- "ভবৎ ব্রাহ্মণ মদীয় ভার্যা চন্দ্রা দেবী আমার বড়ই প্রিয়া ও মনোজ্ঞা। অপিচ অনাগতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভই আমার প্রিয় ভার্যা হতেও শত সহস্র গুণেই প্রিয়তর। তদ্ধেতু অদ্যই আমি আমার প্রিয়তমা দেবীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করে এতে যে চক্রবর্তী সম্পদ, দেব-ব্রহ্মা সম্পদ প্রার্থনা করছি তা নয় অথবা অনাগতে বুদ্ধের শ্রাবকত্ব এমন কি পচ্চেক বুদ্ধত্বও প্রার্থনা করছি না। আমার এ ভার্যা দান করে অনাগতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানই প্রার্থনা করছি।" এবলে বিপুল রাজা স্বীয় ভার্যা তরুণ ব্রাহ্মণকে দান করলেন। তৎক্ষণে মহা পৃথিবী কম্পনাদি আশ্চর্যজনক ব্যাপারের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। সে আশ্চর্য বিষয় প্রকাশ মানসে তথাগত বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় বললেন-

১৮-২১। "তখন সুধর্মবর্তী রাজ্যবর্ধন বিপুল রাজা বোধিলাভের জন্য স্বীয় ভার্যা ব্রাহ্মণকে দান করলেন। দেবীকে শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মণ-হস্তে প্রদান করা হলে, তখন পৃথিবী কম্পিত হল এবং সুমেরু পর্বত নমিত হল। লোমহর্ষণকর ভীষণ ভাবে মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হল। লোমহর্ষণকর ভীষণ ভাবে সমস্ত রাজ্য সংক্ষুব্ধ হল।" এরূপে ব্রাহ্মণ বেশধারী দেবরাজের হস্তে চন্দ্রাদেবীকে দান দিয়ে মহাসত্ত্ব প্রীতি প্রকাশ মানসে স্বীয় শিরে অঞ্জলিবদ্ধ করে বললেন "নিশ্চয়ই আমার দ্বারা উত্তম দান করা হয়েছে। "এবলে নিম্নোক্ত গাথায় আনন্দ ধ্বনি প্রকাশ করলেন-

২২। "পত্নী দান দ্বারা অনাগতে বুদ্ধ হয়ে বুদ্ধকৃত্য সাধন করব। আমার এ প্রার্থনা পরিপূর্ণ হোক।" অতঃপর তরুণ ব্রাহ্মণ বেশধারী দেবরাজ দেবীকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। দৈবিক প্রভাবে দেবীকে এক নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রেখে নিজে অন্য এক ব্রাহ্মণ বেশে পুনঃ এক দানশালায় রাজার নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

২৩। "মহারাজ আমি আপনার প্রিয় পুত্রকে দান চাচ্ছি। প্রসন্ন মনে তাকে আমায় দান করুন।" ইহা শুনে বিপুল রাজ প্রীতিফুল্ল মনে স্বীয় পুত্র বিজল কুমারের প্রতি দৃকপাত করে ব্রাহ্মণের প্রার্থনা বাক্য নিম্নোক্ত গাথায় প্রকাশ করলেন-

২৪। "আমি সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তিই প্রার্থনা করছি। সে পুণ্য অনুমোদন কর। অনাগতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য তোমাকে দান করছি। তুমি আমার বুদ্ধত্ব লাভের উপায় করে দাও।" ইহা শুনে বিজল কুমার প্রীতিফুল্ল মনে বললেন- "মহারাজ, আমি

আপনার মনোরথ পরিপূর্ণ করব। এবলে স্বীয় পিতার নিকট সিংহনাদে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২৫। "আমি আপনার পুত্র, আপনিই আমার পিতা। সুতরাং আপনি আমার ঈশ্বর। অদ্য আপনার ইচ্ছানুসারে আমাকে বিক্রি করুন কিম্বা হনন করুন, সবিই আমি অনুমোদন করব। নির্বিবাদে আপনার বাক্য রক্ষা করব।" তখন রাজার প্রিয়পুত্র বিজল কুমারকে স্নান করিয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি ভোজন করালেন এবং সর্ববিধ অলঙ্কারে বিভূষিত করে নিজের ক্রোড়ে বসায়ে শির চুম্বন পূর্বক ব্রাক্ষণকে সশ্রদ্ধায় দানোত্তম পুত্রদান করলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

২৬-২৭। "তখন বিপুলরাজ নিজের পুত্র বিজল কুমারকে স্নান করিয়ে শুচী সূক্ষ্ণ বস্ত্র পরিধান করালেন এবং সর্বালঙ্কারে বিভূষিত করে নিজের অঙ্কে বসালেন এবং শির চুম্বন করে তাকে অভিরমিত করলেন। কুণ্ডলে বিভূষিত, মাল্যধারী সর্বাভরণে ভূষিত ও সুজাত রাজপুত্রকে ব্রাক্ষণ হস্তে দান করলেন। "তৎপর বিপুল রাজা সমস্ত দেবগণকে নিজের দানের সাক্ষী ও অনুমোদন করিয়ে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২৮-২৯। "এখানে আগত ভবৎ দেবগণ, আপনারা সবাই আমার এদান অনুমোদন করে পুণ্য গ্রহণ করুন। ব্রাক্ষণকে আমার এ প্রিয় পুত্র দান দেওয়ার কারণে অনাগতে অমৃতপদ বোধিই লাভ করব। এবলে মহাসত্ত্ব নিজের প্রিয় পুত্র ব্রাক্ষণ দেশধারী দেবরাজকে প্রদান করলেন। তখন মহাসত্ত্বের দান-তেজে বহুবিধ আশ্চর্য ব্যাপারের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। সে বিষয় প্রকাশ মানসে অপ্রতিপুদ্গল বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় ভাষণ করলেন-

৩০-৩৩। "প্রিয় পুত্র দান দেওয়া হলে এমহাপৃথিবী ভীষণ ভাবে ও লোমহর্ষণকর রূপে প্রকম্পিত হল। সমগ্র নগর সংক্ষুব্ধ হয়েছিল। রাজকুল হতে বিপুল ভাবে সাধুবাদ ধ্বনিত হল এবং মহা আনন্দ কোলাহলের সৃষ্টি হল। সমগ্র রাজ্যে মহা ভৈরভ শব্দ ও বিপুল কোলাহলের সৃষ্টি হল।"

বিপুলরাজ প্রিয়পুত্র বিজল কুমারকে ব্রাহ্মণ বেশধারী দেবরাজের হস্তে দান করে দানশালাতেই উপবেশন করলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র কুমারকে দান গ্রহণ করে দৈবিক অনুভাব বলে তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখলেন এবং পুনরায় রাজার নিকট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে দণ্ড হস্তে, পক্ককেশ, দীর্ঘদেহ, লোলচর্ম বিশিষ্ট বেশে নগর মধ্যভাগে দানশালায় রাজার নিকট উপস্থিত হলেন। তখন বিপুল রাজ এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে তাঁর আগমনের কারণ নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করলেন-

৩৪। "হে ব্রাহ্মণ, কোন উদ্দেশ্যে আপনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন তা আমাকে বলুন।" রাজার এবাক্য শুনে দেবরাজ নিজের আগমন কারণ নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৩৫। "মহারাজ, এখন আমি জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল। দীর্ঘ রাস্তা আমার পক্ষে দুর্গমনীয়। আপনার কীর্তি শব্দ শুনেই আপনার নিকট এসেছি আপনার রাজ্য খানা যাচঞা করতে। সুতরাং এখন আমাকে আপনার রাজ্য খানা দান করুন।" ইহা শুনে মহাসত্ত্ব প্রীতিফুল্ল হৃদয়ে স্বীয় রাজ্য খানা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান দেওয়ার কালে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৩৬। "হে ব্রাহ্মণ, সৈন্যসামন্ত যানবাহন সহ আমার এ সমৃদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করুন। আপনার মনোরথ পূর্ণ হোক। দানেই আমার মন রমিত হয়।" তৎক্ষণেই রাজা সুবাসিত জলে

পরিপূর্ণ সুবর্ণ ভিঙ্গার নিয়ে স্বীয় রাজ্যশ্রী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হাতে জল ঢেলে দান দিতে দিতে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় বললেন-

৩৭-৩৯। "হে মহাব্রাহ্মণ, আমার প্রিয় দানোত্তম রাজ্যশ্রী আপনাকে দান দিচ্ছি। আপনি তা গ্রহণ করুন অনাগতে আমার বোধি লাভের কারণে। ভবৎ ব্রাহ্মণ, সর্বদা রমণীয় ও সর্বেচ্ছা পূর্ণকারী এরাজ্য আমি আপনাকে দিচ্ছি, আমার অনাগতে বোধিলাভের জন্য। এ রাজ্যদান দ্বারা আমি অনাগতে বোধিলাভ করে দেব-মানবকে মুক্তি দান করে পরে আমিও নিবৃত্তি লাভ করব।"

এবলে মহাসত্ত্ব স্বীয় রাজ্যের সমস্ত রাজ্যশ্রী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান দিলেন। দেবরাজ তাঁর এ ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হয়ে "অহো! এ বিপুল মহারাজ বুদ্ধাঙ্কুরই ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই লোকনাথ বুদ্ধ হবেন।" এরূপ চিন্তা করে বিপুল রাজকে বললেন- "মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধাঙ্কুর। অনাগতে আপনি লোকনাথ বুদ্ধ হবেন।" "মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ নহি। আমি দেবরাজ ইন্দ্র। আপনার পারমী ধর্ম পরিপূরণার্থ আমি এখানে এসেছি।" এবলে বিপুল রাজ্যের দান পুনঃ তাঁকে প্রত্যার্পণ করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৪০। "আমি দেবরাজ ইন্দ্র। দেবী, পুত্র ও রাজ্য, এদানত্রয় পুনঃ আপনাকে প্রত্যার্পণ করছি। তা গ্রহণ করুন।" এবলে রাজাকে নিজের দেবত্বভাব জ্ঞাপন করলেন এবং দেবরাজ রাজার পত্নী, পুত্র ও রাজ্য দান অনুমোদন করে বললেন- মহারাজ আপনার পত্নী-পুত্র ও রাজ্যশ্রী আপনারই হোক, এবলে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৪১। "হে জনেন্দ্র, এখন আমি আপনাকে তদীয় ভার্যা, পুত্র এবং রাজ্য প্রত্যার্পণ করছি। সুতরাং আমার নিকট হতে

দেবী প্রমুখ প্রত্যেকটি গ্রহণ করুন।” এবলে দেবরাজ ইন্দ্র বিপুল রাজার পুত্র ও পত্নীর সর্বালঙ্কারে বিভূষিত করে পুনঃ তাকে প্রদান করলেন। তখন রাজা হৃষ্ট প্রহৃষ্টচিত্তে অমাত্যগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে স্বীয় পুত্র-দার সহ সে দানশালায় উপবেশন করলেন। দেবরাজ তখন রাজার সম্মুখভাগে উজ্জ্বল তরুণ সূর্যের ন্যায় আকাশে স্থিত হয়ে বিপুল রাজার স্তুতি আরম্ভ করলেন। এ বিষয় প্রকাশ মানসে বুদ্ধ সাতটি গাথা ভাষণ করলেন।

৪২-৪৮। “তখন দেবরাজ বিপুলরাজের সঙ্কল্প জ্ঞাত হয়ে তাঁর বহুবিধ স্তুতি করার পর পুনঃ তাঁকে এরূপ বললেন- “দেব মানবের মধ্যে আপনিই একমাত্র জয়ী। আপনার চিত্ত-বেগে পৃথিবীর নিুভাগ হতে উর্ধভাগ পর্যন্ত শব্দ ঘোষিত হল। সসাগরা পৃথিবী এমন কি গিরিগহবরে পর্যন্ত বিদ্যোৎ লহরী প্রকট হল। দেবনর এবং অচেতন পর্বতাদিও আপনার দান অনুমোদন করেছেন। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, সোম, যাম বৈশ্রবণাদি সমস্ত দেবতাও আপনার এদুষ্কর দান অনুমোদন করেছে। অশান্ত ব্যক্তিরা দুর্দেয় বস্তু দান এবং দুষ্কর কর্ম করেনা। এ দুরানুবোধ্য ধর্ম সৎব্যক্তিদের জন্যই। তদ্ধেতু শান্ত এবং অশান্তের গতি নানা প্রকার হয়। অশান্তেরা নিরয়ে যায় এবং শান্তগণ স্বর্গগামী হয়। হে রাজন, আপনি যে দান দিচ্ছেন, তা অতি উত্তম। আপনার সে শ্রেষ্ঠ মনোকর্ম আপনার স্বর্গ প্রদায়ক।” দেবরাজ ইন্দ্র এরূপ বিপুল রাজের স্তুতি করে সে দানশালায় সপ্তবিধ রত্ন বর্ষণ করলেন এবং নিজের উপস্থিতির কারণ বর্ণনা মানসে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৪৯-৫০। “আমি দেবরাজ ইন্দ্র। আপনি পারমী পূর্ণ করে অনাগতে বুদ্ধত্ব লাভের সুযোগ দানের জন্য আপনার নিকট

এসেছি। রাজন, আমি এখানে এসে আপনার পারমী পূর্ণতা সাধনের জন্য এসব করেছি। এখন আমি স্বর্গে যেতে ইচ্ছা করি।” এবলে দেবরাজ বোধিসত্ত্বকে রাজ্য প্রত্যার্পণ করে বললেন- মহারাজ, এ হতে আপনি অপ্রমত্তভাবে রাজত্ব করুন। এখন আমি দেবলোকে যাচ্ছি।” এবলে সেখানেই অন্তর্হিত হয়ে দেবলোকে প্রাদুর্ভূত হলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

৫১। “তখন দেবরাজ ইন্দ্র জনাধিপতি রাজ শ্রেষ্ঠকে এবলে স্তুতি করে স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন।

তৎপর হতে বোধিসত্ত্ব নিজের পুত্র-দার ও অমাত্যদের সাথে সুধর্মাবতী নগরে রাজত্ব সুখ ভোগ করে দেবরাজের উপদেশ রক্ষায় নিরত হয়ে জনগণকে দান দিতেন। এসব দান-পুণ্য ক্রিয়া সম্পাদন করে। পরমায়ুর অবসানে এখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে দিব্য প্রাসাদে উৎপন্ন হলেন। সুধর্মাবতী রাজ্যবাসী জনগণও বিপুল রাজের উপদেশ প্রতিপালনে রত হয়ে দানাদি নানা পুণ্যক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক মৃত্যুর পর দেবলোকে গিয়ে উৎপন্ন হলেন। তথাগত বুদ্ধ এ ধর্মদেশনা সমাপন করে বললেন- “হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বোধিসত্ত্ব জন্মকালে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য নিজের ভার্যা, পুত্র ও রাজ্যশ্রী পর্যন্ত দান করেছিলেন। এসব আশ্চর্য বিষয় বলে জাতক সমাপ্তি করতঃ নিম্নোক্ত সমাপ্ত গাথা ভাষণ করলেন-

৫২-৫৬। “তখনকারের রাজমাতা এখন আমার মাতা মহামায়া। সে রাজার পিতা এখন শুদ্ধোদন। চন্দ্রা নামী রাজ-রাণী এখন যশোধরা বিজল নামক যে পুত্র, সে এখন আমার পুত্র রাহুল। দেবরাজ ইন্দ্র এখন অনুরুদ্ধ। অবশিষ্ট মহাজনতা এখন সবাই আমার শ্রাবক। পুণ্যকামী দানে রত বিপুল রাজা

এখন আমি লোকনাথ তথাগত সম্বুদ্ধ। ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনাকারিগণ তোমরা সবাই অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।"

(বিপুল রাজ জাতক সমাপ্ত।)

২৭। মহাপদুম জাতক-

"মহারাজ, আপনি আমাদের পরাক্রম দেখুন।" ইহা ভগবান বুদ্ধ জেতবনে বাস করবার কালে মাতৃ পোষক জনৈক ভিক্ষুর সম্পর্কে বলেছিলেন।

তৎকালে এক ভিক্ষু পিণ্ডাচরণ করে প্রত্যহ নিজের মাতাকে ভোজন করাতেন। তিনি নিজের মাতার সেবার্থ স্বীয় লব্ধ পালার পিণ্ডপাত বর্ষাবাসিক বস্ত্র ও অন্যান্য দানীয় বস্তু যা লাভ করতেন, সবই স্বীয় মাতাকে প্রদান করতেন। এরূপে মাতাকে পোষণ করার বিশেষ উদ্যোগ-শ্রম বিধায় কিছুদিনের মধ্যে তিনি কৃশ ও পাণ্ডু বর্ণ হয়ে পড়লেন তখন তাঁর একান্ত সুপরিচিত হিতৈষী ভিক্ষুগণ তাঁর দৈহিক এ অবস্থা দেখে তাঁকে বললেন- "বন্ধো, পূর্বে তোমার স্বাস্থ্য ও দেহবর্ণ বড়ই সুন্দর ছিল কিন্তু এখন দেখছি কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হয়েছ। তোমার কোন রোগ উৎপন্ন হয়েছে কি? ইহা শুনে তিনি স্বীয় মাতৃপোষণাদি সমস্ত বিষয় তাঁদের খুলে বললেন। বন্ধো, আমার কোন রোগ নেই। তবে আমার মাতার সেবাই বড়ই উপদ্রব হচ্ছে।" ইহা শুনে ভিক্ষুগণ বললেন- "বন্ধো, আমাদের শাস্তা বুদ্ধ শ্রদ্ধা প্রদত্ত বস্তু নষ্ট করতে দেন না। এখন তুমি শ্রদ্ধা প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করে স্ত্রী লোককে দিয়ে অযৌক্তিক কাজ করছ।" ভিক্ষুগণের এসব কথা শুনে বিশেষ লজ্জিত হয়ে নিজের বাসস্থানে ঢুকে পড়লেন। তৎপর ঐ ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট গিয়ে বললেন- "ভন্তে

ভগবান, অমুক ভিক্ষু শ্রদ্ধা প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করে স্ত্রী লোককেই পোষণ করছে। ভগবান বুদ্ধ ইহা শুনে সে মাতৃপোষক ভিক্ষুকে ডেকে বললেন- "তুমি সত্যই কি স্ত্রীলোক পোষণ করছ?" তখন সেই ভিক্ষু তাঁর সমস্ত বিষয় ভগবানকে বললেন- "সত্যই ভন্তে, আমি স্ত্রীলোক পোষণ করছি তবে সে স্ত্রীলোক আমারই মাতা।" বুদ্ধ ইহা শুনে তাঁকে উৎসাহ প্রদান করবার জন্য "সাধু, সাধু, সাধু" এরূপ বারত্রয় সাধুবাদ দিয়ে বললেন- হে ভিক্ষু, তুমি আমার পূর্ব গমন-পথের অনুবর্তী হয়েছ। নিজের মাতা-পিতাকে পোষণ করা পণ্ডিত বংশধরেরই কর্ম।" এ বলে শাস্তা সে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন- "তোমরা এ ভিক্ষুর প্রতি নিন্দা, অপবাদ বাক্য প্রয়োগ করবে না। পূর্বে পুরাতন পণ্ডিতগণ নিজের মাতার জন্য স্বীয় জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেছিল।" এ বলে বুদ্ধ মৌন হলেন। তখন উপস্থিত ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় অতীত বিষয় বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন-

অতীতে "অগ্রবতী" নামক নগরে "অনঙ্গ সেন" নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্রমহিষীর নাম ছিল 'সুমেখলা দেবী'। তিনি অতিশয় শীলবতী ছিলেন। তৎকালে বোধিসত্ত্ব তুষিত ভূবন হতে চ্যুত হয়ে সেই দেবীর জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। বোধিসত্ত্বের প্রতিসন্ধি গ্রহণ কাল হতে সুমেখলা দেবী অতিশয় রূপবতী দেব অপ্সরার ন্যায় চিত্ত-প্রসাদকর দর্শনীয় হয়েছিলেন। দেবীর কুক্ষিতে বাসকারী বোধিসত্ত্বের অনুভাব তেজে নানা রাজ্য হতে জনগণ নানাবিধ বহু শত সহস্র উপহার এনে অনঙ্গ সেন রাজাকে প্রদান করতেন। তখন অন্যান্য রাজ্যবাসী কূটরাজার অমাত্য বৃন্দ ও জনগণ সুমেখলা দেবীর অতিশয় শোভনীয় রূপের কথা নিজদের প্রভূকুট রাজগণকে এরূপ বলতেন- "মহারাজ,

অগ্রবতী নগরে অনঙ্গ সেন রাজার ভার্যা অগ্রমহিষী দেবী অতিশয় উত্তম রূপধারিণী দেবপ্সরার ন্যায় প্রসাদকর দর্শনীয়া।” কূটরাজা ইহা শুনে কামতৃষ্ণায় অভিভূত হয়ে চিন্তা করলেন- “কি উপায়ে এ সর্বলক্ষণ সম্পন্না স্ত্রী রত্নকে লাভ করতে পারি।” এ চিন্তা করে অমাত্যগণকে একত্রিত করে বললেন- ভদ্রগণ, এখন আমি সর্বলক্ষণ সম্পন্না এমন স্ত্রী রত্ন লাভের জন্য অগ্রবতী নগর গ্রহণ করব।” কূটরাজার একথা শুনে সমস্ত অমাত্য একমত হয়ে বললেন- “সাধু দেব। এবলে স্বীয় স্বীয় সৈন্য সামন্ত ও যান বাহন প্রভৃতি যুদ্ধ সামগ্রী যোগার করে একস্থানে সমবেত হলেন। তৎপর কূটরাজা চতুরঙ্গিনী সেনা সামন্ত পরিবৃত হয়ে অগ্রবতী নগরের দিকে অভিযান করলেন। অনুক্রমে অগ্রবতী নগরের সমীপবর্তী হয়ে এক নিরাপদ স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। সেখান হতে কুটরাজা অনঙ্গসেন রাজ-সমীপে এবলে একদূত প্রেরণ করলেন- “যদি অনঙ্গসেন রাজা আমার সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছুক হন, তা হলে স্বীয় সৈন্য সামন্ত দ্বারা পরিবৃত হয়ে এখানে এসে আমার সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করুন।” অনঙ্গসেন রাজা দূত-মুখে এখবর শুনে মাথা নেড়ে চিন্তা করলেন- “যুদ্ধ করলে জনগণ বিনষ্ট হবে।” এমনে করে মহাবিচারালয়ে বসে রইলেন। তখন অনঙ্গসেন রাজার অমাত্য বৃন্দ কূটরাজ প্রেরিত খবর শুনে ক্রোধভরে নানাবিধ তীক্ষ্ণ মারণ-অস্ত্র লয়ে অনঙ্গসেন রাজার নিকট এস বললেন- “মহারাজ, আপনার জন্য আমরা সবাই আগত। বিপক্ষ রাজার সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হবনা।” এরূপ বলে নিতোক্ত গাথায় বললেন-

১। “মহারাজ, আপনি আমাদের পরাক্রম দেখুন। আমরা আপনার জন্য শত্রু রাজার সহিত যুদ্ধ করব।” এবলে সে

অমাত্য-বৃন্দের সেনাগণ বিপক্ষ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রার্থনা করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২। "যখন আপনি সর্বদাই স্বীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দের হিতসুখকামী, আমাদের বিদ্যমানে আপনার রাজ্য বিনষ্ট না হোক।" রাজা তাদের এসব বাক্য শুনে স্বীয় অমাত্যবৃন্দকে নিবারণ কল্পে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

৩-৪। "ভদ্রগণ, আপনারা কূটরাজার সাথে সপ্রহারে বিবাদ করে পাপ করবেন না। আমার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য আমি আদেশ দেবনা। এখানে আগত জনগণ পরস্পর হনিত না হোক। আমার কারণে জনগণকে হিংসা না করুক।" এবলে অনঙ্গসেন রাজা সে অমাত্যবৃন্দকে উপদেশ প্রদান কল্পে নিম্নোক্ত তিনটি গাথায় বললেন-

৫-৭। "ভবৎগণ, আপনারা সবাই তাদের প্রতি মৈত্রী চিত্ত ভাবনা করুন।" এখানে আগত সেনাদের সাথে আপনারা যুদ্ধ করবেন না। এখানে আগত মহাজনগণ সহ আপনারা সবাই প্রীতমনে সকলকে অন্ন-পানীয় দানে সন্তর্পিত করুন, এখন সবাই নগরে চলে যান। আমার দান, শীল ও সংযম প্রভাবে আমি সমস্ত অমিত্রতে সর্বদা পরাজয় করে বাস করব।

এরূপে রাজা স্বীয় অমাত্যবৃন্দকে বারম্বার নিবারণ করা সত্ত্বেও নিবৃত্ত করতে পারলেন না। সুতরাং অমাত্য সবাই একমত হয়ে অগ্রবতী নগর হতে বের হয়ে বিপক্ষীয় রাজার সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। তখন অনঙ্গসেনের অমাত্যগণ "স্বীয় রাজা বিহীন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ" এবিষয় বিপক্ষ সেনাদল জ্ঞাত হয়ে তীব্র বেগে আক্রমন চালালেন। ইহাতে অনঙ্গসেনের অমাত্য প্রমুখ সেনাগণ বিভ্রান্ত হয়ে পলায়ন করলেন। রাজা অনঙ্গসেন ইহা জ্ঞাত হয়ে দুঃখী দুর্মন হয়ে একাকী সুমেখলা

দেবীর বাসস্থানে গিয়ে দেবীকে আপন মনোভাব জ্ঞাপন মানসে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

৮-৯। "এখন আমাদের সেনাগণ যুদ্ধে পরাজিত। এনগরে আর তোমার সাথে বাস করতে পারবনা। ভদ্রে তোমার গর্ভ সুষ্টুরূপে রক্ষা করবে। এ সন্তানটি ছেলে না মেয়ে জানিনা।" সুমেখলা দেবী রাজার একথা শুনে শোক-বিহ্বল হয়ে হৃদয়ে যেন তাঁর চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল। তখন শোকে অশ্রুসংবরণ করতে না পেরে রোদন-বিলাপ পরায়ণ হয়ে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১০। "মহারাজ আপনি একাকী চলে যাবেন, তা আমার ধর্ম বিরুদ্ধ। সর্বদাই আমি আপনার সাথে গমন করব।" ইহা শুনে রাজা বললেন- "ভদ্রে, তুমি এখন অন্তঃসত্ত্বা। এমতাবস্থায় তোমাকে সঙ্গে করে গমন করতে সক্ষম হবনা। এ গর্ভ রক্ষার নিমিত্ত এগ্রামের কোনও স্থানে বাস কর। এবলে নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে বললেন-

১১-১৩। "ভদ্রে তোমাকে বলছি- আমি অরণ্যে যেতে ইচ্ছা করি। তথায় একাকীই বাস করব। আমার জন্য অনুশোচনা করবে না। ভদ্রে, আমি প্রচণ্ড হিংস্র জন্তু সমাকুল মহাবনে গমন করব। সেখানে আমার জীবন সংশয়াপন্নও হতে পারে। গণ্ডার ব্যাঘ্রাদি প্রচণ্ড হিংস্র জন্তু সমাকুল বনে কাউকে ও বধ না করে পুণ্যই করব। তুমিও এখানে বাস করে সর্বদা পুণ্যকর্ম কর।" ইহা শুনে দেবী অত্যন্ত দুঃখী দুর্মনা হলেন। তাঁর যেন হৃদয় সপ্তদা বিভক্ত হয়ে গেল। এঅবস্থায় তিনি রাজার সঙ্গে যাওয়ার জন্য নানাভাবে কথা উত্থাপন করলেন। সে বিষয় প্রকাশ কল্পে অমিতাভ বুদ্ধ নিম্নোক্ত ছয়টি গাথায় বললেন-

১৪-২০। "তখন সুমেখলা দেবী" অনঙ্গসেন রাজার কথা শুনে বললেন- "আমাকে অদ্ভুত বাক্য কেন বলছেন? ইহা আপনার বড়ই অযৌক্তিক বাক্য। ইহা আমার সুখের কারণ বিনাশেরই বাক্য। মহারাজ আপনি একাকী যাওয়াটা ন্যায় সঙ্গত নয়। আমিও সর্বদা আপনার সহিত যাব। আপনার সঙ্গে অবস্থান করে যদি আমার মৃত্যু হয় তাও শ্রেয়ঃ। আপনি বিনা আমার জীবন ধারণ বৃথা। শ্মশানে অগ্নি উৎপাদন করে তথায় আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তথাপি আপনি বিনা আমার জীবন বৃথা। আরণ্যিক হস্তী নাগ যেমন সম-বিসম গিরিগহবরে স্বীয় হস্তিনীকে সাথে নিয়ে যায়। সেইরূপ আমিও সর্বদা আপনার পশ্চাদানুবর্তী হব। আমাকে পোষণ করতে আপনার কোন ও দুঃখ হবেনা।" ইহা শুনে রাজা প্রিয় ভার্যাকে নিবারণ মানসে নানাবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন এবং নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

২১-২২। "ভদ্রে, তুমি এখানে চন্দন-সুষমায় চর্চিত, সারা দেহে সূক্ষ্ণ ধূলিবালি নিবারণী আবরণে আবৃতা। সর্বদা সূক্ষ্ণ বস্ত্রই ধারণ করছ। কিন্তু অরণ্যে ডুমুর বৃক্ষের ছাল ও কুশ নির্মিত আবরণ পরিধান করতে হবে। ভদ্রে, তোমার দ্বারা তা কি সহ্য হবে? হে সুমেখলা, তুমি বনে যেও না। বনবাস সর্বদাই ভীষণ দুঃখকর। তুমি এখানেই বাস কর।" ইহা শুনে দেবী তথাপি রাজার সাথে যাওয়ার জন্য পাঁচটি প্রার্থনা গাথা বললেন-

২৩-২৯। "মহারাজ, আপনি বনে গেলে আমি এখানে কিরূপে জীবিত থাক্‌ব? হে রথার্ষভ, আমিও আপনার সাথে বনে যাব। অরণ্যবাসীরা যেমন একাকী বাসহেতু চিরদুঃখী, আমিও তেমন আপনি বিনা বাস করে চিরদুঃখিনীই হব। আমি

সর্বদা বনে বিচরণ করবার জন্য আপনার পশ্চাদানুবর্তিনী হব। আপনি বিনা আমি রাজ্যেও সুখ ইচ্ছা করিনা। আপনি প্রচণ্ড হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ বনে গমন করবার সময় সর্বদা সকল স্থানে আমিও আপনার পিছনে গমন করব। আপনার সাথেই আমার মৃত্যু হবে। আপনি জীবিত থাকলে জীবিত থাকব। আপনার নিকট আমার মৃত্যু হোক্। আপনি বিনা আমার জীবন ধারণ বৃথা।" দেবীর এসব প্রার্থনা বাক্য শুনে রাজা পুনঃ দেবীকে অরণ্যে নানা দুঃখ উৎপত্তির কারণ বললেন। সে বিষয় প্রকাশ কল্পে নিম্নোক্ত দশটি গাথা ভাষণ করলেন-

২৮-৩৭। "তখন রাজা দেবীকে এরূপ বললেন- "ভদ্রে, তুমি বনে যাওয়ার আশা ত্যাগ কর। বনে সর্বদা নানা দুঃখের উৎপত্তি হয়। বনে বহু কীট, পতঙ্গ, মশক ও মধুমক্ষিকা আছে। তারা তথায় তোমাকে হিংসা করবে। একারণেও তথায় তোমার দুঃখ বর্তমান। অপর এক ভয়ের বিষয় পার্বত্য ক্ষুদ্র নদী সেবনকারী নির্বিষ মহাবলশালী 'অজগর' নামে এক সর্প দেখা যায়। তারা মনুষ্য, মৃগ ও দিক্‌ভ্রষ্ট যে কোন প্রাণী দর্শন মাত্র স্বীয় দেহ দ্বারা পরিবেষ্টন করে নিজের বশে নিয়ে ভক্ষণ করে। অন্য এক প্রকার কালবর্ণ 'অচ্ছ' নামক অতি ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড এক মৃগ আছে। তাদের আক্রমণ হতে পুরুষেরাও বৃক্ষে আরোহণ করে অব্যাহতি লাভ করতে পারেনা। অতি দুর্দ্দান্ত, অতি দ্রুতগামী ও প্রচণ্ড হিংস্র মহিষ পরস্পর শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘর্ষণ জনিত মহাশব্দে নদী আশ্রয়ে মহাবনে বিচরণ করে। সেরূপ গাভীরাও পালনায়ক বৃষভকে পুরোভাগে রেখে বিচরণ করে। ভদ্রে, এরূপ ভয়ানক বনে কেন তুমি যাবে? সর্বদা পর্বতাগ্রে দারুণ মর্কট দেখে পলায়ণ করতে জানবে না। ইহাতেও তোমার মহাভয়ের কারণ। তুমি যে বায়স-শব্দ শুনে অতি সন্ত্রস্ত হও বলে মনে

হয়, তবে কি প্রকারে বনে যাবে? দিবা-মধ্যাহ্নকালে পর্বতাগ্রে ভীষণ পক্ষী সমূহ ও মহারণ্যে বন্য কুকুরাদির উৎপাত। কেন তুমি সে বনে যেতে ইচ্ছা কর? রাজার এসব বাক্য শুনে রাণী আপন উৎসাহ জ্ঞাপন মানসে রাজার সাথে আলাপ আরম্ভ করলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে ভগবান নিম্নোক্ত সপ্তদশটি গাথা ভাষণ করলেন-

৩৮-৫০। "তখন মহারাণী স্বামীর কথা শুনে হৃষ্টান্তরে এরূপ বললেন- বনে যে মহা ভয় আছে বলে আমাকে বললেন, সে সব দুঃখ বরণ করতে সর্বদা আমি উৎসাহিতা। কাশ, কুশ রুক্ষ, তৃণ, উশির, মঞ্জুতৃণ, পব্বজ তৃণ ও উরসা তৃণ পরিধান করব। আমি আপনার বোঝা স্বরূপ হবনা। কুমারিগণ বহুব্রতাদি আচরণ করার পর পতি লাভ করে। যেমন উদর ব্রত, গো হনুব্রত। অগ্নিচর্যা, জলে নিমগ্ন হওয়াব্রত। পিতা-মাতা দ্বারাও নারী আপোষনীয়া। তারা স্বামীর গৃহে উচ্ছিষ্ট ভোজন করেও জীবিকা নির্বাহ করলে শ্রেয়ঃ। স্বীয় স্বামীর হস্তে ধারণ করলে, স্বামী তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বে দুঃখে কষ্টে হলেও আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। রথার্ষভ আপনার দুঃখ উৎপাদন করে হলেও আমি আপনার সাথে যাব। জল বিহীনা নদী নগ্না, রাজা বিহীন রাজ্য নগ্না, বহু জ্ঞাতি-মিত্র-ভাই-বন্ধু থাকা সত্ত্বেও স্বামী বিহীনা নারীকে নগ্না বলা হয়। জগতে স্বামী না থাকা বড়ই কটু ফলপ্রদ। তাই আপনার সাথেই আমি বনে যাব। রথের প্রকাশ চিহ্ন ধ্বজা, অগ্নির প্রকাশক-চিহ্ন ধুম। রাজ্যের প্রকাশক চিহ্ন রাজা এবং নারীর প্রকাশক চিহ্ন স্বামী। স্বামী ছাড়া নারীর জীবন বড়ই কষ্টদায়ক। সুতরাং আপনার সাথেই আমি যাব। দরিদ্র দরিদ্রের সাথে এবং ধনাঢ্য ধনাঢ্যের সাথে যে মিলন তা দুঃখকর হলেও কিন্তু দেবগণও তা প্রশংসা করেন। আপনি

বিনা সমগ্র পৃথিবীর, বহু ধন-রত্ন এবং বহু সুখ ভোগও ইচ্ছা করি না। আমি আপনার সাথেই যাব। আপনার মুখ দর্শন না করে আমার এখানে বাস করতে ইচ্ছা করি না। সর্বদা মহাবনেই আপনার অনুগমন করব। আপনি বিনা আমি নানা রতনে পরিপূর্ণ বহু বিত্ত সম্পন্ন সসাগরা পৃথিবীও ইচ্ছা করি না। যে নারীর স্বামী দুঃখীত, সে নারী কখনও স্বীয় সুখ ইচ্ছা করে না। স্বীয় স্বামীর প্রতি আদর সম্পন্না নারীর হৃদয় যে কিরূপ জানেন না। আপনি রাজ্য-বৃদ্ধি কারক ও সর্বদা আমার ধন প্রদায়ক। আপনি এ নগর হতে বের হলে, আমি আপনার অনুগমন করব।" মহিষীর একথা শুনে রাজা অরণ্য বাসের দুঃখ বিষয় প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত আটটি গাথা ভাষণ করলেন-

৫১-৫৮। "ভদ্রে, তুমি নিত্য শালী ধান্যের অন্ন সমাংস ভোজন কর। তুমি কিরূপে সর্বদা বনে বৃক্ষের ফলাদি খেয়ে জীবন যাপন করবে? তুমি সুবর্ণ থালায় শত প্রকার ফল মূলাদি ভক্ষণ করছ, অরণ্যে তুমি কি প্রকারে সর্বদা বৃক্ষ-পত্রে আরণ্যিক ফল-মূল ভক্ষণ করবে? ভদ্রে তুমি সর্বদা কোসেয়্য, ক্ষৌম ও রেশমী পশমী বস্ত্রাদি ব্যবহার কর। তুমি বনে কিরূপে কুশ-চীর ধারণ করবে? ভদ্রে, সর্বদা হস্তী, অশ্ব, স্যন্দন ও রথে আরোহণ করে গমনাগমন কর। কিন্তু অদ্য কিরূপে পদব্রজে গমন করবে? তুমি সর্বদা কূটাগারেই শয়ন কর। কিন্তু অমনুষ্য গৃহীত অরণ্যে বৃক্ষ মূলেই আমার শয়ন হবে। তুমি কিরূপে তথায় শয়ন করবে? পালঙ্কে বিচিত্র সুখ স্পর্শ গালিচায় সর্বদা তুমি শয়ন কর। বনে আমি বৃক্ষ মূলে শয়ন করবার কালে তথায় তুমি কিরূপে শয়ন করবে? ভদ্রে, তুমি সর্বদা অগুরু চন্দনাদি সুগন্ধি দ্বারা মণ্ডিত হয়ে থাক। পথে রৌদ্র ও ধুলাবালি ধারণ করতে হবে। তুমি তা কিরূপে সহ্য করবে? চামর ময়ুর

পাখার বিচিত্র ব্যজনী দ্বারা সর্বদা তুমি সুখে পালিত। ডংশক ও মশকাদি প্রাণীর সংস্পর্শে তুমি কীইবা করবে?

রাজা অনঙ্গসেন এরূপে বহু প্রকার ভয় দেখালেও রাণীকে বারণ করতে না পেরে বললেন- "ভদ্রে, তা হলে তুমি আমার সাথেই যাবে।" তখন উভয় ক্ষত্রিয় একমত হয়ে পাথেয় থৈলা গ্রহণ করতঃ অজ্ঞাত বেশে অগ্রবতী নগর হতে বের হয়ে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা কিছুদূর অগ্রসর হলে রাণীর পদতলা ছিন্ন হতে রক্ত ক্ষরিত হতে লাগল। তাঁরা এরূপে পথ অতিক্রম করে অনুক্রমে এক নদী তীরে উপস্থিত হলেন। তখন রাজা একখানা ভেলা তৈরী করে দেবীকে বললেন- "ভদ্রে, তুমি এ ভেলাতে আরোহণ কর। আমরা উভয়ে এভেলার দ্বারা এগঙ্গা নদী উর্ত্তীর্ণ হব। এ বলে দেবীকে ভেলায় বসিয়ে নিজে তা চালিয়ে গঙ্গা নদীর অপর পারের দিকে যাত্রা করলেন। ভেলা অনুক্রমে গঙ্গার মধ্য ভাগে পোঁছল। তখন গঙ্গার মহাঝড় আরম্ভ হল। সে তীব্র ঝড়ের বায়ু বেগে ভীষণ তরঙ্গ উৎপন্ন হল। তরঙ্গাঘাতে ভেলার বন্ধন-লতিকা ছিন্ন হয়ে বাঁশ গাছ সব ইতস্ততঃ ছুটে গেল। তখন ক্ষত্রিয়দ্বয় তীব্র বায়ুচালিত তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়ে ডুবিয়ে ক্রমান্বয়ে পরস্পর অদৃশ্য হয়ে পড়ল। তখন দেবীর জঠরে বাসকারী বোধিসত্ত্বের অনুভাব বলে এবং রাণীর অনাবিল স্বামী ভক্তির প্রভাবে তিনি নিরাপদে গঙ্গার অপর তীরে গিয়ে পোঁছলেন। দেবী জল হতে গঙ্গার তীরে উঠে দেখলেন- রাজা গঙ্গার মধ্যভাগে ভাসছেন এবং ডুবছেন। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে দেবী নিজকে সংবরণ করতে না পেরে ক্রন্দন ও বিলাপ করতঃ নিোক্ত তিনটি গাথায় বললেন-

৫৯-৬১। "পূর্বে কোন দুঃখ অনুভব করিনি। কিন্তু অদ্য বহু দুঃখ ভোগ করছি। যেহেতুঃ আমার স্বামী রোদন পরায়ণ হয়ে গঙ্গার মধ্যভাগে ভাসছে ও ডুবছে। আমার সুখের পরিবর্তে কেবল মহা দুঃখই উৎপন্ন হচ্ছে। এই বলে আমার স্বামী নিশ্চয়ই অনাথভাবে মৃত্যু বরণ করবেন। আমার স্বামী এখন অপ্রতিষ্ঠ গভীর জলে অতি দূরে জল ঘুর্ণিপাকে ভাসছে ও ডুবছে। কি উপায়ে আমি তাঁর উপকার করতে পারি?" রাণী এরূপে বিলাপ ও অনুশোচনা করে বললেন- "অহো! আমার স্বামী অনাথভাবে গঙ্গার মধ্যভাগে জলমগ্ন হয়ে মহা দুঃখ ভোগ করছেন। এখন আমি একমাত্র করতে পারি সত্যাধিষ্ঠান। সুতরাং নিশ্চয়ই আমি আমার স্বামীর আশ্রয় স্বরূপ সত্যাধিষ্ঠান করব। এ সত্যাধিষ্ঠান বলেই আমার স্বামীকে দুঃখ হতে মুক্ত করব।" এ চিন্তা করে মুখ-হাত ধৌত করার পর নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

৬২-৬৩। "হে দেবগণ, আপনারা যদি এখানে উপস্থিত থাকেন, তবে সবাই আমার কথা শ্রবণ করুন। আমার স্বামী এখন অনাথ। এ গঙ্গায় চেতনাহীন অবস্থায় আছেন। আমার অধিষ্ঠান বলে এ-গঙ্গা পৃথিবীর ন্যায় শক্ত হোক্। আমি যেন গঙ্গা-পৃষ্ঠে পদক্ষেপে গিয়ে জলমগ্ন আমার স্বামীকে উদ্ধার করতে পারি। গঙ্গাজল এখন পৃথিবীর ন্যায় হোক্।"

দেবী এরূপ সত্যক্রিয়া করার সাথে সাথেই গঙ্গা সচেতনের ন্যায় কঠিনভাব ধারণ করে পৃথিবীতলের ন্যায় হল। তখন দেবী জলের এ অবস্থা দেখে প্রমোদিত হল এবং তাড়াতাড়ি গঙ্গাপৃষ্ঠে দৌঁড়ে গিয়ে স্বীয় স্বামীর হাত ধরে বললেন- "মহারাজ, এখন আপনি আমার সাথে চলুন আমরা উভয়ে এগঙ্গা নদী উর্ত্তীর্ণ হব।" রাজা স্বীয় দেবীকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে দেবীর সাথে

গঙ্গার অপর তীরে গিয়ে বললেন- "ভদ্রে, অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভূত। তোমার দ্বারা আজ অভূতপূর্ব কর্ম সাধিত হল। এবলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৬৪। "ভদ্রে, তোমার এ অভূতপূর্ব কৃতকর্ম পূর্বে কখনো দেখিনি। মহাজলে তুমি আমার প্রতিষ্ঠা হয়ে আমাকে মৃত্যু হতে মুক্ত করলে। "ভদ্রে, অদ্য তোমার দ্বারাই আমার জীবন রক্ষা হল।" এবলে দেবী সহ হিমালয়ের দিকে যাত্রা করলেন। তন্মুহূর্তে দেবী জঠরাভ্যন্তরস্থ বোধিসত্ত্বের পুণ্য বলে দেবরাজ ইন্দ্রের বাসভবন উত্তপ্ত হল। দেবরাজ ইন্দ্র ইহার কারণ চিন্তা করে সম্যক বিষয় জ্ঞাত হলেন। তখন তিনি বিশ্বকর্মা দেবপুত্রকে আহ্বান করে বললেন- "বাবা, তুমি মনুষ্য লোকে গিয়ে হিমালয় প্রদেশে এক রমণীয় স্থানে একখানা পর্ণশালা তৈরী করে দাও এবং তথায় প্রব্রজিতের সমস্ত উপকরণ নিয়ে আস।" বিশ্বকর্ম দেবপুত্রও 'সাধু দেব' এবলে স্বীকৃতি দিয়ে হিমালয়ে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্রাদেশে তথায় তিনি এক সুরম্য স্থানে একখানা পর্ণশালা নির্মাণ করে তার দ্বার দেশে লিখে রাখলেন- "যারা এখানে প্রব্রজিত হতে ইচ্ছুক হন, তাঁরা এখান হতে প্রব্রজ্যার উপকরণ সমূহ গ্রহণ করে প্রব্রজিত হয়ে এখানে বাস করুন।" তারপর সে স্থানের অমনুষ্যের ভয়, ভৈরব ও কর্কশ শব্দ এবং মৃগ পক্ষীদের সর্ববিধ উপদ্রব বন্ধ করলেন। পর্ণশালায় গমনের একপদী রাস্তা তৈরী করে দিয়ে স্বীয় দেবলোকে প্রস্থান করলেন। তখন রাজা রাণীকে সাথে করে অনুক্রমে এই পর্ণশালা-গমনের একপদী পথ প্রাপ্ত হলেন। তাঁরা সে পথে ঐ পর্ণশালায় উপস্থিত হলেন। পর্ণশালার দ্বারদেশে লিখিত বিষয়গুলি পাঠ করে বুঝতে পারলেন- "ইহা দেবরাজ ইন্দ্রেরই প্রদত্ত পর্ণশালা। পর্ণশালার দ্বার খুলে

দেখলেন প্রব্রজ্যার উপকরণ অজিন মৃগের চর্ম ও দণ্ড প্রদীপ ইত্যাদি। তখন তাঁরা তথায় প্রবেশ করে নিজের পরিহিত পোষাকাদি ত্যাগ করে বাক-চিরাদি ধারণ করে ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হলেন। অজিন মৃগ চর্ম স্কন্ধে ধারণ করলেন, জটামণ্ডল শিরে বন্ধন করলেন এবং ঋষিদণ্ড হস্তে ধারণ করলেন। তারপর এদিক ওদিক চংক্রমণে রত হয়ে 'অহো, আমার প্রব্রজ্যা বড়ই সুখকর, বড়ই আনন্দ দায়ক" এ বলে পর্ণশালা হতে বের হয়ে রাণীকেও প্রব্রজ্যায় দীক্ষা দিয়ে পর্ণশালায় অবস্থান করতে লাগলেন। তৎকালে দেবী স্বামীর নিকট বর যাচঞা করে বললেন- "মহারাজ এ হতে আমিই আপনার সমস্ত কাজকর্ম সম্পাদন করব। আপনি যথা সুখে শ্রমণ ধর্ম সম্পাদন করুন।" ইহা শুনে রাজা তা সাধুবাদের সহিত সমর্থন করলেন। তদবধি সুমেখলা দেবী প্রত্যহ প্রাতে পা ধুইবার জল ও পানীয় জলাদি আনয়ন করে সমস্ত প্রাতঃ করণীয় সম্পাদন করার পর ঝুড়ি, ষষ্টি ও খন্তি লয়ে ফল-মূল আহরণের জন্য বনে প্রবেশ করতেন। তথা হতে মধুর ফল-মূলাদি সংগ্রহ করে এনে রাজাকে প্রদান করতেন। রাজা তা ভক্ষণ করে শীতল জল পানে পরিতৃপ্ত হতেন। অবশিষ্ট ফল-মূল দেবী ভক্ষণ করতেন। এ নিয়মে ক্ষত্রিয়দ্বয় তথায় তাপস ধর্ম পালন করতে লাগলেন। তথায় এরূপে দু'তিন মাস বাস করার পর রাজা দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে পরলোক গমন করলেন। ইহাতে দেবী আলুতালু কেশে বক্ষে করাঘাত করে করে বিলাপ পরায়ণা হয়ে বললেন- "হায়! হায়! স্বামীন, আমায় অনাথিনী করে আপনি কোথায় গিয়েছেন? অহো! এখন আমাকে একাকিনী, অনাথিনী আশ্রয়বিহীনা হয়ে এ অরণ্যে বাস

করতে হবে। এ বলে তিনি নিম্নোক্ত একাদশটি বিলাপ গাথা ভাষণ করলেন-

৬৫-৭৫। “আমি একান্তই অনাথিনী। কিরূপে এ অরণ্যে একাকিনী বাস করব? আজ আমার প্রাণাধিক স্বামীকে দেখছিনা। কাকে স্বামী বলে বল্‌ব? কে আমাকে উপদেশ দানে সান্ত্বনা দেবেন? কে-ই বা আমার সন্দেহ ভঞ্জন করবে? অদ্য আমার স্বামীকে দেখছিনা। কাকে স্বামী বলে বল্‌ব? দেব, স্বীয় নগর হতে আমি আপনার সঙ্গে বের হয়ে নদীতে ভেসে ডুবেও সর্বদা আপনার পেছনে পেছনে গমন করেছি। আমি সারা পথে আপনার সঙ্গেই গমন করেছি। আপনার সঙ্গে এ মহাবনেই আমি প্রব্রজিতা হয়েছি। আমাকে এখন কি বলে ত্যাগ করলেন। হায়! হায়! আমার পূজ্য রাজার যদি স্বীয় নগরেই মৃত্যু হত, তাহলে সমস্ত জ্ঞাতি সমবেত হত। হায়! হায়! আমার হৃদয় রতন, যদি আপনি নগরে বাস করতেন এবং তথায় আপনার মৃত্যু হত তা হলে সমস্ত রাজ্যের জনগণ সমবেত হতেন। নানা রত্ন দ্বারা বিচিত্র শবাধারে আপনার পূত শবদেহ রক্ষা করে মহা জনগণ তা শ্মশানে নিয়ে যেতেন। মহাজনগণ সে শবাধার শ্মশানে সুসজ্জিত চিতায় রেখে দগ্ধ করতেন। আমি শ্মশানে বিদ্যমান থেকে আপনার পূত শবদেহকে নানা রত্ন সম্ভারে সবিলাপে পূজা করবার পর জনগণ আপনার শবদেহ সানন্দে দাহ করতেন, আমার বিরহ কাতর সরোদনের মাধ্যমে। দেব, এখন আমি আপনার কী-ই বা কর্ম করব? এ মহারণ্যে আমি একাকিনী আপনার এ পূত শবদেহকে কি প্রকারে দগ্ধ করব? রাজন, আমার জটরস্থ আপনার সন্তানকে দেখলেন না। এ অন্তঃস্বত্বা রমণীকে এখানে একাকিনী রেখে কেন চলে গেলেন? এখানে আমি একাকিনী

আপনার শব দেহকে কিরূপে দগ্ধ করব? এখানে আমাকে কেই বা সাহায্য করবে?” দেবী এরূপে নানা প্রকার বিলাপ করার পর পর্ণশালা হতে বের হয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করে পর্ণশালার অনতিদূরে চিতা সাজিয়ে সত্যাধিষ্ঠান কল্পে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

৭৬-৭৭। “আমার স্বামী আমার বড়ই প্রিয় ছিল। আমিও তাঁর তেমন প্রিয় ছিলাম। এই সত্যক্রিয়া প্রভাবে রাজা অতিশয় হাল্‌কা হোক্। রাজা আমার সর্বদা প্রিয় ছিল। তাই তাঁর সাথে আমি এখানে এসেছি। এ সত্যক্রিয়া প্রভাবে তাঁর পূত শবদেহ আমার পক্ষে গুরুভার না হোক।”

দেবী এভাবে সত্যক্রিয়া করার সাথে সাথেই রাজার শবদেহ তৃণের ন্যায় হাল্‌কা হয়ে গেল। তখন দেবী সে শবদেহ উঠায়ে নিয়ে ঐ সজ্জিত চিতায় শায়িত করায়ে বন-পুষ্পে পূজা ও বন্দনা করে চিতায় অগ্নি সংযোগ করে বল্‌লেন- হে স্বামিন্ আপনার সাথে মিলনের পর হতে এযাবৎ আপনার প্রতি কায়-বাক্য-মনে যা দোষ করেছি তা ক্ষমা করুন। এ দর্শনই আমার আপনার সহিত শেষ দর্শন। এ বলে সূর্যাস্তকালাবধি তথায় বসে তৎপর পর্ণশালায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেদিন হতে দেবী একাকিনী বিলাপ পরায়ণা হয়ে বন্য ফল-মূলাদি আহরণ করে জীবন যাপন করতে লাগলেন। দশ মাস পর দেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। মহাসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মহাপৃথিবী ভেদ করে গো-শকটের চক্র প্রমাণ একটি মহাপদ্ম উঠে তাঁর পদতলে স্থিত হল। এ অভূতপূর্ব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল একমাত্র মহাসত্ত্বের পুণ্য প্রভাবে। ইহা দেখে দেবী চিন্তা করলেন- “আমার পুত্র নিশ্চয়ই মহানুভব ও মহা তেজ সম্পন্ন আশ্চর্য মানুষ।” এ চিন্তা করে স্বীয় পুত্রের নাম রাখলেন ‘মহা পদুম

কুমার'। তারপর দেবী স্বীয় পুত্রের মুখ অবলোকন করে নিজের চিত্ত স্থির রাখতে না পেরে তথায় নিম্নোক্ত দুটি বিলাপ গাথা ভাষণ করলেন-

৭৮-৭৯। "হে তাত, তোমার যদি অগ্রবতী নগরে জন্ম হত, তা হলে তখন তোমার জ্ঞাতি ও অন্যান্য জনগণ একত্রিত হয়ে তোমায় সর্বদা পরিবেষ্টন করে থাকতো। তোমার পিতার মৃত্যু হয়েছে; তাই তুমি তাঁর দেখা পেলে না। তিনিও তোমাকে দেখলেন না। ইহাও আমার দ্বিতীয় শল্য। একারণে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে।"

দেবী মনোকষ্ট নিয়ে এরূপ বিলাপ করার পর মহাসত্ত্বকে বক্ষে ধারণ করে্লান করায়ে তথায় বহু কষ্টের মাধ্যমে বাস করতেছিলেন। বোধিসত্ত্ব ক্রমে ষোল বৎসর বয়ক্রমকালে অতি বুদ্ধিমান হলেন এবং অসাধারণ রূপলাবণ্যে দর্শনীয় সৌভাগ্যশ্রীতে বিমণ্ডিত ও সুলক্ষণ সম্পন্ন হলেন। কুমার সর্বদা লক্ষ্য করতেন; তাঁর মাতা একাকিনী অরণ্যে প্রবেশ করে বন্য ফল-মূলাদি আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। একদা তিনি স্বীয় মাতাকে মধুর বাক্যে বল্লেন- মাতঃ আমার পিতা কে? তিনি এখন কোথায়?" দেবী বললেন- প্রিয় পুত্র, অনঙ্গসেন নামক রাজাই তোমার পিতা। তিনি এখন পরলোকে। মহাসত্ত্ব শুনে রোদন-পরায়ণ হয়ে বল্লেন- 'অহো এখন আমি নিতান্তই অনাথ। আমার মাতা একাকিনীই এ অরণ্যে বাস করছেন। যদি আমার জীবিতাবস্থায় আমার মাতা এরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হন, তা আমি দেখেও যদি উপেক্ষা করি, তা হলে তা আমার অকৃতজ্ঞতা হবে। উপকারীর উপকার স্বীকার করা হবে না।" এ চিন্তা করে নিজের মাতাকে বললেন- মাতঃ, আপনি এ হতে ফল-মূল আহরণের জন্য অরণ্যে যাবেন না। আমিই প্রত্যহ

অরণ্যে গিয়ে ফল-মূলাদি আহরণ করে আপনাকে পোষণ করব। অধিকন্তু আপনার জন্য আমি জীবন ত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকব। "দেবী পুত্রের এবম্বিধ কথা শুনে প্রকম্পিত হৃদয়ে প্রিয় পুত্র বোধিসত্ত্বকে বললেন- "তাত প্রিয় পুত্র তুমি অরণ্যে যেও না। আমিই অরণ্য হতে পূর্বের ন্যায় ফল-মূল সংগ্রহ করে আনব। কারণ, অরণ্যে বহু প্রচণ্ড হিংস্র জন্তু আছে। যদি তুমি একাকী অরণ্যে যাও, তখনই আমার হৃদয় ভগ্ন হয়ে যাবে। তুমি আমার হৃদয় ভগ্ন করতে চাও কেন বাবা? বার বার এরূপ বলে দেবী বোধিসত্ত্বকে বারণ করলেন। ইহাতে কুমার মৌনভাব ধারণ করলেন। তৎপর সুমেখলা দেবী মহাসত্ত্বকে উপদেশাদি দিয়ে তাঁকে পর্ণশালায় রেখে নিজে ঝুড়ি, খন্তি ইত্যাদি লয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। মহাসত্ত্ব পর্ণশালায় বসে চিন্তা করলেন- "অরণ্যে বহুবিধ অন্তরায় আছে। যদি তথায় আমার মাতার কোনরূপ অন্তরায় ঘটে, তবে তা হতে আমার মাতাকে কে মুক্ত করবে? আমিও বা কি প্রকারে তাঁকে অন্বেষণ করব? এখন আমার মাতার গমন রাস্তা জেনে নিতে হবে। এ মনে করে মহাসত্ত্ব পর্ণশালা হতে বের হয়ে দেবীর গমন পথ অনুসরণ করে তাঁর পশ্চাদানুগমন করলেন। কিয়দ্দুর গিয়ে পুনঃ পর্ণশালায় ফিরে আসলেন। তিনি পর্ণশালায় বসে স্বীয় মাতা একাকিনী বনে প্রবেশ করছে" এবিষয় স্মরণ করে শোক সন্তপ্ত চিত্তে বিলাপ করতে লাগলেন। ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত সাতটি গাথায় উক্ত বিষয় প্রকাশ করলেন-

৮০-৮৫। "তখন পদুম কুমার একাকী পর্ণশালায় বসে স্বীয় মাতার শোক-দুঃখ ও গুণ ইত্যাদির কথা চিন্তা করে বিলাপ সুরে বললেন- "হে মাতঃ, এখানে অতি দুঃখ করে আরণ্যিক ফল-মূলাদি আহরণ করে আমাকে সর্বদা পোষণ

করছেন। এ ফল-মূল সংগ্রহ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। যেমন কর্মকারের চুল্লীর ভিতর ভাগই দগ্ধ হয়, সেরূপ আমার অন্তরের অভ্যন্তরভাগও দগ্ধ হচ্ছে। এখন আমার অন্তর সর্বদা শোকদুঃখ সংযুক্ত। আমার অন্তর শোক-দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে ছোট নদীর ন্যায় বিশুষ্ক হচ্ছে।"

মহাসত্ত্ব এরূপে মাতাকে লক্ষ্য করে অন্তরে নানা বিষয় উত্থাপন পূর্বক রোরুদ্যমানাবস্থায় পর্ণশালায় বসে রইলেন। দেবীও সেদিন অরণ্য হতে ফল-মূলাদি সংগ্রহ করে সন্ধ্যার সময় স্বীয় পর্ণশালার দিকে যাত্রা করলেন। তৎকালে আকাশে মহামেঘ উত্থিত হয়ে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল। এতদ্বিধায় ঘোর অন্ধকারের সৃষ্টি হল। ইহাতে দেবী গমন পথ দৃষ্টি গোচর না হওয়ায় এ ঘোর অন্ধকারে হাতড়ায়ে এক বৃক্ষমুলে আশ্রয় নিলেন। সে বৃক্ষমূলে এক উইয়ের ঢিবি ছিল। তাতে এক বিষধর সর্প বাস করত। সে সর্প তথায় মনুষ্য গন্ধ পেয়ে অত্যন্ত কুপিত হয়ে দেবীর পায়ে দংশন করল। তখন তিনি সে ভয়ংকর বিষবেদনার কথা চিন্তা না করে স্বীয় প্রিয় পুত্র বোধিসত্ত্বের কথাই এরূপ চিন্তা করতে লাগলেন- "কিরূপে আমার পুত্র পদুম কুমার বেঁচে থাকবে?" অহো, আমার প্রিয়পুত্র এখনত অনাথ হল। কে বা আমার পুত্রের জন্য ফল-মূল আহরণ করবে? ইত্যাদি বলে বিলাপ করতে করতে নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করলেন-

৮৭-৯৪। "তাত, আমি নারী জন্ম লাভ করেছি। তজ্জন্য দুঃখিত নহি। কিন্তু পুত্রকে যে দেখছিনা; তাই আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমার পুত্র এখন অনাথ। সে সেই পর্ণশালায় বাস করে, ফল-মূলাদি না পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হবে। আমার পুত্র এখন ক্ষুধার্ত নয় কি? আমি অরণ্য হতে

আসতেছিনা, জ্ঞাত হয়ে এখন পর্ণশালা হতে বের হয়ে মহাবনে বিচরণ করছে। আমার পুত্র দুঃখিত মনে নানাদিকে আমাকে অন্বেষণ করছে নয় কি? আমাকে কোথাও না দেখে বোধ হয় সে জীবন ত্যাগ করতেছে। আমার পুত্র এ অর্ধরাত্রে অতি দুঃখিত অন্তরে আমাকে অন্বেষণের জন্য শুষ্ক নদীর ন্যায় এ বনে বিচরণ করছে নয় কি? পর্বতে, বনে, নদী-ঘাটে ও সরসীতে অধিষ্ঠিত হে দেবগণ, আমি আপনারা সবাইকে অবনত মস্তকে বন্দনা করছি। আপনারা আমার পুত্রকে এরূপ বলুন- "অচিরেই তোমার মাতার মৃত্যু হবে। অদ্য এ মহারণ্যে শায়িত তোমার মাতার মুখ দর্শনার্থ শীঘ্রই এ বৃক্ষ-মূলে আস।"

এরূপে দেবী বিলাপ পরায়ণ হয়ে প্রিয় পুত্রের শোক বেগ ও ঘোর বিষ বেগ সহ্য করতে না পেরে সে বৃক্ষ-মূলেই কালক্রিয়া করলেন। এদিকে বোধিসত্ত্বের মাতার যে মুহূর্তে এরূপ মারাত্মক দুঃখের সূচনা হল, সেক্ষণেই বোধিসত্ত্বের হৃদয় কম্পিত হল। তাই তিনি চিন্তা করলেন- "অদ্য আমার মাতা এখানে পৌঁছতে এত গৌণ হচ্ছে কেন? আমার মনে হয়, তিনি নিশ্চয়ই বনে বা পর্বতে কোন একটা অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়েছেন। এখন আমার অন্তর প্রবোধ মানছে না। নিশ্চয়ই আমি অরণ্যে গিয়ে মাতার অন্বেষণ করব। এ চিন্তা করে কুমার তখনি পর্ণশালা হতে বের হয়ে নিম্নোক্ত গাথাটি বলে বলে মাতার গমন পথে যাত্রা করলেন।

৯৫। "হায় হায় মাতঃ, এ মহারণ্যে আপনি কোথায় আছেন? অদ্য আপনাকে না দেখে আমার মৃত্যু হবে বলেই বোধ হচ্ছে।" বোধিসত্ত্ব ঘোর অন্ধকার রাত্রে বিদ্যোৎলহরীর সাহায্যে মহারণ্যে পথ অতিক্রম করে ক্রমে ঐ বৃক্ষ-তলায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। বিদ্যোৎ আলোকে দেখলেন তথায় দেবী

শায়িতা। মাতার দেহে হাত দিয়ে দেখলেন- তাঁর দেহ শীতল ও শক্ত। ইহাতে তিনি বুঝ্‌লেন তাঁর মাতা মৃতা। তখন তিনি রোদন করতে করতে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন।

৯৬। "মাতঃ, অদ্য আমি আপনাকে অন্বেষণ মানসে এদিক ওদিক বিচরণ করছি। মাতঃ, উঠুন, এখানে এভাবে শয়ন করবেন কেন? আমি আপনার পুত্র এসেছি। আপনাকে অন্বেষণ করবার জন্য। আপনি এখন উঠে বসুন। আমি আপনার সম্মুখেই আছি।" মহাসত্ত্ব মৃত মাতার জন্য এরূপে কান্নাকাটি করে করে প্রবল শোক-বেগে অধৈর্য হয়ে দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে মাতৃ-পদে নিপতিত হলেন এবং মাতার মস্তক উঠায়ে বল্‌লেন- মাতঃ, আপনি উঠুন। আপনি নীরব কেন? অহো এখন আপনি বিনা আমি অনাথ। আমি কিরূপে বেঁচে থাকব? ইত্যাদি বলে রাত্রির প্রথম যাম পর্যন্ত রোদন করে করে উন্মাদের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্বক দেবগণকে বন্দনা করে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৯৭। "হে সমাগত মহাঋদ্ধিমান ভবৎ দেবগণ, আপনার আমার মাতার চিকিৎসা করুন। এ চিকিৎসার্থ আমার হৃদয়, রক্ত, মাংস, মস্তক, চক্ষু ও জীবন যা কিছুর প্রয়োজন হবে, তা আমি ঔষধের জন্য প্রদান করব।"

এগাথা বলার সাথে সাথেই দেবরাজ ইন্দ্রের বাস ভবন উত্তপ্ত হল। দেবরাজ এ উত্তাপের কারণ চিন্তা করে বুঝলেন বোধিসত্ত্বের এ বিপদের বিষয়। তখন তিনি চিন্তা করলেন এখন আমি তথায় গিয়ে দেবীর জীবন দান করব।" এ মনে করে দেবরাজ ব্রাহ্মণ বেশে ঐ মহারণ্যে বোধিসত্ত্বের নিকট অর্ধরাত্রে উপস্থিত হয়ে বললেন- এ মহারণ্যে আপনি কে? কি কারণেই বা আপনি এখানে এসেছেন?" মহাসত্ত্ব বললেন-

"ভবৎ ব্রাহ্মণ, আমার নাম পদুম কুমার। আমি এ অরণ্যে বাস করি।" দেবরাজ বললেন- "ভবৎ মহাপদুম কুমার, আমি পথভ্রান্ত হয়েছি। আমি বারাণসী যাব। এখন আমাকে সে পথের পরিচয় বলে দিন। বোধিসত্ত্ব বললেন- "হে ব্রাহ্মণ, আমার মাতা বিষধর সর্পের দংশনে কালক্রিয়া করেছেন। আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা করে আমার মাতার জীবন লাভের ঔষধ প্রদান করুন।" দেবরাজ বললেন- ভবৎ আমি এখানে সে ঔষধ দেখছি না। সে ঔষধ পেলে এখনি আপনার মাতার দেহ নির্বিষ করে আরোগ্য করে দিতাম। কুমার বললেন- মহাব্রাহ্মণ, তাহলে আমাকেই বলুন। আমি তা অন্বেষণ করে নিয়ে আসি।" দেবরাজ বললেন- "সে ঔষধ এখানে পাবেন না। তবে এখন যদি আমি মনুষ্য হৃদয় পাই, তা মন্ত্রপূত করে ঔষধ তৈরী করতে পারি। সে ঔষধ আপনার মাতার মুখে প্রক্ষেপ করা মাত্রেই সে জীবিত হবে। "ইহা শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন- "মহাব্রাহ্মণ, আমার হৃদয়ই দেব।" দেবরাজ বললেন- "আচ্ছা, তা দিয়ে দিন। এখনি আপনার মাতা জীবন লাভ করবেন।" তা শুনে মহাসত্ত্ব নিজের হৃদয় ছেদন করবার উদ্দেশ্যে শস্ত্র সংগ্রহের মানসে আকাশ পানে অবলোকন করে নিম্নোক্ত গাথায় সত্যক্রিয়া করলেন-

৯৮। "অদ্য আমি আমার জীবন দান হেতু হৃদয় মাংস ছেদন করব। এ হৃদয় দানের দ্বারা আমি ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করব। হে দেবগণ, আমার এ সত্য বাক্যের প্রভাবে আমি যেন শস্ত্র লাভ করি।"

এরূপে মহাসত্ত্ব সত্যাধিষ্ঠান করা মাত্রই আকাশ বাসী দেবতা নানা রত্ন বিচিত্রিত রজ্জুতে একখানা শস্ত্র বন্ধন করে আকাশ হতে মহাসত্ত্বের সম্মুখে রেখে দিলেন। মহাসত্ত্ব তা

দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করে দেবগণকে জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে বললেন- "ভবৎ দেবগণ, আমার হৃদয় দান দ্বারা চক্রবর্তী রাজ-সম্পদ, ইন্দ্র, মার সম্পদ, ব্রহ্মা সম্পদ, পচ্চেক বুদ্ধত্ব লাভ ও শ্রাবকত্ব ভাব প্রার্থনা করছি না। অপিচ হৃদয় দান পুণ্য প্রভাবে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের হেতু হোক্। এ হৃদয় দানের দ্বারা আমি অনাগতে জগতের দেবমনুষ্যগণকে সংসার দুঃখ হতে মুক্ত করব। এ বলে পুনঃ নিজের হৃদয় মাংস দান অনুমোদন করবার জন্য দেবগণকে নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন-

৯৯-১০১। "এখানে সমাগত হে ভবৎ দেববৃন্দ! আমার মাতার জীবন দানের জন্য ব্রাহ্মণকে আমার হৃদয় দান অনুমোদন করুন। এখানে আমার হৃদয় দেওয়া হচ্ছে। ইহা আমার মাতার হৃদয় হোক্। অনাগতে বোধি লাভের জন্য আমার এ দান মহাফলপ্রদ। আমার হৃদয় হতেও সর্বজ্ঞতাই আমার অত্যধিক প্রিয়। তাই আমি হৃদয় দান করছি। আমার এ দান অনুমোদন করুন।"

এ বলে মহাসত্ত্ব নিজেই ঐ শস্ত্র দ্বারা স্বীয় বক্ষ বিদীর্ণ করবার পূর্বে প্রথমে অধিষ্ঠান পারমী পূর্ণ করবার ইচ্ছুক হয়ে বললেন- "এখনই আমি স্বীয় হৃদয় ছিন্ন করব। এদেহের রক্তাদি অতি ঘৃণ্য স্বভাবের। তাই রক্তাদি আমার দেহ হতে বের না হোক।" এরূপ অধিষ্ঠান পূর্বক স্বীয় বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং সে শস্ত্রের দ্বারাই হৃদয় ছিন্ন করে দেবরাজের হস্তে অর্পণ করলেন। তিনি তা গ্রহণ করে বোধিসত্ত্বকে বললেন- "ভবৎ কুমার; আপনার মাতার জীবন দানের ভার এখন আমার উপরই রইল। এখন আমি আপনার মাতার জীবন দান করব। আপনার হাতেই এহৃদয় আপনার মাতার মুখে

দিন। আমি তাতে মন্ত্র জপ করব। তখন বোধিসত্ত্ব দেবরাজের হস্ত হতে স্বীয় হৃদয় নিয়ে দেবীর মুখে রাখলেন। তখন ব্রাহ্মণ বেশধারী দেবরাজ দিব্যানুভাবে এহৃদয় প্রতিচ্ছাদন করে স্বর্গীয় অমৃতোদক দেবীর দেহে সিঞ্চন করলেন। এতদ্‌ফলে সুমেখলা দেবী জীবন লাভ করে নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার ন্যায় উঠে বসলেন। তখন বোধিসত্ত্ব মাতাকে বন্দনা করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

১০২-১০৩। "মাতঃ, অদ্য আমি আপনার জীবন দান দিয়েছি। ইহাতে আমি পারমী ধর্ম পূরণ করে ভবিষ্যতে বুদ্ধ হব। আপনি এরাত্রে আমাকে মৃত দেখবেন; আমার মুখ অদর্শনে আপনি সর্বদা রোদন করবেন।" এবলে বোধিসত্ত্ব স্বীয় মাতাকে শেষ দর্শন করে তাঁর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করনান্তর তথায় পতিত হয়ে কালক্রিয়া করলেন। দেবী প্রিয় পুত্রের এরূপ মৃত্যু দর্শনে শোকে দুঃখে অস্থির হয়ে উন্মাদিনীর ন্যায় রোদন পরায়ণা হয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে লাগলেন। তখন দেবরাজ দেবীকে বললেন- "ভদ্রে, তুমি এখনই জীবন লাভ করেছ। সুতরাং রোদন করোনা। ইহা শুনে দেবী তথায় বসে বক্ষে করাঘাত করে মহা শব্দে রোদন করতঃ নিম্নোক্ত দশটি গাথা ভাষণ করলেন-

১০৪-১১১। "সূর্যোপম আমার পুত্র এখানে পতিত হল। চন্দ্রোপম আমার পুত্র মাটিতেই নিপতিত হল। হে আমার প্রিয় পুত্র! উঠ, আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। তোমার যদি এখানে মৃত্যু হয়, আমি একাকিনী কিরূপে বেঁচে থাকব? কেন মহা বনে শয়ন করেছ? ইহা দেখে আমি বড়ই মর্মাহত হচ্ছি। দল পরিত্যক্ত হরিণীর ন্যায় বনে সর্ব্বদা বিচরণ করছি। তোমার মৃত্যু যদি আমার পূর্বে হয়; তবে আমি মহা দুঃখ ভোগ করব। সে মহা

দুঃখ আমার কে বিনোদন করবে? হে আমার কৃতজ্ঞ প্রিয় পুত্র, শয়ন হতে উঠে আমার নিকট বস। হে প্রিয় পুত্র, আমি পূর্বে দুঃখে নিপতিতা হলে তোমার মুখ দর্শনে শীঘ্রই দুঃখ হতে অব্যাহতি লাভ করতাম। আমি সারা রাত্রি সর্বদা কম্পিত হৃদয়ে দীর্ঘদিন রোদন করব। ইহাতে নদীর ন্যায়ই বিশুষ্ক হব। আমি নিশ্চয় পুত্র শোকে কম্পিত হৃদয়ে রোদন করতে করতে অরণ্যে শীঘ্রই জল বিহীন ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় শুকিয়ে যাব। আমি এখানে তোমার মৃত দেহ দেখে অনাথিনী দুঃখিনী একাকিনী হয়ে কিরূপে জীবন ধারণ করব? হে তাত, এ মহারণ্যে আমি কিরূপে একাকিনী তোমা বিনা জীবন ধারণ করব?"

এরূপে সুমেখলা দেবী সচীৎকারে বিলাপ করনান্তর স্বীয় পুত্র মহাপদুম কুমারের মস্তক স্বীয় বক্ষে ধারণ করে রোদন করতে লাগলেন। তখন ব্রাহ্মণ বেশধারী দেবরাজ তথায় দাঁড়িয়ে দেবীকে বললেন- "ভদ্রে যদি তোমার পুত্রের পুনঃ জীবন ইচ্ছা কর, তাহলে তুমি এখানে রোদন বিলাপ করোনা। এখনই তুমি সত্যাধিষ্ঠান কর। ইহাতে নিশ্চয়ই তোমার পুত্র পুনঃ জীবিত হবে।" ইহা শুনে দেবী তখনি তথায় উপবেশন করে স্বীয় মস্তকে অঞ্জলীবদ্ধ করে বললেন- "ভবৎ দেবগণ, আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এখন আমি আমার প্রিয় পুত্র মহাপদুম কুমারের পুনঃ জীবন লাভের জন্য সত্যাধিষ্ঠান করব।" এরূপে ইহা দেবগণকে জ্ঞাপন করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে সত্যাধিষ্ঠান করলেন-

১১২-১১৩। "ভবৎ দেবগণ, আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার পুত্রের কৃতকর্ম সুকার্যই হয়েছে। আমার জীবন লাভের জন্য আমার পুত্র শস্ত্রের দ্বারা স্বীয় হৃদয় ছেদন করে দিয়েছে। এ সত্যাধিষ্ঠান বলে আমার পুত্র পুনঃ জীবিত হোক।

দেবী এ সত্যাধিষ্ঠান করার সময়ান্তরেই দেবরাজ স্বীয় দিব্য প্রভাবে দিব্যৌষধ ও অমৃতোদক দেবলোক হতে নিয়ে ঔষধগুলি কুমারের দেহে মেখে দিলেন। দিব্য জল দেহে সিঞ্চন করে দিলেন। তখন দেবরাজের দিব্যানুভাবে ও দেবীর সত্যাক্রিয়াধিষ্ঠানানুভাবে পদুম কুমার জীবন লাভ করলেন। তাঁর দেহ বর্ণ হল কাঁচা সোনার ন্যায়। কুমার তখন শয়ন হতে উঠে স্বীয় মাতাকে বারবার বন্দনা করে মাতার গুণ অনুসরণ করলেন। তন্মুহূর্তে মহাপৃথিবী কম্পনাদি বহু আশ্চর্য ভাবের প্রাদুর্ভাব হল। সে বিষয় প্রকাশ মানসে ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা ভাষণ করলেন-

১১৪-১১৮। "সে পদুম কুমার পুনঃ জীবন লাভ করে স্বীয় মাতাকে বন্দনা করে মাতার নিকট উপবেশন করলে, মহা পৃথিবী সশব্দে কম্পিত হল। সে কুমারের কৃত গুণ অনুসরণ করা মাত্রই এ মহাপৃথিবী তাঁর তেজানুভাবে মহাশব্দে কম্পিত হল। পদুম কুমারের তেজে সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হল। মহা সুমেরু পর্বত রাজ অবনমিত হল এবং আকাশে "সাধুবাদ" শব্দ বিঘোষিত হল। দশদিক ও গিরি গুহা সমস্ত স্থানে আশ্চর্যভাবে বিদ্যোৎলহরী বিকশিত হল। সমস্ত আকাশ ও চারিদিকে অদৃষ্ট পূর্ব আশ্চর্যভাবের সৃষ্টি হল।" তখন দেবরাজ ইন্দ্র নিজের দিব্য স্বভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে তরুণ সূর্যের ন্যায় আকাশে স্থিত হয়ে নিজের দেবরাজ ইন্দ্রত্বভাব প্রকাশ কল্পে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

১১৯-১২০। "হে কুমার আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার এ দুষ্কর কর্ম দেখে আপনার পদে বন্দনা করছি। এব্যাপারে আপনার মাতা যেরূপ আনন্দ লাভ করলেন, আপনিও সর্বদা তেমন আনন্দিত হবেন। এখানে এসে মাতা-পুত্রের জীবন দান

করে আমিও প্রমোদিত হচ্ছি। এখন আমি আপনাদের জানিয়ে দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করছি। এবলে দেবরাজ বোধিসত্ত্বকে নানাপ্রকার স্তুতি নতি করে স্বীয় স্থানে প্রস্থান করলেন। সে বিষয় প্রকাশ কল্পে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১২১। "তখন দেবরাজ পদুমের স্তুতি করে ও তাঁকে বলে স্বর্গে চলে গেলেন। তখন মহাসত্ত্ব স্বীয় মাতাকে সঙ্গে নিয়ে পর্ণশালায় এসে বললেন মাতঃ, এ হতে ফল-মূলের জন্য অরণ্যে যাবেন না। শুধু এ পর্ণশালায় যথাসুখে বসে থাক্‌বেন। আমিই অরণ্য হতে ফল-মূল আরহণ করব এবং আপনার সেবাদি সমস্ত কাজ সম্পাদন করব।" সে হতে মহাপদুম কুমার স্বীয় মাতার সেবা শুশ্রূষা সুন্দর রূপে করতে লাগলেন। তিনি প্রত্যহ অরণ্য হতে ফল-মূলাদি আহরণ করে স্বীয় মাতাকে পোষণ করেন। তাঁরা মাতা-পুত্র উভয়ে মহারণ্যে বাস করে সুচরিত ধর্ম পূর্ণ করতঃ পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। তখন ঐ কুটরাজও অতি লোভে গৃহীত অগ্রবতী রাজ্যে রাজত্ব করতঃ যথায়ুস্কালে মৃত্যুর পর কর্মানুগতি প্রাপ্ত হল। ভগবান এ ধর্মদেশনা আহরণ করে জাতক সমাপ্তির নিম্নোক্ত ছয়টি গাথা ভাষণ করলেন-

১২২-১২৭। "তখন আমার রাজ্য লূণ্ঠনকারী লুব্ধ কুটরাজা বর্তমান আমার শত্রু পাপধর্মী দেবদত্ত। দেবরাজ ইন্দ্র বর্তমান আমার শাসনে দিব্যচক্ষুলাভী বলে প্রসিদ্ধ অনুরুদ্ধ। অনঙ্গসেন রাজা এখন শুদ্ধোদন। সুমেখলা দেবী এখন মহামায়া দেবী। অগ্রবতী রাজ্যবাসী জনগণ বর্তমান আমার শাসন পূর্ণকারী শ্রাবকগণ। মৈত্রী ধর্মে স্থিত মহাপদুম কুমার এখন আমি লোকনাথ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ। ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনাকারী তোমরা সবাই অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।"

(মহাপদুম জাতক সমাপ্ত।)

২৮। মহা সুরসেন রাজ জাতক-

“যে ধীরগণ দান দেন” ভগবান এ দেশনা জেতবনে বাস করবার সময় পূর্বকালে নিজের মস্তক দান সম্পর্কে বলেছিলেন। তখন এক কূলপুত্র অতিশয় শ্রদ্ধাবান ও প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তিনি অতীতে ‘কোনাগমন’ ভগবান শাসনে প্রব্রজিত ছিলেন। এখনো তিনি আমাদের বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হয়ে মহালাভী, যশস্বী ও বহু শিষ্য-প্রশিষ্য নিয়ে মহা পরিবারশালী হলেন। এক সময় তিনি চিন্তা করলেন- ‘এখন আমি বুদ্ধ রত্ন ও ধর্ম রত্ন পূজা করে, পুনঃ সংঘ রত্ন পূজা করব। এ মনে করে তাঁর মনোভাব স্বীয় শিষ্য প্রশিষ্যগণকে জ্ঞাপন করে বললেন- “বন্ধুগণ, এখন আমি এক সহস্র ভিক্ষু ও এক সহস্র শ্রামণ প্রত্যেককে ‘অষ্ট পরিক্খার’ ও বহুবিধ পরিভোগ্য বস্তু দান দেব।” এ বলে শিষ্য প্রশিষ্যকে আদেশ করলেন- “তোমরা মহা মণ্ডপ ও দানশালা তৈরী কর এবং আমার দায়কগণ হতে উক্ত দানীয় বস্তু সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ঘরে রাশিকৃত করে রাখ।” শিষ্যগণ তা সানন্দে সম্পন্ন করলেন। তখন তিনি সঙ্কল্পিত সমস্ত ভিক্ষু ও শ্রামণগণ নিমন্ত্রণ করে এনে এই সুসজ্জিত মণ্ডপে বসালেন এবং তথায় সপ্ত দিন ব্যাপী আগতাগত ভিক্ষু শ্রামণেরকে অষ্ট পরিক্খার দান দিলেন। উদ্বৃত্ত অষ্ট পরিক্খার আরো অন্যান্য ভিক্ষু শ্রামণেরকে দান দিয়ে পরে দীন-কাংগালগণকে নানাবিধ বস্তু দান করলেন। ইহার পর তিনি ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ শীল গ্রহণ করে অরণ্যবাসী ধুতাঙ্গধারীদের সাথে অরণ্যে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। তথায় তিনি বিদর্শন কর্মস্থান ভাবনা করে পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি উৎপাদন করলেন। তথায় নিরন্তর

ধ্যানাবস্থায় জীবন যাপন করে পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক পরায়ণ হলেন। একদা ভিক্ষু সংঘ ধর্মসভায় উপবেশন করে এরূপ কথার উত্থাপন করলেন- "অহো বন্ধুগণ, দান ইহালোকে এবং পরলোকে মহা ফল দায়কই হয়।" তখন ভগবান বুদ্ধ গন্ধকুটি হতে দিব্য কর্ণে ধর্ম সভায় ঐ ভিক্ষুগণের আলোচ্য বিষয় শোনলেন। তখন তিনি গন্ধকুটি হতে ধর্মসভায় এসে প্রজ্ঞাপ্ত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে উপবেশন করে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, এখন তোমরা কি বিষয়ের আলোচনা নিয়ে এখানে উপবিষ্ট আছ?" তখন ভিক্ষুগণও বিনীতভাবে তাদের আলোচ্যমান বিষয় বস্তু তথায় ব্যক্ত করলেন। বুদ্ধ বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, শুধু এখন যে নানাবিধ বস্তু আগত যাচকগণকে দান দেওয়া হয়েছে তা নয় পূর্ব্বেও পুরাতন পণ্ডিতগণ নিজের মস্তক পর্যন্ত দান দিয়েছেন। এ বলে শাস্তা মৌণভাব অবলম্বন করলেন। তখন ধর্ম সভায় উপস্থিত ভিক্ষুগণ দ্বারা প্রার্থীত হয়ে বুদ্ধ সে অতীত বিষয় প্রকাশ করতে লাগলেন-

অতীতে বারাণসী নগরে মহা সুরসেন নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। সে রাজার অগ্র মহিষীর নাম ছিল 'বিদ্যুৎলতা দেবী।' তাঁর মহামাত্যের নাম ছিল সুচী সেন। তখন মহা সুরসেন রাজা প্রত্যহ পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে অমাত্যাদি মহাজনগণকে উপদেশ দিতেন যে- "ভদ্রগণ আপনারা সবাই অপ্রমত্তভাবে যথাসাধ্য পূণ্যকর্ম করুন, দান দিন ও শীল রক্ষা করুন; ইত্যাদি বলে নিম্নোক্ত গাথাটি বলতেন-

১। "যে বীরগণ ধন অন্বেষণকারী যাচকদিগকে দান দেন, তাঁরা সর্বদা জগতে শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করেন।"

তিনি স্বীয় নগরের চার দ্বারে চারখানা, নগরের মধ্যভাগে একখানা এবং স্বীয় বাসগৃহের দ্বারে একখানা, এ ছয়খানা

দানশালা তৈরী করে প্রত্যহ এক এক দানশালায় এক সহস্র ছয় শত টাকার নানাবিধ দান সামগ্রী সজ্জিত করে আগত যাচকগণকে প্রত্যহ মহাদান করতেন। অমাবস্যা পূর্ণিমার উপোসথ দিবসে প্রাতেৌনাদি কার্য সমাপন করে সর্বালংকারে বিভূষিত হয়ে 'মহা পুণ্ডরিক' নামক মঙ্গল হস্তীতে আরোহণ পূর্বক অমাত্যগণসহ প্রত্যেক দানশালায় উপস্থিত হতেন। তথায় যাচকগণকে স্বহস্তে কিছুক্ষণ দান করতেন। তারপর ঠিক সেরূপ ভাবে দান দেওয়ার জন্য একজন অমাত্যকে নিযুক্ত করে অন্য দানশালায় উপস্থিত হতেন। এরূপে ক্রমান্বয়ে পর পর পাঁচটি দান শালায়ও গিয়ে স্বহস্তে কিছু কিছু দান দিয়ে, সর্বদা সেভাবে দান দেওয়ার জন্য অমাত্য নিযুক্ত করে নিম্নোক্ত গাথাটি বলতেন-

২। 'ভদ্রগণ, এ দানশালায় রাশিকৃত ধন-ধান্য ও পরিভোগ্য বস্ত্রাদির মধ্যে যে যাহা যাচঞা করবে তাকে তা দেবেন।'

অতঃপর মহা সুরসেন রাজা অমাত্যাদি মহাজন সংঘকে যথাযোগ্য উপহারাদি প্রদান করে মহাপুণ্ডরিক নামক হস্তীতে আরোহণ পূর্বক স্বীয় প্রাসাদে গমন করতেন। একদা প্রত্যুষকালে তিনি শয্যায় পদ্মাসনে বসে প্রত্যহ নিজের প্রদত্ত দান সম্বন্ধে চিন্তা করে চিত্তে প্রীতি উৎপাদন করলেন। আরো চিন্তা করলেন- "আমি বাহ্যিক বস্তুই দান দিচ্ছি। তাতে আমার মন তৃপ্ত হচ্ছে না। এখন আমি আধ্যাত্মিক বস্তুই দান দিতে ইচ্ছা করি। অদ্য প্রাতেঃ যাচকগণ বাহ্যিক বস্তু যাচঞা না করে, আমার চক্ষু, মস্তক, হৃদয়, মাংস, রক্ত, অর্ধ দেহ বা সম্পূর্ণ দেহের মধ্যে যে যা ইচ্ছা করে, তাকে তা দান করব- সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের হেতু উৎপাদনার্থ।" রাজা এরূপ একাগ্র মনে আধ্যাত্মিক

বস্তু দান দেওয়ার চিন্তানুভাব-তেজে মহা পৃথিবী কম্পনাদি বিস্ময়কর ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। সে বিষয় প্রকাশ কল্পে শাস্তা নিম্নোক্ত ছয়টি গাথা ভাষণ করলেন-

৩-৮। 'তারপর মহান ব্যক্তি রাজা সুরসেন স্বীয় প্রাসাদে উপবেশন করে দান দেওয়ার জন্য এরূপ চিন্তা করলেন। যাচক আমার নিকট এসে চক্ষু, হৃদয়, মাংস এবং আমার শরীরাদির মধ্যে যে কোন একটা আধ্যাত্মিক দান যাচঞা করে, আর যদি কোন যাচক আমার দেহ যাচঞা করে, তাহলে তাকে আশ্বস্ত করে তার দাস রূপে আমার এ দেহ তাকে দান করব। একগ্র চিত্তে এরূপ চিন্তা করায় মহাপৃথিবী কম্পিত হল, সুমেরু পর্বতরাজের অলংকৃত মস্তক অবনমিত হল। এরূপ স্বভাব চিন্তন প্রভাবে তখন বারাণসী নগরে ভীষণ লোমহর্ষণকর অবস্থা ঘটেছিল। তখন মহাসত্ত্বার নিকট বিপুল ভাবে জন সমাগম হয়েছিল। তৎকলে দেবরাজ ইন্দ্রের বাস ভবন উত্তপ্ত হল। দেবরাজ এ উষ্ণভাব অনুভব করে তৎকারণ চিন্তা করতঃ নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৯। "আমার আসন হতে আমাকে চ্যুত করবার জন্য কোন দেবতা বা মনুষ্য দান ও ব্রহ্মচর্য পালনাদি পুণ্যকর্ম পরিপূর্ণ করছেন কি?" তখন দেবরাজ চিন্তা করে দিব্য জ্ঞানে মহা সুরসেন রাজার একাগ্র মনে সঙ্কল্পিত বিষয় জ্ঞাত হয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে চিন্তা করলেন- "মহা সুরসেন রাজা বুদ্ধাঙ্কুর মহাপুরুষ। তিনি প্রত্যহ মহাজনগণকে নানাবিধ বাহ্যিক বস্তু দান দিয়ে সন্তুষ্ট হতে না পেরে, এখন অনাগতে বুদ্ধ হবার মানসে আধ্যাত্মিক বস্তুই দান করতে ইচ্ছুক হয়েছেন। এখন আমি সে মহা সুরসেন রাজার মনোবাসনা পূর্ণ করব।" এ চিন্তা করে দেবলোক হতে এসে মস্তক বিহীন দণ্ডধারী মানববেশে

রাজাঙ্গনে উপস্থিত হলেন। তখন রাজাঙ্গনে সমবেত জনগণ এ মস্তক বিহীন দণ্ডপরায়ণ পুরুষকে দেখে অতিশয় সংক্ষুব্ধ চিত্তে পরস্পর বললেন- 'অহো ভবৎগণ' একান্তই অভূতপূর্ব এ শিরহীন মানব এখানে এসেছে। তখন মহা সুরসেন মহাসত্ত্ব প্রাতেই আসন ত্যাগ করে প্রাসাদ হতে নিম্নে অবতরণ পূর্বক মঙ্গল হস্তীতে আরোহণ করে মহা জনগণ সহ স্বীয় দানশালায় যাওয়ার জন্য প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। তখন ঐ শিরহীন মানব একটু উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে রাজার দিকে হস্ত প্রসারণ পূর্বক বললেন- "ভবৎ মহারাজের জয় হোক্; জয় হোক্, জয় হোক।" রাজা ইতঃস্তত অবলোকন করে দেখলেন, তথায় শিরবিহীন দণ্ডধারী এক পুরুষ। তিনি এ আশ্চর্য মানব দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। তাই সাশ্রু নয়নে চিন্তা করলেন- "এখন আমি গৌণ না করে সকরুণ হৃদয়ে তার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করব। মহাসত্ত্ব এরূপ চিন্তা করে সকরুণ হৃদয়ে তার আগমন কারণ নিম্নোক্ত গাথা যোগে জিজ্ঞেস করলেন-

১০। "বল, তুমি কি কারণে এখানে এসেছ? তখন ঐ মানব বেদনাতুর ও কম্পমান দেহে হস্ত উৎক্ষিপ্ত করে বললেন- "মহারাজ আমি জন্মগত মস্তক বিহীন তরুণ। তাই আমি মস্তক সম্পন্ন হবার জন্য আপনার মস্তকটি যাচঞা করবার জন্য এখানে এসেছি! এখন আমি আপনারই শরণ নিচ্ছি। আমাকে মস্তকটি দান করুন। এবলে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

১১। "পরিপূর্ণ নদীর জল যেমন কোন সময়েই জলশূন্য হয় না, আপনিও সে রূপ। তাই আপনার নিকট মস্তক যাচঞা করতে এসেছি। তা আমাকে দান করুন।"

বোধিসত্ত্ব ইহা শুনে বললেন- "হে মানব, মস্তক বিহীন মনুষ্য (দেবতা বিশেষ) এখানে এসেছ নয় কি? ইহা শুনে শিরহীন মানব বললেন- "মহারাজ, আমি এই রূপেই জন্মগ্রহণ করে অনাথ হয়েছি। অদ্য আমার মস্তক লাভ করে মনোরথ পূর্ণ করবার আশায় আপনার নিকট এসেছি। আপনি মস্তক দান জনিত পুণ্যে দীর্ঘায়ু লাভ করবেন।" ইহা শুনে বোধিসত্ত্ব প্রীতিফুল্ল মনে 'আগামী কল্যই বুদ্ধত্ব লাভ করবার ন্যায় প্রীতিফুল্ল হৃদয়ে ও প্রসারিত হস্তে সহস্র টাকার থলি পতিত হওয়ার ন্যায় হয়ে বললেন- "হে শিরবিহীন মানব, তুমি যে আমার নিকট শির প্রার্থনা করছ, তা অতীব সাধু। তা পূর্ণ করব। এ বলে আনন্দিত মনে মহা পৃথিবী গর্জনের ন্যায় নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

১২-১৩। "হে মানব, তুমি যা প্রার্থনা করছ, আমি তোমার সে মনোরথ পূর্ণ করব। পূর্বে আমি দানের দ্বারা সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছি। এখন এ দানের দ্বারা অনাগতে নিশ্চয়ই বুদ্ধ হব। "হে মানব তা তোমাকে অকম্পিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত দেব। দানই আমার মন রমিত হয়। বোধি লাভের জন্য তা তোমাকে দেব। এখানে নিশ্চয় আমি বুদ্ধ হব।

এ বলে মহাসত্ত্ব পুনঃ বললেন- "হে মানব, এখানে দাঁড়াও। আমি তোমাকে আহ্বান করছি।" এ বলে বিচারালয়ের আসনে বসে অমাত্যাদি মহাজনগণকে সমবেত করিয়ে সূচী সেন অমাত্যকে আদেশ দিলেন যে "বাবা সূচীসেন, তুমি এখান হতে গিয়ে আমার রাজাঙ্গনে স্থিত শিরবিহীন মানবটিকে এখানে নিয়ে আস। অমাত্য "তথাস্তু দেব" এবলে রাজাঙ্গন হতে ঐ শিরবিহীন পুরুষটিকে বিচারালয়ে নিয়ে আসলেন। তখন রাজা সে শিরহীন পুরুষকে

মহা পালংকে বসালেন। তখন স্বীয় পুত্র "বরজ কুমারের" হস্তে সুবর্ণ গাড়ু দ্বারা জল সিঞ্চন করে রাজত্ব প্রদান করলেন। তারপর স্বীয় অগ্র মহিষী বিদ্যোৎ লতা দেবীকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

১৪-১৫। "ভদ্রে, আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমাকে সুভাষিত বাক্য বলছি। অনাগতে বোধিলাভের জন্য অদ্য শির দান পারমী পূর্ণ করব। সর্বজ্ঞ বুদ্ধের পরিচিত আমার সেই পুণ্য কর্ম অনুমোদন কর।"

এবলে মহাসত্ত্ব পুনঃ দেবীকে বললেন- দেবী এখন আমি মদীয় মস্তক শিরবিহীন মানবকে দান করব। তা তুমিও অনুমোদন কর।" ইহা শুনে দেবী প্রমুখ যোদ্ধাগণ এবং সুচীসেন অমাত্য প্রমুখ মহাজনগণ মহা কোলাহল শব্দ করে মহাসত্ত্বের পাদমূলে পড়ে সরোদনে বললেন- "মহারাজ, আপনি কেন এরূপ অযুক্তিকর কর্ম করবেন? আপনি বিনা আমরা সবাই অনাথ হব।" ইত্যাদি বলে সবাই রোদন করতে লাগলেন। তাদের এ রোদন- শব্দ শুনে মহাসত্ত্ব চিন্তা করলেন- "আমি এখানে দান পরমার্থ পারমী পূর্ণ করতে সক্ষম হবনা। অদ্যই আমি এনগরের বহির্ভাগে গিয়েই দান পারমী পূর্ণ করব।" এ চিন্তা করে নিজের দেবী, যোদ্ধাগণ ও অমাত্যগণকে উপদেশ দিয়ে সুচীসেন অমাত্য, সুবর্ণ সূত্র রতন খড়ুগ ও শিরবিহীন মানবকে সাথে করে নিজের উদ্যানের দিকে যাত্রা করলেন। তখন সমস্ত যোদ্ধা, অমাত্য ও নগরবাসিগণ পৃষ্ঠ দেশে কেশ ছেড়ে দিয়ে আলুতালু বেশে উভয় হস্তে বক্ষ প্রহার পূর্বক বোধিসত্ত্বের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। তখন মহাসত্ত্ব এ মহাজনস্রোতকে প্রত্যাবর্তন করাতে না পেরে স্বীয় অমাত্যকে বললেন- তাত অমাত্য, তুমি এ খড়ুগ দ্বারা আমার শিরচ্ছেদ

করে তা এ অশির মানবকে দান কর।" ইহা শুনে অমাত্য অনিচ্ছা প্রকাশ করে কৃতাঞ্জলি করপূটে রাজাকে নিবারণ করলেন। তখন মহাসত্ত্ব নিজেই খড়ুগ হস্তে নিয়ে স্বীয় মস্তক ছেদন ইচ্ছায় আকাশ দিকে অবলোকন করে বললেন- ভবৎগণ আপনারা সবাই আমার দানোত্তম শির দান দর্শন করুন। আমার শির পরিত্যাগ দ্বারা জগতে চক্রবর্তী রাজ সম্পত্তি, ছয় কামাবচর সম্পত্তি ও ব্রহ্মলোক সম্পত্তি প্রার্থনা করছি না। অপিচ আমি অনাগতে সম্যক সম্বোধিই প্রার্থনা করছি। এ আমার মস্তক দান অনাগতে সমস্ত জগতের হিতসুখ প্রদায়ক সর্বজ্ঞ জ্ঞানের হেতু হোক।" এবলে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

১৬-১৭। "হে দেবগণ, আপনারা সবাই আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি বোধিলাভের কারণে মস্তক দান দিচ্ছি। আমার এ মস্তকে দান দ্বারা জনতাকে আমি জ্ঞান দান করব। অনাগতে আমি সংসার হতে উত্তীর্ণ হয়ে পরে জনতাকে উত্তীর্ণ করব।" এ বলে মহাসত্ত্ব নির্ভয়েই "আগামী কল্য যেন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবেন," এ মনে করে প্রীতিফুল্ল চিত্তে মস্তক দানের ইচ্ছায় নিজেই গ্রীবাদেশ ছেদন করতে আরম্ভ করলেন। তৎক্ষণেই মহাসত্ত্বের মস্তক দান তেজে সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হল। আকাশ হতে দেবগণও সাধুবাদ প্রদান করে তথায় পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করলেন। এবিষয় প্রকাশ প্রসঙ্গে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

১৮-১৯। দিব্য মান্দার পুষ্প, পদুম পুষ্প ও পারিজাত পুষ্পাদি আকাশ হতে দেবগণ নরলোকে দিক্‌বিদিকে বিকীর্ণ করতে লাগলেন। চম্পক, বেল, সলল, নাগেশ্বর, পুন্নাগ ও কেতকী পুষ্পাদি ভূমিবাসী দেবগণ চারিদিকে বিকীর্ণ করতে লাগলেন।" বোধিসত্ত্ব নিজেই নিজের দক্ষিণ হস্তে গৃহীত খড়ুগ

দ্বারা স্বীয় শির ছেদন পূর্বক সে সরক্ত মস্তক বাম হস্তে গ্রহণ করে অশির মানবকে দান করলেন। তখন অশির মানব তা লাভ করে অতি সুখী ও আনন্দিত মনে তথায় উপবেশন করলেন। তৎকালে অনেক প্রকার পৃথিবী কম্পনাদি নানা প্রকার আশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল। সে বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

২০-২১। "মস্তক দান করা হলে তখনই ভীষণ লোমহর্ষণকর ভাবে মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল। এবং সারা নগর ভীষণ ও রোমাঞ্চকরভাবে সংক্ষুব্ধ হয়েছিল।"

তখন সূচীসেন অমাত্য মহাসত্ত্বের পাদে নিপতিত হয়ে বহু রোদন-বিলাপ করে রাজার গ্রীবাদেশ হতে গলিত রক্ত নিজের মস্তকে মেখে নিয়ে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। তথায় বিদ্যোৎলতা দেবী ও অন্যান্য জনগণকে রাজার মস্তক দান বিষয় প্রকাশ করলেন। ইহা শুনে দেবী প্রমুখ যোদ্ধাগণ, অমাত্যবৃন্দ ও নগরবাসিগণ সহ্য করতে না পেরে মহাশব্দে রোদন পরায়ণ হয়ে নগর হতে উদ্যানাভিমুখে ধাবিত হলেন। তাঁরা যথাকালে উদ্যানে পৌঁছে মহাসত্ত্বের পাদমূলে পতিত হয়ে বক্ষে করাঘাত করতঃ রোদন-বিলাপ করতে লাগলেন। বিদ্যোৎলতা দেবী ও বরজ কুমার এ উভয় ক্ষত্রিয় মহাসত্ত্বকে আলিঙ্গন করে স্বীয় বেণী সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা রক্ত মুছতে মুছতে তথায়ই উন্মাদিনীর ন্যায় এদিক ওদিক গড়াতে লাগলেন। তৎক্ষণে রাজান্তঃপুরবাসিনী নারীগণ শীতল জল নিয়ে ঐ ক্ষত্রিয়দ্বয়ের দেহে সিঞ্চন করলেন। তাঁরা এ শীতল জলে আর্দ্রিত হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস লাভ করলেন। তৎপর দেবী উভয় হস্তে স্বীয় বক্ষ প্রহার করতঃ বললেন "হায় হায় স্বামিন্, এখন আমি দীন হীন হলাম। অদ্য হতে আমার বৈধব্য দুঃখ ভোগ

করতে হবে।" এরূপে নানা পর্যায়ে বিলাপ-রোদনাদি করে অনুতপ্ত হৃদয়ে তথায় স্থিত হলেন। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় দিব্যরূপ ধারণ করতঃ রাজ প্রদত্ত সেই মস্তকটি লুকায়ে সর্বালংকারে প্রতিমণ্ডিত তরুণ সূর্যের ন্যায় আকাশে বিরোচিত হয়ে সে বিলাপ ক্রন্দনময় বিরাট জনতা মধ্যে ক্রন্দন পরায়ণা দেবীকে সম্বোধন করে বললেন- "হে দেবী, তুমি রোদন ও বিলাপ করোনা। আমি এখন তোমার স্বামী রাজার জীবন দান করব।" এবলে তৎক্ষণে স্বীয় ইন্দ্রত্ব প্রভাবে সে রাজ প্রদত্ত মস্তকটি রাজার গ্রীবাদেশে বন্ধন করে অমৃতোদক সিঞ্চন পূর্বক রাজার স্বস্তিভাব আনয়ন করলেন। তখন জনগণ বোধিসত্ত্বকে তথায় নিরাময় সুস্থ দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে সাধুবাদ শব্দে সর্বদিক মুখরিত করে বস্ত্র উৎক্ষেপে আনন্দ জ্ঞাপন করলেন। তৎপর দেবরাজ বোধিসত্ত্বের স্তুতি নতি করলেন। সে বিষয় প্রকাশ কল্পে শাস্তা নিম্নোক্ত সাতটি গাথা ভাষণ করলেন-

২২-২৮। "তাঁর সংকল্প জ্ঞাত হয়ে দেবরাজ তাঁকে এরূপ বললেন- "দেব-মানবের মধ্যে শুধু আপনারই জয়। আপনার একাজে মহা পৃথিবী পর্যন্ত ভৈরব শব্দে নিনাদিত হয়েছে। সে শব্দ দেবলোকে গিয়েছে। গিরি গহ্বরাদি সহ সমস্ত পৃথিবীতে বিদ্যুৎলহরীর চমৎকার ক্রীড়া হয়েছিল। নারদ পর্বতবাসী ও দেবলোকবাসী সবাই আপনার দান অনুমোদন করেছিল। তখন তারা স্বীয় স্বীয় বিমান দ্বারে আনন্দিত চিত্তে স্থিত ছিলেন। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, সোম, যাম ও বৈশ্রবনাদি সমস্ত দেবগণ আপনার এ দুষ্কর কার্য অনুমোদন করেছিলেন। অদেয় বস্তু দানকারীরাই দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। সে সৎলোকদের দুষ্কর কর্ম অশান্ত ব্যক্তিরা সম্পাদন করতে পারে না। তদ্ধেতু সৎ এবং অসতের গতি নানা প্রকার হয়। অসতেরা

নিরয়ে যায় এবং সতেরা স্বর্গ পরায়ণ হয়। মহারাজ, আপনি যে দানোত্তম মস্তক দান দিয়েছেন, তা অতি শ্রেষ্ঠ মনোকর্ম। এতদ্বারা স্বর্গেই উৎপন্ন হবেন।" এ বলে দেবরাজ চিন্তা করলেন- "আমি এখানে আর গৌণ না করে দেবলোকেই চলে যাওয়া উচিত।" এচিন্তা করে নিজের ইন্দ্রভাব প্রকাশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাটি বল্‌লেন-

২৯। "আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার মনোরথ পূর্ণ করবার জন্যই এখানে এসেছি। ইহা আপনার বোধিলাভের হেতু হবে।"

এরূপে দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বের সাথে আলাপাদি করে প্রজ্জ্বলিত দিব্যদেহে তরুণ সূর্যের ন্যায় আকাশে স্থিত হয়ে বললেন- "মহারাজ আপনি যাবজ্জীবন মহাজনসঙ্ঘকে দান প্রদান ও শীল পালন করুন।" ইত্যাদি বলে উপদেশ প্রদান পূর্বক পুনঃ বললেন- 'মহারাজ, আপনার এ দান-পুণ্য-ফলে অনাগতে সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। পূর্বে বোধিসত্ত্বগণ পঞ্চ মহাদান দিয়ে বুদ্ধত্বলাভ করেছেন।" এরূপ বলে তথা হতে অন্তর্হিত হয়ে দেবলোকে গমন করলেন। সে বিষয় প্রকাশ প্রসঙ্গে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

৩০। "দেবলোকের ঈশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র রাজার স্তুতি করে স্বর্গে প্রস্থান করলেন।"

তখন মহাসুরসেন রাজার দেবরাজ ইন্দ্রের প্রভাবে নিজের জীবন লাভ করে সেখান হতে উঠে নিরাপদ স্থানে বসলেন। তৎপর বিদ্যোৎলতা দেবী নিজের স্বামীকে নিরোগ ও প্রাকৃতিকভাব দেখে চিত্তে প্রীতি সৌমনস্যভাব উৎপাদন করে বললেন- "সুখকামীরা সর্বদা দান দেওয়া উচিত। সমস্ত অমাত্য ও নগরবাসিগণ প্রীতি সৌমণস্য লাভ করে সেখানেই

বোধিসত্ত্বকে অভিষেক প্রদানান্তর নগরে নিয়ে গেলেন। সে হতেও বোধিসত্ত্ব নিজের দানশালায় উপস্থিত জনগণকে মহাদান দিয়ে পরিশেষে মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। নগরবাসীরাও তার উপদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর কর্মানুযায়ী নানা দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। ভগবান বুদ্ধ এ ধর্মদেশনা আহরণ করে বললেন- "এখন যে শুধু এরূপ মহাদান হয়েছে তা নয়। পূর্বেও আমা কর্তৃক এরূপ মহাদান দেওয়া হয়েছিল। ইহা বলে জাতক সমাপনার্থ নিম্নোক্ত পাঁচটি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৩১-৩৫। "তখনকারের দেবরাজ ইন্দ্রই এখন দিব্যচক্ষুধারী অনুরুদ্ধ। সূচীসেন অমাত্য এখন আমার উপস্থায়ক আনন্দ। বরজ নামক রাজপুত্র এখন আমার আত্মজ রাহুল। বিদ্যোৎলতা দেবী এখন যশোধরা। সে সময়ের মাতা-পিতাই এখন আমার মাতা-পিতা। অবশিষ্ট মহাজন সঙ্ঘ বর্তমান আমার পরিষদ মণ্ডলী। পুণ্যকামী মহাসুরসেন মহারাজ এখন আমি লোকনাথ তথাগত সম্বুদ্ধ। তোমরা সবাই ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনাকারীরা অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(মহাসুরসেন রাজ জাতক সমাপ্ত।)

২৯। ব্রহ্ম ঘোষ রাজ জাতক-

"ভদন্ত ভগবান, দেশনা করুন", ইহা ভগবান জেতবনে বাস করবার কালে তাঁর বাক্যলহরী সম্পর্কে বলা হয়েছিল।

এক দিবস ভিক্ষুসংঘ ধর্ম সভায় উপবেশন করে এরূপ আলোচনা করতে লাগলেন- "অহো বন্ধুগণ, আমাদের শাস্তার বাক্যলহরী জগতে দেব-মনুষ্যদের প্রতিশরণ হয়েছে। তাই তাঁর নাম প্রকট হয়েছে 'লোকনাথ তথাগত।' তখন বুদ্ধ

গন্ধকুটি হতে ধর্মসভায় ভিক্ষুগণের আলোচনা দিব্য কর্ণে শুনে তখনই গন্ধকুটি হতে ধর্মসভায় এসে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে উপবেশন করলেন এবং ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন- "তোমরা এখানে কি বিষয়ের আলোচনা নিয়ে বসে আছ?" তখন ভিক্ষুগণ তাদের আলোচ্যমান বিষয় যথাযথভাবে বুদ্ধের নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন বুদ্ধ বললেন- 'শুধু এখনই তথাগত লোকনাথ এ জগতে দেব-মনুষ্যদের প্রতিশরণ হয়ে তথাগত লোকনাথ বলে যে প্রকট হয়েছে, তা নয়; পূর্বেও আমি শ্রমণদের চর্তুপ্রত্যয় ও মহাজনসংঘকে নানা বস্তু দায়ক বশে সবারই প্রতিশরণ ছিলাম। এ বলে বুদ্ধ নীরবতা অবলম্বন করলেন। তখন উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ দ্বারা প্রার্থীত হয়ে পূর্বকালের সে অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন-

অতীতে "কুসুম্ভ পুর" নামক এক নগর ছিল। সে নগর অতি নিরাপদ সম্পন্ন ও সুভিক্ষ ছিল। তথায় বহুবিধ পুষ্করিণী ও সরোবর ছিল। বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হস্তী, অশ্ব, রথ সমাকীর্ণ এবং বহুবিধ রতনে ভরপূর ছিল। সে নগরে বোধিসত্ত্ব 'ব্রহ্মঘোষ' নামক রাজা শম-দম গুণ সম্পন্ন হয়ে ধর্মতঃ রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্রমহিষীর নাম ছিল 'নন্দা দেবী'। সে সময়ে পদুমুত্তর নামক সম্যক সম্বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এক সময়ে পদুমুত্তর বুদ্ধ কুসুম্ভপুর নগরে বাস করতেছিলেন। তখন ব্রহ্মঘোষ রাজা ষোল বৎসর ধরে একাক্রমে পদুমুত্তর বুদ্ধ প্রমুখ পঞ্চ সহস্র ভিক্ষুসংঘকে চারি প্রত্যয় দ্বারা সেবা করেছিলেন। সে রাজা স্বীয় রাজ্যবাসী মহাজনসংঘকে দান, প্রিয় বাক্য, সমদর্শী ভাব ও সুবিচার, চতুর্বিধ উপকারী বিষয় দ্বারা পালন করতেন। তখন সে রাজ্যবাসী সবাই নিরোগী, সুখী ও বহু ধন-ধান্যে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। এক দিবস ব্রহ্মঘোষ রাজা বুদ্ধের

নিকট উপস্থিত হয়ে সর্বদা ধর্ম দেশনা করবার জন্য ও তাঁকে বন্দনা করবার সুযোগ দেওয়ার জন্য নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১। "ভন্তে ভগবান, আমার ও মদীয় যোদ্ধা প্রমুখ জনগণের হিত সুখের জন্য নিরন্তর সদ্ধর্ম দেশনা করুন।" তখন সে ভগবান তথায় উপবিষ্ট ব্রহ্মঘোষ রাজ প্রমুখ মহাজনসংঘের নিকট চারি আর্য সত্য প্রকাশ মানসে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

২-৩। "দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য ও মার্গ সত্য; এ চারি সত্য সর্বদা আমা দ্বারা কথিত। ত্রৈভূমিক দুঃখ সত্য, তৃষ্ণা সমুদয় সত্য, নির্বান নিরোধ সত্য এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই মার্গ সত্য।

পদুমুত্তর বুদ্ধের এ সত্য দেশনার পর অশীতি কোটি সহস্র দেব-মানবের ধর্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল। তখন ব্রহ্মঘোষ রাজা প্রমুখ যোদ্ধা বৃন্দ ও মহাজনসংঘ বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শুনে চিত্তে পরম প্রীতি উৎপাদন করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের সেবা করতেছিলেন। তৎক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্রের বাস ভবন উত্তপ্ত হল। দেবরাজ ইহা অনুভব করে তার কারণ চিন্তা করার পর নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

৪। "কোন দেব মনুষ্য দান ব্রহ্মচর্যাদি পুণ্য কর্ম সম্যকরূপে পূর্ণ করছেন। সে পুণ্যকর্মকারীই বোধ হয় আমার এ আসন হতে চ্যুত করবেন।"

তৎপর দেবরাজ ইন্দ্র পুনঃ চিন্তা করে ইহার কারণ সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে তুষ্ট চিত্তে চিন্তা করলেন- "সে ব্রহ্মঘোষ রাজা শম-দমে ধর্মতঃ রাজত্ব করছেন। এখন আমি তাকে পরীক্ষা করবার জন্য কুসুম্ভ পুর নগরে যাবো।" দেবরাজ এরূপ চিন্তা করে মাতলী দেব পুত্রকে আহ্বান করে বল্লেন- ভবৎ

মাতলী, তুমি নিজের প্রকাণ্ড কুকুর বেশ ধারণ করে কুসুম্ভপুর নগরে যাও। আমিও কুকুর পালক বেশ ধারণ করে তোমার পশ্চাদগামী হব।" এবলে মাতলীকে কুসুম্ভপুরে পাঠিয়ে পরে নিজেও কুকুর পালক বেশ ধারণ পূর্বক কুকুর বেশ ধারী মাতলীর পশ্চাদ্গামী হলেন। মাতলী কুসুম্ভপুরের মধ্যভাগে এসে ভৈরভ শব্দে বারত্রয় কুকুর শব্দ করলেন। সে মহাশব্দ সারা কুসুম্ভপুর বিস্তৃত হয়ে কম্পিত হল। তখন সে নগরবাসী সবাই ভীত সন্ত্রাসিত হয়ে চারিদিকে পর্বতে গুল্ম-ঝোপে ও বৃক্ষমূলাদিতে দৌঁড়ে গিয়ে পলায়ন করলেন। সে রাজাও ঐ ভৈরভ মহাশব্দ শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাসাদের সপ্তমতলে আরোহণ করে লোকের নিকট জিজ্ঞাসভ করলেন- 'ভবৎগণ, ইহা কিসের শব্দ?' লোকেরা বললেন- "মহারাজ এ শব্দটি কুকুরেরই শব্দ। ইহা শুনে রাজা বললেন- "ভবৎগণ, সে কুকুরের কোন পালক তথায় আছে কি?" লোকেরা বললেন- "মহারাজ, সে কুকুরের পেছনে একটি লোক দেখছি দাঁড়িয়ে আছে।" রাজা বললেন- "সে পুরুষই ঐ কুকুরের পালক হবে। তোমরা তার নিকট গিয়ে সে কুকুরের শব্দ করার কারণটা কি তা জানিয়ে আস। তখন তারা তথাস্তু বলে ঐ কুকুর পালকের নিকট গিয়ে বলল- হে কুকুর পালক, আপনার কুকুর কি কারণে অশ্রুতপূর্ব এত বড় ভৈরভ শব্দ করল? কুকুর পালক বললেন- 'আমার কুকুরটি এখন বড়ই ক্ষুধার্ত। তাই এরূপ মহাশব্দ করছে।" তখন লোকেরা রাজার নিকট গিয়ে একথা ব্যক্ত করল। রাজা তখন লোকদিগকে আদেশ দিলেন। "প্রত্যহ ঐ কুকুরকে এক আড়ি চাউলের অন্ন খেতে দাও। তখনই রাজার নির্দেশ মত অন্ন তৈরী করে দেওয়া হল। কুকুর তা এক কবলেই নিঃশেষ করে পুনঃ পূর্বের মত ক্ষুধার্তভাব ব্যঞ্জক

তিনবার ভৈরভ শব্দ করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন কুকুর পালক রাজাকে বললেন- "মহারাজ, আমার কুকুর অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বিধায় পুনঃ এরূপ শব্দ করছে।" রাজা ইহা শুনে অমাত্যকে বললেন- "এ নগরের লোকের জন্য যাই খাদ্য ভোজ্য তৈরী হয়েছে, সবগুলি সংগ্রহ করে এ কুকুরকে এনে দাও।" রাজপুরুষগণ তা ত্বরিত গতিতে রাজাদেশ পালন করলেন। তখনও সে কুকুর বিরাট রাশিকৃত খাদ্য ভোজ্য পলকের মধ্যেই গলাধঃকরণ করে, ভোজনে অতৃপ্তাবস্থাব্যঞ্জক পুনঃ তিনবার বিরাট শব্দ করে দাঁড়িয়ে রইল। ইহা শুনে রাজা সে কুকুর পালককে বললেন- "হে কুকুর পালক, তোমার কুকুর পুনঃ কেন এত বড় শব্দ করল?" কুকুর পালক বললেন- "মহারাজ আমার কুকুর অতিশয় ক্ষুধার্ত। তাই এত আহার খেয়েও তৃপ্ত হতে না পেরে, এবারও বিরাট শব্দে সে ক্ষুধার খবর জ্ঞাপন করছে।" ইহা শুনে ব্রহ্মঘোষ রাজা নীরব হলেন। তখন কুকুর পালক রাজাকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত সাতটি গাথা বললেন-

৫-১১। "মহারাজ, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধ, অধার্মিক, লোভী ও প্রাণী হত্যাকারী সে ব্যক্তিই জগতে মহা যশস্বী হয়। যে ব্যক্তি বুদ্ধের বাসস্থান এবং বিহার ভগ্ন করে ও ভগ্ন করায়, সে সর্বদা সুখী হয়। যে ব্যক্তি চৈত্য, বোধিবৃক্ষ ও দেব বৃক্ষাদি ধ্বংস করে, সর্ব সুখ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ বৈরকর্ম করে ও করায় সে দীর্ঘায়ু হয়। যারা শ্রমণ ব্রাহ্মণকে নিন্দা, আক্রোশ ও ভর্ৎসনা করে, তারা জগতে সুখ প্রাপ্ত হয়। যারা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, শীলবান ও বহুশ্রুতকে রক্ষা করেনা, তারা সুখ প্রাপ্ত হয়। যারা নিজের স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, মিত্র অমাত্য ও মহাজনগণে রক্ষা না করে, তারা সর্বদা সম্পত্তি ও শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করে।" এরূপে

উক্ত সপ্ত গাথা দ্বারা রাজার চিত্ত পরীক্ষা করে দেবরাজ পুনঃ নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১২। "রাজন্, আমি যা বললাম তা একান্তই সত্য। অশ্রদ্ধ হয়ে এবম্বিধ সুখ লাভ করুন। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ ক্ষেত্রে এবং মহাজনগণকে দান দাও, কিন্তু তাতে সুখ সম্পত্তি প্রাপ্ত হবেন না। ঐ সুখের কারণ হল অসদ্ধর্ম।" ইহা শুনে মহাসত্ত্ব নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৩। "হে, আমার বাক্য শ্রবণ কর। মিথ্যা বাক্য নিষ্ফল; তা আমার অমনোজ্ঞ। এসব বাক্য বল না। এখন তোমার নিকট যা শোনলাম, তা পূর্বে কখনো শুনিনি।" এ বলে মহাসত্ত্ব নিজের স্বভাব দেশনা করে নিম্নোক্ত তিনটি গাথা বললেন-

১৪-১৬। আমি সর্বদাই শ্রদ্ধাহীন হব না। বুদ্ধ ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘকে সর্বদা শ্রদ্ধার সহিত দান করব, বোধিলাভের জন্য। তুমি ত্রিরত্নের প্রতি একাই অশ্রদ্ধ। আমি অনাগতে বোধি লাভের জন্য সর্ব্বদাই পুণ্যকর্ম করব। আমি পুণ্যকর্ম করে দেবলোকে যাব। কিন্তু তুমি সর্বদা পাপ কর্ম করে চতুর্বিধ অপায়ে উৎপন্ন হবে। তখন কুকুর বেশধারী মাতলী দেবপুত্র এদিক ওদিক সগর্জনে লাফালাফি করে যেন সে নগরের সকল মানুষকে ভক্ষণ করবে, সেরূপ ভাব দেখাতে লাগলেন। তখন দেব রাজ সবারই মঙ্গলকামী ভাব ধারণ করে দুঃখীতের ন্যায় তথায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন মহাসত্ত্ব তথায় একত্রিত মহাজনগণ ও দেবরাজকে ধর্মদেশনাচ্ছলে নিম্নোক্ত একাদশটি গাথা ভাষণ করলেন-

১৭-২৭। হে মহাজনগণ, যারা অশ্রদ্ধ, অধার্মিক, লুব্ধ, ও প্রাণীহত্যাকারী, তারা জগতে মহা দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যারা ভগবানের গন্ধকুটি ও বিহার নষ্ট করে বা করায়, তারা সর্বদা

বহু জন্মে দুঃখীই হয়। যারা পাপচিত্তে চৈত্য, বোধিবৃক্ষ ও দেবস্থান নষ্ট করে, তারা নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তিগণ পঞ্চবিধ বৈরী কর্ম করে বা করায়, তারা চতুর্বিধ অপায়েই উৎপন্ন হয়। জগতে যারা শ্রমণ, ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা, আক্রোশ ও ভর্ৎসনা করে তারা জন্মজন্মান্তরে সর্বদা দুঃখ ভোগ করে। যারা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, শীলবান ও বহুশ্রুতকে রক্ষা করে না, ও দান দেয়না, নিজের পুত্র, দার, জ্ঞাতি, বন্ধু, মিত্র ও দাস-দাসীকে যথাযোগ্যভাবে রক্ষা করে না তারা বিনাশ, অযশঃ ও ভয় প্রাপ্ত হয় এবং চারদিকে তাদের শত্রু উৎপন্ন হয়। সর্ব্বদা অতি কাঙ্গাল ও দরিদ্র হয়। তাদের নিকট সর্ব্বদা লোভ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয়ে তাদের শ্রেষ্ঠ সুখ হনন করে চতুর্বিধ অপায়ে উৎপন্ন হয়। ভবৎগণ, এবাক্যগুলি একান্তই সত্য। তোমরা সবাই ত্রিরত্নকে যথাশক্তি দান দেবে। তোমরা সবাই শ্রদ্ধা সহকারে বুদ্ধ, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘকে নিশ্চয়ই দান দেবে এবং মহাজনগণকে অন্নপানীয় দ্বারা সর্বদা পরিতৃপ্ত করে দান দিয়ে স্বর্গে গমন করবে।”

এরূপে মহাসত্ত্ব একাদশ গাথাযোগে সমবেত জনমণ্ডলীকে ধর্ম দেশনা করলেন। তিনি সম্যক শ্রদ্ধাসম্পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রত্যহ পদুমুত্তর বুদ্ধের শাসনে নানাবিধ শ্রেষ্ঠ খাদ্য ভোজ্যাদি দ্বারা পদুমুত্তর বুদ্ধ প্রমুখ পাঁচ হাজার ভিক্ষু সংঘকে পরিচর্য্যা করতেন এবং চতুর্বিধ উপকারী বস্তু দ্বারা নগরবাসীকে পালন করতেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র কুকুর পালক বেশ ত্যাগ করে দিব্য সর্বালংকারে সজ্জিত হলেন এবং সহস্র দেবগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে সূর্যের ন্যায় আকাশে স্থিত হলেন। তখন দেবগণের দিব্য প্রভায় সমগ্র কুসুম্ভ নগরে অব্ভাসিত হল। সে আকাশে সহস্র দিব্য বিমানের প্রাদুর্ভাব হল। প্রত্যেক বিমানে

সহস্র সহস্র অপ্সরা দিব্য পঞ্চাঙ্গিক তুর্য ধ্বনি সহকারে চিত্ত বিনোদনকর নাচগানে রতা। নানাবিধ দিব্য সম্পদে বিমানগুলি পরিপূর্ণ। নানা দিব্য সম্পদে সমৃদ্ধ এ বিমানগুলি মানব দৃষ্টি গোচরে রেখে দেবরাজ সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন- ভবৎগণ, এখানে সমবেত আপনারা দৃষ্ট এ দিব্য সম্পত্তি প্রার্থনা করে যথাশক্তি দানাদি পুণ্য ক্রিয়া সম্পাদন করুন। এ বলে মহাজনগণকে আরও উপদেশ প্রদান মানসে নিম্নোক্ত পঞ্চদশটি গাথা ভাষণ করলেন-

২৮-৪২। ভবৎগণ, যে সব শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হয়ে শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, জগতে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ ও অগ্র। যাঁরা বোধিবৃক্ষ রোপন করেন বা করান ও বুদ্ধ প্রতিমুর্তি স্থাপন করেন, তাঁরা নানাবিধ সুখ ভোগ করেন। যে গৃহীগণ সর্বদা পঞ্চশীল রক্ষা করেন ও একান্ত মনে পুণ্য কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁরা যশঃ কীর্তি লাভ করেন। যাঁরা ধর্মতঃ পুত্র-দ্বার-দাস-দাসী, ও কর্মচারীকে পোষণ করেন, তাঁরা সর্বদা স্বর্গে উৎপন্ন হন। যে নরগণ শ্রদ্ধাচিত্তে ভিক্ষু শ্রমণকে চারি প্রত্যয় দ্বারা সর্বদা সেবা পূজা করেন, তাঁরা স্বর্গেই উৎপন্ন হন। যাঁরা ভিক্ষু শ্রামণের বাসোপযোগী কুঠির, বিহার, চৈত্য, সংঘারাম ও আবাস তৈরী করেন, তাঁরা স্বর্গে উৎপন্ন হন। যে ব্যক্তিগণ সগৌরবে সসম্মানে মাতা পিতাদি পোষ্যগণকে পোষণ করেন, তাঁরা ইহ-পরকালে সর্বদাই সুখী হন। যে সব সৎপুরুষ কৃতজ্ঞ অর্থাৎ উপকারীর উপকার স্বীকারকারী ইত্যাদি গুণে প্রতিমণ্ডিত দানে রত ও পুণ্যানুমোদনকারী, তাঁরাই স্বর্গ পরায়ণ ব্যক্তি। যাঁরা শীলবান ভিক্ষু শ্রামণকে অন্ন পানীয় দ্বারা সর্বদা পরিতৃপ্ত করেন, তাঁরা সর্বদা স্বর্গে উৎপন্ন হন। যে ব্যক্তি পুণ্য চিত্তে চৈত্য, বোধিবৃক্ষ ও দেবস্থান রক্ষা করেন, সে সর্বদা স্বর্গে

উৎপন্ন হন। যে নারিগণ অসঙ্কোচ চিত্তে স্বীয় স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা করে, তাঁরাও সর্বদা স্বর্গ পরায়ণ। যে নারী শীলবতী, শীলবান ভিক্ষু শ্রামণ ও স্বীয় স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারিনী হন, সে নারী ও ত্রিদিবগামিনী হন। যে নারীগণ পুণ্যচিত্তে পঞ্চ বাণিজ্য হতে বিরত হয়ে যথাশক্তি দান দেয়, তারাও সর্ব্বদা স্বর্গ পরায়ণা হয়। যে নারীগণ স্বীয় স্বামীকে নিন্দা আক্রোশ ও ভর্ৎসনা করেনা, সে নারীও সর্ব্বদা ত্রিদিবালয়ে উৎপন্ন হয়। যে স্ত্রী স্বীয় পরিবারের প্রতি ও বাহ্যিক জনগণের প্রতি ক্রোধবিহিনা, সে স্ত্রী সর্বদা যশঃস্বিনী ও সুখলাভিনী হয়।” এ বলে দেবরাজ নিজের ইন্দ্রত্বভাব প্রকাশ করার মানসে নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা ভাষণ করলেন-

৪৩-৪৭। আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার পুণ্যকর্ম অনুমোদন করবার জন্যই আপনার নিকট এসেছি। আপনি সর্ব্বদাই পুণ্যকর্ম করুন। হে জনেন্দ্র, পুণ্যই সর্ব প্রাণীদের প্রতিষ্ঠা। সুখই জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু। আপনি সর্বদা পুণ্যকর্ম করুন। আপনি পুণ্য ক্ষেত্রে ভোজন দান পূর্বক পুণ্য কর্ম করে অনাগতে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সর্বদা পারমী পূর্ণ করুন। হে রাজন, আপনি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে ত্রিরত্ন পূজা করে, যে পুণ্য সম্ভার উৎপন্ন হল, তাতে নিশ্চয়ই আপনি অনাগতে বুদ্ধ হবেন। রাজন, আপনি জগতে মহা যশস্বী নরুত্তম হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। এসব কৃত পুণ্য ফলে আপনি নিশ্চয়ই অনাগতে বুদ্ধ হবেন। এবলে দেবরাজ বোধিসত্ত্বকে জ্ঞাপন করে দেবলোকে চলে গেলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৪৮। “দেবরাজ, ব্রহ্মঘোষ রাজাকে ইহা বলে স্বর্গে প্রস্থান করলেন। সে হতে ব্রহ্মঘোষ রাজা স্বীয় রাজ্যে নন্দাদেবী সহ

শম দম গুণে ধর্মতঃ রাজ্য শাসন কালে অমাত্যাদি মহাজনগণকে সর্বদা নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ দিতেন-

৪৯। হে ভদ্র মণ্ডলী, আমি যেমন বর্তমান দান পারমী সম্পূরণ করেছি, আপনারাও তেমন অপ্রমত্ত হয়ে যথাশক্তি দান করুন।

তখন বোধিসত্ত্বের উপদেশ বাক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মহা জনগণ পদুমুত্তর বুদ্ধের শাসনে দানাদি পুণ্য ক্রিয়া সম্পাদন করে মৃত্যুর পর নানা দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। বোধিসত্ত্বও নিজের নন্দা দেবী সহ কুসুম্ভ পুর নগরে রাজ সম্পত্তি সুখ পরিভোগ করে পদুমুত্তর বুদ্ধ শাসনে দানাদি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করার পর মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। তখন জগতের সর্ব সত্ত্বের হিত সুখকারক পদুমুত্তর ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ যথায়ুষ্কাল জগতে বর্তমান থেকে আয়ু পরিশেষে স্কন্ধ ভেদ অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হলেন। ভগবান এ ধর্মদেশনা আহরণ করে, জাতক সমাপন কল্পে নিম্নোক্ত পাঁচটি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৫০-৫৪। তখনকার দেবরাজ ইন্দ্র বর্তমান সময়ের দিব্যচক্ষু লাভী অনুরুদ্ধ। সারথী মাতলী দেবপুত্র জিন সেবক আনন্দ। তখনকারের পিতা মাতা এখন আমারই পিতা মাতা। আনন্দ দেবী নামী মহাকন্যা বর্তমান কালের উৎপল বর্ণা। অবশিষ্ট কুসুম্ভ পুরবাসিগণ সবাই এখন আমার শাসন পূর্ণকারী শ্রাবক সংঘ। দানে রত পুণ্যকামী ব্রহ্মঘোষ মহারাজ এখন আমি লোকনাথ তথাগত সম্বুদ্ধ। তোমরা সবাই সগৌরবে এ জাতক ধারণ কর।

(ব্রহ্মঘোষ রাজ জাতক সমাপ্ত।)

৩০। শ্বেত মুষিক জাতক-

"আমি তোমার এ গৃহ হতে" এ ধর্মদেশনা ভগবান বুদ্ধ কপিলবস্তু নিগ্রোধারামে বাস করবার সময় পূর্বকালে শীল রক্ষার জন্য জীবন পরিত্যাগের বিষয় সম্পর্কে বলেছিলেন।

এক দিবস ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় উপবেশন করে পরস্পর এরূপ আলোচনা করতে লাগলেন- "অহো বন্ধুগণ, আমাদের শাস্তা বুদ্ধ যথাকালেই দেব মনুষ্যের নাথ হয়েছেন। এরূপে শাস্তার গুণ বর্ণনা করতে করতে ভিক্ষুগণ ধর্ম সভায় উপবিষ্ট আছেন, তৎকালে বুদ্ধ স্বীয় বাসস্থান থেকে দিব্যকর্ণে ভিক্ষুগণের ঐ আলোচনা শোনলেন। তখন তিনি বাসস্থান হতে বের হয়ে ধর্মসভায় এসে প্রজ্ঞাপ্ত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে উপবেশন করলেন এবং তথায় উপস্থিত ভিক্ষুগণকে বললেন- "তোমরা বর্তমান কি বিষয়ের আলোচনা নিয়ে এখানে উপবিষ্ট আছ? তখন ভিক্ষুগণ বিনীত ভাবে তাদের আলোচ্য বিষয় বুদ্ধের নিকট ব্যক্ত করলেন। বুদ্ধ তাদেরকে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত শুধু এখন যে দেব-মনুষ্যের নাথ, তা নয়। পূর্বেও আমি বোধিসত্ত্বাবস্থায় শীল রক্ষা করে নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য না করে অর্থাৎ জীবনের প্রতি আসক্ত না হয়ে পরকে নিজের দেহ দান দিয়েছিলাম। এ বলে ভগবান নীরব হলেন। তখন তথায় উপবিষ্ট ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় সে অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন-

অতীতকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামক রাজা রাজত্ব করবার কালে বোধিসত্ত্ব শ্বেত মূষিক রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তার বর্ণ হয়েছিল অত্যন্ত পরিশুদ্ধ শ্বেত শঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। তাই তার নাম দিল শ্বেত মূষিক। এ

শ্বেত মূষিক সর্বদা পঞ্চশীল রক্ষা করতেন। তখন ‘সুধর্ম পালক’ নামক এক ব্যক্তি সে মূষিক পোষণ করতেন। তাই সারা দেশে সে বোধিসত্ত্ব শ্বেত মূষিকের নাম প্রকট হয়েছিল “সুধর্ম শ্বেত।” একদা বারাণসীবাসী এক মহা শ্রেষ্ঠী প্রাতঃকালে ব্রহ্মদত্ত রাজার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁর আদেশ নির্দেশ পালন করে সন্তোষ বিধানের জন্য। তিনি তথায় যথা যোগ্য কার্য সম্পাদানান্তর মধ্যাহ্ন কালে যে কোন একটা প্রয়োজনে ঐ সুধর্ম পালকের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তথায় শীলবান বোধিসত্ত্ব সুধর্ম শ্বেতকে দেখে চিন্তা করলেন- এ মূষিক সর্বদা শীল রক্ষা করে। তবে আমার নিকট কোন শীল নেই। এখন হতে আমি শীল রক্ষা করব।” এচিন্তা করে “সুধর্ম শ্বেত” পালক ব্যক্তিকে আহ্বান করে নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

১। “আমি তোমার গৃহ হতে এ মূষিক নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখি। তুমি আমার নিকট হতে ধন ও ভোগ সম্পত্তি গ্রহণ করে তৎ-বিনিময়ে তোমার এশ্বেত মূষিকটি আমাকে দাও।”

সে সময় বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণ রাজার সন্তোষ বিধানের জন্য মধ্যাহ্নকালে বারাণসী রাজের নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় তিনি স্বীয় কার্য সম্পাদন করে কোন কার্যবশত উক্ত ‘সুধর্ম শ্বেত’ পালকের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। তিনিও তথায় ঐ শীলবান শ্বেত মূষিকটি দেখে সুধর্ম পালককে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

২। “ভদ্র, তুমি আমার নিকট হতে বহু ধন-ধান্য ও ভোগ-সম্পদ গ্রহণ করে এমন কি সর্ব্বপ্রকার ধনও গ্রহণ করে তৎবিনিময়ে তোমার শ্বেত মূষিকটি আমাকে দাও।” সুধর্ম

পালক এ দু'জনের যাচঞা বাক্য শুনে তাদের নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৩। "আমার এ শ্বেত মূষিক আপনাদিগকে দেবনা। যে হেতু এ শীলবান মূষিক আমার গৃহেই বর্ধিত হয়েছে।" এবলে এদের বিদায় করলেন। এর পর হতে মূষিকটি সযত্নে সুক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে অন্তঃপুরেই পোষণ করতে লাগলেন। তৎকালে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন- "এখন আমি শীল রক্ষা করছি। কেহ যদি আমাকে নিয়া ক্রীড়া করে, তার মহা পাপ হবে। যে হেতু- আমার শীল অতি শ্রেষ্ঠ বিধায়। সে যদি অতি দৃঢ়ভাবে আমাকে ধরে তৎদ্বারাও আমার দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হবে। কেহ যদি আমাকে ধরে আকাশে উৎক্ষেপণ করবে, তাতেও আমি অতি দুঃখ বেদনাগ্রস্ত হব। কেহ আমার মুখে ও দেহে থুথু, সিকনি ইত্যাদি যে কোন ঘৃণ্য বস্তু নিক্ষেপ করবে, কেহ আমাকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করলে এতেও আমি অতিশয় দুঃখ বেদনা পাব। আমার দুঃখ বেদনাদায়ক লোকেরা অপায়ে গমন করবে।" বোধিসত্ত্ব এরূপ চিন্তা করে সুধর্ম পালককে ডেকে নিম্নোক্ত তিনটি গাথা যোগে বললেন-

৪-৬। "যে আমাকে বন্ধনাদি দ্বারা নিপীড়ন করবে, সে সর্বদা ইহপরকালের জন্য স্বীয় দুঃখ উৎপাদন করবে। আপনি আমাকে সর্বদা অন্ন পানীয় ও ধান্যের দ্বারা রক্ষা করে আসছেন। তাই আপনি দেব নরলোকে সুখী হবেন। আমি আপনাকে কি প্রকারে শীল সম্পদে সমৃদ্ধ করতে পারব?"

তখন বোধিসত্ত্বের শীল তেজে সুধর্ম পালক সর্ববিধ পরিভোগ সম্পদে, দাস দাসী সম্পদেও মহা যশঃ কীর্তি সম্পদে সমৃদ্ধ হলেন। জনগণ তা দেখে ঐ ব্রাহ্মণকে বললেন- 'ভবৎ মহা ব্রাহ্মণ, এখন সে সুধর্ম পালক শ্বেত মূষিক পোষণের

ফলে সর্ববিধ ধন ও পরিভোগ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং দাস-দাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মহা যশস্বী ও মহা পরিবারশালী হয়েছেন।" ব্রাহ্মণ জনগণ মুখে একথা শুনে পরশ্রী কাতরতায় মত্ত হয়ে ক্রোধভরে নিজের কর্মচারী বৃন্দকে নিম্নোক্ত দুটি গাথা যোগে আদেশ করলেন-

৭-৮। "ওহে তোমরা শীগ্গির গিয়ে শ্বেত মূষিকটা নিয়ে আস। তৎবিনিময়ে আমি তোমাদিগকে বহু ধন ও পরিভোগ্য বস্তু দেব। সুতরাং তোমরা মূষিক সুষ্ঠরূপে ধরে এনে আমাকে দিয়ে বহু ধন সম্পদ লাভ করবে। সে শ্বেত মূষিক সর্বদা আমার নিকট সুখে বাস করবে।"

ব্রাহ্মণের এ নির্দেশ শুনে কর্মচারীরা চিন্তা করলেন- 'সে শ্বেত মূষিক সর্বদাই পঞ্চশীল রক্ষা করে। তার শীল তেজেই সে মূষিক পালক মহা ভোগ সম্পদ শালী, মহা ধনী ও মহাযশঃস্বী। যদি আমি ব্রাহ্মণের আদেশে সে মূষিক ধরে নিয়ে আসি, তাহলে আমার উৎপাত হবে বলে মনে হয়। এমনকি জীবনও সংশয় হতে পারে। যদি তা ধরে নিয়ে ব্রাহ্মণকে না দিই, তাহলে আমার চিত্ত সর্বদা আতংকগ্রস্থ থাকবে। কারণ ব্রাহ্মণ হয়তঃ আমার অনর্থও করতে পারে। এখন কিইবা করব?' এরূপ চিন্তা করে সে অগত্যা সুধর্ম পালকের গৃহে উপস্থিত হলেন। তথায় সে শ্বেত মূষিক দেখা মাত্রই তা ধরে বেগে দৌঁড়ে গিয়ে ব্রাহ্মণকে এনে দিল। গৃহে ঢুকে জোরপূর্ব্বক মূষিক নিয়ে যাবার সময় সুধর্ম পালকের গৃহে মহা কোলাহলের সৃষ্টি হল। বহু লোক কোলাহল সহকারে ঐ ব্রাহ্মণ চাকুরের পিছু পিছু দৌঁড়াতে লাগল। বারাণসী মহা শ্রেষ্ঠী এসব কোলাহলময় জনস্রোত দেখে ভীত ত্রাসিত হল। এবং দেহ হতে ঘর্ম নির্গত হতে লাগল। তখন মহাশ্রেষ্ঠী স্বীয় দেহরক্ষী

খড়্গ খানা নিয়ে প্রাঙ্গণ দ্বারে দাঁড়িয়ে ঐ কোলাহল বিষয় জানবার জন্য এক চাকর পাঠিয়ে দিলেন। চাকর ত্বরিৎ গতিতে ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়ে দেখলেন- শ্বেত মূষিক সম্পর্কেই এ বিরাট কোলাহল। সে চাকরটিও সুযোগ লাভ করে তখনই শ্বেত মূষিকটি মহা শ্রেষ্ঠীর গৃহে নিয়ে গেল। সুধর্ম পালকের গৃহ হতে ঐ শ্বেত মূষিক অপহৃত হওয়ার পর হতে ক্রমান্বয়ে সুধর্ম পালকের ধন ও ভোগ সম্পদ পরিক্ষীণ হতে লাগল। দাস-দাসী পুত্র-দার বিভিন্ন স্থানে চলে গেল। ক্রমে তিনি দীন-হীন কাংগাল হয়ে গেল। গায়ে পরণে মাত্র দুটি জীর্ণ-শীর্ণ বসন ধারণ করে প্রত্যহ লোকের নিকট অন্ন ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন তখন বোধিসত্ত্ব মহা শ্রেষ্ঠীর গৃহে অবস্থানকালীন চিন্তা করলেন- “আমার প্রভু সুধর্ম পালক এখন কিভাবে আছেন তা আমি জানতে পারছি না আর আমি যে এখানে আছি, তাও তিনি জানেন না।’ এ চিন্তা করে একদা তিনি গোপনে শ্রেষ্ঠী গৃহ হতে বের হয়ে হিমালয়ে প্রবেশ করলেন। তথায় তিনি প্রমোদিত চিত্তে শীল রক্ষা করে এক বৎসরকাল বাস করলেন। তারপর হঠাৎ একদিন সুধর্ম পালকের গৃহ দেখবার জন্য তাঁর প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হল। তাই তিনি হিমালয় হতে বের হয়ে ক্রমান্বয়ে একরাত্রে এ সুধর্ম পালকের গৃহে এসে প্রবেশ করলেন। তিনি সে গৃহের নানাস্থানে গিয়ে দেখলেন, পূর্ব্বের সে ধন-ধান্য, পুত্র-দার, দাস-দাসী ও পরিভোগ্য বস্তু প্রভৃতি কিছুই দেখলেন না। গৃহে অন্য এক, নিস্থানে এসে দেখলেন একখানা জীর্ণ শীর্ণ রথ, এক স্থানে একটি ভগ্ন পাত্রে কতেক দুর্গন্ধ ভাত। তার পাশে শুয়ে আছেন সুধর্ম পালক। তার গায়ে পরণে আছে মাত্র দু’টি জীর্ণ শীর্ণ বসন। বোধিসত্ত্ব ইহা দেখে কম্পিত দেহে ও অশ্রু

বিগলিত নেত্রে সুধর্ম পালকের কর্ণ সমীপে এসে রোদন করতে করতে বললেন- 'হে প্রভু, এখন উঠে আমাকে দেখুন' ইহা শুনে সুধর্ম পালক বললেন- 'তুমি কে আমার সাথে কথা বলছ?" বোধিসত্ত্ব বললেন- "প্রভো, আমি আপনার নিকট এসেছি।" তখন সুধর্ম পালক শয়ন থেকে উঠে বোধিসত্ত্বকে দেখে জানতে পারলেন পূর্বের সে শ্বেত মূষিক। ইহা জ্ঞাত হয়ে তিনি অত্যন্ত প্রীতিফুল্ল হলেন এবং নিজের রত্নমুকুট নিজের মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রত্ন দর্শনকারী চক্রবর্তী রাজার ন্যায় চিত্তে প্রীতি উৎপাদন পূর্বক পূর্বকালের স্বীয় সম্পত্তি বিষয় অনুসরণ করে বোধিসত্ত্বের নিকট রোদন করতে লাগলেন। তখন মূষিক তাকে আশ্বাস প্রদান করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

৯-১০। "প্রভো, আমি আপনাকে সমস্ত অভাব-দুঃখ হতে মুক্ত করে দেব। আমি এখন আপনার হারানো সমস্ত বস্তু যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। আপনি অনুশোচনা করবেন না। প্রভো, এ হতে আপনি সর্বদা সুখী হবেন। পূর্বের ন্যায় পুত্র দার দাস-দাসী সম্পন্ন হবেন।"

এ বলে মহাসত্ত্ব তাঁর স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী এবং পোষ্য জনগণ কাউকেও না দেখে সুধর্ম পালককে জিজ্ঞাসা করলেন- "প্রভো, পূর্বে আপনার এ গৃহে বাসকারী জনগণ এখন কোথায়?" সুধর্ম পালক তা শুনে কেঁদে কেঁদে বললেন- "তাত, তুমি এ গৃহ হতে বের হওয়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে আমি দরিদ্র হয়ে পড়ি। তাই সবাইকে বিক্রি ও বন্ধনাদি দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছি। এখন নিরুপায় হয়ে অন্ন ভিক্ষা করে কোন প্রকারে বেঁচে আছি মাত্র। এ নিদারুণ করুণ কাহিনী শুনে বোধিসত্ত্ব তাকে বার বার বললেন- "বাবা, তাহলে আপনি

আমাকে নিয়ে রাজার নিকট বিক্রি করুন।” ইহা শুনে রাত্রি শেষ হওয়ার পর সুধর্ম পালক প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে স্নান করে অগত্যা শ্বেত মূষিকটি লয়ে রাজবাড়ীর দিকে যাত্রা করলেন। তিনি ক্রমে রাজবাড়ীর বর্হিদ্বার রক্ষা করে বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দ্বার রক্ষক শ্বেত মূষিকটি দেখে বলল- “এ মূষিকটি আমাকে দিন। আপনি যা মূল্য চান, তা দেব। ইহা শুনে সুধর্ম পালক তাকে মূষিক না দেওয়ার ইচ্ছায় বললেন- “ভদ্র দৌবারিক, আমার এ মূষিক কোটি টাকায়ও তোমাকে দেব না।” দৌবারিক বল্‌ল- “তবে আপনার এ মূষিকের মূল্য কি পরিমাণ হবে?” তিনি বললেন- “তা যখন তোমাকে দেব না, তবে মূল্যের প্রমাণ জানাটা নিষ্প্রয়োজন।” এ বলে তিনি বোধিসত্ত্বকে সূক্ষ্ণ বস্ত্রে পোটলী বেঁধে সে স্থান ত্যাগ করলেন। বারাণসী বাসী মহাশ্রেষ্ঠী তাঁকে দেখে আহ্বান করে বললেন- “ভবৎ, তুমি আমার গৃহে এসে ক্ষণেক বিশ্রাম করে যাও!” শ্রেষ্ঠী তাঁর হস্তে ঐ শ্বেত মূষিক দেখে বহুধন দ্বারা সে মূষিকের বিশেষ ভাবে পূজা সৎকার করলেন। ঐ সূক্ষ্ম বস্ত্রে দু’খানা লোম পতিত হয়েছে দেখে শ্রেষ্ঠী সুধর্ম পালকের নিকট হতে তা যাচঞা করলেন। তখন সুধর্ম পালক শ্রেষ্ঠীকে একখানা মাত্র লোম দিয়ে অন্যখানা সৌভাগ্য শ্রী দায়ক মনে করে নিজেই রেখে মহাশ্রেষ্ঠীকে নিম্নোক্ত গাথাত্রয়ে বললেন-

১১-১৩। “মহাশ্রেষ্ঠীন, অদ্য শীঘ্রই আমাকে রাজার নিকট নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করায়ে দিন। আমার এ আশা পূর্ণ করুন।” তাত, রাজা আমাকে সর্বদা ধন দান দ্বারা বর্ধন করবার জন্য আমি এ মূষিকের কথানুসারে একে রাজার নিকট বিক্রি করব। এ শ্বেত মূষিক রাজার নিকট বাস করবার জন্য এবং আমার ধন লাভের জন্য আমাকে রাজার নিকট নিয়ে

চলুন।” ইহা শুনে মহাশ্রেষ্ঠী তাঁকে সাথে করে ব্রহ্মদত্ত রাজার অনতিদূরে পরিষদের মধ্যভাগে গিয়ে বসলেন। তখন রাজা সুধর্ম পালকের হস্তে শ্বেত মূষিক দেখে শ্রেষ্ঠীকে নিম্নোক্ত গাথা যোগে জিজ্ঞাসা করলেন-

১৪। “হে মহাশ্রেষ্ঠীন, আপনার সাথে যে লোকটি শ্বেত মূষিক নিয়ে এখানে এসেছে, তার এখানে আসার কারণ কি? তার সমস্ত বিষয় আমাকে বলুন। আমি এ বিষয় আপনার নিকট জানতে চাই।” তা শুনে মহাশ্রেষ্ঠী রাজাকে এর সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করলেন। তখন ব্রহ্মদত্ত রাজা সুধর্ম পালককে নিম্নোক্ত গাথা যোগে জিজ্ঞাসা করলেন-

১৫। “হে সজ্জন, তুমি এ মূষিক লয়ে শ্রেষ্ঠী সঙ্গে আমার নিকট কোথা হতে এসেছ? এ শ্বেত মূষিকের মূল্য তোমায় কত দিতে হবে।” রাজার কথা শুনে সুধর্ম পালক কৃতাঞ্জলি হয়ে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১৬। “মহারাজ, আমি আপনার এ নগরেই বাস করি। আমি স্বীয় গৃহ হতেই আপনাকে উপহারটি দেওয়ার জন্য এখানে এসেছি। আমার সারাজীবন জীবিকা নির্বাহোপযোগী ভোগ-সম্পদ দিয়ে এ মঙ্গলদায়ক মূষিকটি সানন্দে গ্রহণ করুন এবং ইহাকে নিরাপদে ও সুখে রক্ষা করুন। রাজা ইহা শুনে অতিশয় তুষ্ট চিত্তে তাঁকে বহুধন দেওয়ার জন্য কোষাধ্যক্ষকে গাথা যোগে বললেন-

১৭। “হে অর্থ সচিব, তুমি এ ব্যক্তিকে দাস, দাসী গাড়ী ও বৃষ প্রত্যেকটি এক এক শত করে দাও। শ্রেষ্ঠ একখানা গ্রাম ও বহু ধন ধান্য সংগ্রহ করে দাও।”

তখন সে অর্থ সচিব রাজার নির্দেশ মতে সমস্ত বস্তু এক স্থানে সাজিয়ে সুধর্ম পালককে প্রদান করলেন। তিনি এ ধন

সম্পদ পেয়ে বন্ধক দেওয়া স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী প্রভৃতি পরিজনবর্গকে টাকার বিনিময়ে পুনরায় এনে পূর্বের ন্যায় পুনঃ পরিবার সম্পন্ন ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ, যশ-কীর্তিতে মহীয়ান ও সর্ববিষয়ে মহাসম্পদ লাভী হলেন। তিনি এরূপে মহা সুখ-সম্পদের মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্য জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। তারপর তিনি পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর যথাকর্মানুগতি লাভ করলেন। এদিকে মহাসত্ত্বও ব্রহ্মদত্ত রাজার নিকট বাস করে সর্বদা তাঁকে নিম্নোক্ত ছয়টি গাথায় ধর্ম্মদেশনা করতেন-

১৮-২৩। "মহারাজ, আপনি সর্বদা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, অমাত্য সৈন্য-সামন্ত ও বাহকাদির প্রতি যথা ধর্ম আচরণ করবেন। এ ধর্মাচরণের ফলে স্বর্গেই গতি লাভ করবেন। সর্বদা গ্রামে, নগরে, রাজ্যে, জনপদে, শান্ত শীলবান শ্রমণদের প্রতি ধর্মাচরণ করুন। এত দ্বারা নিশ্চয়ই আপনার স্বর্গবাস হবে। হে রথার্ষভ, সর্বদা বৃদ্ধ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, সিংহব্যাঘ্রাদি মৃগ ও হংসাদি পক্ষীসমূহের প্রতি যথাধর্ম্ম আচরণ করুন। এতদ্বারা ত্রিদিবালয়ে গমন করবেন। মহারাজ, আপনি এরূপে ধর্ম্মাচরণ করুন। ধর্ম্মাচরণ দ্বারা অনন্ত সুখ লাভ হয়। ধর্ম্মাচরণ কারীরা কখনো দুর্গতিতে যায় না। ধর্ম্মাচরণের ইহাই ফল। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ এবং অন্যান্য জনগণও দিবারাত্র ধর্ম্মাচরণ করেই দীর্ঘদিন যাবৎ স্বর্গে অবস্থান করেন। মহারাজ, আপনি সর্বদা পুণ্য কর্ম্মে অপ্রমত্ত থাকবেন। এরূপে ধর্ম্মাচরণ করে স্বর্গলোকে গমন করুন।"

ব্রহ্মদত্ত রাজ বোধিসত্ত্বের এরূপ ধর্ম্মদেশনা শুনে অতিশয় সন্তুষ্ঠ চিত্তে বহু ধন দ্বারা মহাসত্ত্বের পূজা করার পর স্বীয় পুত্র ব্রহ্মদত্ত রাজ কুমারকে সমস্ত রাজ-সম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক অভিষিক্ত করলেন। তৎপর পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর

দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। তখন বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্ত রাজকুমার প্রমুখ মহাজনগণকে সর্বদা নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ দিতেন-

২৪। "সর্বদা শান্ত ও পণ্ডিতদের সঙ্গ ও সেবা করবে। কদাচ অশান্তের সঙ্গ ও ভজনা করবে না। অশান্তেরা অপায়ে নিয়ে যায়। শান্ত ব্যক্তিরা দেবলোক প্রাপ্তির পথ নির্দেশ করে। তদ্ধেতু পণ্ডিত গণেরই সঙ্গ ও সেবা করবে।"

এ বলে মহাসত্ত্ব রাজা প্রমুখ মহাজনগণকে অনুশাসন করে পুনঃ বললেন- ভবৎগণ, এ হতে আপনারা সবাই দানাদি পুণ্য কর্মে অপ্রমত্ত হয়ে যথাশক্তি পুণ্যকর্ম করুন। এ বলে বোধিসত্ত্ব রাজবাড়ী হতে বের হয়ে অনুক্রমে হিমালয়ে গিয়ে কোন একটা নিরাপদ স্থানে বাস করতে লাগলেন। তথায় তিনি একাকী বাস করে "আমি সর্বদা পঞ্চশীল রক্ষা করব। অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল এবং কোন কোন সময় দশশীলও রক্ষা করব।" এরূপ চিন্তা করে তথায় শীল পালনে নিরত হয়ে বাস করতে লাগলেন। তৎকালে বোধিসত্ত্বের শীল তেজে দেবরাজ ইন্দ্রের বাসভবন উত্তপ্ত হল, দেবরাজ তা অনুভব করে নিম্নোক্ত গাথা যোগে বললেন-

২৫। "বোধ হয় কোন মনুষ্য বা দেবতা আমার আসন হতে আমাকে চ্যুত করবার জন্য পঞ্চশীল, দান ও ব্রহ্মচর্য ধর্ম সম্যকরূপে পূর্ণ করছেন।" তখন দেবরাজ এর সম্যক কারণ চিন্তা করে জ্ঞাত হলেন যে- "এ উষ্ণতা বোধিসত্ত্বেরই শীল তেজানুভাব" তা সম্যক রূপে জ্ঞাত হয়ে অতি সন্তুষ্ট চিত্তে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ধ্বনিত করলেন-

২৬-২৭। "সে অনাথ সুখে বাস করুক। তাঁর শীল প্রভাবে নিরয় শূন্য হবে, দেব লোক পরিপূর্ণ হবে। শীল পালনে রত্ন

অত্র শ্বেত মূষিক বুদ্ধাঙ্কুর শীল পারমী পূর্ণ করে অনাগতে বুদ্ধ হবেন।

দেবরাজ সম্যকরূপে অবগত হলেন- এখন এ বোধিসত্ত্ব শীল রক্ষা করে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, পচ্চেক বুদ্ধত্ব অথবা শ্রাবকত্ব প্রার্থনা করছেন না। অপিচ তিনি এ শীলগুণে অনাগতে সম্যক সম্বুদ্ধত্বই প্রার্থনা করছেন।" ইহা জ্ঞাত হয়ে তিনি সংকল্প করলেন- "আমি এখন তথায় গিয়ে তাঁর শীল পরমার্থ পারমীর যেন পূর্ণতা লাভ হয় তাই করব।" এ চিন্তা করে ব্রাহ্মণ বেশে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে দেখে অতিশয় সন্তোষ সহকারে নিম্নোক্ত গাথাযোগে তাঁর আগমন কারণ জিজ্ঞেস করলেন-

২৮। "হে মহা ব্রাহ্মণ, আপনি কোন প্রয়োজনে এ মহা বনে এসেছেন? তা আমাকে বলুন।" তা শুনে ব্রাহ্মণ তাঁকে সম্বোধন করে তিনটি গাথায় বললেন-

২৯-৩১। "হে শ্বেত অদ্য পূর্ণ উপোসথ দিনে আমি কিছুই ভক্ষণ করিনি। এখন আমি মাংসের ক্ষুধার্ত। মাংস খাইবার ইচ্ছায়ই আমি এখানে এসেছি। হে শ্বেত মূষিক, অদ্য আমি কিছু মাত্রও মাংস পাইনি; ক্ষুধায় আমার প্রাণ বায়ু বের হয়ে যাবে। শিগ্গির আমাকে মাংস দাও। একান্তই যদি তোমার নিকট আমাকে দেওয়ার মত কোন মাংস না থাকে, তবে তোমার দেহ-মাংস যাচঞা করছি। আমাকে খেতে দাও।" বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণের এ যাচঞা শুনে আগামী কল্যই যেন তাঁর সর্বজ্ঞতা লাভ হবে, এরূপ অনুভব করে প্রীতিফুল্ল চিত্তে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় বললেন-

৩২-৩৪। "হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমার নিকট যে মাংস প্রার্থনা করলেন, তা আপনাকে দেব। অনাগতে বোধি লাভের

জন্য দানে আমার মন অতি রমিত হয়। আমার নিকট অদ্য কোন মাংস নেই। আপনি মাংস খেতে ইচ্ছুক হলে, আমাকেই ভক্ষণ করুন। আপনি কাষ্ঠ আহরণ করে অগ্নি উৎপাদন করতঃ প্রজ্জ্বরিত অঙ্গার স্তুপ তৈরী করুন। আমি সে অঙ্গার স্তুপে পতিত হব। সেখান হতে আমার অগ্নি পক্ক মাংস গ্রহণ করবেন। অনাগতে বোধি লাভের জন্যই আপনাকে এরূপে আমার মাংস দান দিচ্ছি।" ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের এরূপ বাক্য শুনে শুধু কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার রাশি প্রস্তুত হলে বোধিসত্ত্বকে বললেন, তখন তিনি নিজের দেহদান দেবগণের অনুমোদনের জন্য নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৩৫-৩৭। "ভবৎ দেবগণ, আপনারা সবাই আমার দেহ দান অনুমোদন করুন। বোধি লাভের জন্যই আমার এ উত্তম দান। এ প্রিয় জীবন ব্রাহ্মণকে দান করছি। অনাগতে বোধি লাভেরই জন্য আমার এদান আপনারা অনুমোদন করুন। এদেহ আমার বড়ই প্রিয়। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান ইহার চেয়েও আমার অতি প্রিয়। তাই আমি জীবন দান করছি। আপনারা তা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করুন।"

এবলে মহাসত্ত্ব আগামী কল্যই বুদ্ধত্ব লাভ করার ন্যায় মনে করে নির্ভয়ে অত্যন্ত প্রীতিফুল্ল মনে বললেন- "মহা ব্রাহ্মণ, আমার দেহ মাংস এ অঙ্গারে পরিপক্ক হওয়ার পর আপনি নিজেই গ্রহণ করে যথেচ্ছা ভক্ষণ করবেন।" এবলে সেই প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার রাশিতে লাফিয়ে পড়লেন। অখণ্ড শীল পালন ও আত্মদান তেজানুভাবে তখনই সপ্তরত্নে বিচিত্রিত রথ-চক্র প্রমাণ এক স্বর্ণপদ্ম অঙ্গাররাশি ভেদ করে উঠে উর্ধে মহাসত্ত্বকে বক্ষে ধারণ করল। এ কারণেই বোধিসত্ত্বের দেহে

সামান্য উষ্ণভাবও অনুভূত হল না। তখন পৃথিবী কম্পনাদি বহু আশ্চর্য ব্যাপার প্রাদুর্ভূত হল। সে বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত ছয়টি গাথা ভাষণ করলেন-

৩৮-৪৩। "তখন ঐ শীল রক্ষা ও দানরত শ্বেত মূষিক বোধিলাভের জন্য দেবরাজকে দেহ দান করেছিলেন। বোধিসত্ত্বের দেহ দান কালে ভীষণ লোমহর্ষণকর ভাবে মহাপৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। তখন সমগ্র বনস্থলী ভীষণ রোমাঞ্চকর ভাবে সংক্ষোভিত হয়েছিল। দেবরাজকে দানোত্তম দেহ দানের সময় সমগ্র বন বিপুলভাবে প্রধ্বনিত হয়েছিল। এ দান তেজে তখন সাগর জল উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, সবল অলঙ্কৃত সুমেরু পর্বতরাজ মস্তক অবনমিত হয়েছিল। পৃথিবী আলোকময় সমুজ্জ্বল হয়েছিল। সাধুবাদ শব্দে দিক্‌বিদিক্ মুখরিত হয়েছিল এবং মহাশব্দ সমগ্র হিমালয়ে ও তার চারদিকে ব্যাপ্ত হল।" অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র মহাসত্ত্বের শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে তাঁর বহুবিধ স্তুতি করলেন তা প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা বললেন-

৪৪-৪৮। "তাঁর সঙ্কল্প জ্ঞাত হয়ে দেবরাজ তাঁকে এরূপ বললেন- "দেব-মানবের মধ্যে আপনারই জয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভৈরব শব্দে নিনাদিত হয়েছিল। সমগ্র আকাশে বিদ্যোৎলহরীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। হিমালয় পর্ব্বত ও সুমেরু পর্ব্বত বাসী দেবগণ নিজের বিমান দ্বারে স্থিত হয়ে সানন্দে সে দান অনুমোদন করেছিল। ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রজাপতি, সোম, যাম, বৈশ্রবন প্রভৃতি দেবগণ দুষ্কর কার্য এরূপ অনুমোদন করেছিলেন।" আপনি যে উত্তম দেহ দান করছেন, এতে মনোজ্ঞ শ্রেষ্ঠ দান দ্বারা স্বর্গে গিয়ে সুখী হবেন।"

এবলে দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তা করলেন- "এ শ্বেত মূষিক সর্বজ্ঞতা জ্ঞানই প্রার্থনা করছেন। তিনি বুদ্ধাঙ্কুর হয়েই এ শীল পালন দ্বারা শীল পারমী ও জীবন দান দ্বারা দান পরমার্থ পারমী পূর্ণ করে অনাগতে নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। এখন আমি এ শ্বেত মূষিককে দেবলোকে নিয়ে যাব সমস্ত দেবগণকে দেখাবার জন্য।" এ চিন্তা করে দেবরাজ শ্বেত মূষিক স্বীয় হস্ততলে বসায়ে তাবতিংস দেবলোকে নিয়ে গেলেন। তথায় সমস্ত দেবগণকে দেখায়ে বললেন- "হে দেবগণ, আপনারা সবাই এ শ্বেত মূষিককে দেখ। এ মূষিক বুদ্ধাঙ্কুর। ইনি অনাগতে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়ে জগতবাসীকে মুক্ত করবেন।" এবলে দেবরাজ বোধিসত্ত্বকে নিজের পাণ্ডুকম্বল শীলাসনে বসালেন। তখন সমস্ত দেবগণ বোধিসত্ত্বকে ইন্দ্রাসনে উপবিষ্ট দেখে অত্যন্ত সন্তোষ হলেন। বোধিসত্ত্বও সে আসনে বসে দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ সমাগত দেবগণকে নিম্নোক্ত সাতটি গাথা যোগে ধর্মদেশনা করলেন-

৪৯-৫৫। "যে দেবগণ স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছেন, তাঁরা পঞ্চশীল রক্ষা করলে দীর্ঘকাল যাবৎ তথায় দেবতাদের সাথে রমিত হতে পারবেন। সর্বদা শীলাচরণ দ্বারা ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবতা দীর্ঘদিন যাবৎ দেবলোকে রমিত হয়েছিলেন। ইহলোকে যে নরগণ সর্বদা সগৌরবে শীল রক্ষা করে, তাঁরা পরলোকে সুখে যাপন করেন। যারা মনুষ্য জন্ম লাভ করে, দান, ব্রক্ষ্মচর্য, সম-দম এবং সংযমাদি বহু কুশল কর্ম করে, তাঁরা সর্বদা ধন, ভোগ সম্পদ, যশঃ, দীর্ঘায়ু, মহা সৌভাগ্যবান, বিশারদ এবং ধর্মাচরণকারী হন। যাঁরা পঞ্চশীল রক্ষা করেন, তারা দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন সুখে অবস্থান করেন। তদ্ধেতু পূর্বে আপনার দ্বারা পুণ্যকৃত হয়েছে। সুখের জন্য যে পুণ্য করেছেন, সে পুণ্য

অনুমোদন করছি। সর্বদাই আপনি সুখী হবেন, পরে আপনি অনুতপ্ত হবেন না।”

দেবগণ বোধিসত্তের ধর্ম দেশনা শুনে আকাশ বাতাস মুখরিত করে সাধুবাদ প্রদান করলেন এবং দিব্য বস্ত্র, অলংকারাদি ও দিব্য সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা বোধিসত্ত্বকে পূজা সৎকার করলেন। তৎপর তিনি ও দেবগণ পরিবৃত হয়ে নিম্নোক্ত গাথাযোগে দেবরাজকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন-

৫৬। “হে দেবরাজ, আমি মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করি। আমি সর্ব্বদা শীলাদি পুণ্যকর্ম করতে ইচ্ছুক। আমার সে কৃত পুণ্যের দ্বারা মৃত্যুর পর আপনাদের এখানে উৎপন্ন হব।”

তা শুনে দেবরাজ স্বীয় হস্ত তলে বোধিসত্ত্বকে বসিয়ে হিমালয়ের এক স্থানে নিয়ে গেলেন। তথায় মধুর ফলের বাগান এবং পঞ্চবিধ পদ্ম সমাচ্ছন্ন পুষ্করিণী সম্পন্ন এক মনোরম স্থান নির্ম্মাণ করে দিলেন। তৎপর দেবরাজ বোধিসত্ত্ব হতে বিদায় নিয়ে দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করলেন। শাস্তা সে বিষয় নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে প্রকাশ করলেন-

৫৭-৫৮। “দেবরাজ দেবলোক হতে শ্বেত মূষিক প্রমোদিত চিত্তে স্বহস্তে লয়ে পুনঃ মনুষ্যলোকে এনে দিলেন। তিনি সে মূষিকের জন্য হিমালয়ের এক রমণীয় মনোরম স্থানে বাসস্থান তৈরী করে দেবলোকে চলে গেলেন।” সে হতে বোধিসত্ত্ব হিমালয়ের এই রমণীয় প্রদেশে পতিত বৃক্ষ ফলাদি ভক্ষণ করে নিরাপদে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। তথায় তিনি যথাক্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন

হলেন। ভগবান বুদ্ধ এ ধর্ম দেশনা করে জাতক সমাপন মানসে পুনঃ নিম্নোক্ত ছয়টি সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৫৯-৬৪। "তখনকার ব্রহ্মদত্ত রাজা বর্তমান মহা প্রজ্ঞাবান সারিপুত্র। বারাণসী শ্রেষ্ঠী বর্তমান মহা ঋদ্ধিবান মোগ্গল্লায়ন। বারাণসী ব্রাহ্মণ, ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহা কশ্যপ। দৌবারিক হল এখন অস্বথেরো। সুধর্মপালক এখন জীন সেবক আনন্দ। দেবরাজ ইন্দ্র এখন অনুরুদ্ধ। তখনকার আমার প্রতি গৌরবকারী সমস্ত দেব-নর এখন আমার শ্রাবকগণ সহ চতুর্বিধ পরিষদ মণ্ডলী। সংযত, শীলবান সুধর্ম শ্বেত মূষিক এখন আমি লোকনাথ তথাগত সম্বুদ্ধ। ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনাকারী তোমরা সর্বদাই অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(শ্বেত মূষিক জাতক সমাপ্ত।)

****#****

জাতক পঞ্চাশক

৩৫নং প্রদীপ পূজা জাতক-

নিবেদন-

অভূত পূর্ব এ "জাতক পঞ্চাশক" গ্রন্থখানি ৫০টি জাতকে সমলঙ্কৃত। অর্থের অভাবে এক সাথে ৫০টি জাতক প্রণয়ন করতে না পেরে দুঃখিত। তবে কয়েকজন সদ্ধর্ম পরায়ণ দায়ক গণের সৌজন্যে কয়েকটি কয়েকটি করে এমন কি একটি দুইটি করেও ৩৪টি জাতক প্রকাশ করা হয়েছে। সে প্রকাশকদের মধ্যে কানাইমাদারী নিবাসী সর্ব শ্রীযুতবাবু সুদত্ত কুমার বড়ুয়া ১০টি, ভারত চন্দ্র বড়ুয়া ১০টি, ধর্মপাল বড়ুয়া ১০টি, রামু রামকোর্ট বনাশ্রমের অধ্যক্ষ বিদর্শক প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ স্থবির ১টি, জাঁহাপুর নিবাসী বাবু মুনিন্দ্র চন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ ভ্রাত চতুষ্টয় ২টি ও বেতগী গ্রামজাত অমৃতানন্দ (অমর) শ্রামণের কর্তৃক ১টি, এ

৩৪টি মাত্র মাত্র জাতক প্রকাশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি জাতক হতে এ ৩৫ নং "প্রদীপ পূজা জাতকটি রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সোনাইছরি গ্রাম নিবাসী শ্রীমতি দেবপ্রিয়া বড়ুয়ার (আং শ্রীযুতবাবু ধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া) সৌজন্যে প্রকাশ করা হল, বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রদীপ পূজাকারীর আনন্দ বর্দ্ধনার্থ। আর ১৫টি জাতক প্রকাশের বাকী আছে। শাসন-হিতকামী ধর্মদানেচ্ছুক শ্রদ্ধাবান দায়ক দায়িকাগণকে ঐ ১৫টি জাতক ও প্রকাশ করবার জন্য সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করছি। ইহার পাণ্ডুলিপী প্রস্তুত আছে। এজাতক পঞ্চাশকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১ম দশকে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান কাগজ ও প্রিন্টিং চার্চ উৎকট অগ্নিমূল্য বিধায় নিবেদনাদি বৃদ্ধি করা হলোনা। এই জাতক দ্বারা সমাজের কিঞ্চিন্মাত্র ও উপকার হলে, আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

ইতি-

সর্ব সত্ত্বের হিতকামী

শ্রী জিনবংশ মহাথেরো।

৩৫। প্রদীপ পূজা জাতক-

"সুপ্রসন্ন চিত্তে" এ ধর্ম দেশনা শাস্তা জেতবন বিহারে বাস করবার সময় প্রদীপ দান সম্পর্কে বলেছিলেন।

একদিন বহু ভিক্ষু শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে ভগবানের নিকট গিয়ে তাঁকে বন্দনান্তর একান্তে উপবেশন করে বললেন ভন্তে ভগবান, মহাজনগণ বুদ্ধাদি ত্রিরত্নকে পূজা উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করলে, অনাগতে উক্ত পূজক কিরূপ বিপাক লাভ করবে?

তদুত্তরে বুদ্ধ বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, শুধু এখন যে ত্রিরত্নের পূজা উপলক্ষে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করা হচ্ছে, তা নয়; পূর্বেও মহাজনগণ প্রদীপ জ্বালিয়ে ত্রিরত্নকে পূজা করতেন।" পূর্বে পুরাতন দীপঙ্করের প্রদীপ দান পরবর্তী দীপঙ্করের ন্যায়" এ কথাটুকু বলে নীরবতা অবলম্বন করলেন। তখন ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় ভগবান উক্ত কাহিনী বলতে লাগলেন-

অতীতে এ ভদ্রকল্প হতে লক্ষাধিক বিশ অসংখ্যকল্প পূর্বে পুরাতন দীপঙ্কর নামক এক সম্যক সম্বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। সে সময়ে পরবর্তী দীপঙ্কর সম্যক্ সম্বুদ্ধ বোধি সত্ত্ব অমরাবতী নামক নগরে ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল "রাম ব্রাহ্মণ।" এক সময় তিনি চিন্তা করে বুঝতে পারলেন সংসারী হয়ে গৃহবাসে অবস্থান করা বড়ই উৎপাত ও সঙ্কটপূর্ণ। সংসার ছেড়ে প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করে অনাগারিক জীবন হবে বড়ই সুখ ও আনন্দপ্রদ। ইত্যাদি কামের দোষ এবং প্রব্রজ্যার বিশেষ গুণ জ্ঞাত হয়ে নিজের বিপুল ধন সম্পদ ত্যাগ করে বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হলেন।

তথায় তিনি বুদ্ধবচন শিক্ষা করে "ত্রিপিটক ধরথের" বলে প্রসিদ্ধ হলেন। তিনি ক্রমে পঞ্চঅভিজ্ঞ ও সমাপত্তি উৎপাদন করে সর্বত্র খ্যাত-নামা হলেন। একদিবস তিনি বুদ্ধের নিকট এসে তাঁর অসামান্য রূপশ্রী সৌভাগ্য দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন। প্রীতি চিত্তে তিনি স্বীয় পাত্রটি নিয়ে সমগ্র চাম্পেয়্য নগরে তৈল ভিক্ষা করে বহু তৈল প্রাপ্ত হলেন। সে তৈল বিহারে এনে বহু প্রদীপ সজ্জিত করে তদ্বারা দীপঙ্কর বুদ্ধকে সশ্রদ্ধচিত্তে পূজা করলেন। এ পূজার পুণ্যফলে নিজে ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করবার জনা নিম্নোক্ত গাথা যোগে প্রার্থনা করলেন-

১। "সুপ্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধকে এ প্রদীপ পূজার পুণ্য-ফলে সর্বলোকের হিতার্থ ভবিষ্যতে যেন আমি বুদ্ধ হতে পারি।" এরূপে তিনি প্রদীপ পূজার পুণ্য-ফলে বুদ্ধ হবার জন্য প্রণিধান করে পুরাতন দীপঙ্কর বুদ্ধের সম্মুখে উপবিষ্টাবস্থায় কৃতাঞ্জলি হয়ে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

২-৩। "বর্তমান যেমন আপনি মহাবীর, মহানায়ক অগ্র, জ্যেষ্ঠ, অনুত্তর, লোকনাথ সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছেন, আমিও যেন সেরূপ বুদ্ধত্ব লাভ করি।" স্থবিরের এ প্রার্থনা শুনে পুরাতম দীপঙ্কর বুদ্ধ অনাগতের দিকে দৃকপাত করে দেখলেন- তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের প্রার্থনা সিদ্ধ হবে। তখন তিনি ভিক্ষু সংঘের সমবেত সভায় ঐ স্থবির ভিক্ষুর প্রার্থনা বিষয় প্রকাশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় ভাষণ করলেন-

৪-৬। "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এখন আমাকে দীপ পূজা করছে এ হতে ষোড়শ সহস্র অসংখ্য কল্পাধিক পরে তাঁর বুদ্ধত্ব প্রার্থনা পূর্ণ হবে।" এ ভিক্ষু যথাকালে জগতে উৎপন্ন হয়ে মহাযশঃশালী লোকনাথ "দীপঙ্কর" নামক বুদ্ধ হবেন।

এরূপে পুরাতন দীপঙ্কর বুদ্ধের নিকট নিজের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ব্যাখ্যান শুনে তিনি আরো প্রীতি সংযুক্ত চিত্তে সে বুদ্ধের সম্মুখে আরো বহু প্রদীপ পূজা করলেন। সে হতে প্রত্যহ সে স্থবির ভিক্ষা করে যা তৈল প্রাপ্ত হতেন, তদ্দারা প্রত্যহ প্রত্যহ বুদ্ধের সম্মুখে দীপ জ্বালিয়ে পূজা করতেন। এরূপে তাঁর অতীত বিষয় প্রকাশ করার পর এখন স্বীয় অতীত বিষয় উপস্থিত ভিক্ষুসভায় বিবৃত করতে লাগলেন-

হে ভিক্ষুগণ, অতীতে পুরাতন দীপঙ্কর বুদ্ধের উৎপত্তিকালে আমি নিজের পূর্বকৃত "অপরাপরিয় বেদনীয়" নামক অকুশল কর্মের দ্বারা নারী জন্ম লাভ করে পুরাতন দীপঙ্কর বুদ্ধের মাতার কনিষ্ঠা কন্যা হয়ে রাজকুলে বাস করেছিলাম। একদা সে পিটকধারী স্থবির ভিক্ষু নগরে তৈল না পেয়ে রাজাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেক্ষণে প্রাসাদের সপ্তমতলে শ্রীপালঙ্কে উপবিষ্টা রাজ-দুহিতা গবাক্ষ-পথে রাজাঙ্গনে স্থবিরকে দেখে চিন্তা করলেন- "এ শ্রমণ কি উদ্দেশ্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?" এ বিষয় জানবার জন্য এক দাসীকে তাঁর নিকট পাঠালেন এবং বলে দিলেন- "তুমি গিয়ে তাঁর আগমনের কারণটি জেনে এসে শীঘ্রই তা আমাকে বল্‌বে। দাসী তখন ত্বরিত গমণে গিয়ে স্থবিরকে বন্দনা করে জিজ্ঞাসা করলেন- "আপনি এখানে কি প্রয়োজনে এসেছেন?" স্থবির বললেন- "আমি এখানে তৈল ভিক্ষার জন্য এসেছি।" তখনই দাসী ত্বরিৎ গমণে গিয়ে রাজদুহিতাকে তা জ্ঞাপন করলেন। রাজকন্যা তা শুনে অতি প্রীতি চিত্তে স্থবিরকে সাদরাহ্বান করে প্রাসাদে মহার্ঘ্য আসনে উপবেশন করালেন। তৎপর রাজকন্যা একটা সুবর্ণ পাত্র সিদ্ধার্থ তৈলে পূর্ণ করে তা উভয় হস্তে মস্তকে ধারণ করে এরূপ প্রনিধান করলেন- "আমার ভ্রাতা যেমন

সর্বলোকের হিতার্থে জগতে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছেন, আমিও এ সিদ্ধার্থ তৈল দানের ফলে অনাগতে যেন সম্যক সম্বুদ্ধ হতে পারি।" এ সিদ্ধার্থ তৈলের নামানুসারে যেন তখন আমার নাম হয় "সিদ্ধার্থ বুদ্ধ।"

রাজপুত্রী চিত্তে এরূপ শ্রেষ্ঠ প্রণিধান স্থাপন করে মস্তক হতে পাত্র নামিয়ে স্থবিরের পাত্রে সশ্রদ্ধ অন্তরে তৈল ঢেলে দিলেন। তৎপর তাঁকে কৃতাঞ্জলী হয়ে বন্দনা করে বললেন- "ভন্তে, আপনি এ সিদ্ধার্থ তৈল দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়ে আমার ভ্রাতা বুদ্ধকে পূজা করুন এবং তাঁকে এরূপ বলবেন- "ভন্তে ভগবান, আপনার কনিষ্ঠা ভগ্নি রাজকন্যা আমাকে এ সিদ্ধার্থ তৈল দান দিয়ে অনাগতে বুদ্ধ হবার জন্য প্রগাঢ় ইচ্ছা পোষণ করে বলেছেন- "আমার এ অনুরোধ একান্ত ভাবেই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলবেন।" এ বলে স্থবিরকে বিদায় দিলেন। তখন তিনি বুদ্ধের নিকট এসে সিদ্ধার্থ তৈল দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধ পূজা করলেন এবং বন্দনা করে রাজকন্যার প্রেরিত সমস্ত খবর ব্যক্ত করলেন। বুদ্ধ তা শুনে স্থবিরকে বললেন- "হে ভিক্ষু, এখন আমি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নির ইচ্ছিত বিষয়ের কোনই ব্যাখ্যান দিতে পারছিনা। তার বিশেষ কারণ হল এই- সে এখন "নারী জাতি।" নারী জাতি "অষ্ট ধর্ম" গ্রহণে অপরিপূর্ণা।" স্থবির এ কথা শুনে পুনঃ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৭। "হে মহাবীর, সে অষ্ট ধর্ম কি? অনুগ্রহ করে তা আমাকে দেশনা করুন।" পিটকধর স্থবিরের প্রার্থনা শুনে বুদ্ধ অষ্ট ধর্ম প্রকাশচ্ছলে নিম্নোক্ত চারটি গাথা ভাষণ করলেন-

৮-১১। "মনুষ্যত্ব, পুরুষ, ত্রিহেতুক, বুদ্ধদর্শন, প্রব্রজ্যা, গুণসম্পত্তি, প্রার্থনা ও তীব্র ইচ্ছা, এ অষ্টবিধ ধর্মের একত্র

সমন্বয়কে অষ্টধর্ম সমোধান বলে। যার নিকট এ অষ্টবিধ ধর্ম সমোধান নেই, সপ্তবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হলেও বুদ্ধের শ্রীমুখে অনাগতে সে বুদ্ধ হওয়ার ব্যাখ্যান লাভ করতে পারে না, ইহা সুনিশ্চিত কথা। উক্ত অষ্টবিধ ধর্ম যাঁর নিকট পরিপূর্ণ আছে, তাঁর বুদ্ধত্ব প্রার্থনা সিদ্ধ হবে কিনা বুদ্ধের শ্রীমুখে তা প্রকাশ করেন। যিনি বুদ্ধের শ্রীমুখে ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব প্রার্থনার ব্যাখ্যান লাভ করবেন, তিনি অনাগতে নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করবেন।" এ বলে তিনি পুনঃ বললেন-

১২-১৩। "মনুষ্যত্ব, ত্রিহেতুক, বুদ্ধ দর্শন, গুণ সম্পদ; প্রার্থনা, তীব্র ইচ্ছা, এ ছয় গুণ সম্পন্ন রাজধীতা এখন পুরুষ ও প্রব্রজিত না হওয়ায় অনাগতে বুদ্ধত্ব লাভের প্রার্থনার ব্যাখ্যান আমার নিকট লাভ করতে পারবে না।"

ইহা শুনে স্থবির জিজ্ঞাসা করলেন- "তা হলে ভন্তে, আপনার কনিষ্ঠা ভগ্নির প্রার্থনা পূর্ণ হবে কি?" তখন ভগবান অতীতের দিকে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন- "এ রাজ কুমারীর অতীত তিনজন্মেও বুদ্ধত্ব লাভের প্রার্থনা আছে। এ তিনজন্মের অতীতে এ রাজধীতার আরো কি আছে, তদ্বিষয়ে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন- "বহু অতীতে তার বুদ্ধ করণ কৃত্য আছে" ইহা জ্ঞাত হয়ে তাঁকে বললেন- "এ রাজধীতা সিদ্ধার্থ তৈল দান পুণ্য ফলে নারীত্ব হতে মুক্ত হয়ে তুষিত দেবলোকে দিব্য প্রাসাদে 'সুবর্ণ বর্ণ' দেবপুত্ররূপে উৎপন্ন হবে।" ইহা বলে পুনঃ স্থবিরকে সম্বোধন করে বললেন- "অবিরাম ধ্যানের প্রভাবে তুমি এখান হতে চ্যুত হয়ে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবে। তথা হতে পুনঃ চ্যুত হয়ে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণ করে লক্ষাধিক ষোড়শ অসংখ্য কল্পকাল পর্যন্ত পারমী সম্ভার পূর্ণ করে পুনঃ তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হবে। যথাকালে সে

দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে রম্যবতী নামক নগরে ‘সুদেব’ নামক রাজার অগ্রমহিষী ‘সুমেধা’ দেবীর জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করবে। দশমাস পরে ভূমিষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে যৌবনত্ব প্রাপ্ত হয়ে অযুত বর্ষ অনাগারিক জীবিকা নির্বাহ করবে। তৎপর ক্রমান্বয়ে জীর্ণ, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত দেহ, প্রব্রজিত, এ চারজনকে দেখে স্বীয় চিত্তে সংবেগ জাগ্রত হবে। এ বিষয় চতুষ্টকে হেতু করে মহাভিনিষ্ক্রমণ করে দশমাস যাবৎ মহাধ্যানে রত থেকে অনুক্রমে সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব লাভ করবে।” এরূপে অতীত বিষয় আহরণ করে আমাদের শাস্তা গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ এখন জেতবনে সম্মিলিত ভিক্ষুদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকট করার জন্য প্রদীপ-দান-ফল দেশনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করলেন-

১৪-২৯। পূর্বে দীপদানের ফলে দীপঙ্কর নামক শাস্তা জগতে সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। সে দীপঙ্কর মহামুনি অশীতি হস্ত উচ্চ ছিলেন। তিনি সর্বদা দীপবৃক্ষের ন্যায় শোভা পেতেন। ইহা দীপদানের ফল। পূর্বে দীপ দানের ফলে সে বুদ্ধের দেহ প্রভা সর্বদা দশদিক বারযোজন ব্যাপী বিস্তৃত থাক্‌ত। তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল অযুত বৎসর। সারাজীবন তাঁর দেহরশ্মি এক সমানই ছিল। সে দীপঙ্কর লোকনাথ পূর্বে দীপ দানের ফলে সম্যক দৃষ্টি মানস সম্পন্ন বহু মানবকে ভবদুঃখ হতে উত্তীর্ণ করে দেন। তিনি অই দীপ পূজার ফলেই লোকাগ্র পুদ্গাল, তেজবান, যশঃস্বী, জগতের সুখকামী হিতৈষী দীপঙ্কর বুদ্ধ সর্বদা সদ্ধর্ম প্রকাশ করতেন। জগতে এ অনাসব অগ্রবুদ্ধ জনগণকে মুক্তি দিয়ে নিরাপদে অবস্থান করে দিলেন। সে প্রদীপ পূজক দীপঙ্কর বুদ্ধ পরমায়ুর পরিপূর্ণতা লাভের পর প্রজ্জলিত অগ্নিরাশির ন্যায় নির্বাপিত হয়েছিলেন। তদ্ধেতু স্বীয়

সুখকামী পণ্ডিত নর-নারিগণ সশ্রদ্ধান্তরে সাদরে ত্রিরত্নকে প্রদীপ পূজা কর। যে নরগণ নিরলসভাবে সাদরে দিবারাত্রি ত্রিরত্নকে যথাশক্তি প্রদীপ পূজা করে, তারা সর্বদা দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে দীর্ঘায়ু ও সুখী হয়। ইহা প্রদীপ পূজারই ফল। পূর্বজন্মে প্রদীপ পূজকগণ ইহলোকে উৎপন্ন হলে সর্বদা প্রজ্ঞাবান চক্ষুষ্মাণ ও নির্ভীক হয়। ইহা প্রদীপ দানের ফল। তারা সর্বদা শ্রেষ্ঠ কুলে, মহাতেজশালী ও নিরোগী হয়। জ্ঞাতী মিত্রের মধ্যে সর্বদা বিরোচিত ও ধনবান হয়। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই মার্গফল লাভ করে দুঃখের অন্তসাধক নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। এরূপে ত্রিরত্নে সর্বদা তৈল-প্রদীপ পূজা দান করা সুখাবহ হয়। তদ্ধেতু শ্রেষ্ঠ অগ্রসুখ প্রার্থনাকারী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ত্রিরত্নে তৈল দান ও প্রদীপ পূজা কর।”

তখন পুরাতন দীপঙ্কর সম্যক সম্বুদ্ধ যথায়ুষ্কাল বুদ্ধকৃত্য সমাপণ করে অনুপাধিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। সিদ্ধার্থ তৈল দায়িকা রাজকুমারী ও আয়ুষ্কাল পরিপূর্ণে মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ভগবান এ ধর্মদেশনা করে জাতক সমাপন কল্পে নিণোক্ত গাথা চতুষ্টয় ভাষণ করলেন-

৩০-৩৩। তখনকার ত্রিপিটকধর প্রদীপ পূজাকারী স্থবির পরে দীপঙ্কর সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভ করে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। তখন আমার সাথে পুণ্যকর্মকারিগণ এখন আমার চারি পরিষদ বৃন্দ শ্রাবক সংঘ।” তখন কার সিদ্ধার্থ তৈল দায়িকা ঐ রাজধীতা এখন লোকনাথ সম্যক্ সম্বুদ্ধ আমি। ত্রিবিধ স্বীয় সুখ প্রার্থনাকারী তোমরা সবাই অতি গৌরব চিত্তে এজাতক ধারণ কর।

(প্রদীপ দান জাতক সমাপ্ত।)

৩৭। বট্টঙ্গুলি রাজ জাতক

'যে পণ্ডিত ব্যক্তি' এ ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করবার কালে নিজের অতীত জন্মে যে বুদ্ধমূর্তি সংস্কার করেছিলেন, সে সম্পর্কেই বলেছিলেন। পূরিত পারমী সত্ত্বদের উপকার মানসে এক দিবস শাস্তা দেশ পর্যটনে বের হলেন। তৎপর দিবস পসেনাদি কোশল মহারাজ বহু জনগণ সহ সুগন্ধি দ্রব্য, পুষ্পমাল্য ও নানাবিধ পূজোপকরণ লয়ে বুদ্ধ দর্শনার্থ স্বীয় নগর হতে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে উপস্থিত হলেন। তথায় বুদ্ধের দেখা না পেয়ে ভগ্নমনোরথ ও নিরাশ হয়ে বললেন- ওহে জনগণ, বুদ্ধ এখানে বর্তমান না থাকায় এ জেতবন শূন্য বোধ হচ্ছে। উপস্থিত মহাজনতা ও তথায় বুদ্ধকে না দেখে মহাসংবেগ প্রাপ্ত হয়ে পরস্পর বলতে লাগলেন- 'অহো বন্ধো, সম্যক সম্বুদ্ধ বিনা এ জগত যেন শূন্য ও অশরণ বলে মনে হচ্ছে।' এরূপ বলে রাজা প্রমুখ সবাই নানা পূজোপকরণাদি দ্বারা বুদ্ধের বাসস্থান পূজা করলেন। তৎপর পসেনাদি মহারাজ প্রমুখ মহাজনগণ বুদ্ধের অদর্শনে সংবেগ ও অপ্রসন্ন মনে প্রত্যাবর্তন করলেন। এদিকে ভগবান বুদ্ধ ও নানাদেশ পর্যটন করে বুদ্ধকৃত্য সম্পাদনের পর অনুক্রমে শ্রাবস্তী জেতবন বিহারে উপস্থিত হলেন। তখন কোশারাজ শোনলেন, "ভগবান বুদ্ধ বহু লোককে মার্গফলাদি দান করে, শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে এসেছেন।" এ খবরে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ হয়ে পুনরায় নানাবিধ পূজোপকরণ সহ সপরিষদ জেতবন বিহারে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বন্দনান্তর একান্তে ব'সে বললেন- ভন্তে ভগবান, গতকল্য এ শ্রাবস্তীবাসী অনেক লোক ভগবানকে পূজা করবার জন্য এখানে এসেছিলেন। তাঁরা আপনার দর্শন না পেয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত

চিত্তে চলে গেলেন।” ইহা বলার পর পুনঃ বললেন- “ভন্তে ভগবন, জনগণ কোন কোন সময় আপনাকে না দেখে অনাথের ন্যায় দুঃখীত হয়। আপনি যখন অনুপাধিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হবেন, তখন আপনাকে না দেখে ভক্তবৃন্দ কিরূপে সুখী হবেন? সুতরাং ভন্তে পূজা বন্দনার জন্য ভগবানের প্রতিরূপ নির্মাণ করবার জন্য তাঁরা প্রার্থনা করছেন। তাই আপনার প্রতিরূপ প্রস্তুত করবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করুন।” বুদ্ধ রাজার কথা শুনে জগতের হিতমঙ্গল চিন্তা করে রাজাকে বললেন- “মহারাজ, যেকোন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি আমার রূপ নির্মাণ করতে পারে। পূর্বেও পুরাতন এক পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধমুর্তির এক ভগ্ন অঙ্গুলি পতিত দেখে তা বুদ্ধমুর্তির হস্তে যথাস্থানে সংযোগ করে দিয়েছিলেন। এ কুশল কর্মের প্রভাবে সে ব্যক্তি জন্মান্তরে মহাতেজস্বী ও সুখ সাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। এবলে বুদ্ধ নীরব হলেন। তখন রাজা সে পূর্ব বৃত্তান্ত প্রকাশ করবার জন্য বুদ্ধের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। তখন বুদ্ধ সে অতীত বিষয় বলতে আরম্ভ করলেন।

মহারাজ, অতীতে ‘অঙ্গুলি’ নামক নগরে অতি সমৃদ্ধশালী এক বণিক কুল ছিল। এ বণিক কুলে বোধিসত্ত্বের জন্ম হল। তখন তাঁর নাম ছিল ‘বন্ধু মানব’। এ বন্ধু মানব শ্রদ্ধা, জ্ঞান, উদ্যোগ ও তৎপরতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এক সময় তিনি সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য ‘অজল তীর’ নামক এক প্রকাণ্ড নৌকা তৈরী করলেন। এ নৌকায় নিজের বিক্রির দ্রব্য ও সহস্র জন কর্মচারী সাথে করে নৌকায় আরোহণ করলেন। ত্রিরত্নের নাম স্মরণ করে মহানৌকা সমুদ্রের বক্ষে চালিয়ে দিলেন। কিয়দ্দিন চলার পর এক দ্বীপ পেয়ে তথায় নৌকা নঙ্গর করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব সপরিষদ ঐ দ্বীপে উঠে এদিক ওদিক ভ্রমণ করে

একখানা বিহার দেখলেন। তখন তাঁরা সশ্রদ্ধায় সে বিহারে প্রবেশ করে দেখলেন, এক বুদ্ধমূর্তির হস্তাঙ্গুলি একটি ভগ্ন হয়ে পতিতাবস্থায় আছে। ইহা দেখে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন- 'এখন আমার পুণ্য করবার মহা সুযোগ হয়েছে এ মূর্তির অঙ্গুলির সংযোগ সাধন করে সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেব। এ পুণ্য কর্ম আমার সুখ বিপাক দায়ক হবে।' বোধিসত্ত্ব এ চিন্তা করে তথায় উপবেশন করলেন এবং নিজের কর্মচারীদের নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১। ভদ্রগণ, যে জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে আমার সাথে এ বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাঙ্গুলি সংযোজন করবে, সে ব্যক্তি ধনলাভ করবে এবং মৃত্যুর পর দেব মনুষ্যলোকে বিপুল সুখের অধিকারী হবে। এ বলে মহাসত্ত্ব বুদ্ধমূর্তির ভগ্ন অঙ্গুলি নিজেই গ্রহণ করে অন্যমৃত্তিকা তৈলাদি দ্বারা মর্দন করলেন। তদ্বারা অঙ্গুলি সংযোজন করে মূর্তির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিলেন। তৎপর তথায় স্থানীয় এক নারীকে কিছু অর্থ দিয়ে বললেন- "ভদ্রে, তুমি শ্রদ্ধাচিত্তে এ অর্থ হতে এ বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে প্রত্যহ সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা করবে। এ বলে বুদ্ধমূর্তিকে বন্দনা করে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

২। দেবমনুষ্যলোকে সর্বসম্পত্তি দায়ক এ বুদ্ধমূর্তিকে আমি সৌন্দর্য দান করলাম। এ বলে মহাসত্ত্ব তথায় উপবিষ্ট হয়ে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় যোগে প্রার্থনা করলেন-

৩-৫। 'ভন্তে, এ পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমি যেন অনাগতে এ জগতে অতুলনীয় জিন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হতে পারি। ভন্তে, সংসারে সঞ্চরণকালে আমি যেন সর্বদা অতিশয় রূপলাবণ্যময়, দীর্ঘায়ু সম্পন্ন ও জগত কল্যাণ কামী হতে পারি এবং কোনও চোর ও শত্রু ভয় কোন কালে আমার সম্মুখীন না হয়।'

মহাসত্ত্ব তথায় ওরূপ প্রার্থনা স্থাপন করে বুদ্ধমুর্তিকে পুনঃ বন্দনা করার পর সপরিষদ তথা হতে প্রীতিফুল্লমনে স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন সৎপুরুষ 'বন্ধুমানব' বোধিসত্ত্ব যথায়ুস্কাল মানবকুলে অবস্থান করে মৃত্যুরপর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। তথায় দীর্ঘকাল যাবৎ প্রমোদিত চিত্তে দিব্য সুখ সম্পত্তি পরিভোগ করার পর পরমায়ুর অবসানে তথা হতে সহস্র দেবপুত্র সহ চ্যুত হয়ে বোধিসত্ত্ব প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন বারাণসীর অঙ্গু নামক রাজার অগ্রমহিষীর জঠরে। অপর সহস্র দেবপুত্র জন্ম নিলেন তথায় সহস্র অমাত্যের পুত্ররূপে। দশমাস পরিপূর্ণ হলে বোধিসত্ত্ব সহ অই সহস্র দেবপুত্র একই দিবসে ও একই লগ্নে ভূমিষ্ট হলেন। তখন বোধিসত্ত্বের পিতা অঙ্গরাজ সংবাদ পেলেন- তাঁর পুত্রের জন্মদিবসে বারাণসীতে আরো সহস্র সন্তান সহস্র অমাত্যের গৃহে জন্ম নিয়েছে। রাজা এ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে তখনি ঐ সহস্র অমাত্যের সন্তানগুলি রাজবাড়িতে এনে স্বীয় পুত্রের সাথে সযত্নে প্রতিপালন করতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব সহস্র অমাত্য কুমারদের সাথে খেলা করবার সময় যদি কোনও কারণে তাঁর চিত্তে ক্রোধভাব উৎপন্ন হয়, তাহলে তিনি একটি অঙ্গুলি দ্বারাই সকলকে শাসন করতেন। তাঁর তেজানুভাবে সম্মুখে কেহ তিষ্ঠিতে না পেরে স্বীয় স্থানে গিয়ে বসে পড়তো। অঙ্গরাজ বোধিসত্ত্বের ত্রুম্বিধ তেজানুভাবে দেখে পুত্রের নাম রাখলেন 'বট্টঙ্গুলি কুমার'। তখন কুমার অতি তেজানুভাব সম্পন্ন হয়ে পিতার সাথে বাস করতে লাগলেন। অনন্তর অঙ্গরাজ পরলোক গমন করার পর বট্টঙ্গুলি কুমার রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে ধর্মতঃ সমদমের মাধ্যমে রাজত্ব করতে লাগ্‌লেন। সে সময়ে তিনি দান দিবার ইচ্ছায় নগরের চর্তুদ্বারে চারখানা, নগরের মধ্যভাগে একখানা এবং

নিজের প্রাসাদের সমীপে একখানা, এ ছয়খানা দানশালা তৈরী করে প্রত্যহ প্রত্যেক দানশালায় ছয় সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে যাচকগণকে দান দিতে লাগলেন। একদা বট্টঙ্গুলি মহারাজ মুখ হাত ধৌত করে স্বীয় বাসভবনের সমীপে প্রতিষ্ঠিত দানশালায় অমাত্যগণ সহ বসে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৬। "যে কোন ব্যক্তি পরিভোগের জন্য আমার নিকট হতে ধন যাচঞা করলে, তাকে প্রচুর ধন দেব, একমাত্র আমার বুদ্ধত্ব লাভেরই জন্য।"

তারপর মহাসত্ত্ব সহস্র জম্বুদ্বীপে বাসকারী একশত ক্ষত্রিয় রাজার নিকট এরূপ সংবাদ পাঠালেন- "আপনারা নানাবিধ উপহার ও স্বীয় স্বীয় কন্যা সহ সহসা আমার নিকট উপস্থিত হউন।" রাজগণ দূত মুখে এ সংবাদ পেয়ে ক্রোধে অধীর হয়ে স্বীয় স্বীয় সেনাবৃন্দকে সমবেত করালেন। তারপর ঐ দূত ও সেনাগণকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় যোগে বললেন-

৭-১০। "হে দূত, তোমার রাজা যেমন মাতৃ দুগ্ধ পান করে বর্ধিত হয়েছে, আমরাও সেরূপ বর্ধিত হয়েছি। সে রাজা যেমন বলশালী ও মহির্দ্ধি সম্পন্ন, আমরাও সেরূপ। সে রাজা যেমন মহাবলশালী পুরুষ, আমরাও সেরূপ। সে রাজা যেমন স্বীয় রাজ্যে পুরুষাকারে বাস করেন, আমরাও সে হিসাবে বাস করছি।" এ বলে রাজা মানে ও ক্রোধে স্ফীত হয়ে উক্ত রাজদূতকে বললেন- "হে রাজদূত, আমরা সবাই তোমার রাজাকে নানা উপহার দ্রব্য ও স্ব স্ব কন্যা দেব না।" আমরা সবাই পুরুষ। কেহ নারী নই। সে রাজার সাথে আমরা যুদ্ধ করব।" এ বলে সে দূতের হস্তে প্রত্যুত্তর পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সে বিষয় প্রকাশ করার মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত একাদশটি গাথা ভাষণ করলেন-

১১-২১। তখন ঐ শতজন রাজা অষ্ট অক্ষৌহিনী সেনা সহ একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলেন। তাঁরা রাজ মান-বশে বট্টঙ্গুলি রাজাকে কন্যা ও উপহারাদি দিল না। অপিচ তাঁহারা ক্রোধান্বিত হয়ে "তাঁর সাথে যুদ্ধ করবে।" এবলে দূত দ্বারা পত্র পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধার্থে উক্ত রাজগণ বের হয়ে অনুক্রমে শীঘ্রই বারাণসী নগরের সমীপবর্তী হয়ে তথায় সেনা-নিবাস স্থাপন করলেন। তাঁরা বারাণসী নগরের চর্তুদিকে সেনার দ্বারা পরিবেষ্টন করালেন। তখন রাজগণ একমত হয়ে বট্টঙ্গুলি রাজার নিকট এবলে দূত পাঠালেন- "আমরা সবাই তোমার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য এখানে এসেছি।" এখন কি রাজ্য দেবে, নাকি যুদ্ধ দেবে? "যথা সত্বর এর উত্তর দাও।" বট্টঙ্গুলি মহারাজ তাদের একথা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে সংকল্প করলেন- তাদের সাথে যুদ্ধই করবেন। এসংবাদ নিয়ে পুনঃ দূত পাঠালেন। বট্টঙ্গুলি মহারাজের সহজাত মহাবলশালী সহস্র অমাত্য পুত্র বললেন- তাদের সাথে আমরাই যুদ্ধ করব। আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে না, রাজা আমাদের প্রভু। আপনি কেবল রাজত্ব সুখই ভোগ করুন। আমাদের একথা রক্ষা করুন।"

২২-৪৯। "মহারাজ অমাত্যদের একথা শুনে তাদের বললেন- তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবেনা। তাদের সাথে আমিই যুদ্ধ করব। আমার যুদ্ধ কিরূপ, তা তোমরা দেখবে। পুনঃবার তারা মহারাজের নিকট যাচঞা করলেন, "আমাদের হতে এক একজন যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দিন। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করে সে রাজগণকে আপনার নিকট নিয়ে আস্‌ব। দেব, আমাদের যুদ্ধ কিরূপ, তা দেখুন। এরূপ কথিত হলে তাদের প্রতি নিত্য করুণাপরায়ণ বট্টঙ্গুলি

অমাত্যদের নিবারণ করতে গিয়ে মধুর স্বরে বললেন- "ভদ্রগণ আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমরা আমার সাথে ভূমিষ্ঠ হয়েছ। তোমরা মহাশক্তিশালী বীর পুরুষ। তা আমি জানি। তবে আমি একাই গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করে আমার তেজ প্রভাবে সসৈন্য তাদের অক্ষতভাবে নিরাপদে আমার বশে নিয়ে আসব। সসৈন্য তাদের বিনষ্ট করতে আমার কোনই কষ্ট হবে না। তবে তোমরা তাদের মারণ, বন্ধন কিছুই করবেনা। এ বলে বট্টঙ্গুলি মহারাজ তাদের রণক্ষেত্রে না যাওয়ার জন্য নিবারণ করে বললেন, আমার একজনের যুদ্ধই তোমরা দর্শন কর। তোমরা সবাই সসৈন্য ও সযান বাহনে আমার সাথে তথায় গিয়ে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে আমার যুদ্ধ দর্শন করবে। বট্টঙ্গুলি রাজা এবলে সসেনায় পরিবৃত হয়ে দেবরাজের ন্যায় শোভমানবস্থায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তিনি সসৈন্যে বিপুলভাবে সজ্জিত সমবেত শতরাজাকে দেখে বললেন- "ভদ্রগণ আপনারা এখানে কেন এসেছেন? তাঁরা বললেন- আমরা এক শত রাজা অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনাসহ আপনার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য এসেছি।" বট্টঙ্গুলি রাজ বললেন- ভদ্রগণ, আপনারা সত্যই কি আমার সাথে যুদ্ধ করার মানসে সসৈন্যে এখানে এসেছেন? শতরাজার পক্ষ হতে উত্তর হল, হাঁ ক্ষত্রিয়, আমরা সত্যই আপনার সাথে যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় এসেছি। আমরা জম্বুদ্বীপে একশত ক্ষত্রিয় রাজা আপনার সাথে যুদ্ধ করব। বট্টঙ্গুলি রাজা সে শত্রু রাজগণকে বললেন- ভদ্রগণ, আপনারা আমার সাথে যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় অষ্ট অক্ষৌহিনী সেনাসহ আমার নিকট এসেছেন।" এরূপ বলে পুনঃ একটিমাত্র অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্বক বললেন- "আপনারা সবাই সসেনায় বসে পড়ুন।" একথা বলামাত্রই সসৈন্যে শতজন রাজা সবাই

পলায়ন না করে হস্ত প্রসারণ পূর্বক সেখানেই বন্ধন দশাপ্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় বসে পড়ল। অধোমুখে উপবিষ্ট সসৈন্য শতরাজাকে বট্টঙ্গুলি মহারাজ বললেন- "আপনারা সবাই দাঁড়ান।" তখন রাজগণ দাঁড়িয়ে করযোড়ে রাজাকে বন্দনা জ্ঞাপন করে এরূপে অভয় যাচঞা করতে লাগলেন- "মহারাজ আমরা সবাই আপনার বশে আস্‌লাম। এখন আপনি আমাদের দুঃখ হতে মুক্ত করুন।" দয়ালু বট্টঙ্গুলি রাজা সসৈন্যে শত রাজ্যের একশত রাজার প্রতি মৈত্রী পরায়ণ হয়ে স্বীয় পুত্রের ন্যায় সে রাজগণকে অভয় দান করলেন- এবং পঞ্চশীলাদি শিক্ষা দিয়ে উপদেশ প্রদান করলেন। তারপর তিনি সে রাজগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিরোচিতাবস্থায় স্বীয় নগরে প্রবেশ করলেন। তথায় তাহাদের বিপুল উৎসবের মাধ্যমে জয়পান ও ভোজন দান করলেন। তারপর নরেন্দ্র ঐ শতরাজার সাথে প্রমোদিত চিত্তে প্রিয় বাক্য ভাষণ করে অনাবিল দিব্য সুখ অনুভব করলেন। এরূপে তিনি রাজত্ব সুখ অনুভবে রত হয়ে এইরূপ চিন্তা করলেন,- "আমি জন্মান্তরের কোন পুণ্য কর্মের ফলে এরূপ সুখ লাভ করছি?" এরূপ চিন্তা করে সুখময় সুকোমল শয্যায় শয়ন করলেন।" অতীত জন্মে তাঁর পূরিত পারমীর প্রভাবে সেক্ষণেই দেবরাজের বাসভবন উত্তপ্ত হল। তখন দেবরাজ এর কারণ চিন্তা করে সবই জ্ঞাত হয়ে তৎক্ষণাৎ স্বর্গ হতে এসে বট্টঙ্গুলির সম্মুখে আকাশে স্থিত হলেন। তাঁর সেই দিব্য প্রভায় চতুর্দিক প্রভাসিত হল। সে বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত নয়টি গাথা ভাষণ করলেন-

৫০-৫৮। অতঃপর তাঁর সংকল্প জ্ঞাত হয়ে দেবরাজ স্বর্গ হতে অবতরণ পূর্বক রাজার পূরোভাগে স্থিত হলেন। তাঁর দিব্যালোকে প্রাসাদ অবভাসিত হল। আকাশে স্থিত দেবরাজকে

দেখে রাজা বললেন- “আপনি কি দেবতা, বা গন্ধর্ব নাকি দেবরাজ পুরন্দর, আপনার এতাদৃশ বর্ণ-প্রভা আমি কোথাও কখনো দেখিনি ও শুনিনি। আপনি কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, আমাকে বলুন। রাজার কথা শুনে নিজের পরিচয় দেবার ইচ্ছায় বললেন- আমি দেবরাজ ইন্দ্র। আপনি পূর্বে কি পুণ্য করেছেন, তা জানবার জন্যই আপনার নিকট এসেছি। হে নরাধিপ, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে- আপনি কেন এরূপ অমিত তেজ কোন পুণ্যে লাভ করছেন, তা আমাকে বলুন। দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে শ্রেষ্ঠাসনে উপবিষ্ট বট্টঙ্গুলি মহারাজ নিজের কৃতপুণ্য-বিষয় চিন্তা কররেন-” তৎক্ষণে বোধিসত্ত্ব দেবরাজের অনুভাব বলে জাতিস্মর জ্ঞান লাভ করতঃ আকাশে পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলের ন্যায় নিজের কৃতপুণ্য প্রকট হল। দেবরাজের নিকট সে পুণ্য প্রকাশ মানসে নিম্নোক্ত একবিংশতি গাথা ভাষণ করলেন-

৫৯-৭৯। “দেবরাজ, অতীতে আমি অঙ্গুলি নামক নগর বাসী ব্যবসায়ী ছিলাম। এক সময় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মহানৌকা নিয়ে সমুদ্র পথে যাত্রা করি। জনগণ সহ সমুদ্রের পরতীরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তীরে উঠে এদিক ওদিক বিচরণ করবার কালে এক বিহার দর্শন করে, তাতে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে দেখলাম এক বুদ্ধমূর্তি। তা বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করার কালে দেখলাম এক বুদ্ধমূর্তির একটি অঙ্গুলি ভগ্নাবস্থায় তথায় পড়ে রয়েছে। তখন আমি তা সংযোজন করে দিয়ে সাদরে পূজা করেছিলাম। উক্ত বুদ্ধমূর্তিকে নিত্য প্রদীপ পূজা করবার জন্য তথায় এক নারীকে অর্থ দিয়েছিলাম। দেব, তখন আমি সর্বসম্পত্তি সাধক সে বুদ্ধমূর্তিকে ধীরমানসে বন্দনা করে এরূপ প্রার্থনা করেছিলাম- “ভন্তে আমার এ কৃত পুণ্যের

প্রভাবে জগত বাসীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনাগতে যেন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হই। সর্বদা সংসারে সঞ্চরণ কালে যেন অতিশয় রূপবান ও শক্তিশালী হই, শত্রু ও চোরাগণ যেন আমার সম্মুখীন না হয়, সর্বদা যেন আমি ভয়াতীত হই।” এরূপে আমি বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে প্রার্থনা করে এখন স্বীয় রাজ্যে বিপুল সুখ লাভ করছি। ঐ কৃতপুণ্যের প্রভাবেই এখন আমি মহাতেজ ও মহাঋদ্ধি সম্পন্ন এবং জ্যোতিমান ও যশস্বী হয়েছি। আমার শত্রু শতজন রাজা যুদ্ধার্থী হয়ে সসৈন্যে আমার সম্মুখীন হলে, তখন তাঁরা সসৈন্যে আমার বশে এসে অভয় যাচঞা করল। দেব, তদ্ধেতু আমি যশস্বী, তেজবান, মহাশক্তিশালী “বট্টঙ্গুলি” নামক রাজা হয়ে স্বীয় রাজ্যে বাস করছি। সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু আমাকে আক্রমণ উদ্দেশ্যে আমার সম্মুখীন হলে, তারা স্থিত স্থানেই নিপতিত হয়। হস্তী প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রাণী যুদ্ধ করবার জন্য আমার সম্মুখীন হলেই, আমার পুণ্য তেজে এরাও ভূমিতে লুঠিয়ে পড়ে। সর্বপ্রাণীর আশ্রয়ভূত মহাকুটধারী মহাপর্বতও যদি বিশেষ ক্রোধবশে আমার দ্বারা স্পর্শিত হয়, তবে সেই পর্বতও আমার তেজ প্রভাবে তখনই ভস্মীভূত হবে। ভবৎ দেবরাজ, যে ধন আমার অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শিত হবে, সে ধন আমার পুণ্য-তেজে কখনো ক্ষয় হয়না। দান দিয়া কখনো অনুতপ্ত হইনা বরং সর্বদা চিত্ত প্রসন্ন ও প্রসারিত করি। হে দেবরাজ পূর্বজন্মে বুদ্ধমূর্তির অঙ্গুলি মেরামত করার ফলে অনাগতে বুদ্ধত্ব লাভ করব। সে কর্মের দ্বারা আমি সম্বুদ্ধত্ব লাভ করে জগতের হিতের জন্য উত্তম ধর্মদেশনা করব।” দেবরাজ ইন্দ্র বট্টঙ্গুলি রাজার এবম্বিধ কথা শুনে প্রমোদিত চিত্তে আকাশে সমাসীন হয়ে পুনঃ নিজের ইন্দ্রত্বভাব প্রকাশ করলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত দশটি গাথা ভাষণ করলেন-

৮০-৮৯। দেবরাজ বোধিসত্ত্বের বাক্য শুনে প্রসন্নচিত্তে তাঁকে ইন্দ্রত্বভাব প্রকাশ করলেন। হে রাজন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। আপনার পুণ্যকর্ম জানবার ইচ্ছায় আমার এখানে আগমন। হে নরাধিপ, আপনি অনাগতে বোধিমূলে বসে পঞ্চমার বিধ্বংশ করে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হবেন। আপনি অনাগতে জগতে দেব মনুষ্যদের মধ্যে নিশ্চয়ই শাস্তা, শ্রেষ্ঠ ও অগ্রপুদ্গাল হবেন। আপনি নিশ্চয়ই জগতের সুখদায়ক সৎদের শরণালয় ও সত্বগণের অনুকম্পাকারী। জগতের হিতকারী, অকুশলকারীদের চক্ষু দানকারী ও ধর্মস্বামী তথাগত হবেন। আপনি অনাগতে নিশ্চয়ই চতুরার্য সত্য ও মোক্ষ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্মদেশনাকারী এবং সর্বপ্রাণীদের হিতদায়ক হবেন। হে মহারাজ, অনাগতে আপনি বুদ্ধ হয়ে সংসারে নিমগ্ন সত্বদিগকে ধর্মনৌকায় আরোহণ করিয়ে নিশ্চয়ই উর্ত্তীর্ণ করবেন। এবং সমস্ত নরক শূন্য করে সত্বদিগকে মুক্ত করবেন ও ধর্মামৃত পান করাবেন। তারপর যথায়ুষ্কাল পৃথিবীতে অবস্থান করার পর পরিনির্বাপিত হবেন। তখন বোধিসত্ত্ব তথায় দেবরাজের সাথে প্রীতি জনক আলাপ করার পর তাঁকে বুদ্ধমূর্তি তৈরী করে দান করবার ফল দেশনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত দ্বাদশটি গাথায় বর্ণনা করলেন-

৯০-১০১। "দেবরাজ, যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করে বা করান, সে ব্যক্তি জন্মান্তরে অতিশয় রূপবান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন এবং দেবনরের প্রিয়, মহাতেজস্বী, ঋদ্ধিবান, উত্তম রুচিকর বর্ণশালী ও মহাযশস্বী হয়। সে জন্মে জন্মে প্রজ্ঞাবান মহানুভব সম্পন্ন, তেজবান ও সর্বা প্রীতিমনা এবং সুখী, সুস্থ, দীর্ঘায়ু, শত্রুবিহীন ও নির্ভীক হয়। সে বুদ্ধমুর্তি দায়ক সংসারে সঞ্চরণ কালে চতুর্বিধ অপায়ে গমন করেন না।

সর্বদা দেবমনুষ্যলোকে উৎপন্ন হয়ে সবারই উত্তম হয়। তারা মনুষ্য লোকে উৎপন্ন হলে সর্বদাই ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ কুলেই উৎপন্ন হয়। বিশাল বিভবসম্পন্নকুলে জন্মগ্রহণ করে দাস দাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। তাকে সবাই মান্য গণ্য করে, পূজা করে, সৎকার সহকারে রমিত করে এবং মহাজনগণ তাঁর বশে অনুগমন করে। তাঁরা দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে সর্বদা দেবগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রমোদিত হয়। বুদ্ধমূর্তি দানের ফলে বিপুলভাবে মনুষ্যসুখ ও দিব্যসুখ লাভ করে পরে নির্বাণ সুখও লাভ করেন। বুদ্ধমূর্তি দানেরই ফল।

এরূপে দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বের নিকট বুদ্ধমূর্তি দানের এসব ফল বর্ণনা শুনে সে রাজাকে কিছু উপদেশ প্রদান করলেন। তারপর বোধিসত্ত্বের সাথে প্রিয় আলাপান্তে স্তুতি করে স্বীয় দেবলোকে চলে গেলেন। শাস্তা এ বিষয় প্রকাশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত দশটি গাথা ভাষণ করলেন-

১০২-১১১। "তখন বট্টঙ্গুলি রাজার এসব বাক্য শুনে দেবরাজ সমবেত জনগণকে উপদেশ প্রদানান্তর বট্টঙ্গুলি রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রমোদিত চিত্তে বললেন- আমি বুদ্ধমূর্তি তৈরী করে প্রত্যহ পূজা করব।" এ বলে দেবরাজ স্বর্গে চলে গেলেন। তখন বট্টঙ্গুলি রাজা জনগণকে উপদেশাদি দিয়ে উপকার করতে লাগলেন। তিনি সবার সাথে প্রীতিজনক আলাপাদির পর সবাইকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করে স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ একশত রাজা স্বীয় স্বীয় রাজ্যে গিয়ে প্রত্যেক বৎসর বট্টঙ্গুলি রাজার জন্য বহু ধন রত্ন উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন। তদবধি জনগণ তার উপদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুণ্য কর্ম সম্পাদন করতে লাগলেন এবং পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করলেন।

বট্টঙ্গুলি রাজাও নানা প্রকার পুণ্যকর্ম সম্পাদনে রত হয়ে রাজত্ব করতে লাগলেন। অনন্তর তিনিও মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হলেন। তথায় তিনি সুদীর্ঘকাল দিব্য সম্পদ ভোগে নিরত হয়ে অনুপম সুখ ভোগ করতে লাগলেন।" এরূপে ভগবান কোশল রাজাকে এ অপূর্ব "বট্টঙ্গুলি" জাতক দেশনা সমাপ্ত করে জনসাধারণের ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধির উপায় লক্ষ্য করে উপরন্তু স্বীয় শাসনের চিরস্থিতি কামনায় আপন প্রতিবিম্ব নির্মাণের জন্য রাজাকে অনুজ্ঞা প্রদান করলেন। তা ব্যক্ত করবার মানসে নিম্নোক্ত নয়টি গাথা ভাষণ করলেন-

১১২-১২০। "মহারাজ আমার শাসন চিরস্থিতির জন্য শ্রদ্ধার সহিত যে ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতিমূর্তির মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা নির্মাণ করায় সে মহাপুণ্য লাভ করবে। জনগণ পূজা ও বন্দনার জন্য যে ব্যক্তি তথাগত বুদ্ধের ছোট বড় যে কোন প্রকার মূর্তি তৈরী করে প্রতিষ্ঠা করে, তারা জন্মে জন্মে সূর্যের ন্যায় মহাতেজশালী হয়। মহারাজ, এসব পুণ্যবান জন্মজন্মান্তরে অপায়ে গমন না করে সুগতি স্বর্গ লোক লাভে সুখী ও প্রমোদিত হয় এবং জ্ঞাতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে মহাসম্মান লাভ করে। অতঃপর ভবিষ্যতে নির্বাণ সুখ প্রাপ্ত হয়। যারা গৌরব চিত্তে সামর্থানুযায়ী বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, তারা জন্মান্তরে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ও পরম শান্তি সুখের অধিকারী হয়। তারা ভবিষ্যতে দুঃখের অন্তসাধন করে নির্বাপিত হয়। তাই মহারাজ আপনি পরম সুখ উৎপাদক বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করবেন এবং অপরকেও তজ্জন্য উৎসাহিত করবেন। সর্বদা সর্বসম্পত্তি সাধক এবিষয় এখন আমি বর্ণনা করলাম।"

পসেনাদি কোশল রাজা ভগবানের এ অনুজ্ঞা বাণী পেয়ে বললেন- "সাধু সাধু ভন্তে, আপনার বাক্যে আমি সানন্দে অনুমোদন করলাম। তবে ভন্তে, এখন আমি জানতে চাই যে বুদ্ধমূর্তি কি বস্তু দিয়ে তৈরী করতে হবে? তা আপনার মুখে শুনতে চাই। তখন বুদ্ধও সমস্ত দেবনরের চিরকাল ব্যাপী হিতসুখ বৃদ্ধির জন্য নিজের প্রতিমূর্তি তৈরীর অনুজ্ঞা দিয়ে নিম্নোক্ত তিনটি গাথায় বললেন-

১২১-১২৩। "মহারাজ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ শিলা ও স্বর্ণ রোপ্যাদি দ্বারা দীর্ঘ, হ্রস্ব, বৃহৎ, ক্ষুদ্র ইত্যাদি যে কোন প্রকার বুদ্ধমূর্তি তৈরী করা উচিৎ। হে ক্ষত্রিয় রাজন, এরূপ বুদ্ধমূর্তি আপনি শ্রদ্ধার সহিত নির্মাণ করলে অসংখ্য অপ্রমেয় ফল প্রাপ্ত হবেন বলে ধারণা করুণ।" এবলে শাস্তা বুদ্ধমূর্তি তৈরী করার মহাফল আরো বিশেষ ভাবে জ্ঞাপন করবার জন্য আশ্চর্যজনক উপমাযুক্ত চারটি গাথা ভাষণ করলেন-

১২৪-১২৯। মহারাজ, ঋদ্ধিবান পণ্ডিত ব্যক্তি চারমহাদ্বীপ পরিপূর্ণ মুগমাষ জাতীয় শস্যাদি গণনা করতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধমূর্তি দানফলের পরিমান করতে সমর্থ হয় না। সমগ্র চক্রবাল পূর্ণ সপ্তবিধ শস্য গণনা করতে সমর্থ এমন কোন মহাঋদ্ধিবান দেবপুত্র ও বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করে দান করার পুণ্য ফল পরিমান করতে অক্ষম। হে নরাধিপ, সমস্ত চক্রবালের অগাধ মহাসমুদ্রে কত গণ্ডুষ জল আছে, তা গণনা করতে সমর্থ এমন কোন মহাঋদ্ধিবান দেবপুত্র ও বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ও দানের ফল পরিমান করতে সক্ষম হবেনা। হে রাজ শ্রেষ্ঠ, কোন মহাঋদ্ধিবান দেবপুত্র সমগ্র চক্রবালে এবং পৃথিবী হতে ভবাগ্র পর্যন্ত যত পরিমান স্বর্ণ রৌপ্য আছে, তা গণনা করতে সমর্থ

হলেও বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ও দানের ফল পরিমান করতে সমর্থ হবেনা।"

সপরিষদ পসেনাদি কোশলরাজা ভগবানের এ ধর্মদেশনা শুনে অত্যধিক আনন্দিত হলেন। ততোধিক প্রীতি সৌমনস্যের সঞ্চার হল, জগত বাসীর মহাকল্যাণকর বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের অনুমতি পেয়ে। তদনন্তর তিনি চন্দনবন হতে চন্দনতরু এনে বুদ্ধের সমপরিমান চন্দনসারের এক অতি মনোরম বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করালেন। মূর্তি লাক্ষারস ও যথোপযুক্ত রঙে রঞ্জিত করার পর একখানা মহার্ঘ আসনে বসালেন। রাজা তরুণ সূর্যের ন্যায় বিরোচমান বুদ্ধমূর্তি দেখে "এ জগতে আমিই প্রথম বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করছি।" এরূপ চিন্তা করে প্রসন্ন মনে পুনঃ বুদ্ধগুণ স্মরণ করতে লাগলেন। তখন রাজা তথায় সপ্তরত্নে সমলঙ্কৃত বিচিত্রময় মহামণ্ডপ প্রস্তুত করিয়ে তথায় ঐ বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করলেন। তখন কোশলরাজ সে বুদ্ধমূর্তিকে অতি সাদরে ও শ্রদ্ধায় পূজা সৎকার করে জেতবন মহাবিহারে বুদ্ধের নিকট গিয়ে সানন্দে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

১৩০-১৩১। ভন্তে, আপনার অনুজ্ঞামতে আমি আপনার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেছি। এখন মূর্তিটি জীবন্ত অবস্থার ন্যায় দিব্য আভায় বিরোচিত হচ্ছে। এখন আমার বিশেষ অনুরোধ, আগামী কল্য আপনি আমার রাজাঙ্গনে গিয়ে সে প্রতিমূর্তিটি দেখুন। আগামীকল্য আমার বাড়ীতে আপনার আগমন একান্তই ইচ্ছা করছি। রাজার এরূপ প্রার্থনা শুনে শাস্তা মৌনভাবেই তাঁর প্রার্থনায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। রাজা, "ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন" জেনে তাঁকে বন্দনান্তর চলে গেলেন। পরদিবস শাস্তা সশ্রাবক পরিবৃত হয়ে নিজের প্রতিকৃতি দর্শনার্থ রাজাঙ্গনে রমনীয় মহামণ্ডপে উপস্থিত হলেন। তখন এ চন্দনসার নির্মিত

মনোহর ও প্রভাস্বর বুদ্ধমূর্তি জীবন্ত অবস্থার ন্যায় সম্যক সম্বুদ্ধকে দর্শনমাত্র সম্মান প্রদর্শনার্থ সগৌরবে আসন হতে উঠে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ সুরক্তিম মেঘবর্ণ প্রভাস্বর চীবর হতে ঐরাবত হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় সুশোভনীর বিদ্যুৎলহরীর ন্যায় দক্ষিণ হস্ত বের করে নিবারণ করলেন। আর অগ্রসর না হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

১৩২। বন্ধো, তুমি স্থিত হও। চিরকালই আমি তোমার নিকট অধিষ্ঠিত থাকব। পঞ্চ সহস্র বৎসর আমার শাসন জগতে বিদ্যমান থাকবে। তুমি সর্বদা বীরের ন্যায় আমার শাসনে চিরস্থির হয়ে থাক।" শাস্তা এরূপ বলে বুদ্ধমূর্তির নিকট নিজের শাসনের ভার অর্পণ মানসে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৩৩। সর্বলোকের হিতার্থ অদ্যই আমার শাসনের ভার তোমার উপর ন্যস্ত করা গেল। সুতরাং তুমিই আমার শাসনে স্থিত থাক।" তখন তথায় সমাগত মহাজনমণ্ডলী বুদ্ধমূর্তির এরূপ আশ্চর্য জনক ব্যাপার দেখে প্রত্যেকের বিপুল আনন্দে লোম হর্ষণ হল। তাই সবাই আনন্দ চিত্তে চাঁদর রুমাল উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্বক প্রীতি জ্ঞাপন মানসে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

১৩৪। "অচেতন বুদ্ধমূর্তি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের প্রতি সচেতনের ন্যায় গৌরব করলেন। সুখান্বেষিগণ নিশ্চয়ই এরূপ গৌরব করবেন।" তখন পসেনদি কোশলরাজ মহাজনগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে তথায় সুপ্রজ্ঞাপ্ত শ্রেষ্ঠাসনে সশ্রাবক সম্যক সম্বুদ্ধকে বসায়ে উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাত ও নানাবিধ খাদ্য ভোজ্যে পরিবেশন করে পরিতৃপ্ত করলেন। ভোজনকৃত্য সমাপনের পর সপরিষদ রাজা

বুদ্ধকে বন্দনান্তর একান্তে উপবেশন করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের ফল জিজ্ঞাসা করলেন-

১৩৫-১৩৬। ভন্তে, যে ব্যক্তি আপনার মূর্তি তৈরী করে বা করায়, সে অনাগতে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হয়? এবং পরলোকে তাদের গতি কিরূপ হয় তা আমি শোন্‌তে একান্ত ইচ্ছুক। অনুকম্পা করে তা আমাকে বলুন।" রাজার এরূপ বিনম্র অনুরোধ শুনে শাস্তা বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার ফল সম্বন্ধে আরো নিম্নোক্ত ছয়টি গাথায় বর্ণনা করলেন-

১৩৭-১৪২। মহারাজ, যে ব্যক্তি হস্তী দন্তময়, রত্নময়, লৌহময়, শিলাময়, মৃত্তিকাময়, পুষ্পময়, সুবর্ণময় বা ফলকাদি দ্বারা ক্ষুদ্র হোক বা বড় হোক যথেচ্ছানুযায়ী আমার মূর্তি পূজার জন্য তৈরী এবং প্রতিষ্ঠা করে, তারা অনাগতে বুদ্ধত্ব, পচ্চেক বুদ্ধত্ব বা শ্রাবকত্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করবে। তারা সর্বদা দেবমনুষ্যলোকে সংসরণ করবার কালে দীর্ঘায়ু, বর্ণশালী, নিরোগী, ভোগসম্পত্তিশালী ও সুখী হয়। তারা জগতে উৎপন্ন হলে সর্বদা কুশল সম্পদে সমৃদ্ধ পুণ্যবান, সবারই প্রিয়, মনোজ্ঞ ও সূর্যের ন্যায় তেজশালী হয়। মহারাজ তারা জগতে উৎপন্ন হলে, নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় শোভামান হয় এবং জ্ঞাতী মধ্যে অতিশয় বিরোচিত হয়।" ভগবান বুদ্ধ এরূপে কোশল রাজাকে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করার ফল সম্বন্ধে প্রকাশ করলেন। তারপর বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠাকারী দুঃখজনক স্থানে অনুৎপন্নভাবে প্রকাশচ্ছলে পুনঃ নিম্নোক্ত সপ্তদশটি গাথা ভাষণ করলেন-

১৪৩-১৬০। "হে নরাধিপ, যারা শ্রদ্ধাচিত্তে আমার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাদের সর্বেচ্ছা পরিপূর্ণ হয়। তারা কখনো সঞ্জীবাদি নিরয়ে ও মাম্লক শীতল লোকান্তরিক নিরয়ে

পতিত হয়না। মহারাজ তারা কখনো অতি হীন ও ক্ষুদ্রকুলে এবং দুঃখময় প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়না। আমার মূর্তিদানকারী সদ্ধর্ম-হিতৈষিগণ কোনও কালে তির্যগ জাতিতে উৎপন্ন হয়না। কখনো অধোশিরে উর্দ্ধপাদে দুঃখভোগকারী অসুর লোকে উৎপন্ন হয়না এবং অসংজ্ঞ ব্রহ্মলোকে অরূপ ব্রহ্মলোকে প্রত্যন্ত প্রদেশে ও অতিদুঃখময় স্থানে উৎপন্ন হয়না। তারা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হলে, কখনো অন্ধ-বধির হয়না। যারা আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবে অনাগতে তারা কখনো কুষ্ঠগণ্ডাদি রোগ ভোগ করেনা। কোনও মন্ত্রের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা যে কোন উপদ্রব বিশেষের দ্বারা এবং শত্রুর হিংসার দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হবেনা। আমার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠাকারীরা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কুল ব্যতীত কখনো অন্য কোন চণ্ডাল কুলাদি হীনকুলে উৎপন্ন হয় না। তারা সর্বদা মাতৃগর্ভে সুখে বাস করে, সুখে ভূমিষ্ঠ হয় এবং সর্বদা সুখেই বাস করে। তারা যে মহাকুলে উৎপন্ন হয় সে কুল সর্বদা বর্দ্ধনশীল ও ধনবান হয়। তারা সর্বদা রূপলাবন্যে ভরপুর, দর্শনীয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ জনগণের প্রিয়, ভোগৈশ্বর্যশালী ও যশস্বী হয়। সর্বদা তারা কর্ণসুখকর শ্রোত বা মধুর প্রিয়ভাষী ও সুদক্ষ পণ্ডিত এবং ক্ষেত্র বস্তু ভিঠা, দাস-দাসী, ভোগবান, ধনধান্য ও যশঃকীর্তিতে সমৃদ্ধ হয়। তারা দেব বা মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হলে সর্বদা সবারই মনোজ্ঞ, প্রশংসনীয়, জনগণের গৌরবনীয় ও সবারই শ্রেষ্ঠ হয়। মহারাজ তারা সর্বদা জ্ঞাতিগণের মধ্যে উত্তম ও পূজনীয় হয়। হে নরাধিপ আমার মূর্তি-দানকারীরা সবসময় সর্বস্থানে পূজিত হয়। নরদেবের মধ্যে উত্তম ও প্রতিষ্ঠাবান হয়। এরূপে ভগবান বুদ্ধ কোশল রাজাকে সুখ সম্পত্তির বিষয় প্রকাশ করে, এখন দেবলোকে

লভিতব্য সুখ সম্পত্তি প্রকাশ মানসে নিম্নোক্ত দশটি গাথা ভাষণ করলেন-

১৬১-১৭৫। "মহারাজ, আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠার পূণ্য প্রভাবে মনুষ্যলোকে শ্রেষ্ঠ সুখ পরিভোগ করনান্তর ত্রিবিধ সুচরিত ধর্মপূর্ণ করে যথায়ুষ্কালে মৃত্যুর পর নানা দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তারা মনুষ্যলোক ত্যাগ করে দেবলোক প্রাপ্ত হয়ে নানা রত্নে বিচিত্রিত সুবর্ণ বিমানে শ্রেষ্ঠ দেবকন্যার সাথে রমিত হয়। তারা সর্বদা দিব্য সুখে সংস্থিত থেকে সর্ববিধ দিব্য বাদ্যে প্রমোদিত হয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ সম্পত্তিতে নিমগ্ন থাকে এবং স্বর্গে যাহা পরমসুখ, তা অনুক্ষণ ভোগ করে। রাজন, তাদের দেহশোভা অত্যন্ত রুচিকর, পরম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পঞ্চকাম গুনে সন্তর্পিত এবং শরীর লাবণ্য-বিলাসে অতি শোভনীয় হয়। রাজন, তারা শ্রেষ্ঠ বিমান নিবাসী ও শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন হয়। তারা সর্বদা দেবগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে নন্দন বনে রমিত হয়। মদীয় প্রতিমূর্তি দানকারীরা দেবলোকে চর্তুদিকে দেবগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে সর্বদা সর্বাবিধ দিব্য তুর্য ধ্বনিতে নন্দিত হয়। সর্বদা দিব্য নৃত্য-গীত-বাদ্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রমোদিত হয়। যখন তারা তাদের বিমানে দিব্য শয্যায় শয়ন করে, তখন দেবগণ দিব্য বাদ্য-নৃত্য-গানে তাদেরকে রমিত করে। রাজন, মদীয় মূর্তি প্রতিষ্ঠাকারীরা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে প্রীতি ভক্ষণকারী হয় এবং ব্রহ্মাদের সাথে সানন্দে ক্রীড়ায় রত থাকে। তারা ব্রহ্মালোকে অমৃত সুখ ভোগের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ব্রহ্মায়ু লাভ করার পর সেখান হতে চ্যুত হয়ে এ বিশাল মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হয়। তারা দেবমনুষ্যলোকে সংসরণ কালে সর্বদা সবারই উত্তম হয়। পরবর্তীভবে তারা বুদ্ধত্ব, পচ্চেক বুদ্ধত্ব বা শ্রাবকত্ব প্রার্থনা করলে, তা পূর্ণ হয়। তারা বুদ্ধত্ব, পচ্চেক

বুদ্ধত্ব বা শ্রাবকত্ব প্রাপ্ত হয়ে জগতে যথায়ুষ্কাল স্থিত থেকে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।” ভগবান বুদ্ধ কোশল রাজাকে দেবলোকে লভিতব্য সুখ সম্পত্তি প্রকাশ করে পুনঃ রাজাকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

১৭৬-১৭৭। “মহারাজ, শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধমূর্তির ভগ্ন অঙ্গুলির সংযোজন বিধায় সর্বদা আমার এ বিপাক লাভ হয়েছে। বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা মহারাজ, আমি ব্যতীত অন্য কেহ তার ফল বর্ণনা করতে সক্ষম হবেনা। ভগবান বুদ্ধ এরূপে রাজাকে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করণের মহাফলভাব বর্ণনা করে এখন নানাবিধ পুণ্য ফল দেশনাচ্ছলে নিম্নোক্ত চর্তুদশটি গাথা ভাষণ করলেন-

১৭৮-১৯১। মহারাজ, স্বীয় সুখকামী যে ব্যক্তিগণ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তারা সর্বদা দেবমনুষ্য ও ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয় এবং যারা বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার পুণ্য অনুমোদন করে তারাও সর্বদা সুখলাভ করে। বুদ্ধমূর্তি পূজার জন্য যে ব্যক্তি ধন দান করে, সে সর্বদা ধনবান হয়। তদ্ধেতু স্বীয় সুখ ইচ্ছাকারী পণ্ডিত ব্যক্তি আমার দ্বারা বর্ণিত মদীয় মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর। মূর্তি প্রতিষ্ঠাকারী সর্বদা সুখী, মহাপ্রজ্ঞাবান, রূপবান, মহাধনী ও মহাযশঃস্বী হয়। তারা সর্বদা দাস দাসী সম্পন্ন ভোগ সম্পদশালী, মহাজ্ঞাতী সম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও দীর্ঘায়ু হয়। তারা সমস্ত শত্রু ও ভয়াতীত হয় এবং সর্বদা পূজিত হয়। ইহা বুদ্ধমূর্তি দানেরই ফল। আমার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠাকারীগণ হীনকুলে উৎপন্ন হয় না, তারা সর্বদা উচ্চকুলে উৎপন্ন হয়। জন্মে জন্মে তারা সুগন্ধ জনপ্রিয় ও সুরূপ হয়। মধুরভাষী, পণ্ডিত ও প্রতিভাবান হয়। এসব বুদ্ধমূর্তি দানেরই ফল। তদ্ধেতু পণ্ডিত জনগণ স্বীয় সুখ কামনা করে আমার প্রতিমূর্তি সাদরে তৈরী করে বা করায়। মহারাজ মৎ কর্তৃক বুদ্ধমূর্তি দানের মহাপুণ্য ফল বর্ণিত হল।”

পসেনদি কোশল রাজা ভগবানের মুখে এ ধর্মদেশনা শুনে অতিশয় উদার প্রীতি ও সৌমণস্য চিত্তে ভগবানের নিকট নিম্নোক্ত চারটি প্রার্থনা গাথা ভাষণ করলেন-

১৯১-১৯৫। ভন্তে, আমা দ্বারা চন্দনাসারে নির্মিত এ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার পুণ্য ফলে ভবিষ্যতে জন্মে জন্মে যেন জাতিস্মর জ্ঞান লাভ করি। অনাগতে ভব সংসরণের সময় যেন সর্বদা নিজকে পাপ হতে রক্ষা করে বিশুদ্ধি ও সুখী হই এবং আমি যেন বুদ্ধ হতে পারি, আমার পিতা মাতা প্রভৃতি জনগণ সর্বদা নিরোগ, নির্ভয় ও সুখী হউক।" পসেনদি মহারাজ এরূপে প্রার্থনা স্থাপন করে অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রবণতা চিত্তে পুনঃ নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৯৬। "ভন্তে, আমার সপরিষদ রাজা, সপরিবার দেবসংঘ সবাই শ্রদ্ধাসংযুক্ত হয়ে আপনার শাসন জগতে রক্ষা করুন।" শাস্তা কোশল রাজের কথা শুনে বুঝলেন "তাঁর চিত্তে অতি উদার প্রীতি সৌমণস্য চিত্ত প্রবর্তিত হয়েছে।" তা আরো বর্দ্ধিত হবার জন্য নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

১৯৭-১৯৮। "মহারাজ, আপনি শ্রদ্ধাসহকারে চন্দনসার দ্বারা আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এহেতু জগতে অনাগতে আপনি জাতিস্মর জ্ঞান লাভী অনুত্তর বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। আপনার এ পুণ্য কর্মে আপনার ও মহাজনগণের তথা জগতের সর্বসত্ব সর্বদা যেন সুখী হোক এবং দেবগণ সর্বদা তাদেরকে রক্ষা করুন।" ভগবান এরূপে গাথাদ্বয় দ্বারা পসেনদি কোশল রাজার সহিত আলাপ সমাপ্ত করে বললেন- "এ চন্দনসার দ্বারা নির্মিত আমার মূর্তি আপনার দ্বারা কৃত হওয়ায় অনাগতকালে সারা জগতের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কার্যকরী হবে। মহারাজ, এ বুদ্ধমূর্তি এ মহামণ্ডপে আপনার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভবিষ্যতে ইহা আপনার অতিশয় উদার বিপুল সুখ বিপাক দায়ক হবে। এ বলে জাতক উপসংহার করে নিম্নোক্ত ছয়টি গাথা ভাষণ করলেন-

১৯৯-২০৪। "তখনকারের বট্টঙ্গুলি রাজার মাতা এখন মহামায়া দেবী। তখনকারের পিতা বর্তমান শুদ্ধোদন মহারাজ। তখন তাঁর অগ্রমহিষী ছিল বর্তমানের যশোধরা। তাঁর যে দূত ছিল, এখন সে আনন্দ। তখন দেবলোকের ঈশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র এখন দিব্য চক্ষুলাভী প্রসিদ্ধ অনুরুদ্ধ। সমস্ত যোদ্ধাগণ এখন আমার শ্রাবক। তখনকারের জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজগণ এখন আমার পরিষদ মণ্ডলী। রাজাদের মধ্যে মহাতেজবান "বট্টঙ্গুলি" নামক রাজা এখন আমি লোকনাথ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ। হে মহারাজ আপনি সর্বদা মদীয় শ্রেষ্ঠ শাসনে অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ করুন।

(বট্টঙ্গুলি রাজ জাতক সমাপ্ত।)

৪০। ২য় সুবর্ণ কুমার জাতক-

নিবেদন

ধর্মচেতনা বিহীন নর নারীর চিত্ত মরুভূমির ন্যায়। সেইরূপ চিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তির গতি অনির্ণীত। গতি নির্ণীত করিবার একমাত্র ঔষধ হইল ধর্ম। ধর্মবিষয় কাহারো নিকট জটিল বলিয়া মনে হয়। তাই ভগবান বুদ্ধ ধর্মীয় জটিল বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য জাতক ভাষণ করিয়াছেন। তিনি জাতকের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জটিল বিষয় সমূহ সহজবোধ্য করিয়া দেশনা করিয়াছেন। এই অর্থে জাতক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তু। এই জাতক পঞ্চাশকে ৫০টি মনোরম জাতক সন্দর্ভে সুসজ্জিত। সাধারণ লোকেরও ধর্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত ৫০টি

জাতক আমি পালি হইতে অনুবাদ করিয়াছি পালি অনুগতভাবে। অর্থের অভাব বিধায় এবং কাগজ ও মুদ্রণের অগ্নি মূল্য কারণে তাহা একসাথে মুদ্রণ অক্ষমতা হেতু যে যতটি জাতক প্রকাশে সক্ষম সে ততটি জাতক প্রকাশ করিতেছেন। এক সময় শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত প্রিয়শীল, ত্রিপিটক-বিশারদ ধর্মকথিক আয়ুষ্মান শ্রীমান প্রিয়দর্শী স্থবির কথা প্রসঙ্গে শাসনের উপকারার্থে ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের সদিচ্ছা আমার নিকট প্রকাশ করেন। তখন আমি তাহার উদগ্র মনোভাব জ্ঞাত হইয়া জাতক পঞ্চাশকের এই ৪০ নং ২য় সুবর্ণকুমার জাতকটি তাহার পুণ্য হস্তে প্রদান করি। তিনি তাহা পাঠ করিয়া প্রীতিফুল্ল মনে সহসা অন্তিকা প্রেসে মুদ্রণার্থ প্রদান করেন। অমায়িক সত্যবাদী অন্তিকা প্রেসের মালিক শ্রীযুত বাবু সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া বি, এ মহোদয় নিজেই প্রুফ দেখার ভার গ্রহণ করতঃ সযত্নে অল্পদিনের মধ্যেই জাতকটি ছাপিয়া প্রকাশকের ও আমার আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তাই সপরিবার তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা করি।

এই পুস্তিকা দ্বারা সর্বসাধারণের কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দ ও উপকার অনুভব হইলে, আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

ইতি-

নিবেদক- “শ্রী জিনবংশ মহাথেরো”

পাহাড়তলী মহানন্দ সংঘরাজ বিহারাধ্যক্ষ

৪০। দ্বিতীয় সুবর্ণ কুমার জাতক-

"ভবৎ. ইহা দেখব" এবিষয় শাস্তা জেতবনে বাস করবার কালে নিজের পূর্বকৃত পুণ্যে উৎপন্ন পুণ্যের তেজানুভাব প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

একদিবস ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে ধর্মসভায় উপবিষ্ট হয়ে পরস্পর এরূপ কথার উত্থাপন করলেন- "অহো, আমাদের শাস্তা দেবমনুষ্য হতেও অত্যন্ত মহাতেজানুভাব সম্পন্ন, মহালাভ সৎকার পূজায় বিশিষ্টতর এবং বিপুল রূপ-লাবণ্যে ভরপুর আছেন।" শাস্তা নিজের দিব্য কর্ণে তাঁদের বাক্য শুনে সে ধর্মসভায় উপস্থিত হলেন। তথায় শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে বসে বুদ্ধ বললেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি কথা নিয়ে এখানে বসে আছ?" তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্য বিষয় বুদ্ধের নিকট যথাযথ ভাবে প্রকাশ করলেন। বুদ্ধ তাঁদের কথা শুনে বললেন- "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত যে এখন মহাতেজানুভাব সম্পন্ন ও অতিশয় লাভ সৎকার পূজায় বিশিষ্টতর এবং রূপ-লাবণ্যে শ্রেষ্ঠ; তা বড় আশ্চর্যের বিষয় নয়, পূর্বেও আমি বোধিসত্ত্বাবস্থায়ও অত্যন্ত আশ্চর্য ছিলাম।" এবলে মৌণভাব ধারণ করলেন। তখন ভিক্ষুগণ দ্বারা প্রার্থীত হয়ে সে' অতীত বিষয় বল্‌তে আরম্ভ করলেন।

অতীতে "সুরভট" নামক এক রাজা বারাণসী নগরে রাজত্ব করতেন। সে রাজার অগ্রমহিষীর নাম ছিল "চন্দ্রা দেবী।" এ চন্দ্রা দেবী পরিজন বর্গের শয়নের পরেই নিজে শয়ন করতেন, তাদের পূর্বেই শর্যা ত্যাগ করতেন। কখন কি করা কর্তব্য, তা নির্দ্ধারণ কারিনী, প্রিয় বাদিনী ও সবারই মনোজ্ঞ আচরণ কারিণী এ পঞ্চবিধ গুণ ধর্মে সমন্বিতা ছিলেন। এসব কারণে

সুরভট রাজা নিজের পঞ্চসহস্র ভার্য্যার মধ্যে এ চন্দ্রা দেবীকেই অগ্রমহিষী পদে স্থান দিয়েছিলেন। এ দেবী সে রাজার অতি প্রিয়া ও মনোজ্ঞা ছিলেন। এ রাজার পুত্রের সংখ্যা ছিল পঞ্চশত। তারা সবাই দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা, বীর বিক্রমশালী ও নানা গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তৎকালে বোধিসত্ত্ব তাবতিংশ দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে সে চন্দ্রাদেবীর জঠরেই প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। দশমাস পরিপূর্ণে চন্দ্রাদেবী মহাপুণ্যলক্ষণ সম্পন্ন সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন, সে শিশুর নামকরণ দিবসে মহাজনগণ উল্লাসিত হয়ে তাঁর নাম রাখলেন "সুবর্ণ কুমার।" একুমার যখন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করলেন, তখন তিনি নয়নাভিরাম রূপশালী, মহাশক্তিশালী, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও ধনুবিদ্যায় প্রসিদ্ধ বলে দিকবিদিকে প্রকট হলেন। এক সময় অধিমাস (মল মাস) বৎসর সংপ্রাপ্তে সুরভট রাজা চতুরাঙ্গিণী সেনাবাহিনী একস্থানে একত্রিত করিয়ে সেনাপতিকে বললেন- "ভবৎ সেনাপতি, মহাসমুদ্র সর্ববিধ রত্নে ও বহু আশ্চর্য জনক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। আমরা সবাই সে সমুদ্র তীর সমীপে গিয়ে ক্রীড়োৎসব করতে ইচ্ছা করি এবং তথায় মহাসমুদ্রের আশ্চর্য বিষয় দেখব।" এ বলে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

১। "ভদ্র সজ্জন মণ্ডলি, আমরা সমুদ্র তীরে সর্ববিধ রত্ন দেখব এবং সমুদ্র তীরে যথেচ্ছাভাবে ক্রীড়োৎসব করব।" রাজার এগাথা শুনে অমাত্যাদি জনগণ সন্তুষ্ট চিত্তে নিম্নোক্ত গাথাযোগে তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করলেন-

২। "হে ক্ষত্রিয়, মহাসমুদ্রের সর্ববিধ রত্ন ও আশ্চর্য বিষয় দেখবার জন্য সমুদ্রতীরের ক্রীড়োৎসবে আমরা সবাই আপনার সাথে যাব"।

ইহা শুনে রাজা নিজের পুত্র ও বিংশতি সহস্র কন্যা এবং বহু সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হয়ে প্রথমে বহু যান, বহু ধ্বজাধারী ব্যক্তি ও বহু পঞ্চাঙ্গিক তুর্য বাদ্যকারী লোক পুরোভাগে প্রেরণ করে বারাণসী নগরের পূর্বদ্বার দিয়ে বের হলেন। সে অভিযান অনুক্রমে গিয়ে সংকল্পিত সমুদ্রতীর সমীপে এক রমণীয় স্থানে উপস্থিত হলেন। তথায় শিবির স্থাপন পূর্বক চতুরঙ্গিণী সেনা সহ রাজা শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশন করতঃ অমাত্যগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রীতিফুল্ল হৃদয়ে নিজের অমাত্যকে সম্বোধন করে বললেন- "ভবৎগণ, তোমরা এস্থানে বাস করে উৎসবের স্থান যথাভিরুচি মতে তৈরী কর। আমরা সবাই সাতদিন ধরে নৌকাযোগে নানাবিধ সমুদ্রক্রীড়া করে তথায় এসে পুনঃ ক্রীড়োৎসব করব।" অমাত্যবৃন্দ সুরভট রাজার কথা শুনে "সাধু দেব" এবলে রাজার নির্দেশ মতে সর্ব কার্য সমাধা করলেন। তখন মহাসত্ত্ব সুবর্ণকুমার স্বীয় পিতা সুরভটের সাথেই ছিলেন। সে মহাসত্ত্বের পুণ্য তেজানুভাবেই ভীষণ স্বভাব সম্পন্ন মহাসমুদ্রে ভয়ানক প্রচণ্ড কুম্ভীর, হাঙ্গর ও নানাবিধ সর্প এবং প্রচণ্ড প্রাণীকুল পরস্পর কারো কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করেনি। তৎপর মহাসত্ত্ব নিজের পুণ্যানুভাব প্রদর্শনের ইচ্ছুক হয়ে সংকল্প করলেন যে- "যদি আমার পুণ্য তেজানুভাব সত্য হয়, তবে, এমহাসমুদ্রের জল পৃথিবী তলের ন্যায় হোক্ যাতে আমরা সমুদ্র তলের সমস্ত রত্ন সম্ভার দেখতে পাই। সেরূপ ভাবে সমুদ্রের মধ্যভাগ হতে তা বের হোক্।" এসত্যাধিষ্ঠান করার পর মুহূর্তেই সে সমুদ্রজল পৃথিবীর ন্যায় শক্ত হল। তাতে মহাসত্ত্ব এদিক ওদিক পায়চারী করতে লাগলেন। তৎক্ষণে সমুদ্রে রক্ষিতা এক দেবধীতা নিজের অনুভাব বলে ছদ্দন্ত সরোবর হতে সর্বাঙ্গ সুন্দর লক্ষণ

প্রতিমণ্ডিত সর্বশ্বেত একমঙ্গল হস্তী আনয়ন পূর্বক সূর্যোদয়ের সময় মহাসত্ত্বকে দান দিলেন। মহাসত্ত্ব সে মঙ্গল হস্তী লাভ করে তুষ্ট চিত্তে নিজকে অলঙ্কৃত করে সুক্ষণ লগ্নে সে মঙ্গল হস্তীতে আরোহণ করতঃ সমুদ্র মধ্যে স্থিত হলেন। মহাজনগণ মহাসত্ত্বকে এরূপভাবে দেখে অভূতপূর্ব আশ্চর্যান্বিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে প্রফুল্লচিত্তে মহাউল্লাস ধ্বনি করলেন। মহাসত্ত্বও তথায় সুরভট রাজা প্রমুখ মহাজনগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে মঙ্গল হস্তিটি সমুদ্রের মধ্যাভিমুখে চালিয়ে দিলেন। বোধিসত্ত্বের ইঙ্গিতানুসারে হস্তীটি সমুদ্রের মধ্যভাগের দিকে চল্‌তে লাগল। সে চতুরাশীতি যোজন পরিমিত গভীর জল দ্বিভাগে বিভক্ত হয়ে দেওয়ালের ন্যায় সংস্থিত হল। মহাসত্ত্বের পুণ্যানুভাব তেজে মহাজনগণ হস্তীর পিছুপিছু সমুদ্রের মধ্যভাগে গিয়ে বহু রত্ন গ্রহণ করলেন এবং তা মহাসত্ত্বকে প্রদান করলেন। সে জল দেওয়ালের উভয় পার্শ্বে পঞ্চবর্ণ পুষ্পমালা ও নানাবিধ রত্ন মালা সমূহ ঝুল্‌তে লাগল। নাগরাজ ও নাগ কন্যাগণ রত্ন প্রদীপ হস্তে চারিদিকে আলোকিত করে মহাসত্ত্বকে পরিবেষ্টন করল। মহাসত্ত্ব তিন দিবস ব্যাপী মহাজনগণের সাথে সে সমুদ্রের মধ্যভাগে অবস্থান করলেন এবং নাগরাজ ও নাগকন্যাগণ দ্বারা প্রদত্ত দিব্য খাদ্য ভোজ্য ভোজন করে ও নানাবিধ দিব্য সম্পত্তি পরিভোগ করলেন। তখন বোধিসত্ত্বের পিতা মাতা চিন্তা করলেন- "আমাদের পুত্র মহাজনগণ সহ সমুদ্র-মধ্যে গিয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করছে। এখন তাদের অবস্থা কিরূপ হল;" এমনে করে একজন অমাত্যকে আহ্বান করে বললেন- "তুমি গিয়ে মহাজনগণ সহ সুবর্ণ কুমারকে নিয়ে আস।" এবলে সে অমাত্যকে সমুদ্র মধ্যে প্রেরণ করবার সময় নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৩। "ভবৎ অমাত্য, আমার পুত্রের পুণ্যানুভাবে অদ্যই তাকে সমুদ্রের মধ্যভাগ হতে মহাজনমণ্ডলী সহ শীঘ্রই আমার নিকট নিয়ে আস।" রাজার এ আদেশ মাত্র অমাত্য বোধিসত্ত্বের পুণ্যতেজানুভাবে তাঁর গমন পথে বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে তাঁর পিতামাতার প্রেরিত খবর নিবেদন করলেন। বোধিসত্ত্ব তা শুনে সাধুবাদের সাথে বললেন- "ভবৎ অমাত্য, মহাজনমণ্ডলী সহ আমি আস্ছি।" এবলে মহারাজ, নাগকন্যা ও সমুদ্র রক্ষাকারী দেবতাকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৪। "আমি আপনাদিগকে জ্ঞাপন করছি যে- "আমার পিতা-মাতা ক্ষত্রিয়দ্বয় আমার নিকট খবর পাঠিয়েছেন। আমি এখন তাঁদের নিকট চলে যাব। এখানে উপস্থিত আপনারা সবাই সুখী ও ভয়শূন্য হউন।" ইহা শুনে সপরিষদ সমস্ত নাগরাজ কৃতাঞ্জলি হয়ে তাকে বন্দনা করে স্তুতি করণাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

৫। "বুদ্ধাঙ্কুর যে দেশে গমন করেন সে দেশ সমৃদ্ধ হয় এবং তদ্দেশবাসীদের জীবন সফল হয়। আমরা নিজেই তাদিগকে পোষণ করব।" এবলে নাগরাজগণ দিব্য পুষ্প নানাপ্রকার অমিত মহার্ঘ রত্ন সমূহ বোধিসত্ত্বকে দান করে, মহাজনগণকে ঘোষণা করে বললেন- "আপনারা সবাই সমুদ্রতীর হতে যথেচ্ছামতে নানা প্রকার মহার্ঘ রত্নরাজি গ্রহণ করতে আসুন।" এঘোষণা শুনে মহাজনগণ প্রমুখ সুরভট রাজা শিবির হতে অতি তুষ্ট চিত্তে শকটাদি লয়ে এসে মহার্ঘ রত্নে স্বীয় স্বীয় শকট পূর্ণ করলেন। এবং সোৎসাহে তা গ্রহণ করে বোধিসত্ত্বকে প্রশংসা করে নিম্নোক্ত গাথায় ভাষণ করলেন-

৬-৭। "সুরভট রাজা ও চন্দ্রাদেবী প্রিয় পুত্র লাভ করে তাঁরা নিজকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করতেন। সপরিবার নগরবাসীগণ এখানে এসে সফলকাম হয়েছেন। সাফল্যমণ্ডিত সে সুবর্ণ বর্ণ রাজপুত্র সর্বদা সবারই প্রিয়।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব সে রত্নরাজি বিতরণ করে মহাজনগণ সহ শিবিরে পিতা মাতার নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি পিতা মাতাকে বন্দনা করে রত্নরাজি ও আভরণ সমূহ দ্বারা পিতা মাতাকে পূজা করে তাঁদের নিকট দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন রাজা রাণী উভয় ক্ষত্রিয় অদৃষ্টপূর্ব মহার্ঘ রত্নরাজি দেখে হৃষ্ট প্রহৃষ্ট চিত্তে স্বীয় পুত্রকে আলিঙ্গণ পূর্বক তাঁর শির চুম্বন করে নিজের ক্রোড়ে বসালেন। তৎপর স্বকীয় তুষ্টভাব প্রকাশ করনোদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৮। "আমাদের সুবর্ণ কুমার মহাপুণ্যবান। চক্রবর্তী রাজার ন্যায় চর্তুদ্বীপের শ্রীধর।" এবলে ক্ষত্রিয়দ্বয় নিজের প্রিয় পুত্র সুবর্ণ কুমারকে তুষ্ট চিত্তে পুনঃ এ গাথায় বললেন-

৯। "আমাদের এপুত্রই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান। সে আমাদের পঞ্চশত পুত্রের অগ্র-শ্রেষ্ঠ ও অতি প্রিয়তর।"

অতঃপর রাজা এসব মহার্ঘ্য রত্নসার সহ প্রিয় পুত্র সুবর্ণ কুমারকে নিখুঁত শ্বেত মঙ্গল হস্তীতে আরোহণ করালেন এবং চতুরঙ্গিনী সেনাদল সহ পুরোধা করে নিজে বোধিসত্ত্বের শ্রী সম্পদ দর্শন করে করে পশ্চাতে চললেন। তখন হতে বোধিসত্ত্বের যশঃ কীর্ত্তি চারদিকে বিশেষভাবে ব্যাপ্ত হল। সমুদ্রের তীরে স্থাপিত শিবির হতে মহাজনগণ দ্বারা রত্নসার নেওয়ার পরও যা-ই রত্নসার অবশিষ্ট ছিল, দেবতাগণ তা নিয়ে বোধিসত্ত্বের কোষাগার পূর্ণ করলেন। তৎকালে বারাণসী নগর বোধিসত্ত্বের ও সর্বশ্বেত মঙ্গল হস্তীর তেজানুভাবে সর্বদিকে

সুসমৃদ্ধ সুরপুরের ন্যায় হয়েছিল। বোধিসত্ত্ব মহাপুণ্যপ্রভাবে সমুদ্র মধ্যেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নানাবিধ মহার্ঘ রত্নসার কেন লাভ করলেন?

"অতীতে বোধিসত্ত্ব একজন্মে এবারাণসী নগরে অত্যন্ত রূপ লাবণ্যে ভরপুর, দানবীর এক শ্রেষ্ঠী পুত্র ছিলেন। একদিন সে বোধিসত্ত্ব "বিপশ্যি" ভগবানের এক শ্রাবক স্থবির পিণ্ডাচরণ করতে দেখলেন। তিনি স্থবিরের সুসংযতভাব দেখে তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাই তিনি স্থবিরের হস্ত হতে পাত্রটি নিয়ে স্থবিরকে গৃহে নিয়ে গেলেন। তথায় তাঁকে আসনে বসিয়ে অত্যুত্তম খাদ্য ভোজ্যে পাত্র পূর্ণ করে তা স্থবিরের হস্তে তুলে দিলেন। তারপর স্থবিরকে বন্দনা করে বললেন- "ভন্তে, আপনি নিত্য আমার গৃহে এসে পিণ্ডপাত গ্রহণ করবেন।" ইহা শুনে স্থবির বোধিসত্ত্বকে 'তথাস্তু' বলে প্রতিশ্রুতি দান করলেন এবং সে দিনকার পিণ্ডপাত দানানুমোদন করে নিম্নোক্ত গাথায় বললেন-

১০। "হে শ্রেষ্ঠী-পুত্র যে ব্যক্তি অক্রোধী, বৈরী ভাব শূন্য ও সত্যবাদী, সে ব্যক্তি দেব-মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হলে সর্বদা ত্রিবিধ সুখ লাভ করে।"

এরূপে স্থবির বোধিসত্ত্বের অন্নদানানুমোদন করে স্বীয় বিহারে চলে গেলেন। পর দিবস পুনঃ ঐ স্থবির বোধিসত্ত্বের গৃহে পিণ্ডপাত গ্রহণের জন্য উপস্থিত হলেন। স্থবির তথায় পিণ্ডপাত গ্রহণ করে বোধিসত্ত্বকে অল্পক্ষণ ধর্মদেশনা করলেন। ধর্ম শ্রবণের পর বোধিসত্ত্ব স্থবিরকে বন্দনা করে প্রীতিফুল্ল হৃদয়ে বললেন- "ভন্তে, আপনিই আমার আচার্য। অদ্য হতে নিত্য আমাকে উপদেশ দেবেন।" স্থবিরও বোধিসত্ত্বের প্রার্থনানুযায়ী সর্বদা তাঁকে ধর্মদেশনা করতেন। বোধিসত্ত্ব

স্থবিরের ধর্মদেশনানুশাসনে অনুপ্রাণিত হয়ে বিবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে লাগলেন। এরূপে বোধিসত্ত্ব বিপশ্যি ভগবানের শাসনে স্থবিরকে পিণ্ডপাত দান দিয়ে ও ধর্ম শ্রবণ করে ত্রিবিধ সুচরিত কর্ম পূর্ণ করে সুখে জীবন যাত্রা নির্বাহ করেছিলেন। এরূপে অতীত ভবে নিজের কৃত পুণ্য কর্ম দ্বারা সুবর্ণ কুমার মহাতেজানুভাব সম্পন্ন হয়েছিলেন। সে সময় পঞ্চশত ব্যবসায়ী মহানৌকাযোগে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্যের জন্য গিয়েছিলেন। তথায় তাঁরা ঐ বোধিসত্ত্ব সুবর্ণকুমারের মহাসম্পত্তি লাভ, নিখুঁত শ্বেত মঙ্গল হস্তী লাভ এবং মহাধন সম্পদ লাভের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে নানা স্থানে বিচরণ করতে লাগলেন। সিংহল দ্বীপ বাসী জনগণ তা শুনে সে দ্বীপের 'ভটসুর' নামক রাজাকে সুবর্ণ কুমারের প্রশংসনীয় কথাগুলি জ্ঞাপন করলেন। রাজা তা শুনে নিজের ঐশ্বর্য্যের কথা চিন্তা করে অহঙ্কার উৎপন্ন হল এবং ঈর্ষাভিভূত হয়ে বণিকগণকে নিজের নিকট আহ্বান করে এনে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞেস্ করলেন-

১১। "হে ভবৎগণ, শ্বেত হস্তীর মালিক সে কুমার যদি মহাপুণ্যবান হয়, তবে তার তেজানুভাব কি প্রকার, তা আমাকে বলুন। আমি তা শোন্‌তে ইচ্ছা করি।"

ভটসুর রাজার একথা শুনে সে পঞ্চশত বণিক করযোড়ে বললেন- "মহারাজ, এসুবর্ণ কুমার আমাদের প্রভু সুরভট নামক রাজার পুত্র মহাঋদ্ধিবান, মহাতেজানুভাব সম্পন্ন এবং পরসেনা বিমর্দনে সুদক্ষ। শত রাজাও এ সুবর্ণ কুমারের সাম্‌নে দাঁড়াতে সমর্থ হয় না। এরূপ মহাতেজানুভাবে আমাদের রাজপুত্র বারাণসী নগরে মহাসুখ সম্পত্তি পরিভোগ করছেন।" ইহা শুনে সিংহলদ্বীপ রাজা ভটসুর ভীষণ ঈর্ষাভিভূত হয়ে লাঙ্গুলে লৌহদণ্ডে প্রহৃত নাগরাজের ন্যায় ক্রুদ্ধ হলেন।

এরাজার চারজন মহাবিক্রমশালী সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁরা রাজার যে কোন জটিল কাজ সম্পন্ন করতেন। তখন সিংহল রাজ এ মহাবীর যোদ্ধা চতুষ্টয়কে আহ্বান করে বললেন- "হে ভবৎ যোদ্ধাগণ, তোমরা এচারজন ব্যবসায়ীর সাথে বারাণসী নগরে গিয়ে সুরভট রাজাকে এরূপ বলবে- "ভবৎ সুরভট রাজন্ সিংহল দ্বীপে বাসকারী আমাদের 'ভটসুর' নামক মহারাজ অন্যান্য রাজা হতে মহানুভাব সম্পন্ন, মহাতেজবান, মহের্ধিক, মহাশক্তিশালী এবং বহু রাজা কর্তৃক অভিপূজিত হন। আপনার সর্বলক্ষণে প্রতিমণ্ডিত সে সর্বশ্বেত মঙ্গল হস্তীটি তাঁর জন্য দিয়ে দিন। যদি তা প্রদান না করেন, তবে তিনি এ বারাণসী নগরে এসে আপনাকে সহ এরাজ্যবাসী সবাইকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবেন। আপনি এরূপে মহাদুঃখে নিপতিত হলে কীই বা করবেন? তখনই আপনি আমাদের রাজাকে সে শ্বেত হস্তী প্রদান করবেন, নয় কি?" তখন সে প্রসিদ্ধ যোদ্ধা চারজন সাধুবাদ সহকারে রাজবাক্য গ্রহণ করে ঐ ব্যবসায়ীদের সাথে মহা নৌকাযোগে বারাণসী নগরে উপস্থিত হলেন। তথায় 'ভটসুর' রাজার প্রেরিত সব খবর 'সুরভট' রাজাকে বললেন। এখবর শুনে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে নিজের সেনাপতি পুরোহিত পুত্রকে ডাকিয়ে বললেন- "ভবৎ, এখন মহাবীর ও মহা তেজানুভাব সম্পন্ন ভটসুর রাজা আমার নিকট এরূপ খবর দিয়েছেন।" এবলে খবরগুলি যথাযথ ভাবে প্রকাশ করে বললেন। তার পর তিনি স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করলেন- "এখন আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হব কিনা, যদি আমরা সে রাজার নিকট উপস্থিত না হই, তা হলে সে রাজা জনগণ সহ এবারাণসী রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ করবে। অদ্যই আমরা সবাই সে রাজার নিকট যাব।" তখন সমস্ত বারাণসীবাসী জনগণ সে

ভটসুরের মহাতেজানুভাব শ্রবণ করে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে নীরবতা অবলম্বন করবেন। তখন সুবর্ণকুমার নিজের পিতার চিত্তের দুঃখভাব জেনে বললেন- “বাবা, আপনি ভয় করবেন না, যথাসুখে বাস করুন। কোথাও যাবেন না, যদি আপনি তথায় উপস্থিত হন, তা হলে শীঘ্রই সে রাজা আপনার পুত্র-দারাদির বিয়োগ সাধন করবে। আমি আপনার পুত্র নিজেই সে ভটসুর রাজার নিকট গিয়ে আমার তেজানুভাবেই সসৈন্যে সে রাজাকে এখানে এনে আপনার পাদ বন্দনা করাব।” বোধিসত্ত্বের কথা শুনে রাজা বললেন- “বাবা সুবর্ণ কুমার, তুমি এখন বালক। এ ভটসুর রাজা আমার চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী ও মহাতেজবান। তাই তার নিকট আমাদেরই যাওয়া উচিত মনে করি। যেহেতু আমাদের রাজ্য হতে সে রাজ্য বহুগুণ বিরাট, শ্রেষ্ঠ এবং সে রাজার বহু চতুরঙ্গিনী সেনাবাহিনী অত্যন্ত বিক্রমশালী। তুমি সিংহল দ্বীপে গিয়ে কিরূপে সে রাজাকে আন্‌বে?” ইহা শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন- “বাবা, সে রাজা আমাদের চেয়ে অতিশয় বলশালী, তেজশালী ও বীর্যবান বটে। কিন্তু আমি সে রাজার নিকট গিয়ে আমারই সত্যক্রিয়াধিষ্ঠান তেজ প্রভাবে তাঁকে পরাজয় করে আপনার নিকট তাঁর বলবাহন সহ তাঁকে এখানে নিয়ে আস্‌ত। মহাসত্ত্বের এ দুঃসাহসিক বাক্য শুনে অমাত্য প্রমুখ মহাজনগণ প্রীতিফুল্ল মনে সাধু সাধু রাজকুমার, আপনিই গমন করুন, নিশ্চয়ই আপনার মনোরথ পূর্ণ হবে।” এবলে সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। ইহা শুনে সুরভট রাজা মহাসত্ত্বকে সম্বোধন করে বললেন- “বাবা, তোমার বাক্য যুক্তিযুক্ত। সুতরাং তথায় তোমার গমন অনুমোদন করছি।” এবলে মহারাজ জনগণকেও সম্বোধন করে নিম্নোক্ত গাথাযোগে বললেন-

১২। "সুধীবৃন্দ, এখানে আগত জনগণ আপনারা ছত্র, চোমর, উষ্ণিষ, খক্ষ ও পাদুকা, এপঞ্চ রাজোপকরণ গ্রহণ করে শীঘ্রই আমার পুত্রকে রাজ্যাভিষেক প্রদান করুন।"

তখন তথায় পঞ্চবিধ রাজ্যাভিষেক উপকরণ আনয়ন করা হল। সুরভট মহারাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও মহাজনগণ রাজাঙ্গনে সমবেত করা হল। সুবাসিত জলে পরিপূর্ণ বহু সুবর্ণ ঘট আনিয়ে রাখলেন। স্থানে স্থানে ধ্বজা, পতাকা ও ছত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করলেন। ইক্ষু কদলী প্রভৃতি সমবায়ে সভার অষ্টদিকে ধর্মপূজা স্থাপন করালেন। সে রাজাঙ্গনের মধ্যভাগে সুবর্ণ প্রাসাদে বহুবিধ রত্ন পূঞ্জীভূত করালেন। সে রত্ন পুঞ্জের উপর মহাসত্ত্ব সুবর্ণ কুমারকে উপবেশন করালেন। তৎপর সুরভট রাজা প্রমুখ মহাজনগণ তথায়ই রত্ন রাশিতে উপবিষ্ট মহাসত্ত্বের মস্তকে সুবাসিত অভিষেক জলসিঞ্চনে নিরত হয়ে বললেন- "অদ্য হতে ভবৎ দীর্ঘায়ু হউক" ইত্যাদি সুখমঙ্গল বাক্যাদি বলে বারাণসী নগরে মহাসত্ত্বকে যথাবিধান মতে রাজ্যভার প্রদান করলেন। রাজ্যাভিষিক্ত মহাসত্ত্ব চতুরঙ্গ সেনাদল পরিবৃত হয়ে সুনক্ষত্র লগ্নে বারাণসী নগর হতে বহির্গত হলেন। তৎক্ষণে মহাসত্ত্বের পুণ্যতেজানুভাবে আকাশে শ্বেতছত্র ও ধ্বজাদি পূজোপকরণে সুসজ্জিত হয়ে স্থিত হল। তখন মহাসত্ত্ব নিজের সেনাবৃন্দকে অবলোকন করে চিন্তা করলেন- "অহো এমনুষ্যলোকে স্থিত সকল সত্ত্ব ও দেব ব্রহ্মলোকে স্থিত সমস্ত সত্ত্ব স্বীয় কৃত পুণ্যবলে নানাবিধ সুখসম্পত্তি লাভ করেছেন, কৃত পুণ্য ব্যতীত এসব লাভ হয় না। নিশ্চয়ই এখন এখানে এসব সেনা দ্বারা পুণ্যকর্ম করাব। পুণ্যকর্ম করার অযোগ্য কেহ নহে। ইহলোকে সর্ববিধ ভয়-উপদ্রব হতে প্রাণীদের পুণ্যেই রক্ষা করে এবং সর্বদা সুখী

করে। যারা শ্রদ্ধার সহিত পুণ্যকর্ম করে না, তারা সর্ববিধ ভয়োপদ্রবে অনবরত দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যদি আমাদের সিংহল দ্বীপে গমনের উদ্দেশ্যে পুণ্য তেজানুভাবে পরিপূর্ণ হয়, তবে সর্বদাই আমি ইহলোকে সুখ-সম্পত্তি লাভ করব।" মহাসত্ত্ব এচিন্তা করে মহাজনগণ দ্বারা সে রাত্রেই সব্যঞ্জন বহু পিণ্ডপাত, যাগূ ও শ্রেষ্ঠ খাদ্যভোজ্য তৈরী করিয়ে বিপশ্বি ভগবানের শাসনস্থ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করালেন। তাঁদের সাদরাহ্বানে ভিক্ষুগণ তথায় উপস্থিত হলে তিনি নিজে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ পূর্বক পঞ্চশীল গ্রহণ করলেন ও ধর্মশ্রবণ করলেন। তৎপর ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে পূজা করে সে ভিক্ষুগণকে পিণ্ডপাতাদি সপরিক্খার মহাদান দিলেন। তারপর চতুরঙ্গ সেনানিকায়, পিতা মাতা ও জ্ঞাতিবর্গকে নিজের দান-পুণ্য ফল প্রদান করতঃ সে স্থানে দক্ষিণোদক সিঞ্চনে রত হয়ে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় ভাষণ করলেন-

১৩-১৫। "জ্ঞাতি বা অজ্ঞাতি অবীচি নিরয় হতে ভবাগ্রে এবং অনন্ততির্যগ্‌ভবে উৎপন্ন প্রাণী সমূহ আমার পুণ্য-তেজে সর্বদা দুঃখ হীন, নিরুপদ্রব, দীর্ঘায়ু ও ধনবান হোক্। আমি বিজয়ের জন্য ও সুখের জন্য সিংহল দ্বীপে যাব। পুনঃ সেখান হতে এসে আমার পিতা-মাতা ও জনগণের সঙ্গে আমার দেখা হবে।"

বোধিসত্ত্বের এক পূর্বজন্মে তাঁর বহু জ্ঞাতি দুশ্চরিত কর্মাচরণ করে চতুর্বিধ অপায়ে উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁর এদান পুণ্য-ফলেই তারা সবাই অপায় দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করল এবং তাবতিংশ স্বর্গে উৎপন্ন হয়ে বহু দেবতা দ্বারা পরিবৃত হল। বোধিসত্ত্বও নিজের সেনাদল সহ সমুদ্রতীরে গিয়ে রাত্রিতে চিন্তা করলেন- "এভটসুর রাজার শক্তি সামর্থ কি পরিমাণ

হবে?” এরূপ ঐকান্তিক ভাবে চিন্তা করা মাত্র মহাসত্ত্বের পুণ্য-তেজ প্রভাবেই দেবরাজ ইন্দ্রের বাসভবন উত্তপ্ত হল। দেবরাজ ইহার কারণ চিন্তা করে জ্ঞাত হওয়ার পরক্ষণেই তিনি পঞ্চশর সহ ইন্দ্র ধনু লয়ে মহাসত্ত্বের নিকট সে রাত্রিতেই উপস্থিত হলেন। তথায় তিনি নিজের দিব্য জ্যোতিঃ নিঃসৃত করে মহাসত্ত্বকে বললেন- “মারিস, এখন আপনার শত্রু মর্দনের জন্য পঞ্চশর সহ এ আয়ুধ গ্রহণ করুন। এ পঞ্চশরের মধ্যে এশরটি নিক্ষেপ করলে, তা বিদ্যোতের ন্যায় গিয়ে একযোজন দূরস্থ দেব-মানবের কেশচ্ছেদনে সমর্থবান। এশরটি যান নির্মাণে সমর্থ। এতৃতীয় শরটি আকাশে বিমান তৈরী করে স্থিত থাকতে সমর্থ। এচতুর্থ শরটি মহাঅগ্নিরাশি উৎপাদনে সমর্থ। আর এপঞ্চম শরটি বহু দূর স্থানে গিয়ে শত্রুগণকে নিহত করতে সমর্থ হয়। এপঞ্চশর সহ শর নিক্ষেপনী ধনুটি আমার নিকট হতে গ্রহণ করুন। এবলে দেবরাজ নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

১৬। “এপ্রথম শরটি কেশ ছেদনকারী, দ্বিতীয়টি শকট নির্মাণে সমর্থ। তৃতীয়টি আকাশে বিমান নির্মাণে সমর্থ, চতুর্থটি অগ্নিরাশি উৎপাদনে সমর্থ এবং এপঞ্চম শরটি শত্রুদের নিহত করণে সমর্থ হয়। আমি আপনাকে এ ধনুসহ শরগুলি প্রদান করছি।” মহাসত্ত্ব দেবরাজের নিকট হতে পঞ্চশর সহ এ ইন্দ্র ধনু গ্রহণ করে প্রহৃষ্ট চিত্তে তথায় বসলেন। তখন দেবরাজ বোধিসত্ত্বকে বর প্রদানচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

১৭। “হে জনেন্দ্র, আপনার জয় হবে। সর্বস্থানে আপনি প্রকট হয়েছেন। চর্তুদ্বীপে আপনার আদেশ তেজ প্রবর্তিত হউক।”

এবলে দেবরাজ নিজের বাস স্থান দেবলোকে চলে গেলেন। তখন বোধিসত্ত্বও শুভলগ্নে স্বীয় বলবাহণ সহ মহা নৌকায় আরোহণ করলেন। মহাসমুদ্র রক্ষাকারী এমহানৌকাকে সুষ্টুরূপে সুচালিত করে বোধিসত্ত্ব প্রমুখ সেনাবাহিনীকে পরিচয় প্রদান করলেন এবং তাদের দিব্য খাদ্য ভোজ্য দ্বারা সেবা করলেন। মহানৌকা বিনা বাঁধায় নিরাপদে মহাসমুদ্রের মধ্যভাগ দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। তা ক্রমান্বয়ে সমুদ্রের পর তীরে গিয়ে পৌঁছিল। তথায় তারা শিবির স্থাপন করে ভটসুর রাজার নিকট দূত পাঠালেন। সে দূত সিংহলবাসী জনগণের ঈশ্বর ভটসুর রাজার নিকট গিয়ে বললেন- "ভবৎ রাজন, আমাদের প্রভু রাজাধিরাজের প্রিয়পুত্র সুবর্ণ কুমার নামক শ্রেষ্ঠ পুত্র মহাবীর পর-রাজগণকে পরাভূত করণে সমর্থবান। তিনি স্বীয় শর দ্বারা আপনার সমগ্র রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ করতে সমর্থ হবেন। এ রাজপুত্র নিজের সেনাবাহিনী সহ আপনার রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এখনই আপনি সে রাজপুত্রের নিকট গিয়ে নিজের জীবন যাচঞা করুন। যদি তা করতে সমর্থ না হন, তবে সঅমাত্য সমর সজ্জায় প্রস্তুত হয়ে শীঘ্রই বের হউন।" এরূপ বলে পুনঃ ভটসুরের কর্ণ-সমীপে গিয়ে বললেন- "ভবৎ রাজন, এখন যদি আপনি আমাদের প্রিয় রাজ-পুত্র সুবর্ণ কুমার রাজার পাদ বন্দনার্থ গমন না করেন, তা হলে এখানেই আমি আপনার শিরশ্ছেদ করব।" ইহা শুনে সে রাজা লৌহদণ্ডে প্রহৃত লাঙ্গুল নাগরাজের ন্যায় ক্রোধাভিভূত হলেন বটে, কিন্তু ভীত ও সন্ত্রস্থ হয়ে নিজের বীর অমাত্যবৃন্দকে রাজাঙ্গনে সমবেত করিয়ে বললেন- "ভবৎগণ, এ সুবর্ণকুমার ধনুবিদ্যায় অত্যন্ত সুদক্ষ। যদি সে আমাদের রাজ্যে শর নিক্ষেপ করে, তবে নিশ্চয়ই আমাদের পরাজয় হবে।" ভটসুরের একথা শুনে সিংহল

দ্বীপবাসী মহাজনগণ সংগ্রাম করনার্থ একস্থানে সমবেত হলেন। ইহাতে সারা সিংহল নগরে মহাকোলাহলের সৃষ্টি হল। তখন মহাসত্ত্ব শিরকেশ ছেদনে সমর্থ এক শর নিক্ষেপ করলেন। এতদ্বারা সিংহলদ্বীপ নগরবাসীদের শিরকেশ ছেদন করে সে শর পুনঃ মহাসত্ত্বের নিকট ফিরে আস্‌ল। তৎকালে সারা সিংহল দ্বীপবাসী মহাজনগণ অত্যন্ত কোলাহলে রত হয়ে নিজদের মস্তক স্পর্শ করে দেখলেন, মস্তক কেশশূন্য। তারপর মহাসত্ত্ব তথায় সম্মিলীত মহাজনগণের মধ্যে শকট নির্মাণে সমর্থ দ্বিতীয় শর নিক্ষেপ করলেন। তদ্বারা তথায় হস্তী, অশ্ব শকটাদি বহু শকট ও বহু রথ তৈরী হল। তথায় সমবেত মহাজনগণ এরূপ শকট নির্মাণকারী শরকলাপ দেখে অতিশয় আশ্চর্য্যন্বিত হলেন এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মৌনভাব ধারণ করলেন। তারপর মহাসত্ত্ব বিমান নির্মাণে সমর্থ তৃতীয় শর নিক্ষেপ করলেন। এতদ্বারা নানাবিধ রত্ন প্রতিমণ্ডিত পঞ্চাঙ্গিক তুর্যশব্দ সমন্বিত অপ্সরা কন্যার পরিপূর্ণ বিমান আকাশে স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হল। সমবেত মহাজনগণ ক্ষিপ্ত শরের এরূপ অনুভাব দেখে অত্যন্ত ভীত ও ত্রাসিত হলেন। তারপর মহাসত্ত্ব মহাঅগ্নিরাশি উৎপাদক চতুর্থ শর ক্ষেপণ করলেন। তদ্বারা তথায়ই মহাঅগ্নিরাশি প্রজ্জ্বলিত হয়ে সারা আকাশে বিস্তৃতি লাভ করল এবং নগরের বহির্ভাগে চারিদিকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করার পর পুনঃ চারদিকে বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হল এবং মহা লোকে আলোকিত হল। তখন নগরের সমস্ত জনগণ এরূপ অভূতপূর্ব শর দেখে ভীত-ত্রাসিত হয়ে নিজদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে জড়িয়ে ধরল এবং রোদন বিলাপে রত হয়ে অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন সিংহল রাজা অতি গর্বিত অন্তরে নিজের অমাত্যবৃন্দকে বললেন ভবৎগণ, সে

কুমারের আয়ুধ এত শক্তি ধারণ করে কি?” জনগণ বললেন- “মহারাজ, এরাজপুত্র এতই মহানুভাব সম্পন্ন যে-তা বর্ণনার অতীত। তাঁর প্রভাবেই তাঁর সে ধনুও মহাপ্রভাব সম্পন্ন। তদ্ধেতু আমরা সবাই ভীত ও ত্রাসিত। হায়! এখন আমরাও যথাসুখে বাস করতে পারব কি?”

মহাসত্ত্বও স্বীয় চিত্তে প্রবর্তিত করুণা বশে সে মহাজনগণের দুঃখ দুর্দশা উৎপাদন না করলেও কিন্তু অতি মান ও ক্রোধ চিত্ত বিধায় ভটসুর রাজা নিজেই বিনাশভাব প্রাপ্ত হবেন বলে জ্ঞানবলে জ্ঞাত হলেন। তাই পুনঃ আর একজন দূত ভটসুর রাজার নিকট এবলে পাঠালেন- “রে দূত, তুমি পুনঃ এখন ভটসুর রাজার নিকট গিয়ে বলবে- ভবৎ রাজন, আমাদের রাজপুত্র অদ্য সায়াহ্ন কালে পুনঃ একটি শর নিক্ষেপ করবেন।” দূতও যথাশীঘ্র গিয়ে রাজাকে সে খবর জ্ঞাপন করলেন। সিংহল রাজ এখবর পেয়ে অতিশয় কম্পিত ও দুঃখীত হৃদয়ে নিজের অমাত্যবৃন্দকে বললেন- “ভবৎগণ আমরা সবাই আমাদের নগর হতে বের না হয়ে সে রাজপুত্রের নিকট আমাদের জীবন যাচঞ্ঞা করব।” অমাত্য প্রমুখ মহাজনগণ রাজার এ প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করলেন। তখন ভটসুর রাজা বহু স্বর্ণ, রৌপ্যাদি সহ স্বীয় স্বীয় অমাত্যগণ সহ সিংহল দ্বীপ নগর হতে বের হয়ে শিবিরে বাসকারী সুবর্ণ কুমার বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় সর্বসার রত্ন সমূহ বোধিসত্ত্বকে প্রদান করলেন এবং ভূলুণ্ঠিত হয়ে বোধিসত্ত্বকে বন্দনায় রত হয়ে এ গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন-

১৮-১৯। “দেব, আমি এ মহীতলে আপনার এরূপ তেজানুভাব আর কারো নিকট কখনো দেখিনি। আমার নগর রাজ্য প্রাসাদ ও ধন ধান্য সবই এখন আপনাকে দিচ্ছি।

তৎবিনিময়ে আমাদের জীবন যাচঞা করছি।” ইহা শুনে মহাসত্ত্ব সে সম্পদ প্রদান প্রতিক্ষেপ করে নিম্নোক্ত গাথা যোগে বললেন-

২০-২১। “আমি আপনার রাজ্য, নগর, রাজসম্পত্তি ও ধন ধান্য কিছুই গ্রহণ করব না। আমি ধন প্রয়াসী নহি। হে ক্ষত্রিয় প্রবর, আপনি ভীত হবেন না। আমি আপনার হৃদয় গ্রহণ করতেই ইচ্ছুক।” একথায় সিংহল রাজ অতি দুঃখে প্রকম্পিত দেহে অধোমুখী হয়ে রইল এবং স্বীয় দেহ হতে ঘর্ম বের হতে লাগল। ভটসুর রাজার এঅবস্থা দেখে বোধিসত্ত্ব তাঁর প্রতি করুণা পরবশ চিত্তে তাঁর সাথে আলাপচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বললেন-

২২-২৩। “হে জনেন্দ্র, আমাকে ভয় করবেন না। আমার অনুকম্পায় আপনি সুখী হবেন। আপনার হৃদয় মাংসের আমার কোন প্রয়োজন নেই। রাজন, আমার পুণ্যের প্রয়োজন। তাই আপনার হৃদয় পুনঃ আপনাকে দান করলাম। আপনার ভালবাসা আমার প্রতি হউক এবং আমার ভালবাসা আপনার প্রতি হউক।” এরূপ বলে মহাসত্ত্ব পুনঃ জনগণকে বললেন- “পরকে হৃদয় দান করা বড়ই দুষ্কর ব্যাপার। যারা অন্যের প্রতি অনুকম্পা চিত্ত সম্পন্ন, তারা পরকে পাপকর্ম হতে নিবারণ করা উচিত। যারা মর্যাদা মৈত্রী চিত্ত সম্পন্ন, তারাই সুন্দর মিত্র। তারা সর্বদা নিজের চিন্তামণির ন্যায় হয়। এবলে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন-

২৪। “রাজন, যারা সর্বদা সুকর্মে নিরত, তারা সর্বদা ইহলোকে প্রশংসা লাভ করেন এবং মৃত্যুর পর সুগতিতে গমন করেন। যে মিত্র সর্বদাই কায়-বাক্য-মনে সুখ-দুঃখে সহায় হয়, তিনিই মিত্র ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। যিনি অনর্থ কর্ম দেখেন, দোষ

সম্বন্ধে বলেন এবং পাপকর্ম হতে নিবারণ করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র। হে রাজন, আপনার ভয় উৎপন্ন হলে, তা স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে, আমাকে যথাযথ ভাবে বলবেন তাতে আমার প্রভাবে আপনি সুখী, ভয়শূন্য, দীর্ঘায়ু ও যশস্বী হবেন।" সিংহল দ্বীপের রাজা ইহা শুনে প্রীতিফুল্ল অন্তরে নিম্নোক্ত গাথাদ্বয়ে বললেন-

২৯-৩০। "সাধু সাধু রাজপুত্র, আপনার সমস্ত বাক্যই সুভাষিত। ইতিপূর্বে কখনো এরূপ বাক্য শুনিনি। আপনার তেজানুভাবে সর্বদাই আপনি আমার প্রিয় হন। তাই শ্রদ্ধা অন্তরে আপনাকে আমার রাজ্য প্রদান করছি। আপনি তা গ্রহণ করুন।"

ইহাশুনে বোধিসত্ত্ব বললেন- "মহারাজ, আপনার বাক্য যদি সত্যই হয়, তবে এখন আপনি আমার সাথে চলুন। আমরা উভয়ে গিয়ে আমার পিতা মাতার পাদ বন্দনার্থ যাব।" বোধিসত্ত্বের একথা শুনে ভটসুর রাজা বললেন- "সাধু সাধু রাজপুত্র," এবলে পুনঃ বললেন- "রাজপুত্র, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।" তখন বোধিসত্ত্ব বললেন- "মহারাজ, আপনি যথারুচিভাবে আপনার গমন সজ্জা করুন।" তারপর ভটসুর রাজা সর্বাভরণে প্রতিমণ্ডিত সহস্র তরুণী নারী পরিবেষ্টিতা উত্তম রূপবতী অষ্টাদশ কন্যা ও ষষ্টিতম মহার্ঘ রত্ন এবং বিশিষ্ট পূজার দ্রব্য সমূহ বোধিসত্ত্বকে প্রদান করলেন। তখন হতে সে কন্যাগণ দিবারাত্র বোধিসত্ত্বকে সেবা দ্বারা রমিত করতে লাগলেন। তারপর ভটসুর রাজা নিজের সেনাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন- "হে সেনাপতি মহোদয়, আপনি আমার হয়ে সেনাগণকে বলুন- "তারা যেন আমার সাথে যাওয়ার জন্য

গমন সজ্জা করেন। আমি তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বারাণসী নগরে সুবর্ণ কুমারের সাথে অনুগমন করব।" এবলে তিনি নিম্নোক্ত দ্বাদশটি গাথায় বললেন-

৩১-৪২। "ভবৎগণ, আপনারা শীঘ্রই হস্তী, অশ্ব, রথ পত্তি ও সেনাদল নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে আমার নিকট নিয়ে আসুন। সমস্ত জনগণ সহ ব্রাক্ষণ পুরোহিতগণও নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করে শীঘ্রই আমার নিকট নিয়ে আসুন। সুর ও মহাশক্তিশালী দশ সহস্র যোদ্ধা নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত ও সশস্ত্রে সজ্জিত করে নিয়ে আসুন। নীল, পীত ও রক্তবর্ণ বস্ত্রধারী এবং রক্তবর্ণ উষ্ণীষ ধারী সশস্ত্রে সজ্জিত সেনাগণ শীঘ্রই আমার নিকট আনয়ন করুন। মদীয় দশ সহস্র হস্তীতে জনবল ও সেনাবল আরোহণ করে হেমবর্ণ বস্ত্রালঙ্কার পরিধান পূর্বক সুবর্ণ কুমারের পশ্চাদানুবর্তী হউন। হস্ত্যাচার্যগণ তোমরাও অঙ্কুশ সহ সশস্ত্রে নিজকে সজ্জিত করে হস্তী স্কন্ধে আরোহণ করে প্রস্তুত হউন। আমার দশ সহস্র মহাশক্তিশালী অজানীয় তীব্র গতিশালী সৈন্ধব ঘোটক সজ্জিত করুন। সশস্ত্রে সজ্জিত ইন্দ্রধনুধারী সেনাগণ অশ্বতরপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে প্রস্তুত হউন। জনগণ আমার দশ সহস্র রথ যোজনা করে সুবর্ণচিত্র নামক পুষ্করিণী তীরে সমাবেশ করুন। মঙ্গল অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করে রথিক সহ সুসজ্জিতভাবে অবস্থান করুণ। সারথিগণ রথে আরামপ্রদ নানাবিধ ধ্বজা, বর্ম, কবচ, চাপ ও উৎকট প্রহার যন্ত্রাদি রথে সমাবেশ করে শীঘ্রই প্রস্তুত হউন। মহাবীর বহু যোদ্ধা পুরুষ, নানা বর্ণে অলঙ্কৃত ও নানাবর্ণের উষ্ণীষ ধারী বহু শত সহস্র মহাজনগণ শীঘ্রই সশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসুন।"

এরূপে ভটসুর রাজা নিজের সেনা নিকায়কে মাসেক কাল ধরে গমন সজ্জার সমস্ত কাজ সমাপনান্তর বোধিসত্ত্বকে যাত্রার সময় জ্ঞাপন করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব মহাসৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হয়ে সর্বলক্ষণ প্রতিমণ্ডিত সর্বশ্বেত মঙ্গল হস্তীস্কন্ধে আরোহণ পূর্বক শিবির হতে বের হয়ে সুসজ্জিত পথে যাত্রা করলেন। ভটসুর রাজাও সুসজ্জিত স্বীয় মহাসেনাদল সমভিব্যাহারে বোধিসত্ত্বের গমন-পথেই চলতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব সিংহল দ্বীপ রাজা প্রমুখ মহাসেনাবলে পরিবৃত হয়ে সমুদ্র তীরের সমীপবর্তী হলেন। তথায় মহাসমুদ্রের তীর সমীপে এক রমণীয় ভূমিভাগ দেখে আনন্দিত হলেন। তথায় তাঁরা মহোৎসব করবার ইচ্ছায় মনোরম গীতাভিনয়ে ব্যবস্থা করলেন। সাতদিন যাবৎ তথায় মহাসেনাদল সহ মহোৎসব করলেন। সাতদিন পর সিংহল রাজা বোধিসত্ত্বকে বললেন- প্রভু রাজপুত্র, আমরা সবাই শুভ নক্ষত্রযুক্ত দিবসেই মহাসমুদ্র পার হবার জন্য মহানৌকায় আরোহণ করব।" রাজার কথা শুনে বোধিসত্ত্ব সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করে তা সকলের নিকট প্রচার করলেন। অতঃপর সুনক্ষত্র দিবস সমাপ্ত হলে মহাপরিবার সহ মহানৌকায় আরোহণ করে রত্নখচিত বিচিত্র প্রাসাদে উপবেশন করলেন। তখন সিংহল রাজাও স্বীয় বলবাহন সহ মহানৌকায় আরোহণ করলেন। তখন বোধিসত্ত্বের তেজানুভাবে মহাসমুদ্র রক্ষিকা দেবতা ও মনুষ্য বেশধারী নাগরাজগণের ঋদ্ধি প্রভাবে মহানৌকা মহাসমুদ্রের মধ্যভাগে উপস্থিত হল। দেবগণ নৌকারোহী সবাইকে শ্রেষ্ঠ দিব্য খাদ্য ভোজ্য প্রদান করলেন। নাগরাজগণ দিব্যগন্ধ মালাদি দ্বারা প্রতিমণ্ডিত হয়ে কেহ কেহ নৃত্য করতে লাগল, কেহ কেহ গান-বাদ্য করতে লাগল, কেহ কেহ অঙ্গভঙ্গী করতে

লাগল, কেহ কেহ মনোমুগ্ধকর হাস্য করতে লাগল ও কেহ কেহ করতালি দিয়ে ক্রীড়া উৎসব করতে লাগল। মহাসমুদ্র অতিক্রমের সময় তাদের কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয়নি। এরূপে মহাসত্ত্ব মহানৌকায় সাতদিন যাবৎ নিজের অনুভাব বলে নৌকায় আরূঢ় জনগণ সহ দিব্য সম্পত্তি পরিভোগ করার পর সমুদ্রের অপর পার প্রাপ্ত হলেন। তখন তিনি পিতা মাতার নিকট দূত পাঠিয়ে স্বীয় আগমন বার্তা জ্ঞাপন করলেন। এসংবাদ পেয়ে তাঁর পিতামাতা সমগ্র বারাণসী রাজ্য কদলী, ইক্ষু ও নানাবিধ ধ্বজাদি দ্বারা সুসজ্জিত করালেন। রাস্তাদি সমতল করিয়ে গমনাগমনের সুব্যবস্থা করলেন। তারপর নানাবিধ মনোজ্ঞ উপহারাদি সঙ্গে করে মহাযশস্বী পরিবার সহ আগত মহাসত্ত্বকে আগুবাড়িয়ে বারাণসী নগরে আনয়ন করা হল। তৎপর মহাসত্ত্ব পিতা মাতাকে স্বীয় প্রাপ্ত উপহার স্বর্ণ রৌপ্য ও রত্নাদি নানাবিধ দ্রব্য সমূহ প্রদান করলেন। তখন ভটসুর রাজা সসৈন্যে বোধিসত্ত্বের পিতামাতাকে অভিবাদন করলেন। তখন উভয় ক্ষত্রিয় নানাবিধ উপহার লাভের পর ও প্রীতি পূর্ণ আলাপের পর সানন্দে মহাসত্ত্বকে এরূপ 'বর' প্রদান করলেন।

৪৩। "পুত্র, তুমি দীর্ঘদিন জীবিত থাক। তুমি যেন কখনো আমাদের নিকট হতে বিচ্ছেদ না হও, তথা প্রিয় বস্তু হতেও। শীঘ্রই তোমার সংকল্প পঞ্চদশীর চন্দ্রের ন্যায় পরিপূর্ণ হউক।"

এরূপ আশীর্বাদ করার পর রাজা সমগ্র বারাণসী রাজ্য মহাসত্ত্বকে প্রদান করলেন। তখন জম্বুদ্বীপের রাজন্য বৃন্দ মহাসত্ত্বের তেজানুভাব শুনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে নানাবিধ উপহার দ্রব্য সহ সসৈন্যে বারাণসী নগরে উপস্থিত হলেন।

তথায় তারা মহাসত্ত্বকে বন্দনা করে সমস্ত উপহার তাঁকে প্রদান করলেন।

এক সময় জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজা বোধিসত্ত্বের নিকট এসে তাঁর সহিত প্রিয়ালাপ করার পর তাঁকে "রাজ শ্রেষ্ঠ" এ অভিধায় বিভূষিত করে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব সমস্ত রাজা ও সেনাদের উৎকৃষ্ট অন্ন-পানীয় এবং বস্ত্রাভরণ দান করলেন। এমন কি হস্তী-অশ্ব পালক সহ সেনাবৃন্দের প্রত্যেককে যথাযোগ্য ভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ধনাদি প্রদান করলেন। তখন দ্বাদশ যোজন বারাণসী নগরের মহাজনগণ স্থানে স্থানে সমবেত হয়ে নাচ-গান-বাদ্য ও অভিনয়ে চতুর্দিক মুখরিত করে তুলল। মহাসত্ত্বের পুণ্যানুভাবে রাজ্যবাসী নীরোগ ও সুখী হল। এক সময় সমস্ত রাজা সপরিষদ মহাবিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে কৃতাঞ্জলী হয়ে অবনত শিরে রত্ন পালঙ্কে উপবিষ্ট মহাসত্ত্বকে বন্দনা করে নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয়ে বললেন-

৪৪-৪৭। "আমরা আপনাকে দেবরাজের ন্যায় মনে করছি। আপনি স্বীয় দিব্য পুণ্যানুভাবে সবাইকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন বলে মনে করছি। পূর্বজন্মের কৃতপুণ্য প্রভাবে আপনার ন্যায় তেজানুভাব সম্পন্ন আর কাউকেও দেখছিনা। এজগতে রাজন্যবর্গের মধ্যে শুধু আপনিই সুন্দর বর্ণশালী ও তেজানুভাব সম্পন্ন। কি পুণ্যের দ্বারা আমরা সবাইকে পরাজয় করলেন? সূর্য যেমন স্বীয় রশ্মি প্রভাবে অন্ধকার বিধ্বংস করে বিরোচিত হয়, আপনিও সেরূপ তেজবান ও মহানুভাব সম্পন্ন।" অতঃপর মহাসত্ত্ব নিজের জাতিস্মর জ্ঞানের দ্বারা পূর্বকৃত পুণ্য কর্ম প্রকাশ করনোদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত গাথাত্রয় ভাষণ করলেন-

৪৮-৫০। সজ্জন মণ্ডলি, আমি পূর্বজন্মে যা পুণ্য কর্ম করেছি, তদ্বারা আমি এতাদৃশ্য শ্রীধর, তেজানুভাব, রূপ-লাবণ্য ও মহাবলশালী হয়েছি। ইহা আমার পুণ্যানুভাব। আমি অত্যন্ত গুরু বাক্য বলছি, তরুণ জনগণ তা শ্রবণ কর। আমি পঞ্চ বৈরকর্ম করিনি, ঈর্ষা ও ক্রোধভাব জানিনা। সে পুণ্যকর্মেই ঈদৃশ সুখ লাভ করছি।" তৎপর মহাসত্ত্ব সপরিষদ রাজন্যবর্গকে পুনঃ উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত পাঁচটি গাথা ভাষণ করলেন-

৫১-৫৫। "সজ্জনমণ্ডলি, ইহপরলোকে জয়, সুখ ও দীর্ঘায়ু কামনাকারী কখনো প্রাণীহত্যা, পরদার লঙ্ঘন ও মিথ্যাবাক্য ভাষণ করেন না। সুরাদি নেশাপান সর্বদা বর্জন করেন। ক্রোধ, অভিমান, ঔদ্ধত্য, কৃপণতা, পরের দুঃখ উৎপাদন ও স্বীয় চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টি ভাব উৎপাদন করবেন না। সর্বদা স্বীয় চিত্ত বিশুদ্ধি কারক সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হবেন। যারা সর্বদা স্বীয় চিত্তকে সম্যক কর্মে নিযুক্ত রাখেন, তাঁরা সর্বদা যশঃ কীর্তি, ধন ও সুখ ইত্যাদিতে যথেচ্ছা বর্ধিত হন।" মহাসত্ত্বের এরূপ বাক্য শুনে সপরিষদ রাজগণ প্রীতিফুল্ল চিত্তে নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করিলেন-

৫৬। "আপনার সুভাষিত বাক্য আমরা রক্ষা করব। আপনি আমাদের প্রভু। আপনিই আমাদিগকে সুগতি দান করলেন। অতপর মহাসত্ত্ব সপরিষদ রাজাগণকে উপদেশ দিয়ে স্বীয় মহাসৈন্য সামন্ত সহ ভটসুর রাজাকে তাঁর নগরে পাঠিয়ে দিলেন। তখন অপর রাজাগণ ও সপরিষদ প্রীতিচিত্ত হয়ে মহাসত্ত্বের স্তুতি পরায়ণ হয়ে নিম্নোক্ত গাথাটি বললেন-

৫৭। অদ্য আমাদের সকলেরই মনুষ্য জন্ম সফল হল। সৎপুরুষের সমাগমে আমাদের জীবন সার্থক হয়েছে। তাঁর প্রভাবেই আমরা সবাই জয়ী হব।"

এবলে রাজাগণ স্বীয় স্বীয় সেনা বাহিনী সঙ্গে করে স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করলেন। তাঁরা প্রত্যেক বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে নানাবিধ উপহারাদি সাথে করে মহাসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হতেন। সে উপহার সমূহ তাঁকে প্রদান করতেন এবং তার নিকট হতে উপদেশ গ্রহণ করে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করতেন। তৎকালে মহাসত্ত্ব বিনাদণ্ডে ও বিনাশস্ত্রে সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজাদের শাসন-পালন করতেন। স্বীয় রাজ্য বারাণসী নগরের চারদ্বারে চারখানা, নগরের মধ্যভাগে একখানা এবং স্বীয় প্রাসাদের দ্বারে একখানা, এ ছয়খানা দানশালা তৈরী করালেন। সে দানশালা সমূহে প্রত্যহ এক এক নিযুত টাকার দানীয় বস্তু মহাজনগণকে প্রদান করতেন। মহাসত্ত্ব পূর্বাহ্নে ও সায়হ্নে প্রত্যহ অমাত্যাদি মহাজনগণকে এরূপ উপদেশ দিতেন- "সজ্জনবৃন্দ আপনারা সবাই আমার প্রদত্ত দানীয় বস্তু হতে সর্বদা যথাসাধ্য দান দেবেন ও পঞ্চশীল রক্ষা করবেন। উপোসথ দিনে উপোসথ শীল রক্ষা করবেন।" সে হতে মহাসত্ত্ব নিজের বারাণসী নগরে রাজসম্পত্তি পরিভোগ করে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। মহাসত্ত্বের উপদেশ রক্ষাকারী জনগণও মৃত্যুর পর দেবলোকেই উৎপন্ন হলেন। শাস্তা এধর্মদেশনা আহরণ করে জাতক সমাপন করবার জন্য নিম্নোক্ত সমাপ্তি গাথা ভাষণ করলেন-

৫৮। "তখনকার দেবরাজ এখন অনুরুদ্ধ। আমার পিতা এখন শুদ্ধোদন। মাতা এখন মহামায়া। আর সমস্ত পরিষদ বৃন্দ এখন বুদ্ধ পরিষদ। সুবর্ণ কুমারই এখন আমি লোকনাথ।

(দ্বিতীয় সুবর্ণ কুমার জাতক সমাপ্ত।)

৫০। মহাসুদর্শন জাতক

"যাহা কিছু দান" ইহা শাস্তা জেতবনে অজিত রাজার "অট্‌ঠ পরিক্‌খার" দান সম্পর্কে বলেছিলেন।

এক সময় কোণ্ডঞ্ঞো স্থবির ভগবানের আদেশ নিয়ে স্বীয় পরিষদ সহ জেতবন হতে সাকেত নগরে উপস্থিত হলেন। সাকেত রাজ স্থবিরকে দেখে প্রসন্ন চিত্তে স্বীয় অমাত্যকে বললেন- "আমাদের বিহারে অবস্থানের জন্য মহামান্য এই স্থবিরকে তুমি নিমন্ত্রণ কর।" তখন অমাত্য রাজার আদেশ প্রতিপালন করলেন। স্থবির অমাত্যের আমন্ত্রণে রাজ বিহারে বাস করতে লাগলেন। তখন রাজা স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে ভক্তি সহকারে বন্দনা করলেন এবং বিশেষ ভাবে অনুরোধ করে বললেন- "ভন্তে, আমাদের বিহারে বর্ষাবাস করুন।" স্থবিরও সে রাজ বিহারে তিনমাস বর্ষাযাপন করে রাজাকে বললেন- "মহারাজ, এখন আমরা অন্যত্র গমন করব।" রাজা স্থবিরের গমন বার্তা শুনে বিহারে এক কল্পতরু দানের অনুষ্ঠান করলেন। সে কল্পতরুর পূর্ব শাখায় শালি ধান্য, শালি তণ্ডুল, তিল, মুগ, কদলী ও ইক্ষু প্রভৃতি নানা খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ঝুলিয়ে দিলেন। পশ্চিম শাখায় কৌশিক বস্ত্র, গোলাপী ও রক্তবর্ণ কম্বল এবং কার্পাসের নানাবর্ণ মূল্যবান বস্ত্রাদি ঝুলিয়ে দিলেন। দক্ষিণ শাখায় স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা রত্ন, রত্নঘটিত কুণ্ডল ও দীর্ঘ মেখল হার ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে দিলেন। মধ্য শাখায় সপ্ত রত্নে খচিত সুবর্ণ ছত্র, কিন্ কিন্ শব্দকারী সুবর্ণ জালে পরিবেষ্ঠিত পঞ্চবর্ণ ধ্বজা পতাকায় পরিশোভিত করে ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর রাজা সুসজ্জিত

কল্পতরু অষ্ট পরিক্খার, প্রচুর পরিমাণ অন্ন পানীয় দ্বারা শকট পূর্ণ করে বিহারে নিয়ে কোণ্ডঞ্ঞো প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে তা দান করলেন। স্থবির সে দান অনুমোদন করে রাজাকে ধর্মদেশনা করলেন। তিনি সে ধর্মদেশনা শুনে প্রীতিফুল্ল মনে স্থবিরকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন।

অন্য এক সময় রাজা সপরিবার জেতবন বিহারে এসে বুদ্ধকে বন্দনান্তর একান্তে উপবেশন করে বললেন- "ভন্তে, সর্ববিধ পরিভোগ্য বস্তু দ্বারা একটি কল্পতরু সুসজ্জিত করে 'অষ্ট পরিক্খার' ও প্রচুর পরিমাণে অন্ন পানীয় খাদ্য-ভোজ্যাদি সহ সংঘদান করছি। এ দান মহাফলপ্রসূ হয়েছে কিনা তা আপনার নিকট জান্তে ইচ্ছা করি।" ভগবান বললেন- "মহারাজ, ভিক্ষু সংঘকে যা দান দেওয়া হয় তা মহাফলপ্রদ হয়।" ইত্যাদি বলে ধর্মদেশনা করলেন। সে ধর্মদেশনায় সপরিবার রাজা স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তখন ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় নিম্নোক্ত কথা উত্থাপন করলেন- "বন্ধুগণ, অজীত রাজা কোণ্ডঞ্ঞো স্থবির প্রমুখ সংঘকে সর্ববিধ পরিভোগ্য বস্তুসহ কল্পতরু ও উৎকৃষ্ট অন্ন পানীয় খাদ্য ভোজ্যাদি দান করে সারা জম্বু দ্বীপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এবং সুপরিচিত হয়েছেন।" ভগবান বুদ্ধ গন্ধকুটি হতে দিব্য কর্ণে ভিক্ষুগণের এ আলোচনা শুনে তখনই সে সম্মিলনীতে উপস্থিত হলেন। তথায় তিনি শ্রেষ্ঠ আসনে বসে বললেন- "তোমরা এখন এখানে কোন বিষয়ের আলোচনা নিয়ে বসেছ? তখন ভিক্ষুগণ নিজেদের আলোচ্য বিষয় বুদ্ধের নিকট প্রকাশ করলেন। তা শুনে শাস্তা বললেন- হে ভিক্ষুগণ, এ মহা দান বস্তু শুধু এখন যে দান করা হচ্ছে, তা নয় পূর্বেও এক পণ্ডিত ব্যক্তি কশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধের

শ্রাবক সংঘকে সর্ব্ববিধ পরিভোগ্য বস্তু দান করেছিলেন।” এ বলে সে অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

বহু অতীতকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত রাজা ধর্মতঃ রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্রমহিষীর নাম ছিল সুমনা দেবী। তথায় মহাধনী মহাভোগ সম্পদশালী ও মহাপরিবার সম্পন্ন এক শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। তখন বোধিসত্ত্ব ঐ শ্রেষ্ঠী পত্নীর জঠরে জন্ম নিয়ে মহাপরিবারের পরম যত্নে বর্দ্ধিত হলেন। তথাকালে পিতার মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্বই শ্রেষ্ঠীর পদে উন্নীত হলেন। তৎকালে কশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়ে দেব নরের উপকারে রত হয়ে তত্রস্থ মহাবিহারেই বাস করতেছিলেন। তখন তার এক শ্রাবক স্থবির বিবেক প্রিয় হয়ে অরণ্যে কর্মস্থান ভাবনায় নিরত ছিলেন, এমন সময় বোধিসত্ত্ব নিজের প্রয়োজনে অরণ্যে প্রবেশ করে এদিক ওদিক ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন এ স্থবির এস্থানে ভাবনায় নিরত আছেন। তখন তিনি প্রসন্ন মনে স্থবিরের নিকট গিয়ে তাঁকে বন্দনা করে বললেন- ‘ভন্তে, আপনি কি এখানেই বাস করেন?’ স্থবির বললেন- ‘হাঁ, উপাসক’ ইহা শুনে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন- ‘এখানেই পুণ্য কর্ম করবার এখন উপযুক্ত সময়। এ মনে করে তিনি একখানা পর্ণশালা তৈরী করে তার চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ও বালুকা ছিটে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। পর দিবস তিনি দীপ, ধুপ, সুগন্ধি, পুষ্প, মাল্য, বিলেপন ও নানাবিধ দানীয় বস্তু নিয়ে স্থবিরের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা করে বললেন- ‘ভন্তে, আমার প্রতি অনুকম্পা করে এ পর্ণশালায় বাস করুন’। এবলে দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে স্থবিরকে পূজা করলেন। তৎপর হতে বোধিসত্ত্ব চর্তুপ্রত্যয়ের মধ্যে স্থবিরের যখন যা

প্রয়োজন হত, প্রচুর পরিমাণে দান করে প্রার্থনা করতেন- “এ দান আমার সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের হেতু হউক।” স্থবির তাঁর এ দান অনুমোদন করার কালে নিম্নোক্ত গাথা চতুষ্টয় ভাষণ করলেন-

১-৪। ‘যাঁরা পর্ণশালা দান করেন, তাঁরা প্রসাদ লাভ করেন। যাঁরা পানীয় দান করেন, তাঁরা দিব্য পানীয় লাভ করেন। চংক্রমণ দায়ক প্রকাণ্ড আবাস লাভ করেন এবং স্থান বা ভূমি দায়কেরা পৃথিবীশ্বর হন। অন্নদানকারীরা জন্ম-জন্মান্তরে শক্তিশালী, নানা বস্তু দান কারীরা ভবে ভবে সর্ববস্তু লাভী হয়। যান দান কারীরা সুখী হয় ও দীপ দানকারী চক্ষুষ্মাণ হয়। যাঁরা মঞ্চ দান করেন, তারা দিব্য পালঙ্ক লাভ করেন, দণ্ড দানকারীরা বহু পুত্র লাভ করেন এবং বড় জলপাত্র দানকারীরা বড় রত্ন পাত্র লাভ করেন। এবম্বিধ বস্তু দান দ্বারা অনাগতে সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভের সদিচ্ছা পূর্ণ হয়।”

বোধিসত্ত্ব স্থবিরের এ ধর্মদেশনা শুনে অতিশয় প্রসন্ন হলেন। তিনি সে আশ্রমে সুদৃঢ় ঘেরা দিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সারা জীবন তিনি পঞ্চশীল এবং অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে উপোসথ শীল রক্ষা করতেন ও দান ধর্ম পুণ্য কর্ম করতেন। অতঃপর পরমায়ুর অবসানে তিনি কৃতপুণ্য স্মরণ করার পর ইহলোক হতে চ্যুত হয়ে দেব লোকে উৎপন্ন হলেন। তথায় তাঁর সুবর্ণময় বিমান শতযোজন উচ্চ হয়েছিল। এ বিষয় প্রকাশ মানসে শাস্তা নিম্নোক্ত ত্রয়োদশটি গাথা বললেন-

৫-১৭। “সেই কৃত সুকর্ম ও সৎচিত্তে প্রার্থনা দ্বারা মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংশ দেবলোকে গিয়েছিলাম। তথায় আমার জন্য ব্যাম প্রভা সম্পন্ন প্রভাস্বর, ষাট যোজন

দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ শত যোজন উচ্চ প্রাসাদ উৎপন্ন হয়েছিল। সে প্রাসাদ নানা বর্ণ ধ্বজা ও কুট প্রতিমণ্ডিত। সে প্রাসাদের স্তম্ভাবলী লোহিতাঙ্কময়, মণিময় স্বর্ণময় ভিত্তি; ইন্দ্র নীল মণিময় ছাউনি; স্ফটিকময় কবাট। সে প্রাসাদে নিত্য সুমধুর স্বরে তুর্যধ্বনি ঘোষিত হ'ত। কবাট বিবৃত ও বন্ধনকালে মধুর শব্দ নিঃসৃত হত। মণিময় গবাক্ষ, ভাস্বর বৈদুর্যে তৈরী কবাট, শ্রেষ্ঠ কূট সম্পন্ন পালংক যথাস্থানে সুন্দররূপে স্থাপিত। খোম বস্ত্রের দুগ্ধ ফেননীভ শয্যা মনোহর দিব্য রক্ত কম্বলে শোভিত অপ্সরাগণ পরিবৃত শ্রেষ্ঠ পালংকে পরিশোভিত এই দিব্য বিমান। সর্বদা বহু দেবাপ্সরা সর্বালংকারে সুশোভিতা হয়ে আকাশে বিদ্যুৎ লহরীর ন্যায় শোভা পেতো। গীত-বাদ্যে মধুর নৃত্যে এবং মৃদঙ্গ পণব, শংখ ও ভেরী সমূহের মধুর শব্দে সর্বদা সে প্রাসাদ মুখরিত থাকত। সে প্রাসাদ দিব্য ময়ুর বকাদি সুন্দর পক্ষী এবং কিংকিনীকালে পরিবেষ্টিত ছিল। এমন দিব্য প্রাসাদে সপরিবারে সর্বদা আনন্দময় সুখ পরিভোগ করেছি। তথায় সুবর্ণ, মণি, রৌপ্য ও লোহিতাঙ্কময় থালাই নিত্য ব্যবহার করতাম। দিব্যাসনে বসে দিব্যময় থালাই নিত্য ব্যবহার করতাম। দিব্যাসনে বসে দিব্য মালা-গন্ধ-বিলেপন ধারণ করে সর্বদা দিব্য ভোজন ভোগ করতাম। নানা মনোহর পরিপূর্ণ প্রাসাদে দিব্য পঞ্চ কামগুণ পরিভোগ করতাম।"

বোধিসত্ত্ব তাবতিংশ স্বর্গে দীর্ঘকাল ধরে দিব্য সম্পত্তি ভোগ করার পর যথাকালে সেখান হতে চ্যুত হয়ে কুশাবতি নামক মহানগরে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি সে মহাপরিবারে অতি যত্নের সহিত বর্ধিত হয়ে দর্শনীয়, সুপ্রসন্ন সুবর্ণবর্ণ হয়েছিলেন। রাজা যথাকালে বোধিসত্ত্বকে উপরাজ্যে অভিষিক্ত করে অচিরেই পরলোক প্রাপ্ত হলেন। সে হতে

মহাসত্ত্ব ক্রমে চারদ্বীপের সুদর্শন নামক চক্রবর্তী রাজা হয়ে সপ্তবিধ রত্ন সম্পন্ন মহাতেজশালী হয়েছিলেন। সপ্তরত্ন হল এই- "চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, ও পরিনায়ক রত্ন।" এ সপ্তবিধ রত্ন পিতা, মাতা, দেবতা, দেবরাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি কেহই দেননি। ইহা নিজের পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা লাভ করেছেন।

-সপ্ত রত্নের আগমন বিবরণী-

যতদিন যাবৎ চক্রবর্তী রাজা হবার যোগ্য পুণ্যবান সত্ত্ব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করেন ততদিন যাবৎ **চক্ররত্ন** প্রথম কল্প হতেই মহাসমুদ্র গর্ভে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। যখন যশবান চক্রবর্তী রাজা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে উৎপন্ন হন, তখন দেবরাজ ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত রথচক্র প্রমাণ সপ্তরত্ন সমুদ্র গর্ভ হতে অই পুণ্যবান চক্রবর্তী রাজার নিকট এসে উপস্থিত হয়। **হস্তীরত্ন** সর্বলক্ষণ সম্পন্ন, সর্বশ্বেতবর্ণ, কৈলাস কূট সদৃশ ও অভিমঙ্গল স্বভাব হস্তীকে হস্তীরত্ন বলা হয়। ছদ্দন্ত, কূলাবক অথবা উপোসথ জাতীয় হস্তীকুল হতেই কর্মানুরূপ চক্রবর্তী রাজার নিকট এসে উপস্থিত হয়। **অশ্বরত্ন** সর্ব সুলক্ষণ সম্পন্ন, সর্বশ্বেত রৌপ্যবর্ণ দর্শনীয় অশ্বকেই অশ্বরত্ন বলে। বলাহক দেবপুত্রই তা রক্ষা করেন। যখন চক্রবর্তী রাজা উৎপন্ন হন, তখন যথাকালে ঐ অশ্বরত্ন বলাহককুল হতে রাজার নিকট উপস্থিত হয়। **মণিরত্ন-** এ মণিরত্ন বৈপুল্ল পর্বতবাসী কুম্ভণ্ড নামক যক্ষ সহস্র পরিবার দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। যখন চক্রবর্তী রাজা উৎপন্ন হন তখন যথাকালে বৈপুল্য পর্বত হতে এসে তা রাজার হস্তগত হয়। **স্ত্রীরত্ন-** এ স্ত্রী রত্ন উত্তর কুরুতেই বাস করেন। যখন পুণ্যবান চক্রবর্তী রাজা পৃথিবীতে উৎপন্ন হন, তখন যথাকালে দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ উত্তর কুরুদ্বীপ

হতে এ স্ত্রীরত্ন এনে চক্রবর্তী রাজাকে দিয়ে যান। **গৃহপতি রত্ন**- এ গৃহপতি রত্ন জম্বুদ্বীপেই বাস করেন। পুণ্যবান চক্রবর্তী রাজা যখন পৃথিবীতে উৎপন্ন হন, তখন যথাকালে দেবরাজ প্রমুখ দেবতা বৃন্দ এ গৃহপতি রত্নকে এনে দিয়ে যান। **পরিনায়ক রত্ন**- এ পরিনায়ক রত্ন পূর্ব বিদেহ দ্বীপেই বাস করেন। চক্রবর্তী রাজা অভিষিক্ত হওয়ার পর দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ দেবতা বৃন্দ এ পরিনায়ক রত্নকে পূর্ববিদেহ হতে এনে চক্রবর্তী রাজাকে দিয়ে যান।

-উক্ত সপ্ত রত্নের প্রভাব-

চক্রবর্তী রাজা যদি কোনও দিকে যেতে ইচ্ছা করেন, তা হলে নর্তকী প্রভৃতি সপরিষদ সে চক্র রত্নে আরোহণ করলে তখন তাহা রাজধানীকে প্রদক্ষিণ করে ক্ষণকালের মধ্যেই অযুত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিরোচিত হয়ে আকাশ পথে ইচ্ছিত স্থানে উপস্থিত হয়। রাজা তথা হতে শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটি বা তদুর্ধ প্রমাণ অর্থাৎ যত সংখ্যক সৈন্য ইচ্ছা করেন; তত সংখ্যক সৈন্য চক্র রত্নে তুলে আকাশ পথে স্বীয় রাজধানীতে মুহূর্ত মধ্যে উপস্থিত হতে পারেন। যে স্থানে চক্ররত্ন অবতরণ করে সে স্থানের জনগণ মহামূল্যবান বহু উপহার দিয়ে রাজাকে পূজা ও ভক্তি সহকারে বন্দনা করেন। চক্রবর্তী রাজা ও তথায় দাঁড়িয়ে বলেন- সজ্জনগণ আপনারা শীল পালন করুন। ইত্যাদি বলে উপদেশ প্রদান করেন। পূর্ববিদেহ রাজ্যে উপস্থিত হলে, তথাকার জনগণ চক্রবর্তী রাজাকে সৎকার ও বন্দনা করে চলে যায়। চক্রবর্তী রাজা দেবলোকে যাওয়ার ইচ্ছা করে চক্ররত্নে আরোহণ করলে তখন চক্ররত্ন আকাশ পথে রাজধানী প্রদক্ষিণ করে দেব লোকের দিকে যাত্রা করে। চক্ররত্নে আরূঢ় সেনাবাহিনীরা আনন্দে অধৈর্য হয়ে কেহ কেহ নৃত্য করে, কেহ

গান করে; কেহ কেহ বাদ্য করে, কেহ কেহ আস্ফালন করে; কেহ কেহ করতালী দেয়, কেহ কেহ সাধুবাদ প্রদান করে আর কেহ কেহ তুর্যধ্বনী করে। তখন যেন বোধ হয় সমুদ্র মধ্যে মেঘগর্জনের ন্যায় সর্ব তুর্যের নির্ঘোষ বিঘোষিত হয়। চক্ররত্ন দেবলোকে উপস্থিত হলে দেবরাজ ইন্দ্র দেব পরিষদের সহিত চক্রবর্তী রাজাকে আগু বাড়াইয়া বহুবিধ দিব্য উপহারে ও দিব্য পূজায় সগৌরবে তাবতিংশ ভবনে নিয়ে যান। তথায় তাঁকে পঞ্চকামগুণ দানে অভিরমিত ক'রে কয়েক দিবস তথায় রখে দেন। দেবরাজ ইন্দ্র চক্ররত্নের এরূপ অনুপম প্রভাব দেখে বিস্মিত হন। চক্রবর্তী রাজা এ চক্ররত্নের প্রভাবে এক দিবসেই চার মহাদ্বীপ পরিভ্রমণ করে পুনঃ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। চক্ররত্নের প্রভাব এরূপই।

হস্তীরত্নের প্রভাব- চক্রবর্তী রাজা হস্তীরত্নকে পরীক্ষার নিমিত্ত পূর্বাহ্নকালে উহাতে আরোহণ করে আসমুদ্র চক্রবাল পরিভ্রমণ করে পুনঃ স্বীয় রাজধানীতে এসে প্রাতরাশঃ পরিভোগ করেন। ইহা হস্তীরত্নের প্রভাব। **অশ্বরত্নের প্রভাব-** চক্রবর্তী রাজা অশ্বরত্নের মীমাংসা করার মানসে ঐ অশ্বে পূর্বাহ্নকালে আরোহণ করে অসমুদ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করে পুনঃ স্বীয় রাজধানীতে এসে প্রাতরাশঃ গ্রহণ করেন। ইহা অশ্বরত্নের প্রভাব। চক্রবর্তী রাজা যে যে দেশে যাওয়ার চিন্তা করেন হস্তী ও অশ্বরত্ন তাঁর মনোভাব জ্ঞাত হয়ে সে দেশে নিয়ে যায়। **মণিরত্ন প্রভাব-** এমণিরত্ন পার্বত্য আলুর ন্যায় বৃহৎ। ইহা বৈদুর্যাদি শুদ্ধ জাতীয় বস্তু হতে উৎপন্ন হয়। এ মণি যথাবিহিত রূপে পরিষ্কার করলে বিপ্রসন্ন ও সমুজ্জল হয়। ইহার আভা চারিদিকে এক এক যোজন পরিমাণ স্থান ব্যাপ্ত হয়। চক্রবর্তী রাজা এ মণিরত্নকে পরীক্ষা করার মানসে চতুরঙ্গিনী সেনা

সজ্জিত করে সে মণিরত্ন ধ্বজাগ্রে বন্ধন করে রাখেন। তখন সে মণি-প্রভায় ঘোর অমাবস্যাতেও সেনাদের চলা ফেরার ও যুদ্ধকার্যে কোন অসুবিধা হয় না। ইহার স্বচ্ছ আলোতে গ্রামবাসীরাও যাবতীয় গৃহকাজ সূষ্ঠুরূপে সম্পাদন করতে পারেন। জলের প্রয়োজন হলে, মণিরত্ন যখন পৃথিবীর দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তখন মণি পৃথিবীতে নিমগ্ন হয়ে বিরাট জলরাশি তালবৃক্ষের প্রমাণ অথবা হস্তী প্রমাণ জলধারা আকাশ স্পর্শী হয়ে উঠে। আর তা যদি আকাশের দিকে উৎক্ষেপণ করা হয়; তখন তা আকাশে গিয়ে প্রকাণ্ড মেঘ উৎপাদন করে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করায়। যখন অগ্নি উৎপাদনের ইচ্ছা হয়, তখন তা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা মাত্র মণি পৃথিবীতে নিমগ্ন হয়ে প্রবল জ্যোতিঃ সম্পন্ন অগ্নি উৎপাদন করে। তা পুনঃ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হলে আকাশ হতে সজ্যোতিপূর্ণ উৎকট অগ্নি বর্ষিত হয়। যখন বায়ু সেবনের ইচ্ছা হয়; তখন সে মণিরত্ন দিকবিদিকে ছুটাছুটি করে প্রচণ্ড ও মৃদু বায়ুর উৎপাদন করে সর্বদিকে বায়ু প্রবাহিত করে। চক্রবর্তী রাজা যা যা ইচ্ছা করেন মণিরত্ন প্রভাবে সবই পূর্ণ হয়। ইহা মণি রত্নের প্রভাব। **স্ত্রীরত্ন প্রভাব-** এ নারী সুরূপা, সুচারু দর্শনা সূবর্ণ বা মণিরত্নের ন্যায় বর্ণ শালিনী। ঐ নারী নাতীদীর্ঘা, নাতিহ্রস্বা, নাতিস্থূলা, নাতি কৃশা নাতি সাদা অতীত যুগের মানুষের মত দিব্যবর্ণা ও সূখস্পর্শা ও সুধূনিত কার্পাস তুলার ন্যায় দেহবতী। তাঁর রূপ উন্মাদকারী। চক্ষু নিগ্রোধফলের ন্যায়। তাঁর দেহ হতে সর্বদা চন্দন গন্ধ মুখ হতে পদ্ম সুগন্ধ প্রবাহিত হয়। তাঁর দন্ত শুঙ্ক শঙ্খের ন্যায় ধ্বল বর্ণ ফাঁক বিরহিত সমদন্তাবলী। তাঁর চর্মবর্ণ সাদা, কাল, নীল, পীত; অতি কাল নহে। মন্দা নীলোৎপলের বর্ণনিভ, কেশের বর্ণ নীল ভ্রমর বা ময়ুর পালকের ন্যায়

জ্যোতির্ময়। হস্ত পদের বর্ণ লোহিত মণির ন্যায়। সর্বসূলক্ষণ সম্পন্না। ধন্যবতী সুশীলা পতিব্রতা পতির পূর্বে গাত্রোত্থান কারিনী সর্বকর্ম পরিচালনে সুদক্ষা ও মনোজ্ঞ আচরণ কারিনী, সর্বকর্ম পরিচালনে সুদক্ষা ও মনোজ্ঞ আচরণ কারিনী প্রিয় ভাসিনী ও অতি মনোহারিনী। তাঁর দেহ শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে শীতল হয়। ইহাই স্ত্রী রত্নের লক্ষণানুভাব।

গৃহপতিরত্ন প্রভাব- গৃহপতিরত্ন যে ক্ষেত্রে, প্রকোষ্টাগারে, গোশালায় বা হস্তীঅশ্বালয়ে গমন করে, তার প্রভাবে ক্ষেত্রে বহুবিধ শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রকোষ্টাগারে বহু ধন বর্ধিত হয়, গো-হস্তী অশ্ব বহু বাছুর সম্পন্ন হয়। ধনাগারের ধন, জল অগ্নি ও চোরাদি দ্বারা নষ্ট হয়না। তিনি যে যে স্থানে যান, সে সে স্থান নিরাপদ হয়। তাঁর দ্বারা গৃহীত মৃর্ত্তিকা, কাঁকর, চাঁর, কাষ্ঠ, প্রস্তর বা তৃণ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী উত্তম ধনে পরিণত হয়। তাঁর পূর্বকর্মজ বিপাক দ্বারা নিধিদর্শনের দিব্য চক্ষু উৎপন্ন হয়। তিনি চক্রবর্ত্তী রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন- দেব, আপনি ধনবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার যা ধনের প্রয়োজন হবে, তা আমিই মিটিয়ে দেবো। যেহেতুঃ- যেখানে গুপ্তধন আছে, তা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাই। পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা গৃহপতিরত্নকে সাথে করে গঙ্গার এক নৌকায় আরোহণ করেন। নৌকা গঙ্গার মধ্যস্রোতে উপনীত হলে, রাজা গৃহপতিরত্নকে বলেন- এখন আমার হিরণ্য ও সুবর্ণের একান্তই প্রয়োজন। ইহা শুনে তখনই গৃহপতিরত্ন গঙ্গার জলে হস্তমগ্ন করে হিরন্ময় ও সুবর্ণপূর্ণ কুম্ভী তুলে রাজাকে প্রদান করেন। ইহা গৃহপতিরত্নের প্রভাব।

পরিনায়করত্ন প্রভাব- পরিনায়করত্ন পণ্ডিত, বুদ্ধিমান মেধাবী, সমর্থবান, প্রত্যুৎপন্নমতি, উৎসাহদাতা ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন

হন। তিনি চক্রবর্তী রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন- দেব, আপনি নিরাপদে নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে বাস করুন। সহজ জটিল যা কিছু অভিযোগ আছে, সবকিছুর সমাধান আমিই করে দেবো। শাসন অনুশাসনের সুষ্ঠু পরামর্শ আমিই দেবো। আপনি কেবল দশটি হস্তীর পরিমাণ সুরযোদ্ধা সেনাবাহিনী যোগাড় রাখবেন। তারা যেন বিপক্ষ অরিদল দলনে সমর্থবান, প্রজ্ঞাবান ও যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে বিচারকুশল এবং সুদক্ষ হয়। তাঁরা যে যে স্থানে গমণ করবে, সে সে স্থান নিরাপদ হবে। সব রাজা এসব যোদ্ধা দেখে দূর হতেই পলায়ন করবে। ইহাই পরিনায়করত্নের প্রভাব।

পূর্বজন্মের সর্ববস্তু দান-পুণ্য প্রভাবেই চক্রবর্তীরাজগণ এসপ্তরত্ন লাভ করেন। ক্ষুদ্র পর্ণশালা দান-পুণ্য-প্রভাবে সপ্তরত্ন, চুরাশী সহস্র নগর, সহস্র প্রাসাদ, ও সহস্র কূটাগার উৎপন্ন হয়। মাচাদানের পুণ্য-প্রভাবে চুরাশী সহস্র হিসাবে পালঙ্ক, হস্তী, অশ্ব ও রথ উৎপন্ন হয়। বসিবার আসন দানের পুণ্য-প্রভাবে, কেহ সুবর্ণালঙ্কার, কেহ রৌপ্যালঙ্কার, কেহ লোহিতঙ্ক অলঙ্কার, কেহ স্ফটিকালঙ্কার, কেহ মহাসারালঙ্কার, কেহ মণিবর্ণালঙ্কার মুক্তালঙ্কার, সপ্তরত্নলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত জনগণ চক্রবর্তী রাজাকে পরিবেষ্টন করে থাকেন ও তাঁর সাথে চলাফেরা করে। একটি পুষ্করিনী দান-পুণ্যে সহস্র পুষ্করিনী উৎপন্ন হয়। দণ্ডপ্রদীপ দান-পুণ্য-প্রভাবে চক্রবর্তী রাজার নিকট চুরাশী সহস্র করে স্ত্রী, গৃহপতি, পরিভোজনীয় থালা, পাত্র, সপাত্র জলছাঁকুনী, চিরুনী, নখছেদনকারী কাচি, কর্ণমলহরণী উপহান ও ছত্র উৎপন্ন হয়। ভোজনদান-পুণ্যে চুরাশী হাজার খাদ্য ভোজ্য পরিপূর্ণ পাত্র উৎপন্ন হয়। দীপদান-পুণ্যে চুরাশী হাজার মণিরত্ন লাভ হয়। করণ্ডদান-পুণ্য প্রভাবে

চক্রবর্তীরাজার বিপক্ষ সেনা দলন সমর্থবান সহস্র বীরপুত্র লাভ হয় এবং স্বহস্তে দান-পুণ্যে উত্তমরূপকারী দেবস্পরার ন্যায় সেবিকা লাভ হয়। আস্তরণ দান-প্রভাবে মণিমুক্তা খচিত চুরাশী হাজার প্রকাণ্ড আস্তরণ লাভ হয়। চীবর দানপুণ্যে চুরাশী হাজারবস্ত্র কোষ্ঠাগার লাভ হয়। তন্মধ্যে এক এক প্রকোষ্ঠ একেক জাতীয় বস্ত্র কম্বলে পরিপূর্ণ থাকে। যথা- কোসেয়্য কর্পাস, দুকুল, খোম, কৌষিক, শ্বেতবস্ত্র, রক্ত, নীল, পীত, কাল কম্বল। অবশিষ্ট প্রকোষ্ঠগুলি নানা দিব্য বস্ত্রেপরিপূর্ণ থাকে। জল রাখবার ছোট বড় পাত্র দানপুণ্যে চুরাশী হাজার স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, জল পাত্র উৎপন্ন হয়। চাঁদোয়া দানের পুণ্য-ফলে চুরাশী সহস্র চাদোয়া উৎপন্ন হয়। হেলান দেওয়ার বস্তু দান-পুণ্য প্রভাবে চুরাশী হাজার আরাম দায়ক আসন উৎপন্ন হয়। আশ্রমে ঘেরা দান পুণ্য প্রভাবে চক্রবর্তী রাজার বাড়ীতে সপ্তবিধ ঘেরা উৎপন্ন হয়। যথা সুবর্ণ ময়, রৌপ্যময়, বৈদুর্যময়, স্ফটিকময়, লোহিতাঙ্কময়, মাসর গল্লময় ও সর্বরত্নময় ঘেরা উৎপন্ন হয়। আশ্রমে তালবৃক্ষ রোপণ দ্বারা ঘেরা দেওয়ার পুণ্যে সপ্ততাল বৃক্ষপংক্তি ঘেরা উৎপন্ন হয়। যথা- প্রথম পংক্তি সুবর্ণ ময়, দ্বিতীয় পংক্তি রৌপ্যময়, ক্রমান্বয়ে বৈদুর্যময়, স্কটিকময়, লোহিতাঙ্কময়, মসার গল্লাময় ও সর্বরত্নময়। সুবর্ণময় তালবৃক্ষের কাণ্ড ভাগ ছিল সুবর্ণময় এবং পত্র ও ফল ছিল রৌপ্যময়। রৌপ্যময় তালবৃক্ষের কাণ্ড ছিল রৌপ্যময়পত্র ও ফল ছিল বৈদুর্যময়। লোহিতাঙ্ক তালবৃক্ষের কাণ্ড ছিল লোহিতাঙ্গময় পত্র ও ফল ছিল মসার গল্লময়। মসার গল্লময় তালবৃক্ষের পত্র ও ফল ছিল লোহিতাঙ্কময়। সপ্তরত্নময় তালবৃক্ষের সপ্তরত্নময় কাণ্ড এবং পত্র ও ফল ছিল সপ্তরত্নময়। সে তালবৃক্ষ সমূহ যখন বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন এমন

একটা শব্দ বের হত, যা অতি মধুর, রমনায়, শান্ত নির্ভয়, মোহনীয় এবং পঞ্চবিধ তুর্য ধ্বনির ন্যায়। কুসবতী নগরের চারটি তোরণ দ্বার ছিল। একটি সুবর্ণময়, একটি রৌপ্যময়, একটি বৈদুর্যময় ও একটি স্ফটিকময়।

কুশাবতী নগরবাসী জনগণ সর্বদা মধুর ভোজ্যদ্রব্য ভোজন, জয়পানীয় পান ও মাংসরস পান করত এবং সর্ববিধ অলঙ্কারে নিজকে ভূষিত করে কেহ কেহ সোল্লাসে নাচ গান বাদ্য ও করতালী যোগে সবাই নির্ভয়ে নিরুপদ্রবে, নিরোগে ও সুখে মহানন্দে, বাস করত। সে নগরে সর্বদা হস্তী, অশ্ব, রথ, মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসা, ভেরী ও গীতশব্দে সর্বদা অনির্বচনীয়ভাবে পৃথিবী গর্জনের ন্যায় মহোল্লাসশব্দ বিঘোষিত হ'ত। তারা সর্বদাই সর্ববিধ উত্তম আহারে ও সর্ববিধ অলঙ্কারে সমৃদ্ধ ছিলেন। সুদর্শন নামক চক্রবর্তী রাজা তথায় রাজত্ব করতেন। তিনি চুরাশী সহস্র বৎসর বাল্যাবস্থায় ধূলিক্রীড়ায় দিন অতিবাহিত করেছিলেন। চুরাশী সহস্র বৎসর উপরাজ অবস্থায় ছিলেন এবং চুরাশী সহস্র বৎসর চক্রবর্তী রাজত্ব ভোগ করছিলেন। তৎপর চুরাশী সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলেন। তিনি সংসারে জীবিত ছিলেন দুইলক্ষ বিরাশী হাজার বৎসর। তিনি এক জন্মে এক ভন্তেকে একখানা পর্ণশালা ও **অষ্ট পরিক্খার** দান দিয়েছিলেন। তৎফলে তিনি এজন্মে চক্রবর্তী রাজা হয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ ঐ মহাপূণ্যফল ভোগ করেছিলেন। সে বিষয় প্রকাশ মানসে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বল্লেন-

১৮-১৯। "তিনি পর্ণশালা ও যাবতীয় দানীয় বস্তু দান দিয়ে চক্রবর্তী রাজত্ব ভোগ করে মৃত্যুর পর স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলেন। দানাদি পুণ্যকর্ম সহযোগে দীর্ঘদিন যাবৎ

রাজত্বসুখ পরিভোগ করার পর ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়েছিলেন। তদাবস্থায় ধ্যান অভিজ্ঞাদি উৎপাদন করেছিলেন। অতঃপর মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।”

ভগবান এধর্মদেশনা সমাপ্ত করে বললেন- “হে ভিক্ষুগণ, শুধু এখন নহে, পূর্ব্বেও আমার দান আশ্চর্যজনক ছিল।” এ বলে জাতক সমাপ্ত করতঃ নিম্নোক্ত আটটি অবসান গাথা ভাষণ করলেন-

২০-২৭। “বর্তমান আমার যে জ্ঞাতিগণ আছেন, তারাই ছিল সে চক্রবর্তী রাজার জ্ঞাতি। তখনকার চক্রবর্তী রাজার যানবাহন স্বরূপ যে হস্তীরত্ন ছিল; সে হস্তী এখন আমার পিতা শুদ্ধোদন রাজার মঙ্গল হস্তী। তখনকার অশ্বরত্ন এখন কন্থক নামক শ্রেষ্ঠ অশ্ব। চক্রবর্তী রাজার পিতা এখন আমার পিতা শুদ্ধোদন রাজা। মাতা বর্তমান মহামায়া। উত্তর কুরু হতে আনীত সুভদ্রাই এখন যশোধরা। গৃহপতিরত্নই বর্তমানকালের আমার সেবক আনন্দ স্থবির। পরিনায়করত্ন এখন দক্ষিণ শ্রাবক সারিপুত্র। চক্রবর্তী পরিষদ বর্তমান বুদ্ধ পরিষদ। মহাসুদর্শন চক্রবর্তীরাজা এখন আমি লোকনাথ তথাগত সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। তোমরা সর্বদা ত্রিবিধ সুখের কারণে অতি গৌরব চিত্তে এ জাতক ধারণ কর।

(মহাসুদর্শন জাতক সমাপ্ত।)

জাতক পঞ্চাশক সমাপ্ত।